মধুস্মৃতি

নগেন্দ্রনাথ সোম

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস্
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা - ৬

দশ টাকা

প্রথম প্রকাশ :
ভারতবর্ষ—
১৩২১-১৩২৪
*
প্রথম সংস্করণ :
চৈত্র—১৩২৭
দ্বিতীয় সংস্করণ :
পরিবর্দ্ধিত ও
পরিমার্জ্জিত,
ভাদ্র—

ভূমিকা

যিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ও অন্যান্য দুর্লভ গুণাবলীর সমাবেশে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমকালবর্ত্তী বঙ্গীয় কবিগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তাঁহার জীবন স্মৃতি সঙ্কলনরূপ গুরুতর বিষয়ে আমার ন্যায় অযোগ্য-জনের প্রয়াস যে নিতান্তই ধৃষ্টতার কার্য্য তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কেবল তাঁহার অপূর্ব্ব কবিতা-রসই আমাকে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রণোদিত ও প্রলুব্ধ করিয়াছে। মহাকবির চির-মধুময় স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিবার প্রবল বাসনা বহুকাল হইতেই আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে সুযোগ সমুপস্থিত হওয়াতে বহুবর্ষব্যাপী নিদারুণ পরিশ্রমে সেই চির-সঞ্চিত প্রচ্ছন্ন অভিলাষ পূর্ণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সে বিচার সহৃদয় পাঠকপাঠিকা করিবেন। আমার অসীম দুঃসাহসিকতা ও যাবতীয় ত্রুটি-সমষ্টির মার্জ্জনা তাঁহাদের হস্তেই রহিল।

মধুসূদনের সাহিত্য-জীবনের ইতিহাস, তাঁহার রচিত কাব্য, গীতি-কবিতা, খণ্ড-কবিতা, চতুর্দ্দশপদী কবিতা, নাটক ও প্রহসনের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা, যোগ্যতম সাহিত্যিক ও সমালোচকদিগের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে; এবং এখনও কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতাশালী লেখক তাঁহার গ্রন্থাবলীর আলোচনায় ব্যাপৃত থাকায়, উক্ত বিষয়ের অধিক অনুশীলন ও অবতারণা বর্ত্তমান গ্রন্থে না করিয়া, তদ্বিষয়ক যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং কৌতুহলোদ্দীপক বিবিধ মতামতের উল্লেখ করিতে বিরত হই নাই। কিন্তু মধুসূদনের নিজের কথা, তাঁহার জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা-সমূহ, তাঁহার গার্হস্থ্য ও পারিবারিক-কাহিনী প্রভৃতির সবিস্তার বর্ণনা এ-পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। মধুসূদনের সম্বন্ধে প্রত্যেক কথাই প্রীতিপ্রদ। কিন্তু সে সকল কথা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না থাকায়, অনেকের জানিবার উপায় ছিল না। মধুসূদনের বন্ধুগণের মধ্যে প্রায় সকলেই অন্তর্হিত হইয়াছেন; যে অল্প কয়জন অবশিষ্ট আছেন, তাঁহাদেরও একে একে অন্তর্দ্ধানের উপক্রম দেখিয়া এবং ভবিষ্যতে

মধুসূদনের সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার আর কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না বুঝিয়া, তাঁহার অনেক বিলুপ্ত-প্রায় স্মৃতিকথা সংগ্রহ করিয়া, এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

যাঁহারা মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতি-কাব্য, নাটক, প্রহসন, উপন্যাস ও ইতিহাস প্রভৃতির ন্যায় লোক-চিত্তাকর্ষক গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া, নানারসের অমৃতধারা ঢালিয়া, নরনারীকে চিরদিন অসীম তৃপ্তি-সুখ প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জীবনের যে-কোন কথা জানিবার নিমিত্ত জন-সাধারণের এতই আগ্রহ যে, তাঁহারা সেই প্রতিভাবান্‌দিগের সম্বন্ধে অতি তুচ্ছ কথাও বাদ দিতে চান না। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে প্রত্যেক কথাটাই তাঁহারা শুনিতে ভালবাসেন এবং উৎসাহের সহিত তাঁহাদের সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া প্রত্যেক পাঠককে নাড়াচাড়া করিতে দেখিতে পাই। আমাদের জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি অমর কবিগণের জীবনের ঘটনাবলীর কোন প্রকার উপাদান পাওয়া যায় না বলিয়া বর্ত্তমান জীবনী-লেখকেরা মাসিক-পত্রাদির পৃষ্ঠায় উক্ত প্রাচীন কবিদিগের কাব্যে সন্নিবিষ্ট দুই-চারি পংক্তি ভণিতা মাত্র লইয়া, তাঁহাদের জীবনের দু-একটি বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার নিমিত্ত কিরূপ প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছেন এবং তাঁহাদের সেই মর্ম্মান্তিক উদ্যম যে কিরূপ ফলপ্রসূ, তাহা ভাবিলে হৃদয় প্রকৃতই ব্যথা অনুভব করে। রজকিনী-প্রেম-লোলুপ বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি-কবি চণ্ডীদাস নিভৃত-পল্লী নান্নুরের কোন্ পুষ্করিণীর কূলে সারাদিন মৎস্য ধরিবার ছলে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া থাকিতেন, কোন্ নবাবের রূপময়ী দুহিতা তাঁহার সেই অপার্থিব প্রেম-সঙ্গীত শুনিয়া, তদীয় গুণানুরক্তা হইয়াছিলেন; লোকে তাঁহাকে 'চণ্ডে মাতাল' বলিত, কি 'চণ্ডী ঠাকুর' বলিয়া ডাকিত; গ্রামান্তরে গান করিতে গিয়া জীর্ণ-ভগ্ন নাটমন্দির পতনে তিনি মরিলেন, কি নবাব তাঁহাকে হস্তীপদতলে নিষ্পেষিত করিয়া বধ করিলেন, এই সকল কিম্বদন্তীর আলোচনা এক্ষণে প্রবলভাবে চলিতেছে। জীবন-কথার উপকরণের অভাবে বহু ভিত্তিহীন জনরব অনেক প্রাচীন কবি ও কবিকল্প মহাত্মাদিগের জীবনী মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। অথচ বর্ত্তমান সময়ের কিম্বা গত শতাব্দীর যশস্বীদিগের জীবনীর অনায়াসলব্ধ উপকরণে

আমরা অনাস্থা, উপেক্ষা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করিয়া, ভবিষ্যতের ক্লান্তিক্লেশ-বহুল দীর্ঘ-নৈরাশ্যের পথ প্রস্তুত করিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে মধুসূদনের বিষয়েই একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। তাঁহার 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে 'কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া' শীর্ষক একটি কবিতা আছে। কিন্তু ঐ কবিতাটি যে কোন্ পুস্তকের ভূমিকাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত পাঠক-পাঠিকার স্বতঃই কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে যতীন্দ্রমোহন, রাজেন্দ্রলাল, রাজনারায়ণ, ভূদেব প্রভৃতি কবির সাহিত্যিক বন্ধুগণের মধ্যে কাহারও নিকট হইতে এই বিষয়টি অতি সহজেই জানা যাইতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে সে বিষয় জানিবার কোন উপায়ই আর নাই।

ডাক্তার জন্সনের জীবনীকার বস্ওয়েল সাহেব বলেন; "I remain firm and confident in my opinion, that minute particulars are frequently characteristic, and always amusing when they relate to a distinguished man." এই উক্তির সত্যতা মধুসূদনের জীবন-কাহিনী প্রতিপন্ন করিতেছে। আমি উহার অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার জীবন-স্মৃতি সম্বন্ধীয় যাবতীয় লব্ধ উপকরণের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিয়াছি। মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহনও যথার্থ লিখিয়াছেন, "I am sure anything said of Michael will prove interesting."

সুপ্রসিদ্ধ 'ভারতবর্ষ' নামক মাসিক পত্রে মধুসূদনের এই জীবন-স্মৃতি নানা চিত্র-সম্পদে ভূষিত হইয়া, 'মধু-স্মৃতি' নামে (সন ১৩২১ সাল হইতে সন ১৩২৪ সালের অগ্রহায়ণ অবধি) চারি বৎসর ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন 'মধু-স্মৃতি' পাঠ করিয়া অনেকেই উহাকে গ্রন্থাকারে দেখিতে অভিলাষী হইয়া, আমাকে 'মধু-স্মৃতি' মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের সহৃদয় অনুরোধে, বর্ত্তমান সময়ে কাগজ ও মুদ্রাঙ্কণের অত্যধিক দুর্ম্মূল্যতা সত্ত্বেও 'মধু-স্মৃতি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। এ-স্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক; 'ভারতবর্ষে' যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন আরও বহু-পরিমাণে নূতন-নূতন উপকরণ সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইয়া, গ্রন্থকলেবর সম্বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে।

এই গ্রন্থের উপকরণ-সংগ্রহ-কল্পে আমি যাঁহাদিগের নিকট সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদিগের মধ্যে মধুসূদনের অকৃত্রিম-সুহৃদ্ স্বর্গীয় গৌরদাস বসাক মহাশয়ের সুযোগ্য-পুত্র, আমার অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত লালবিহারী বসাক মহাশয়ের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। গৌরদাসবাবুকে লিখিত মধুসূদনের যাবতীয় পত্রাবলী, তাঁহার হিন্দুকলেজের পাঠ্যাবস্থায় লিখিত যাবতীয় অপ্রকাশিত ইংরেজী কবিতাসমূহ, মধুসূদনকে লিখিত গৌরদাসবাবুর পত্রাদি ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য উপাদান এই গ্রন্থের জন্য প্রদান করিয়া, তিনি আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। কেবল কৃতজ্ঞতা-পাশে নহে, নির্ম্মল ভ্রাতৃস্নেহে বিজড়িত করিয়া তিনি আমাকে চির-আত্মীয়তা-সূত্রেও গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃত কথা বলিতে কি, তাঁহার পিতৃদেবের সঞ্চিত উপকরণ এবং তাঁহার অকৃত্রিম-অনুরাগ-বিজড়িত সহায়তা না পাইলে আমার এই গ্রন্থ-সঙ্কলন সম্পূর্ণ হইত না। বাস্তবিক তাঁহার নিকট আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে। আধুনিক সময়ে এরূপ সহৃদয়তা ও মহানুভাবতা কল্পনার বস্তু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি তাঁহার নিকট চিরদিন অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী রহিলাম।

এই স্থলে মধুসূদনের চিরবন্ধু স্বর্গীয় গৌরদাস বসাক মহাশয়ের সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা না বলিলে প্রত্যবায় আছে। তাঁহার ন্যায় চিরসুহৃদ্‌বৎসল ব্যক্তি কচিৎ দেখা যায়। মধুসূদন ভবিষ্যতে একজন বিখ্যাত কবি হইবেন জানিয়া, তিনি হিন্দুকলেজে পাঠ্যাবস্থা হইতেই তাঁহার জীবন-চরিতের উপাদান সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করেন। কালে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইলে, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌরদাসবাবু কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতে অভিলাষী হন।* তিনি উপকরণ সংগ্রহ না করিলে মধুসূদনের কোন জীবন-চরিতই রচিত হইত কি না সন্দেহ।

* গৌরদাসবাবু ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর খুলনা হইতে মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন;—In the mean time, let me tell you that I am anxious to begin your biography. I propose a short treatise for the present, as no man's life, however great, can be written while he is alive, (I don't mean to wish you in the grave) but you know the rest. Now I want some particulars of your childhood, birth-day, and a little family account. Will you please send me at an early opportunity. Pray do so at once.

মধুসূদনের প্রতি তাঁহার অনুরাগের ইয়ত্তা কে করিবেন? লেখনীর সাধ্য নাই যে গৌরদাসবাবুর সুহৃদানুরাগ বর্ণনা করিতে পারে। আর তাঁহার সেই সুহৃদ্বৎসলতাও সাধারণ মনুষ্যের ধারণা ও আয়ত্তের বহির্ভূত। এক সময়ে তিনি মধুসূদনকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"I fondly cherished the hope that our attachment, if not friendship, which is a thing altogether beyond the scale of human reach." বাল্য হইতে চিরজীবন সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, প্রবাসে-গৃহে, জীবনে-মরণে মধুসূদনের এমন চিরনিষ্ঠ বন্ধু আর কেহ ছিলেন না। মধুসূদনের জন্য সমগ্র জীবনে বহু উদ্বেগ ও বেদনা তিনি ভোগ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে সুখী করিতে, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার অনাথ শিশু দুইটির গ্রাসাচ্ছাদন ও শিক্ষার নিমিত্ত অর্থ-সংগ্রহে; পরলোকগত সুহৃদের সমাধি-স্তম্ভ সংস্থাপনের চেষ্টায় এবং তাঁহার জীবন-চরিতের উপকরণ-সঞ্চয়ে ও সেই গ্রন্থ-রচনার ব্যবস্থা-করে তিনি আজীবন অদম্য উৎসাহ ও অকৃত্রিম অনুরাগের সহিত কিরূপ অমানুষিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা কোন বঙ্গদেশবাসীর কল্পনাতেও আনিবার শক্তি নাই। গৌরদাস বসাক মহাশয়ের স্মৃতি মধুসূদনের স্মৃতির সহিত চিরগ্রথিত থাকিবে এবং তিনিও কবির সহিত পৃথিবীতে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

গৌরদাসবাবু ব্যতীত মধুসূদনের আর একটি অন্তরঙ্গ সুহৃদের বিষয় উল্লেখ না করিলে এই ভূমিকা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। তাঁহার নাম ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (Mr. W. C. Bonnerjee). জীবনের শেষাংশে মধুসূদন তাঁহার সহিত দুশ্ছেদ্য বন্ধুতার বন্ধনে বদ্ধ ছিলেন। বন্ধুর জীবন-কালে প্রকৃত উপকার এবং মরণেও তাঁহার শ্মশান-যাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থা একমাত্র উমেশচন্দ্রই করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রের সহিত মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতার কথা, সাধারণে তাদৃশ অবগত নহেন; কিন্তু কালে বিধাতার বিধানে এ স্মৃতিও বিকশিত হইতে পারে।

মধুসূদনের সংস্কৃত-পণ্ডিত স্বর্গীয় রামকুমার বিদ্যারত্নের নিকট আমার ঋণ বড় সামান্য নহে। মধুসূদনের পুলিশ-আদালতে কার্য্যকালে, বঙ্গ-সাহিত্যের চর্চ্চার সময় পণ্ডিত রামকুমার, কবির নিত্য-সহচর ছিলেন। তিনিই আমাকে

কবির পুলিশ-কোর্টের কার্য্যসম্বন্ধীয় কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছিলেন। সে গুলি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এজন্ম তাঁহার উদ্দেশে আমার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিতেছি।

স্বর্গীয় ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্যামাধব রায় মহাশয়কে মধুসূদন বিশেষ স্নেহ করিতেন। মধুসূদনের জীবন-স্মৃতির শেষাংশের কয়েকটি দুর্লভ উপাদান আমি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। এজন্ম তাঁহার উদ্দেশে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

প্রবীণ-কবি শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর মহাশয় মধুসূদনের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমার অনুরোধে এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি মধুসূদনের কয়েকটি মনোরম স্মৃতি-কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সেগুলি পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এই আয়াসের জন্য আমি তাঁহাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও মধুসূদনের অতীব স্নেহের পাত্র ছিলেন। মধুসূদনের উত্তরপাড়া প্রবাস-কালে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নিত্যসঙ্গী হইয়া থাকিতেন; মধুসূদনও তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তিনি আমাকে মধুসূদনের যাবতীয় উত্তর-পাড়া-স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। সেগুলিও পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মধুসূদনের বিষয় জানিবার জন্য যখনই উত্তরপাড়ায় তাঁহার নিকটে গিয়াছি, তখনই তিনি তাঁহার প্রকৃতি-সুলভ সুমিষ্ট বচনে, আমাকে মধুসূদনের মধুময় কথা বলিতেন; তাঁহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম।

কবিবর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ মহাশয় তাঁহার অতুল্য গ্রন্থ 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' আমাকে 'যদৃচ্ছা' ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়া, আমার এই গ্রন্থ-সঙ্কলন-কার্য্যে যে কিরূপ সহায়তা করিয়াছেন, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমি তাঁহার গ্রন্থ হইতে প্রভূত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এই জীবন-স্মৃতি রচনায় তাঁহার গ্রন্থই আমার প্রধান সহায় এবং পথ-প্রদর্শক; নচেৎ এ কার্য্য সম্পন্ন করা অতীব দুরূহ হইত। তাঁহার গ্রন্থই আমার দুর্গম গন্তব্য-পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। তাঁহার কৃত মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনের বিস্তৃত ইতিহাস ও আলোচনা এবং এই 'মধু-স্মৃতি'তে নিবদ্ধ মধুসূদনের জীবনের যাবতীয় ঘটনা ও স্মৃতি-মালা উভয়ে

একত্রীভূত হওয়ায় আমি আমার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতেছি।

মেঘনাধবধ কাব্যের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীযুক্ত রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর এই গ্রন্থ-সকলন বিষয়ে আমাকে বহুবিধ সৎপরামর্শ দিয়া, আমাকে উপকৃত করিয়া, আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। এ গ্রন্থের কিয়দংশের প্রুফ-সংশোধনও তিনি করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

মধুসূদনের বাল্যের দু-একটি আখ্যায়িকা এবং তাঁহার বিমাতৃ-ত্রয় সম্বন্ধীয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আমি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রসিদ্ধ মহিলা-কবি, শ্রীমতী মানকুমারী বসু মহাশয়ার নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থ-সকলনের সময়, আমার যখনই আবশ্যক হইয়াছে, তখনই তিনি আমাকে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার সহানুভূতি এবং আন্তরিক সাহায্য প্রদানের জন্য আমি তাঁহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্ণী শ্রীযুক্ত যোগেনচন্দ্র দত্ত মহাশয় (J. C. Dutt Esq.) মধুসূদনের স্বহস্ত-লিখিত অনেক পুরাতন কবিতা ও প্রবন্ধ প্রভৃতির পাঠোদ্ধার করিয়া এই গ্রন্থ-প্রণয়নে আমাকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকটে আমার কৃতজ্ঞতা অসীম।

'ভারতবর্ষ' মাসিক-পত্রের ভূতপূর্ব্ব সহযোগী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা বড় অল্প নহে। তাঁহারই আগ্রহে ও উৎসাহে আমি 'ভারতবর্ষে' এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিতে প্রণোদিত হই। এ সম্বন্ধে তিনি আমাকে বহু-সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন।

'ভারতবর্ষ' পত্রের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, এই গ্রন্থে প্রকাশিত হাফ্‌টোন ব্লকগুলি প্রদান করিয়া, গ্রন্থের শ্রী ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আমি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছি।

হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই গ্রন্থের জন্য কয়েকটি দুর্লভ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। একার্য্যে তাঁহার অনুরাগ ও আগ্রহ ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-সূত্রে গ্রথিত রহিলাম।

এতদ্ভিন্ন স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, স্বর্গীয় রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, স্বর্গীয় মোহিনীমোহন দত্ত, স্বর্গীয় খগেন্দ্রনাথ রায়, স্বর্গীয় মনোমোহন দত্ত, স্বর্গীয় সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়, 'বেঙ্গলী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্তর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীলমণি দে, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কর, শ্রীযুক্ত রামদাস দাস, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বেণোয়ারীলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসু, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু, শ্রীযুক্ত রেভাঃ জে. পি. এন. বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত ডাক্তার জে. বিশ্বাস, Mr. W. B. S. Nyss, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত ডাক্তার রমেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়গণের নিকট হইতে প্রীতিপ্রদ আখ্যায়িকা ও অন্যান্য নানা উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। এজন্য, আমি ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত কয়েকখানি অতীব দুর্লভ চিত্র, আমি হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, Mr. Eardly Norton, বিশপস্ কলেজের অধ্যক্ষ Rev. R. Gee. এবং চর্চ্চ মিশনরী সোসাইটীর-সম্পাদক Rev. E. T. Sandys মহাশয়দিগের নিকট হইতে প্রাপ্তির জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

শ্রীযুক্ত সঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশ-কল্পে যেরূপ উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিতে আমি অক্ষম। তিনি তাঁহার স্বভাব-সুলভ ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত এ ভার গ্রহণ না করিলে, এ গ্রন্থ প্রকাশ আমার পক্ষে সুদূর পরাহত হইত। এজন্য তাঁহার নিকটে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই গ্রন্থের বহু অংশের প্রুফ-সংশোধন করিয়া আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এই গ্রন্থ সঙ্কলনে আমাকে বহুবিধ প্রাচীন ও আধুনিক সাময়িক-পত্র ও পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে 'Literary Gleaner', 'Literary Blossom', 'Calcutta Review', 'Madras Circulator and

General Chronicle', 'Athæneum', 'Indian Field', 'Englishman', 'Hindoo Patriot', 'Indian Mirror', 'Mookerjea's Magazine', 'Excelsior,' 'Bengal Christian Herald,' 'National Magazine' এবং বাঙ্গালাভাষায় প্রচারিত 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ', 'রহস্য-সন্দর্ভ', 'জ্যোতিরিঙ্গণ', 'বঙ্গদর্শন', 'বঙ্গ-মিহির', 'সমাজ-দর্পণ', 'হালিসহর পত্রিকা', 'ভারতী', 'আর্য্যদর্শন', 'নবজীবন', 'সুরভি', 'সুরভি ও পতাকা', 'নব্যভারত', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী', 'চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিজ্ঞান ও সমীরণ', 'পুণ্য', 'অর্চ্চনা', 'সম্মিলনী', প্রভৃতির নামই উল্লেখযোগ্য; এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, রামগতি ন্যায়রত্ন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার-দিগের গ্রন্থ হইতে মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। আমি ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকটেই চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

সর্ব্বশেষে এস্থলে একটি কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। এই জীবন-স্মৃতি রচনার প্রারম্ভ সময়ে ইহার নামকরণ সম্বন্ধে নানা মতভেদ হওয়ায়, আমার হিতৈষী-বন্ধু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় এই গ্রন্থের 'মধু-স্মৃতি' নামটি দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি নানা সৎ-পরামর্শ প্রদান করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা ও স্নেহের বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

মধুসূদনের জন্মতিথির উৎসব উপলক্ষ্যে আমি বাঙ্গালা ১৩২৬ সনের ১২ই মাঘ তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী গ্রামে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। মধুসূদনের পল্লীনিবাস কবি-শক্তি উন্মেষের সম্পূর্ণ উপযোগী। সেই পত্রপল্লব-সমাচ্ছন্ন পল্লীর নিভৃত-নীড়ে মধুসূদন বাল্যে কৈশোরে কলকণ্ঠ বিহগের ন্যায় জনক-জননীর স্নেহচ্ছায়ায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন; তাই কবি-তীর্থ সাগরদাঁড়ীর প্রত্যেক দৃশ্যই আমার চক্ষে অতি সুন্দর লাগিয়াছিল। ইহার কোকিল-কূজিত তরুকুঞ্জ, পুষ্পবল্লরীবিজড়িত বনবিতান, পাপিয়া-স্বর-মুখরিত কানন, তাল-নারিকেল-খর্জ্জুর-বৃক্ষ-সমন্বিত প্রান্তর, মধুসূদনের মধুর স্মৃতিতে মধুময় হইয়া রহিয়াছে। ইহার প্রতি তরু, প্রতি লতা, প্রতি পাতা, প্রতি ফুল কবির স্মৃতিতে পরিবেষ্টিত। মধুসূদনের প্রাচীন পৈত্রিক বাসভবন তাঁহার বাল্য-জীবনের অরুণ-রাগ-রঞ্জিত স্মৃতি বহন করিতেছে। এই বিশাল ভবনের যে কক্ষে মধুসূদন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন তাহার একটি মাত্র প্রাচীর অবশিষ্ট আছে।

ইহার সমুচ্চ চণ্ডীমণ্ডপ এখনও পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির নিদর্শন-স্বরূপ দণ্ডায়মান। গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া নীল-নির্ম্মল-সলিলা কপোতাক্ষী নদী মৃদু-হিল্লোলে প্রবাহিতা। বাল্যে মধুসূদন এই নদীতে স্নান ও সন্তরণ করিতেন; প্রৌঢ়ে সুদূর ফরাসী-প্রবাসে মধুসূদন কপোতাক্ষীকে স্মরণ করিয়া একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করেন। সেই অমর কবিতা রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর কর্তৃক শুভ্র-মর্ম্মরে উৎকীর্ণ হইয়াছে। অনিন্দ্য-সুন্দর প্রস্তর-ফলক একটি স্তম্ভগাত্রে সংযুক্ত হইয়া অচিরে কবির প্রিয় নদীতীরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিবে। মধুসূদনের বাটীর প্রবেশদ্বারের নিকট তাঁহার উদ্দেশে গবর্ণমেণ্টের সংস্থাপিত স্মৃতি-স্তম্ভ তাঁহার স্বদেশবাসীকে গৌরবান্বিত করিতেছে। মধুসূদনের জন্মভূমি-দর্শনের সুখময়ী স্মৃতি আমার চিত্তপটে চিরাঙ্কিত থাকিবে।

কলিকাতা
চৈত্র, ১৩২১

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

বাংলা ভাষায় জীবন-চরিতের সংখ্যা যখন অল্প ছিল, সে সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের 'মধু-স্মৃতি' একটি শ্রেষ্ঠ জীবনী-গ্রন্থ হিসাবে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে।

'মধু-স্মৃতি' রচনায় কবিভূষণ নগেন্দ্রনাথ সোমের পরিশ্রম ও নিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। ইহা ১৩২১ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩২৪ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার বহু পূর্ব্ব হইতে তিনি মধুসূদন দত্তের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তিনি কোন অখ্যাতনামা কবি বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তীর 'কাব্যসিন্ধু' কবিতা পুস্তকে "৺কবিবর মাইকেলের কবর দর্শনে" পাঠ করিয়া মধুসূদনের সমাধিস্থল দেখিতে প্রয়াসী হন। ১৩০০ বঙ্গাব্দে যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে "গ্রন্থকারের নিবেদনে" বসু মহাশয় বলিয়াছেন—"এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ কার্য্যে আমি যাঁহাদিগের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, গতবারে অনবধানতা বশতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে বাবু নগেন্দ্রনাথ সোম নামক একটী উৎসাহী যুবকের নামোল্লেখ করিতে না পারিয়া আমি অপরাধী হইয়া আছি"।

এই প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ সোমের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। নগেন্দ্রনাথ চুঁচুড়ার সোম-পরিবারের মহেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের পুত্র। আগ্রায় তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত প্রসিদ্ধ ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ দয়ালচন্দ্র সোম মহাশয়ের গৃহে ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ৬ই আশ্বিন (সেপ্টেম্বর ১৮৭০) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল আগ্রায় অতিবাহিত করিয়া পাটনা হইতে পরে তিনি ওভারসিয়ারী পাস করিয়াছিলেন। তৎপরে বিহারের—পাটনা, গয়া, ভাগলপুর, পালামৌ প্রভৃতি স্থানে কাজ করিয়া, কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বহুদিন নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। তাঁহার বহু রচনা 'প্রদীপ', 'জন্মভূমি', 'অর্চ্চনা', 'নব্যভারত', 'আর্য্যাবর্ত্ত', 'সোমপ্রকাশ', 'বালকবন্ধু', 'সুলভ সমাচার', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থাবলী 'মধু-স্মৃতি', 'বারাণসী', 'শ্মশানসন্ধ্যা', 'প্রেম ও প্রকৃতি'র মধ্যে 'মধু-স্মৃতি'ই তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

তিনি পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক কবিভূষণ, কাব্যালঙ্কার ও কবিশেখর উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার বিনয় ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। বাংলা দেশের অন্যতম সারস্বত-মন্দির 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে'র তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী সভ্য। কয়েকবার ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ও সহকারী সম্পাদকরূপে তিনি পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন অকৃতদার। ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার ভ্রাতার চেতলাস্থিত বাড়ীতে তিনি ২০ বৈশাখ ১৩৪৬ (৪ঠা মে ১৯৩৯) পরলোক গমন করেন।

'মধু-স্মৃতি' মধুসূদনের কবি-জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়—ইহা তাঁহার কবি-কীর্ত্তির ভাষ্যও বটে। মধুসূদনের বন্ধু-বান্ধবগণ লিখিত চিঠিপত্র, মধুসূদনের বিভিন্ন সময়ের লেখা পত্র, সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত সমসাময়িক বিবরণ—এক কথায়, সকল প্রকার প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপাদান প্রচুর পরিমাণে এই পুস্তকের অঙ্গীভূত হইয়া গ্রন্থখানিকে একটি অতি মূল্যবান্ পুস্তকে পরিণত করিয়াছে। মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে যাবতীয় উপাদান এই গ্রন্থে একত্রীভূত।

'মধু-স্মৃতি' প্রকাশের (১৩২৭) পরে, পরবর্ত্তী গবেষকদের মধ্যে—বিশেষ করিয়া স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় মধুসূদনের জীবনীর বহু নূতন উপকরণ সংগৃহীত হয়। এই সকল উপাদান বর্ত্তমান সংস্করণে যথা-স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলির পাঠ মূল পুস্তক-পত্রিকাদি দেখিয়া সংস্কার করা হইয়াছে এবং মধুসূদনের প্রথম পুস্তক '*Captive Ladie and Visions of the Past*' ও মনোমোহন ঘোষের ইংরাজি বক্তৃতাও ইহাতে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে এবং এই নূতন সংস্করণে বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্রও সংযোজিত হইয়াছে।

'মধু-স্মৃতি' বহু বৎসর যাবৎ মুদ্রিত ছিল না। বর্ত্তমানে নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বলীন সোমের আন্তরিক আগ্রহ ও চেষ্টার ফলেই এতদিনে ইহার পুনঃ প্রকাশ সম্ভব হইল। গ্রন্থখানির প্রকাশ-ব্যাপারে শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্তও নানাভাবে আমাদিগকে বহু সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য উভয়েই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

১৫ই ভাদ্র—১৩৬১

সূচী-পত্র

পরিশিষ্টের সূচী-পত্র



মধুসূদন দত্ত

মধু-স্মৃতি

প্রথম অধ্যায়

সাগরদাঁড়ী—বংশ-পরিচয়—বাল্য-জীবন—বাল্য-শিক্ষা

[১৮২৪—১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ]

যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত সাগরদাঁড়ী গ্রাম মহাকবি মধুসূদনের জন্মভূমি। কপোতাক্ষনিভ নির্ম্মল-সলিলা কপোতাক্ষ নদীর আম্রকানন-শোভিত তীরে কবি-জননী সাগরদাঁড়ী অবস্থিত। বীরভূম-প্রদেশের কবি-স্মৃতিময়ী তটিনী অজয়ের তীরবর্ত্তী, মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী-রচয়িতা জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব, প্রেমিক-কবি চণ্ডীদাসের নান্নুর, কবিকঙ্কণের দামুন্যা, কৃত্তিবাসের ফুলিয়া এবং কাশীরাম দাসের জন্মভূমি সিঙ্গি গ্রামের ন্যায়, সাগরদাঁড়ীও বঙ্গদেশে এক মহাপবিত্র সাহিত্য-তীর্থ।

সাগরদাঁড়ী শ্যামা-প্রকৃতির লীলা-ভূমি, প্রকৃতই কবি-কুঞ্জ—কবি নিবাস। কপোতাক্ষ-নদী পরিখার ন্যায় ইহার পূর্ব্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে। জল স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট; মৎস্যভোজীরা বলেন, মৎস্যও অতি সুস্বাদু। এই কানন-কুন্তলা, শস্য-শ্যামলা, বিহঙ্গ-কূজিতা, ফল-ফুল-শোভনা ভূমি প্রকৃতি-দেবীর সুরম্য ক্রীড়া-নিকেতন। পূর্ব্বে ইহার 'স্বাস্থ্যকরী' সুখ্যাতি ছিল; এখন গ্রামবাসীদিগের অবহেলায় ও অমনোযোগে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মধুসূদনের প্রপিতামহ রামকিশোর দত্তের আদি-নিবাস ছিল খুলনা-জেলার অন্তর্গত তালা-গ্রামে। তাঁহার তিন পুত্র,—প্রথম রামনিধি, দ্বিতীয় দয়ারাম ও তৃতীয় মাণিকরাম। রামকিশোর দত্তের মৃত্যু হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামনিধি তালা-গ্রামের বাস উঠাইয়া, ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া, সাগরদাঁড়ীতে মাতামহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদবধি সাগরদাঁড়ীতে রামকিশোরের বংশধরগণের বাস হইয়াছে। রামনিধি দত্ত মধুসূদনের পিতামহ। তাঁহার চারি পুত্র;—প্রথম রাধামোহন,

দ্বিতীয় মদনমোহন, তৃতীয় দেবীপ্রসাদ এবং চতুর্থ রাজনারায়ণ। মধুসূদন রাজনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মধুসূদনের পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত-ত্রয় সকলেই স্বধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া-কলাপে অনুরক্ত, বিদ্বান্ ও কৃতী পুরুষ ছিলেন। রাধামোহন যশোহর-আদালতের সেরেস্তাদার, মদনমোহন নদীয়া-কুমারখালির মুন্সেফ, দেবীপ্রসাদ যশোহর আদালতের উকীল এবং রাজনারায়ণ কলিকাতা সদর-দেওয়ানী আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। চারি ভ্রাতার সমবেত প্রভূত অর্থোপার্জ্জনে তাঁহাদের বংশ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। বিবিধ ধর্ম্ম-কার্য্যে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁহারা সমাজে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, সে প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের বংশ-পরম্পরায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

রাজনারায়ণ দত্ত, ওকালতী উপলক্ষে প্রথমে খিদিরপুরে একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করেন। অল্পদিন পরে তাঁহার বন্ধু ও প্রতিবেশী রামকমল মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বড় রাস্তার উপরে একখানি সুন্দর দ্বিতল বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণবাবু একেলা থাকেন দেখিয়া, বন্ধু রামকমল রাজনারায়ণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া, যশোহর হইতে তাঁহার পত্নী ও পুত্রকে খিদিরপুরে আনাইয়া দেন।

রাজনারায়ণ দত্ত, নিজের শক্তি ও বুদ্ধিবলে কলিকাতা-সমাজে একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া গণনীয় হইয়াছিলেন। যশোহরে অনেক ভূ-সম্পত্তি, তালুক, আবাদ প্রভৃতি ক্রয় করিয়া, সেখানেও একজন প্রতিপত্তিশালী জমীদার-রূপে বিখ্যাত হন। তিনি ব্যবহার-শাস্ত্রে এরূপ পারদর্শী ছিলেন যে, প্রথমে তাঁহাকেই সরকারী উকীল নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুর যোগাড়-যন্ত্র করিয়া উক্ত পদে নিযুক্ত হন। *

কিন্তু রাজনারায়ণ দত্ত প্রখর মেধা, বুদ্ধি ও চাতুর্য্যের ফলে স্বীয় ব্যবসায়ে কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে R. Ghosh লিখিয়াছেন ;—

* Moonshe Rajnarain's practice was so extensive that it was almost settled that he will be chosen as Government Pleader in Sadar Dewani; but preferment goes by letter and recommendation and he was superseded by Prasanna Kumar Tagore.

Recollections of Michael M. S. Datta by Hari Mohan Banerjee.

—"His father, Rajnarain Datta, was a well-known pleader of the late Sudder Court. By his acquirements in the laws and regulations and by his other qualifications, he established his reputation as a successful pleader. The way in which he used to conduct cases, the display he made of the acuteness and vigour of his mind, and of the skill and diligence in his profession, won him the confidence of his clients. By his profession he acquired an immense sum of money, and purchased several estates."

রাজনারায়ণ দত্ত নানা সাংসারিক ক্রিয়া-কলাপে ও বিলাসে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি ক্রমান্বয়ে চারিটি বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী মধুসূদনের জননী—জাহ্নবী, দ্বিতীয়া শিবসুন্দরী, তৃতীয়া প্রসন্নময়ী ও চতুর্থী হরকামিনী। জাহ্নবী ও শিবসুন্দরী স্বামীর জীবদ্দশায় পরলোকগমন করেন। অপর দুইজন, স্বামীর মৃত্যুর পরে কয়েক বৎসর জীবিতা ছিলেন।

পারস্য-ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তি থাকায়, তিনি 'মুন্সী রাজনারায়ণ' নামে অভিহিত হইতেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী রাজনারায়ণ দত্তের মৃত্যু হয়।

জাহ্নবী বর্ত্তমান খুলনা-জেলার অন্তর্ভুক্ত কাটিপাড়ার জমীদার গৌরীচরণ ঘোষের দুহিতা। এক সময়ে ঘোষেদের বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। ইঁহাদের বসত-বাটীতে দুইশতাধিক ঘর ছিল। ইঁহারা পল্লীগ্রামে জুড়ি-ফিটন হাঁকাইয়াছিলেন। জাহ্নবী নানাগুণে গুণবতী ছিলেন। রাজনারায়ণ দত্ত ইঁহাকে বিশেষ সম্মান করিয়া চলিতেন।

এই পুণ্যশীলা মহিয়সী রমণীর গর্ভে বাঙ্গালা ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ, ইংরাজি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ জানুয়ারী, শনিবার, মধুসূদনের জন্ম হয়। মধুসূদনের জন্ম-পরিগ্রহের চারি বৎসরের মধ্যে জাহ্নবীর গর্ভে প্রসন্নকুমার ও মহেন্দ্রনারায়ণ নামে আরও দুইটি পুত্র জন্মলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমটি এক বৎসর ও দ্বিতীয়টি পাঁচ বৎসর বয়সে জীব-লীলা সম্বরণ করে। মধুসূদন রাজনারায়ণের একমাত্র পুত্র; কাজেই, পরে যখন মধুসূদন খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন, রাজনারায়ণ তখন পুনর্ব্বার অপত্য-লাভের আশায় সাগরদাঁড়ীর অনতিদূরবর্ত্তী সাতবেড়ে বা সাতবেড়িয়া গ্রামনিবাসিনী শিবসুন্দরীকে বিবাহ করেন। শিবসুন্দরী অত্যুত্তমা সুন্দরী ছিলেন; কিন্তু বিবাহের অল্পদিন পরেই পরলোকে

গমন করেন। এই বিবাহের সময়ে জাহ্নবী কলিকাতায় ছিলেন। তিনি বংশ-রক্ষার্থ, গুরু-পুরোহিত এবং পৌরজনের অনুরোধে এ বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু তাঁহার স্বামী বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি নিদারুণ মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন। জাহ্নবী যেমন পতিপ্রাণা ছিলেন, সেইরূপ স্বামীর অনুরাগেও অতিশয় বিশ্বাস করিতেন। সেইজন্য একমাত্র পুত্র খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বন করিলে, বংশ-রক্ষার অভিপ্রায়ে স্বামী যখন পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করেন, তখন শোকে-দুঃখে উন্মত্তাপ্রায় জাহ্নবী তাঁহার সঙ্গিনীদিগের নিকট বলেন, 'আমার এই জীবন্ত পুত্র-শোকের উপরে উনি (স্বামী) আমাকে যে মনস্তাপ দিলেন, আমার যে অপমান করিলেন, তাহাতে আর কি বলিব, আমি যদি সতী হই, ওঁর উপরে যদি আমার অচলা ভক্তি থাকে, তবে আমা' হইতে সন্তানের মুখ যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই যেন শেষ হয়, আর যেন অন্য স্ত্রী হইতে সন্তানের মুখ না দেখেন।' সতীর এই অভিশাপ সফল হইয়াছিল। রাজনারায়ণ দত্ত শিবসুন্দরীকে বিবাহ করিয়া জাহ্নবীকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন—"আমি যে কুকার্য্য করিয়াছি, তাহা তুমি শুনিয়াছ ; যদি ইহাতে আমার উপরে অসন্তুষ্ট হও, তবে আমার জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। পৃথিবীতে দুইটিমাত্র লোকের নিকটে আন্তরিক ভালবাসা পাওয়া যায়—জননী, আর সহধর্ম্মিণী। আমার জননী স্বর্গে গিয়াছেন, কেবল তোমার জন্যই সংসার-আশ্রমে রহিয়াছি। যখন শুনিব, তোমার ভালবাসায় আমি বঞ্চিত হইয়াছি, তখনই এ সংসার ত্যাগ করিব। তোমার জন্য যে-একটি সেবিকা আনা হইয়াছে, কাল তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে হইবে।"

জীবনের শেষ-কাল জাহ্নবী খিদিরপুরেই অতিবাহিত করেন এবং মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাস-কালে এই পুত্র-বিরহ-বিধুরা, চির-কাতরা জীবন্মৃতা সাধ্বী খিদিরপুরের বাটীতেই জীব-লীলা সম্বরণ করেন।

মধুসূদন, প্রথমা বিমাতা শিবসুন্দরীকে কখনও দেখেন নাই। কারণ, তিনি বিবাহের অল্পদিন পরেই কাল-কবলে পতিতা হয়েন। জাহ্নবীর অভিশাপ ও শিবসুন্দরীর মৃত্যু, এই দুই ঘটনাতেও রাজনারায়ণ দত্তের পুনর্ব্বার পুত্র-লাভের আশা নির্ব্বাপিত হয় নাই। তিনি তৃতীয়বার জেলা চব্বিশপরগণার অন্তর্গত বারাসত-গ্রাম-নিবাসিনী প্রসন্নময়ীকে বিবাহ করেন। প্রসন্নময়ী হইতেও

রাজনারায়ণের পুত্র-লাভ হয় নাই। প্রসন্নময়ী, জাহ্নবীর দাসানুদাসীর মত, তাঁহার আদেশ পালন ও মনস্তুষ্টি সাধন করিতেন। জাহ্নবীও তাঁহাকে, কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায়, স্নেহ-মমতা করিতেন। খিদিরপুরের বাটীতে সেই সময়ে রাজনারায়ণ দত্ত সপরিবারে বাস করিতেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পরে, মধুসূদন মাতৃ-সমীপে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন; প্রসন্নময়ী সপত্নীর আদেশানুসারে পুত্রকে (মধুসূদনকে) যথাবিধি অভ্যর্থনা করিতেন। পিতামাতার মৃত্যুর পরে, মধুসূদন বিমাতা প্রসন্নময়ীকে সাগরদাঁড়ী হইতে কলিকাতায় লইয়া আসেন এবং তাঁহার নিরাপদে থাকার বন্দোবস্ত করেন।

প্রসন্নময়ীর দ্বারা বংশ-রক্ষা না হওয়ায়, রাজনারায়ণ অধীর হইয়া চতুর্থবার যশোহর-জেলার শত্রুজিৎপুরের অনিন্দ্যসুন্দরী হরকামিনীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের সময়ে মধুসূদন প্রবাসী ও তাঁহার জননী কলিকাতায় জীবন্মৃতা। সাগরদাঁড়ী গ্রামে এই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই বিবাহের অল্পদিন পরেই ভগ্নপ্রাণা জাহ্নবী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যখন রাজনারায়ণ দত্তের মৃত্যু হয়, তখন প্রসন্নময়ী ও হরকামিনী খিদিরপুরেই ছিলেন। পরে তাঁহারা সাগরদাঁড়ীতে গমন করেন। মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী লিখিয়াছেন—"বিধবা প্রসন্নময়ী এবং হরকামিনী সাগরদাঁড়ীতে আসিলে, কবিবরের সহিত মোকদ্দমার জন্যই হউক, অথবা যে-জন্যই হউক, জ্ঞাতিগণ তাঁহাদের সহিত বড় সদ্ব্যবহার করেন নাই। ইহাতে হরকামিনী তাঁহার পিত্রালয়ে চলিয়া যান। প্রসন্নময়ীকে আমার পিতৃদেব (৺আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরী) আমার মাতাঠাকুরাণীর সহিত কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। কাকা মহাশয় (মধুসূদন) ইহাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বিমাতাকে পরম যত্নে রাখিয়াছিলেন। চিরদুঃখিনী হরকামিনী কিছুদিন পরে পিত্রালয়ে জ্বালাময় জীবন-লীলা সম্বরণ করেন।"

মধুসূদন মান্দ্রাজ হইতে সুদীর্ঘ প্রবাসের পরে প্রত্যাগত হইয়া, খিদিরপুরের বাটীতে হরকামিনীকে প্রথম সন্দর্শন করেন। তাঁহার অকাল-বৈধব্য-দশা দেখিয়া, মধুসূদনের হৃদয় দুঃখে দ্রবীভূত হইয়াছিল। তিনি হরকামিনীকে সেই একদিন মাত্রই দেখিয়াছিলেন; আর কখনও দেখেন নাই।

মধুসূদনের প্রথম-শিক্ষা-ক্ষেত্র—তাঁহার জন্মভূমি, সাগরদাঁড়ী গ্রাম। যে

চণ্ডী-মণ্ডপে তাঁহার হাতে-খড়ি ও বিদ্যা-শিক্ষার আরম্ভ হয়, তাহা এখনও বর্ত্তমান। মধুসূদনের প্রথম-শিক্ষা চণ্ডী-মণ্ডপেই হইয়াছিল। তারপরে, সাগর-দাঁড়ী গ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী সেখপাড়া-নামক গ্রামে, মৌলবী-শিক্ষকের নিকটে, তিনি এবং তাঁহার পিতৃব্য-পুত্রগণ পারসী পড়িতে যাইতেন। তখন তাঁহার বয়স সাত-আট বৎসরের বেশী নহে। জন্মাবধিই উদ্দেশ্য-সাধনে তিনি যে দৃঢ়ব্রত ও একান্ত স্বার্থশূন্য ছিলেন, সে সম্বন্ধে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ হইল;—অতি বাল্যকাল হইতেই মধুসূদন খেলার সাথী ভ্রাতাদিগকে (পিতৃব্যপুত্রগণ) এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহারা যাহা বলিতেন, তাহাই করিয়া তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিতেন। তাঁহার বয়স যখন ৫।৬ বৎসর, তখন তিনি একটি পাখীর ছানা পাইয়া পুষিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার এক ভ্রাতার সহিত রাগারাগি হইলে, ভ্রাতা বলিলেন, 'মধু! আমি আর তোর খেলার সাথী হইব না।' মধু আকুল হইয়া, ভ্রাতা কিসে সাথী হইবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভ্রাতা বলিলেন, 'তুই যদি তোর পাখীর ছানাটা কাটিয়া ফেলিস্, তবেই তোর সঙ্গে খেলিব।' বালক-মধুসূদন, তখনই পাখীর ছানা কাটিয়া ভ্রাতাকে সাথী পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন!

মধুসূদনের জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা, জ্ঞানোন্মেষ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, সমভাবে বলবতী ছিল। বিদ্যার্জ্জনে তিনি অক্লান্তশ্রমী ও সর্ব্বত্যাগী ছিলেন। পরিণত বয়সে—কি সুখ-সম্পদে, কি ঘোর বিপদে—সংসারের সকল চিন্তা বিস্মৃত হইয়া, তিনি, কবিবর বায়রণের মত, অধ্যয়নে নিরত থাকিতেন এবং তখন কেহ তাঁহাকে ক্লেশের কথা বলিলে, বলিতেন—

"এ ধরার কর্ম্মভার মন বেদনিলে,
কার কর-পদ্ম-স্পর্শে সারে সে বেদনা
বরদার দয়াসম? হাত বুলাইলে,
জননী, ব্যথিত দেহে, কোথা ব্যথা থাকে?
একথা তোমার কাছে অবিদিত নহে।"

গ্রাম্য পাঠশালায় মধুসূদন গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা ও গণিত শিখিয়াছিলেন। গ্রাম্য গুরুমহাশয় পারস্য-ভাষা এবং বাঙ্গালা ও সংস্কৃত অল্প জানিতেন।

এই গুরুমহাশয়ের কথা মধুসূদন কখনও বিস্মৃত হন নাই।* গুরু ও মৌলবী-সাহেব মধুসূদনকে অল্প বয়সেই অনেক পারসী-কবিতা মুখস্থ করাইয়াছিলেন। পাঠশালায় মধুসূদন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তাঁহার তৎকালীন বিদ্যানুরাগ-সম্বন্ধে তাঁহার জীবন-চরিতে দেখিতে পাই—"প্রাতঃকালে, পাঠশালার ছুটি হইলে, অন্যান্য বালকের ন্যায়, মধুসূদনও আহারের জন্য গৃহে আসিতেন। তাঁহার পুত্র-বৎসলা জননী তাঁহার জন্য নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। মধুসূদনকে সম্মুখে বসাইয়া, স্বহস্তে আহার না করাইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। কিন্তু আহার করাইতে একটু বিলম্ব হইলে মধুসূদন অস্থির হইতেন। তাঁহার সমবয়স্ক অপরাপর বালকেরা, আহার করিতে বসিয়া, আহার্য্য বস্তুর জন্য, যখন চীৎকার ও কোলাহল করিত, মধুসূদন, সেই সময়ে, শীঘ্র-শীঘ্র কোন-রূপে আহার সম্পন্ন করিয়া, এক-এক দিন, হয় ত, অসিদ্ধব্যঞ্জন দিয়াই আহার করিয়া, সকলের অগ্রে গিয়া পাঠশালায় বসিতেন। পাঠশালার ছাত্রদিগের মধ্যে কিসে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল। কি গ্রামস্থ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়, কি হিন্দুকলেজে, সহাধ্যায়িগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে লেখাপড়ায় অতিক্রম করিবে, ইহা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। যেরূপ আদরে ও গৌরবে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল, রাজপুত্রগণেরও, বোধ হয়, সেরূপ হয় না। তাঁহার বাল্যের ভোগ-বিলাসের কথা অবগত হইলে, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের অমিত-ব্যয়িতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তাঁহাকে দোষ দিতে প্রবৃত্তি হয় না। তিনি স্নানার্থে গমন করিলে, একবারে ৫।৭টি চুল্লীতে অন্ন প্রস্তুত হইতে থাকিত! প্রত্যাগমন করিয়া যে চুল্লীর অন্ন সর্ব্বাপেক্ষা সুসিদ্ধ হইত, তিনি তাহাই আহার করিতেন।"

মধুসূদনের জননী জাহ্নবী অসাধারণ গুণশালিনী মহিলা ছিলেন। বিদ্যাচর্চ্চায় তিনি মানসিক মহত্ত্ব ও হৃদয়ের প্রসারতা লাভ করেন। তিনি পৌরজনবর্গের

---

* In after-life, when our poet was residing in Calcutta, his old Guru (teacher) used to visit him there from time to time and was invariably treated with respect and consideration by his distinguished pupil.—*National Magazine*, Vol. VI, 1892.

মনঃতুষ্টিসাধনে সতত যত্নবতী থাকিতেন। পরদুঃখকাতরতা, সহৃদয়তা, বদান্যতা এবং স্বার্থশূন্যতা প্রভৃতি নানা গুণ তাঁহাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। মধুসূদনের সাত বৎসর বয়স হইতে পিতা রাজনারায়ণ কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় থাকিতেন। জাহ্নবীকে একমাত্র পুত্র লইয়া দেশের বাটীতে বাস করিতে হইত। সুতরাং মধুসূদনের শৈশবের প্রথম-শিক্ষার ভার জাহ্নবীর উপর পড়িয়াছিল। পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিলেও জননী জাহ্নবী পুত্রকে রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, ও অন্যান্য প্রাচীন কাব্য পাঠ করাইয়াছিলেন।* যে পৌরাণিক বিষয়-সমূহে মধুসূদন পরবর্ত্তী জীবনে আত্মহারা হইতেন, তাহার বীজ অতি শৈশবেই জননীর সাহায্যেই তাঁহার উর্ব্বর হৃদয়-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

মধুসূদনের প্রকাণ্ড পৈতৃক বাস-ভবন এখনও বর্ত্তমান; কিন্তু সংস্কারাভাবে উহা ক্রমে-ক্রমে জীর্ণ দশায় উপনীত হইতেছে। যে চণ্ডী-মণ্ডপে মধুসূদনের প্রথম-শিক্ষা আরব্ধ হইয়াছিল, সেই বিরাট খিলান-স্তম্ভ-সমন্বিত চণ্ডী-মণ্ডপ এখনও সুদূর অতীতের মধুর স্মৃতি জাগাইতেছে। এত বড় চণ্ডী-মণ্ডপ অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই সমুচ্চ প্রবেশ-দ্বার, সেই বিস্তৃত-প্রাঙ্গণ, সেই কক্ষ, গবাক্ষ, দ্বার, কুট্টিম, অলিন্দ, সোপান প্রভৃতি সমস্ত সৌধাবয়ব মধুসূদনের বাল্য-স্মৃতি বহন করিতেছে। এক্ষণে এই বিশাল অট্টালিকায় মধুসূদনের আত্মীয়-স্বজনেরা বাস করিতেছেন। †

* জাহ্নবী সম্বন্ধে মধুসূদনের বন্ধু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন;—Jahnhabi Dassy was a woman of great parts. She was very kind to her subordinates and she had a very good knowledge in Bengali literature. Her library was complete with 'Mahabharata,' 'Ramayana,' 'Chandi,' 'Annada Mangal' etc. the few Bengali books then extant.

† মধুসূদনের জীবনীকার লিখিয়াছেন;—"মধুসূদনের জন্মভূমি ও পৈতৃক বাসভবন দর্শনের জন্য যে দিন আমি সাগরদাঁড়ীতে অবস্থান করি, সে দিনের স্মৃতি চিরদিন আমার হৃদয়ে জাগ্রত থাকিবে। মধুসূদনের পৈত্রিক বাসভবন এখনও বর্ত্তমান আছে। কালের করাল আক্রমণে সেই বিশাল অট্টালিকা ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। মধুসূদনের বংশীয়গণের আর সেই পূর্ব্ব-গৌরব, পূর্ব্ব-সম্পদ্ নাই। যে গৃহে পিতামাতার ক্রোড়ে মধুসূদনের সুখের শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল,

যে বাদাম-বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়া মধুসূদনের শৈশবের বিশ্রাম-স্থল, অট্টালিকার সম্মুখভাগে বাপীতটে পত্র-পল্লব-সমাচ্ছন্ন সেই বিশাল বিটপী এখনও দণ্ডায়মান; সেই ঘন-সন্নিবিষ্ট শ্রেণীবদ্ধ আম্র-কানন;—যাহাকে লোকে মাইকেলোদ্যান বলে—সেই 'শতপত্রময় মঞ্চ'-সমন্বিত বিপুল বট এখনও কপোতাক্ষ-তীর ছায়া-শীতল করিতেছে। এরূপ শুনা যায় যে, শৈশবে বিশ্রামাবকাশে মধুসূদন এই বটচ্ছায়ায় বসিয়া রামায়ণ, মহাভারত পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন। সাগরদাঁড়ীর প্রত্যেক রেণু-কণায় মধুসূদনের মধুময় স্মৃতি চিরবিজড়িত।

বন-কানন-কুন্তলা, কুসুম-কিশলয়-বসনা, শ্যাম-মাধুরী-মণ্ডিতা জন্মভূমির মনোহারিণী মূর্ত্তি মধুসূদনের হৃদয়ে যে কিরূপ জাগ্রত ছিল—সতত তাঁহার ধ্যানে স্বদেশে-বিদেশে মহাকবি কিরূপ নিমগ্ন থাকিতেন—তাহার উল্লেখ আমরা যথাস্থানে করিব। স্বদেশের গৌরব-গাথায় আত্মহারা মধুসূদন প্রেম, অনুরাগ, সহানুভূতি ও সমবেদনার তরঙ্গ-প্লাবনে তাঁহার দেশ ভাসাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় কবি মিল্টনের ভাষায় আমরা তাঁহাকে সতত বলিতে ইচ্ছা করি—

> Sweetest Michael, Fancy's child,
> Warbles his native wood-notes wild.

তাহা এক্ষণে ধূলিসাৎ হইয়াছে। যে দেবীমণ্ডপে, উৎসবদিনে, উজ্জ্বল বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া, বালক মধুসূদন বিজয়া-গীতি শ্রবণ করিতে করিতে অশ্রুপাত করিতেন, উৎসবানন্দ এক্ষণে সে মণ্ডপ হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। পারাবত ও চর্ম্মচটিকা এক্ষণে সেখানে বিহার করিতেছে। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কেবল মধুসূদনের বাল্যের সেই প্রিয় নদী কপোতাক্ষীর পরিবর্ত্তন হয় নাই। নির্ম্মল সলিলরাশি বহন করিয়া, এখনও তাহা, 'দুগ্ধ-স্রোতের' ন্যায়, মৃদু কলকল-ধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছে। কপোতাক্ষীকূলের সেই দূর-প্রসারিত প্রান্তর, নিদাঘ-সন্ধ্যায় সেই সুস্নিগ্ধ সমীরণ, অর্দ্ধস্ফুট সেই মধুর জ্যোৎস্নালোক, মধুসূদনের স্বদেশীয়গণের কথোপকথন এবং সর্ব্বোপরি মেঘনাদবধ-রচয়িতার স্মৃতি, সম্মিলিত হইয়া, সে দিন হৃদয়ে যে ভাব মুদ্রিত করিয়াছিল, তাহা কোন দিন বিলুপ্ত হইবার নয়।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিন্দুকলেজ—শিক্ষা—ইংরাজি কবিতা রচনারম্ভ।

[১৮৩৭—১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ]

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, ত্রয়োদশবর্ষীয় মধুসূদনকে, পিতা রাজনারায়ণ দত্ত, শিক্ষার্থ কলিকাতায় খিদিরপুরের বাটীতে আনয়ন করেন। প্রথমে অল্প দিন খিদিরপুরের ইংরাজি স্কুলে পাঠাভ্যাসের পরে, মধুসূদন হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিলেন।*

মধুসূদনের বাল্যের গভীর বিদ্যানুরাগ হিন্দুকলেজে আরও গভীরতর হইয়াছিল। হিন্দুকলেজে তিনি একজন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রায়ই তিনি শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রকে পশ্চাতে রাখিয়া ঊর্দ্ধতন শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতেন।

হিন্দুকলেজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার যাবতীয় সহাধ্যায়ী সকলেই একবাক্যে লিখিয়াছেন,—"কলেজে, উৎকৃষ্ট-ছাত্রগণের মধ্যে, মধুসূদন ঔজ্জ্বল্যে তারকামণ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় ছিলেন।" † ইংরাজি-সাহিত্য-

---

* কলেজে পাঠাবস্থায় মধুসূদন দেখিতে কিরূপ ছিলেন, সে সম্বন্ধে ভোলানাথ চন্দ্রের নিকট আমরা এইরূপ জানিতে পাই—

Turning my mental telescope, I see afar off, in 1840, Modhu diminished into a boy of 15 or 16. His white clothing deepening his complexion; he looks very like an Ethiop boy. But I see 'Othello's visage in his mind.' The light from within peers through his eyes. * * I very well remember Modhu's appearance at College. He was then a slim, tallish youth, who won friends by an engaging smile and address.

† গৌরদাস বসাক বলেন,—He was undeniably the Jupiter among the bright Stars of the College. বঙ্কুবিহারী দত্ত বলেন ;—I was a very dull boy at the commencement; but by diligence and exertion, became one of the Stars of the College, of which Modhu was the Jupiter. পরবর্ত্তী-কালে, কিশোরীলাল হালদার লিখিয়াছেন ;—In general Literature and English Composition, our poet was second to none of his contemporaries at the Hindu College.

ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। ছয় বৎসর অধ্যয়নের ফলে পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া, প্রতিবৎসরেই, এককালে দুই-তিন শ্রেণী এবং অনেক উৎকৃষ্ট ছাত্রকে অতিক্রম করিয়া, তিনি বৃত্তিলাভ করেন। সিনিয়র দ্বিতীয় শ্রেণীতে পঠদ্দশায়, প্রতিযোগী পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া তিনি স্বর্ণ-পদক লাভ করিয়াছিলেন। *

তাঁহার অনেক সহাধ্যায়ী, প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও, তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "বয়সে মধু আমাপেক্ষা ছোট ছিল; কিন্তু এমনই তাহার বিদ্যাবুদ্ধির জোর যে, আমাদিগের অনেক পরে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিয়া, লম্ফে-লম্ফে নিম্নশ্রেণী-সকল অতিক্রম করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই সে আমাদিগের সহাধ্যায়ী হইয়াছিল!"

মধুসূদনের অপর এক বন্ধু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন;— "মধুসূদন অতীব বুদ্ধিমান ছিলেন। প্রথমাবধি সাহিত্য-শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সময়ে-সময়ে কবিতা লিখিয়া কাপ্তেন সাহেবকে (Captain D. L. Richardson) দেখাইতেন। সাহেব তাঁহাকে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করিতেন। সেই কারণে মধুসূদনের অহঙ্কারের আধিক্য হয়, এবং তাঁহাকে আলেক্‌জেণ্ডার পোপ্ বলিলে তিনি পুলকিত হইতেন। প্যারীচরণ সরকার তাঁহাকে 'পোপ্' বলিয়া মধ্যে-মধ্যে সম্বোধন করিতেন। আমি তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতাম এবং ইংরাজি কাব্য-শাস্ত্রে তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিয়া জ্ঞান করিতাম। এমন কি, মিল্‌টন্, পোপ্, ইয়ং, কাউপার, বায়রণ প্রভৃতির কবিতার উপর তিনি যে সকল opinion প্রকাশ করিতেন, তাহা আমি গ্রহণ করিতাম।"

কাপ্তেন রিচার্ডসন মধুসূদনের ইংরাজি কবিতা-রচনা-নৈপুণ্যে এতদূর বিমোহিত হন যে, তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকা-সমূহে অতি সমাদরে মধুসূদনের কবিতাবলী প্রকাশ করিতেন। কাপ্তেন রিচার্ডসনের গুণে আকৃষ্ট হইয়া প্রথমতঃ মধুসূদন অনেক বিষয়ে তাঁহার অনুকারী হইয়া পড়েন; এমন কি, তাঁহাকে

* এই প্রতিযোগী পরীক্ষায়, "স্ত্রী-শিক্ষা"-সম্বন্ধে ইংরাজিতে নিবন্ধ লিখিয়া, মধুসূদন স্বর্ণ-পদক এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় রৌপ্য-পদক লাভ করেন। গভর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য মাননীয় C. H. Cameron এই সকল প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন।

সাহেবের হস্তাক্ষর পর্য্যন্ত নকল করিতে অভিলাষী দেখিতে পাই। কিন্তু সত্বরই তাঁহার এই অনুকরণ-স্পৃহা তিরোহিত হইয়াছিল। রিচার্ডসনের ন্যায়, মহাত্মা ডেভিড হেয়ারও মধুসূদনের প্রখর বুদ্ধি ও রচনা-শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। হিন্দুকলেজে অধ্যয়নকালে, তিনি ইংরাজি-সাহিত্যের ভিন্ন-ভিন্ন-বিষয়ক এত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষোত্তীর্ণ কোন ছাত্র, তত পাঠ করিয়া থাকেন কি না, সন্দেহ। কলেজে 'বহুপাঠী ছাত্র' বলিয়াই তাঁহার খ্যাতি ছিল।

সাহিত্যবিদ্ মধুসূদনের গণিত-শাস্ত্রেও অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু গণিতের চর্চ্চা তিনি বড় ভালবাসিতেন না। একবার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ সহপাঠীদিগের সহিত, সেক্‌স্‌পীয়র ও নিউটনের মধ্যে প্রতিভায় কে শ্রেষ্ঠ, বিষয় লইয়া ঘোরতর তর্ক-যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। মধুসূদন, সেক্‌স্‌পীয়রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "সেক্‌স্‌পীয়র চেষ্টা করিলে, নিউটন্ হইতে পারিতেন; কিন্তু নিউটন্ চেষ্টা করিলে, কখনও সেক্‌স্‌পীয়র হইতে পারিতেন না।" হঠাৎ, একদিন এই কথা সকলের সমক্ষে কার্য্যতঃ প্রতিপাদন করিয়া তিনি সকলকে বিস্মিত করিয়া দিলেন। অধ্যাপক রীজ (V. L. Rees), ক্লাসে গণিতের একটি জটিল প্রশ্ন সমাধান করিতে দিলে যখন কোন ছাত্রই তাহা সমাধান করিতে পারিল না, তখন মধুসূদন খড়ি হাতে লইয়া বোর্ডে গিয়া প্রণালী-শুদ্ধ রীতি অনুসারে তাহা সমাধান করেন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রতিপক্ষীয় সহপাঠীদিগকে লক্ষ্য করিয়া,—"And so Shakespeare could be Newton, if he tried"—বলিয়া সদম্ভে আসন গ্রহণ করিলেন। উঠিবার সময়ে যাঁহারা তাঁহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও নানা-রহস্য-কৌতুক করিয়াছিলেন, গণিতে তাঁহার অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়া, তাঁহারা অধোবদনে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মধুসূদন তখন বলিলেন, "কিন্তু আমার গণিত-শেখা এই পর্য্যন্তই শেষ।"

মহাকবি হইবার ও বিলাতে যাইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে আবাল্য মধুসূদনের হৃদয়ে জাগরূক ছিল, অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে, হিন্দুকলেজে থাকিতে-থাকিতেই গৌরদাস বসাককে একখানি পত্রে সেকথা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন; "Oh! how should I like to see you write my 'Life,' if I happen to be a great poet, which I am almost

sure I shall be, if I can go to England." এই ভবিষ্যদ্বাণী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রথম বয়সে, ইংরাজি ভাষায় মহাকবি হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁহার মনে প্রবল ছিল; কিন্তু পরে, কার্য্যক্ষেত্রে, তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের মহাকবি-রূপেই প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহাকে সেজন্য আর ইংলণ্ডে যাইবার প্রত্যাশায় থাকিতে হয় নাই।

কৈশোরে, হিন্দুকলেজে পঠদ্দশায় ইংলণ্ড-গমনের জন্য তাঁহার কিরূপ উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত তৎকর্ত্তৃক মুখে-মুখে-রচিত গীত হইতেই সকলে বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন—

EXTEMPORARY SONG

I.

I sigh for Albion's distant shore,
Its valleys green, its mountains high;
Tho' friends, relations, I have none
In that far clime, yet, oh! I sigh
To cross the vast Atlantic wave
For glory, or a nameless grave!

II.

My father, mother, sister, all
Do love me and I love them too,
Yet oft the tear-drops rush and fall
From my sad eyes like winter's dew.
And, oh! I sigh for Albion's strand
As if she were my native-land!

Kidderpore, 1841.

অনুবাদ

(১)

দূর শ্বেতদ্বীপ তরে, পড়ে মোর আকুল নিশ্বাস,
যেথা শ্যাম উপত্যকা, উঠে গিরি ভেদিয়া আকাশ;
নাহি সেথা আত্মজন; তবু, লঙ্ঘি অপার জলধি
সাধ যায় লভিবারে যশঃ কিম্বা অ-নামা সমাধি।

(২)

জনক-জননী-ভগ্নী আছে মোর ; স্নেহ পরকাশি,
তারা মোরে ভালবাসে ; আমিও তাদের ভালবাসি ;
তবু ঝরে অশ্রু বেগে, হেমন্তের শিশিরের সম,
কাঁদি শ্বেতদ্বীপ তরে, যেন সেই জন্মভূমি মম !

তাঁহার রচিত অন্যান্য কবিতাতেও ইংলণ্ড-গমনের আকাঙ্ক্ষার আভাস পাওয়া যায়। হিন্দুকলেজে অধ্যয়নকালেই মধুসূদন গোপনে ইংলণ্ড-গমনের সঙ্কল্প করেন।

কলেজের অধ্যক্ষ James Kerr-এর কঠোর স্বভাবে বিরক্ত হইয়া মধুসূদন কিছুদিন কলেজে যান নাই। নিম্নোদ্ধৃত পত্রে তিনি গৌরদাস বসাককে ইহা ব্যক্ত করেন। এই বয়সেই তিনি কিরূপ সৌখিন ছিলেন, এই পত্রে তাহারও যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। কবি-যশের প্রতি তাঁহার আশৈশব ঐকান্তিক তীব্র অনুরাগ এবং তাৎকালিক বিদ্যালয়-সমূহের রীতি-নীতিও ইহাতে কথঞ্চিৎ বিবৃত আছে। তদ্ভিন্ন, আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি যে, তাঁহারা উভয়েই এই সময়ে Mechanics' Institute-এর সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত ছিলেন।

Kidderpore, 26th Nov, 1842, Sunday.

My dear Friend, There's a bottle (or whatever you please to call it) of Pomatum for you. I don't require your thanks, but you must praise my readiness in obeying you ; I am sorry I am not yet able to procure Lavender for you ; you must excuse this ; I am very much importuning the man, the d—d shop-keeper, who supplies me with these things. To-morrow I won't go to College, this is my resolution. I hate College, I hate K—r, I hate B ! I am now plotting against my own parents. [I won't explain this, understand it yourself] By the bye, last evening you had the impudence to tell me (at the M. I.'s) that you will inform my father about my intention of running away to E—d and thereby prevent me from doing so ! If these are what really you think, you are *no friend of mine*, I can assure you. If these are your sentiments, you be d—d ! Perhaps, you think I am very cruel, because I want to leave my parents. Ah ! my dear ! I know that, and I feel for it. But, "to follow Poetry," (says A. Pope,) "one must leave both father and mother." Too much of this. You are wise, think on it. I intended to write you a long letter but unfortunately

host of friends (acquaintances) are sitting round me. I am called way to play the chess, my favourite chess. Write as long a letter as ou please. I like to read long letters from *you*. The answer of this ill, I believe, begin, "Surely you are loading me with presents, etc." Iow acute my memory! I read your letters with so much attention hat I can repeat them (each of them) word per word, tho' you ouldn't recollect something of a letter of mine last evening at the I. L.'s!

Excuse this shameful scrawl. My pen is bad and I don't know ow to mend one! Mind, I won't go to College to-morrow. I intend riting a note to the d—d fellow K—r for leave of 2 months. I hope he ill grant it. If he won't, I don't care: but I will absent, I will, I will.

This is not a long letter! Write one exactly as long. (longer if ou can) as this, and believe me. Yours ever affectionately.

তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য স্বর্ণ-পদক লাভ করিবার পরে গৌরদাস বসাককে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন—

My dear Friend, you are such a boy that you scarcely deserve any avour at all. You see, how many times you have disappointed me, ut, however, I should be glad to see you at any time you please. Give my compliments to Babu B. N.* I have got my medal sent me esterday by Mr. Kerr. Excuse me, Gour, I can't write anything lse, to-day being Sunday.

Yours as ever,

By the bye, I am writing a long poem.

পাশ্চাত্য প্রভার উজ্জ্বল দৃশ্য এই সময়ে অনেক হিন্দু কিশোরের হৃদয়েই মোহ ৎপাদন করিয়াছিল। বালক মধুসূদনের চক্ষে কিরূপ ধাঁধা লাগিয়াছিল, ূর্বোক্ত কবিতা-পাঠেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কৈশোরেই তিনি ংরেজি-ভাষায় শিক্ষিত, ইংরেজি-মন্ত্রে দীক্ষিত, ইংরেজি-ভাবে অনুপ্রাণিত ও ংরেজি-তন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা ও মনীষা, পরিণত-য়সে গৃহাভিমুখী হয় এবং মাতৃ-ভাষার গৌরবের প্রতি আসক্ত হইয়া, তাহার পূর্ব্ব সংস্কার সাধন করে।

হিন্দুকলেজে পড়িবার সময় মধুসূদন যে-সকল ইংরাজি কবিতা রচনা করেন, াহা 'জ্ঞানান্বেষণ' 'Bengal Spectator,' 'Literary Gleaner,' 'Calcutta

* বেণীমাধব বসু মধুসূদনের একজন সহাধ্যায়ী।

Literary Gazette,' 'Literary Blossom,' 'Comet' প্রভৃতি সাহিত্য-বিষয়ক সাময়িক প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই কবিতা-রচনা-সম্বন্ধে ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন :—"Modhu has taken up to describe a night-scene, in which, among other things, he thus alludes to the stars, 'Night holds her Parliament.' The happy expression at once became a fond record in the tablet of my memory, and still holds a seat there ; fifty years have not been able to efface it.

Shakespeare has, 'the floor of heaven is thick-inlaid with patines of bright gold.' Byron addresses the stars as the 'poetry of heaven.' Madhu, in his teens, gives a proof of close poetic kinship. The Aryan by race, is Aryan, too, in thought and expression. I was Modhu's senior. I too liked poetry. But I never knew the way to Castaline. My head was a prose quarry, without a vein of poetic gold. Modhu's was Helicon quarry."

সেই চিরোচ্ছ্বাসিত 'হেলিকনে'র শৈল-নিঝ'রিণীর প্রথম প্রস্রবণ, সেই কমনীয় তরুণ-প্রতিভার প্রথম লহরীমালা কেমন মৃদুল-হিল্লোলে প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই রক্তরাগময়ী তপন-দূতী অরুণরমণীর কপোলরাগের প্রথম রক্তিমরশ্মি কিরূপ বিচিত্রভাবে বিকশিত হইয়াছিল, তাহা মধুস্থদনের ১৭।১৮ বৎসর বয়সে রচিত কবিতাবলী হইতে অনুমান করা যায়। মধুস্থদন ঐ সকল কবিতা হিন্দুকলেজে পাঠ্যাবস্থায় খণ্ড-খণ্ড আলগা টুকরা কাগজে লিখিতেন। তাঁহার চিরবন্ধু গৌরদাস বসাক সেইগুলি পরলোকগত মহাপ্রাণ সুহৃদের চিতাভস্মের ন্যায় আমরণ সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তদীয় সুযোগ্য পুত্র তাঁহার পিতৃস্থানীয় সেই মহাকবির কৈশোরের স্মৃতি-সম্বলিত, প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, কবিতাবলীর পাণ্ডুলিপি তাঁহার স্বর্গ-গত পিতার ন্যায় আজিও পরম যত্নে রক্ষা করিতেছেন। 'অপ্সরী' নামে মধুস্থদনের স্বহস্ত-লিখিত একখানি খণ্ড-কাব্য আজিও অপ্রকাশিত আছে। খণ্ড-কবিতা-গুলির অধিকাংশই অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব। সেই কারণে সেগুলি উদ্ধৃত করিলাম।

SONNETS.

[To a Star During a Cloudy Night.]

Shine on, sweet emblem of Hope's lingering ray !
That while the soul's bright sun-shine is o'er-cast,



গৌরদাস বসাক

Gleams faintly thro' the sable gloom, the last
To meet beneath Despair's dark night away !
Tho' lawless clouds rest 'round thee, and they seem,
As if, impatient to enshroud thy brow,
Yet, O sweet Star ! thy dim and struggling beam,
That, like the weed which angry Tempestes throw,
Far from their native soil in the dark wave,
Now sinking, as if buried, disappears,
Now bursting forth from its dark cloudy grave,
Sails trembling on pale with a thousand fears,
Has charms that still may please the gazer's eye,
Thou solitary tenant of the sky !

II.

[*Composed during a morning walk.*]

I love the beauteous infancy of day,
The garlands that around its temples shine ;
I love to hear the tuneful matin lay
Of the sweet Kokil perched upon the pine :
I love to see you streamlet gaily run
And blush like maiden Beauty meek and fair,
When the bright beams of yon refulgent sun
Crowd on her trembling bosom pure and clear ;
I love to see the Bee from flow'r to flow'r,
Sucking the sweets, to him they smiling yield ;
I love to hear the breezes in the bower
Singing melodious, or along the field ;
All these I love, and Oh ! in these I find
A balm to soothe the fever of my mind !

III.

[*Composed during an evening walk.*]

I love to see those clouds of golden dye
Float graceful o'er yon blue expanse, serene,
Like sweet remembrances of days gone by
In memory's atmosphere : Those meadows green,
Tinged by the fading flushes of the sun,
(Who now behind the west path hid his head) ;
Yon brook, that warbles low as it doth run,
Quite uncontrolled, by its own sweet will led ;

The breezes that, with innocence and glee,
Sing to yon listening grove, an audience fair ;
Yon distant cot, that group of children there ;
The Kokil's heart-enthralling melody,
All these, meek Even, do belong to thee,
And all these are thy earthly dowers here.

IV.

I saw young Zephyr pass from flower to flower,
While each, by turns, did softly bow its head,
And the fond pearly tears of rapture shed,
A sweet and tender welcome ! Beaueteous hour !
The boundless heaven, bathed in the brightening shower
Of early sun-shine, was now faintly spread
With smiles. The lark, springing from his bed,
With loud acclaims to every grove and bower,
Did trumpet forth the Day's nativity ;
Now came the morning breeze, cool, fresh and gay,
Singing his heart-entrancing melody :
The green leaves rustled, while from every spray
Rose the sweet matin-music joyously
To hail the bright and glorious birth of Day !

V.

I wandered forth alone, I knew not where,
For it was in that maddened mood of mind,
When, like th' impetuous tide that runneth blind
Beckoned by the pale queen of Night from far,
A thousand feelings rush from out their springs,
And deluge the sad heart : I looked around,
'Twas midnight calm, and there arose no sound
To meet mine ear, save the low murmurings
Of the sad night-winds : tears rushed from mine eye,
Oh ! those were soothing tears, they gave relief !
And like the clouds that gather on the sky
But soon dissolve in rain-drops, darkening grief
Retired, and, lo ! Tranquility
Succeeded that most painful fit tho' brief !

VI.

[Dedicated to G. D. B. by his loving Friend, the Author.]

I am not rich, nay, nor the future heir
To sparkling gold or silver heaped on store ;

There is no marble blushing on my floor
With thousand varied dies : no gilded chair,
No cushions, carpets that by riches are
Brought from the Persian land or Turkish shore :
There is no menial waiting at my door
Attentive to the knell : and all things rare,
Born in remotest regions, that shine in
And grace the rich-man's hall, are wanting here.
These are not things that by blind Fate hath been
Allotted ever to the poor man's share :
These are not things, these eyes have ever seen,
Tho' their proud names have sounded to this ear !

VII.

But oh ! I grieve not ; for the azure sky
With all its host of stars that brightly shine,
The green-robed earth with all her flow'rs divine,
The verdant vales and every mountain high,
Those beauteous meads that now do glittering lie
Clad in bright sun-shine, all, oh ! all are mine !
And much there is on which my ear and eye
Can feast luxurious ! why should I repine ?
The furious Gale that howls and fiercely blows,
The gentler Breeze that sings with tranquil glee,
The silver Rill that gaily warbling flows,
And e'en the dark and ever-lasting Sea,
All, all these bring oblivion for my woes,
And all these have transcendent charms for me !

VIII.

Beloved Lake, how oft I think of thee :
How oft I dream of thy calm silver breast,
Where the Moon-beams undisturbed ever rest,
And see themselves reflected beauteously.
Where no rude gales, with boisterous revelry,
Disturb the Lotus, thy sweet daugter coy ;
But many a breeze, with perfumes, gallantly
Comes to woo her, infusing purest Joy
To every heart. Oh ! How I love to live,
Beloved Lake, on thy sweet margin green,
There, in thy dear society, cease to grieve,
Nor brood on sorrows, none could sympathize ;

And, 'mid thy lovely and endearing scene,
No longer breathe such unregarded sighs.

IX.

Love ! I have bask'd me in thy summer-ray ;
And, Disappointment ! thy stormiest night
Of grief I've known ! and joys, all sweet and bright,
(But vanishing as flow'rs that fade away
Within the self-same hour that gives them birth,)
With vernal beauty once did bloom along
My path of life ! Yes, once this green-robed Earth,
Yon boundless heaven, the lark, his matin song,
The purling rills, the distant hills, the trees
(Whose green locks 'round temples sweetly play,)
The spreading Banian's shade, the warbling breeze,
Could charm my soul ! But, oh ! man's brightest day
Is e'er succeeded by a night of gloom ;
And peace and rest for thee is only in the tomb !

EPISTLES IN VERSE.

I.

To a Gentleman

Dear Sir,
Plunged in the fathomless abyss of dark despair,
Friendless I drop oft many a silent tear ;
I stretch my hands for succour all around ;
But oh ! for me no succour can be found !
If thou, Dear Sir ! dost kindly deign to save
A helpless wretch from an untimely grave,
Do then ; if not, of Pity plead his cause
And listen to obey her sacred laws.

Kidderpore, *I remain, Dear Sir,*
20th May, 1841 *Your most humble, devoted & obedient servant.*

II.

Sir,
Your muse, I know, is a too powerful dame,
No censure lowers, no praise exults her name ;
For like the Lady, who hath e'er seen
No man but her own lord, nor e'er been

To any place but lives for age confined
In her own closet, she does bear in mind
That she is great ; why will she then require
Praise from true Judges, or their censure care ?

10th June, 1841. Hindu College. *Your obedient servant,*

THE PARTING.

I heard the gun, Time's warning tongue,
In accents rough, loud and strong
Declare the, birth of Day ;
I looked around and saw dark night,
Retiring at the approach of light,
To regions far away :
The night clouds 'neath Aurora's eye
Were melting in the half-lit sky ;
The moon still lingered there,
The tuneful minstrels of the grove
Were chanting sweet their lays of love
To the infant morning fair :
I rose ; but oh ! methought my heart
Would break from that loved one to part ;
Nor would she let me go :
The light now entered bold the room,
And drove away the friendly gloom,
Night's remnant sole below,
I kissed her ; and with many a sigh,
And tears descending from her eye,
She softly bade me "adieu !"
O, with an aching heart and brain
I look my way thro' fields and glen
Besprinkled with the dew.

A STORM.

The sable clouds now gathering fast,
The furiously howling blast,
Proclaim, the Storm is nigh :
And, hark ! the heavens with canons loud
And shouts, that rend each gloomy cloud,
Hail his dread majesty !

He comes ! the Sun himself has fled,
As if affrighted, from the sky ;
Lo ! every tree he passes by,
Submissive bows its leafy head :
Dub'd pow'r ! thunder 's his command,
The Lightning flashes from his eye,
The thunderbolts are from his hand,
His breath convulses all sky !
Now all around is overcast !
Ay, hark ! more furious roars the blast :
Big drops of rain are falling down
So thick, and so impetuously,
As if the fountains of the sky
Had, at his bidding, over-flown ;
That dreadful noise, 'tis he who speaks
That dazzling flash of light, it breaks
From his dark awful eyes :
Behold ! the fiend, in wanton play,
Now flings the dark clouds far away
Himself now with 'em flies !
In this arena thus he plays the part,
Which oft Despair acts in man's wretched heart !

SONG OF ULYSSES.

[*Written by Ulysses.*]

Have ye not seen my Penelope,
That chaste, that faithful maid ?

Have ye not seen my Penelope,
That chaste, that faithful maid ?
Look there, O ! that "redcheeked" one,
Whose winning beauties ne'er fade,
Is my chaste Penelope !
As constant as the gentle doves,
And faithful too as they,
How fondly she returned my love,
When I was far away !
O Penelope ! O Penelope !
My chaste, my faithful maid !

Lo ! I shall love, nor love thee less,
Tho' life decay and fade,
My faithful Penelope ! ULYSSES

Greece 27th March, 1705 A. D.

VERSES*

I have a heart, but that is far away
To where enthroned within a palace bright
Sits, fair as the infancy of Day,
Or the sweet Sun when bursting from the Night,
He sits upon his Orient purple throne !
There, with devoted heart, adore alone
The lovely object, who doth, to my eyes,
Appear the sweetest 'neath these azure skies !

THE SLAVE.

[*Written to illustrate a picture*]

"There is no flesh in man's obdurate heart !"—*Cowper.*

1

He sadly sits upon the bark,
His chained hands are on his face ;
What bitter thoughts, what visions dark
Of misery and wretchedness
Now like a furious tempest roll
Within his dark, bewilder'd soul !

2

The ship that wafts him far away
From country, home, Love's sunny wold,
Sits proudly on the ocean-spray,
Her giant wings are all unfurl'd ;
Yes, soon she'll walk the foaming brine
And sever thee from all that's thine ! †

3

Far, far beyond the rolling wave,
Thou soon shalt press a sod unknown,

* These verses are written at the request of Gour Dass the author's friend, but they are not intended to be addressed to any one.

† (*Or*) Bereaving thee from all that's thine !

Or slumber in a nameless grave,
Sad, unlamented, all alone
Without a soothing sigh, a tear
Shed by Affection on thy bier !

4

No more, no more, oh ! never more,
Beneath the Cocoa's spreading shade,
Or by the solitary shore,
Or o'er the flow'r-enamel'd glade,
Shalt thou in pensive musing mood
Court the soft charms of Solitude !

5

Or with thy lov'd and loving bride,
At even, the lovers' sacred hour
Stand by the mossy fountain-side,
Or sit with the blushing bow'r,
To mark the stars peep out the skies,
Or gaze upon her brighter eyes.

6

Or swifty paddle thy canoe
Gay, chanting thy wild, native song.
On the Lake's breast, unruffled, blue,
Or the wide foaming brine along ;

* * *

SONG.

I loved a maid, a blue-eyed maid
As fair a maid can e'er be, O.
But she, oft with disdain, repaid
My fondness and affection, O.
For her I sighed, and e'er shall sigh,
Tho' she shall ne'er be mine, O.
For this sad heart's starless sky
None but herself can light, O.

Kijirpore 1705 A. D.

THE HEAVENLY BALL—A FRAGMENT.

DEDICATION TO G. D. Bysac, Esqre.

I intended to make this a long poem, My Gour !
  But I find me too idle to do it :
But unfinished as it is, yet to you, My Gour !
  I do dedicate, so you must take it :
Tho' short, oh ! too short is the time we've, My Gour !
  To meet on this side of the tomb, killing thought !
Yet, Friendship and Love shall be e'er ours, My Gour !
Where'er may Fate lead me, thou shant's be forgot !

I.

  The night was fair, the heavenly hall
  Was thronged with stars all soft and bright :
'Twas plain, some spirit gave a ball
  For never, never mortal sight
Beheld a more splendid scene !
The moon was on the chair, Fair Queen !
A halo, rainbow-hued, as fair
As that which Future seems to wear,
When seen thro' Fancy's magic glass,
Encircled 'round her ; while her glance
Made e'en Darkness, (oh ! so sweet it was !)
Put on a lovelier countenance !—

* * *

LINES.

I.

The menial throng that crowds the Indian shore,
Braves the fierce gale to try their helpless oar,
From such men, 'tis true, muse disdains renown
Thou must be thy prey, when to beauty's own.

II.

Go, fortunate lines ! and tell the maid
    That 'tis for her I die !
O ! that some tears when I am dead,
    Descending from that lovely eye
    May hallow my untimely bier
And soothe my spirit lingering there !

III.

I met thee, tears came in my eye,
Oh ! they were soothing tears,
The tribute of sad memory,
Dear Friend ! to parted years !

IV.

[*Composed after a shower in the evening.*]

Oh ! 'twas a spirit-stiring sight,
It soothed my heart with calm delight !
The sky was sweet as beauty's face,
When melancholy shades her brow,
And when a charming pensiveness,
Slight tinges her cheek's rosy glow :
There was a wind ; 'twas not a proud
Or boisterous wind, fierce, raging loud,
But cool as the breath of the sea
When resting in tranquility.
While every tree did nod its head,
Its green locks round its temples play'd :
The distant cot, the silver rill,
Its little waves, in crowds that run,
The green-robed meadows calm and still,
The shephered and the fleecy clan,
Were all enchantment to the eye,
And thrilled my heart with ecstasy.

TO A LADY.

I.

Oh ! That thou wert as fair within
As thy ang'lic outword is,
Then, of what value hast thou been
In this earth, a perfect bliss !

II.

Lady ! tho' beautiful thou art,
Tho' Nature hath gi'en thee ev'ry grace .
Yet, oh ! how cruel is thy heart,
Thou art deaf to the voice of distress.

TO ANOTHER LADY.

Oh ! deign to give a thought on me,
When these sad lines do meet thine eye,
Think then on him who oft for thee,
Sweet one ! doth unregarded sigh !

To G. D. B.

Far from us thou 'rt sitting ; like a Star
That tears himself to shine and hue afar
From his companions : oh ! here come again !
The space you filled doth now vacant remain !
Thou wandering Star ! No longer thus stray
From thy own herd, 'mid flocks unknown away.

AN ACROSTIC.

G-o ! simple lay ! and tell that fair,
O-h ! 'tis for her, her lover dies !
U-ndone by her, his heart sincere
R-esolves itself thus into sighs !
D-ear cruel maid ! tho' ne'er doth she
O-nce think, for her thus breaks my heart,
S-ad fate ! oh ! yet must I love thee,
B-e thou unkind, till life doth part !
Y-oung Peri of the East ! * thou maid divine !
S-weet one ! oh ! let me not thus die :
A-ll kind, to these fond arms of mine
C-ome ! and let me no longer sigh !

SONG.

[The following little poem is dedicated to G. D. Bysack, Esqre, as a slight but sincere token of respect for his learning, admiration for his amiable qualities, and esteem for his valuable friendship ; By the auther, *M. S. Dutt.*]

I.

I am like the Earth, revolving
Ever round the self-same Sun, Boy,
Seasons, both of Joy and Sorrow,
I have, like her, as I run, Boy.

* "Young Peri of the West"—*Byron.*

II.

O ! her eyes soft, tender beamings,
  And her sweet bewitching smile, Boy,
Like Enchantment's potent spell, do
    Call for the gayer, brighter Springs, Boy.

III.

But when frowns, like lowering clouds, do
    Over-cast her sunny brow, Boy,
Then, oh ! then, the freezing Winter
    Of dark sorrow chills my breast, Boy.

IV.

Now, fond hope buds, blossoms, sweetly,
    Vernal thoughts do fill my head, Boy,
Now, dark disappointment, dreadful,
    All my joys and hopes doth blast, Boy.

V.

Thus I'm like the Earth, revolving
    Ever round the self-same Sun, Boy,
Seasons, both of Joy and Sorrow,
    Like her, I have, as I run, Boy !

উদ্ধৃত ইংরাজি কবিতা-সমূহ ১৮৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মধুসূদনের ১৭।১৮ বৎসর বয়সে লিখিত। কবিকে বুঝিতে হইলে, কবি-জীবনের ক্রমবিকাশ জানিতে হইলে, তাঁহার প্রথম, মধ্য ও শেষ জীবনের প্রত্যেক রচনাই আলোচিত হওয়া কর্ত্তব্য। সেইজন্যই এই কবিতাগুলি উদ্ধৃত হইল।

হিন্দুকলেজে অধ্যয়নকালে সাহিত্য-চর্চ্চার ও কবিত্ব-রসানুশীলনে প্রগাঢ় অনুরক্তির সঙ্গে-সঙ্গে মধুসূদনের বিলাসিতাও অযথা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গৌরদাস বলিয়াছেন যে, খিদিরপুরের বাটী হইতে তিনি প্রত্যহ পালকি চড়িয়া কলেজে আসিতেন ; সঙ্গে পরিচর্য্যার জন্য দুইটি ভৃত্য থাকিত। দিবাভাগে ৪।৫ বার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতেন। পরিচ্ছদের নূতনত্বে ও পারিপাট্যে তিনি সকলের আদর্শ-স্বরূপ ছিলেন। নিত্য নূতন সুগন্ধি-দ্রব্য ব্যবহার করিতেন। একদিন চুল-ছাঁটা মনোমত হওয়ায়, তিনি এক সাহেব-নাপিতকে একটি মোহর দিয়াছিলেন। দাস-দাসীদিগকে সামান্য কারণেই পুরস্কৃত করিতেন। বিলাসিতার সহিত পরোপকারিতাও তাঁহার প্রবল হইয়াছিল। সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায় অর্থাভাবে কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন শুনিয়া, তিনি তাঁহাকে

সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন। বিপন্নের সহায়তা-কল্পেও তিনি সতত মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার এক সহাধ্যায়ী বলেন,—"মধু বড় খোশ-পোষাকী ছিল এবং সাহেবদিগের ন্যায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিত। আমাদের সময়ে হিন্দুকলেজ কলিকাতার ধনী বালকে খচিত ছিল; কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে মধু এই সকল লক্ষপতি ধনী পুত্রদিগের কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। মধুস্থদনের ব্যঙ্গ করার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল, এবং গীত-বাদ্যেও কম অধিকার ছিল না।"

হিন্দুকলেজে মধুস্থদন পরিচ্ছদ-পরিধান-কল্পেও সঙ্গীদিগকে নিত্য নূতনত্ব দেখাইয়া বিস্ময়াভিভূত করিতেন। একদিন হঠাৎ ধুতি-চাদর পরিত্যাগ করিয়া বুট-পায়জামা ও আচকান পরিধান করিয়া উপস্থিত হইলেন; তারপর অচিরেই 'আচকান' পরিত্যাগ করিয়া, ইংরাজি-কোট গ্রহণ করিলেন। ইহা আর কখনও ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার দেখাদেখি অনেক ছাত্র চাদর (উড়ানি) ত্যাগ করিয়া, তাঁহার প্রবর্ত্তিত একছুটের দলের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। দিগম্বর মিত্রের ভ্রাতা, মাধবচন্দ্র মিত্র, উড়ানি ত্যাগ করিয়া টাইট-জামা পরিতে লাগিলেন। কিন্তু সকল ছাত্রদিগের পক্ষে এ সব পরিবর্ত্তন ভাল সাজিল না। তবে, প্রতিভাবান্ মধুস্থদন যাহা করিতেন, তাঁহাকে তাহাই মানাইত, তাহাই সাজিত, সকলের চোখে তাহাতেই ভাল-দেখাইত। গৌরদাস লিখিয়াছেন, "Modhu was a genius. Even his foibles and eccentricities had a touch of romance, and a taste of 'the attic salt' that made them savoury and sweet."

হিন্দুকলেজে অধ্যয়নকালে, মধুস্থদন তাঁহার সুহৃদ গৌরদাস বসাক, ভোলানাথ চন্দ্র, বঙ্কুবিহারী দত্ত প্রভৃতিকে খিদিরপুরের বাটীতে প্রায়ই আহারের নিমন্ত্রণ করিতেন। একবার নিমন্ত্রণ-উপলক্ষে গৌরদাস ও ভোলানাথ, মধুস্থদনের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, প্রবীণ রাজনারায়ণ দত্ত কৌচে বসিয়া বৃহৎ আলবোলার সুদীর্ঘ নল মুখে দিয়া ধূম-উদ্গীরণ করিতেছেন। তাঁহারা মধুস্থদনের সহিত নিকটস্থ আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে রাজনারায়ণ দত্ত স্বয়ং পুত্রের হস্তে আলবোলার নল প্রদান করিলেন। মধুস্থদন তাঁহারই সম্মুখে ধূমপান করিতে লাগিলেন। গৌরদাস এ দৃশ্যে বিস্ময়াপন্ন হইয়া অন্তরালে মধুস্থদনের নিকট এ কথা উত্থাপন করিলে, তিনি বলিলেন, "My father

minds not your common punctilios." সেদিন পুত্রের বন্ধুদ্বয়ের নিমিত্ত মধুসূদনের জননী জাহ্নবী বিবিধ রসনা-পরিতৃপ্তিকর খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরম পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিলেন। গৌরদাস বলেন, জীবনে তাঁহার সেই প্রথম ছাগমাংসের পোলাও আস্বাদন; ভোলানাথ চন্দ্র সে পোলাও খাইয়া এত খুশী হইয়াছিলেন যে, স্বরচিত মধুস্মৃতিতে তাহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "His pilau was the czar of dishes."

কৈশোরে ও যৌবনে মধুসূদনের কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল। হিন্দুকলেজে অবকাশ-কালে পারস্য ভাষায় রচিত গজল গান করিয়া তিনি বন্ধুবর্গকে সতত প্রমোদিত করিতেন। তিনি হিন্দুকলেজে এবং স্বগ্রামে মৌলবী সাহেবের নিকট যে-সমস্ত পারসী গজল শিখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহাদিগকে শুনাইতেন। পরবর্ত্তীকালে মধুসূদনের কণ্ঠস্বর ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

মধুসূদন যে কি প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গের আদর্শ-শিক্ষাগুরু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এক কথায় বলিয়া দিয়াছেন—"কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্যূন কুড়ি লক্ষ ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল; কিন্তু মধুর ন্যায় প্রতিভা আর কাহাতেও কখন দেখি নাই! মধুর বুদ্ধি বিদ্যুতের ন্যায় যেন চারি দিকেই খেলিত; আমার সেরূপ কিছু ছিল না। 'উত্তররামচরিতে' আত্রেয়ী ও বনদেবতার পরস্পরের কথোপকথন প্রসঙ্গে কবি ভবভূতি লিখিয়াছেন, 'প্রভবতি শুচির্বিম্বোদগ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ।' আমাদের উভয়েরও ঠিক্ তাই হইয়াছিল; মধুর বুদ্ধি বিশদ্ মণির ন্যায় ছিল, প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হইত।"

মধুসূদন তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সমকালবর্ত্তী হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যে ইংরাজি চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি পাশ্চাত্য-ভাবে প্রণোদিত হইলেও, নিজের ব্যক্তিত্ব ও মহান্ হৃদয় কদাচ হারাইয়া ফেলেন নাই। তিনি তাঁহার স্বদেশের প্রতি কিরূপ অনুরক্ত, স্বজাতির গৌরবে কতদূর গৌরবান্বিত, সখ্যতা ও প্রেম তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ গভীর-ভাবে প্রবাহিত ছিল, নিম্নোদ্ধৃত কবিতার প্রত্যেক পংক্তি তাহা সুস্পষ্টরূপে স্মরণ করাইয়া দিতেছে:—

SONNET.

[*Written at the Hindu College.*]

Oh ! how my heart exulteth while I see
These future flow'rs, to deck my country's brow,
Thus kindly nurtured in this nursery !—
Perchance, unmark'd some here are budding now,
Whose temples shall with laureate-wreaths be crown'd,
Twined by the Sisters Nine : whose angel-tongues
Shall charm the world with their enchanting songs.
And time shall waft the echo of each sound
To distant ages :—some, perchance, here are,
Who, with a Newton's glance, shall nobly trace
The course mysterious of each wandering star ;
And, like a God, unveil the hidden face
Of many a planet to man's wondering eye,
And give their names to immortality !

তৃতীয় অধ্যায়

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে অবস্থান—খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণ

[১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ]

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই মধুসূদন হিন্দুকলেজ হইতে সহসা অন্তর্হিত হইলেন। তখন তিনি 'সিনিয়র' বিভাগে দ্বিতীয়-শ্রেণীর ছাত্র। কোথায় গেলেন কেহই জানেন না; সহপাঠী বন্ধুবান্ধব সকলে যারপরনাই উদ্বিগ্ন হইলেন। বিশেষতঃ, মধুসূদনের ন্যায় অন্তরঙ্গ সুহৃদের অন্তর্দ্ধানে গৌরদাস ও ভূদেবের হৃদয়ে গুরুতর ব্যথা অনুভূত হইল। খিদিরপুরের বাটীতেও বালক বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগত হয় নাই, উৎকণ্ঠায় অধীরা জননী জাহ্নবী অশ্রুসিক্ত-কপোলে ঘর-বাহির করিয়া উদ্বেগে আত্মহারা হইয়াছেন। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত অস্থির-চিত্ত হইয়া আত্মীয়-বন্ধুগণের সহিত নানাস্থানে পুত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ২।৩ দিনের মধ্যে প্রচার হইল মধুসূদন খ্রীষ্টান হইতে গিয়াছেন; কিন্তু কোথায় আছেন সে সংবাদ পাওয়া গেল না। ক্রমে জানিতে পারা গেল মধুসূদন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে পাদ্রিদিগের সহিত অবস্থান করিতেছেন। *

---

* খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি গোপনে বিখ্যাত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক রেভাঃ কে. এম. ব্যানার্জ্জির সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তিনি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

I was then living in Cornwallis Square as Minister of Christ Church. He called one day and introduced to me as a religious inquirer, almost persuaded to be a Christian. After two or three interviews and a great deal of conversation, I was impressed with the belief that his desire of becoming a Christian was scarcely greater than his desire of a voyage to England. I was unwilling to mix up up the two questions ; and while I conversed with him on the first. I candidly told him that I could lend him no help as regards to second question. He seemed disheartened and came to me less frequently after that···One day I some what incidentally mentioned to a friend of mine high, in office the curious case of a student of the Hindu College, wishing at the same time, to be a Cristian and to go

মধুসূদন কেল্লায় অবস্থিতি করিতেছেন, এ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই তাঁহার সহপাঠী গৌরদাস ও ভূদেব তথায় গেলেন। দুর্গমধ্যে ডাক্তার কর্বাইনের বাটীতে মধুসূদন বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা মধুসূদনের সাক্ষাৎলাভের নিমিত্ত নিম্নতলে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একেবারে উপরিতলে উঠিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে নীচে আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, "পাদ্রিরা মধুকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিল না। কি পরিতাপের বিষয়, ধূর্ত্তরা তাহাকে কেল্লায় গোপনে লুকাইয়া রাখিয়াছে। নচেৎ তাহারা ইহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইত।" তিনি তাঁহাদিগকে প্রত্যাগত হইতে পরামর্শ দিলেন; কারণ পাদ্রিরা মধুর সহিত কাহাকেও দেখা করিতে দিবে না। রাজা প্রস্থান করিবামাত্রই একজন সাহেব উপর হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে আর একদিন আসিতে বলিলেন। দুই-একদিন পরে গৌরদাস একাকী গেলেন। সে দিন একটি সুসজ্জিত কক্ষে মধুসূদন তাঁহার চিরাভ্যস্ত মধুর হাস্যে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। গৌরদাস তাঁহার ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ সম্বন্ধে কোন কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই, মধুসূদন তাঁহার নব-ধর্ম্মাবলম্বন উপলক্ষে যে ইংরাজি সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে শুনাইলেন। এমন সময়ে ডাক্তার কর্বাইন (Dr. Corbyn) গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৌরদাসকে প্রস্থানের নিমিত্ত ইঙ্গিত করিলেন। হতাশ্বাসে ও নৈরাশ্যে মধুসূদনকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন।

এদিকে জাহ্নবী যখন শুনিলেন যে, তাঁহার একমাত্র পুত্র মধুসূদন খ্রীষ্টান হইতে গিয়াছেন, তখন তিনি আর ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন। মধুসূদনের সহাধ্যায়ী গিরীশচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন :— "ইতিমধ্যে হঠাৎ এক দিবস শুনিতে পাইলাম যে, মধু তাহার বাড়ী হইতে বাহির

---

to England. My friend felt very much interested in the case and expressed a desire of seeing the enterprising youth. I mentioned the fact to Dutta, when I saw him next, and as his own desire, gave him a note of introduction to the gentleman I have referred to. That gentleman received him very cordially and gave him every encouragement in his views and even introduced him to Mr. Bird, then Deputy Governor of Bengal.

হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ জানে না। তখন মধু ও আমি হিন্দুকলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের দ্বিতীয় ক্লাসে পড়িতাম। ক্রমে ব্যক্ত হইয়া পড়িল যে, মধু খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য পাদ্রিদিগের আশ্রয় লইয়াছে। তাহার পিতামাতা এই কথা শুনিয়া শোকে আকুল হইয়া পড়িলেন। একে রাজনারায়ণবাবু বিত্তশালী লোক, তাহাতে কলিকাতার অনেক বড়-বড় লোকের সহিত তাঁহার ভাব ছিল। রাজনারায়ণবাবুর পুত্রকে পাদ্রিরা লইয়া গিয়াছে শুনিয়া, তাঁহারা সকলে রাজনারায়ণবাবুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। মধু কোন্ স্থানে লুক্কায়িত আছে, তাহা জানিতে পারিলে, সেই স্থান হইতে তাহাকে বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া লওয়ার নিমিত্ত তাহার পিতা দেশ হইতে লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা আনিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল। আমার মাতুল ইহার প্রধান উদ্যোগী এবং কলিকাতার অনেকে তাঁহার প্রতিপোষক ছিলেন। এইরূপ কোলাহল হইতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ এক দিবস রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বাসাতে আমার মাতুলের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই বৈঠকে হিন্দুকলেজের শিক্ষক বাবু রামচন্দ্র মিত্রও উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণমোহন-বাবু মাতুলকে বলিলেন যে, "আপনারা অনর্থক মধুর জন্য চেষ্টা করিতেছেন। খ্রীষ্টান হওয়ার নিমিত্ত তাহার দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে। সে খোকা নয়, দুগ্ধ-পোষ্য বালক নয়, যে পাদ্রিরা তাহাকে ভুলাইয়া খ্রীষ্টান করিবে। ধর্ম্মের দোষ-গুণ নির্ব্বাচন করিতে তাহার উপযুক্ত বুদ্ধি ও বয়স হইয়াছে এবং হিন্দুধর্ম্মের অসারতা জানিয়া মধু খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই দেখুন তাহার কেমন বুদ্ধি; আপনাদের তাহার প্রতি বল-প্রয়োগ করার আশঙ্কায় সে লাট পাদ্রির (Lord Bishop) নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার অনুরোধ-মতে কেল্লার মধ্যে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে এবং কেল্লার কর্ত্তা ব্রিগেডিয়ার পৌণি (Brigadier Powney) সাহেব সাদরে মধুকে আপন কুঠিতে স্থান দিয়াছেন যে, আপনারা তাহার অঙ্গ-স্পর্শ করিতে না পারেন।" তদনন্তর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে মধুর কেল্লার মধ্যে অবস্থিতি করার সংবাদ অবগত হইয়া আমার মাতুল ও উক্ত রামচন্দ্রবাবু ও জয়নারায়ণবাবুর একজন ভ্রাতুষ্পুত্র মধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে কেল্লায় গিয়াছিলেন। আমিও সেই সঙ্গে গিয়াছিলাম। মধু কয়েকজন

পাদ্রি ও সৈনিক সাহেবের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কেল্লার মধ্যস্থিত গির্জ্জাঘরে আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল। আমার মাতুল, মধুকে তাহার পিতামাতার শোকের কথা বর্ণনা করিয়া তাহাকে একবার বাড়ী যাইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে অনুরোধ করিলেন। মধু সে সকল বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, আমাদিগকে এক সেলাম ঠুকিয়া, গির্জ্জাঘর হইতে বিদায়-দান করিল; আমরাও নিরাশ হইয়া কেল্লা হইতে ফিরিয়া আসিলাম।"

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী একটি স্মরণীয় দিন। সেই দিন বঙ্গের ভবিষ্যৎ মহাকবি মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই দিন সহরময় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে রাজনারায়ণ দত্ত সদর-দেওয়ানী আদালতের প্রতিপত্তিশালী উকীল ও বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং তাঁহার একমাত্র পুত্র যে খ্রীষ্টান হইতেছে, এ কথা প্রবাদের ন্যায় গৃহে-গৃহে নরনারীর মুখে রাষ্ট্র হইতে লাগিল। বিশেষতঃ, মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণ-ব্যাপার পাদ্রিরা যেরূপ সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে এ সংবাদ তৎকালীন বঙ্গদেশের সমগ্র সংবাদপত্রেও প্রচারিত হইয়াছিল।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারীর শীত-প্রভাতে কলিকাতার মিশন-রো'র গগনচুম্বী-চূড়া-শোভিত "ওল্ড-মিশন-চর্চ্চ" ধর্ম্মমন্দিরে মধুসূদন নবধর্ম্ম পরিগ্রহণ করিবেন। নগরবাসীরা উত্তেজিত হইয়াছেন; সেইজন্য, উৎসবের সময় পাছে কোন গোলযোগ, বিঘ্ন বা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় গির্জ্জার কর্তৃপক্ষগণ গির্জ্জার সম্মুখে সশস্ত্র সৈনিক প্রহরী প্রহরায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একে-একে নিমন্ত্রিত সাহেব ও বিবিদিগের শকটগুলি আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। কে. এম. ব্যানার্জ্জি-প্রমুখ অন্যান্য পাদ্রিরাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মধুসূদনের এই ধর্ম্মান্তরগ্রহণ-উৎসবে কে. এম. ব্যানার্জ্জি, নির্ব্বাচিত সাক্ষী (Chosen Witness) স্বরূপে উপস্থিত ছিলেন। কেল্লা হইতে সাহেবেরা মধুসূদনকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাঁরা গির্জ্জায় প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। গির্জ্জাভ্যন্তরে প্রথমে সঙ্গীত-মঞ্চ হইতে বাদ্যযন্ত্রসংযোগে (Church Organ) মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম্ম-অবলম্বন-উপলক্ষে রচিত নিম্নে উদ্ধৃত ধর্ম্ম-সঙ্গীতটি সমবেত নরনারীর কণ্ঠ-সম্মিলনে গীত হয়।

HYMN

BY M. S. DUTT, A Hindu Youth.
(*Composed by him to be sung at his Baptism.*)

I.

Long sunk in superstition's night,
By Sin and Satan driven,—
I saw not,—cared not for the light,
That leads the Blind to Heaven.

II.

I sat in darkness,—Reason's eye
Was shut,—was closed in me ;—
I hasten'd to Eternity
O'er Error's dreadful Sea !

III.

But now, at length, thy grace, O Lord .
Bids all around me shine :
I drink thy sweet,—thy precious word,—
I kneel before thy shrine !

IV.

I've broke Affection's tenderest ties
For my blest Saviour's sake ;—
All, all I love beneath the skies,
Lord ! I for Thee forsake !

9th February 1843.

তৎপরে ইংলণ্ডীয় গির্জ্জা-সম্প্রদায়ের (Church of England) অন্তর্ভুক্ত ওল্ড-মিশন চর্চ্চের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য, সৌম্যদর্শন আর্চ্চডিকন ডল্‌ট্রি (Venerable Arch-deacon Dealtry) যথাবিহিত অনুষ্ঠান মন্ত্র পাঠান্তে জর্ডন নদীর পবিত্র নীর মধুসূদনের মস্তকে সেচন করিয়া, "মাইকেল" নাম দিয়া তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। *

---

* মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণোপলক্ষে "Madhu's Conversion" by the Rev. W Morton, 1843, নামক একখানি পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে তাঁহার ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ-সম্বন্ধে বিস্তৃত-বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য।

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৩ তারিখের 'হরকরা' পত্রে মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত কথা প্রচারিত হয় :—

দীক্ষাসমাপনান্তে মাইকেল মধুসূদন আর্চ্চডিকনের সহিত তাঁহার বাটীতে গমন করেন। তথায় অন্তরঙ্গ বন্ধু গৌরদাস ও ভূদেব তাঁহাকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া, বিষণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। জননী জাহ্নবী সেই দিন হইতে উন্মাদিনীর ন্যায় জীবন্মৃতা হইয়া রহিলেন।

মধুসূদনের ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ সম্বন্ধে শ্রুত নানা কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি কারণই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বলিয়া অনুমিত হয়।

মধুসূদনের পিতামাতা তাঁহার বিবাহের নিমিত্ত তাঁহাদের স্বদেশস্থ কোন ধনাঢ্য ভূম্যধিকারীর একটি রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না বালিকাকে মনোনীত করিয়াছিলেন।

THE CONVERSION AND BAPTISM OF
A HINDOO YOUTH.

A student of the Hindoo College, (2nd. class, Senior Department) named Modoosoodun Dutt had for sometime past determined to renounce the religion of his fathers and to embrace Christianity. It is very singular that before he had actually made up his mind to take this step, he had received no clerical instruction whatever, having been in the habit of reading books and tracts by himself. A few weeks ago he presented himself before a clergyman in Calcutta as a Catechumen, and stated his willingness to embrace *the religion which reason, consescence, experience, all conspired to tell him, was the true one.* He was shortly after introduced to the Archdeacon, who was highly satisfied with the proofs he exhibited in himself of a sound faith and a well-grounded conviction. His relations having been men of wealth and respectability, he was sujected to a great deal of annoyance and trouble. He withstood their opposition with great firmness and continued unshaken in his determinations. A thousand rupees in Government security was sent to him with a request that he should immediately take his passage to England and get baptised there, that no obloquy might be cast upon his family by his embracing Christianity on the spot. He refused to accept of the gift upon such conditions and was baptised in the Old Church last Thursday, by the Venerable Archdeacon Dealtry. He had been accustomed to write poetry in the Hindoo College, and several of his productions were printed in the *Literary Gazette* and other periodicals. He composed a hymn on the occasion of his baptism, of which the following is a copy :—

কিন্তু মধুস্থদন এ বিবাহে আপত্তি করিলেও, তাঁহার পিতামাতা বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। এই অপ্রীতিকর বিবাহের দায় এড়াইবার নিমিত্ত মধুস্থদন খ্রীষ্টান হন।

তাঁহার ইংলণ্ড-গমনের উৎকট আকাঙ্ক্ষাও আর একটি কারণ। সে সময়ে সমুদ্র-যাত্রায় জাতিনাশ হইত। খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে য়ুরোপ-যাত্রার সুবিধা হইবে ভাবিয়া মধুস্থদন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন।*

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবকী নাম্নী রূপবতী বিদুষী দ্বিতীয়া কন্যার সহিত মধুস্থদন পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রূপগুণের পক্ষপাতী হইয়া মধুস্থদন তাঁহার পাণিগ্রহণে একান্ত অভিলাষী ছিলেন। উক্ত কুমারীও মধুস্থদনের বিবিধ সদ্‌গুণে তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হন। এ বিবাহে কন্যার পিতার আপত্তি ছিল না; কিন্তু তিনি মধুস্থদনকে সুরা-পান ত্যাগ করিতে বলেন। মধুস্থদন কিছুতেই পান-দোষ ত্যাগ না করায় এ বিবাহ হয় নাই।

মাইকেল মধুস্থদন অতঃপর সমাজ-চ্যুত হইয়া পর-সমাজে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। জননী জাহ্নবী তাঁহার হৃদয়ের নিধিকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া আবার বক্ষে তুলিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু মধুস্থদন প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত হন নাই। †

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বনের অব্যবহিত পরেই মধুস্থদন গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন—

---

* মধুস্থদনের এক বাল্যবন্ধু লিখিয়াছেন, A little before the death of David Hare, michael embraced Christianity. He was then in his teens of life. The object of his leaving home was to go to England, as he was allowed by his indulgent parents to mix with some of his Christian neighbours, who gave him brilliant ideas of Europe. A year before his baptism, a neighbour of his, Nobin kristo Mitra, was baptised. This Nobin also persuaded him to leave home.

† মধুস্থদনের এক আত্মীয় লিখিয়াছেন,—"এদিকে মধুস্থদনের অনুপস্থিতিতে বাটীর সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া অনুসন্ধান করিয়া দিগম্বর মিত্রের নিকট অবগত হইলেন যে, তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা মাধব মিত্র একত্র বাটী হইতে নির্গত হন ও তদবধি নিরুদ্দেশ! সকলেই অনুসন্ধান করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করিলেন যে মধুস্থদন খ্রীষ্টান হইয়াছেন। সেই নিদারুণ সংবাদ তাঁহার পিতামাতার নিকট বজ্রাঘাত তুল্য হইল। একমাত্র সন্তানের এই অবস্থা শুনিয়া,

O Gour! Doodeen char deenataye ato !!!
(ও গৌর, দুদিন চারদিনেতেই এত !!!)

Now, if you are really desirous to see me, come here, Old Church, Mission Row. You will say, you have no conveyance; well, hire a Palkee, do, I will pay. I will. I have plenty of money. If you say you have no paper for writing to Mr. Kerr for giving you permission to come away, here's a bit. I conjure you by the ties of friendship to come and see me here, (O. C.)

Come, brightest Gour Dass, on a hired Palkee
And see thy anxious friend M. S. D.

Please to request Shib of the first class to return my Eutropius. Let him keep my Eton Grammar. I have got one, but let him return my Eutropius as soon as he can. Let him read this note.

খ্রীষ্টান হইবার পরেই মধুসূদন ইংলণ্ড-গমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গৌরদাসকে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে তাঁহার বন্ধু-বাৎসল্য ও আরও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়।

পিতা শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মধুসূদনের সুযোগ্য ভ্রাতা প্যারীমোহন দত্ত মহাশয় চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যদি কোন উপায়ে মধুসূদনকে ফিরাইয়া আনা যায়। প্রায়শ্চিত্ত ও ব্রাহ্মণাদি ভোজনের ব্যবস্থা লইয়া তখনও উপায় দেখিলেন। প্যারীমোহন ভাবিলেন যে, মধুসূদনকে তাঁহার পিতামাতার শোকাকুল অবস্থা দেখাইলে, তাঁহার হৃদয় মায়ায় বিগলিত হইয়া তিনি তাঁহাদিগের কথা শুনিবেন। অতএব কৌশল করিয়া মধুসূদনকে বাটীতে লইয়া আসিলেন। মধুসূদনের পিতা দুঃখে তখন তাঁহার মুখদর্শন করিলেন না; কিন্তু তাঁহার জননী ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। মধুসূদন জননীর সেই অবস্থা দেখিয়া নানা প্রবোধ দিতে লাগিলেন; তাহাতে মায়ের মনে আশার সঞ্চার হইল যে, মধুসূদন ঘরে ফিরিয়া আসিবেন। তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা হইতে লাগিল। মধুসূদনের পিতা নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আহ্বান করিয়া প্রায়শ্চিত্তের বিধান লইলেন; কিন্তু অবশেষে মধুসূদন কিছুতেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি একবার পিতাকে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, যদি সূর্য্য পশ্চিমদিকে উদয় হয়, তাহা হইলেও তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন না। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতে সফল হইলেন না।"—এমন কি, মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে স্বর্গীয় প্যারীমোহন এতদূর দুঃখিত ও উত্তেজিত হন যে, তিনি আইনের আশ্রয় লইয়া পাদরিদিগের নামে আদালতে নালিশ করিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

Ever-beloved Friend, "Can I cease to love thee ! No !"—said the Poet to his mistress, but so say I to a dearer being, a friend, a true (which is very rare), a true friend ! I plead myself guilty for not answering your affectionate letters. I won't go to England till December next. I am now about to come and live with or rather near to my father : I am not going to England with Mr. Dealtry ; my father won't allow that. I saw D. L. R. * no less than 50 times before his departure and was one of the first persons that knew of his intention. I saw him a few hours before his setting off. Well, how are you getting on ? Don't fear that I should ever forget you ; but do not foget me yourself. I have bought four beautiful books from D. L. R. at 26 Rs. I have written very little poetry eversince my baptism ; I am plotting something though. They will appear, where do you think, Boy ? in no less a place than London itself. Do you see Bany Bose ? I wonder I can't foget the fellow, tho' he has been never, at least for the last two years, a friend to me. Remember me to Bhoodeb, Buncoo etc. Yours ever the same.

Post scriptum. Who is going to be the Principal ? Kerr, I suppose. D. L. R. told me so. Has Bhoodeb got his medal ?

গৌরদাস এবং মধুসূদনের অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুগণের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তিনি আর্চ্চডিকন ডল্‌ট্রীর প্ররোচনায় খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সে ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা নিম্নলিখিত পত্র হইতে স্পষ্ট জানা যায়—

My Dear Friend. Many, many apologies for this delay in answering your kind sweet, and *balmy* letter. It came to hand just as I was preparing myself for dinner. I am extremely gratified at the friendly feelings you evince towards me. But I cannot help pitying you for some mistakes you seem to labour under, (I mean, unfortunately labour under). Why should the hour that brought Mr. Dealtry here be stigmatised as *inauspicious ?* Do you think that he persuaded me to embrace Christianity ? You are miserably, pitifully mistaken. I am so happy to think that I shall see *sweet you* in our "Old assignation." But why not come and see me here to-day ? Come, take Mr. Kerr's permission ; here a Palkee, I will pay.

এই সময় মধুসূদন ওল্ডমিশন চর্চ্চ-সংশ্লিষ্ট চ্যাপলেন ভন্ (Vaughan) এবং

* Captain D. L. Richardson.

আর্চ্চডিকন ডল্‌ট্রীর বাটীতে কিছুদিন অবস্থান করেন। তৎপরে কিছুদিন ডেকার্স লেনে সাহিত্যবিদ্ স্মিথ্ সাহেবের বাটীতে বাস করেন। স্মিথ্ সাহেব সেক্সপীয়র-পাঠে পণ্ডিত ছিলেন। মধুসূদন সেখানে তাঁহার সঙ্গে সেক্সপীয়র পড়িতেন। স্মিথ্ সাহেব মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাসকেও মধুসূদনের সহিত সেক্সপীয়র-পাঠে যোগদানের নিমিত্ত মধ্যে-মধ্যে আহ্বান করিতেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশপ্‌স্‌ কলেজে অধ্যয়ন—স্বদেশ-ত্যাগ—মান্দ্রাজ-গমন

[১৮৪৪—১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ]

পুত্র বিধর্ম্মী হইলেও, স্নেহবান্‌ পিতা রাজনারায়ণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। মধুসূদন যাহাতে আরও উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন, পিতার এক্ষণে ইহাই কামনা হইল। তখন শিবপুরে, গঙ্গার কূলে, ইংরাজ ও দেশীয় খ্রীষ্টান-বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত বিশপ্‌স্‌ কলেজ নামক উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই কলেজে অধ্যয়নের জন্য মধুসূদনের প্রবল বাসনা জন্মিলে, রাজনারায়ণ পুত্রের শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মধুসূদন বিশপ্‌স্‌ কলেজে সাধারণ-বিভাগের (Secular Department) ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইলেন। এই বিভাগে য়ুরোপীয় সাহিত্য ও অন্যান্য দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার নিয়ম ছিল। আর একটি বিভাগে, যাঁহারা খ্রীষ্টীয় পাডি হইতে ইচ্ছা করেন, কেবল তাঁহাদেরই নিমিত্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্র-অধ্যয়নের নিয়ম ছিল। কিন্তু উভয় বিভাগের ছাত্রদিগকেই বাইবেল পাঠ করিতে এবং গির্জ্জায় যাইতে হইত। এই দুই বিভাগ লইয়া বিশপ্‌স্‌ কলেজের শিক্ষা-প্রণালী নিয়ন্ত্রিত ছিল। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ মহাবিদ্যালয় হইতে গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, পারসী, আরবী এবং সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় সুশিক্ষিত বিদ্বান্‌ পাদ্রিগণ তখন বিশপ্‌স্‌ কলেজের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। মধুসূদন যে একজন বহু ভাষাবিদ্‌ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিশপ্‌স্‌ কলেজে অধ্যয়নের ফল।

কলেজে প্রবিষ্ট হইয়াই মধুসূদন দেখিলেন, তথায় ইংরেজ ও দেশীয় ছাত্রদিগের নিমিত্ত দুই প্রকার পরিচ্ছদ প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। ইহা তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি কলেজীয় পরিচ্ছদ, কোমরবন্দ (Band) যুক্ত কালো ক্যাসক (Cassock) ও চতুষ্কোণ টুপী পরিয়া আসিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার হুইদার্স (G. Udny Whithers, D. D.) ও কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে কালো ক্যাসকের পরিবর্ত্তে শাদা ক্যাসক পরিধান করিতে বলেন। তদুত্তরে মধুসূদন বলেন,—"হয় আমাকে আমাদিগের দেশীয় পরিচ্ছদ, না হয়, য়ুরোপীয় বালকদিগের ন্যায়

কলেজীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দিতে হইবে" (*either the collegiate costume or his own national dress.*)। কলেজ-কর্তৃপক্ষ মধুসূদনকে প্রথমোক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিতে অনুমতি না দেওয়াতে, মধুসূদন সাদা সিল্কের কাবা পরিয়া, তদুপরি নানা কারুকার্য্য-সমন্বিত রঙিন শালের রুমাল ও উকীলের ন্যায় শালের পাগড়ি মাথায় দিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সৌখীন রংদার পোষাক দেখিয়া প্রধান অধ্যাপক (Senior Professor) ডাক্তার কে, বলিয়াছিলেন যে, এই বালকের পরিচ্ছদ নানারঙে ইন্দ্রধনুকেও পরাজিত করিয়াছে। শেষে কর্তৃপক্ষগণ মধুসূদনকে ইংরাজ-বালকদিগের 'কলেজীয় পরিচ্ছদ' পরিধানে অনুমতি দিয়াছিলেন। এই পোষাক তিনি কলেজের ভিতর ব্যবহার করিতেন। আর, কলেজের বাহিরে ভ্রমণের সময়ে ইংলিস কোট এবং মসৃণ বীবর-চর্ম্মনির্ম্মিত হ্যাট্‌ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার জীবনী-লেখক বলেন,—"সাহেব ও দেশীয়দিগের মধ্যে এরূপ অসঙ্গত পার্থক্য মধুসূদন বিনা প্রতিবাদে কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না।"

রেভাঃ কে. এম. ব্যানার্জ্জি এই সময়ে বিশপ্‌স্‌ কলেজের একজন অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"Mr. Datta was subsequently baptised in the Old Church by Archdeacon (afterwards Bishop) Dealtry. I was present as a 'Chosen Witness' at the ceremony. It was, I think, early in the year 1843 ···He (Datta) must have, of his own accord, read and reflected on the subject (the doctrines of the Christian religion); for, when he introduced himself to me, he was, as I have said, already almost persuaded to be a Christian. I do not remember the exact date of his entry into Bishop's College. I fancy, it was in the course of the year 1843 [1844]···He entered as a 'lay student,' and the College charges were paid by his father, about Rs. 60 per month.

"Symptoms of Datta's poetical talent had appeared while he was a student of the Hindoo College. He was fond of writing English verses, and at his baptism, was sung by the congregation, to the music of the Church organ, an English hymn, composed by himself, for the occasion. But he never wrote anything at that time in Bengali which he affected to hold in utter contempt as a 'patois' He was a person of great intellectual power,—somewhat flighty in his imagination, strong in his opinions and sentiments, of an inde-

pendent mind and very tenacious of personal rights. This brought him into a momentary collision with the authorities of Bishop 's College about his 'dress.'

"The ecclesiastical authorities had an idea at the time that natives of India should not be encouraged to imitate the English dress—the tail coat and the beaver hat. It would have been infinitely better, if they had not interfered with questions beyond their province—for it was this interference which goaded a fiery spirit like Datta's into an obstinate resistance. The collegiate costume was a black cassock and band and the square cap. There was nothing in these things that was peculiarly English. The authorities wished him to put on a white cassock instead of black. Datta said, '*either the collegiate costume or his own national dress*'.

"The former not being allowed, Datta appeared in the latter—which was a white silk *kaba* with a coloured turban like the pleader's headpiece and *shawl-roomal* worked all over. This looked too much like a fancy dress to be held as suitable for a student of Bishop's College. I did not 'intervene' as you had heard; I had no right to do so; but the senior professor * consulted me on the subject, saying, *his dress had more colours than the rainbow*. I cannot say that they were going to strike his name off the rolls—the authorities were certainly annoyed. The upshot of the thing was that Datta was allowed to wear the usual College costume which he adopted to use in College, and took to the English coat and beaver-hat as his habit in society out of College. He left College, I believe, on his father discontinuing the payment of College charges. A great many students of Bishop's College were of the Presidency of Madras, and having contracted cordial friendship with some of them Datta was induced to go with them to Madras as an adventurer." *Extrac from a letter of the Rev. K. M. Banerjee.*

বিশপ্‌স কলেজে মধুসূদন গ্রীক ও লাটিন ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া এই দুইটি ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। এখানে তিনি পণ্ডিত কুমার স্বামীর নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তিনি এই সময় পারস্য-ভাষা হইতে কয়েকটি কবিতা ইংরাজি কবিতায় অনুবাদিত করিয়া ইংরাজি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

---

* The Rev. Dr. William Kay, D. D.

বিশপ্‌স্‌ কলেজের লাইব্রেরীতে মধুসূদন রাশি-রাশি দুর্লভ গ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র ঘোষ, তাঁহার 'Lives of Eminent Men' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "Here (Bishop's College) he remained for four years, and learnt Greek and Latin. In this College his reading was extensive and multifarious" তাঁহার বিশপ্‌স্‌ কলেজের শিক্ষাসম্বন্ধে আর একজন বলেন—"Latin and Greek formed a part of the carriculm of study at Bishop's College. Being gifted by nature with a remarkable aptitude for language, Michael Madhu Sudan Dutt made a marvellous progress in these two different languages in a comparatively short time. It was here that our future poet and linguist first learned to read and admire the master-singers of ancient Greece and Rome."

মধুসূদনের ভাষা-জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার এক সহাধ্যায়ী লিখিয়াছেন;—"খ্রীষ্টান হওয়ার পূর্ব্বেই মধু পারসী শিখিয়াছিল এবং খ্রীষ্টান হইয়া বিশপ্‌স্‌ কলেজে অধ্যয়ন করার সময়ে সংস্কৃত, লাটিন এবং গ্রীক পাঠ করিয়াছিল।* পরে বিলাত যাইয়া ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান ও ইটালিয়ান ভাষা সংগ্রহ করে। অতএব দেখা যাইতেছে,

* ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিশপ্‌স্‌ কলেজে মধুসূদনের সহিত প্রথম পরিচিত হন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"My reminiscences of Michael M. S. Dutt begin from the year 1846. About the latter end of that year, on a Sunday, I, in company with some fellow-teachers of the Seal's Free College, went on a pleasure trip down the river, in a boat, as far as the Botanical Garden at Sibpore. After visiting the garden, we went to see the Bishop's College, which is close by. There we met Michael, who seemed to be greatly rejoiced on seeing us. He very obligingly conducted us through the several apartments of the College, and then came with us to our boat, where he remained in our company for over an hour. We parted at nightfall. He was then about 22 or 23, and our interview, short as it was, enabled me even then to observe in him unmistakable signs of a great mind. His amiable and highly intelligent countenance, his fascinating manners, his lively conversation, his ready wit, and above all, his inexhaustible fund of information on literary subjects, all went to show him as one far above the ordinary run of the educated natives of the time, and made an impression in my mind, which time has not been able to efface. It was thus at Bishop's College that I saw our friend Modhu for the first time."

মাইকেল কেবল কবি ছিল এমন নহে, পৃথিবীর পুরাতন এবং প্রচলিত অনেক ভাষাতেও তাহার অভিজ্ঞতা ছিল।"

তাঁহার বিশপ্‌স্‌ কলেজে পাঠ্যাবস্থার সময়ে বন্ধু গৌরদাসকে লিখিত পত্রাবলির মধ্যে তিনখানি পত্র নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

BISHOP'S COLLEGE, *27th, January, 1845.*

My dear Friend, It is a matter of regret to me that I haven't been able to answer your two *very* kind letters ere this; but if you were to know how my time is engaged here, I am sure you would excuse me. However, at any time that is convenient to you, I should be extremely happy to see you as well as the friends you intend to being with you. By the bye, you ought to address me in the following manner.

"M. Dutt, Esqr. or Baboo" (if you please), Bishop's College; and nothing more. I must beg pardon for this short letter, but upon my word. I can't afford a minute more; so good-night.

Yours ever the same.

My dear Gour, It's very unfortunate that your letter should reach me just at *this* time. I am about to dress to go out to a party. Altho' I cannot fully reply to your kind and *affectionate* note, or rather, letter just now, I hope to do so *soon*. I am sure, I am a great *villain* not to mind more those who really *love* me and do not suffer the all-destroying hand of time to work any change in their hearts towards me. Soroop was here the other day. More by and by. Good evening, my beloved friend. Yours as ever. *7th January 1846.*

My dear G.—Come by all means, if you can; but make up your mind to remain to a late hour, as I cannot exactly be at your service the whole day. I am very busy just now, but come by all means. If you don't find me in my room when you come, sit down and amuse yourself. Come in your *proper* dress, as you may see people in my room, to whom I would wish to introduce you. What a cool and splendid day!

Bishop's College, *13th October.* Yours in haste,

তৎকালে বিশপ্‌স্‌ কলেজে ছাত্রগণের ভোজের ব্যাপারে সমারোহ হইত। নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টাধ্বনি হইলে য়ুরোপীয় ও দেশীয় ছাত্রেরা হলে টেবিলে একত্র বসিয়া ভোজন করিতেন। আহারের পূর্ব্বে প্রত্যেক ছাত্রকে পরিমিত-মাত্র মদ্যের 'পেগ' প্রদত্ত হইত। তাহার পর ছাত্রবৃন্দ আহারে বসিতেন।

একবার বিশপ্‌স্‌ কলেজে নৈশ ভোজে ছাত্রদিগের ভোজনের প্রাক্কালে য়ুরোপীয় ছাত্রদিগকে মদ্য-বণ্টন করিতে-করিতে মদ্য নিঃশেষ হইয়া গেল। দেশীয় ছাত্রদিগকে সে দিন আর মদ্য দেওয়া হইল না। তেজস্বী মধুসূদন ষ্টুয়ার্ডের নিকট আপনার প্রাপ্য মদ্যের দাবী করিলেন। সেদিন তিনি আর কাহাকেও দিতে পারিলেন না, কারণ ভাণ্ডারে আর মদ্য ছিল না। মধুসূদন ক্রোধে আহারের পূর্ব্বেই, টেবিলের উপর গ্লাস আছড়াইয়া চূর্ণ করিয়া উঠিয়া গেলেন। ষ্টুয়ার্ড তাঁহার ঔদ্ধত্যের কথা অধ্যক্ষকে জানাইলেন। ফলে, বিশপ্‌স্‌ কলেজে ছাত্রদিগের মদ্য-পান-রীতি বন্ধ হইল।

একদিন কলেজের গির্জ্জায় এক পাদ্রি-সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় আমাদের জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার সময়ে বলিয়াছিলেন,—"আমরা অদ্য তাম্বু ফেলিলাম, কল্য উঠাইয়া লইলাম এবং অন্যস্থানে তাম্বু গাড়িলাম।" এই বিলাতি-বাঙ্গালা শুনিয়া মাইকেল উপাসনালয়ে হাসিয়াছিলেন। বিশপ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে পরে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মধুসূদন বলেন, "ওরূপ বিলাতি বাঙ্গালা শুনিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না।"

বিশপ্‌স্‌ কলেজে রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রকে খরচের জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা দিতেন। তন্মধ্যে ৬০৲ টাকা কলেজের ব্যয়ের নিমিত্ত লাগিত; বাকি ৪০৲ টাকা মধুসূদন নিজে খরচ করিতেন। তা ছাড়া, জননী মাঝে মাঝে তাঁহাকে টাকা দিতেন; কিন্তু বিশপ্‌স্‌ কলেজে জনক-জননীর প্রদত্ত অর্থে তাঁহার অভাব পূরণ হইত না; কাজেই সময়ে-সময়ে তিনি পুস্তকাদিও বন্ধক দিতে বাধ্য হইতেন। সেইজন্য পরবর্ত্তীকালে তিনি বন্ধুবর্গকে বলিতেন, "I was the neediest rascal in the Bishop's College: I used to pawn my books."

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে, রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রের প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া টাকা দেওয়া বন্ধ করেন। কিন্তু মধুসূদন সহজে অবসন্ন হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ভাগ্য পরীক্ষার্থে দূরদেশ গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ সম্বন্ধে কিশোরীলাল হালদার বলেন,—

"At length a disagreement with his father arising out of a very trivial matter resulted in the discontinuance of the payment of his

necessary charges and put an end to his College career. His prospects were gloomy all around. But he was not the spirit to be daunted by such a dreary spectacle. He must chalk out a path in life for himself. He therefore made up his mind to leave the province at once and try his fortune in a distant part of the country. He had no alternative left him but of leaving for Madras as an adventurer, with some of his fellow-students of that Presidency."

স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে মধুসূদন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন প্রধান সেক্রেটারী (পরে ছোটলাট ও সার্) ফ্রেডারিক্ হ্যালিডের নিকট ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদপ্রার্থী হইয়া সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তাঁহার আবেদন সময়-সাপেক্ষ হওয়ায় তিনি অধীর হইয়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই কয়েকটি মাদ্রাজী সহাধ্যায়ীর সহিত মাদ্রাজ গমন করিলেন। বিদেশ-যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি আত্মীয়, বন্ধু কাহারও নিকট তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নাই। নীরবে—সকলের অজ্ঞাতে তিনি বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

মাদ্রাজ-প্রবাস—কর্ম্ম-জীবন—গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ—ইংরাজি কাব্য-রচনা

[১৮৪৮—১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ]

স্বদেশ হইতে বহু দূরে, স্বজন-সুহৃদ-বিরহিত মাদ্রাজের হিল্লোল-কল্লোল-সমন্বিত সমুদ্রতীরে যুবক মধুসূদন স্ব-ইচ্ছায় একাকী নির্ব্বাসিত হইলেন। তখন যে দুঃসাহসিকতার কার্য্য তিনি করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে সহজে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না। সেইকালে জলপথে দূরদেশ-যাত্রা এখনকার কাল হইতে স্বর্গ-মর্ত্ত্য প্রভেদ! ভ্রমণের বা দূর-যাত্রার সুবিধা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এখন যেমন হইয়াছে, তাহার কণিকামাত্রও তখন ছিল না। উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ দুস্তর সমুদ্র-পথ অতিক্রম করিয়া, নিতান্ত নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায়, অদম্য উৎসাহী মধুসূদন, অর্ণব-যান হইতে মাদ্রাজের উপকূলে অবতরণ করিলেন। সেই অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশে (Benighted Madras) বিদেশী অপরিচিত আগন্তুককে কেহই সম্ভাষণ করিলেন না। মধুসূদন একাকী মাদ্রাজের নগরী-প্রান্তস্থিত একটি নিভৃত পল্লীতে প্রবিষ্ট হইয়া, তত্রত্য দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান ও যুরেশীয়ান সম্প্রদায়ের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। এই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, স্বদেশ-বিচ্যুত, নিরাশ্রয় যুবক-অতিথিকে দেখিয়া তাঁহাদের সহানুভূতির সঞ্চার হইল; তাঁহারা মধুসূদনকে আশ্রয় দান করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। মাদ্রাজে উপস্থিত হইবার অল্পদিন পরেই মধুসূদন বসন্ত-রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হন। কিন্তু প্রবাসী সুহৃদগণের শুশ্রূষায় অচিরে আরোগ্যলাভ করেন।

মাদ্রাজে প্রথমে মধুসূদনকে উপজীবিকার জন্য ব্ল্যাক্‌টাউনে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাশ্রমে (Madras Male Orphan Asylum) ইংরাজি শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। উক্ত বিদ্যালয়ে ইংরাজ বালিকাদিগের অধ্যয়নের নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। রেবেকা ম্যাক্‌টাভিস্ নাম্নী একটি সুন্দরী যুবতী উক্ত বিদ্যালয়ের বালিকা-বিভাগে অধ্যয়ন করিতেন।* মধুসূদনের সহিত ইঁহার

---

* রেবেকার পিতা একজন নীলকর ও তাঁহার পিতামহ ডুগাল্ড (Dugald) ম্যাক্‌টাভিস্ কড়াপা জেলার নীল ব্যবসায়ী আরবুথনট কোম্পানীর এজেন্ট ছিলেন। মধুসূদনের এ পক্ষের দুইটি পৌত্র বর্ত্তমান। Dutta'র পরিবর্ত্তে তাঁহারা Dutton নামে পরিচিত।

পরিচয় হয় এবং তিনি রেবেকার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হন। রেবেকার সম্মতি সত্বেও তাঁহার আত্মীয়গণ এই বিবাহে আপত্তি করেন। কিন্তু মধুসূদনের বিষম আগ্রহে এবং তাঁহার নব-পরিচিত মান্যবন্ধু মাদ্রাজের এড্‌ভোকেট জেনারেল জর্জ্জ নর্টন-এর সাহায্যে রেবেকার সহিত মধুসূদনের বিবাহ হয়। মধুসূদন প্রায় সাত বৎসর মাদ্রাজে রেবেকার সহিত একত্র বাস করেন। তাঁহার গর্ভে মধুসূদনের দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যার জন্ম হয়। তন্মধ্যে একটি পুত্র ও একটি কন্যা বহুদিন জীবিত ছিলেন।

মধুসূদন মাদ্রাজে *Madras Circulator and General Chronicle*, *Spectator* এবং *Athenæum* নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং শেষোক্ত 'এথিনিয়ম্‌' সংবাদপত্রের তিনি প্রধান সম্পাদক হইয়া যথেষ্ট সুখ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন।* মধুসূদন পূর্ব্বোক্ত ইংরাজি পত্রগুলি ব্যতীত 'হিন্দু ক্রনিকেল' নামে একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র কিছুদিনের জন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সেই সুদূর প্রবাসেও তিনি তাঁহার স্বাভাবিক স্বাধীন ও নির্ভীক হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ প্রদেশে তখন দেশীয়দিগকে 'Native-man' এবং সাহেবদিগকে 'European Gentleman' বলা হইত। মধুসূদন সংবাদপত্রে এই বহুকাল-প্রচলিত ঘৃণা-সূচক অন্যায় প্রয়োগের ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া, 'Native-man' শব্দ প্রয়োগ-প্রথার সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন।

মাদ্রাজে উপস্থিত হইয়াই তিনি একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় —"কেবা এ অপরিচিত এল আমাদের মাঝে?" †

---

* His best English writings were published in *Madras Spectator* and *Athenæum*. These writings were very frequently reprinted in 'Bengal Hurkaru' and 'Englishman'—*Recollections of Michael M. S. Dutt—H. M. Banerjee*.

† আমরা মধুসূদন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা কিশোরীলাল হালদার কর্ত্তৃক সংগৃহীত মাইকেল-জীবনী হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

The following lines appeared in a newspaper at the Madras Presidency some years ago. "The Dutt, we believe, is a well-known family in Calcutta, in Bengal, as wealthy as well-known. A member of the family was in Madras several years since. He had adopted Chris-

সংবাদপত্র-পরিচালন ব্যতীত, মধুসূদন মাদ্রাজ মহাবিদ্যালয়ের উচ্চবিদ্যালয় (High School) বিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষক (Second Tutor*) রূপে কিছু দিন

---

tianity and assumed the English garb. He edited a paper which he called the *Hindu Chronicle*, pre-eminent for its good English and gave a lecture on '*Who is this stranger that is come amongst us?*' He was fondly addicted to smoking, defending the practice by saying, as the smoke rises upwards his thoughts assumed sublimity."... Again in the *People's Friend* of the 24th July, 1889, we read the following. "The Dutts are a family of poets, and several of them possess literary genius. One of the members of this great family, Mr Michael Madhu Sudan Dutt, visited Madras in 1848; and he served as a teacher in the High School of the Madras University in those times. He was the author of some beautiful poems, and as a journalist his writings won for him the esteem and friendship of the late John Bruce Norton and Mr. Henry Mead who was the editor of the *Athenæum* in its palmy days."...It was no small honour for a young Bengalee in those days to have earned by his journalistic writings the esteem and friendship of such distinguished men as John Bruce Norton and Henry Mead. There is no doubt whatever that as a journalist he had made for himself in that part of the country a name which has not yet been forgotton. But notwithstanding his reputation as a ripe English scholar, his undoubted talents as a poet, and the widespread fame he had acquired as a journalist of considerable ability, he shared the common lot of men who betake themselves to literature as a profession. His circumstances in Madras were anything but easy. Even at this distance of time he lives in the memory of old Madrasis as the author of some beautiful poems and as a successful journalist. Now and then we come across Madras newspapers giving interesting reminiscences of Mr. Michael Madhu Sudan Dutt in that Presidency."

* NOTE BY MR. S. C. SANIAL:—Michael Madhusudan Datta spent eight years of his life—1848-1855—in Madras chiefly as an educationist. On his arrival there in 1848 he became an Under-Teacher—Usher—in the Free Day School for Boys of the Madras Male and Female Orphan Asylums attached to Black Town (now called George town). District Church situated in Popham's Broadway. While holding this situation he used to reside at Royapuram, about half a mile north of Black Town. This Black Town Male and Female

অধ্যাপনা করেন। জর্জ্জ নর্টন মধুসূদনের গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে সুহৃদের ন্যায় ভালবাসিতেন। তিনি অনেকগুলি মূল্যবান প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ মধুসূদনকে উপহার দিয়াছিলেন এবং তাঁহার আর্থিক উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প

Orphan Asylums should not be confounded with Madras Military Male and Female Orphan Asylums which were, and still are, bigger institutions. Hence the Black Town (now George Town) Male and Female Orphan Asylums are now known as Civil Orphan Asylums.

In 1852 Michael Madhusudan Datta was appointed Second Tutor of the High School Department of the Madras University in the place of Mr. H. Bowers absent on leave. To understand this arrangement clearly it should be remembered that in January 1840 the Madras University Board was first constituted with Mr. George Norton then Advocate General as its President. Under the supervision of this Board it was proposed to establish in Madras a Central Collegiate Institution to be called "the Madras University." It was to be divided into two departments—a High School Department for the cultivation of English Literature and the Vernacular Lauguages, and a College Department for the higher branches of literature, philosophy and science.

The High School Department was opened on the 14th April 1841 in Pantheon Road, Madras, with Eyre Burton Powell B. A., a Wrangler of the University of Cambridge as Head Master and Adam A. Gordon. M. A. as Second Master with a staff of four English Tutors and several other Native teachers.

In 1851 the establishment of the High School Department was as follows :—

Head Master—Eyre Burton Powell B. A.
Second ,, —Adam A. Gordon M. A.
First Tutor—Mr. G. G. White.
Second ,, — ,, H. Bowers.
Third ,, — ,, J. Mcleish.
Fourth ,, — ,, T. B. Peppin.

In 1852 Mr. H. Bowers went on leave and on the recommendation of Mr. George Norton and Mr. E. B. Powell, Michael Madhusudan was appointed in his place as Second Tutor, all other members of the staff remaining the same as that of 1851.

On the 15th January 1853 the College Department of the "Madras University" was opened, and the staff became as follows :—

হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! যে সাংসারিক উন্নতির প্রলুব্ধ আশায় মধুসূদন স্বজন-বর্জ্জিত সুদূর প্রবাসে গমন করিয়াছিলেন, সে আর্থিক উন্নতি, সে ধনসঞ্চয় তাঁহার অদৃষ্টে কখনও ঘটে নাই!

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারীর পত্রে গৌরদাস বসাক মধুসূদনকে লেখেন; —"Let me know when you intend to leave Madras for Calcutta? I feel an itching to see you, old Modhu! Do you remember me?...

It is very strange that you do not answer the principal questions that I put you. Will you go up to Lahore? Come, let us go together: I have no more chains at home: I am free as the air, as independent as the winds."

তাঁহাকে স্বদেশে ফিরাইবার নিমিত্ত গৌরদাস প্রথম হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

College Department.

Principal and Professor of Mathematics and Natural Philosophy E. B. Powell, B. A.

Professor of History, Political Economy and Moral Science—Adam A. Gordon, M. A.

Professor of English Literature and English Composition—H. Bowers.

High School Department.

First Tutor—Mr. G. G. White.
Second „ — „ M. Dutt.
Third „ — „ T. B. Peppin.
Fourth „ — „ J. R. Nailer.
Fifth „ — „ C. Teroovengadom Naidoo.
Sixth „ — „ A. Narain Row.

Michael Madhusudan Datta continued as Second Tutor of the High School Department till he left Madras in January 1856. In this year the name of the "Madras University was changed into Madras Presidency College under the orders of the Court of Directors, Mr. E. B. Powell continued as its Principal. On the 1st July 1851 Mr. A. J. Arbuthnot, I. C. S. (afterwards knighted and Governor of Madras) was appointed Secretary to the Madras University Board. As Second Tutor of the High School Deparment Michael Madhusudan was a Government Servant and held a high position in Madras Educational Service.

দূরদেশে পর-সমাজে মধুসূদনের অপূর্ব্ব প্রতিভা অনুৎসাহে অনাদৃত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাই ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ তারিখের পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"I should only impress upon you the feasibility of your return to Calcutta, that such a genius should be lost in a wilderness, that it should bloom and ripen unseen and unadmired is a thing I can never bear. Revd. Jadunath gave me on an undoubted authority that Mr. Halliday on whom you waited sometime ago inquired of you more than once and lamented that you should have gone from this place so abruptly and in fact without a motive; if then you be again here, doubt not he will patronise you, friendless and meansless as you are."

১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে *Madras Circulator* পত্রে তাঁহার 'A Vision'—'Captive Ladie,' প্রভৃতি কবিতাবলী প্রকাশিত হয়। সে সকল কবিতায় তিনি নিজ নামের পরিবর্ত্তে, 'Timothy Penpoem, Esq.' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিতেন; প্রত্যেক কবিতার শীর্ষদেশে এই নামই মুদ্রিত হইত। এই পত্রে তাঁহার যে-সকল কাব্য ও খণ্ড কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে, প্রথম প্রকাশ-কালে এগুলির শিরোদেশে যেরূপ একাদিক্রমিক সংখ্যা সংযুক্ত ছিল আমরাও সেই পর্য্যায়ে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

DISJECTA MEMBRA POETÆ. *

BY TIMOTHY PENPOEM, ESQ.;

I

(*On Hearing a Lady sing.*)

When from Sicilias flow'ry shore
  Upon the bosom of the deep,
Amidst the restless billows' roar
  The Syren-song in fairy sweep,
Fell, Spell like, rolling far and near,
  On the soft breezes' wandering sigh,

* Means—The Limbs of the Dismembered Poet—Horace, *Satires*, I, IV, 62.

And breath'd enchantment on the ear
Of mariner, slow passing by,
Sweet visions of Elysian light
Throng'd in his bosom, gay and bright :
But, Lady ! sweeter is the dream
The voice awakens in the breast,
It tells of Eden's land of beam,
Its glory, and its bow'r of rest ;
Where Seraph on bright harp of gold
Such sweet, ethereal music breathed,
When night on moon-lit wings unroll'd,
Came deckt in smiles and starry wreath'd,
And the fair Mother of Mankind
Smiled as the moon above her shined !

II.

(On a faded lily given to the author by a Lady.)

I gaze upon thee, faded flow'r !
And sigh to think, how the soft bloom
That graced thee in the summer bow'r
Hath fled like beauty, when the tomb
Upon its cell'd and gloomy breast
Hath pillow'd her to dark and dreamless rest !
How many a fond and cherish'd dream
Crowds' round thy faded beauty's bier,
And sheds a melancholy gleam,
And wakes the sad and silent tear
To soothe the deep and maddening throe
The sever'd heart alone can feel and know.
I gaze upon the scene around
Though beautiful and fair it be,
I recognize nor sight nor sound,
That speaks of my far home to me ;
How fearful thus to feel alone
With not a heart responsive to mine own !
Yet when upon thy hueless leaf
I view the past, as if enshrined,
The wildest tumults of dark grief
Vanish, nor leave a trace behind :
And a soft, still-wing'd calm comes on,

As when the fiercest, darkest storm is gone.
Fond memory lends a fairy tone
And language to thee, faded flow'r !
And thy soft breathings, like the lone
Plaint of the breeze at midnight's hour
Come on the bosom bleak and bare
Add wake hope's softest, sweetest music there !

III.

(*Comest thou as one in beauty's ray.*)

Comest thou as one in beauty's ray
To light the starless gloom
That frowns upon the pilgrim's path
To death's domain, the tomb.
Or like the bright and fiery glance
That from the storm God's eye
Bursts but a while among the clouds
When legioned on the sky.
To dazzle with thy glorious beam
Then swiftly fade away
And leave a deeper gloom behind
A darker, cloudier day !
Ah ! fly false hope ! why soothe to dream
Of things that may not be,
And dazzle but a while, to leave
In gloom and misery !
Or shouldst thou still thus smiling haunt
The pilgrim's lone-some way
Deck not dim future's shadowy brow
With halo of such ray.
No, whisper not of glory, fame
Or things of Earth that are,
But breath of Him, the Saviour-friend.
The day-spring, Judas' star !*

"Visions of the Past" নামক যে খণ্ডকাব্য 'Captive Ladie'-র শেষাংশে প্রকাশিত হইয়াছিল, মধুসূদন তাহা প্রথমে *Circulator*-পত্রে 'A Vision'-নামে চতুর্থ পর্য্যায়ে প্রকাশিত করেন। তাহার প্রারম্ভ এইরূপ—

* *Note*—Luke—1. 78

IV.
A VISION.

Methought I stood within a blushing bow'r
Bosom'd upon a mount : it was the hour
Of Eve : the sun in flaming majesty,
Like a proud dream of glory, had now sunk
Beneath the western wave, his azure home,
And from the bright, gem-studded firmament
The Moon, sweet Queen of Beauty ! gently smiled
Like a young mother on the new-born earth
Cradled upon interminable space.
How lovely ! yea, how lovelier far than aught
That even Fancy from her fairy land,
Her region of enchantment ever lent
To bard reposing in the noon-tide vale,
Or by the marge of mossy fount, entranc'd !
Legions of beings with glad wings that beam'd
Soft-starry radiancy, and diadems
Of sparkling lustre throng'd in bright array,
Some flying thro' the dewy-slumbering air,
Like stars that oft upon their cars of light,
Night's messengers, walk the infinity
Swifter than thought : while some on harps of gold
Walked strains like those which oft-times haunt the ear
When thou, O ! gentle charmer, Hope ! art nigh !*

'A Vision' প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পরেই *Circulator*-পত্রে জনৈক লেখক, মধুসূদনের উদ্দেশে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

To The Editor of the
Madras Circulator and General Chronicle.
To TIMOTHY PENPOEM, Esq.

Sir,—Your appearance in the Poet's Corner of the *Crieulator* ought to be welcomed by every reader of taste. The classical elegance of

* ভোলানাথ চন্দ্র A Visionএর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

If such were his early and immature productions what might have been the fruits of his ripened talents, how far he might have soared, had he continued in his courtship of the European Muse, it is not easy to say.

your composition, the admirable command which you evidently possess over the resources of the English language, and your thorough knowledge of the mysteries of the "Divine Art" are well calculated to attract attention of no ordinary kind. When I read the first two portions of your "VISION" it struck me that you were none of the Benighted. You have since confirmed this by lines of exquisite pathos and melody :—

The home of youth, 'tis far, oh ! far away,
The hopes of youth, they've fled and taught to weep.
The friends of youth, e'en they, oh ! where are they ?
Ask memory and the dreams which haunt in sleep.
Wing'd messengers and sweet from Past ! thy donjon keep !

No person acquainted with the state of education afforded here, will find fault with this inference. There are passages in your Poem which "come over the ear" like the music of lyres already consecrated to immortality.···

The second portion of your "VISION" everywhere sparkles with inspiration.

———Melody which came
Soft undulating on the viewless wing
Of every breeze, from grove and bow'r now sunk
To low-breath'd wails, such as the pilgrim hears.
The pilgrim of the midnight deep, the dirge
Of spi't disenthrall'd from bond of clay,
It's plaintive dirge, love ! o'er thy watery grave !

The appearance of Satan is grand.

In conclusion, I trust, you will not cease to delight us with your Poetry. Though you have already excited jealousy, listen to all *curs* with the contempt they deserve. "The head-groom of the Muses" has already given vent to that hopeless envy which men in his station feel, for being nothing but a 'groom', he cannot aspire to the familiarity which a gentlemanly acquaintance like yourself enjoys with his Nine Mistresses ! Yours sincerely,

An Admirer.

'A Vision' প্রকাশের অব্যবহিত পরে, এই *Circulator*-পত্রেই মধুসূদনের 'Captive Ladie' নামক কাব্য প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহা তাঁহার

সে পত্রে প্রকাশিত কবিতা-ধারার পঞ্চম; আমরা তাহার অতি অল্পাংশ মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

V.

THE CAPTIVE LADIE.

(*A Fragment of an Indian Tale.*)

To J. R. N——r Esq. *

My dear N——r,

Permit me to dedicate the following Poem to you. It was begun, and portions of it sketched, under circumstances which seldom invited the cares of the morrow to interrupt a somewhat enthusiastic devotion to the Camœnæ, but, as the song says—

——Now, alas ! those days of joy
Are past, are past for hapless me !

All that I can at present do, is only to arrange the different sketches into something like a readable form. The *plot* is a simple one, and will, I trust, sufficiently develope itself in the course of the narrative, appealing, as all fragmentary tales must do, to the imagination of the reader to supply its omissions.

I think it would be superfluous for me to dwell much on the pleasure which I feel in dedicating to you this literary wreck of better and happier days.

In conclusion, I subscribe myself,

ROYAPOORUM, *25th Nov., 1848.* } Your affectionate friend,

TIM. PENPOEM.

THE CAPTIVE LADIE.

CANTO I.

The star of Eve is on the sky,
But pale it shines and tremblingly,
As if the solitude around,
So vast, so wild, without a bound,
Hath in its softly throbbing breast
Awak'd some maiden fear, unrest :

---

* Joseph Richard Nailer who during 1852-55 worked with Michael in the High School of Madras University as its Fourth Tutor—S. C. S.

But soon, soon will its radiant peers
Peep forth from out their deep-blue spheres
And soon the ladie Moon will rise,
To bathe in silver Earth and Skies,
The soft, pale silver of her pensive eyes.

'Captive Ladie' মধুসূদন প্রথমে জে. আর. নেলার নামক প্রবাসী-বন্ধুকে উৎসর্গ করেন; কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় মাদ্রাজের তৎকালীন Advocate-General এবং মাদ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি, জর্জ্জ নর্টনের নামে ইহা উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তিনি গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন;—

The "Captive" is nearly ready. I am going to dedicate it to George Norton, Esqr., the Advocate-General of the Presidency and a great encourager of Literature. I wrote to him for his permission to dedicate the Poem to him and sent the whole of the 1st and part of the 2nd Cantos for his perusal. You have no idea what a kind and flattering reply I got from him. He says he will consider it an honour to have a work "exhibiting such great powers and promise" dedicated to him. I have great hopes from his patronage.*

---

* ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা রিভিউ পত্রে, সম্পাদক, পাঁচজন দত্ত-বংশীয়ের রচিত ইংরাজি কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'অনেক য়ুরোপীয় বিখ্যাত কবি যাঁহারা Westminster Abbey Poet's Cornerএর এবং প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের বিশিষ্ট পৃষ্ঠার দাবী রাখেন, ইহাদিগকে তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ সমর্থ ও উপযুক্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না'। আমরা কেবল মাত্র মধুসূদন-সংক্রান্ত প্রসঙ্গের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। "We have said that there are at least five Dutts who write verses. Four of them live and sing in Calcutta; and the fifth, though now doomed to reside at 'benighted' Madras, like Ovid on the shores of the Black sea, is also a native of Bengal.…অন্য আর একস্থানে সম্পাদক, মধুসূদন- সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—Another of the Dutts has left that nursery of fledging bards, the Newspaper 'Poet's Corner', and come out in all the dignity of a Book of his own, which, very small though it be, gives him a claim to rank second in our brief chronicle. This is M. M. S. Dutt, a native of Bengal, as his name avouches, an ex-student of Bishop's College, and a Native Christian, now residing at Madras. He also has put forth a pamphlet of verse, containing a metrical tale, founded on a passage in the half-fabulous History of India, and called 'The

জর্জ্জ নর্টন সাহেবের কাছে প্রবাস-কালে মধুসূদন যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে তিনি গৌরদাসকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন,—

You will, I am sure, be surprised, agreeably surprised to hear that, a short time ago, I was sent for by the Advocate-General, Mr. Norton.

Captive Ladie' which is followed by a fragment of blank-verse, called 'Visions of the Past.' ইহার পর সম্পাদক 'ক্যাপটিভ্ লেডী' হইতে নানাস্থল উদ্ধৃত করিয়া কাব্যের সৌন্দর্য্য ও কবিত্ব সমালোচনা করিয়াছেন।

গৌরদাস বসাক 'Captive Ladie' উপহার পাইয়া ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তারিখে মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন;—"Immediately on the receipt of your 'Captive Ladie' I began to pour upon its contents with an avidity scarcely proportionate to the impatience with which I waited for its arrival. I cannot give you an adequate idea of the feelings of joy with which I was overcome at the moment. Indeed it is impossible to welcome your 'Ladie', the first fruit of your virgin muse, without the heartiest cheers; and being sensible to those associations which throw a halo of love round the scenes of our youthful days, days which we once past together and numbered among the happiest of my brief chronicle of enjoyment. I have read your Poem with the deepest interest. It gives me exceeding pleasure to be able to add that I rose from its perusal with a higher opinion of your talents, and the more confirmed impression that you are destined to play a very conspicuous part in the republic of British Indian Literature. However sanguine my expectations might appear I cannot help expressing the hope, that you will in time achieve something which will not only bedeck you with glory and fame, but render you the pride and the ornament of 'Young Bengal.' This is no fluttery, mind, but the sincere conviction of my heart. Now that you have begun the start of life as an author, I will watch over your literary career with the most intense concern."

ভোলানাথ চন্দ্র 'Captive Ladie' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "It rose as an aurora-borealis from amidst the stern cold of want and poverty. We have had in our day Anglo-Bengalee poets, such as Kasi Prosad Ghosh, Raj Narain Dutt, Guru Charan Dutt, O. C. Dutt and others; Modhu distances them all."

জনৈক সমালোচক ক্যাপ্টিভ লেডীর প্রশংসা-কল্পে 'এথিনিয়মে' লেখেন;—

'What I believe neither Scott nor Byron would have been ashamed to own."

The old man received me as kindly as I could expect, and after making enquiries about my prospects and so forth, told me that he was going to procure for me Govt. employ of an infinitely more respectable and lucrative kind than my present place.···We correspond like friends, and he has given me a most valuble number of Classical Works as a 'token of his regard.'

আমরা মধুসূদনের কৃত একটি পারস্য-কবিতার অনুবাদ *Circulator* পত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

VII.

ODE.

(*From the Persian of Sadi.*)

Oh ! Come, gaze on that eye whose beam
  Is softer than the ray, so bright,
That lulls to Love's ethereal dream
  The maiden in her dewy bow'r,
  At midnight's soft and starry hour,
Shed by the moon, the pensive Queen of Night !

অপর একজন সমালোচক উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—"This beautiful little poem is the work of a Bengali youth of four and twenty. The reader therefore cannot but be struck with the author's marvellous command over the English language that every page of this poem displays. It is not the case of a Byron or a Shelley writing in his mother-tongue. It is a Bengali lad who has given expression to his thoughts in the English language. Nothing short of a literary genius could perform that feat with anything like success. But apart from the extraordinary command over the English tongue that almost every line of these poems testifies, the thoughts themselves bear upon them the unmistakable stamp of a true-born poetical genius. It is no exaggeration to say some of the passages of this poem are on such a high level of excellence that they might almost be compared to some of the best lines of Lord Byron or Sir Walter Scott."

মাদ্রাজে 'ক্যাপ্‌টিভ লেডী'র যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল ; কিন্তু কলিকাতায় 'হরকরা' ও 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' সম্পাদকদ্বয় খুশী হন নাই। পরবর্ত্তী-কালে গুণগ্রাহী সমালোচক ও সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার *Reis and Rayyet* নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে ইহা এবং 'ভিসন্‌স অব দি পাষ্ট' সমগ্র পুনর্মুদ্রিত করেন। সম্প্রতি Mr. T. O. D. Dunn, Inspector of Schools, Presidency Division, Bengal, তৎকৃত *Bengali*

Oh ! come, gaze on those ringlets there,
  That 'round her temples softly play,
Like clouds that hang upon the air
  And bask in summer's dazzling ray .
Oh ! Come, gaze on that rosy lip,
  And mark that gently-budding breast,
And say, can amorous bee e'er sip
  Soft kisses from a softer flow'r
  When music wing'd in the summer-bow'r,
  He roams at noon's bright sunny hour,
Hath Paradise a sweeter place of rest ?
When the last trumpet sound shall roll,
  To wake the dead to sleep no more ;
And trembling all from pole to pole,
  From every clime and every shore,
The Earth shall yield the dust inurn'd to rest
In dreamless slumber on her silent breast,
  And all before the judgment throne
    Shall stand to hear the last decree,
  Beauty, fair maid ! like thine alone
  Shall for full many a soul alone
        For bowing in idolatry
With deep devotion to Love's shrine,
Or worshipping such heav'nly charms as thine !—*

Calcutta, 1844.

মাদ্রাজে, দুর্লভ কবিযশঃ ও প্রভূত সুখ্যাতি লাভ করিলেও, মধুসূদনের অশান্ত হৃদয় শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। কি নিদারুণ মর্ম্ম-পীড়াদায়িনী নিরাশায় তাঁহার সুদূর প্রবাস-জীবন যাপিত হইয়াছিল, তিনি

Book of English Verse এবং *The Bengali Writers of English Verse* নামক পুস্তকদ্বয়ে *Captive Ladie* হইতে আংশিক উদ্ধৃত করিয়া মধুসূদনের কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

* The reader must remember that the author was a Mahomedan, and not a Christian like his translator. Shaik Sadi, "the moral poet of Persia" as my Lord Byron, (in a note to the "Bride of Abydos," if I mistake not) calleth him, was a terrible old blackguard, worse than all the Anacreons, Hafizes, and Littles in the world. Read his "Dewan Sadi."—T. P.

তাহাই নিম্নোদ্ধৃত চতুর্দ্দশপদী কবিতা দুইটিতে তাঁহার বিদেশী বন্ধু জোসেফ্ রিচার্ড নেলারকে সম্বোধন করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এগুলি 'Disjecta Membra Poetæ' ধারার অন্তর্ভুক্ত নহে; 'Sonnets' শীর্ষক অপর একটি শ্রেণীভুক্ত।

SONNETS.

BY TIMOTHY PENPOEM, ESQ.

I.

Richard! there is a grief which few can feel;
It cuts into the bosom's deepest core,
And with unwearied fingers aye doth steal
Its summer gladness, and its faery store
Of hopes and aspirations. All the lore,
The sternest stoic, Pride, can bring to heal,
Or uncomplaining Patience e'er reveal
From wisdom's holiest oracle, may pour
No balm that soothes. Each eagle-winged thought
Droops powerless to soar with airy aim,
Fetter'd by cold and sullen Apathy;
Life's varied scenes with joy and music fraught,
Visions of laurell'd Glory and of Fame,
Stir not. The heart is as a tideless sea.

II.

And such dark grief is his, whose sleepless soul
Strives, but in vain, to burst the galling thrall
Of circumstance, to spurn its vile control,
And rise in kindling glory, dazzling all
With splendour unconfin'd from pole to pole!
Round whom cold Penury e'en as a pall
Of lightless texture aye doth darkly fall,
Shrouding the path which leads on to the goal
Of noblest purpose: who doth feel the light,
Lit from Heaven's hallow'd altar in the shrine
Of his crush'd heart, burn as the lonely ray
Of some dim lamp, which, sadly fed to shine,
Far in a desert-tomb, at fall of night.
Glimmers: when morrow smiles it dies away.

27th July, 1849.

প্রবাসে থাকিতে মধুসূদন প্রথম-প্রথম যাবতীয় বাল্য-বন্ধুরই সংবাদ লইতেন; এমন কি মুসলমান-বন্ধুগণও তাঁহার স্মৃতির বহির্ভূত হন নাই। একবার ভূদেবকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

Make my *salams* to the two Mahomedan gentlemen, especially my old friend, Abdul Luteef.* He is a clever fellow, isn't he?…is he still a Bismillah sort of a chap—eh?

নিজের কবিযশে মধুসূদন মাদ্রাজে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কৃতজ্ঞতা তাঁহাতে এতদূর মূর্ত্তিমতী ছিল যে, তিনি তাঁহার হিন্দুকলেজের কাব্য-শিক্ষক কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসনের মুদ্রিত কবিতাবলী হইতে ভাল ভাল কবিতা নির্ব্বাচন করিয়া *Circulator* পত্রে মধ্যে মধ্যে পুনঃ-প্রকাশিত করিতেন। মাদ্রাজে 'ক্যাপ্‌টিভ লেডী' ব্যতীত তিনি আরও একখানি খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম *Rizia*। সেই কাব্য ও 'ক্যাপ্‌টিভ লেডী' সম্বন্ধীয় কথা নিম্নলিখিত পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

Madras, 26th April, 1849.

My dear Bysac,

Why don't you write me? tired? eh?—shame! If you send a copy of the following to Bishop's College, you will get 50 copies of my poem. To R. C. Walker, Esquire.

Sir, In compliance with instructions received from my friend Mr. Dutt, I beg you will send me 50 copies of the "Captive 'Ladie," received per barque "Lady Sale." Yours truly, G. D. Bysac.

Take as many copies as you require yourself. Pass over 5 (or as many as he requires) to Bhudeb, and also send a copy to "Ramtonoo Lahiree, Esquire, Kissennagar, with the most affectionate regards of his *quondam* pupil—the author." Don't forget. I have a great respect for old Lahiree. My love to Soroop, Bhudeb and Dutt. Tell the former two, that now I am completely disengaged, I shall lose no time in writing to them. Let me know how my book is received in Calcutta. It is rising into popularity here. You will be somewhat surprised to hear that I am in the middle of the 2nd Canto of a new poem which will be printed in London in the course of a few months. Those who have read it say, it is really "glorious," infinitely better than the "Captive." If you think it necessary,

* Nowab Abdul Luteef Khan Bahadur, C. I. E.

advertise in the "Hindu Intelligencer" * for 2 or 3 times. No, Don't. As for the M. you shall hear from me. Excuse, my fingers are absolutely aching. Yours affectionately. P. S. Send a copy of the "Captive Ladie" to Digumber Mitter Esq., with my compliments.

মধুসূদন মাদ্রাজে থাকিতে 'Anglo-Saxon and The Hindu (Lecture I.)' নামে একটি ক্ষুদ্র প্রচার পুস্তিকা ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়া অপর দুই-তিনখানি ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্যও লিখিয়াছিলেন। এই খণ্ডকাব্যগুলি কখনও পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই; সুতরাং এখন দুষ্প্রাপ্য। মাদ্রাজ-মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে মধুসূদন পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে অমিত্রাক্ষর ছন্দে "রিজিয়া" নামক একখানি ইংরাজি নাটক লিখিয়াছিলেন; সম্প্রতি ইহার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। কাব্যখানির আদ্যোপান্ত মধুসূদনের স্বহস্ত-লিখিত এবং তাঁহারই দ্বারা সংশোধিত।

উত্তর মালাবার প্রদেশের কানানোর-প্রবাসী জনৈক ইংরাজ, মধুসূদনের কবিত্বে মোহিত হইয়া *Circulator* পত্রে তাঁহার উদ্দেশে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি মধুসূদনের চরিত্রের বিশেষত্বগুলি কেমন মনোমদ ও যথাযথ ভাবে প্রকটিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন—

POETRY.

(Stanzas for *the Circulator.*)

To Timothy Penpoem, Esq.

Is there a man whose genius strong
Rolls like a rapid stream along,
Whose Muse, long hid in cloudless night,
Pours on us like a flood of light;
Whose active comprehensive mind
Walks fancy's regions unconfin'd,
Whom not the surly sense of pride,
Nor affection warps aside;
Who drags no author from his shelf,
To talk on with an eye to self,

---

* কলিকাতার সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইনিও ইংরাজিতে কবিতা লিখিতেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কাশীপ্রসাদ *The Shair and the other poems* নাম দিয়া তাঁহার ইংরাজিতে রচিত কবিতা সকল পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

Careless alike in conversation,
Of censure and of approbation ;
Who freely thinks, and freely speaks,
And meets the wit he never seeks ;
Whose reason calm and judgment cool,
Can pity, but not hate a fool ;
Who can a hearty praise bestow,
If merit sparkle in a foe ;
Who, bold and open, firm and true,
Flatters no friends, yet loves them too ;
Penpoem will be the last to know,
His is the portrait I would show. CXL.

CANNANORE,
18th Jan, 1849. } THE SOLDIER-POET.

মাদ্রাজপ্রবাসে তিন মাস কাল বন্ধুগণের কোন সংবাদ না পাইয়া চিরবন্ধু-বৎসল মধুসূদন গৌরদাসকে লিখিতেছেন,—

Madras, 22 Novr. 1849.

My Dear Gour,

Are you all dead ! or have I by some unintentional act or other offended you ? I really do not remember having received a single line from you or Bhudeb for the last 3 months ! *Et tu Brute?* I refrain from saying anything with reference of myself, because in case you should have marched off to the grave, there is a chance of others reading this learned Epistle. Write to me if you are living and let us show a little more activity. Yours very angrily.

P. S. Mr. Bhoodeb Mookerjee is a humbug, so is Mr. Soroop Banerjee, so you are all. Bad luck to ye !

মধুসূদনের আজন্ম-অন্তর্নিহিত অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ কি স্বদেশে, কি বিদেশে, কখনও হ্রাস হয় নাই। মাদ্রাজ-প্রবাসে বরং তাহা আরও বিকশিত হইয়াছিল। স্বজাতি ও স্বদেশ-প্রেমের চির-করুণ নির্ঝরিণী তাঁহার হৃদয়ে বাল্য হইতেই সকল অবস্থাতেই প্রবাহিত হইত। কৈশোরে King Porus—A Legend of Old নামক গাথার শেষাংশে,—

And where art thou, Fair Freedom ! thou,
Once Goddess of Ind's sunny clime !
When glory's halo round her brow
Shone radiant, and she rose sublime,

Like her own towering Himalaye
To kiss the blue clouds thron'd on high!
Clime of the Sun! how like a Dream,
How like bright sun-beams on a stream
That melt beneath gray twilight's eye,
That glory hath now flitted by!

যৌবনে স্বদেশের অতীত কীর্ত্তিগাথা কবি তাঁহার প্রেমময়ী বিদেশিনী পত্নীকে উপহার দিয়া বলিতেছেন,—

Then come and list thee to the minstrel-lyre,
And Lay of Eld of this my father-land.

'Visions of the Past' নামক খণ্ডকাব্যে একস্থানে, মধুসূদন অরণ্যানী-সমাচ্ছন্ন শার্দ্দূল-নিনাদিত রৌদ্রতপ্ত বঙ্গদেশের বটচ্ছায়াশীতল চিত্র স্মরণ করিয়া লিখিতেছেন,—

As when, Bengala! on thy sultry plains
Beneath the pillar'd and high-arched shade
Of some proud Banyan, slumberous haunt and cool.
Echo in mimic accents 'mong the flocks,
Couch'd there in noon-tide rest and soft repose,
Repeats the deafening and deep-thunder'd roar
Of him, the royal wanderer of thy woods!

মাদ্রাজ-প্রবাসে যে অনুকূল ঘটনা মধুসূদনকে বাংলা-সাহিত্যের চর্চ্চায় প্রণোদিত করিয়াছিল, তাহা এখানেই উল্লেখযোগ্য। বাল্যকাল হইতেই তিনি বিদেশীয় সাহিত্যের সেবা করিয়া বিজাতীয় সাহিত্যের গভীর মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার কোন আনুরক্তি হিন্দুকলেজে শিক্ষার সময় পরিদৃষ্ট হয় নাই, বরং শুনা যায় যে তিনি সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। পূর্ণরূপে ইংরাজি ভাবে অনুপ্রাণিত মধুসূদন যে একদিন বাঙ্গালার মহাকবি হইবেন ইহা তখন কেহ মনে করেন নাই। কিন্তু এক ব্যক্তি বুঝিয়াছিলেন যে এই দুর্লভ প্রতিভা স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত হইলে মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন অবশ্যম্ভাবী। মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাস-কালে, গৌরদাস প্রতি পত্রে নানা পরামর্শ ও উপদেশ দিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা-রচনা করিতে অনুরোধ করিতেন, কিন্তু মধুসূদন প্রথম-প্রথম তাঁহার সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না। কিন্তু গৌরদাস ছাড়িবার পাত্র নহেন—তিনি মধুসূদনকে বাঙ্গালা

লিখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও উত্তেজিত করিতে ক্ষান্ত না হইয়া একখানি পত্রের শেষাংশে লিখিয়াছিলেন,—"I wish, Modu, I do sincerely wish, nay I would entreat you to the very end of this world, to turn to your old mother *Bengalee* with all possible attention." প্রকৃত-বন্ধুর আন্তরিক চেষ্টা ও কামনা ব্যর্থ হইল না। দৈববশে সেই সময়ে এমন একটি উৎকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইল, যাহাতে গৌরদাসের মনোরথ পূর্ণ হইবার পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল।

গৌরদাস বসাকের অনুরোধে মধুসূদন এক খণ্ড 'ক্যাপ্‌টিভ লেডী'-কাব্য, তাৎকালিক গবর্ণর-জেনেরলের ব্যবস্থা-সচিব এবং শিক্ষা-সমাজের সভাপতি জে. ই. ডি. বেথুনকে তাঁহারই দ্বারা উপহার-স্বরূপ প্রেরণ করেন। বেথুন সাহেব তাহা পাইয়া, উত্তরে গৌরদাস বসাককে যাহা লেখেন, তাহার সারাংশ এই ;— "ইংরাজি ভাষায় সবিশেষ পারদর্শিতার জন্য আপনার বন্ধু সময়ে-সময়ে নমুনা-স্বরূপ এইরূপ কবিতা রচনা করিতে পারেন ; কিন্তু তিনি ইংরাজি সাহিত্যের চর্চ্চা ও অধ্যয়নের দ্বারা যে মার্জ্জিত রুচি ও পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, তাহা যদি নিজের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বদেশের মহদুপকার সাধিত হইবে এবং তিনি স্বয়ং অক্ষয় যশোলাভে সমর্থ হইবেন। বাঙ্গালা-ভাষার যেরূপ হীন অবস্থা, তাহাতে একজন উচ্চাভিলাষী যুবক কবির পক্ষে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কর্ম্মক্ষেত্র আর হইতে পারে না।"

বেথুন সাহেবের উপরি-উক্ত উপদেশ মন্ত্রৌষধির ন্যায় কার্য্যকর হইল। গৌরদাস বসাক উহা পাঠ করিয়া উল্লসিত হইলেন। একেই ত তিনি মধুসূদনকে বাঙ্গালা-ভাষায় গ্রন্থ রচনার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এইবার বেথুনের উক্ত কথাগুলি, ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায়, নিজের মন্ত্রের সহিত মধুসূদনের প্রতি প্রয়োগ করিয়া লিখিলেন।—

"His advice is the best you can adopt. It is an advice that I have always given you and will din into your ears all my life. The taste and talents you have cultivated would rebound much to the honour and advantage of your country, if you will employ them in improving the standard and adding to the stock of your own language, if poetry at all events you must write. We do not want another Byron or another Shelley in English ; what we lack is a Byron or a Shelley in Bengali literature."

এতদিন পরে গৌরদাস বসাক ও বেথুন সাহেব উভয়ের একত্র চেষ্টায় মধুসূদনের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। আত্মশক্তির উপর মধুসূদনের বিশ্বাস ও নির্ভর পূর্ণ মাত্রায় ছিল। মধুসূদন বিলক্ষণ বুঝিতেন, তাঁহার শক্তি ও সামর্থ্য কতদূর। তিনি জানিতেন যে, ইংরাজি ভাষায় কাব্য রচনা করিলে, উহা উৎকৃষ্ট ইংরাজ-কবিদিগের রচিত কাব্যের সহিত সমকক্ষ হইতে পারিবে না। তাই এক্ষণে আপনার প্রকৃত গন্তব্য পথ চিনিতে পারিয়া, তিনি তাঁহার মাতৃভাষার উন্নতি সাধনে সবিশেষ মনোযোগী, কৃতসঙ্কল্প ও দৃঢ়ব্রত হইলেন।

মাদ্রাজে মধুসূদন বাঙ্গালা-ভাষা একপ্রকার ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাই কলিকাতা হইতে গৌরদাস বসাককে কাশীদাসী মহাভারত এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠাইতে অনুরোধ করেন। এই সময় হইতে মধুসূদন স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি-কল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নানা ভাষা শিক্ষায় নিরত হন। তাহার বিবরণ আমরা গৌরদাস বসাককে লিখিত ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্টের পত্র হইতে জানিতে পারি ;—

"Perhaps you do not know that I devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine; 6—8 Hebrew, 8—12 school, 12—2 Greek, 2—5 Telegu and Sanskrit, 5—7 Latin, 7—10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers?"

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন মাদ্রাজের 'হিন্দু ক্রনিকেল' * নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতার 'হরকরা' সংবাদ-পত্রের সম্পাদক উহা হইতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধসমূহ নির্ব্বাচিত করিয়া উদ্ধৃত করিতেন। গৌরদাস 'হরকরা' পত্রে উদ্ধৃত লেখা পাঠ করিয়া মধুসূদনকে ২৯শে জুলাই তারিখে লিখিয়াছিলেন,—

"My attention was drawn by the 'Hurkaru' to an extract made from a paper named 'Hindu Chronicle' which, it was said, is edited by you. I was delighted to see that you heve betaken yourself to the resources of 'the Fourth Estate' by a very fair way to make yourself rich and reputed. I hope you are doing well, and tho' I have not the good fortune to see your paper, I eagerly take up any

* In 1851 the *Hindu Chronicle* was a weekly newspaper. From July 1, 1852 it became a bi-weekly newspaper—S. C. S.

periodical here that makes mention or extracts of your journal. It was only last Friday that I read in the 'Hurkaru' with profound interest and admiration of your extract in the leader on the 'Dacoits of Bengal' reprinted from the above paper."

এই পত্রে তিনি মধুসূদনকে 'হিন্দু ক্রনিকেল' পাঠাইতে সবিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। মধুসূদন পত্র পাইয়া বন্ধু গৌরদাসকে 'হিন্দু ক্রনিকেল' পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু পত্রের উত্তর দেন নাই। গৌরদাস পুনর্ব্বার ২০শে এপ্রিল (খ্রীষ্টাব্দ ১৮৫২) তারিখে মধুসূদনকে লেখেন,—"Altho' nine months have elapsed since I wrote you last, yet up to this moment I have received not a single line from you in acknowledgement of my letter dated the 29th July last. I doubt much but that it had reached you; since immediately from the next month I began to receive your paper, the 'Hindu Chronicle' which you must have ordered to be transmitted to me after the receipt of my letter. I should be very happy to hear your history from you, which it has been my lot to remain in ignorance since your departure from Calcutta. I read your paper with intense interest and watch your movements through its columns. It is with great sorrow I learnt from a newspaper that you have retired from the Editor's chair, but am ignorant as to the circumstances which led you to this change of a paper remarkably conducted."

মধুসূদনের মর্ম্মপীড়িতা জননী তাঁহার মাদ্রাজ-গমনের তিন বৎসর পরে পরলোকগতা হইয়াছিলেন। এ সংবাদ মধুসূদন কোন সূত্রে পাইয়াছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে মধুসূদন একবার মাদ্রাজ হইতে কোন কার্য্যানুরোধে কলিকাতায় আসেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে কিছুদিন অবস্থান করিয়া আবার মাদ্রাজে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। পিতা রাজনারায়ণ তখনও জীবিত ছিলেন; পিতার সহিত সাক্ষাৎ ব্যতীত তিনি অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন, কি বন্ধু-বান্ধব কাহারও সহিত—এমন কি চিরবন্ধু গৌরদাসের সহিতও সাক্ষাৎ করেন নাই। মধুসূদন চলিয়া গেলে পর, সেই বৎসরের জুলাই মাসের ২৯শে তারিখে, গৌরদাস তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন,—"I understood from Rev. Jaddunauth that sometime ago you paid a flying visit to Calcutta, and that after having finished your business returned to your favourite town. I was extremely sorry to hear so, for, I thought I had every reason to expect that you would give me an opportunity to see you; and your

having neglected to do so, savoured something that I did not like much, for it exhibited your total want of feeling towards me. I spoke to Soroop about it and he confirmed the report tho' he did not much approve of your conduct.

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী মধুসূদনের পিতা স্বর্গারোহণ করেন। কিন্তু পিতার মৃত্যু-সংবাদ কেহই তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন নাই। মধুসূদনের পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার সংসারে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল। মধুসূদনও ইহলোকে নাই, এই অলীক ধারণায় আত্মীয়েরা তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি হস্তগত করিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া, গৌরদাস তাঁহাকে সকল কথা জ্ঞাত করিবার একটি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জ্জি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মান্দ্রাজ-ভ্রমণে যান; গৌরদাস সেই সুযোগে, মধুসূদনের পিতার মৃত্যু, বৈষয়িক বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি বিবৃত করিয়া, নিম্নলিখিত পত্রখানি 'কৃষ্ণবন্দ্যো'র হস্তে প্রদান করিয়া মধুসূদন যেখানেই থাকুন, তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণমোহনও তাঁহার কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া প্রবাসী মধুসূদনকে দেশে ফিরাইয়া আনিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

CALCUTTA, KIDDERPORE.
1st December, 1855.

My dear Modoo,

It is after the lapse of several years that I write you this letter. I consider it a very serious and culpable dereliction both on your and my part to have allowed such a long, nay long long silence to pass between us. God alone knows how often I thought of you. If my thoughts were only buried in silence, and found no vent, it was because I knew not where to address you, and heard not the slightest tidings of your health and welfare! My inquiries were directed to every quarter but without success. None could tell me where you live and what you do. I have at last been obliged to accept the good offices, the kind offer of a gentleman to help my little message into your presence from whom you can learn how it came across him, and to whom your best acknowledgements are due for the trouble thus given him on your account.

I am at this moment writing as you will perceive from the date of my letter from a place in which you passed your infancy and

boyhood, nay I should say the best part of your youth—why and wherefore I am here I am not disposed to tell you just now, not till I shall have received your reply. I could have adopted a similar method of addressing you before this, but my apathy and inactivity for which I plead myself guilty arose simply from the circumstance of my being ignorant of your whereabouts and not from any forgetfulness as you would suppose. I could never forget you! for I always felt a sincere love for you. It is not yet extinct—the glow is gone but the fire is dormant. Blow it again and you will find it rekindle with double warmth and affection tho' ages have passed and distance has separated you from me, your home, family, friends and relatives. My apology however slender is nevertheless reasonable, while you cannot so easily absolve yourself from blame for you know me, my father, my home, my everything as much as you know yourself and could have written me at any moment you had chosen ; yet you refrained from doing anything of the kind, never deigned to inquire whether I am alive or dead. But this is a moment not for recrimination ! Bygones are bygones, and it is not meet to squable when we should bring each other in our imaginary embrace ! My heart is full and feelings over-powered. I hope we may yet meet in this world ! and all is not over ! Be it so ! Amen! God forbid any mishap !

I cannot describe to you the intense anxiety, nay the painful impatience, I feel to hear from you. I trust you will not be so cruel as to deny me the favour, the cheering intelligence of your health and happiness. My better half is in heaven ! Peace be to her ashes.

I regret I have little good newes to give you of your family or rather your father's family. You must have heard ere long that both your parents are dead, and that your cousins are fighting over the property left intestate by them. Two widows survive your father, but they are very near being deprived of their late husband's effects by your greedy and selfish relatives. If you come in time you will yet save it from a ruinous litigation and receive unreserved possession of your own Estate to the utter dismay and disappointment of all illegal claimants. Will you come ? What is your present occupation ! I believe I have every right to put you these questions which you will not be late in satisfying me with a reply. I heard from you that you had married ! I hope you are enjoying happiness in the midst of a growing and cheerful family ! Ever yours—GOUR DAS BYSACK.

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে গৌরদাসের পত্র পইয়া মধুসূদন বিলম্ব না করিয়া দুঃখাভিভূত চিত্তে প্রিয়তম বন্ধুকে নিম্নোদ্ধৃত প্রত্যুত্তর দিলেন,—

MADRAS, *Spectator* PRESS,
20th Decr. 1855.

My dearest friend,

Your welcome, though unexpected, letter was put into my hands by Mr. Banerjee, yesterday. It absolutely startled me. I knew that my poor mother was no more, but I never thought that I was an orphan in every sense of that word! My dearest Gour, what am I to do? You talk of my property—what has he left behind? Can you give me an idea of the estate? You know how expensive it is to go to Bengal—at least—for a poor devil like myself. But if you encourage me to hope that my father has left sufficient property to warrant my launching out a little cash for the recovery thereof, of course, I am ready to weigh anchor, at once, for a voyage to old Calcutta.

Ah! those relatives of mine. Great God! But for you, my noble-hearted friend, I would not have heard a word, about my father's death, for months, perhaps, years. O dearest Gour! when and where did he die? I feel distracted. Give me all the particulars.

If I can so manage, I shall leave this by the next steamer (27th); but I am very poor just now, my Brother. I have not thriven so well in the world as I had expected. But of all that hereafter. Write to me by return of post.

Of course, I am aware that my late father had landed property in Jessore. That I am sure of getting out of the clutches of those biped vultures—what a stupid fellow I am! all vultures are bipeds!—Well, but you know what I mean.

Yes, dearest Gour, I have a fine English wife and four children. What do you mean by saying that your wife is in heaven? What—a widower a second time?

I conclude in haste, though not before I assure you that I am most affectionately your old friend.

P. S. I am at present Sub-editor of the "Spectator," the only daily in this town.

Unchanged and unchangeable

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা মধুসূদনকে পত্র পাঠাইবার পরেই 'হরকরা'

পত্রে মাদ্রাজের 'স্পেক্টেটর্' পত্র হইতে উদ্ধৃত দুইটি সন্দর্ভ পাঠ করিয়া গৌরদাস বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। তখনও মধুসূদনের লিখিত পত্রখানি তাঁহার হস্তগত হয় নাই। সন্দর্ভ পাঠ করিয়া, কে যে উহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। গৌরদাস 'হরকরা' পত্রে উদ্ধৃত উক্ত প্রবন্ধ দুইটি তাঁহার খিদিরপুরস্থ বন্ধু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখাইলেন। তাঁহারাও এতদিন মধুসূদনকে পরলোকগত ভাবিয়াছিলেন। এমন সময়ে মধুসূদনের পত্র পৌঁছিল। উত্তরে গৌরদাস মধুসূদনের উক্ত প্রবন্ধ দুইটির উল্লেখ করিয়া, মধুসূদনের পিতৃ-পরিবারের তদানীন্তন কাহিনী এবং অন্যান্য নানা জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত করিয়া যে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

KIDDERPORE, 5th JANUARY,' 56. SATURDAY.

My dear Modoo,

I am too poor in language to express the joy and delight I felt at the receipt of your warm and loving letter. The black border alarmed me, but the contents gave me not only unmixed satisfaction but at once dismissed all the cruel fears and misgivings which had filled my mind when your relatives and friends at Kidderpore assured me that you were no more. Tho' I was loathe to give full credence to what they talked, yet the very long silence that reigned between us gave some colour to the melancholy surmises. After the despatch of my letter per favour of Mr. Benerjee I was struck to read an extracted article in the 'Hurkaru' and the Editor making laudable mention of the writer. The article in question smacked too much of your pen to be mistaken by me. The very spelling of the word *Babu* was eno' to give me some clue of the writer and in the clear and forcible style of its language I could soon discover the identity of an old familiar friend. I shewed the paper to Gonesh and Rungolall and exultingly pointed out the mistake they were labouring under. A second selection from the same paper (*Spectator*) confirmed me in my conjectures and your welcome letter finally conveyed the last but not the least pleasing asaurance of your existence.

I really wonder your friends and relatives did not keep you informed of the melancholy events that lately occured in your family; but I fear the fault is not wholly theirs, for, pray what could have prevented you from writing home, knowing, as you do fully well that bigotted relatives do not feel much interested in a Christian kins-

man ; and the state of their feelings is always hostile towards every convert.

Your worthy father died on the 4th Magh 1261 B. S. (16 January 1855) nearly a twelve month ago. His last acts prove that he was not in his perfect senses towards the close of his life. He married two wives successively while your mother was alive, and thus plunged two young and innocent girls into the miseries of widowhood and want. I cannot give you an accurate idea of his property. You know best what his estate in Jessore is valued at. His personal property cannot amount too much ; but his Kidderpore house is said to be worth 4000 Rs. Sufficient no doubt has been left to enable you to defray the expenses of a voyage to and back from Calcutta. I am anxious to see you here because your presence will not only put an end to the litigation pending over the property but scare away the illegal claimants whose sole intention seems to be to profit by the unprotected effects of the intestate deceased. The widows will also benefit, for they will then be sure of a protector and provision.

* * * *

The first thing that came across me at my new station (Kidderpore) is the investigation of an Act IV case regarding the very house in which I passed many a pleasant day with one of my best friends. Yes ! it broke my heart into pieces to see myself called to inquire into and investigate the claims of several pretenders to a property which I knew was not theirs, P—and B—were at loggerheads about your house and fabricated a will which they dared not produce before me. I made my report adding that the legal heir is a son who is living abroad and very likely ignorant of the affairs that were going on here. I sent for B—and gave him a good lecture but he and P—both assured me that they wrote you to no effect. If you come, pray, don't delay but weigh anchor at once and without further loss of time.

I should advise you to come to Calcutta for other reasons than those already mentioned. If you are a school-master, as I have been told, you will find a finer and larger field at this Presidency than you have before you at Madras. The new educational scheme will, I feel certain, throw many a loaf and fish in your way and the authorities would be too glad to avail themselves of your valuable services. An Inspectorship or a Professorship will give you a good decent income while you could as well employ your leisure hours to equal advantage by way of editing papers. Calcutta offers many opportunities of

making money and I dare say your talents will soon find an employment worthy of you and your deserts.

I believe it is the wish of your Christian brethren to come and try your chance at the *lexloci*. I am one of those who are likewise anxious to see it tried. Ramaparsaud was telling me yesterday at Kissory's table that he never heard or had a case of *lexloci* and shall be curious to see a precedent established. He knew you and your father as on my mentioning to him your intention to come up he approved of it and said that it will decidedly be in your favour! Why not then come and pass a few days among your old friends? More anon. Yours ever and always. G. D. Bysack.

P. S. Soroop was telling me that he has heard you have been appointed Head Master to some Govt. School. Is it true? or that you solely depend on the paper for your ways and means. You had a paper 'Hindu Chronicle' sometime ago, but what you did in the mean time? The Sub-editorship of the 'Spectator' cannot give you much. If you come here and make your stay for sometime I offer to start a paper with my own little capital and give you the moiety of its profits without any share in the loss. Pray what hinders you to return to your own Presidency? I was told your wife was a lady of property. If so, could she not leave it in the hands of trustworthy friends and come up with you? I am anxious to see your little children. Please let me know in your next how old they are and whether sons or daughters? My best respects to your dear wife. I have not married a second time but I was not aware that you knew of my bereavement. G. D. B.

2nd P. S. Your letter reached me on the 1st. I hope to be pardoned for the delay which I could not help. Besides I expected you by the steamer. G. D. B.

মধুসূদনের সগোত্র আত্মীয়গণ তাঁহাকে পৃথিবীর পরপারে পাঠাইয়া তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি গ্রাস করিতে উদ্যত—আর তাঁহার অনাত্মীয় মহাপ্রাণ বন্ধু তাঁহাকে সুদূর প্রবাস হইতে স্বদেশে ফিরাইয়া আনিতে, তাঁহাকে পিতৃ-ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী করিতে এবং তাঁহার দেশমাতৃকার ক্রোড়ে তাঁহাকে যোগ্য পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে কতদূর ব্যগ্র ও উৎসুক ছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে—মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাসের শেষ বৎসরে, তাঁহার পারিবারিক অশান্তি ঘটিয়াছিল। পত্নী রেবেকা এবং দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যাকে লইয়া

মধুসূদন এতদিন সুখে-দুঃখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন কিন্তু এই বৎসরে রেবেকার সহিত তাঁহার পত্নীসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইহার অল্পদিন পরেই মধুসূদন এমিলিয়া হেন্‌রিয়েটা সোফিয়া নাম্নী কোন ফরাসী যুবতীকে পত্নী-ভাবে গ্রহণ করেন। * শুনা যায় এই যুবতীর পিতা মাদ্রাজ মহা-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা বা অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। রমণীরত্ন এই হেন্‌রিয়েটাই আজীবন পতিপ্রাণা ছিলেন।

সুখের বিষয় এই যে, মাদ্রাজ-পরিত্যাগের অর্দ্ধশতাব্দী পরেও, সে দেশ তাঁহাকে বিস্মৃত হয় নাই। † মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাসকালে বিবিধ সাময়িক-পত্রে লিখিত তাঁহার ইংরাজি রচনাবলীর সংগ্রহ-প্রকাশ-কল্পে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের ও বঙ্গদেশের নানা সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় সে 'সংগ্রহ' আর প্রকাশিত হয় নাই!

"Michael Madhusudan Dutt.—'Selection from Michael Madhu Sudan Dutt's contributions to the contemporary English literature with a brief biographical notice of that great Master-Mind of Bengal."

---

* উত্তরপাড়ার জমীদার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"তাঁহার (মধুসূদনের) পত্নী যে ফরাসী, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; প্রথমতঃ তাঁহার নাম Henriette (আঁরিএত)। দ্বিতীয়তঃ মধু নিজে এবং তাঁহার পত্নী একথা স্বমুখে বহুবার বলিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বলিতেন। তাহার পরে, পত্নী স্বামীকে যে সকল পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন, সকল-গুলিতেই উৎসর্গ বা উপহার ফরাসী ভাষায় এবং পুস্তকগুলিও সেই ভাষায়।"।

† কয়েক বৎসর হইল, মাদ্রাজ-নিবাসী প্রসিদ্ধ লেখক ও ব্যারিষ্টার G. Parameswaram Pillai, তাঁহার "Representative Indians" নামক পুস্তকে মধুসূদনের সংক্ষিপ্ত-জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা মাদ্রাজের অনেকানেক সম্ভ্রান্ত, পদস্থ এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের সহিত কথাবার্ত্তায় দেখিয়াছি, তাঁহারা সকলেই মধুসূদনের স্মৃতিকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাদ্রাজ হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন—কলিকাতায় পুলিস আদালতে কর্ম্ম-গ্রহণ

[১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ]

মধুস্মূদনের মাদ্রাজ-প্রবাসকালে তাঁহার স্বদেশীয় আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সতীর্থবর্গের স্মৃতি-পটে তাহার সমুজ্জ্বল চিত্র নিষ্প্রভ ও মলিন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মাদ্রাজ-গমনের বিষয় পূর্ব্বে তাঁহারা শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার এতদিন পরে তিনি যে কোথায় আছেন, সে সংবাদ কাহারও বিদিত ছিল না। বহু পরিচিত-জনের হৃদয়-মন্দির হইতে তাঁহার স্মৃতির সুবর্ণ-প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছিল। আত্মীয়েরা ভাবিয়াছিলেন, মধুস্মূদন আর এ পৃথিবীতে নাই; হয় ত সেই সমুদ্র-তীরবর্ত্তী সুদূর প্রদেশের কোন নির্জ্জন পল্লীর সমাধিক্ষেত্রের শ্যাম শষ্পাচ্ছন্ন স্মৃতি-চিহ্ন-হীন মৃত্তিকা-তলে দেহাস্থিপঞ্জর নিহিত করিয়া, প্রবাস-পীড়িত মধুস্মূদন মহানিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। বঙ্গদেশে কেবল গৌরদাসের হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি-দীপ জ্বলিতেছিল—এই সুদীর্ঘ বিচ্ছেদেও সে রশ্মি নির্ব্বাপিত হয় নাই।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে উদ্ধৃত গৌরদাসের ৫ই জানুয়ারীর পত্র পাইয়া মধুস্মূদন বাটীর সকল সংবাদ অবগত হইলেন। তাঁহার কবি-হৃদয় দুঃখে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি আর কালবিলম্ব করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিয়া, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষভাগে অশ্রুপূর্ণ নয়নে পত্নীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, 'বেন্টিক' নামক জাহাজে স্বদেশাভিমুখে একাকী জল-যাত্রা করিলেন। নিরাপদে সমুদ্র-বক্ষ অতিক্রম করিয়া মধুস্মূদন ২রা ফেব্রুয়ারীর প্রভাতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে, দূর অতীতের এক বিস্মৃত দিবসে গোপনে মাইকেল মধুস্মূদন বিরাগে তাঁহার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন!—আর আজ আবার বহু বৎসর পরে তেমনই অলক্ষ্যে মধুস্মূদন—সেই গঙ্গাতীরে পদার্পণ করিয়া, সেই পূর্ব্বপরিত্যক্ত বিশপ্‌স্ কলেজে হর্ষোদ্বেগ-উদ্বেলিত চিত্তে

একাকীই প্রবিষ্ট হইয়া, অধ্যাপক রেভাঃ. কে. এম. বানার্জ্জির গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এতদিনে তাঁহার মাদ্রাজের সুদীর্ঘ প্রবাস-বাসের অবসান হইল।

সেই দিনই আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া মধুসূদন গৌরদাসকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন,—

Bishop's College,

Calcutta, 2nd February, 1856.

My dear Gourdass,

"Adsum !" Which word being interpreted means "I am here." I came in this morning in the 'Bentinck,' Just fancy, they have given me a new name—"Mr. Holt." If you can *quietly* call over, do so. I do not wish people to know that I am here just now. In haste Ever yours.

গৌরদাস মধুসূদনের পত্র প্রাপ্তিমাত্রেই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত বিশপ্‌স্ কলেজাভিমুখে ছুটিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুর নিরন্তর প্রাণস্পর্শী অনুরোধ, বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বদেশে ভাগ্যপরীক্ষা করিবার সময়োপযোগী উপদেশ, তাঁহাকে পুনরায় মাতৃভূমির ক্রোড়ে ফিরাইয়া না আনিলে, তিনি হয় ত সেই সুদূর প্রবাসে, বিজাতীয় "Calliope" দেবীর আরাধনায়, জীবনাতিবাহন করিতেন !—সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীকে আর "শ্যামা জন্মদে !" বলিয়া সম্বোধন করিয়া, মাতৃভূমির নিকট মনের খেদ—ক্ষোভ—আশা-তৃষা ব্যক্ত করিয়া অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করিবার সুযোগ হয় ত আর তাঁহার জীবনে ঘটিত না ! হয় ত, বঙ্গ-সাহিত্য—বাঙ্গালী জাতি—তাঁহার অমৃতনিঃস্যন্দিনী বীণার ঝঙ্কারে পরিতৃপ্ত—গৌরবান্বিত—ধন্য হইবার দুর্লভ সৌভাগ্য হইতে এককালে বঞ্চিত হইত !

মধুসূদন কলিকাতায় পুনঃপদার্পণ করিয়াই, সর্ব্বাগ্রে খিদিরপুরের পৈত্রিক-বাস-ভবন-সন্দর্শনে গমন করেন। তথায় গিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার কোমল-হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন,—তাঁহার কৈশোরের বিমল সুখস্মৃতিরাশি-বিজড়িত আবাস ঘোর-বিষাদ-তমসাবৃত। জননী জাহ্নবী বহুপূর্ব্বেই স্বর্গগতা !—পিতৃদেব রাজনারায়ণও নাই ! তৃতীয়া বিমাতা হরকামিনী যৌবন-প্রভাতেই বৈধব্যতাপে মৃতকল্পা ! মাতার রত্নালঙ্কারাদি পর-হস্তগত !—পৈত্রিক বিভব সমুদায় অন্যের ভোগায়ত্ত ! এই প্রতিকূল অবস্থানিচয়

দর্শনে তিনি বিষাদক্লিষ্ট মুখে, আবাল্য-সুহৃৎ গৌরদাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সুদীর্ঘ-প্রবাস-প্রত্যাগত বন্ধুর চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত গৌরদাস এক সান্ধ্য প্রীতিভোজের আয়োজন করিলেন। সেই ভোজে মধুসূদনের শুভানুধ্যায়ী বিশিষ্ট বন্ধু দিগম্বর মিত্র ও পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্র যোগদান করিয়া তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন।

অতঃপর মধুসূদনকে কলিকাতায় স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, এই সকল কৃতী বন্ধু-বান্ধব, তাঁহাকে কিশোরীচাঁদের অধীনে, কলিকাতা পুলিশ আদালতের হেডক্লার্কের পদ গ্রহণ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। মধুসূদন সে উপরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তবে, এই পদে স্থায়িভাবে অধিক-দিন তাঁহাকে থাকিতে হয় নাই।* কর্ম্মসূত্রে অধীন কর্ম্মচারিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিলেও, সুহৃৎ কিশোরীচাঁদ তাঁহাকে অনুজের ন্যায় স্নেহ করিতেন। বন্ধুত্ব ভিন্ন, উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা জন্মিবার অন্যতম সূত্র এই যে, খিদিরপুরে মধুসূদনের পৈত্রিক নিবাসের অদূরেই কিশোরীচাঁদের সহধর্ম্মিণীর জ্যেষ্ঠতাত রামধন ঘোষের (তৎকালীন কলিকাতার কালেক্টর) বাস-ভবন ছিল; প্রতিবেশী উভয় পরিবারের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকায়, কিশোরীচাঁদের পত্নী মধুসূদনকে

---

* এই প্রসঙ্গে কিশোরীলাল হালদার বলিয়াছেন :—

On his return from the Madras Presidency in 1856, we find him employed first as Head Clerk, and afterwards as interpreter, to Baboo Kissory Chand Mitter, then Junior Police Magistrate of Calcutta. Such was the appointment that was thought fit for a man who could write a poem like Byron or Scott, edit a paper in English with acknowledged ability and success. His was the case of a man of undoubted merit, with no influential patron to appreciate it. At the same time some of his contemporaries, with not even an one tenth part of his talents and abilities, were basking in the sunshine of official favour and patronage. But there is no remedy, it is the curse of service ; preferment goes by letter and affection.

The National Magazine, May 1893.

এই কেরাণী-পদের বেতন ছিল মাসিক ১২০৲ টাকা। দ্বারকানাথ মিত্র (যিনি পরে কলিকাতা হাইকোর্টের 'জজ্' হইয়াছিলেন) এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই পদ ত্যাগ করিলে, মধুসূদন তৎস্থলে নিযুক্ত হয়েন।

'দাদা' বলিতেন। মধুসূদনও চিরদিন তাঁহাকে কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

পুলিশকোর্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পরে, মধুসূদন, কিশোরীচাঁদের ১নং দমদম্ রোডের উদ্যান-বাটিকায় তাঁহার সহিত কিছুদিন একত্র অবস্থান করেন। একত্রে অবস্থানকালে, অবকাশ পাইলেই উভয়ের মধ্যে নানাবিধ আলোচনা হইত। কিশোরীচাঁদের রোজ-নাম্চায় একদিনের কথা এইরূপ লিখিত আছে:—

20th July, 1856—Mr. M. S. Dutt gave me the following song;—

When I was a young and gay recruit
Just landed at Madaras:
I thought to lead a sober life
With a superfine black shining lass.
I roved about from place to place
Until I found my Mathonia,
Oh! What a charming girl she was
With her "Thana-na-nia."

কিশোরীচাঁদের এই উদ্যান-বাটিকা সাহিত্য-চর্চ্চার এবং সুহৃৎ-সম্মিলনের প্রীতি-নিকুঞ্জ-স্বরূপ একটি কেন্দ্র ছিল। এই বিবিধ তরুলতারাজি-সুশোভিত উদ্যান-বাটিকায় বাঁধাঘাট-সুশোভিত একটি সরোবর ছিল। এই সুশীতল, বাপী-তটবর্ত্তী রমণীয় মণ্ডপে সায়াহ্নে সুহৃৎমণ্ডলী সমবেত হইয়া, সাহিত্য-চর্চ্চা, রহস্যালাপ ও ভাব-বিনিময় করিতেন। একদিন এইরূপ এক বৈঠকে প্যারীচাঁদ মিত্র, ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের সহিত বাঙ্গালা ভাষা-গঠন সম্বন্ধে মধুসূদনের মহা তর্ক উপস্থিত হয়। প্যারীচাঁদ তখন "মাসিক পত্র" নামক একখানি সাময়িক পত্রের সম্পাদকরূপে অধিষ্ঠিত; তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল" সেই পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। সে সময়ে সংস্কৃত রীত্যনুসারে বাঙ্গালা ভাষা-লিখনের যুগ প্রচলিত; প্যারীচাঁদ সেই 'পণ্ডিতী'-রীতির পরিবর্ত্তন এবং চলিত ভাষায় পুস্তক-লিখনপ্রণালী প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে, সহজ-ভাষাতেই উক্ত পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতেছিলেন। মধুসূদন প্যারীচাঁদকে উক্ত গ্রন্থ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি এ আবার কি লিখিতে বসিয়াছেন?—লোকে ঘরে আটপৌরে যাহা-হয় পরিয়া আত্মীয়-জন সকাশে বিচরণ করিতে পারে; কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে, সে বেশে যাওয়া চলে না। 'পোষাকী' পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তাই

এইখানে। আপনি দেখিতেছি, 'পোষাকী'র পাট তুলিয়া দিয়া, ঘরে বাহিরে সভা-সমাজে সর্ব্বত্রই এই আটপৌরে চালাইতে চাহেন। ইহাও কি কখন সম্ভব!" ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত এবং অন্যান্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলেও, মধুসূদন যে বাঙ্গালা ভাষার কোনও ধার ধারেন, এরূপ ধারণা কাহারও ছিল না। তাঁহার মুখে এইরূপ শ্লেষোক্তি সম্পূর্ণ অনধিকার-চর্চ্চা মনে করিয়া, উত্তেজিত ভাবে প্যারীচাঁদ বলিলেন, "তুমি বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে? তবে, জানিয়া রাখ, আমার প্রবর্ত্তিত এই রচনা-পদ্ধতিই বাঙ্গালা ভাষায় নির্ব্বিবাদে প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী হইবে!" মধুসূদন তাঁহার স্বভাব-সুলভ হাস্য-সহকারে তদুত্তরে বলিলেন, "It is the language of Fishermen, unless you import largely from Sanskrit. উহা কি আবার একটা ভাষা! দেখিবেন, আমি যে ভাষার সৃষ্টি করিব, তাহাই চিরস্থায়ী হইবে।" এই কথা শুনিয়া এবং উহাকে সম্পূর্ণ রহস্য-বাক্য মাত্র মনে করিয়া, সমবেত সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন; কেহ কেহ বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন, "তুমি বাঙ্গালা লিখিবে, আর সেই রচনা চিরস্থায়ী হইবে! সে ত আর একালে নহে, (till the Greek Calends!)" এই উদ্যান-সম্মিলনে এবম্বিধ সাহিত্য-প্রসঙ্গেই বঙ্গ-ভাষার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বরাগ বিশেষভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার শর্ম্মিষ্ঠা নাটক রচিত ও প্রকাশিত হইলে, বন্ধুবর্গ মধুসূদনের এই দিনকার ঐ দম্ভ-বাক্য স্মরণ করিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন।

বৈকাল হইতে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত এই বাপী-তটে প্রীতি-প্রসঙ্গ চলিত। তার পর, নৈশ-ভোজ; বর্ণ-নির্ব্বিচারে সকল বন্ধুতে মিলিয়া একত্রে, এক টেবিলে, পরম পুলকে পান-ভোজন হইত। এক-একদিন কর্ম্মস্থান হইতে মধুসূদনের ফিরিতে বিলম্ব হইলে, বান্ধবেরা তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন; যেহেতু table-talk, বিশেষতঃ 'dinner table-talk'এ তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না।

একত্রে অবস্থান কালে পৈত্রিক সম্পত্তির পুনরুদ্ধার সম্বন্ধে মধুসূদন কিশোরীচাঁদের নিকট যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য মধুসূদন আজীবন কিশোরীচাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে যখন কিশোরীচাঁদ গ্রহ-বৈগুণ্যে বিষম বিপজ্জালে বিজড়িত হইয়া পড়েন, তখন মধুসূদন এই কৃতজ্ঞতার

প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে ত্রুটী করেন নাই। তখন তিনি এবং হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিশোরীচাঁদকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার কামনায় প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কেরাণী-রূপে মধুসূদনকে অধিককাল থাকিতে হয় নাই। অনতিবিলম্বেই তিনি উক্ত আদালতের দ্বিভাষিকের (Court Interpreter) পদে উন্নীত হন। * এই পদ লাভ করিয়া তিনি কিশোরীচাঁদের উদ্যান-বাটিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদানীন্তন লালবাজার-পুলিশকোর্টের পূর্ব্বপারে লোয়ার চিৎপুররোডের উপর অবস্থিত (No. 6, Lower Chitpore Road) দ্বিতল ভবন ভাড়া করিয়া তাহাতেই বাস করিতে লাগিলেন। †

এই বাটীতেই তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য,' 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য,' 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য,' 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক,' 'পদ্মাবতী নাটক,' 'কৃষ্ণকুমারী নাটক,' 'একেই কি বলে সভ্যতা?' 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'রত্নাবলী' ও 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকদ্বয়ের ইংরাজি অনুবাদও এই বাটীতে অবস্থান-কালেই সমাধা

---

* মধ্যে মধ্যে কর্ম্মসূত্রে তিনি সুপ্রিম কোর্টে আহূত হইতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার এক বাল্যবন্ধু লিখিয়াছেন—No sooner he came to Calcutta than he got an appointment as an Interpreter in the Police Court, where his excellent abilities were manifested. He was obliged to attend the Censors who used to sit in the Supreme Court.

† উক্ত বাটীসম্বন্ধে গৌরদাস বলিয়াছেন—Modhu was then living in a two-storied house close to the Police Court on the eastern side of the Chitpore Road. It was in this memorable house that he wrote his principal works, Sarmistha, Tillottama and Meghnadbadha. Had Bengal been England this house would have been purchased and maintained by the public for being visited by the admirers of his genius.

ভোলানাথ চন্দ্র বলেন—The spot ought to be memorable in our literary annals. Modhu, I have been told, used to dictate to three or four amanuenses together. He moved about in the room and told each in his turn what he was to write. To carry so many and so different matters in his head, all at the same time, is possible only for a genius.

এই বাটীতে অবস্থানকালে মধুসূদন যখন ইচ্ছা, দুই চারি পদ-বিক্ষেপেই আফিসে গিয়া পৌঁছিতেন। উক্ত বন্ধু লিখিয়াছেন—Modhu then lived close by the Police Court and walked in a thrice to his office.

করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থই পুলিশ-আদালতে দ্বিভাষিকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে রচিত হয়। ন্যূনাধিক তিন বৎসরের মধ্যে অদ্ভুত প্রতিভাশালী মধুসূদন এই পবিত্র কীর্ত্তি-মন্দিরে তাঁহার জীবনের অপূর্ব্ব সাহিত্য-ব্রতের প্রতিষ্ঠা করেন। *

পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটরা মধুসূদনকে বন্ধু-ভাবেই দেখিতেন। তাঁহার সংস্কৃত-পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নের মুখে শুনিয়াছি যে, ম্যাজিষ্ট্রেট রে (George Octavius Wray, LL. D.) সাহেব বলিতেন, "Data থাকিলে আমি ঘণ্টায় শতাধিক মামলা চুকাইতে পারি; কিন্তু তিনি যে দিন না থাকেন সে দিবস দুইটা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করাও আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠে।" ম্যাজিষ্ট্রেট রে সাহেব মধুসূদনকে Dutt এর পরিবর্ত্তে Mr. Data বলিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী ম্যাজিষ্ট্রেট ফেগ্যান (G. S. Fagan, Bar-at-Law) সাহেবও তাঁহাকে ঐ নামে সম্বোধন করিতেন।

পূর্ব্বোক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটদ্বয়ের সম্বন্ধে মধুসূদন তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন;—The present Magistrate Mr. W—is such a d—d slow coach that cases which a smart fellow would get through in an hour and half, occupy four or five hours of his time. However, this chap is going away to Small Cause Court, and we are to have Mr. Briefless F.

ফেগ্যান সাহেব মধুসূদনকে মোকদ্দমায় cross-examination করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে এতই ভালবাসিতেন যে, মধুসূদন প্রায়ই বেলা ১২টার পর আদালতে আসিতেন, তথাপিও কিছু বলিতেন না। কোন কোন দিন বিশেষ বিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া, সাহেব তাঁহাকে 'পাকড়াও' করিয়া আনিতেন। দুইজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ সেন, মধুসূদনের এক বার্ষিক স্মৃতি-সভায় বলিয়াছিলেন যে, "একবার রবার্টস্ সাহেবের এজলাসে একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে এজাহার দিতে-দিতে একজন মাড়োয়ারী নিজ মাতৃভাষায় একটি কবিতা আবৃত্তি করিল। মধুসূদনও

* ডি. সুইনহো সাহেব যখন পুলিশ কোর্টের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট সেই সময়ে পুলিশ কোর্টের ব্যবহারাজীবী মহাশয়দিগের সাহায্যে এবং তৎকালীন প্রধান কারণিক বিনয়কুমার বসুর উৎসাহে পুলিশ কোর্টে মাইকেলের একটি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্ আব্দার রহিম চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া চিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন।

সঙ্গে-সঙ্গে সেই কবিতাটি ইংরাজি কবিতায় অনুবাদ করিয়া সাহেবকে শুনাইয়া দিলেন।”

মধুসূদনের সম্বন্ধে আর একটি এইরূপ বিবরণ শুনা যায়। তিনি দ্বিভাষিকের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে ‘জৈন মানহানির মোকদ্দমা’ উপস্থিত হয়। জনৈক ব্যক্তি জৈন সমাজের নিন্দাবাদপূর্ণ সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে। তাহাতেই জৈন ধর্ম্মাবলম্বী মাড়োয়ারীমণ্ডলী লেখকের বিরুদ্ধে কলিকাতা পুলিশকোর্টে মানহানির দাবিতে নালিশ করেন। এই উপলক্ষে উভয়পক্ষেই সে সময়ের অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ও ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারকালে মধুসূদন মোকদ্দমার মূলীভূত কবিতাটি মুখে-মুখে ইংরাজি কবিতায় অনুবাদ করিয়া বলিতে থাকেন। তাহা দেখিয়া প্রতিপক্ষীয় কৌন্সিলি বলেন যে, ‘দ্বিভাষিক যে ইংরাজি কবিতার আবৃত্তি করিলেন, তাহা কদাচ মূলানুগত হইতে পারে না।’ ইহা শুনিয়া মধুসূদন উত্তর দেন যে, ‘মোকদ্দমার মূলীভূত পদগুলি সংস্কৃত কবিতাকারে আছে বলিয়াই আমি তাহা ইংরাজি কবিতাকারেই অনূদিত করিয়াছি। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ইহা যথাযথ ও মূলানুগত অনুবাদ। প্রতিপক্ষের ব্যারিষ্টারের ক্ষমতা থাকে, তিনি ভ্রম দেখাইয়া দিন।’ পরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পর্য্যবেক্ষণে মধুসূদনের উক্তিই যথার্থ বলিয়া প্রতিপাদিত হইল।

ইণ্টরপ্রেটরের পদে অধিষ্ঠানকালে মধুসূদন আইন অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার সংস্কৃত-পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন বলিতেন যে, ফৌজদারী আইনে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। সাক্ষীদিগের জেরা করিবার সময়ে তিনি তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেন। পুলিশ-আদালতের কার্য্য ব্যতীত সংবাদপত্রাদিতে প্রবন্ধাদি লিখিয়াও তিনি স্বতন্ত্র অর্থোপার্জ্জন করিতেন।

সপ্তম অধ্যায়

রত্নাবলীর ইংরাজি অনুবাদ—নাটক ও প্রহসন রচনা—বেলগাছিয়া-থিয়েটার

[১৮৫৮—১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ]

আমরা মধুসূদনের গ্রন্থাবলীর কোন সমালোচনা করিব না। আমাদের তাহা উদ্দেশ্য নহে। বিগত অর্দ্ধশতাব্দী কালে তাঁহার গ্রন্থাবলীর অনুকূলে ও প্রতিকূলে এত সমালোচনা, এত বাদানুবাদ, এত তর্কবিতর্ক, এত মতভেদ ও এত আন্দোলন হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে যে, এ পর্য্যন্ত কি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী, কি তাঁহার পরবর্ত্তী, কোন বঙ্গীয় লেখকের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। কত বিদ্রূপ, কত রহস্য, কত ব্যঙ্গ, কত শ্লেষ তাঁহার উপর শ্রাবণের ধারার ন্যায় বর্ষিত হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবীদিগের অবিদিত নয়। তাঁহার মহাকাব্যকে লক্ষ্য করিয়া কত ব্যঙ্গকাব্যই না রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তিনি বঙ্গসাহিত্যের যশঃ-শৈলের উত্তুঙ্গ-শিখরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অক্ষয় কীর্ত্তিমুকুট ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আমরা মধুসূদনের রচিত গ্রন্থাবলীর ইতিহাস এবং তৎসংক্রান্ত মনস্বীবর্গের মতামত ও অন্যান্য কাহিনীর বিবরণ প্রদান করিব।

নানা দুশ্ছেদ্য বাধাবিঘ্নবহুল কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যানী ভেদ করিয়া মধুসূদনকে স্বীয় গন্তব্যপথে উপনীত হইতে হইয়াছিল। কি কঠোর ধৈর্য্য ও অমিত সাহসের সহিত তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের প্রতি ঘটনা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দ-প্রবর্ত্তনের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—Amidst this storm and opposition and ridicule Madhu Sudan stood unmoved. Never was the greatness of his genius, the loftiness of his purpose, the indomitable strength of his will, more manifest. He was resolved to prove by a higher endeavour and loftier achievement that he was right and that the world was wrong. It was a repetition of the story of Lord Byron whose earlier poems were condemned, and who retaliated with the might of a giant in his *English Bard and Scotch Reviewers*. Only Madhu Sudan retaliated in a noble manner; he did not abuse his critics; he convinced and silenced them by his success in a higher

endeavour. All Bengal felt that a new light had dawned on the horizon of the nation's literature, that a genius of the first magnitude had appeared.

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পাইকপাড়ার রাজারা বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের নিমিত্ত তৎকাল-প্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন-প্রণীত 'রত্নাবলী নাটক' মনোনীত করেন। ইংরাজ ও বঙ্গভাষানভিজ্ঞ দর্শকদিগের জন্য উক্ত নাটকের ইংরাজি অনুবাদের আবশ্যক হয়। মধুসূদনের ইংরাজি ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির বিষয় অবগত হইয়া পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর গৌরদাস বসাক প্রমুখ বন্ধুগণের প্রস্তাবে তাঁহার উপর রত্নাবলী নাটকের ইংরাজি অনুবাদের ভার অর্পণ করেন। অতি অল্প-দিনেই মধুসূদন অর্পিত কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। অনুবাদ এতদূর মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল যে, তাহা পাঠ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। রত্নাবলী নাটকের ইংরাজি অনুবাদ সম্বন্ধীয় মধুসূদনের লিখিত দুইখানি পত্র এই স্থলে সন্নিবিষ্ট হইল,—

My dear Gour,

I send you the Second Act. I have not had time to make a fair copy of the First. The fact is, I hate copying. Now, my good Boy, I beg that you will carefully read over *every line* and sentence with the original before you, marking with a pencil whatever passages you want to be recast, altered or omitted. And you must do all this in this in the course of this day, so that you may look in when returning home.

I do not know the extent of your acquaintance with the Dramatic portion of English Literature ; but I flatter myself you will at once see how I have tried to write in pure Saxon English, the language of the best Dramatists, and how I have tried to impart an air of originality to the affair, careless where the ideas are inextricably damnably Bengali !

You will see that I have adopted your advice and put the songs into verse. The first is so-and-so ; the second does not satisfy me. The original is poor. Don't fail to see me. Send me the Latin Rutnabulli.

My dear Gour,

Here is the first Act. I hope you will find it sufficiently legible. I would wish you to look over the two Acts a little carefully



রামনারায়ণ তর্করত্ন

before you go to the Rajahs, so that you may assist your noble friends in deciphering my elegant penmanship or calligraphy.

The first Act in the original is a very common-place affair and the translation I fear is no better. But what is to be done when Homer takes it into his head to nod? Why, we must nod also.

Au revoir. I wish you to be as *favourable* in your criticism as your conscience will allow, when you see the Raja. I am told he respects your opinions, literary, political and on matters connected with—

রত্নাবলীর ইংরাজি অনুবাদের কিয়দংশ দেখিয়া রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র অতিশয় প্রীতিলাভ করেন এবং গৌরদাসের নিকট বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন। গৌরদাস সে সম্বন্ধে মধুসূদনকে লেখেন,—
I am glad to inform you that the Rajahs are very much pleased with your translation. They told me that they did not anticipate such a fine thing. Be quick, you have raised yourself in the estimation of my noble friends. Pray, take care of the *Bengalee* copy, let not any body touch it till it is sent forth to the world.*

মধুসূদনের বন্ধু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী নাটকের ইংরাজি অনুবাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"রত্নাবলী নাটক অভিনয় হওয়ার পূর্ব্বে বঙ্গের তৎকালীন ছোট লাট, হাইকোর্টের জজ্, বোর্ডের মেম্বার প্রভৃতি প্রধান প্রধান সাহেবরা রাজাদিগকে

---

* রত্নাবলীর ইংরাজি অনুবাদ রাজারা নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করাইয়া মধুসূদনকে পাঁচ শত টাকা পারিশ্রমিক প্রদান করেন। সে-সম্বন্ধে তাঁহাদের ম্যানেজার এবং মধুসূদনের বন্ধু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়ের পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

9th Oct. 1858.

My dear Michael,

I have much pleasure in sending by the bearer Bank of Bengal Notes for Rupees five hundred which I beg you to accept as a slight recognition on the part of the Rajahs of the ability and the masterly skill you have displayed in investing our Rutnabully with an English garb.

That you may live long and continue to show the nations of Europe what inestimable gems we have in our ancient language is the heartfelt wish of yours sincerely, S. R. Chatterjea.

অভিনয় দেখিতে আসার বাসনা জ্ঞাপন করিলেন ; কিন্তু বঙ্গভাষায় তাঁহাদের অধিকার না থাকা প্রযুক্ত, নাটকের মর্ম্ম তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না, এ জন্য ইংরাজি অনুবাদের কথা উঠিল। এ কথা রামগোপালবাবু, কি রমাপ্রসাদবাবু, কি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রস্তাব করেন এক্ষণে আমার স্মরণ হইতেছে না। ফলতঃ ইংরাজি-অনুবাদের বিষয় এক প্রকার অবধারিত হইল ; কিন্তু অনুবাদ কে করিবেন, তাহা ঐ দিনে স্থির হইল না।

"মধুসূদন অতীব সুলেখক বলিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশ হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ রাজা প্রতাপচন্দ্রের সহিত মধুসূদনের পরিচয় ছিল না। পরে মধুসূদনের নাম স্থির হওয়াতে তিনি এক দিবস আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

"মধুসূদন রামনারায়ণের কৃত রত্নাবলীর বঙ্গীয় অনুবাদ হইতে ইংরাজি অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই মধুসূদন অনুবাদ শেষ করেন। ঐ অনুবাদ সকলের মনোনীত হইলে রাজা তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

"নাটকের মধ্যে কয়েকটি সঙ্গীত সংযোগ করিবার আবশ্যক হয়। গুরুদয়াল রায় নামে রাজা কৃষ্ণনাথের রঙ্গপুর জেলাস্থ বাহার-বন্দরের নায়েব, আমার অগ্রজ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের এক প্রধান ছাত্র ছিলেন। সেকালের হাফ আখ্ড়াইয়ের অনেক দলে সঙ্গীত রচনা করিয়া তিনি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার উপর রত্নাবলীর সঙ্গীত রচনার ভার অর্পিত হয়। সঙ্গীতগুলি অতীব রমণীয় হইয়াছিল। এটর্ণী রমানাথ লাহা নটী সাজিয়া প্রথম সঙ্গীত অতি সুস্বরে গান করেন। ঐ সময়ে শ্রোতাদিগের মধ্য হইতে যেরূপ আনন্দ-ধ্বনি ও হর্ষ-কোলাহল হয়, তাহা প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। একে নাট্যশালা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, তাহার উপর অর্কেষ্ট্রা যতদূর মনোরম হইতে পারে, তাহা হইয়াছিল। ইহাতে রঙ্গভূমির সৌন্দর্য্য ইন্দ্রালয়ের ন্যায় হইয়াছিল, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইতে পারে না। শ্রোতা মাত্রই মোহিত হইয়াছিলেন ; এবং আমি স্বাভাবিক অনেক বিষয়ে সিনিক্যাল (cynical), আমিও ক্ষণকাল মোহিত হইয়াছিলাম। ঐ সময়ে মধুসূদনের ইংরাজি-অনুবাদের এক এক খণ্ড ইংরাজ, আর্ম্মাণী ও পার্শী শ্রোতাদিগের হস্তে দেখিয়াছিলাম।

"মধুসূদনের রত্নাবলীর ইংরাজি অনুবাদ দেখিয়া ছোটলাট ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী অতিশয় প্রশংসা করেন। নাটক অভিনয়ের দুই চারি দিবস পরে রাজার নিকট আমি এ কথা শুনিয়াছিলাম। কেবল লাটসাহেব নহেন, ইংরাজি সংবাদ-পত্র সমূহের তাবৎ সম্পাদকেরা রত্নাবলীর অভিনয় সম্বন্ধে যে সকল দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে অনুবাদের বিস্তর প্রশংসা করেন। 'হরকরা' কাগজের সম্পাদক বলেন 'এতদূর বিশুদ্ধ ইংরাজি রচনা আমরা কখনও দেখি নাই। বাঙ্গালীর লেখনী হইতে এরূপ লেখা কখন যে হয়, আমরা জানিতাম না। কেবল বাঙ্গালী নহে, কলিকাতার মধ্যে অনেক ইংরাজও এরূপ লিখিতে পারিয়াছি বলিয়া, আপনা আপনি শ্লাঘা প্রকাশ করিলে অহঙ্কৃত বলিয়া দূষিত হইবে না'।

"রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও তাঁহার বন্ধু গোপীমোহনবাবু জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মণিরামপুরে আশুতোষবাবুর উদ্যানে বাস করেন। বিশেষ কতকগুলি প্রয়োজনীয় কার্য্যে আমাকে মণিরামপুরে যাইতে হয়। তথায় মধুসূদনকে দেখি; তিনি তৎকালীন ধুতি পরিধান করিয়া কয়েকটি বন্ধুর সহিত উদ্যানস্থ সরোবরে জলক্রীড়া করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আর্দ্রবস্ত্রেই ঘাটের উপর উঠিয়া আমার কর ধারণ করেন। আমি বিদ্রূপচ্ছলে কহি 'এখন তোমার হ্যাট্‌কোট্ কোথায়?' ধুতি পরিধান করিয়া আমার ভ্রাতার নিকট যাইতে অস্বীকার করিয়াছিলে?"* তিনিও হাসিয়া উত্তর করেন, 'মনুষ্য বহুরূপী, যখন যে অবস্থায় পতিত হইতে হয়, সেই অবস্থানুসারে নূতন রূপও ধারণ করিতে হয়।' প্রত্যাগমনের সময়ে তাঁহাকে সঙ্গে আনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। রাজা আসিতে দিলেন না।

"মধুসূদনের চরিত্র স্বাভাবিক অনেক অংশে নির্ম্মল ছিল। সমাজের দোষে তাঁহার চরিত্রে কিছু-কিছু দোষ ঘটিয়াছিল। মধুসূদনের আন্তরিক সরলতা ও অমায়িকতা মনে করিলে আমার অন্তঃকরণে যে একটি ভাবের উদয় হয়, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি না।"

* শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের রচনা সম্বন্ধীয় অভিমতের জন্য মধুসূদন, পণ্ডিতবর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের নিকট ধুতি উড়ানী পরিধান করিয়া যাইতে অনুরুদ্ধ হইলেই, তিনি সম্মত না হইয়া, পরিচ্ছদ ভাঁড়াইলে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, এই কথা বলিয়া তর্কবাগীশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে মধুসূদন কোন-কোন স্থলে ঘটনা-সূত্রে সময়ে-সময়ে দুই-এক ঘণ্টার জন্য দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন।

যখন রত্নাবলী নাটকের অভিনয়াভ্যাস চলিতেছিল তখন মধুস্দন উক্ত নাটক-খানিকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে, গৌরদাস বলেন, 'ভাল নাটক বাঙ্গালা ভাষায় থাকিলে আমরা রত্নাবলীর অভিনয় করিতাম না'; তদুত্তরে মধুসূদন বলেন, "ভাল নাটক? আচ্ছা আমি রচনা করিব।" মধুসূদনের বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে গৌরদাসের কিছুই অবিদিত ছিল না। মধুসূদনের মাদ্রাজে অবস্থান কালে তিনি তাঁহাকে মাতৃভাষার উন্নতি-কল্পে চেষ্টা করিতে বহু বার অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার কোন সুফল না পাইয়া এতদিন নীরবেই ছিলেন; এক্ষণে তাঁহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "ভালই! ইচ্ছা হইলে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।"

এই কথোপকথনের পরেই তিনি এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে তৎকাল-প্রচলিত বাঙ্গালা পুস্তক ও সংস্কৃত নাটক আনাইয়া পাঠ করেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের কিয়দংশ রচনা করিয়া গৌরদাসকে দেখাইলে তিনি বিস্মিত হইলেন। ইংরাজি তন্ত্রে দীক্ষিত মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষায় নাটকীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এ সংবাদে তাৎকালিক শিক্ষিত সমাজ, বিশেষতঃ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ঐ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিবার নিমিত্ত বিশেষরূপ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। মধুসূদনের সহিত যতীন্দ্রমোহনের তখনও পরিচয় হয় নাই। তাঁহার সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে এবং তৎরচিত নূতন নাটকের রচনা-প্রণালী অবগত হইবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া গুণগ্রাহী যতীন্দ্রমোহন গৌরদাসকে নিম্নোদ্ধৃত পত্র লিখিয়াছিলেন,—

My dear Gour Babu,

Accept my best thanks for your present, a present which I prize no less for its intrinsic value than for the kindness of the donor.

I am very anxious to have a perusal of your friend's manuscript drama, for I am pretty sure that he who wields his pen with such elegance and facility in a foreign language, may contribute something to the meagre literature of his own country, which cannot but be prized by all. I shall feel myself honoured by his visit to my humble garden, and shall wait there to receive him any evening that he may appoint.

16th July, 1858. Believe me, sincerely yours, J. M. Tagore.

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' বিরচিত, গ্রন্থাকারে মুদ্রিতঃও প্রকাশিত হয়। ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার প্রথম নাটক। এই নাটক দেখিয়া সংস্কৃত পণ্ডিত-পুঙ্গবেরা কি গোলমালই না করিয়াছিলেন। মধুসূদন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে 'শর্ম্মিষ্ঠা'র পাণ্ডুলিপি প্রদান করিলে, তিনি তাঁহার পরিচিত কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা উহা তাঁহাদের সভাপণ্ডিত বিখ্যাত আলঙ্কারিক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের নিকট প্রেরণ করিয়া বলেন যে, "যে-যে স্থলে নাটকখানির দোষ আছে, সেই-সেই স্থলে তিনি যেন দাগ দিয়া দেন। তাঁহার দাগ দেওয়া হইলে, আপনি গ্রন্থখানি লইয়া আসিবেন।" ভদ্রলোকটি তর্কবাগীশের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই কথা বলিয়া গ্রন্থখানি তাঁহার হস্তে দিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় গ্রন্থখানি কিয়ৎক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়া ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, "আপনি এখন যান, আমি কিছু পরে স্বয়ং গ্রন্থখানি লইয়া রাজাদিগের নিকট যাইতেছি।" যথাসময়ে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ নাটকখানি লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। ঘটনাক্রমে মধুসূদনও সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তর্কবাগীশকে দেখিয়াই মধুসূদন বলিলেন, "আপনি আপত্তিকর স্থানসমূহে দাগ দিয়াছেন কি?" তর্কবাগীশ হাসিয়া বলিলেন, "দাগ দিতে গেলে কিছু থাক্‌বে না। তবে কি না, আমি যে চোখে দেখ্‌ছি সে রকম চোখ আর গোটা দুই লোকের আছে; আমরা ফতে হ'য়ে গেলে তোমার বই খুব চ'লে যাবে, বাহবা বাহবা পড়্‌বে।"

মধুসূদনকে তাঁহার কোন কোন বন্ধু শর্ম্মিষ্ঠা নাটক সম্বন্ধে তদানীন্তন নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মধুসূদন তর্করত্নকে কেবল মাত্র নাটকের ব্যাকরণাশুদ্ধি সংশোধন করিতে বলেন; কিন্তু তিনি মধুসূদনকে নাটকখানি সংস্কৃত রীত্যনুসারে পরিবর্ত্তিত করিতে পরামর্শ দেন। মধুসূদন এই প্রসঙ্গে গৌরদাসকে যে পত্র লেখেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।—

I shall either stand or fall by myself···You know that a man's style is the reflection of his mind, and I am afraid there is but little congeniality between our friend and my poor-self···

I am aware, my dear Fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my Drama; but if the language be

not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot intersting, the characters well-maintained, what care you if there be a foreign air about the thing ? Do you dislike Moore's poetry because it is full of Orientalism ? Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism ? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and *modes of thinking* ; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit···

In matters literary, old Boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes ! I may borrow a neck-tie, or even a waist-coat, but not the whole suit···Don't let thy soul be perturbed, old Cock, for I promise you a play that will astonish the old rascals in the shape of Pandits···

শর্ম্মিষ্ঠা নাটক প্রাচীন সংস্কৃত-রীতির পক্ষপাতী পণ্ডিতগণের তাদৃশ মনোনীত না হইলেও নব্য-শিক্ষিত-সমাজে ইহা এতদূর সমাদৃত হইয়াছিল যে, অনেকে ইহাকে সে-সময়ে বঙ্গভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলিতে কুণ্ঠিত হন না। এ সম্বন্ধে মধুসূদনের ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের লিখিত কয়েকখানি পত্র বা পত্রাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

Calcutta 9th January, 1859, Sunday.

My dear Gour,

You are one of the best dogs in creation, an honour, Sir, to Human nature ! For, I have treated you most shabbi- ly, and yet you are as true as steel ! God bless you, old Boy. You must *not* fancy that because I have not replied to your friendly Epistles, I have forgotten you. That can *never* be. The fact is that I am deadfully busy, reading up for the Law Examination that is coming. I do not at all appreciate the idea of being "plucked" and would rather have my ears pulled. But there is no knowing what is to be my fate.

Do not, O most illustrious of Deputy Magistrates, be troubled on account of thy poor friend, who is neither in jail nor in the power of of Duns, nor of other curs of high and low degree ! About a month ago, I was invited to inspect Her Gracious Majesty's "Hotel," but my visit only lasted a few hours. Digumber made matters right. It was on account of one Mr. A—whose note [imagining him to be a man of substance] I had foolishly guaranteed. Our friend Hurry

Doss shewed himself very zealous in the matter. By Jove, that Hurry is a d—d good fellow !

"Sermista" has turned out to be a most delightful girl, if I am to believe those who have already inspected her. Jotindra says it is the *best* drama in the language, "chaste, classical and full of genuine poetry !" The Chota Raja writes in raptures about it and swears the "Drama is a complete success !" * But I dare say, you have heard their opinions before this. There is to be an English translation.

I hope to send you copies, English and Bengali, when ready and you shall have an opportunity of judging for yourself.

Mrs. Dutt desires me to convey to you her best thanks for your letter received yesterday and for the interest you evince in our affairs. How are you getting on, old Boy ? I have no doubt but that you are making yourself useful to all and sundry.

I am going to finish, for I want to go to eat my break-fast. Open correspondence with me after the 25th of January and I shall give you tit-for-tat !

With our united regards and praying God to bless you, I remain, my dear Gour, Ever your affectionate.

যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনের নিকট হইতে শর্ম্মিষ্ঠা নাটক উপহার পাইয়া তাঁহাকে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন,—

My dear Sir,

Accept my best thanks for your kind present ; it is a gem truly worthy of the talented donor. I will preserve it carefully as an invaluable contribution to the rising literature of our country, and I doubt not but Sermistha will take the first place among the dramas in the vernaculars.

I am glad to know that an English version of "Sermistha" is in the press. From what I have seen of the "Ratnavali" and considering

---

* যতীন্দ্রমোহন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে নভেম্বর তারিখের পত্রে মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন,— I am of opinion that Sermistha is the best drama we have in our language…it is at once classical, chaste and full of genuine poetry !

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রও ১০ই ডিসেম্বর তারিখে মধুসূদনকে লেখেন,—However, every care will be taken to keep the sentiments of the author in all its refulgent brightness. I need scarcely tell you that the drama is a complete success, abounding as it does with ideas and similies that are scarcely to be found in any Bengalee book I have come across.

that in the present instance the author is himself the translator, I am sanguine in my expectation.

The actors are doing marvellously well; they have already got by heart, the greater portion of the Book, and I fully believe, they will be able to do justice to the conceptions of the Poet.

19th Jan. 1859. Yours very sincerely, J. M. Tagore.

পাইকপাড়ার রাজাদিগের অনুরোধে মধুস্থদন তাঁহার শর্ম্মিষ্ঠা নাটকও ইংরাজিতে অনূদিত করিয়াছিলেন; তিনি অনুবাদের প্রথমাংশ যতীন্দ্রমোহনকে দেখিতে দেন; তিনি উহার সম্বন্ধে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মধুস্থদনকে লিখিয়াছিলেন,—"I shewed the first portion of your English version of *Sermistha* to my friend, the Chota Raja and he liked it exceedingly; for my own part I verily believe, that if it is finished in the style in which it is begun, (and I doubt not but it will be so), your present translation will even surpass that of *Ratnavali*."

গৌরদাস শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয়ের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল তারিখে বালেশ্বর হইতে মধুস্থদনকে লিখিয়াছিলেন,—How is Sermista going on? When does it come out? The more I read the more am enamoured of her.

রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর হইতে মধুস্থদনকে-লিখিত একখানি পত্রে শর্ম্মিষ্ঠা সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—None of your works has been unread by me; "Sermista" is exactly after the pure classical model, is in many places full of sterling poetry, and displays considerable knowledge of human nature! I shall never forget the sweet resigning spirit of the gentle Sermista, the tender interview between her and the king, the pathetic meeting between Devajani and her father and the mean tiresome jokes of the clown."

রাজেন্দ্রলাল মিত্র শর্ম্মিষ্ঠা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, যে-সকল বাঙ্গালা নাটক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণজনগণে শর্ম্মিষ্ঠাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিবেন সন্দেহ নাই।"

এই সময়ে মধুস্থদন গৌরদাসকে বালেশ্বরে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন,—

3rd May, 1859.

My dear Gour,

I owe you an apology for not having replied to your two letters earlier. But you do not know how harassed I am for want of time.



রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

Mr Hume has been absenting himself from office for the last 8 or 9 weeks and Fagan has had to do his work, and so I have been obliged to be in office from 10 till 5 or 5½ o'clock. In addition to all this, I have been finishing my English Sermista and the New Play, which I trust will distance its predecessor.

I am glad you like Sermista. I dare say you will also like the English. Pray, tell your cousin at the Asiatic to send your name for a copy to the Publisher. I have nothing to do with the sale of the book, for its proceeds will be paid to the Rajahs in liquidation of the money they have kindly advanced me.

You must wait for sometime yet for the New Play. All that I can tell you is that there are few *prettier* plots in any Drama that you have read! I invented it one blessed Sunday. Tagore and the Rajahs exclaimed "Beautiful." I only hope I have done justice to it. This morning I am going to send Act No IV to Tagore. I wish I could run up to spend some little time with you, but at present that is out of the question. Upon my soul, you are damnably mistaken if you think that I like Calcutta. I would be *happier* I think, even in the Soonderbuns. I lead a quiet life and seldom or never go out anywhere.

I like Fagan very much indeed, for he is very gentlemanly. Hume is off to England. With kind regards as ever yours.

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর শর্ম্মিষ্ঠা নাটক মহাসমারোহে 'কুসুমদাম-সজ্জিত দীপাবলী-তেজে উজ্জ্বলিত' বেলগাছিয়া-নাট্যশালায় অভিনীত হইয়াছিল।* বঙ্গেশ্বর স্তর জন্ পিটার গ্রাণ্ট, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যেক সাহেব

---

* The performances at Belgatchia were honoured by the *elite* of Calcutta Society, both European and Indian, and elicited the warmest plaudits of even such accomplished actors and fastidious critics as Mr. Clinger and Mr. James Hume.

The following extract from a paper submitted in 1859 by the late Rev. J. Long to the Government of Bengal gives a correct account of Bengalee Dramatic Works of that period. "The Sarmista Natak, by Michael Madhu Sudan Dutt, has been performed successfully on the stage, as have been the Ratnabali and the Sakuntala."

National Magazine, Vol. VI. 1892.

ও বিবিকে এক-একখানি মধুসূদন-কৃত শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের ইংরাজি অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল। জনৈক বিশিষ্ট ইংরাজ সামরিক কর্ম্মচারী অভিনয়ান্তে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "এই ইংরাজি নাটকের অনুবাদ কি অভিনীত হইল?" রাজা তাঁহাকে উহার বিপরীত বলিলে, সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "অনুবাদ এত সুন্দর যে, আমি ইহাকে মূল গ্রন্থ বলিতে কুণ্ঠিত নহি।"

শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয়কালে হিন্দুকলেজের প্রবীণ শিক্ষক আনন্দে অর্দ্ধোন্মত্ত ভাবে মধুসূদনের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন; "Why, my dear Madhu my dear Madhu, this does you great credit indeed! O, it is beautiful!"

শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয়ের সময় গৌরদাস বালেশ্বরে ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে যতীন্দ্রমোহন তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন;—The representation of the drama of *Sermisthu* has come off gloriously! Night before last was the sixth of last night of its performances and the Lieut. Governor and several other respectable gentlemen Native and European were present on the occasion. You must have read the very handsome notices in the papers, so I will not write to trouble you with details.

মধুসূদন শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের প্রচ্ছদ-পত্রে রঘুবংশ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেন,—

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।

শর্ম্মিষ্ঠার প্রস্তাবনা, একটি কবিতা ও একটি সঙ্গীত এবং শেষোক্ত দুইটির ইংরাজি অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত হইল—

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়,
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারতভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুমঘোর, হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

স্থধারসঅনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু, মনঃ ক্ষয়।
মধু বলে, জাগো মাগো, বিভু স্থানে এই মাগো,
স্থরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়॥

স্থলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জ্জন কাননে;
গজমুক্তা শোভে গুপ্ত শুক্তির সদনে;
হীরকের ছটা বদ্ধ খনির ভিতর;
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর;
পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া;
হায়, বিধি, এ কুবিধি কিসের লাগিয়া?

The sweet gazelle of bright and liquid eye,
Wanders in forests lone: the priceless pearl
Is born in the womb of the unseemly shell;
The diamond lies buried in the mine:
How oft do envious clouds veil the fair moon!
The lotus-fibres' shape of sweetest beauty
Is hid beneath the waters of the rill,
Why dost thou so ordain, O Nature, Why?

গীত।

এই ত সে কুস্থম-কানন গো,
পাইয়েছিলেম যথা পুরুষরতন।
সেই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভা ধরে,
সেইমত পিকবরে, স্বরে হরে মন।
সেই এই ফুলবনে, মলয়ার সমীরণে,
স্থখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন?
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি,
এত দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন॥

SONG.

Is this the lone, the bridal bow'r
  Where pillow'd on my true love's breast,
Sweet midnight, in thy starry hour,
  This aching head found balmiest rest?

The moon shines bright on leaf and tree,
On fount and flow'r—yet where is he !
Come, thou sad night-wind ! Let my sighs
Mingle with thine. Blow softly thou,
And as these tear-drops blind mine eyes,
Come, kiss, O, kiss this fever'd brow,
And I will dream that thou art he,
Mine own true love ! O, come to me !

শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয়ের পর হইতেই কলিকাতায় অনেকের নাট্যাভিনয়ে গভীর অনুরাগ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। * ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে রামনারায়ণ তর্করত্ন কৃত "রত্নাবলী নাটক" রচিত ও অভিনীত হয়।

মধুসূদন রত্নাবলীর ইংরাজি অনুবাদ, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক ও তাহার ইংরাজি অনুবাদ, এই তিনখানি গ্রন্থ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরকে উৎসর্গ করেন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও গ্রন্থত্রয়ের মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় ব্যতীত, মধুসূদন এই রাজভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ-সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।

বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য যখন শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের অয়োজন ও মহড়া চলিতেছিল, তখন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, নাটকের সঙ্গে-সঙ্গে প্রহসনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন। তখন বাঙ্গালায় অভিনয়োপযোগী আনন্দ-প্রদ প্রহসন ছিল না। তজ্জন্য তিনি প্রহসন-রচনা-সম্বন্ধে মধুসূদনকে নিম্নলিখিত পত্র লেখেন ;—

10½ P. M. 8th May, 1859.

My dear Michael,

I have a world of talk with you. Could you conveniently call one of these days at Pykeparah ? Pray, what do you think of the বিধবা

---

* চারিদিকে এই সময়ে নাটকাভিনয়ের উদ্যোগ-আয়োজন দেখিয়া মধুসূদন, যতীন্দ্রমোহনকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। কলুটোলার সেনবংশীয়েরা বিধবা বিবাহ নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা করিতেছিলেন ; যতীন্দ্রমোহন পত্রোত্তরে তাহার উল্লেখ করিয়া লেখেন,—"The Sen family of Colootolah, I hear, are getting up the বিধবা বিবাহ নাটক। Pray, did you ever read the play ? I should like to know your opinion of it. Theatres as you say, are really *springing up like mushrooms*, but unfortunately, they are as short-lived also ; still they are a good sign of the times, for it is evident that a taste for the Drama is gradually spreading itself among us."



রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ

বিবাহ নাটক? You ought to be a very good judge as to its merits and demerits as I hear you are going to translate it gratis!

Three or I believe four acts of your new drama * are with my brother. I have not had the pleasure of seeing them yet, but from the synopsis which was read to me some months ago, I have no doubt that the plot under your able management would be turned to good account. I am thinking of some domestic farces to follow immediately after the first representation of the 'Shermistha' and before it is repeated, just to show the public that we can act the sublime and ridiculous both at the same time and with the same actors.

Please let me know the day and hour that you intend to call. Excuse haste. Yours sincerely, ISSUR CHUNDER SINGH.

শর্ম্মিষ্ঠা রচনায় মধুসূদনের অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়া রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, মধুসূদনকে প্রহসন রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহার ফলে, মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক প্রহসনদ্বয় রচনা করেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই দু'খানিও বঙ্গভাষায় প্রথম সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রহসন এবং আজিও বাঙ্গালার প্রহসন-সাহিত্যে অগ্রগণ্য। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় মধুসূদন পান-দোষাশ্রিত ইংরাজি শিক্ষিত নব্য যুবক সম্প্রদায়ের (Young-Bengal) অধঃপতন দেখাইয়াছেন। এই শ্রেণীর প্রহসনের মধ্যে এইখানিই প্রথম। †

মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ,' বাহিরে গোঁড়া হিন্দু

---

* পদ্মাবতী নাটক।

† একবার নাট্যরথী দীনবন্ধু মিত্রের সহিত সুপরিচিত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হইয়াছিল, তাহা এইরূপ;—"যুবক নবকুমার সুরাপানে বিভোর হইয়া, অধিক রাত্রে প্রত্যাগত হইয়া, নিজের শয়নগৃহে বড়ই উপদ্রব করিতেছেন; তাঁহার পত্নী ও ভগিনী বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে চুপ করাইতে পারিতেছেন না—

"পার্শ্বের ঘরে কর্ত্তা (নবকুমারের পিতা) ভোজনে বসিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে এ বিষয়ের কিছুই অবগত ছিলেন না। নব, নেশার ঘোরে অর্দ্ধ অচৈতন্য হইলে, তাঁহার মাতা ভীতা হইয়া, কন্যা প্রসন্নময়ীকে, কর্ত্তাকে সত্বর ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। কর্ত্তা, কন্যার মুখে এ সংবাদ শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ ভোজন ত্যাগ করিয়া পুত্রের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, পুত্রের অবস্থা দেখিলেন; তাঁহার কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া গৃহিণীকে ও পুত্রকে অশেষ ভর্ৎসনার পর বলিলেন,—"কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে

অথচ ভিতরে পশুবৎ লাম্পট্যদোষে দূষিত এক বৃদ্ধের চিত্র লইয়া অঙ্কিত। ইতরশ্রেণীর মুসলমানদিগের গ্রাম্য কথায় মধুসূদন এই প্রহসনের অসাধারণ লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহার ইংরাজি নাম—'The Silvered Rake!' বহুকাল এই প্রহসনের অভিনয় বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। শুনিয়াছি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হিন্দী ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল।

'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনদ্বয় রচনা করিবার অব্যবহিত পরেই, মধুসূদন গ্রীক-পুরাণের ছায়াবলম্বনে তাঁহার 'পদ্মাবতী নাটক' রচনা করিলেন। "চীয়তে বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্র-পতিতা কৃষিঃ"—"মুদ্রারাক্ষস" হইতে এই সংস্কৃত শ্লোক কবি গ্রন্থের উপরিভাগে উদ্ধৃত করেন। যে নৃত্য-গীত-বহুল নাটক-প্রহসন বর্ত্তমান রঙ্গালয়সমূহে এখন বিশেষ প্রচলিত হইয়াছে, পদ্মাবতী নাটকেই তাহার সূচনা। সুদূর ভবিষ্যৎদর্শী মধুসূদন সেই অতীত যুগেই বুঝিয়াছিলেন যে, একদিন বঙ্গদেশের নাট্যশালা নৃত্য-গীতে প্লাবিত হইয়া যাইবে।

মধুসূদনের সুন্দর রচনা-প্রণালীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করিতে যাঁহারা অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যতীন্দ্রমোহনের নাম

যাত্রা করবো! এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই। এ বানরটা একটু ঘুমুক—

নব।—"হিয়র, হিয়র, আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন।"

নববাবুর উত্তরটি সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র বলিলেন যে, "এ কথাটা নবকুমারের পিতার সম্মুখে বলাটা কি ঠিক্ হইয়াছে? আমার বোধ হয় ঠিক্ হয় নাই।" দীনবন্ধু বলিলেন, "উহা এ স্থলে ঠিকই প্রযুক্ত হইয়াছে; নবর নেশাটা প্রায় কেটে এসেছে অথচ একেবারেও কাটে নাই এবং ইতিপূর্ব্বে তাহাদের সভাতে 'resolution,' 'second' ইত্যাদি শব্দ লইয়া আলোচনা হইয়াছিল; কাজেই কর্ত্তার প্রস্তাব শুনিবামাত্র ঐরূপ উক্তি তাহার মুখ হইতে স্বতঃই নির্গত হইয়াছিল; ইহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও মাইকেল বলিয়াই ওরূপ লিখিতে পারিয়াছিলেন!"

সহৃদয় গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুর কথাটি বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিয়া, নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন; এবং শেষে ঐ পংক্তিটির এত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রশংসা আর তাঁহার মুখে ধরিত না। আমরা তাঁহাকে যথা-তথা এই কথা আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি—"মাইকেল কি খেয়েই ও কথাটা লিখেছিল; আ মরি মরি! "Hear! Hear! I second the resolution!"

পরে 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনের ছায়া অনুসরণ করিয়া দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক প্রহসন 'সধবার একাদশী' রচনা করিয়াছিলেন।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। অন্যান্যের মধ্যে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, এবং পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনস্বীবর্গ মধুসূদনকে কাব্য-নাটক-প্রহসন রচনায় সবিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রমোহন, মধুসূদনের প্রত্যেক নাটক ও প্রহসনের প্রথম দুই-এক অঙ্ক পাণ্ডুলিপি-অবস্থায় আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া স্বয়ং তাহা পাইকপাড়ার রাজ-ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট লইয়া গিয়া, সমাগত বন্ধুবর্গের নিকট পাঠ করিতেন এবং গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁহাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া মধুসূদনের নিকট পাঠাইতেন। মধুসূদন যতীন্দ্রমোহনের সৎপরামর্শে ও মন্তব্যে প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হইতেন। যতীন্দ্রমোহনও স্বকীয় নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতি রচনার সময়ে মধুসূদনের পরামর্শ লইতেন। পাইকপাড়ার রাজারাও সাহিত্য ও নাটক সম্বন্ধীয় বিষয়ে মধুসূদনের মতামত এবং পরামর্শ সমাদরে ও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেন। যতীন্দ্রমোহন তাঁহার 'মরকত-কুঞ্জ' নামক শোভন উদ্যানে কোন গ্রীক দেবতার মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নিজে একটি ইংরাজি কবিতা রচনা করিয়া ইহার বেদীকা-তলে উৎকীর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন। কবিতা রচিত হইলে, তাঁহার বন্ধুগণ তৎসম্বন্ধে নানা অভিমত প্রকাশ করিয়া দু-একটি শব্দের পরিবর্ত্তন করিতে বলেন। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে উহা দেখাইয়া তাঁহারই উপদেশ মতে কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

যতীন্দ্রমোহন তাঁহার ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন রচিত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক নাটকের প্রথম তিন অঙ্ক মতামতের জন্য মধুসূদনের নিকট পাঠাইয়াছিলেন; পরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে উক্ত নাটকের শেষের দুই অঙ্ক পাঠাইয়া তিনি লিখিয়াছিলেন;—

1 Sep. 1859.

My dear Sir,

Here are the last two Acts of Malovika. I hope you will with your usual kindness give us the benefit of your masterly suggestions. My brother further requests me to say that, now that you will have seen the whole Play, he expects to be favoured with your learned opinion on it.

I think the first public performance of Sermistha is to take place this Saturday—we expect it will come off gloriously.

Believe me, my dear Sir, Yours very sincerely, J. M. Tagore.

অষ্টম অধ্যায়

বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন—তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।

[১৮৫৯—১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ]

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে একদিন মধুর সন্ধ্যায় পাইকপাড়ার রাজাদিগের বেলগাছিয়ার সুরম্য উদ্যান-বাটিকার (villa) নিম্নস্থ হলে সোফায় বসিয়া যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মধুসূদন বিশ্রম্ভালাপে নিরত ছিলেন। সে দিন রত্নাবলী-নাটকের মহড়া (Rehearsal) হইবে। একে-একে অভিনেতৃগণ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। নাট্যপ্রসঙ্গে মধুসূদন, যতীন্দ্রমোহনকে বলিলেন, 'যত দিন না বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইবে, তত দিন বাঙ্গালা নাটকের প্রকৃত উন্নতির আশা নাই।'

যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, 'আমার বোধ হয় না যে, বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ-প্রবর্ত্তন সম্ভব; আর আমাদের বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ গঠন ও প্রকৃতি, তাহাতে উহা অমিত্রচ্ছন্দের মহান্ গাম্ভীর্য্য ও সুললিত পদবিন্যাসের উপযোগী হইতে পারে না।' মধুসূদন বলিলেন, 'এ বিষয়ে আমি আপনার সহিত একমত হইতে পারি না; আমার মতে একবার চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত।'

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বলিলেন, 'অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যঙ্গ করিয়া স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লিখিত কবিতাটা আপনার মনে আছে কি? এবং রহস্য করিয়া সেই ব্যঙ্গ কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন;—

কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি,
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।

মধুসূদন বলিয়া উঠিলেন, 'বৃদ্ধ ঈশ্বর গুপ্ত অমিত্রচ্ছন্দ লিখিতে সক্ষম হন নাই বলিয়া, আর কেহ যে লিখিতে পারিবেন না, ও কথা একটা যুক্তির মধ্যেই নহে।'

যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, 'আমি যতদূর জানি, ফরাসী ভাষার ন্যায় সমৃদ্ধি-শালিনী ও বিস্তৃত ভাষায়, অমিত্রচ্ছন্দে রচিত কোন কাব্য-গ্রন্থ নাই। নিঃসন্দেহই সে ভাষা আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত। সে স্থলে বাঙ্গালা ভাষা যে অমিত্রাক্ষরের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?'

মধুসূদন বলিলেন, 'আপনি যে বিস্মৃত হচ্ছেন, সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালা ভাষার জননী, যাহার তুল্য সমৃদ্ধিশালিনী ভাষা আর নাই।'

যতীন্দ্রমোহন উত্তর দিলেন, 'সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। যদিও বঙ্গভাষা বলশালিনী প্রসূতির দুহিতা, তবুও এখনও তাঁহাকে নিতান্ত দুর্ব্বলা বলিয়াই অনুমিত হয়।'

মধুসূদন হাসিয়া বলিলেন, 'যদি আমি আপনাকে অতি অল্পকালের মধ্যে আপনার ভ্রম বুঝাইতে না পারি ত আপনি আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিবেন; আর যদি আমি আপনাকে দেখাই যে, বাঙ্গালা ভাষা অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য-রচনার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তা'হলে আপনি—'

যতীন্দ্রমোহন বাধা দিয়া বলিলেন, 'তা'হলে আমি আপনার গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিব—আর সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিব।'

এ কথা শুনিবামাত্র মধুসূদন করতালি দিয়া বলিলেন, 'হয়েছে, আপনি দুই-তিন দিনের মধ্যেই আমার নিকট হইতে অমিত্রচ্ছন্দে রচিত কবিতার কিয়দংশ শুনিতে পাইবেন?'

উভয়ের এই তর্ক-বিতর্কের পর তিন-চারি দিনের মধ্যেই মধুসূদন তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গ রচনা করিয়া পাণ্ডুলিপি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে পাঠাইয়া দিলেন। গুণগ্রাহী যতীন্দ্রমোহন কাব্যের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়াই চমৎকৃত হইলেন। কবির রচনা-কৌশল, ছন্দের শিল্প-নৈপুণ্য, কবিতার ভাব ও মাধুর্য্য (sentiments and rich imageries of poetry) দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি সাগ্রহে ও সানন্দে কাব্যের পাণ্ডুলিপি পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয়কে দেখাইলেন। সেখানে সাহিত্য-রুচি কয়েকটি বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও উপস্থিত সকলেই উহা পাঠ করিয়া, একবাক্যে যতীন্দ্রমোহনের মতের পোষকতা করিলেন, এবং অমিত্রাক্ষর রচনায় মধুসূদনের চেষ্টা যে সম্পূর্ণ ফলবতী হইয়াছে, তিনি যে তাঁহার প্রতিজ্ঞাপালনে পূর্ণরূপে সফলকাম হইয়াছেন, সকলেই ইহার অনুমোদন করিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে বেলগাছিয়া হলে যতীন্দ্রমোহনের সহিত মধুসূদনের সাক্ষাৎ হয়। মধুসূদন তাঁহার স্বভাব-সুলভ হাস্যসহকারে যতীন্দ্রমোহনের নিকট

আসিয়া সজোরে তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন। অন্তরঙ্গ বিশিষ্ট বন্ধুবর্গকে এইরূপেই সম্ভাষণ করা তাঁহার রীতি ছিল; তৎপরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নমুনা স্বরূপ যে অমিত্রাক্ষর কবিতা পাঠান হইয়াছিল তাহা কেমন লাগিয়াছে?' সহৃদয় যতীন্দ্রমোহন উত্তর করিলেন, 'বাস্তবিকই তাহা অতি সুন্দর, অতি মনোমুগ্ধকর হইয়াছে; আপনি বাজী জিতিয়াছেন, আমি সরল অন্তঃকরণে পরাজয় স্বীকার করিতেছি।' মধুসূদন হাসিয়া কহিলেন, 'দুর্ব্বলা বাঙ্গালা ভাষার শক্তি যে কতদূর, ইহা যে আমি আপনাকে বুঝাইতে পারিয়াছি, তাহাতেই যথেষ্ট আনন্দলাভ করিয়াছি।' রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এক্ষণে যত শীঘ্র হয়, বন্ধুবর মাইকেল তাঁহার কাব্য সমাপ্ত করুন।'

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি সংস্কৃতালোচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। এত শীঘ্র যে তিনি সংস্কৃত কাব্য-সিন্ধু মন্থন করিয়া শব্দরত্ন সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই অসামান্য ব্যাপার। পূর্ব্বে এই বেলগাছিয়ার বাগানেই রত্নাবলী নাটকের মহড়ার সময়, গৌরদাসের সহিত নাটক-রচনা সম্বন্ধীয় কথোপকথনের ফলে মধুসূদন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া, সংস্কৃত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অল্পকাল পরে একদিন গৌরদাস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তাঁহাকে দেখিয়াই মধুসূদন বলিয়া উঠিলেন, 'গৌর! গৌর! আমি রঘুবংশ শেষ করিয়াছি। হায়, এতদিন আমি কেন এই দেব-ভাষা অধ্যয়ন করি নাই! ইহাতে যে এত রত্নরাজী বিদ্যমান আছে, তাহা আমি জানিতাম না!'

মধুসূদন সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য (বর্দ্ধমান) ভেদিয়া-নিবাসী পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নের নিকট রীতিমত সংস্কৃত কাব্যসমূহ পাঠ করিয়াছিলেন। আরও একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট কিছুদিন সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিত রামকুমারের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি ব্যাস, বাল্মীকি, ভবভূতি, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, বিশ্বনাথ, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবি ও পণ্ডিতগণের গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়াছিলেন এবং মেঘদূত পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। এই খণ্ড-কাব্যখানি তাঁহার প্রিয়তম গ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত ছিল। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার এতদূর অনুরাগ পরিলক্ষিত হইয়াছিল যে, তিনি ইংরাজি, লাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেও, তাঁহার প্রায় সমস্ত গ্রন্থের উপরিভাগে

সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন ; এই সকল উদ্ধৃত শ্লোক (Quotations) তাঁহার সংস্কৃতানুরাগেরই একান্ত পরিচায়ক।

যতীন্দ্রমোহনের সহিত তর্ক-বিতর্কের ফলে মধুসূদনের লেখনী হইতে তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য প্রসূত হইল। প্রথমে এই কাব্যের দুই সর্গ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে"র ষষ্ঠ পর্ব্বে ক্রমান্বয়ে ৬৪ ও ৬৫ খণ্ডে ১৭৮১ শকাব্দে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে (ইং ১৮৫৯ জুলাই ও আগষ্ট) প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন প্রেসে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য মুদ্রিত হইয়া মে মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। সহৃদয় যতীন্দ্রমোহন মুদ্রাঙ্কণের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করেন। তিলোত্তমাসম্ভব রচনার সময়ে যতীন্দ্রমোহন কাব্যের প্রতি সর্গের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে নিজের অভিমত প্রকাশ করিতেন। এই সময়ে মধুসূদন নাটকেও অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করিয়া, উক্ত ছন্দে সুভদ্রা ও রিজিয়া নামক দুইখানি নাটকের কিয়দংশ লিখিয়া নমুনাস্বরূপ যতীন্দ্রমোহনের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু একখানিও সম্পূর্ণ হয় নাই। বাঙ্গালা নাটকে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন মধুসূদনেরই কার্য্য। মধুসূদনকে-লিখিত যতীন্দ্রমোহনের নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে।

My dear Sir,

I have received the Mss. from our friend, Rajendra. I will peruse the stanzas carefully and let you know my humble opinion about them.

About the Drama in blank verse, I will talk over the matter with the Rajas and read to them the few lines you have sent me as a specimen.

The Chota Raja saw me this morning and I am glad to tell you, he has agreed to pay in advance the printing charges of the two farces and a portion of the amount due from him on account of the English Sermistha. This I hope will mend matters considerably with your Printer. Believe me, ever sincerely yours, Jotendro Mohun Tagore. 31st December 1859.

মধুসূদন তিলোত্তমাসম্ভব অতি শীঘ্রই সমাপ্ত করেন। এ সম্বন্ধে যতীন্দ্রমোহনের একখানি পত্র এই স্থলে উদ্ধৃত হইল ;—

My dear Sir,

I am glad to say that I have been able to finish your fourth Book. I was afraid lest I should be making the Printers wait for me; so I managed to snatch a few leisure half hours and took up the Book. It so much engrossed my attention that unconsciously I found myself at the end of it! I am delighted to find that my predictions have been verified; the Muses seem to have brought their aid most gloriously; for the Fourth Book is even superior to the Third. I may be mistaken, but such is my firm conviction. Knowing full well that you tolerate the liberties that I take, I have again presumed to make a few remarks in this Book. Yours very sincerely, J. M. TAGORE. 14th Feb. 1860.

মধুসূদন, মহাকবি ভবভূতি, হোরেস্ ও মিল্টন্ হইতে যে তিনটি শিরোবাক্য (Quotations) উদ্ধৃত করিয়া তিলোত্তমার প্রথম সংস্করণে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা।
কালো হ্যয়ং নিরবধিব্ বিপুলা চ পৃথ্বী॥"—(ভবভূতিঃ)।

"—Neque te ut turba miretur, labores,
Contentus paucis lectoribus."—*Horace*. *
"Fit audience find—tho' few."—*Milton*.

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে মধুসূদন এই কাব্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাহাতে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন ;—

মঙ্গলাচরণ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় সমীপেষু।

বিনয় পুরঃসর নিবেদনমেতৎ,

যে উদ্দেশে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, তাহা সফল হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সূর্য্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অনুকরণে আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি আমার এ পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য ; কেন না, এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে,

* Work not to attract the admiration of the crowd, be content with but a few readers.

এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্ব সাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয় ত সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

সে যাহা হউক, এ কাব্য আপনার নিকটে সর্ব্বদা সমাদৃত থাকিবেক; যেহেতু, মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, গুণগ্রাহকতা, এবং বন্ধুতা গুণে যে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছি এবং হইবারও প্রত্যাশা করি, ইহা তাহার এক প্রধান অভিজ্ঞান-স্বরূপ। আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহাশয় আমার প্রতি যেরূপ স্নেহভাব প্রকাশ করেন, আমার এমন কোন গুণ নাই যদ্দারা আমি উহার যোগ্য হইতে পারি। ইতি—

গ্রন্থকারস্য।

মধুসূদনের ভবিষ্যৎ-বাণী কিরূপ সফল হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। মধুসূদনের তিলোত্তমা কবিত্বের ও সৌন্দর্য্যের মন্দাকিনী। কিন্তু সে কবিত্ব-রসাস্বাদনের পথ কিছু দুর্গম হইলেও, দুরতিক্রম্য নহে। যেমন হিমালয়-বক্ষ-বিনিস্সৃতা, কল্লোলিনী নিবিড় কানন-কান্তার ভেদ করিয়া লম্ফে-ঝম্পে ফুৎকারে-শীৎকারে স্ফটিকবৎ মুক্তাধারা উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে কখন অতলস্পর্শী গিরি-গহ্বরে প্রবেশ করিতেছে, আবার কখনও-বা সমতলভূমি জল-প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তেমনিই তিলোত্তমাসম্ভবে কবি-কল্পনার লহরী-লীলা অতি বিচিত্র রঙ্গে-ভঙ্গে উচ্ছ্বসিত। উদাহরণ-স্বরূপ প্রত্যেক সর্গ হইতে এক-একটি স্থল উদ্ধৃত হইতেছে—

প্রথম সর্গের প্রারম্ভেই ধবলগিরির বর্ণনা সৌন্দর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে কবি কীট্‌স্ বিরচিত হাইপিরিয়নের অনুরূপ,—

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ দর্শন;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল;
যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুলধ্যেয় যোগী! নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অন্যান্য অচলভালে শোভে যে সকল,

(যেন মরকতময় কনক কিরীট)
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবীপতি পৃথ্বীসুখে যেন
জিতেন্দ্রিয় ! সুনাদিনী বিহঙ্গিনী দল,
সুনাদী বিহঙ্গ, অলি মত্ত মধুলোভে,
কভু নাহি ভ্রমে তথা ! মৃগেন্দ্র কেশরী,—
করীশ্বর,—গিরীশ্বর-শরীর যাহার,—
শার্দ্দূল, ভল্লুক, বনচর জীব যত—
বন-কমলিনী কুরঙ্গিনী সুলোচনা,—
ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাকর ফণী,—
না যায় নিকটে তার—বিকট শেখর !
অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে,
কল-কল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী ; ঘন স্বনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্বনাশকারী !
দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি,—
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম —দুর্গম দুর্গ যেন !।
দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারি দিকে,
ভূতনাথ-সঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন

দ্বিতীয় সর্গে, দৈত্য-নাশের জন্য ব্রহ্মলোকের তোরণে দেবগণের মন্ত্রণা-সভায় জলেশ্বর বরুণ সৃষ্টিনাশের পরামর্শ দিলে ধনেশ্বর কুবের বলেন, যিনি এ কর্ম্মে পটু, তাঁহার তুল্য নিষ্ঠুর আর কে আছেন ! এই প্রসঙ্গে কুবেরের পৃথিবীর উদ্দেশে উক্তিটি কি মনোহর !—

কে পারে নাশিতে তোরে, জগতজননি,
বসুধে, রে ঋতুকুলরমণি, যাহার
প্রেমে সদা মত্ত ভানু, ইন্দু—ইন্দীবর
গগনের ! তারা-দল যার সখী-দল !

সাগর যাহারে বাঁধে রজভুজ-পাশে !
সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরি
বসায় ! রে অনন্তে, রে মেদিনী কামিনি,
শ্যামাঙ্গি, অলক যার ভূষিতে উল্লাসে
সৃজেন সতত ধাতা ফুলরত্নাবলী
বহুবিধ ! আলিঙ্গয়ে ভূধর যাহারে
দিবানিশি ! কে আছয়ে, হে দিক্‌পালগণ,
এ হেন নির্দ্দয় ? রাহু শশী গ্রাসিবারে
ব্যগ্র সদা দুষ্ট, কিন্তু রাহু,—সে দানব ।
আমরা দেবতা,—এ কি আমাদের কাজ ?
কে ফেলে অমূল্য মণি সাগরের জলে
চোরে ডরি ?

তৃতীয় সর্গে, দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মার বিশ্ব-মনোমোহিনী তিলোত্তমার সৃষ্টি এইরূপ,—

আরম্ভিয়া মহাতপঃ, মহামন্ত্র বলে
আকর্ষিলা স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত
ব্রহ্মপুরে শিল্পীবর । যাহারে স্মরিলা
পাইলা তখনি তারে । পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্ম্মা রাঙা পা দুখানি ।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস-রাগ । * *
* * তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি
হইলা বদন দেব অকলঙ্ক-ভাবে ;
ধরিল কবরী-রূপ কাদম্বিনী ধনী,
ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি ।
জ্বলে যে তারা-রতন উষার ললাটে,
তেজঃপুঞ্জ, দুইখান করিয়া তাহারে
গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁখি ।
গড়িলা অধর দেব বিম্বফল দিয়া,
মাখিয়া অমৃতরসে ; গজ-মুক্তাবলী
শোভিল রে দন্তরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া !

আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনু ধরি
ভুরু-ছলে বসাইলা নয়ন উপরে ;
*   *   *
*   *   বসুন্ধরা নানারত্ন-সাজে
সাজাইলা বর বপু, পুষ্পাবলী যথা
সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুমভূষণে।
চম্পক, পঙ্কজ পর্ণ, সুবর্ণ চাহিল
দিতে বর্ণ বরাঙ্গনে ; এ সবারে ত্যজি,—
হরিতালে শিল্পিবর রাগিলা সুতনু !
কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল
দিতে নিজ মধু-রব ; কিন্তু বীণাপাণি ,
আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল,
রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী !
অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পী-পতি
জীবাইলা কামিনীরে ;—সুমোহিনী বেশে
দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা, মূর্ত্তিমতী !

চতুর্থ সর্গে, বিন্ধ্যারণ্যে ইন্দ্রের আদেশে দানব-ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্দেশে তিলোত্তমার ধীর পদে গমনের চিত্র কবি কি সুন্দর স্বর্গীয় তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাই না ;—

প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
শরমে, ভয়ে কাতরা নবকুল-বধূ
লজ্জাশীলা। মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহুঃ চাহি চারি দিকে, চাহে যথা
অজানিত ফুল বনে কুরঙ্গিনী ; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি ;
কভু মরমর পাতাকুলের মর্ম্মরে ;
মলয়-নিশ্বাসে কভু ; হায় রে, কভু বা
কোকিলের কুহুরবে ! গুঞ্জরিলে অলি
মধু-লোভী, কাঁপে বামা, কমলিনী যথা



মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

পবন-হিল্লোলে ! এইরূপে একাকিনী
ভ্রমিতে লাগিলা ধনী গহন কাননে ।
শিহরিলা বিন্ধ্যাচল ও পদ-পরশে,
সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি
চন্দ্রচূড় ! বনদেবী—যথায় বসিয়া
বিরলে, গাঁথিতেছিলা ফুল-রত্ন-মালা,
(বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা
দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বর গলে)—
হেরি সুন্দরীরে, ত্বরা অলকান্ত তুলি,
রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে
তথায়, বিস্ময় সাধ্বী মানি মনে মনে ।
বনদেব—তপস্বী—মুদিলা আঁখি, যথা
হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে
দিনমণি । মৃগরাজ কেশরী সুন্দর
নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিলা প্রণমি—
যেন জগদ্ধাত্রী আদ্যাশক্তি মহামায়ে !

তিলোত্তমার পাণ্ডুলিপি মধুসূদন যতীন্দ্রমোহনকে উপহার দেন। তিনি উহা সযত্নে বাঁধাইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত কবির চির-স্মৃতি-রূপে নিজের লাইব্রেরীতে আজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। পাণ্ডুলিপির কতকাংশ মধুসূদনের স্বহস্ত-লিখিত ও অপরাংশ তাঁহার সংস্কৃত-পণ্ডিতের লিখিত। এই পাণ্ডুলিপির প্রতি স্বর্গীয় মহারাজের কি অনুরাগ ও যত্ন ছিল, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। তিনি একটি স্বতন্ত্র বাক্সের মধ্যে উহা চোখে-চোখে রাখিতেন; সদা-সর্ব্বদা পরম আনন্দের সহিত অনুসন্ধিৎসু কৌতূহলী আগন্তুক ও বন্ধুবর্গকে দেখাইতেন; কখনও হস্তান্তর করিতেন না। মধুসূদন তিলোত্তমার পাণ্ডুলিপি স্বহস্তে উপহার দিতেছেন এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাহা হস্ত-প্রসারণ করিয়া গ্রহণ করিতেছেন, এরূপ ভাবের একখানি ছায়া-চিত্র (Photograph) তদানীন্তন ফটোগ্রাফার রিণেক কোম্পানী (Messrs. Rinecke and Co.,) কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। বঙ্গ ভাষায় অমিত্রাক্ষর-ছন্দে রচিত প্রথম গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি উপহার পাইয়া, গুণগ্রাহী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, অতিশয় আনন্দিত হইয়া কবিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

My dear Sir,

I know not how to thank you adequately for the very valuable present of the manuscript তিলোত্তমা in the Poet's own hand-writing! I will preserve it with the greatest care in my Library, as a *monument that marks a grand epoch in our literature*, when Bengali poetry first broke thro' the fetters of rhyme and soared exultingly into the lofty region of sublimity which is her genuine province. Time will come when the poem will meet with due appreciation, and will find that high place in the estimation of posterity it so richly deserves. I feel sure that my descendants (should I have any) will then be proud to think that the manuscript in the author's autograph of the first Blank Verse Epic in the language, is in their possession, and they will honour their ancestor the more, that he was fortunate enough to be considered worthy of such an invaluable present by the Poet himself.

Praying sincerely that you may live long to adorn the literature of our mother country with your inestimable contributions.

[22nd May, 1860.] I remain, very sincerely yours, J. M. TAGORE.

রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রথমে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের সমালোচনা করেন। তাঁহাদের সমালোচনা পড়িয়া প্রাচীন রীতি-নীতির পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ ক্রমে-ক্রমে মধুসূদনের রচনার সমাদর করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজেন্দ্রলাল মধুসূদনকে "একেই কি বলে সভ্যতা?" প্রহসন ও "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" এক সময়ে রচনা করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন,—It is a wonder to me how the author could paint so humourous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama."

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে রাজনারায়ণ মেদিনীপুর হইতে মধুসূদনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। মধুসূদনে কবিত্ব ও ব্যবহার-শাস্ত্র একাধারে সম্মিলিত দেখিয়া, তিনি যে কতদূর চমৎকৃত হইয়াছিলেন, তাহাই এই পত্রে কথা-প্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

MIDNAPORE, THE 1st. MAY, 1860.

For some years past, I remained almost insensible to the charms of the Muse; but you have, in a certain degree, revived my old enthusiasm for poetry. After I read your poems, the melody still continues to ring in my ears and the sublime and beautiful images

to present themselves to my mind again and again. The effect is like the fragrance of flowers lingering in the imagination after we leave a flower garden behind; or the music of waves heard by fancy's ear after the traveller travels to a distance from the sea-shore. I at times also involuntarily chant out favourite lines from your poems, which whenever I read, I feel fresh pleasure. All these are unmistakable proofs of your possession of an extraordinary genius in the strictest sense of the word.

I am exceedingly surprised to hear that you combine the composition of poetry with the study of Law. This was a feat considered impossible even by a Blackstone or a Sir William Jones. They were obliged to quit the charms of the Muses for the enchantments of Littleton and Coke. I could never persuade myself to study Law! Nature delights to show in you an example of how dissimilar qualities can exist in the same individual!—Up-country stoutness (poets and lovers should be thin) and quick intelligence, a lofty and brilliant imagination and acute reasoning powers, sublimity and humour, law and poetry, Miltonic flights and odes on Radha's *viraha* etc. etc. strange! strange!

My dear Madu, your country does not know what an inestimable jewel you are; but we have been fortunate enough to know it. We feel a sort of affection for a true poet even though we may not be acquainted with him. How much more do we love him when such affection is intensified by what a Sanscrit writer beautifully call বালসখিত্ব—sweet associations of early companionship! Oh, how I long to see you—to behold that face beaming with intelligence and love—মধুসূদন-বদন-সরোজং as purely oriental admirers of yourself, which we are not, would have expressed themselves after their own peculiar fashion.

রাজনারায়ণ বসু 'তিলোত্তমা' গ্রন্থাকারে উপহার পাইয়া মেদিনীপুর হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুন তারিখে সুদীর্ঘ-সমালোচনা-সম্বলিত পত্রের প্রারম্ভে মধুসূদনকে লেখেন,—I feel poverty of expression to express my thankfulness to you for this kind and affectionate present. It is "a box where sweets compacted lie". Sweet, therefore, be the author's career on this earth and sweet his memory when he shall be no more! Sweet be every other thing also of him than his name! May he be long-lived and delight us with other works!

তৎপরে গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল,—

If Indra had spoken Bengalee, he would have spoken in the style of the poem: The author's extraordinary loftiness and brilliancy of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, the uncommon splendour of his diction and the rich music of his versification charm us in every page. It is an intellectual treat of the first description. Compared to it, what are "Lucent syrups tinct with cinnamon?" As all natural objects and all the Gods lent their respective chief attractions to the Hindu Pandora better than that of grandmother-like old garrulous Hesiod, because from her no evils flowed as from the charms of Epimetheus but good only, so all sublime things and beautiful—the sky, the ocean, the mountain, the rainbow, the Zephyr, the lotus— as well as all the great masters of song—Vyas and Valmiki, Homer and Virgil, the Hebrew Prophets and Dante, Tasso and Milton, Kalidas and Shakespeare have contributed their respective quotas to the composition of the 'Tilottama'; but as the divine skill of Vishwakarma enabled him to combine and arrange his store of materials in such a manner as to produce a peerless masterpiece of female beauty, so your extraordinary genius has enabled you to arrange your immense store of sublime and beautiful sentiments and images into one harmonious and original whole and produce a masterpiece of poetry that will delight mankind from generation to generation.

How sublime is the commencement of the poem! How beautiful, how touchingly tender is the episode of Night, Sleep and dream!··· How feelingly true the allegory of Veneration and Prayer and how sublime the description of Hell in the third! How steadily majestic is the second book, rapturously inspired the fourth!···With regard to your style, it is at times silently lofty and majestic as the peak of Dhavala, at others it rushes on like mountain-flood with such impeteousity that one is amazed at the "thunder of its power;" at others again it is soft as the Zephyr dallying with the flowers of spring; at others again it is so musical that we almost fancy *a Vina* playing near our ears মুঞ্জরিল কুঞ্জবন গুঞ্জরিল অলি···And this is the first poem of the author! We know not what he will achieve afterwards.

কবিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিতেছেন;—

How true is the remark that 'a great poet sometimes springs up in a place least expected.' Who knew that a man stinking perpetually of beer and fowl and beef and other abominations at which Vyas

would be horrified, if he were now to descend from heaven*—nay whose very dress is Anglican and who loved the English language so much as to lead him to spurn his native tongue with contemptuous disdain would at once turn out a first rate Hindu poet, discoursing in strains of such sublimity and rapture of things about which the *Rishis* loved to converse at their assemblies in the shade of the *Ingudi*.

পত্রের শেষাংশে তিনি কবিকে সম্বোধন করিয়া লিখিতেছেন,—

Alas! why have you undertaken the thankless task of reforming the poetry of your degenerate country? The world will treat you with cold neglect which is worse than open censure while you would have attracted infinitely more notice as Editor of an "Indian Chronicle" or a "Bengal Times." What you would have written to-day would have attracted more notice the next day, performed the agreeable duty of covering the fragrant productions of the Moluccas, but it would not have caused any regret in your mind. But the Power above decrees otherwise. Hence the obstinate determination to reform sooner Bengalee poetry than "*wear the imperial diadem of all the Russias.*" † Your reward is very great indeed—*immortality*.

---

* মধুসূদন, রাজনারায়ণ বসুর এই কথার উত্তরে রহস্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,—Pray, how do you know that the Rev. Dr. Vyas did not march into beef and sip his brandypawny?

† রাজনারায়ণকে আর একখানি পত্রে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন,—I would sooner reform the poetry of my country than wear the imperial diadem of all the Russias.

মনস্বী রাজনারায়ণ *Indian Field* পত্রে তিলোত্তমার স্বতন্ত্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। কিন্তু মধুসূদনকে-লিখিত রাজনারায়ণের পত্র দেখিয়া যতীন্দ্রমোহন তাঁহার প্রতি এতদূর শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন যে, তিনি মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন,—

If we had a few more readers of poetay like this gentleman, we could boast of something greater than what men in Milton's time were capable of doing,—that not only doth a genius live and breathe in our own time, bat that he is fully appreciated by the "upper ten thousaud" of his contemporaries.

মধুসূদনের প্রতিভা তাঁহার জীবিতাবস্থায় কিরূপ বরণীয় এবং তাঁহার রচিত কাব্য কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল, তাহা যতীন্দ্রমোহনের লিখিত উক্ত পত্রাংশ হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৮২ শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের ষষ্ঠ পর্ব্ব, ৬৮ খণ্ডে তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্যের যে সমালোচনা করেন, তাহাতে তিনি, অমিত্রচ্ছন্দের প্রচলন দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। এই মনোহর সমালোচনা-পাঠে আমরা তৎকাল-প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার রচনা-পদ্ধতি, সমালোচনা-প্রণালী ও লিখন-ভঙ্গী অবগত হইতে পারি। সমালোচনাটি নিম্নে আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত হইতেছে,—

"বিবিধার্থে পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম দুই সর্গ প্রকটিত করা হয়; তাহার পাঠে সহৃদয় ব্যক্তিরা কিরূপ সম্প্রীত হন, ইহাই নিরূপণ করা তৎকালে কাব্য-লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। সে অভিপ্রায় মনোমত সিদ্ধ হওয়াতে সম্প্রতি অপর দুই সর্গসমভিব্যাহারে সুধিবর দত্তজ মহাশয় অভিনব কাব্য চারি সর্গে সম্পাদিত করিয়াছেন। ইহার প্রথম সর্গের প্রকটন সময়ে আমরা লিখিয়াছিলাম যে 'ইহার রচনাপ্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন ও অন্ত্য যমকের পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ঐ উপায়ে কি পর্য্যন্ত কাব্যের ওজোগুণের বর্দ্ধিত হয়, তাহা সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য-পাঠকেরা জ্ঞাত আছেন; বাঙ্গালীতে সেই ওজোগুণের উপলব্ধি করা অতীব বাঞ্ছনীয়; বর্ত্তমান প্রয়াসে সে অভিপ্রায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিরূপিত করিবেন।' আমরা স্বয়ং তৎকালে কাব্যের দোষ-গুণের সমালোচন করিতে পারিতাম না, কারণ আমরাই তাহা প্রকটিত করিয়াছিলাম; কিন্তু এইক্ষণে দত্তজ তিলোত্তমাকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশিত করায়, আমাদিগের আর সে প্রতিবন্ধক নাই। অতএব এস্থলে অভিনব কাব্যের রচনা-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করায়, বোধ হয়, পাঠকবৃন্দের পরিতৃপ্তি হইতে পারে।

সাহিত্যকারেরা রসাত্মক বাক্যকেই* কাব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন; সেই রসের বিশেষ উদ্দীপনার্থে কবিরা তাঁহাদের রসাত্মক বাক্য সকল নানাবিধ মিতাক্ষরে অর্থাৎ ছন্দে নিবদ্ধিত করিয়া থাকেন, এবং ছন্দের লক্ষণ এই যে, রচনাকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পদ বা চরণে বিভক্ত করিয়া ঐ চরণে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রা বা বর্ণ ও যতি বা বিরাম রাখিতে হয়। দেশ, ভাষা ও পাঠকদিগের রুচি ভেদে ঐ ছন্দের বিবিধ রূপান্তর হইয়া থাকে। সংস্কৃতে ঐ রূপান্তর করণার্থে ছন্দের বর্ণ, মাত্রা ও যতির পরিবর্ত্তন করা হয়; সুতরাং বর্ণ, যতি ও মাত্রাই ছন্দের আত্মা, তদভাবে ছন্দ হয় না। ছন্দের অলঙ্কার-স্বরূপে কোন কোন ছন্দের এক চরণের শেষ অক্ষরের সহিত অপর চরণের শেষ অক্ষরের অনুপ্রাস করা হয়; কিন্তু তাহা ছন্দের অঙ্গ নহে। এই বাক্যের প্রমাণার্থে আমরা সমস্ত সংস্কৃত কাব্যের উদ্দেশ করিতে পারি। ঐ সকল

* বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। সাহিত্য-দর্পণ। ১ প্র, ৩ সূত্র।

কাব্য ছন্দে রচিত, অথচ তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাস প্রায় নাই। কবিকুল-পিতামহ বাল্মীকি স্বীয় রামায়ণে ঐ অনুপ্রাসের প্রয়োগ একবার মাত্রও করেন নাই। বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারতেও তাহার অনুসরণ করিতে বিরত হন। কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষাদি নব্য কবিরাও তাহার অনুরাগী নহেন। এই সকল দৃষ্টান্তে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে, অন্ত্যানুপ্রাস কবিতার সামান্য অলঙ্কার মাত্র, তাহা কোন মতে অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। ইহা স্বীকর্ত্তব্য বটে যে, বঙ্গভাষায় অদ্যাপি যে সকল কবিতা প্রকটিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই অন্ত্যানুপ্রাস-বিশিষ্ট; কিন্তু তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাসের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তার সাব্যস্ত হইতে পারে না; যেহেতু বাঙ্গালীর ছন্দোমালা পরিপূর্ণ নহে; তাহার সম্পূরণার্থে সর্ব্বদা নূতন ছন্দঃ প্রস্তুত করা ও সংস্কৃত ছন্দঃ-সকল গ্রহণ করা হইতেছে; অতএব দত্তবাবু বাঙ্গালী কাব্যের পদ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন করায় বোধ হয় সহৃদয় ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। কেহ ইহা প্রশ্ন করিতে পারেন যে, অন্ত্যানুপ্রাস অলঙ্কার মাত্র, কবির স্বেচ্ছায় তাহার ত্যাগ হইতে পারে; পরন্তু সে ত্যাগ করিবার কারণ কি? অপর, অন্ত্যানুপ্রাস সুখশ্রাব্য, তাহাতে সত্বরে অর্থের বিকাশ হয়, অধিক দূর অবধি বাক্যের আসত্তির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হয় না, যাহারা গদ্যরচনা অত্যল্প মাত্র বুঝিতে পারে, তাহাদিগের পক্ষে অনুপ্রাসের সাহায্যে পয়ারাদি ছন্দোগত ভাব অনায়াসে বোধগম্য হয়, তাহার পরিত্যাগের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন সকল আশু উৎকট বোধ হইতে পারে; পরন্তু তাহার উত্তর নিতান্ত অসাধ্য নহে। কবির স্বেচ্ছানুসারে অন্ত্যানুপ্রাসের পরিত্যাগ হইতে পারে, এই স্বীকারে প্রথম প্রশ্নের সদুত্তর অনায়াসে উপলব্ধ হইবেক। অপর, অনেক সহৃদয় ব্যক্তিরা দীর্ঘ-কাব্য-পাঠে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর অনুপ্রাসকে শ্রবণ-সুখকর না বলিয়া নিয়ত স্বর-সমানতা-প্রযুক্ত অপ্রিয় জ্ঞান করেন, কোন কোন বাঙ্গালী কবি ঐ স্বরসাম্যত্বের নিরাকরণার্থে এক কাব্যে নানা ছন্দ ব্যবহৃত করেন; তদন্যথায় সংস্কৃত, ইংরাজি, লাটিন ও গ্রীক মহাকবিদিগের অনুকরণে অনুপ্রাসের ত্যাগ শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। অধিকন্তু পয়ার ছন্দে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের শেষে অর্থের সমাপ্তি করিতে হয়। তাহার অনুরোধে মনোগত ভাবের সঙ্কোচ হইয়া উঠে, কল্পনাশক্তি শব্দাভাবে বহুদূর ব্যাপন করিতে পারেন না, উজ্জ্বল ভাব খর্ব্ব হয়, কাব্যের গৌরবের লাঘব হয়, এবং ওজোগুণের হানি হয়। অনুপ্রাসের প্রতিবন্ধক না থাকিলে কবিরা এক বাক্যকে যতদূর ইচ্ছা ততদূর দীর্ঘ করিতে পারেন; যেস্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে বাক্য শেষ করিতে পারেন; ও যে পরিমিত শব্দে আপনার ভাব সুপরিব্যক্ত হয়, তাহারই গ্রহণ করিতে পারেন; কদাপি পাদ-পূরণের নিমিত্ত বৃথা শব্দের প্রয়োগ বা প্রয়োজনীয় শব্দের পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হয়েন না। ফলতঃ, দত্তজ যথার্থ লিখিয়াছেন যে, *মিত্রাক্ষর কবিতার নিগড়।* তাহার পরিত্যাগে কবিতা কামাবচর হইতে পারেন।

অপর, ঐ নিগড় সত্ত্বে কবিতার ওজোগুণের সংবৃদ্ধি হইতে পারে না। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, বাঙ্গালী কবির মধ্যে ভারতচন্দ্র যেমত কবিতার লালিত্য অনুভূত করিতে পারিতেন, এমত আর কোন কবিই পারেন নাই। তিনি শব্দের গৌরব ও অর্থের গৌরব অতি চমৎকৃতরূপে সমাহিত করিয়া রাগ-দ্বেষাদি-প্রকাশ-করণ-সময়ে তদুপযুক্ত গম্ভীর, কর্কশ, ভয়ানক শব্দ, ও কোমল

ভাবের জ্ঞাপনার্থে সুমধুর, কোমল মৃদু শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অতি অল্প বাঙ্গালী কবি এ বিষয়ে তাঁহার সহিত তুলনীয় হইতে পারেন। শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা-সময়ের বিবরণ-মধ্যে শব্দার্থে সমন্বয়-বিষয়ক একটী অপরূপ উদাহরণ আছে; তাহার পাঠে আমাদিগের অভিপ্রেত অনায়াসে পাঠকদিগের বোধগম্য হইবে। ঐ বর্ণনায় সতীর দেহত্যাগ-সংবাদে মহাদেব ভয়ঙ্কর কোপে ভূত-প্রেত-পরিচারক সমভিব্যাহারে দক্ষালয়ে আগমন করিয়া কি করিতেছেন, তদ্বিষয়ে লিখিত আছে।

"অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরেরে অরে দক্ষ দেরে সতীরে॥"

এই ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে ভয়ানক কোপজ্ঞাপক অর্থের সহিত শব্দের সাম্যত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু পয়ার কি অন্য কোন বাঙ্গালী ছন্দে তাহার সমাধা হয় না; ভারত-সদৃশ কবিও তাহার চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হইয়াছেন। দেখুন, বিদ্যা কোপান্বিতা হইয়া তিরস্কার-করণ-সময়ে ছন্দের অনুরোধে।

"শুন লো মালিনি কি তোর রীতি।
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥"

ইত্যাদি বাক্যে কি প্রকার শব্দ ও ভাবের বিরোধ করিয়াছেন। বিদ্যা 'মায়ের আগে' ক্রন্দন করিয়া মালিনীর নামে অভিযোগকরণ সময়ে এরূপ বাক্য কহিলে হানি ছিল না; তিরস্কারের নিমিত্ত ইহা নিতান্ত অপ্রযোগ্য—মধুরভাষিণী কামিনীর উক্তি বলিলেও ইহার দোষ খণ্ডিত হয় না। পরন্তু, ইহা যে কেবল ছন্দ ও অনুপ্রাসের অনুরোধে ঘটিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র যদ্যপি অন্ত্যানুপ্রাস ত্যাগ করিয়া এই কবিতা লিখিতেন তাহা হইলে এ দোষ কদাপি হইত না। এই অনুরোধেও অমিত্রাক্ষর কবিতার উপযোগিতা উপলব্ধ হইতেছে, এবং দত্তজ বাঙ্গালীতে তাহার প্রচার করাতে এতদ্দেশীয় সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন বলিয়া মানিতে হইবে।

ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য যে, অন্ত্যযমক থাকিলে কবিতা যেরূপ অনায়াসে বোধগম্য হয়, অন্ত্যযমক বিরহে সেরূপ সুখবোধ্য হইতে পারে না; সুতরাং অন্ত্যানুপ্রাসবিশিষ্ট কবিতা যেরূপ অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট সমাদৃত হয়, অন্ত্যানুপ্রাসবিহীন কাব্য তাদৃশ হইবেক না। পরন্তু, ইহা স্মর্ত্তব্য যে, সকল কবিতাই অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিমিত্ত প্রস্তুত হয় না; এবং ধীমান ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত তদ্ভোগ্য কবিতা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। বালকের দুগ্ধফেন ভীমের উপযুক্ত খাদ্য নহে। বোধ হয়, এতদ্দেশীয় পণ্ডিত মহাশয়েরা বাঙ্গালী কবিতার নাম শুনিলেই 'ভাষা' বলিয়া পরিত্যাগ করেন, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহারা কালিদাস, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির কবিতা পাঠ করণান্তর অর্থের গৌরবহীন পয়ার নিতান্ত ইতরবৃত্তি মনে করেন।

কথিত হইয়াছে যে, অন্ত্যানুপ্রাস ত্যাগ করিলে কবি যেস্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে বাক্যের সমাপ্তি করিতে পারেন, ইহাতে আশু বোধ হইতে পারে, এবং কোন কোন সম্পাদকের বোধ হইয়াছে যে, অমিত্রাক্ষর কবিতার যতির ভেদ নাই ; কিন্তু তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কাব্যের প্রধান অঙ্গ অক্ষর বা মাত্রা, বৃত্তি ও যতি ; আমরা তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় বোধ করি ; এবং আমাদিগের আধুনিক কবি দত্তজও তাহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী নহেন। পরন্তু, যতির অনুরোধে যে অন্যত্র বাক্যশেষে যতিভঙ্গ হয়, ইহা আমরা বোধ করি না। নিয়মিত স্থানে যতি রাখিয়া, পরে তথায় বা অন্যত্র পদের শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাক্য শেষ করিলে যতিভঙ্গ হয় না, ইহাই আমাদিগের বক্তব্য। তাহার উদাহরণার্থে আমরা এক চরণান্তর্গত প্রশ্নোত্তরবিশিষ্ট কবিতায় উদ্দেশ করিতে পারি ; তাহাতে আমাদিগের বাক্য সপ্রমাণ হইবে। তদ্ভিন্ন সামান্য কবিতায়ও তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দেখুন, কুমারসম্ভবের ৪র্থ সর্গের ৫ম শ্লোক যথা,—

"উপমানমভূদ্বিলাসিনাং
করণং যত্তব কান্তিমত্তয়া।
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং
ন বিদীর্য্যে—কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ ॥"

এস্থলে চতুর্থ পাদের 'ন বিদীর্য্যে' পদের পরই অর্থের শেষ হইয়াছে। 'কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ' বাক্যের সহিত পূর্ব্ব বাক্যের বৈয়াকরণীয় কোন আসত্তি নাই, অথচ ঐ স্থান ছন্দের যতি স্থান নহে। রঘুবংশে যথা,—

"সোঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্ম্মণাম্,
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্,
যথাবিধি হুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাম্,
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্,
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্,
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্,
শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্,
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তিনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্,
রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে,"—১ম সর্গ, ৫—১০ শ্লোক।

এই বাক্যেও ইহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইবে। ইহাতে 'বক্ষ্যে' পদেই অর্থের শেষ হইয়াছে ; শ্লোকপাদের শেষ কথায় অন্য প্রসঙ্গ ; তাহার সহিত পূর্ব্ব কথার সমন্বয় নাই। রঘুবংশের অন্যত্র—

"সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদগামিনা।
তেন—সিংহাসনং পিত্র্যমখিলং চারিমণ্ডলং" ॥—৪র্থ সর্গ, ৪ শ্লোক।

এই শ্লোকেও 'তেন' পদে অর্থের শেষ হইয়াছে, অথচ সেই স্থান যতির নহে। কিরাতার্জ্জুনীয়ে যথা,—

"কৃত প্রণামস্য মহীং মহীভুজে
জিতাং সপত্নেন নিবেদয়িষ্যতঃ।
নবিব্যথে তস্য মনঃ—নহি প্রিয়ং,
প্রবক্তুমিচ্ছন্তি মৃষা হিতৈষিণঃ॥"

এই শ্লোকে তৃতীয় পাদের 'মনঃ' পদে অর্থের শেষ হইয়াছে। তৎপরের 'নহি প্রিয়ং' ইত্যাদি বাক্যের সহিত তাহার কোন সমন্বয় নাই। এতাদৃশ অপর দৃষ্টান্ত অনেক সংগ্রহ করা যাইতে পারে; পরন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। প্রদত্ত উদাহরণেই পাঠকবৃন্দ নিশ্চিত হইবেন যে, পদমধ্যে অর্থের শেষ করায় হানি হয় না, এবং তিলোত্তমায় যে পদের প্রারম্ভে বা মধ্যে যে সকল বিরাম আছে, তাহা কোন মতে প্রকৃত যতির হানিকর নহে। দত্তজ লেখেন—

"এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর,
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা,
বীণাপাণি! কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে,
নমিয়া জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি!"

এই পাদ চতুষ্টয়ের তৃতীয় পাদের 'বীণাপাণি' পদে অর্থ শেষ হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে যতির ভঙ্গ হয় নাই; যেহেতু তিলোত্তমার ছন্দঃ অমিত্রাক্ষর পয়ার, তাহার লক্ষণ চতুর্দ্দশাক্ষর বৃত্তি, অষ্টমাক্ষরে যতি, এবং এই লক্ষণ রক্ষা পাইলেই ছন্দের রক্ষা মানিতে হইবে। সেই লক্ষণানুসারে 'স্থানে,' 'আজি,' 'দেবি' ও 'তোমা,' পদের পর যতি আছে; সেই যতিতেই ছন্দের অনুরোধ রক্ষা পায়; বীণাপাণি শব্দের পর পৃথক্ যতি থাকায় তাহার হানি হয় না। যদ্যপি এই নিয়মের অন্যথায় অষ্টমাক্ষরের পর যতি না থাকে তাহা হইলে কাব্যকর্ত্তাকে যতি-ভঙ্গ-দোষ স্বীকার করিতে হইবে। এক পদে চতুর্দ্দশাক্ষরের অধিক বা অল্প থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে ছন্দোভঙ্গ অঙ্গীকার করিতে হয়।

প্রস্তাবিত ছন্দের পাঠ করিবার নিয়ম স্বতন্ত্র। সামান্য পয়ারের ন্যায় ইহা পাঠ করিলে, অর্থেরও অনুভব হইবেক না এবং কাব্যও পদ্য বলিয়া বোধ হইবেক না। যাঁহারা ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা যে প্রকারে মিল্টন্ কবি কৃত 'পারাডাইস্ লষ্ট' নামক কাব্য পাঠ করেন তদ্রূপে ইহার পাঠ করিলে সিদ্ধকাম হইবেন। অন্যের প্রতি বক্তব্য যে, তাঁহারা পয়ারের অষ্টম ও চতুর্দ্দশাক্ষরে যতি রাখিয়া, বাক্যার্থের শেষ হইলে পৃথক্ যতি রাখিলেই তিলোত্তমা-পাঠে সুখী হইতে পারিবেন। ফলতঃ, যে প্রকারে বিরামচিহ্নানুসারে গদ্য পাঠ করা যায়, সেই প্রকার অমিত্রাক্ষর পয়ার পাঠ করিতে হয়; কেবল ইহার বিরাম-চিহ্ন ব্যতীত ছন্দের দুই যতি আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

তিলোত্তমার ছন্দ ও যতি বিষয়ে এতাবন্মাত্র লিখিয়া তাহার রচনা কৌশল ও কবিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বিবিধার্থের শেষ প্রস্তাবে সমালোচন আরম্ভ করিলে প্রায় স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং আমাদিগের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে। ইহাতে আমাদিগের বিশেষ আক্ষেপ নাই; যেহেতু এতৎপত্রের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব খণ্ডে দত্তজর কবিত্ব বিষয়ে আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে। এস্থলে এইমাত্র বলিলে হয় যে, দত্তজর কবিত্ব-শক্তি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যে প্রশংসাবাদ করিয়াছিলাম, তাহা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। তিলোত্তমার যে কোন স্থানে নয়ন নিঃক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়। সর্ব্বত্রই সুচারু-রসাত্মক ভাব অতি প্রোজ্জ্বল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে। ঐ ভাব সকল দত্তজ ভুবনবিখ্যাত কালিদাস, ভবভূতি, হোমর, মিল্টন্ প্রভৃতি কবিকুল কেশরিদিগের রচনা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহার বিভাষণে দত্তজ কেবল অনুবাদ করিয়া নিরস্ত হয়েন নাই; তাঁহার মন হইতে অন্যের যে কোন ভাব নিসৃত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনাবৃত্তির কৌশলে নূতন অবয়ব ধারণ করিয়াছে; কিছুই প্রাচীন বলিয়া অনাদরণীয় বোধ হয় না; প্রত্যুত, সকলই হৃদ্য, দীপ্তিময় ও প্রীতিকর অনুভূত হয়। লালিত্য বিষয়ে বোধ হয়, তিলোত্তমা অতি প্রসিদ্ধ হইবেক না। তত্রাপি, পৌলোমীর খেদ-উক্তির সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প বাঙ্গালী কাব্য পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে। দত্তজ পৌরাণিক ভূগোল ও খগোল পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্বকর্ম্মাকে ভূমণ্ডলের প্রান্তভাগে প্রেরণ করায় কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, এবং পৌলোমীর সহচরীর মধ্যে ষষ্ঠী, মনসা, সুভচনীর উল্লেখ সহৃদয়ের কার্য্য হয় নাই। অপর, অনেক স্থানে তুলনা ও বিশেষণ, তথা স্বর্ব্বেশ্যা তিলোত্তমাকে 'সতী' বলিয়া বর্ণনা দূষিত মানিতে হয়। পরন্তু, ঐ সকল আপত্তি-সত্ত্বেও আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, বর্ত্তমান কাব্য বঙ্গভাষার প্রধান কাব্য-মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই, এবং সহৃদয় কাব্যানুরাগিরা ইহার পাঠে অবশ্যই বিশেষ সন্তৃপ্ত হইবেন। তাহা না হইলে, ইহার মঙ্গলাচরণে আমরা কদাপি জনৈক সহৃদয়াগ্রগণ্যের নাম দেখিতে পাইতাম না।"

সোমপ্রকাশ-সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১২৬৭ সালের ২৩শে শ্রাবণের সোমপ্রকাশ-পত্রে অমিত্রচ্ছন্দ-সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর পদ্য নাই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যতিরেকে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি যে সমস্ত পদ্য আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় বিষয়ের রচনার তাহা উপযোগী নহে। দেশের দোষে হউক, অথবা অভ্যাস-দোষে হউক, আমাদিগের দেশের লোকেরা আদিরস-প্রিয়। পয়ার-আদি ছন্দ সেই আদিরসাশ্লিষ্ট রচনারই প্রকৃত উপযোগী। এতদ্বারা প্রগাঢ় রচনা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রগাঢ় রচনা বিষয়ে সংযুক্ত ও প্রযত্নোচ্চারিত বর্ণাবলী আবশ্যক; কিন্তু পয়ার-আদি ছন্দে তাদৃশ বর্ণাবলী বিন্যাস করিলে, উহার শোভা এককালে দূরে প্রস্থান করে। কোমল, মধুর ও অসংযুক্ত অক্ষর দ্বারা বিরচিত হইলেই

উহার শোভা হয়। অতএব প্রগাঢ় রচনার্থ ভিন্নবিধ পদ্য সৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য-রচয়িতা তাহা নবাবতার করিলেন। এখন যদি অন্যান্য লোকে তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক হন, অবিলম্বে অমিত্রাক্ষর পদ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিবে; এবং ঐ পদ্যে নিঃসন্দেহ নানাবিধ ছন্দ আবির্ভাবিত হইবে। এখন প্রগাঢ় রচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর লোকের মন সুখময় আদিরস-সাগরে মগ্ন হইতে তাদৃশ উৎসুক নহে। এখন দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে, তেমনই উন্নত পদ্য সৃষ্টিও আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেষ্টা যথোচিত সময়েই হইয়াছে, সন্দেহ নাই।"

য়ুরোপে থাকিতে মধুসূদন তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের পুনর্লিখন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"কোথায় পৌলমী সতী অনন্ত-যৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরে প্রফুল্ল নলিনী,
ত্রিদিব-লোচনানন্দ, আয়ত-লোচনা
রূপসী? কোথায় এবে স্বর্গ-কল্পতরু,
কামদা বিধাতা যথা; যে তরুর পদে
আনন্দে নন্দন-বনে দেবী মন্দাকিনী
বহেন, বিমল-আভা, কল কল রবে?
কোথা মূর্ত্তিমান্ রাগ, ছত্রিশ রাগিণী
মূর্ত্তিমতী—নিত্য যারা সেবিত দেবেশে?
সে দেব-বিভব সব কোথা, কহ, এবে,
কোথা সে দেব-মহিমা,—দেবি বীণাপাণি?"

অন্য-এক স্থল হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল,—

"এবে দিনমণি দেব দিবা-অবসানে
গেলা চলি অস্তাচলে স্বর্ণচক্র রথে,
মন্দগতি। নলিনীর মুখ শুকাইল;
দুরূহ বিরহ-কাল কাল-সম দেখি
সম্মুখে মুদিল আঁখি ভানুর ভামিনী,
সপত্নী ছায়ার সুখে দুখিনী হৃদয়ে।
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক্, আইল
তরুকুলরাজ-কোলে, ভাসি চক্ষুজলে
একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণ-বদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে।

কিম্বা দময়ন্তী যথা, হায়, কান্তহারা
অরণ্যে, আইল কাঁদি বিদর্ভ-ভবনে।
মৃদুহাসি শশাঙ্কের সঙ্গে নিশা দেবী
পরি তারাময় সিঁথি সীমন্তে সুন্দরী
উতরিলা; শৈলে, সরে, জলাশয়ে, বনে,
উজ্জ্বল চন্দ্রমা পশি কেলি আরম্ভিল।
ফুটিলা কুমুদী জলে, কুমুদ বাসনা
চাঁদেরে আকাশে হেরি; শোভিল ধুতুরা
ধরি পূত বেশ স্থলে;—ধুতুরা, কিঙ্করী
শঙ্করের, তপস্বিনী; অলি, ফুল-সখা,
না চুম্বয়ে কভু যার অধর তরাসে।
পরিমল বহি বায়ু বহিল সুস্বনে;
পড়িল শিশির-বিন্দু চেতায়ে চৌদিকে
প্রখর তপন-করে দগ্ধ ফুল-ফলে;
নূতন জীবন যেন পাই পাতা যত
নাচিল মর্ম্মরি সুখে বৃক্ষশাখা-দলে।
উতরিলা এবে নিদ্রা বিরাম-দায়িনী,
স্বপ্ন-দেবী কুহকিনী স্বজনীরে লয়ে
সঙ্গে রঙ্গে। বসুমতী নিদ্রার চরণে
জীবকুল সহ নমি নীরব হইলা।"

উপরি-উদ্ধৃত পরিবর্ত্তন মধুসূদনের মনোমত না হওয়াতে, তিনি উহাতে বেশী অগ্রসর হয়েন নাই। তিলোত্তমার পূর্ব্ব-পাঠ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, কবি উহা তাঁহার প্রথম অমিত্রাক্ষর-রচনার নিদর্শন-স্বরূপ জগতে রাখিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদন, স্বরচিত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'রও ইংরাজি অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। ১৮৭৪ খ্রীঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *Mookerjee's Magazine* নামক সাময়িক পত্রের ৩৮৫—৩৮৭ পৃষ্ঠায় এই অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। নিম্নে ইহা উদ্ধৃত হইল,—

Michael M. S. Datta's Remains.

I.

The Opening of the Tilottama Sambhava.

The great Bengali Epic of the Late Michael M. S. Datta,

And First Blank Verse in the Language, Done into English Verse by Himself.

[We are enabled by the kindness of Raja Jotindra Mohan Tagore, Bahadur, who owns the Ms. of the great Poet recently taken away from among us, and may well be proud of the precious relic in his possession, to lay before our readers a beautiful piece of English poetry, complete in itself, from the pen of the late M. S. Datta, being a translation of the charming description of Dhawalagiri, long believed to be the highest peak of the Himalayas, with which his Bengali Epic, the *Tilottama Sambhava*, opens. The thanks of every reader, no less than our own personal acknowledgments, are due to the accomplished Raja for the favour.—*Editor.*]

THE TRANSLATION.

Description of Mount Dhavala (Dhavalagiri).

Dhavala by name, a Peak
    On Himalaya's kingly brow—
Swelling high unto the heavens,
    Ever robbed in virgin snow ;
And endu'd with soul divine ;
    Vast and moveless like the Lord
Siva—mightiest of the gods,
    By holiest anchorites ador'd,—
When with spotless garment clad, he
    Stands sublime immers'd in pray'r,
With his arms uplifted high,
    His tow'ring head hid in the air !—
Forests, groves and trees and creepers,
    Blossoms, flowers, and all that gem
Every mountain's aery brow
    Like gold-and-emerald diadem—

Grow not here ; as if Earth's Lord,
Of earthly pleasures sick, disdains
Life's gay vanities and follies—
Breaking thus Delusion's chains !

Birds that ever sweetly warble—
Bees that wander on the wing
Seeking honey from each flow'r,
Come not here ; the forest-king,—
Mountain-bodied Elephant—
Tiger, Bear, and all that move
And live and breathe in wood-land bow'r,
In dark, dim forest, boundless grove—
Of the wilderness the Lotus,
She—the lovely-eyed gazelle,
And the she-snake in whose locks
The brightest gems are said to dwell,
And the snake with poison hoarded—
Ne'er approach this frowning hill—
Awful, wild, majestic, stands it—
Solitary—stern—and still !
Hoarsely in its sunless glens
Aye the torrent-flood is sunding,
Like the roaring Bhogabati
Through Hell's darksome valley bounding !
God or Goddess, man or woman—
All that people earth or air,
As to pathless lofty castle—
Go not—may not ever go there !
Round it blows the howling tempest,
Like tremendous Rudra's breath,
When with terrors clad he dooms
This vast Creation all to death !
And clouds around it lower,
Fierce and gloomy night and day,
Like the Demons that round Siva
Dance in wild and demon-play !

নবম অধ্যায়

মেঘনাদবধ কাব্য

[১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ]

মধুসূদনের অক্ষয় কীর্ত্তি মহাকাব্য "মেঘনাদবধ কাব্য" বঙ্গ-সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডারের সর্ব্বোত্তম রত্ন—বিশ্ব-কাব্য-কাননের মহার্ঘ-কুসুমাহৃত মধু-ভরা মধুচক্র—ত্রিদিবের সদ্যঃফুল্ল পারিজাত—ভাব-সরোবরের সহস্রদলে বিকশিত কমল-কানন। মেঘনাদবধ কাব্য ভাষার পীযূষোদধি; ইহার পদ-লালিত্য, অর্থ-গৌরব এবং উপমা বঙ্গসাহিত্যে তুলনাতীত এবং অনুকরণাতীত। ইহা মধুসূদনেই আরব্ধ ও মধুসূদনেই পর্য্যবসিত। ইহার মর্ম্মস্পর্শী ঝঙ্কার বঙ্গবাসীকে এতাবৎকাল মাতাইয়া রাখিয়াছে এবং "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" মাতাইয়া রাখিবে। অমিত্রাক্ষর-কাব্য-ক্ষেত্রে ইংলণ্ডে মহাকবি মিল্‌টন্ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, একচ্ছত্র সম্রাট্, বঙ্গদেশে তেমনই মধুসূদনও সমকক্ষ-বিহীন, অদ্বিতীয়। "প্যারাডাইস্ লষ্ট্" ও "মেঘনাদবধ" নট-নটীর নৃত্য-গীত প্রধান নহে; ভেরী-নিনাদিত রণ-ভূমির বীর-নাদে ও কল্লোলিত সমুদ্রের গম্ভীর গর্জ্জনে মুখরিত। এই দুই অতুল্য মহাকাব্যে ঐশিক শক্তি পূর্ণ-বিকশিত।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে, মেঘনাদবধ কাব্য দুই খণ্ডে (১ম সর্গ হইতে ৫ম সর্গ ১ম খণ্ড এবং ৬ষ্ঠ সর্গ হইতে ৯ম সর্গ ২য় খণ্ড) প্রকাশিত হয়।* দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা) ইহার মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ভার বহন করেন। সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ মধুসূদন তাঁহারই নামে এই মহাকাব্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উৎসর্গ-পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

মঙ্গলাচরণ।

বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়,

বন্দনীয়বরেষু।

আর্য্য,—আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এবং স্বদেশীয় সাহিত্য-শাস্ত্রের অনুশীলন বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়া

---

* ১২৬৭ সালের ২২শে পৌষ প্রথম খণ্ড এবং ১২৬৮ সালের প্রারম্ভে দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয়।

থাকেন, বোধ হয়, এ অভিনব কাব্য-কুসুম তাহার যথোপযুক্ত উপহার নহে। তবুও আমি আপনার উদারতা ও অমায়িকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহস পূর্ব্বক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেছি। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্য-বিহীন দেখায় না।

যখন আমি "তিলোত্তমাসম্ভব" নামক কাব্য প্রথম প্রচার করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না, যে এ অমিত্রাক্ষর ছন্দ এ দেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক ; কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমার আর কোন সংশয়ই নাই। এ বীজ অবসরকালেই সৎক্ষেত্রে সংরোপিত হইয়াছে। বীরকেশরী মেঘনাদ, সুরসুন্দরী তিলোত্তমার ন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হইলে, আমি এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব—ইতি।

কলিকাতা
২২শে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল। } দাস শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্তঃ।

কিন্তু পরে, তাঁহার য়ুরোপ প্রবাসকালে মিত্রজ তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে মধুসূদনের ন্যায় ব্যক্তিরও হৃদয় ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তৃতীয় সংস্করণ হইতে মধুসূদন ঐ উৎসর্গ-পত্র প্রত্যাহার করেন।

মহাকবি কালিদাসের "রঘুবংশ" হইতে মধুসূদন নিম্নলিখিত শ্লোকটি গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবিষ্ট করিয়া মেঘনাদবধ কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন,—

"—কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ,
মণৌবজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥"

"মেঘনাদবধ কাব্য" প্রকাশিত হইলে, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, স্বপ্রতিষ্ঠিত "বিদ্যোৎসাহিনী সভা"র পক্ষ হইতে মধুসূদনকে অভিনন্দিত করিবার ইচ্ছায় প্রকাশ্য সভার আয়োজন করিলেন। বঙ্গদেশে বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সম্বর্দ্ধনা সেই প্রথম। মধুসূদনের পূর্ব্বে কোন কবি বা লেখক এরূপ সম্মান লাভ করেন নাই। সেই সভায় মধুসূদনকে সম্বর্দ্ধিত করিবার উল্লাসে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গৌরদাস বসাক, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেশের তৎকালীন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও সুধীমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের, ১২ই ফেব্রুয়ারী, * মঙ্গলবার, সন্ধ্যার সময় মধুসূদন, বন্ধুবর

* তখন কেবল মাত্র ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল।

গৌরদাস ও তাঁহার সংস্কৃত-পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নকে সঙ্গে লইয়া, ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড হইতে, কালীপ্রসন্ন সিংহের যোড়াসাঁকোর প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মধুসূদন যাইতে যাইতে শকট মধ্যেই উৎকণ্ঠিত হইয়া পণ্ডিত রামকুমারকে বলিলেন, "পণ্ডিত! কালীপ্রসন্ন আমাকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রকাশ্য সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন; কিন্তু আমার বড়ই দুর্ভাবনা উপস্থিত হইতেছে।" পণ্ডিত বলিলেন, "কিসের দুর্ভাবনা?" মধুসূদন বলিলেন, "সভায় অভিনন্দনের উত্তর আমাকে বাঙ্গালায় দিতে হইবে। বাঙ্গালা বলা ত আমার অভ্যাস নাই।" পণ্ডিত বলিলেন, "উত্তর ত প্রস্তুতই আছে, আপনি সভাতে গুছাইয়া বলিতে পারিলেই হইবে৷" এইরূপ কথা হইতে হইতে শকট দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। কালীপ্রসন্ন সিংহ অন্যান্য বন্ধুর সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। মধুসূদন শকট হইতে অবতরণ করিবামাত্র কালীপ্রসন্ন তাঁহার 'পাণিপীড়ন' করিয়া, তাঁহাকে সভামণ্ডপে লইয়া গেলেন। সভাস্থলে মধুসূদন উপস্থিত হইবামাত্রই সমবেত সুধীমণ্ডলী তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পণ্ডিত রামকুমার বলিতেন, সভার গাম্ভীর্য্যে ও উপস্থিত জন-মণ্ডলীর উল্লাস-ধ্বনি শ্রবণে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। মধুসূদন আসন গ্রহণ করিলে, "স্বাগত-গীতি" গীত হইয়া, সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। কালীপ্রসন্ন প্রথমে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিয়া, কবির কণ্ঠে স্বহস্তে মাল্য-দাম পরাইয়া দিয়া, হ্যামিল্টন কোম্পানীর নির্ম্মিত একটি রজতময় সুরম্য পান-পাত্র (Silver Claret Jug) কবিকে উপহার দিলেন।

এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মধুসূদনের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমন্ত্রণ-লিপি উদ্ধৃত হইল,—

My dear Sir,

Intending to present Mr. Michael M. S. Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with success the Blank verse into our language, I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at my house on the occasion of the presentation, in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving, while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better; I shall therefore be obliged, and I have no doubt all will be pleased., by



কালীপ্রসন্ন সিংহ

Your kind presence at mine on Tuesday next, the 12th Instant at 7 P. M.

Yours truly
Kaly Prussunno Singh
Calcutta the 9th February 1861.

বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে যে মানপত্র দিয়াছিলেন তাহা এইরূপ,—

এড্রেস।—

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু।

কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্ত্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদুর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ক্রটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম হয় ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শনজনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান্ হউন। আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর

ইংরাজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

কলিকাতা

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দা।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা সভ্যবর্গাণাম্। ১

এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাঙ্গালায় যে বক্তৃতা করেন। তাহার অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হইল,—

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়! তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা।

বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশ উর্ব্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ-প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সামাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি।—২

এ সম্বন্ধে মধুসূদন একখানি পত্রে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন,—There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers মধুসূদন সম্ভবতঃ অভিনন্দনের উত্তরে তাঁহার লিখিত বক্তব্য পাঠ করিয়াছিলেন; এই পত্রের উপসংহারে লেখা ছিল—Fancy! I was expected to speechify in Bengalee! যিনি "মেঘনাদবধ কাব্য" রচয়িতা,

১।২—২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৬১ তারিখের "সোমপ্রকাশ" হইতে উদ্ধৃত।

বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া, তাঁহার পক্ষে বিষম অগ্নি-পরীক্ষা! ইহার অপেক্ষা কৌতুক-জনক বিষয় আর কি হইতে পারে!

কালীপ্রসন্ন সিংহ একটি প্রবন্ধে মধুসূদনকে কবি-হিসাবে হোমর, ভার্জিল ও মিল্‌টন্‌ অপেক্ষা উচ্চাসন প্রদান করায় পাদরি রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তৎসম্পাদিত 'Indian Reformer' পত্রে মধুসূদনের কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

The Editors of the *Viridartha Sāngraha*, in their blind admiration of Mr. Dutt, prefer his poetry to that of Homer, Virgil and Milton. We can only account for this singular perversity of taste by supposing that the gentlemen who have sat themselves up as Judges on the Bengali republic of letters have never read intelligently a line of the Greek or Latin or English Bard.

Hindu Patriot-সম্পাদক ইহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন—

The fact is the Poetry of each nation has distinctive natural features and the writer who can retain those distinctive features in his poetry, is sure to be the darling of his nation and may exultingly say *non omnis moriar*. * We freely confess that it is not our object to fight for Mr. Dutt, and as for the Editors of the *Vividartha* they know how to return scorn for scorn and blow for blow. But we cannot refrain from saying that we fancy the *Reformer* has not read Mr. Dutt's poetry with the attention it has a right to expect from educated Bengalees, and that if he has, he has forgotten those days when he sat on his mother's lap, and heard those beautiful legends that shed a halo of glory around our country and people, and are our only inalienable wealth! If the *Reformer* has no sympathy with anything that is Hindoo, all that we can do is to bow him out of the room politely.

Being neither Greeks nor Romans nor believers in the Mosaic account of creation, the Editors of the *Vividartha* need not blush if a Hindoo legend stirs up their feelings more than the poetry of Homer, Virgil and Milton. We should certainly call them silly, if they did violence to their feelings, in order to show the world how very thoroughly they had been "regenerated."

কালীপ্রসন্ন সিংহ "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে" মেঘনাদবধের সমালোচনায় লিখিয়াছেন,—

---

* Not all of me shall die.

"বাঙ্গালা সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে, বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।

"শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !"

"হায় ! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই, প্রিয় বস্তুর সহিত নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না. পরে বিচ্ছেদই তদ্‌গুণ-রাজির পরিচয় প্রদান করে ; তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি ! অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জ্জরিত করে, তখন তাঁহাকে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না।

"মাইকেল মধুসূদন দত্তজ, জীবিত থাকিয়া যত দিন যত কাব্য রচনা করিবেন, তাহাই বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধি-জল হইতে রত্ন উদ্ধার পূর্ব্বক বহু মানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্নলাভে কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি, এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই। কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণ্যে লজ্জিত হইব"।*

"মেঘনাদবধ কাব্য" যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন একদিন মধুসূদন কোন কার্য্যোপলক্ষে চীনাবাজারে গিয়াছিলেন। তথায় দেখেন, জনৈক দোকানদার তাহার দোকানের সম্মুখভাগে উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্টচিত্তে মেঘনাদবধ পাঠ করিতেছে। কৌতূহলাবিষ্ট রহস্যপ্রিয় কবি, দোকানে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় ! কি গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন ?"

দোকানী।—আজ্ঞে এ একখানি নূতন কাব্য।

মধুসূদন।—কাব্য ! আপনাদের ভাষায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কবিতাই নাই—তা আবার কাব্য !

দোকানী।—সে কি মহাশয় ! মাত্র এই একখানি কাব্যই ত যে কোন জাতির ভাষাকে গৌরবান্বিত করিতে পারে।

মধুসূদন।—আচ্ছা, পড়ুন দেখি শুনি !

---

* "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ," শকাব্দা ১৭৮৩ আষাঢ়, মেঘনাদবধকাব্য-সমালোচনা।

এই কথা শুনিয়া সেই সাহিত্য-প্রিয় দোকানদার সন্দিগ্ধ নেত্রে মধুসূদনের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমার বোধ হয়, আপনি এ গ্রন্থকারের ভাষা বুঝিতে পারিবেন না।"

মধুসূদন।—ভাল, চেষ্টা করিয়া দেখিতে হানি কি?

অগত্যা সেই দোকানদার স্বেচ্ছামত নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেন,—

বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতিরঞ্জন!—ইত্যাদি

কিয়ৎকাল পরে, তিনি নিরস্ত হইলে, মধুসূদন তাঁহার হস্ত হইতে পুস্তকখানি লইয়া কয়েকটি স্থল নিজে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পাঠের ভাব-ভঙ্গি, উচ্চারণ ও সুর-লালিত্য শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া, বিস্ময়-ব্যগ্র স্বরে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের থাকা হয় কোথায়?" মধুসূদন তাঁহাকে অস্পষ্টভাবে একটা জবাব দিয়া, প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তনচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলিবে কি?" তিনি উত্তর করিলেন, "খুব চলিবে মহাশয়, খুব চলিবে; ইহা বাঙ্গালায় এক নূতন সৃষ্টি। মনে হয়, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছন্দ।" তখন মধুসূদন তাঁহার সহিত কর-মর্দ্দন করিয়া তথা হইতে অবিলম্বে অন্তর্হিত হইলেন। বন্ধুবর্গের নিকট তিনি নিজেই এই ঘটনা বিবৃত করিয়াছিলেন। ফলে, সেই অজ্ঞাতনামা দোকানদারের কথা সার্থক হইয়াছে। অমিত্রাক্ষর-ছন্দোবদ্ধ মেঘনাদবধ বাঙ্গালায় চলিয়াছে; গ্রন্থ প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের সহস্রখণ্ড বিক্রীত হইয়াছিল।

একদিন "উকীল-লাইব্রেরীতে" মধুসূদন বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে একটি উকীল আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয়, মেঘনাদবধের নরক বর্ণনাটা আপনি মিল্‌টন্ হইতে লইয়াছেন, ঠিক্ কি না?" মধুসূদন হাসিয়া কবিগুরু দান্তে হইতে কতকটা নরক-বর্ণনা আবৃত্তি করিলেন। পরে মিল্‌টন্ হইতেও ঠিক্ তদ্রূপ ভাবের বর্ণনা আবৃত্তি করিয়া উকীল মহাশয়কে বলিলেন, "এই দেখুন, মিল্‌টন্ যে স্থান হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, আমিও সেই স্থান হইতে লইয়াছি!"

মধুসূদন সময়ে সময়ে বলিতেন—My writings are three-fourth Greek. এ কথাটি গ্রীক্-ভাষা ও গ্রীক্‌দিগের প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগের নিদর্শন—হোমর-পাঠের ফল। গ্রীক্-আদর্শেই *তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ বিরচিত।*

কিন্তু তিনি সেগুলি সম্পূর্ণ হিন্দুত্বের ছাঁচে গঠিত ও হিন্দু পরিচ্ছদে বিভূষিত করিয়াছেন। মেঘনাদবধ-রচনা-কালে তিনি একখানি পত্রে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন,—

"It is my ambition to engraft the exquisite graces of Greek mythology on our own in the present poem I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the Poem. I shall not borrow Greek stories, but write, rather try to write, as a Greek would have done."

তখন মেঘনাদ বধ অনেকেই পাঠ করিতে পারিতেন না। এমন কি প্রথম প্রথম তখনকার একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নও অমিত্রচ্ছন্দের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি উহা পাঠ করিতে সমর্থ না হইয়া প্রশংসার পরিবর্ত্তে নিন্দাই করিতেন। একদিন দীনবন্ধু মিত্র শ্রীশচন্দ্রকে বলিলেন, "আচ্ছা তুমি শোন দেখি, আমি পড়িতেছি"। এই বলিয়া দীনবন্ধু মেঘনাদবধ পাঠ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে দীনবন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া শ্রীশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "আপনি কোন্ কাব্য পাঠ করিতেছেন? এ অতি সুন্দর! এ বই ত আর সে বই বলিয়া বোধ হইতেছে না!" সেই দিন হইতে শ্রীশচন্দ্র মধুসূদনের কাব্যে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সমালোচক মনস্বী রাজনারায়ণ বসু। তিনি লিখিয়াছেন,—"আরবদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথা আছে যে, তাহাদিগের দেশে একটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ঘোটক বা উষ্ট্র জন্মিলে অথবা তাহাদিগের বংশে একজন উৎকৃষ্ট কবির উদয় হইলে, তাহারা আনন্দোৎসব করিয়া থাকে। একজন কবিকে ঘোটক বা উষ্ট্রের ন্যায় পশু বলিয়া গণ্য করা, আমাদিগের অভিপ্রায় নহে, কিন্তু আমাদিগের মতে স্বদেশে একটী মহাকবির উদয় জাতিসাধারণের আনন্দের কারণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই শ্রেণীর কবি। তিনি একখানি খণ্ডকাব্যে যে বঙ্গভূমিকে 'শ্যামা জন্মদে' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাঁহাকে প্রসব করিয়া প্রকৃত গৌরবাস্পদই হইয়াছেন। বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণ রসের গাঢ়তা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্ব্বাচন-শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনুধাবন করিলে, তাঁহার 'মেঘনাদবধ' বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। মিল্টন ও বাল্মীকিতে এবং তাঁহাতে যদিও অনেক অন্তর, কিন্তু তিনি এই মহাকবিদিগের দৃষ্টান্তানুসরণে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে হইবে। তাঁহার কাব্যে ইউরোপ ও আসিয়ার মহাকবিদিগের অনুকরণের প্রাচুর্য্য

দেখা যায় সত্য বটে, কিন্তু তিনি যাহা অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা নূতনবেশে সুশোভিত করিয়াছেন। এ প্রকার অনুকরণ দূষণীয় হইলে মিল্টনের ন্যায় কবিও বহু নিন্দার্হ হয়েন। দত্তজ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন, কেবল ইহা দ্বারাই তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই কাব্যের প্রধান গৌরব এই যে, ইহার হিন্দু আকার প্রায় সকল স্থানে রক্ষিত হইয়াছে অথচ সকল স্থানে ইউরোপীয় বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই কাব্যটী এসিয়া রূপ জনিতা ও ইউরোপ রূপ জনয়িত্রীর সন্তান স্বরূপ। বঙ্গভাষায় এই কাব্যের দোষ গুণ সমালোচনা বঙ্গভাষার একটী প্রধান অভাব। পশ্চাদ্বর্ত্তী কয়েক পংক্তি দ্বারা এই অভাব পূরণার্থ যথা কথঞ্চিৎ চেষ্টা করা যাইতেছে।

(মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভ সৌন্দর্য্য-রস-পূর্ণ। কবি স্বদেশীয়দিগকে যে অমৃত পরিবেশন করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন * ইহা হইতে তাহার পূর্ব্বাস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে রাবণের সভা বর্ণনা অতিশোভন। বীরবাহু শোকে রাবণের বিলাপ অকৃত্রিম করুণ-রসার্দ্র এবং সরল উৎপ্রেক্ষায় পরিপূর্ণ। মকরাক্ষ, বীরবাহু ও রামের যে যুদ্ধ বর্ণন করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃ বীররসাত্মক এবং তাহা পাঠ করিয়া আমরা কবির স্ব-বাক্যে তাঁহাকে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না—"ধন্য শিক্ষা তব কবিবর!" আর্য্য ও সেমিটিক ভাবগর্ভ † পশ্চাল্লিখিত বর্ণনাটী কেমন গম্ভীর :—

"———নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে!—"

অনুপ্রাসগুণ এই পংক্তিটীর সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা যথোপযুক্ত ভয়ঙ্কর হইয়াছে এবং অনল্প কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া রাবণ যে শ্লেষোক্তি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট প্রশংসার্হ।

"ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী———"

কেমন স্বভাব-সঙ্গত চিত্র! কবি যে করুণরসে বিশেষ সুনিপুণ, রাবণের প্রতি চিত্রাঙ্গদার উক্তি, তাহার আর একটী উদাহরণ—

"বরজে শজারু পশি বারুইর যথা,—"

ইত্যাদি উপমাটী পাইলে হোমরও সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেন। রাক্ষসগণের রণসজ্জার বর্ণনা দেখিলে কবির প্রগাঢ় বীররসবর্ণনাশক্তি বিলক্ষণ অনুভূত হয়। বারুণীর মুক্তালঙ্কৃত কেশপাশ হোমরকে পুনরায় স্মরণ করিয়া দেয়। মেঘনাদের প্রমোদোদ্যানের বর্ণনা,—

---

* —গৌড়জন যাহে, আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

† আর্য্য=হিন্দু। সেমিটিক=ইহুদীয়।

"——কুহরিছে ডালে
কোকিল ; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি ;
বিকশিছে ফুলকুল ; মর্ম্মরিছে পাতা ;
বহিছে বাসন্তানিল ; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর।—— "

কয়েকটী অনুপম চিত্রচ্ছটায় রঞ্জিত হইয়া কি সুন্দর হইয়াছে।

"———নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি" ;—ইত্যাদি।

এই হিক্র চিত্রপূর্ণ রাক্ষস বন্দীগণের গান যে কতদূর প্রশংসনীয় বলিতে পারি না।

"বাজিল রাক্ষস-বাদ্য ; নাদিল রাক্ষস ;—
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।"

এই দুই পংক্তি অত্যুৎকৃষ্ট রচনাশক্তির একটী উদাহরণ। শব্দবিন্যাসের যদি কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা হয়, ইহার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রথমসর্গ এইরূপ প্রভূত অলঙ্কাররজিতে সুসজ্জিত।

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে সন্ধ্যাবর্ণনাটী যারপর নাই মনোহর। অমরবৃন্দের আমোদ-প্রমোদ ইহা অপেক্ষা ন্যূনতর নহে, ইহা পাঠকালে হোমরকে স্মরণ হয়। শিব দুর্গা কামদেব ও রতির উপন্যাসে হোমরোপম সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। কামদেব ও রতি হোমরের প্লুত্বার ও আফ্রোডিটীর অনুরূপ। শিব ও দুর্গার চতুর্দ্দিকস্থ স্বর্ণ-রঞ্জিত মেঘ এবং পুষ্পমালা পাঠে হোমরের পশ্চাল্লিখিত বর্ণনাটী স্মৃতি-পথারূঢ় হয়।

"হেন ভাষি যোভ, দুই বাহু পসারিয়া
আলিঙ্গিলেন ধর্ম্মপত্নী,—সর্ব্ব দেব মাতা।
যুগল মূরতি ঊর্দ্ধে নিম্নে বসুন্ধরা,
প্রসবে নবীন শষ্প নয়ন-রঞ্জন,
শিশির মুকুতাফলে সজ্জিত কমল,
প্রফুল্ল রজনীগন্ধা, জাফরান দল ;
কোমল কুসুমগুচ্ছ হ'য়ে শয্যাধান,
কঠিন পৃথিবী হ'তে ব্যবধিল দোঁহে,
বিরমে দম্পতি তথা, সুবর্ণ মণ্ডিত
সৃজিলা জলদ এক, জ্যোতির্ম্ময় প্রভা,
দরদর ঝরে তাহে শিশিরের ধারা।"

হোমর ১২শ সর্গ, ৩৪৬—৫৭ পং।

কামদেব দগ্ধ শরীরে শিবের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে রতি তাঁহার প্রতি যে কথা বলেন তাহা দাম্পত্য-প্রণয় পূর্ণ। এই সর্গে ঝটিকা বর্ণনা যারপর নাই প্রশংসনীয়। বায়ুকর্তৃক গুহা হইতে ঝঞ্ঝা সকলের উন্মোচন পাঠে ভর্জ্জিলের ইওনসের কথা মনে হয়।

তৃতীয় সর্গে প্রমীলার উদারচিত্ততা দেখিলে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার যুদ্ধ সজ্জা ও যুদ্ধ যাত্রার বর্ণনা চমৎকার।

চতুর্থ সর্গের প্রথমেই বাল্মীকির প্রতি সম্বোধন যথার্থ ই অতি মনোহর :—

"————রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে !"

এবং বাল্মীকির 'রত্নাকর' নামোল্লেখও মনোহর হইয়াছে। এই সর্গে সীতার শোচনীয় দুরবস্থা যেরূপ করুণরসের সহিত সেইরূপ ভাবের সৌন্দর্য্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে তাহার উপযুক্তরূপ প্রশংসা কি প্রকারে করিব ভাবিয়া পাই না। ইহা যত বার পাঠ করিয়াছি অশ্রুপাত সম্বরণ করিতে পারি নাই। করুণ ও শোকরস বর্ণনাশক্তি আমাদিগের কবির বিশেষ গুণ, এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার কাব্যের অনেক স্থলে বীররসের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেও বঙ্গীয় সকল কবি অপেক্ষা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। যে কুঞ্চিকার দ্বারা সহানুভূতির অশ্রু-দ্বার উন্মুক্ত করা যায়, প্রকৃতি দেবী তাহা ভারতীয় অনেক কবি অপেক্ষা তাঁহাকে বিশেষরূপে দান করিয়াছেন। এ বিষয়ে বাল্মীকি তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রদেয় সকল বর অপেক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বরে আমাদিগের কবিকে ভূষিত করিয়াছেন। পঞ্চবটীবনে স্বামীর সহিত সীতার সুখভোগ বর্ণনায় যেরূপ বন্য-সরলতা এবং আনন্দকর বিজন-বাস বিবৃত হইয়াছে তাহার প্রশংসা বাক্যাতীত। সীতার এই অবস্থা ও তাঁহার ভাবী দুরবস্থা পরস্পর কেমন বিভিন্ন! এই সমুদায় বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি :—

"——শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাস,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !"

পঞ্চম সর্গের প্রারম্ভে অপ্সরাদিগের নিদ্রাকর্ষণ বর্ণনা অতি চমৎকার। স্বর্গীয় অপ্সরাগণের সরোবর-স্নান বর্ণনাতে যেরূপ অত্যুজ্জ্বল অপরিমেয় কল্পনা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইটালীয় কবিদিগের লেখনী-যোগ্য এবং আরবীয় উপন্যাসের অদ্ভুতভাবে চিত্রিত! প্রমীলাকে জাগ্রত করিবার সময় মেঘনাদের সম্বোধনটী মাধুরী ও লালিত্যে মিণ্টনের ইভের প্রতি আদমের উক্তির সমতুল্য।

ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কার নাগরিকগণের প্রবোধন এবং নগরের ক্রমোত্থিত কোলাহল ও ব্যস্ততা অসামান্য

কবিত্বের পরিচায়ক। বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ভৎর্সনা বাক্যসকল ভয়ঙ্কর হৃদয়-ভেদী এবং সম্পূর্ণরূপে অখণ্ডনীয়। মেঘনাদের পতনে বিভীষণের বিলাপ অত্যন্ত শোকোদ্দীপক।

সপ্তম সর্গ প্রাতঃকালের রমণীয় বর্ণনার সহিত আরব্ধ। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিটী পাঠে আমি বিমোহিত হইয়াছি।

"কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।"

কবির প্রভাত ও সন্ধ্যা বর্ণনা বিশেষ মনোহর। প্রমীলার বক্ষঃস্থ মুক্তামালার সহিত শরৎকালীন মেঘে চন্দ্রের রজচ্ছটার তুলনা অতিশয় সুন্দর হইয়াছে। এই স্থানের অনেকগুলি উপমা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর উপমা মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। আমি এই সমালোচনায় রাশি রাশি নিরূপম উপমার মধ্যে কয়েকটী মাত্র উপমা সঙ্কলন করিয়াছি। রাক্ষসদিগের রণসজ্জা বর্ণনা যারপরনাই উৎসাহকর এবং যথার্থ হোমরোপম। যুদ্ধ বর্ণনাও ন্যূন নহে; ইহা পাঠ করিলে হোমরের যে সর্গে গ্রীক ও ট্রোজানদিগের যুদ্ধে দেবগণের পরস্পরের পক্ষাবলম্বন বর্ণিত আছে, তাহা স্মরণ হয়। কিন্তু আমাদিগের কবির দেবগণ প্রকাণ্ড দেহ ও অসুন্দরাকৃতি হইলেও হোমরের দেবতাদের ন্যায় বালকবৎ সম্ভাষণ বা আচরণ করেন নাই। তিনি বানরদিগের কার্য্য মানব-বীরদিগের ন্যায় বর্ণনা করিয়া সভ্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন।

অষ্টম সর্গে লক্ষ্মণের মৃত্যুতে রামের বিলাপ বর্ণনা অতিশয় করুণ-রসার্দ্র, এবং বাল্মীকি-রচিত তদ্বিষয়ক একটী বর্ণনার অনুরূপ। এই সর্গের নরক বর্ণনা অনেক স্থলে প্রথমশ্রেণীর কবিত্বশক্তির পরিচয় দেয়। ইহাতে হোমর, ভর্জিল, দান্তে, মিণ্টন এবং ব্যাসের কবিতার অনেক অনুকরণ আছে, কিন্তু আমি অনেক বার বলিয়াছি যে, আমাদিগের কবি নিরবচ্ছিন্ন অনুকরণকারী নহেন। মিণ্টন যেরূপ অন্যান্য কবির অনুকরণ করিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ করিয়াছেন।

নবম সর্গে প্রমীলা তাঁহার মৃতপতির নিমিত্ত আর্ত্তনাদ করিতেছেন এরূপ বর্ণনা না করিয়া কবি বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গভীর শোক কি বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায়? যে মায়াবী পুরুষের কুহকে সংসারারণ্য তাঁহার নিকট কুসুমোদ্যানবৎ প্রতীত হইতেছিল, তাঁহার বিয়োগে সকলই ঘোরতর শূন্য বোধ হইল; বিলাপ ও অশ্রুপাত এ প্রকার শোকের অতি সামান্য নিদর্শন। এই সর্গে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সজ্জা বর্ণনা অতি শোভন ও হৃদয়গ্রাহী।

এক্ষণে কাব্যের দোষ সকলের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ। ভাবের পরস্পর অনৈক্য। (১) কবি স্বদেশীয় লোকদিগের মনোরঞ্জনার্থে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতি যতদূর সাধ্য মমতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই; কিন্তু রাক্ষসদিগের প্রতি তাঁহার আন্তরিক পক্ষপাতও গোপন রাখিতে পারেন নাই। মিণ্টনের ক্রাইষ্ট অপেক্ষা সেটান্, নায়ক নামের অধিক উপযুক্ত, কিন্তু আমাদিগের কবিতে ও তাঁহাতে প্রভেদ এই যে, মিণ্টন অজ্ঞাতসারে এই প্রমাদে পড়িয়াছিলেন; আমাদিগের কবি জানিয়া শুনিয়া ঐ প্রমাদে পড়িয়াছেন। ইন্দ্রজিতের অন্যায় হত্যা সাধনান্তে লক্ষ্মণের প্রতি রামের পশ্চাল্লিখিত উক্তিটী শ্লেষোক্তি প্রায় বোধ হয়:—

"লভিনু সীতায় আজি তব বাহু বলে,

হে বাহুবলেন্দ্র ! ধন্য বীরকুলে তুমি !" ইত্যাদি।

লক্ষ্মণ কি বাহুবলই প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রজিতকে হত্যা করিয়াছিলেন ! ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে কবি,

"—বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,

শার্দ্দূলী অবর্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা

নিষাদ——————" ইত্যাদি।

এই উপমা দ্বারা রাক্ষসদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কাব্যের সর্ব্বাংশে কবির মত স্পষ্ট এবং অবিসম্বাদিত হওয়া উচিত ছিল। (২) কোন কোন স্থলে সরল এবং অসরল বর্ণনা একত্র মিশ্রিত হইয়াছে—যথা, ১ম সর্গ ৩২৯—৩৪২ পংক্তি, এবং ৭ম সর্গ ১৫৮—১৯১ পংক্তি। প্রথমোক্ত স্থলে চিত্রাঙ্গদা ও তাঁহার সহচরী রাক্ষস-সুন্দরীগণের মুক্তকেশ-পাশ ও নিশ্বাস, প্রলয় মেঘমালা ও প্রলয় ঝটিকার সহিত তুলনা এবং শেষোক্ত স্থলে রাবণের স্ত্রী-সেনানীগণের দন্তের সহিত তোমর, ভোমর, শূল ইত্যাদির তুলনা এবং অঞ্চলের সহিত পতাকা ইত্যাদির তুলনাদ্বারা উক্ত স্থল সকলের হোমরোপম সরলতা বিনষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত সুকল্পনা এবং মিথ্যা আড়ম্বরের পরস্পরের এপ্রকার সংমিশ্রণ পরিত্যাগ করা উচিত। (৩) এক স্থানে বিপরীত ভাবোদ্দীপক অভিপ্রায় সকলও মিশ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গের উপসংহারে কবি,

"——————তরল সলিলে

পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ

রজোময়,——————"

ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শান্তির সুন্দর বর্ণনা করিয়া হঠাৎ,

"আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে শিবা

শবাহারী ; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি ;

পিশাচ।——"

এই বীভৎস বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বর্ণনার মাধুর্য্য এককালে নষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় সর্গে কবি পাঠকগণের মনে ভয় ও আশ্চর্য্যভাব উদ্দীপনার্থ লঙ্কাবাসিনী বীররমণীদিগের রণসজ্জা ও যুদ্ধযাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাদ্বর্ত্তী বর্ণনায় সে ভাবের ব্যাঘাত হইতেছে।

"অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি

ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুর্মুহু হানি

অব্যর্থ কুসুম শরে !—"

এই বর্ণনাতে সমুদায় বিষয়টী লঘু হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চাদ্বর্ত্তী কয়েকটী পংক্তি হাস্যকর :—

"অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে ?
*　　*　　*　　*
দেখিব, যে রূপ দেখি শূর্পণখা পিসী
মাতিল, মদন-মদে পঞ্চবটী বনে" ;

এরূপ ভাষা স্ত্রীশোভন বটে, কিন্তু ক্রোধজ্বলিত সমরোৎসাহিত বীরাঙ্গনার যোগ্য নহে। বর্ণনার কোন কোন স্থল বিরুদ্ধ ভাবের উদ্দীপন করিয়া দেয়। এই কাব্যের অতি সাধ্বী নারীচরিত্রও বিলাসিতার কলঙ্কে দুষিত হইয়াছে। একস্থলে সীতা লঘুচিত্ত, আমোদপ্রিয়, চপল বালিকার ন্যায় হরিণদিগের সহিত নৃত্য করিতেছেন, কোকিলের সহিত গীতালাপ করিতেছেন এবং রসিক মধুমক্ষিকা ও ভ্রমরকে "নাতিনী জামাই" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। * সীতার নম্রতা, অসাধারণ সতীত্ব এবং গম্ভীর প্রকৃতি বিষয়ে আমাদিগের যে চিরন্তন সংস্কার আছে, তাহার সহিত উপরোক্ত বর্ণনার ঐক্য হয় না। সত্য বটে, সংস্কৃত কাব্যে স্বামীর সম্মুখে রমণীগণের নৃত্য গীতের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু আমাদিগের কবি সীতার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কেবল চতুরা, রসিকা নর্ত্তকীদিগের পক্ষে সম্ভব। অর্দ্ধবাতুল রমণীরাই হরিণদিগের সঙ্গে নৃত্য করিতে পারে।

"——চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে !" †

এই স্থলে অবিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম অকস্মাৎ আসিয়া কবি-বর্ণিত নিষ্কলঙ্ক দাম্পত্য প্রেমের বিশুদ্ধতা এককালে বিনষ্ট করিয়াছে। এটী অমার্জ্জনীয় দোষ। নিশ্চয়, মিণ্টন কখনও এরূপ লিখিতেন না। শেষ সর্গে :—

"বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড় কড়ে" ; ‡

---

* "———— কভুবা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি !
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে ! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনীজামাই বলি বরিতাম তারে।" ৪র্থ সর্গ ১৮৬—৯৩ পংক্তি।

† ৫ম সর্গ ৩৮৭—৮৮ পংক্তি।

‡ ৯ম সর্গ ২৯৫ পংক্তি।

এই হাস্যকর পংক্তিটী আমাদের অতি প্রাচীন সাম্প্রদায়িক এবং প্রাচীন পদার্থের একান্ত পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগেরও প্রীতিকর হইবে না। এরূপ বর্ণনা মহাকাব্যের অনুপযোগী, বিশেষতঃ যে প্রকার উন্নত ও মহদ্ভাবপূর্ণ কবিতার সহিত সংযোজিত হইয়াছে তাহাতে ইহা নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়াছে। (৪) এই প্রসঙ্গে হিন্দুভাব বিরুদ্ধ কতকগুলি বর্ণনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সজ্জা প্রকৃত হিন্দু ব্যবহার সঙ্গত নহে। ইহাতে ইউরোপীয় সামরিক সজ্জা, বর্ত্তমান বঙ্গীয় অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সজ্জা এবং সহমরণ ক্রিয়ার সজ্জা একত্র বিমিশ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—বর্ণনার অতি দীর্ঘতা। এই দোষের একটীমাত্র দৃষ্টান্ত আছে। নরক বর্ণনায় এই দোষটী উপলক্ষিত হয়। নরক রাজ্যে ভ্রমণ গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষীয় প্রাচীন কবিগণের একটী প্রিয় বর্ণনীয় বিষয়। আমাদিগের কবির পক্ষেও তাহা অল্প প্রলোভনকর নহে, কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাকে তিনি অতিরিক্ত স্থান দান করিয়াছেন। বর্ণনাটী কাব্যের পরিমাণাধিক। বস্তুতঃ মেঘনাদবধ কাব্যের অবয়বোচিত হয় নাই।

তৃতীয়তঃ—নীতি-গর্ভ মহাবাক্যের অভাব। মেঘনাদে এমন নীতিগর্ভ মহাবাক্য অল্প আছে যে, তাহা দেশীয় লোকদিগের দ্বারা সামান্য কথোপকথনে উদ্ধৃত হইতে পারে। হোমর, ভর্জিলের কত মহাবাক্য তাঁহাদিগের স্বজাতির সাধারণ জনসমাজে সামান্য কথোপকথনে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। এবিষয়ে ভারতচন্দ্র আমাদিগের কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহার সকল গুলি ঠিক দোষ না হইতেও পারে, কারণ কোন কোন স্থলে আমার মত ভ্রমসঙ্কুল হইলেও হইতে পারে। যাহা হউক উল্লিখিত দোষ সত্ত্বেও 'মেঘনাদ' বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য তাহার সন্দেহ নাই। অধিকন্তু দোষ ধরিলে 'প্যারাডাইস্ লষ্ট্' কাব্যেও তাহা অল্প নাই। গোল্ডস্মিথ বলেন, "লেখকের গুণের আধিক্য স্থায়ী কীর্ত্তির যেরূপ নিদান, দোষের অল্পতা সেরূপ নহে। আমাদিগের অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থসকলও দোষ গুণ উভয়েরই আশ্রয়, তাহাতে যেমন বিলক্ষণ গুণ আছে, তেমনি বিলক্ষণ দোষও আছে।" মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক মেঘের অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধের সময় যেমন বীররস পরিপূর্ণ হইতেন, কাব্যটীও সেইরূপ স্থানে স্থানে বীররস পরিপূর্ণ ; এবং সময়ান্তরে তিনি তাঁহার প্রমীলাকে জাগ্রত করিবার জন্য যেরূপ কোমল স্বর ধারণ করিতেন কাব্যটীও স্থানে স্থানে সেইরূপ কোমল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা কবিতা যেরূপ অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল, তাহা দেখিয়া সে সময়ে কে বলিতে পারিত যে এত অল্পকালের মধ্যে স্থল বিশেষে ভাবের উচ্চতায় প্রায় হোমরের 'ইলিয়ড' ও মিল্টনের 'প্যারাডাইস লষ্টের' ন্যায় এবং স্থল বিশেষে করুণরসের বাল্মীকির রামায়ণের সমকক্ষ একখানি অমিত্রাক্ষর বাঙ্গালা কাব্য প্রচারিত হইবে? ফলতঃ সময় মনুষ্যের সৃষ্টি কর্ত্তা নহে, কিন্তু মনুষ্যই সময়ের সৃষ্টি কর্ত্তা। কাল মনুষ্যকে উচ্চ করিয়া তুলে না ; মনুষ্য কালকে উচ্চ করিয়া তুলে। আমাদের কবি বঙ্গভাষাতে নূতন-কবিতা রচনাপ্রণালী ও অনেক নূতন শব্দ ও নূতন প্রয়োগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, অথচ অতি অল্প স্থলে তাঁহার কষ্ট-কবিত্ব দোষ উপলক্ষিত হয়।

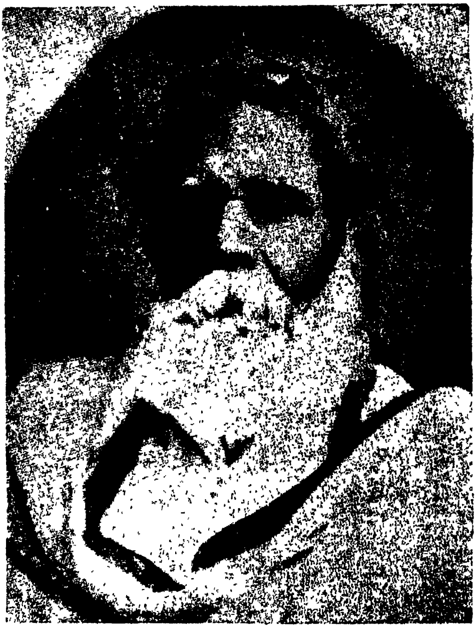
তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গেটে আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। গেটে যেমন অসম্পূর্ণ জর্ম্মন ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইঁনিও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। মেঘনাদের রচনা প্রণালী 'তিলোত্তমা' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল, মসৃণ, তরল ও শ্রুতিসুখকর। ইহার শব্দ-বিন্যাস অপেক্ষাকৃত সুপ্রশস্ত ও সুসংহত। আমরা যখনই ইহা পাঠ করি, তখনই ইহা নূতন বোধ হয়। অসাধারণ কবির রচনার প্রকৃত লক্ষণ এই যে তাহা কখনই পুরাতন বা অরুচিকর হয় না। বহু শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাঁহার সমালোচক উভয়েই অন্তর্হিত হইবেন, তখনও মনুষ্যগণ অক্লান্ত অনুরাগের সহিত 'মেঘনাদ' পাঠ করিবে। অসাধারণ প্রতিভার কি রমণীয়—কি অক্ষয় প্রভাব! কত বংশ পরম্পরা গত হইবে তথাপি আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের যে সকল স্থল পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছি, লোকে সেই সকল স্থল পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিবে; তূরীধ্বনির ন্যায় যে সকল স্থান বীরভাব উদ্দীপন করিয়া আমাদিগের হৃদয় প্রোৎসাহিত করিতেছে তাহাদিগেরও করিবে; এবং যে সকল স্থান আমাদিগের অন্তঃকরণকে প্রীতি ও কোমলতায় বিচলিত করিতেছে, তাহাদিগেরও তাহা সেইরূপ করিবে। আমাদিগের জাতীয় মানসিক প্রকৃতি সংগঠন পক্ষে 'মেঘনাদ' যথেষ্ট সাহায্য করিবে। শাসনকর্ত্তা বা বীরের ন্যায় কবির জয় সাড়ম্বর নয় বটে, কিন্তু তাহা সুনিশ্চয় ও সুদূরব্যাপ্ত। কবির ভাব সকল স্বজাতির মনোবৃত্তির উপাদান হয় এবং জাতীয় শিক্ষা ও মহত্ব সাধনের পক্ষে প্রভূত সহকারিতা করিয়া থাকে।*

"বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতায়" রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন,—

এক্ষণে আমরা মাইকেল মধুসূদনের নিকট আগমন করিতেছি। এই বারেই ঠকাঠকি! মাইকেল মধুসূদনের যেমন গোঁড়াও অনেক, তেমনি শত্রুও অনেক। তাঁহার সহিত আমার অত্যন্ত বন্ধুতা ছিল। তিনি কলেজে আমার সমাধ্যায়ী ছিলেন। যখন আমি মেদিনীপুরে ছিলাম, তখন তাঁহার সহিত আমার সর্ব্বদা পত্র লেখা হইত; সেই সকল পত্র আমার নিকট আছে, তাহা অতীব কৌতূহলজনক। যখন আমি ঐ স্থানে ছিলাম, তখন মাইকেল মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্য ছাপাইবার পূর্ব্বে তাহার প্রথম দুই সর্গ আমার অভিপ্রায় জানিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া যেখানে যেখানে দোষ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহাও তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত তিনি আমাকে "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" সংবাদপত্রে তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব

---

* এই সমালোচনা রাজনারায়ণ বসু প্রণীত "বিবিধ প্রবন্ধে"র প্রথম খণ্ডে ১২৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই সমালোচনা "মেঘনাদবধ" কাব্য প্রথম প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরে কবিকে ইংরাজিতে লিখিয়া পত্রাকারে পাঠান হয়। যখন মেঘনাদবধ কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এই প্রস্তাবটি লিখিত হইয়াছিল। উহাতে যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পরে অল্প পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।



রাজনারায়ণ বসু

কাব্য সমালোচনা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রার্থনামতে আমি ঐ কাব্য উক্ত পত্রে সমালোচনা করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল, কিন্তু কোন ব্যক্তির দোষ-গুণ বিচারের সময় বন্ধুতাভাবের দ্বারা মনকে বশীভূত হইতে দেওয়া উচিত নহে। আমরা যেমন বলিয়া থাকি, এ লোকটা দোষে গুণে, মাইকেল মধুসূদনও তেমনি দোষে গুণে কবি। প্রত্যেক কবিরই দোষ ও গুণ আছে, কিন্তু "দোষে গুণে কবি" এই প্রয়োগের অর্থ এই যে, যেমন তাঁহার অসামান্য গুণ আছে, তেমনি অসামান্য দোষও আছে। ভাবের উচ্চতা, বর্ণনার সৌন্দর্য্য, করুণা-রসের উদ্দীপনা, তাঁহার এই সকল গুণ যখন বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে বঙ্গভাষার সর্ব্ব-প্রধান কবি বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যখন তাঁহার দোষ বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে ঐ উচ্চ আসন প্রদান করিতে মন সঙ্কুচিত হয়। জাতীয় ভাব বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন বাঙ্গালী কবিতে সেরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট পাণ্টুলন দেখা দেয়। আর্য্যকুল সূর্য্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষ্মণকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করাণো, খর ও দূষণের মৃত্যু ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন,—বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে। বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে কবিকঙ্কণ যেমন জাতীয় ভাবসম্পন্ন, তেমন অন্য কোন কবি নহেন। মাইকেল মধুসূদনের রচনাতে প্রাঞ্জলতার অত্যন্ত অভাব। কবির রচনাতে প্রাঞ্জলতা না থাকিলে তাহা মধুর ও মনোহর হয় না। সকল শ্রেষ্ঠতম কবির রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল; যথা,—হোমর ও বাল্মীকি। শ্রেষ্ঠতম কবিদিগের মধ্যে মিল্টনের রচনা তত প্রাঞ্জল নহে, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য গুণ যেরূপ আছে, তাহাতে মাইকেল কখনই তাঁহার সমতুল্য হইতে পারেন না। মিল্টনে যেরূপ ভাবের গভীরতা, শব্দ-বিন্যাসের রাজ-গাম্ভীর্য্য ও রচনার জম্‌জমাট্ দৃষ্ট হয়, মাইকেলের কবিতাতে ততটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মিল্টনের প্রাঞ্জলতার অভাব মাইকেলে বিলক্ষণই দৃষ্ট হয়। "যাদঃপতি রোধ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে," "নাদিল দম্ভোলি কড় কড় রবে" ইত্যাদি বিকট বিকট প্রয়োগ দ্বারা মাইকেল মধুসূদনের কাব্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রসভঙ্গ দোষ মেঘনাদবধ কাব্যের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। গম্ভীর বিষয় বর্ণনা কালে মাইকেল মধুসূদন "খেদাইনু" "নাদিলা" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে হাস্যের উদ্রেক হয়। দশরথের প্রেতাত্মা রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিবার সময় তিনি "রামভদ্র" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে ঐ প্রকার ভাবেরই উদ্রেক হয়। দ্বিতীয় সর্গের শেষে ঝড় থামিবার পর শান্তির অবস্থার বর্ণনার মধ্যে গৃধিনী, শকুনী ও পিশাচের পালে পালে আগমনের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে বীভৎস রসের প্রবর্ত্তনা দ্বারা শান্তিরসের ভঙ্গ করা হইল। কিন্তু এই সকল ও অন্যান্য বহুবিধ দোষ সত্ত্বে কে না স্বীকার করিবে যে, মাইকেল মধুসূদন একজন অসাধারণ কবি? মেঘনাদবধ ব্যতীত বীরাঙ্গনা, চতুর্দ্দশপদী-কবিতা প্রভৃতি তাঁহার অন্য সকল কবিতাও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি

বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি না হউন, তিনি একজন অসাধারণ কবি, তাহার আর সন্দেহ নাই। যখন মাইকেল মধুসূদনের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার সৃষ্ট অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও তাঁহার উদ্ভাবনী-শক্তির অন্যান্য প্রমাণে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া আমি তাঁহার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে নবপ্রেমের মুগ্ধতা কমিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার দোষ সকল স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি।* কয়েক বৎসর হইল, অমৃতবাজার পত্রিকায় "ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য" নামে মাইকেল মধুসূদনের রচনার একটী হাস্যকর অনুকরণ প্রকাশিত হয়। আমি ইংরাজীতে হোমর প্রভৃতি কবির হাস্যকর অনুকরণ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই হাস্যকর অনুকরণটী তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনেকে এইরূপ মনে করেন, যে ব্যক্তি এইরূপ হাস্যকর অনুকরণ রচনা করেন, তিনি কবির অমর্য্যাদা করেন। বাস্তবিক তাহা নহে। শুনিতে পাই, কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন উল্লিখিত হাস্যকর অনুকরণে বিরক্ত না হইয়া তাহা পাঠ করিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। উল্লিখিত হাস্যকর অনুকরণের প্রথম অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে ঃ——

"ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য।

দ্রুহিণ-বাহন সাধু, অনুগ্রহ্ণিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুন্ত—দুর্জ্জয়—
পললাশী বজ্রনখ—আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিল ?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর-প্রহারে,
যাদঃ-পতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।
অর্কারুহের তলে বিদ্রুত গমনে—
(অন্তরীক্ষ-অধ্বে যথা কলম্বলাঞ্ছিত,
সুআশুগ-ইরম্মদ গমে সনসনে)
চতুষ্পাদ ছুচ্ছুন্দরী মর্ম্মরিয়া পাতা,
অটছে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ-সম
নড়িছে পশ্চাৎ ভাগে। হায়রে যেমতি
সুশ্যামল বঙ্গগৃহে কন্যায় শরদে,
বিশ্বপ্রসূ বিশ্বম্ভরা দশভুজা কাছ,—
(ক্ষ্মাধ্রীশ-আত্মজা যিনি গজেন্দ্রাস্যমাতা।

* এই বক্তৃতা করিবার পর আমি অবগত হইলাম যে, আমি উপরে যাহা বলিয়াছি, তজ্জন্য মাইকেল মধুসূদনের পক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় পক্ষীয় লোকেরা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। ইহাতে কেবল এইমাত্র প্রমাণিত হইতেছে যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক বলিয়াছি।

ব্যজেন চামর লয়ে ঋত্বিক্ মণ্ডলী।
কিম্বা যথা ঘটিকাযন্ত্রের দোলদণ্ড
ঘন মুহুর্মুহু দোলে। অথবা যেমতি
মধু-ঋতু-সমাগমে আয্যাত্মজালয়ে—
(বিষ্ণু-পরায়ণ যাঁরা) বিচিত্র দোলনে—
দারু-বিনির্ম্মিত-দোলে রমেশ হরষে।
কিম্বা যথা আর্কফলা নেড়া-শীর্ষে নড়ে,
বাদেন মুরজ যবে হরিসঙ্কীর্ত্তনে।

রাজনারায়ণ বসু পরবর্ত্তী কালে, কবির মৃত্যুর বহুবৎসর পরে, তাঁহার "আত্ম-চরিতে" মেঘনাদবধের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন ;—আমি [১৮৬০ সালের শেষে] মেদিনীপুর যাইবার পূর্ব্বে কবিকুলসূর্য্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই। মধুর সহিত আমি হিন্দুকলেজে দ্বিতীয় শ্রেণীতে একত্র পড়ি। মধু দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতেই খ্রীষ্টীয়ান হইয়া বিসপস্ কলেজে পড়িতে যান। তৎপরে অনেকদিন মান্দ্রাজে অবস্থিতি করেন। আমি যে সময়ে দেখা করিলাম তিনি তখন মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ও কলিকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে হেড কেরাণীর কাজ করিতেছিলেন। এই বৎসরের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কবিতার বিষয়ে আমার সহিত পত্র লেখালিখি হইয়াছিল। বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রথম সর্গ প্রকাশিত হওয়াতে ওই লেখালিখি আরম্ভ হয়। ওই তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য *Indian Field* নামক সংবাদপত্রে আমি সমালোচনা করি। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম দুই-তিন সর্গ আমার অভিপ্রায়ের জন্য মেদিনীপুরে পাঠাইয়া দেন। আমি এই সময়ে মধুর এমনি গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলাম যে তাঁহাকে কলিকাতায় দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আমি এই সময়ে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, 'কবে আমি দেখিব মধুসূদনবদনসরোজং'। আমি জয়দেব হইতে ওই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। আমি যে দিন কলিকাতায় তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি, সে দিন দেখিলাম তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রুফ দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন, My dear Raj, this will surely make me immortal ; আমি বলিলাম, 'তাহাতে আর সন্দেহ নাই।' অনেক কবি আত্মশ্লাঘা দোষে দূষিত। জয়দেব বলিয়াছেন,—

মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং ॥

আরো বলিয়াছেন—

যন্তাকণ্ঠকুলা সুকৌশলমনুধ্যানং চয়ন্বৈষ্ণবং
যচ্ছন্দীব বিবেকতত্ত্ব রচনা কাব্যেষু লীলায়িতং।

তৎসর্ব্বং জয়দেব পণ্ডিত কবেঃ কৃষ্ণকতানাৎময়ঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্ত সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥

হাফেজ বলিয়াছেন যে, তাঁহার কবিতা এত মধুর যে আকাশমণ্ডল তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার উপর মুক্তা বর্ষণ করিতেছে। মধুর আত্মশ্লাঘা কিছু অধিক পরিমাণে ছিল। তিনি আমাকে বলিলেন যে, "ভবিষ্যদ্বংশীয় হিন্দুরা বলিবে যে, নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন।" তাহার পরে অনেক কথা হইল। আমি এই দীর্ঘ কথোপকথনের সময় বলিলাম যে, "আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মত হইলেও তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু।" তিনি বলিলেন, "'তুমি ঠিক্ আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু ; কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁসিয়া না থাকিলে চলে না এই জন্য খ্রীষ্টীয় সমাজ ঘেঁসিয়া আছি। বিশেষতঃ যখন খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছি, তখন ঐ সমাজ ঘেঁসিয়া থাকা কর্ত্তব্য।" তৎপরে একদিন তিনি আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন ও যে দিন আহার করিব সেই দিন ইজার চাপকান পরিয়া আসিতে বলিলেন। আমি নিরূপিত দিবসে উপস্থিত হইলাম ও দেখিলাম, তাঁহার ইংরাজী স্ত্রী আমার জন্য অনেক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। সেইদিন তাঁহার মান্দ্রাজের একটি ফিরিঙ্গী বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। মধু প্রচুর মদ্যপান করিলেন। বিদায় লইবার সময় তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কষে ক্রমাগত মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। মধুর যাহা দোষ থাকুক না কেন হৃদয় একেবারে প্রেম ও স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল।

মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৬২-৬৩) কবিবর হেমচন্দ্র, মধুসূদনের সংক্ষিপ্ত জীবনী, কাব্যের সমালোচনা ও মূলের টীকা প্রভৃতি সংযুক্ত করেন। হেমচন্দ্রের সমালোচনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

এই অতি ঋজু ও পরিপাটী প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক মহতী কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছেন। ভাবীকালে, কবিকুলসম্ভব কেহ না কেহ এই ছন্দের উৎকৃষ্টতা সাধন করিতে পারেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতাবলী সমধিক সরল, স্বচ্ছ, কোমল এবং তরল ভাষায় গ্রন্থন করিতে পারেন ; কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার প্রণালী উদ্ভাবনের যশঃ, আর কাহারই নয়। এবং উৎকৃষ্টতর দ্বিতীয় প্রণালী, বোধ হয় আর নাই। হয়ত কেহ মাত্রা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইবেন, কিন্তু মাত্রা-বৃদ্ধি দ্বারা অলাভ ভিন্ন লাভ নাই—একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেই প্রকাশ পাইবে। বোধ হয়, লেখকের ন্যায় অনেকে মনে মনে করেন যে, এই বিপুল যশঃ তাহাদের কপালে ঘটিল না। যাহা হউক, যখন আবিষ্ক্রিয়াটী সুসম্পন্ন হইয়াছে তখন সকলেরই কর্ত্তব্য যে, একবাক্য হইয়া সেই ভাগ্যবন্ত পুরুষের ধন্যবাদ করেন, যিনি কবিতাস্রোতঃ নির্গমণের এই নূতন খাদ খনন করিয়াছেন। হে মেঘনাদবধ গ্রন্থকার, এই "নূতন মালা" চিরকালের নিমিত্ত তোমার গলদেশে শোভা প্রতিপাদন করিবে।

এইক্ষণে এই কাব্য সম্বন্ধে, দুই চারি কথা না বলিলে ভাল দেখায় না।

গ্রন্থকার অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনখানি কাব্য লিখিয়াছেন,—"তিলোত্তমাসম্ভব", "মেঘনাদবধ" এবং "বীরাঙ্গনা"। ইহার মধ্যে কবিত্বশক্তি বিবেচনা করিলে "মেঘনাদ", এবং ভাষার সারল্য ও তারল্য গণনা করিলে "বীরাঙ্গনা" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু ভাষার কমনীয়তা প্রভৃতি গুণ অপেক্ষাকৃত সুলভ। অভ্যাসেই তাহার বৃদ্ধি ও অনভ্যাসে হ্রাস হয়। ইহার প্রচুর প্রমাণ এই তিনখানি গ্রন্থেই পাওয়া যায়। তিলোত্তমা প্রথম উদ্যম, মেঘনাদ দ্বিতীয় উদ্যম ও বীরাঙ্গনা তৃতীয় উদ্যম, সুতরাং উত্তরোত্তর ভাষার সারল্যাদি গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিতেরা যে সকল গুণকে কবিতা-কৌলিন্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করেন, সে সকল মেঘনাদবধ কাব্যে যত আছে, গ্রন্থকারের রচিত অপর কোন গ্রন্থে তত নাই। আর এই গ্রন্থে তাহার কবিত্বশক্তির বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি যে প্রকার স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয় তেমন তদ্রচিত আর কোন কাব্য পাঠে হয় না। দত্তজের কবিত্ব-শক্তির দুই প্রধান লক্ষণ—তেজস্বিতা এবং উদ্ভাবকতা। তাঁহার কাব্যোদ্যানে কুহকিনী কল্পনা-দেবীকে কত প্রকার সম্মোহিনী বেশে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। কখন ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্মীকির পদতল হইতে পুষ্পহরণ করিতেছেন, কখন স্বকীয় নিকুঞ্জ হইতে নব কুসুমাবলী বিস্তৃত করিতেছেন। কখন ইন্দ্রজিত-জায়া প্রমীলার বেশে লঙ্কা প্রবেশ করিতেছেন, আবার কখন মায়াবেশে শ্রীরামচন্দ্রের পথদর্শিনী হইয়া ধর্ম্মরাজ-ভবনে গমন করিতেছেন। আর উৎপ্রেক্ষা ছলে কতই যে অঙ্গভঙ্গী করিতেছেন তাহার আর সীমা নাই। পুনশ্চ, দেবী আবার মহাতেজস্বিনী। সর্ব্বদাই বীরভাবান্বিতা—সর্ব্বদাই বীররসাশ্রিত বাক্যপ্রিয়া। ভারতের কল্পনার ন্যায় ইহার জন্মমৃত্যুস্থল রাজভবন ও বন্ধুবান্ধব দুই ক্ষুদ্র প্রাণী নায়ক নায়িকা নয়। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, দেব, নর, রক্ষ মধ্যে যত-কিছু বীর্য্যশালী আছে সমস্তই মেঘনাদে লিপ্ত হইয়াছে, অথবা লিপ্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তা বলে, মহাত্মা মিল্টন রচিত জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্যের সহিত ইহার তুলনা করা কি সম্ভব? অনেকে এরূপ তুলনা করেন, তাহাতেই এস্থলে ইহার উল্লেখ করা গেল। সেই বৃহৎ কাব্যের সহিত ইহার তুলনা হওয়া দূরে থাকুক তাহার শত যোজন অন্তরে অবস্থিতি করিতে পারে কিনা সন্দেহ। তত্রাচ অদ্যাবধি বঙ্গভাষায় যে ইহার তুল্য কাব্য রচিত হয় নাই ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। সত্য বটে, ভারতের তুল্য সুলেখক আজ পর্য্যন্ত এদেশে জন্মগ্রহণ করে নাই, এবং বোধ হয়, আর জন্মিবে না। তেমন মধুমাখা কথা, বুঝি, আর কেহ কখন গৌড়বাসীদের শুনাইতে পারিবে না। কিন্তু কল্পনাদি শ্রেষ্ঠতর গুণ তাঁহাতে যৎসামান্য ছিল। মন যাহাতে পৃথিবীর সীমা ভুলিয়া গিয়া ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যটন করিতে পায়, যাহা কেহ কখন দেখে নাই শুনে নাই অথচ দেখিতে শুনিতে বাঞ্ছা করে, এমত বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। প্রাত্যহিক ব্যাপার সমস্ত সুন্দররূপে সাজাইয়া তাহার বাক্যামৃত বর্ষণ করাই তাঁহার সাধ্য ছিল, এবং তাহাতেই তিনি অপ্রমেয় ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার উৎপাদিকা শক্তি এত দুর্ব্বল ছিল যে বিদ্যাসুন্দর লিখিয়া তিনি নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল মানসিংহ। এই গ্রন্থ মুমূর্ষু ব্যক্তির আয়াস সদৃশ—ইহাতে কথার মিল ছাড়া কবিতার অন্য কোন লক্ষণ নাই। অন্নদামঙ্গল মন্দ নয় বটে, কিন্তু

ভারতচন্দ্র যদি বিদ্যাসুন্দর না লিখিতেন তবে আজি অন্নদামঙ্গলের এত আদর কোথায় থাকিত? ফলতঃ ভারত অদ্বিতীয় লেখক ছিলেন বটে। রসিকতা, চতুরতা ও মনুষ্য প্রকৃতিতে দৃষ্টি তাঁহার বিলক্ষণরূপ ছিল, কিন্তু তিনি মধ্যবিৎ কবি ছিলেন। কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের উৎপাদিকা শক্তির বুঝি ইয়ত্তা নাই। তিন বৎসরের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে নয়খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, প্রত্যেকেই স্বীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, আপনাকে নানা রসাভিজ্ঞ দেখাইয়াছেন, উত্তরোত্তর লেখা পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, এবং পতন দশার এখনও কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। বুঝি বা, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হয়। কবি মাইকেলের যেরূপ কবিত্ব শক্তি তিনি যদি তাদৃশ সুলেখক হইতেন তবে আর ত তার কথাই ছিল না—তাঁহার লেখার বিস্তর দোষ আছে বলিয়া, বুঝি বা, কথাটী বলিতে হয়। নিদেন এক্ষণে কবিতাপ্রিয় গৌড়বাসিদের কবিতা পাঠের ইচ্ছা হইলে বিদ্যাসুন্দর যেরূপ, মেঘনাদও সেইরূপ আদরের সহিত পাঠ করিবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যাহা হউক, জানিতে ইচ্ছা হয়, কবি মাইকেলের লেখার কি এমন দোষ আছে? অতএব কাহাকে ভাল লেখা বলে, অগ্রে জানা কর্ত্তব্য। যেখানে যে কথাটী খাটে, যে ব্যক্তির মুখে যেরূপ উক্তি সম্ভব, কোন্ উৎপ্রেক্ষা কোন্ কালের উপযোগী, কোন্ শব্দটী, কোন্ পদটী উচ্চারণ করিলে কোন্ রসের উদ্দীপন করে এই সকলের প্রতি যে লেখক দৃষ্টি রাখিতে পারেন, তাঁহার লেখাই সমুৎকৃষ্ট হয়। কবি মাইকেলের কি এ সকল গুণ নাই—এমন নয়। কিন্তু বোধ হয়, যেন তিনি পদবিন্যাস কালীন কথার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতার প্রতিই কেবল লক্ষ্য রাখেন, তাহাদের উপযোগিতা অনুপযোগিতা বিবেচনা করেন না। ভারতচন্দ্রের কিন্তু, যে কথাটী না হইলে নয়, সেই কথাটী প্রয়োগ করা আছে সুতরাং সে সকল কথা একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে বিস্মৃত হওয়া দুঃসাধ্য।...কবি মাইকেলের কঠোর শব্দ ভেদ করিলে বিস্তর রস পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে রসাল শব্দ বলা যায় না। কঠোর বল্কলবেষ্টিত বৃহৎ বটকাণ্ড ভেদ করিলে অনর্গল রস নির্গত হয় সত্য, কিন্তু পরিমলপূর্ণ পুষ্প হস্তে করিয়া যে সুখানুভব হয়, বটকাণ্ডকে আলিঙ্গন করিলে কি তাদৃশ আনন্দোদ্ভব হয়?*

পুনশ্চ, উৎপ্রেক্ষাগুলি সর্ব্বত্রে যথাযোগ্য হয় নাই। স্থল বিশেষে দেশকাল বিবেচনা না করিয়া রাশি রাশি উৎপ্রেক্ষা ছড়ান হইয়াছে। যাহা হউক সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে মেঘনাদের তুল্য আর একখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় দুর্ঘট। কবি মাইকেলের এই কীর্ত্তি কত দিন যে সজীব থাকিবে বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু ভবিষ্যতে কবি মাইকেলের নাম যে বঙ্গব্যাপক হইবে, এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের নিকট মেঘনাদবধ কাব্য যে বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা সমাদৃত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। আপাততঃ স্বদেশীয় বিজ্ঞ ও কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিদিগের নিকট নিবেদন এই যে, অমিত্রাক্ষর

---

* কিছুদিন পরেই হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—"কিন্তু এই গ্রন্থখানি বারংবার আলোচনা করিয়া আমার সে সংস্কার দূর হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদবধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত।"

ছন্দ পাঠ করিতে অভ্যাস করিয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার পরও যদি নিন্দা করেন, ক্ষতি নাই ; কিন্তু ব্যঞ্জন চাকার মত চাকিয়া যেন নিন্দা না করেন। আর ইটিও যেন তাঁহাদের স্মরণ থাকে, যে পুস্তক পাঠ করিয়া দুই চারি কথা বলা ও পুস্তক রচনা করার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। এই অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যখানি সবিস্তরে সমালোচনা করিবার বাসনা ছিল, কিন্তু সময়ের অনাটন জন্য সেই বাসনা অঙ্কুরেতেই রহিল। ...খিদিরপুর, তারিখ ১০ই শ্রাবণ, ১২৬৯ সাল।

মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সংস্করণে হেমচন্দ্র উপরিউক্ত সমালোচনা পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশ করেন। আমরা তাহার অল্পাংশমাত্র নির্ব্বাচিত করিয়া উদ্ধৃত করিলাম।

মেঘনাদবধ কাব্য-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের আজ কি আনন্দ! এবং কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার সেই আনন্দে আনন্দিত না হইবেন? অমিত্র-ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া কেহ এত অল্পকালের মধ্যে এই পয়ারপ্রাবিত দেশে একপ যশোলাভ করিবে, এ কথা কাহার মনে ছিল? কিন্তু বোধ হয়, এক্ষণে সকলে স্বীকার করিবেন যে মাইকেল মধুসূদনের নাম সেই দুর্ল্লভ যশঃ-প্রভায় বঙ্গমণ্ডলীতে প্রদীপ্ত হইয়াছে।...এই গ্রন্থখানিতে, গ্রন্থকর্ত্তা যে অসামান্য কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন এবং চমৎকৃত হইতে হয়—সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস সঙ্কলিত রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া একত্রে এত রসের সমাবেশ অন্য কোন বাঙ্গালা পুস্তকেই নাই। ইত্যগ্রে যত কিছু পুস্তক প্রচার হইয়াছে, তৎসমুদায়ই করুণ কিংবা আদিরসে পরিপূর্ণ—বীর অথবা রৌদ্র-রসের লেশমাত্রও পাওয়া সুকঠিন। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদবধের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষার কতদূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি অদ্ভুতক্ষমতাপন্ন কবি।...মাইকেল মধুসূদনের কি কুহকিনী শক্তি ;—যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের রমনীয় ও ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ একত্রিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে—...যাহাতে দেব, দানব, মানব মণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণারসে আর্দ্র হইতে হয়, এবং বাষ্পাকুল লোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি!...সত্য বটে কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানাদেশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল যত্ন সহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন।...

হেমচন্দ্রের ভূমিকা এবং সমালোচনা সম্বন্ধে রাজনারায়ণ মধুসূদন বসুকে লিখিয়াছিলেন—

Meghanad is going through a second edition with notes. and a *real* B. A. has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the :first poem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months.

সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

The next author to be considered is Mr. Michael Madhusudan Dutta, a most prolific writer of poems and plays. There is probably no writer whose merits are more variously estimated—some enthusiasts thinking him fit to compare with Kalidasa, while others regard him as a mere poetaster. For ourselves we agree with neither, and while admitting his considerable merits, we are not prepared to rank him among great poets. He has incurred much hostile criticism by his innovations in language, and by his introduction into Bengali of the use of blank verse, but his rightful place in Bengali literature is perhaps the highest.

His poetical works are the *Meghnada badh*, the *Tilottama Shambhaba*, the *Birangana* and the *Brajangana*. The two former are what in Europe would be called epic poems, and in India mahakabyas. Both are written in blank verse—the first instances of the kind in Bengali. Of the two, the *Tilottama* was the earliest, but the *Meghnada badh* is Mr. Datta's greatest work. The subject is taken from the *Ramayana*, the source of inspiration to so many Indian poets. In the war with Ravana, Meghnada, the most heroic of Ravana's sons and warriors, is slain by Laksman, Ram's brother. This is the subject; and Mr. Dutta owes a great deal more to Valmiki than the mere story. But, nevertheless, the poem is his own work from beginning to end. The scenes, characters, machinery and episodes, are in many respects of Mr. Datta's own creation. In their conception and development, Mr. Dutta has displayed a high order of art, and to do justice to it, or even to give a suitable idea of it, would require a much more minute examination of the poem than the space at our command will allow. To Homer and Milton, as well as to Valmiki, he is largely indebted in many ways, but he has assimilated and made his own most of the ideas which he has taken, and this poem is on the whole the most valuable work in modern Bengali Literature. The characters are clearly conceived and capable of winning the reader's sympathy. The machinery, including a great deal that is supernatural, is skilfully and easily handled. The imagery is graceful and tender and terrible in turn.

The play of fancy gives constant variety. The diction is richly poetic, and the words so happily chosen as constantly to bring up by association ideas congruous to those which they directly express. Nor is the verse broken up into couplets complete in themselves, in the Sanskrit fashion, but, abounding like Milton's in variety of pause, it seems to us musical and graceful, as well as a fitting vehicle for passionate feelings.

Mr. Dutta, however, is not faultless. He wants repose. The winds rage their loudest when there is no necessity for the lightest puff. Clouds gather and pour down a deluge, when they need do nothing of the kind; and the sea grows terrible in its wrath, when everybody feels inclined to resent its interference. All this bombast is unworthy of Mr. Datta's genius and cultivated taste. Equally so is his constant repetition of the same images and phrases till they almost nauseate his readers. Nor is he altogether innocent of plagiarism. Homer and Valmiki are not unfrequiently put under contribution, and Milton and Kalidasa have equal reason to complain.

Then again grammar might have been respected; and we must strongly protest against the constant introduction in imitation of the English idiom of such verbs as *stutila*, *swanila*, *nirghosila*.

We have given no extracts from the *Meghnadabadh*, because we could give no adequate idea of its merits by isolated quotations. The poem is beautiful as a whole, but single passages would give no more idea of it than a brick could give of the building from which it was taken.

Of Mr. Datta's other works, the *Tilottama Sambhaba* was the earliest. It is an epic like the *Meghnadabadh*, but far inferior to that poem. The subject is the birth of Tilottama, the fairest of Brahma's creation, created for the express purpose of causing discord between the powerful Titan brothers, Sunda and Upasunda, who had expelled the Aryan gods from Heaven.

We gladly turn from the *Tilottama* to a less ambitious but more mature work, the *Birangana*. It is a series of poetical epistles from heroes, wives to their husbands. It followed the *Meghnadabadh*, and there is the same gorgeous imagery, the same rich poetic diction, and the same musical variously modulated versification.

The *Brajangana* is a short and fragmentary poem in rhyme. It sings the woes of Radha during the days of her bereavement—a subject so often treated before, that novelty might seem to be impossible. Mr. Datta, however, has contrived to say much that is both

new and beautiful, and he is just as successful in rhyme as in blank verse. In fact, his rhyme is the best in the language. Of his sonnets we are no great admirers, though they might serve to win a name for a less distinguished author. They were composed in Europe. One of them is dated from Versailles, and others are addressed to Dante, Professor Goldstucker, Tennyson, Victor Hugo and Italy,—a sufficiently miscellaneous list of subjects, it must be confessed.

As a Dramatist, Mr. Datta is not generally successful. Among his plays are *Sarmmistha*, *Padmabati*, and *Krishna Kumari*; and the first mentioned in particular is very generally admired. In our judgement none of them are of much value. No Bengali writer has yet shown any real dramatic power. Even Babu Dinabandhu Mitra, the best writer in this line, entirely fails when he attempts to portray any of the heigher emotions, and as for Mr. Datta, his undoubted poetic genius seems entirely to desert him as soon as he sets about writing a play. His farces, however, are good. One of them, entitled *Is this Civilization?* is the best in the language. This little work deserves notice independently of its own really great merit.

The Bengali Press at the present day is very prolific, but by far the largest part of the books published are mere servile imitations of some successful author. There are imitators of Vidyasagar; imitators of Tekchand Thakur, of Hutam, of Babu Dinabandhu Mitra and of the author of *Durgesh Nandini*; but perhaps, no work has formed the model for so many imitators as *Is this Civilization?* It is a farce with a purpose, being intended chiefly to ridicule and so expose the vice of drunkenness and the other evils by which it is generally attended. The Burtolla Presses and shops actually overflow with little books, containing a dozen or twenty pages each, an selling for an anna or two, all directed against the vice of drunkenness. There are farces, too, of larger bulk, one of which, called *Bujhle-ki-na, or do you understand?* is very popular, and often produced at private theatricals; and these, too, like the others, are mere copies of *Is this Civilization?* This little work, therefore, independently of its being in itself one of the two best farces in the language, gains additional importance from the large number of other books written after its model.

To give any adequate idea of this clever little work by translated extracts would be entirely impossible, because half the fun lies in the absurd jargon interlarded with English words and the cant of debating clubs in which the characters speak. The scene is laid in the

"Gyan Tarangini Sabha"—a sort of scientific debating society which chiefly devotes itself to nautch girls and tippling. The types of life and character which it represents are sufficiently disgusting, and the important question is, whether the representation is correct.

To the shame of Bengal we must say that we fear the picture is a rue one. The reformer who never gets beyond tipsy harangues full of English expressions, should not be confounded as he often is by Europeans with the really cultivated class. But it can not be denied hat he is a fair representative of that great horde of partly educated Babus, whose only claim to enlightenment lies in the fact that they drink, wear shabby trousers and stammer out barbarous English. These are the men who swarm in every office, and plague officials with endless applications for employment, crowed the thoroughfares of the native town in the evening, drain the liquor shops and from he majority of his audience when Babu Keshub Chandra Sen lectures n the Town Hall. Of Education, they have had nothing worth the name. Having spent a few years very unprofitably in learning a smattering of English at some Anglo-vernacular school, they started in life—if poor, at the age of eighteen, as *umedwars*. If rich, they devoted themselves from the same age with their whole strength to swinish pleasures. The country is overrun with men of this sort, and Mr. Dutt's picture is true to life; but they must not be confounded with the really cultivated class, who, in spite of all that has been said regarding the spread of English education, are comparatively few n number. *

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার "বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে" "মেঘনাদবধ কাব্য" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল। ইহা পাঠ করিলে "মেঘনাদবধ কাব্য" সম্বন্ধে সে কালের পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিপ্রায় অবগত হইতে পারা যায়।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রতিপাদ্য নামের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। এই কাব্য বীররসাশ্রিত এবং ইহা ৯ সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকার বীরবাহুর পতন হইতে গ্রন্থারম্ভ করিয়াও উপাখ্যানের পূর্ণতা সম্পাদনার্থ প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণের বহুল অংশ ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বর্ণিত বিষয়গুলি যে, সমুদয়ই বাল্মীকি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও নহে; কবিতা-জননীর অসাধারণী রচনাশক্তির বলে কবি, কত কত নূতন বিষয়েরও সৃষ্টি করিয়াছেন। মেঘনাদবিষয়ে বাক্‌প্রয়োগ

---

* "The *Calcutta Review*," No. 104, Vol. 52, April 1871.

করা বড় সহজ কথা নহে। বাঙ্গালা-বিনোদীদিগের মধ্যে এক্ষণে দুইটি বিশেষ দল হইয়াছে—একদলের লোকে মেঘনাদের অতি প্রশংসাকারী,—ইংরেজীতে কৃতবিদ্যগণই এই দলে অধিক। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে এরূপ আছেন যে, তাঁহারা মাইকেলের লেখা 'ম'—বলিলেই ঘুসী উচাইয়া আইসেন, 'ন্দ' পর্য্যন্ত বলিবার অপেক্ষা রাখেন না। আর একদল না বুঝিয়াও অনর্থক নিন্দা করেন। আমরা এই দুই দলের নাম 'গোঁড়া' ও 'নিন্দক' রাখিলাম—আমরা স্বয়ং কপাটি খেলার ঘোলখাঁড়ের ন্যায় উভয়দলেই থাকিব। সুতরাং দুইদলের নিকটই আমাদের অপরাধ মার্জ্জনীয় হইবে।

মেঘনাদবধ মাইকেল সাগরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন। ইহাতে কবি—কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা ও কল্পনাশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা যে কবির তিলোত্তমা পাঠ করিতে বিরক্ত হইয়াছিলাম, সেই কবির সেই ছন্দোগ্রথিতই মেঘনাদ যে, কত আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। সেতু দ্বারা বন্ধ মহাসমুদ্রদর্শনে রাবণের উক্তি, পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদার রাবণ সমীপে খেদ, ইন্দ্রজিতের রণসজ্জা, পতিদর্শনার্থ মেঘনাদ-প্রিয়া প্রমীলার বহির্গমন, অশোকবনে সরমার নিকট সীতার পূর্ব্বপরিচয় দান, শ্রীরামের যমপুরী দর্শন প্রভৃতি বর্ণনাগুলি পাঠ করিলে মনোমধ্যে দুঃখ, শোক, উৎসাহ, বিস্ময় প্রভৃতি ভাবের কিরূপ আবির্ভাব হয়, তাহা বর্ণনীয় নহে। বাঙ্গালায় বীররসাশ্রিত কাব্যের উচিতরূপ সদ্ভাববিরহ এই এক মেঘনাদ দ্বারা অনেক অংশ পূরিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক কবি পৃথিবীস্থ বস্তুর বর্ণন করিয়াই ক্ষান্ত হন, ইনি সেরূপ হন নাই; ইনি কল্পনাদেবীর অক্লান্ত পক্ষের উপর আরোহণ করিয়া স্বর্গ—মর্ত্ত্য—পাতাল—কোথাও বিচরণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইনি এই কাব্যের আত্মস্বরূপ রসটিকে যেরূপ বীর-পুরুষ করিয়াছেন, তাহার পরিচ্ছদস্বরূপ রচনাটিকেও সেইরূপ ওজস্বিনী করিয়া দিয়াছেন। এই সকল গুণগ্রাম থাকায় মেঘনাদবধ একটি উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে। একজন কৃতবিদ্য কবি মেঘনাদের টীকা করিয়াছেন, এবং আর একজন ইহার একখানি সমালোচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সংবাদপত্রে ইহার গুণদোষ ব্যাখ্যা লইয়া যে কত বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা কবি ও কাব্যের পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে।

মেঘনাদ এইরূপ গুণশালী ও সৌভাগ্য-সম্পন্ন হইলেও নির্দ্দোষ নহে। তিলোত্তমাসম্ভবের কবিতায় দূরান্বয় ও ব্যাকরণ দোষ যত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে তত দেখা যায় না সত্য বটে, কিন্তু দানিনু, চেতনিলা, অস্থিরিলা প্রভৃতি চক্ষুঃশূলস্বরূপ নূতন ক্রিয়াপদের কিছুমাত্র ন্যূনতা তা ছাড়া, 'দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত' 'মরি কিবা' 'হায়রে যেমতি' ইত্যাদি কতকগুলি কথার এত শ্রাদ্ধ হইয়াছে যে, সেগুলি দেখিলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা প্রভৃতি অনেক অলঙ্কার অনেকস্থলে উৎকৃষ্টরূপে সম্বদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এমত অনেকস্থলও আছে, যেখানে সেই সেই অলঙ্কারগুলি অতিকষ্টে বুঝিয়া লইতে হয়। ২।৩টি কথা দ্বারা উৎকৃষ্ট করিয়া যে সকল অলঙ্কার নির্ম্মিত করিয়া থাকেন, মেঘনাদে সেগুলি প্রস্তুত করিতে কখন কখন দুই তিন পংক্তিও লাগিয়াছে। মাইকেলের আর একটি দোষ এই, তিনি বোধ হয়,

অভিধান দেখিয়া অপ্রচলিত কঠিন কঠিন শব্দ বাহির করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার রচনাও দুর্ব্বোধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কবির রচনায় যেরূপ কোমল ও সর্ব্বদা প্রচলিত শব্দের প্রয়োগ দ্বারা প্রাঞ্জলতা, মনোহারিতা, চিত্তাকর্ষকতা ও মধুরতা জন্মিয়া থাকে, ইহাতে তাহার কিছুই হয় নাই।

এস্থলে আর একটি বিষয়ের বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। কেহ কেহ কহেন যে, মেঘনাদবধ যে, এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দই তাহার প্রধান কারণ ; মিত্রাক্ষর ছন্দে দুই পংক্তিতেই সমুদয় ভাব শেষ করিতে হয়, সুতরাং বীররসের অনুরূপ ওজস্বিনী রচনা ইহাতে স্থান পায় না—এদিকে অমিত্রাক্ষরে ভাব প্রকাশার্থ যতদূর ইচ্ছা, ততদূর যাওয়া যাইতে পারে, সুতরাং আয়তনের স্বল্পতাবশতঃ ক্ষোভ পাইতে হয় না।—ইত্যাদি। একথা আমরা সম্পূর্ণরূপ অস্বীকার করি না, কিন্তু ইহাও বলি যে, যখন কাশীরাম, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, রঙ্গলাল, ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ মিত্রাক্ষরতা রক্ষা করিয়াও বীররস বর্ণনে অসমর্থ হন নাই, তখন ইনিও চেষ্টা করিলে যে অসমর্থ হইতেন, তাহা বোধ হয় না। আমাদের বোধ হয়, ইনি একটা নূতনরূপ কাণ্ড করিয়া "উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমান ধর্ম্মা, কালোহ্যয়ং নিরবধির্ব্বিপুলা চ পৃথ্বী" ভবভূতির এই গর্ব্ববাক্য স্বয়ং প্রয়োগ করিবার বাসনারই বশবর্ত্তী হইয়া এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ইংরেজির অনুকরণপ্রিয়, আমাদের কৃতবিদ্যদলও মিল্টনের ছন্দের অনুকরণ বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত হইল দেখিয়া আহ্লাদে ঐ প্রণালীর গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু কবি যতই গর্ব্ব করুন এবং কৃতবিদ্যদল তাঁহার যতই সমর্থন করুন—অসঙ্কুচিত মনে বলিতে হইলে আমরা অবশ্য বলিব যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ আমাদের অথবা একটি বিশেষ দল ভিন্ন দেশের কাহারও প্রিয় হয় নাই। আমরা মেঘনাদবধের যে, ওরূপ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিলাম, তাহা ছন্দের গুণে নহে—কবিত্বের গুণে। ওরূপ অসাধারণ কবিত্বের প্রশংসা না করিয়া কে থাকিতে পারে?"

অক্ষয়চন্দ্র সরকার "পিতাপুত্র" নামক প্রবন্ধে* লিখিয়াছেন :—

বোধ করি বিবিধার্থ সংগ্রহে, আমি মাইকেলের তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু বালককালে আমি মাইকেল কিছুই পড়ি নাই। একটু বড় হইলে, মাইকেলের অমিত্রাক্ষরে উপহাস করিতাম। তাঁহার লেখার ভারে অবহেলা করিতাম। তাঁহার প্রতি এক প্রকার মুখস্ত বিদ্বেষ দেখাইতাম। আসল কথা মধুসূদনকে লইয়া তখন দুইটা পক্ষ হইয়াছিল। এক পক্ষ বলিত, মাইকেলের মত অমন হয় নাই, হবে না। আর এক পক্ষ বলিত, উহা কেবল ছাই ভস্ম। উহাতে না আছে ছন্দ, না আছে মিল, ব্যাকরণে দুষ্ট, অলঙ্কারে দুষ্ট।

* এই প্রবন্ধ "বঙ্গভাষার লেখক" নামক পুস্তকের প্রথম ভাগের ৪৬৫—৬৫৯ পৃষ্ঠায় সন্নিবিষ্ট আছে। ১৩১১ সালে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ইহা "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়।

বালককালে এই বিতর্ক শুনিতাম। মনে মনে বিদ্বেষী পক্ষের দিকে একটু টান ছিল। তাহার পর এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, যখন আমি সায়েন্সা বিদ্যা-দিগ্‌গজ বলিয়া পরিচিত হইলাম, তখন সেই বিদ্বেষী পক্ষের অধিনায়কতা, জানি না কেমন করিয়া, আমার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। ইহার বাহাদুরী এই, দুই দশ ছত্র ব্যতীত তখন আমি মাইকেল ভাল করিয়া পড়ি নাই। তবে তুখোড় ছেলে কি না, মাইকেলের পক্ষে কেহ কিছু বলিলে, আমি বিপক্ষে একটা না একটা জবাব দিতে পারিতাম। মাইকেলকে ভেঙ্গচাইয়া, অমিত্রাক্ষর পদ্য লিখিতাম। কিন্তু তখন বাস্তবিক জানিতাম না—অমিত্রাক্ষর কাহাকে বলে। স্তুরের শেষের দিকে মিল না থাকিলেই, অমিত্রাক্ষর বুঝিতাম। বাস্তবিক মিলে গরমিলে অমিত্রাক্ষর, নহে। সাধারণতঃ পয়ারে ২৮ অক্ষরে ভাব শেষ হয়। অমিত্রাক্ষরে সে নিয়ম নাই। মাইকেল অধিকাংশ সময় শ্লোকটা ২৮ অক্ষরে শেষ না করিয়া ৪০, ৪৪, ৫০, ৫২ অক্ষরে ভাব শেষ করিয়াছেন।

বিধাতার নির্ব্বন্ধে, বি. এ. পরীক্ষার জন্য, বাঙ্গালায় পদ্যাংশে মাইকেলের মেঘনাদের শেষভাগ স্থিরীকৃত হইল। সংস্কৃতাধ্যাপক গোপালচন্দ্র গুপ্তের সহিত আমার নিত্য দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। কিশোর-স্বভাবসুলভ, অতিশয় উক্তিতে আমি বলিলাম যে, মাইকেলের সমস্তই চুরি, তাঁহার নিজের একটুও নয়। আর একথা মাইকেল নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কেননা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "গাঁথিব নূতন মালা" অর্থাৎ আমি টীকা করিতেছি,—ফুলগুলি তোমাদের পাঁচ জনের—গাঁথনি খালি আমার। তখন যে স্থানটা পড়া হইতেছিল, সে স্থানে ছিল "অন্ধকার ঘরে দীপ আছিল মৈথিলী।" অধ্যাপক বলিলেন—"দেখ, দেখি কেমন সুন্দর উপমা ?" আমি বলিলাম—ও ত চাহার দরবেশে আছে। "আঁধারিঘরমে এক দিয়া না দিয়া।"

এল. এ. পরীক্ষা দিয়া আমি পিতার কাছে আরায় একমাস কাল ছিলাম। পিতার কাছারীর সেরেস্তাদারকে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলা পড়াইতাম, তিনি আমাকে উর্দ্দু অক্ষরে চাহার-দরবেশ পড়াইতেন। সেই টাট্‌কা বিদ্যা লইয়া, এখন এই সাহিত্য সংগ্রামে মাইকেলের বিরুদ্ধে চাহার-দরবেশ-রূপ শর-সংযোগ করিলাম। অধ্যাপক ও সতীর্থেরা হাসিতে লাগিলেন। এমন নিত্যই হইত। কোন দিন বা আমি তারাশঙ্করের বা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য লইয়া স্তম্ভ সাজাইয়া, মিত্রাক্ষরের মতন করিয়া দেখাইতাম। তাহাতেও হাস্য কৌতুক হইত। দুই বৎসরের মধ্যে পরীক্ষার জন্য আমি মেঘনাদবধ পুস্তক কিনিলাম না। এইরূপে বহু-বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল। বলা বাহুল্য, এখন আমি সেরূপ বিদ্বেষী নহি। মাইকেলের ছন্দ, কবিবর হেমচন্দ্রের অপেক্ষা সরল, সতেজ, মোলায়েম, সহজ এবং সঙ্গীত-স্বাদ-বিশিষ্ট, তাহা বুঝিতে পারি।

পঠদ্দশায় মাইকেলের মেঘনাদ বিদ্বেষ দেখাইবার জন্য পুস্তক কিনি নাই বটে, কিন্তু মাইকেলের নাটক প্রহসন সমস্তই পড়িয়াছিলাম। নাটকের ভাষায় বিশেষ কিছু শিখিবার না থাকিলেও, সেই ভাষা সহজ সুমধুর বাঙ্গালা বটে; আর প্রহসনের ভাষা just, appropriate, যাহার মুখে যেমন দেওয়া উচিত, তাহার মুখে ঠিক্ তেমনি দেওয়া আছে। একথা তখনই লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

এই বিষয়ের জন্য মাইকেলকে শ্রদ্ধা করিতাম। মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরেই দীনবন্ধুবাবু প্রকাশিত করিলেন,—'সধবার একাদশী' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'। শেষোক্ত দুই গ্রন্থ উপরোক্ত দুই গ্রন্থের অনুকরণে বা টক্কর দিয়া লেখা বটে। অনুকরণ অনেক সময় হীনবল হইলেও, 'সধবার একাদশী' নাম-ডাকে 'একেই কি বলে সভ্যতা'কে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। সেও নিমেদত্তের গুণে। নিমেদত্ত আবার মধুদত্ত। সুতরাং মাইকেল মধুসূদন দত্তকে যদি দীনবন্ধু কোনও স্থানে ছাপাইয়া থাকেন, সেও মধুসূদন দত্তের কৃপায়। অন্যত্র মধুসূদন একজন গ্রন্থকার; 'সধবার একাদশী'তে মধুদত্ত বা নিমেদত্ত একজন পাত্র বা Dramatis Personœ. কলিকাতার নর্দ্দামায় পড়িয়া পাহারাওয়ালার লণ্ঠন দেখিয়া নিমচাঁদ Milton আওড়াইয়া বলিতেছে—

Hail! Holy Light! the offspring of Heaven first-born.
Of the Eternal co-eternal beam.

ইত্যাদি—শুনিয়াছি এ সকল মাইকেল-চরিত্রের ঐতিহাসিক ঘটনা। 'দত্ত কারো ভৃত্য নয়। That's moral courage. (বুকে হাত দিয়া) আমি সেই moral courage-এর ছেলে বাবা!' ইত্যাদি অনেক কথাই মাইকেলের।* ...পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি কালেজে পঠদ্দশার

---

* অনেকের এই ভ্রান্তিমূলক ধারণা আছে 'সধবার একাদশী' প্রহসনে নিমচাঁদ-চরিত্র মধুসূদনকে লক্ষ্য করিয়া চিত্রিত। অমিত-তেজস্বী মধুসূদনের জীবনকালে তাঁহার বিদ্বেষ্টার অভাব ছিল না। তাঁহার বিদ্বেষ্টাগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার প্রতি নিমচাঁদ চরিত্রের আরোপ করিয়া থাকিবেন। স্বয়ং দীনবন্ধু কিন্তু কখনও এ কথা বলেন নাই। তিনি মধুসূদনের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। এই ভ্রান্তসংস্কার দূরীকরণার্থে নিম্নলিখিত দুইটি প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথম—'সধবার একাদশী' প্রহসনের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে অটল ও নিমে দত্তের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে;—

"অট। আমি মেঘনাদবধ কিনিচি।

নিম। আমি পড়্‌বো।

অট। আমার বড় ভাল বোধ হয় না।

নিম। ওর ভাল মন্দ তুমি বুঝ্‌বে কি, তুমি পড়েচ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েচে দাশরথি, তোমার ঠাকুরদাদা পড়েচে কাশীদাস। তোমার হাতে মেঘনাদ, কাটুরের হাতে মাণিক—মাইকেল দাদা বাঙ্গালার মিণ্টন।"

মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' নামক বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রহসনের ভিত্তির উপর 'সধবার একাদশী' সংস্থাপিত। নিমচাঁদ-চরিত্র মধুসূদনকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইলে উক্ত-চরিত্রের মুখ দিয়া কখনই ওরূপ উক্তি নির্গত হওয়া সম্ভবপর হইত না।

সময় হইতেই, কতক মনের সহিত, কতক মজা দেখিবার জন্য মাইকেলের বিদ্বেষী ছিলাম। এক এক দিন মেঘনাদের দুই দশ পংক্তি লইয়া নব-রত্নকে ব্যাখ্যা করিতে দিতাম। মনের ভাবটা এই যে, অনেক স্থলে মেঘনাদবধ কাব্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। কেবল "ললিত লবঙ্গ-লতা" কথাতেই পরিপূর্ণ।...

দ্বিতীয়—স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী তাঁহার মধুসূদন-বিষয়ক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন;—"মাইকেল যে নিমচাঁদের মূল আদর্শ নহেন, একথা এখন সর্ব্বত্র গ্রাহ্য। দীনবন্ধু, মধুসূদনের স্নেহপাশে বদ্ধ ছিলেন। সহস্র অসংযম সত্ত্বেও মাইকেলকে নিজ প্রতিভাবলে চিরদিনের জন্য হাস্যাস্পদ ও লোকচক্ষে কৃপাপাত্র করিয়া রাখা দীনবন্ধুর ন্যায় মহাপ্রাণ কবির পক্ষে সম্ভবপর নহে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, "তোরাম ভাট * দীনবন্ধুর সাহিত্য-জীবনের একমাত্র কলঙ্ক। নিমচাঁদ সৃজনে সে কলঙ্ক-কালিমা কবির জীবন নিবিড় ভাবে স্পর্শ করিলে, বঙ্কিমচন্দ্র কদাপি তাহা ক্ষমা করিতেন না।

দীনবন্ধুর মাইকেলের প্রতি অনুরাগ সুরধুনীকাব্যে কথঞ্চিৎ প্রকাশিত—

মহাকবি মাইকেল গাম্ভীর্য্য-মণ্ডিত,
প্রবল-কবিতা-স্রোতঃ বেগে প্রবাহিত,
যত্নশৈলে শব্দসিন্ধু করিয়া মন্থন,
অমিত্রাক্ষরের সুধা করেছে অর্পণ,
'তিলোত্তমা' 'মেঘনাদ' কাব্য চমৎকার,
'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে বাজে মধুর সেতার।

"গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত" মহাকবিকে লইয়া বাঁদর নাচান দীনবন্ধুর ন্যায় মহাকবি ও মহাপ্রাণের অযোগ্য ও অসম্ভব। নিমচাঁদ কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট হয় নাই। সাময়িক যাবতীয় নিম একত্র বাটিয়া ছাঁকিয়া এই অপূর্ব্ব চাঁদের সৃষ্টি হইয়াছিল। বঙ্গ নাট্য জগতে ইহাকে তিলোত্তমা বলিলেও বলা যায়।

একবার কোন অনুসন্ধিৎসু দীনবন্ধুকে নিমচাঁদের সনাক্তি উপলক্ষে মাইকেলকে কাটগড়ায় হাজির করাতে দীনবন্ধু বলিয়াছিলেন "মধু কি কখন নিম হয়?"

সকল কথার উত্তর এইখানে হইয়া গেল। কবির সৃষ্ট চরিত্রাবলীর মধ্যে তোমারই বর্ণনা মধ্যে তোমারে খুঁজিয়া দেখি—চেষ্টা অধুনা সম্মত উচ্চ সমালোচনা High Criticism এর অন্তর্ভুক্ত। কোথাও কোথাও সনাক্তি কঠিন না হইলেও হইতে পারে। সেক্‌সপীয়র্ ঘুষজীবী, কি মসীজীবী, কি ব্যবহারাজীবী ছিলেন, ইহার আলোচনা শেষ হয় নাই—শীঘ্র হইবার সম্ভাবনাও নাই। প্রাচ্য

* শুনিয়াছি রেভাঃ লালবিহারী দেকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।

উদিলা আদিত্য এবে উদয় অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি, নয়ন-পদ্ম সুপ্রসন্ন-ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
কুসুম-কুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"পদ্মপর্ণ শব্দের অর্থ কি? হেমবাবু টীকা করিয়াছেন, পদ্মপর্ণ—পদ্মপত্র। সেটা কি জিনিস—পদ্মের গাছের পাতা, না পদ্মের ফুলের পাপড়ী? যদি গাছের পাতা হয়, তা হইলে উপমা বুঝা যায় না। কেননা পদ্মপত্র হরিৎবর্ণ। উদয় অচল হরিৎবর্ণ নহে, আর যদি পদ্মপর্ণ মানে পদ্মের পাপড়ি হয়—সেই বা কি হইল? পদ্মের পাপড়িতে পদ্মযোনি সুপ্ত কেন? যদি বা কখনও থাকেন, তবে উদয়াচলের সহিত সাদৃশ্য কি? যাক্। ব্রহ্মার নয়নপদ্মের উন্মীলনের মত, আদিত্যের উদয়। তবে ব্রহ্মা কি এক চক্ষু? আর সুপ্ত পদ্মযোনিই বা নয়নপদ্ম উন্মীলন করেন কিরূপে? সুপ্তির পর, হইতে পারে বটে। আর ঘুম ভাঙ্গিয়াই বা সুপ্রসন্নভাবে মহীর পানে চান কেন? কোন পৌরাণিকী কাহিনী আছে কি? যদি না থাকে,তবে কি বুঝিব? আর মহীর বা এত উল্লাসে হাসি কেন? যদি বল প্রভাত হইয়াছে বলিয়া, তাহা হইলে ত সব গোলমাল হইল। সাধ্য-সম হইল। উপমান উপমের পাল্টাপাল্টি হইয়া গেল।* এইরূপ নবরত্নের সহিত ঘোরতর রাক্ষস-সুলভারাক্ষসী বিতণ্ডা করিতাম।

সাহিত্যে এ বালাই বড় ছিল না; পাশ্চাত্য সংঘর্ষণে এখন আসিয়া পড়িয়াছে।…কিন্তু মাইকেল কৃতী ব্যবহারজীবী না হইলেও ব্যবসায়ে ব্যবহারজীবী; তাঁহার সম্পাদিত দলিলের মধ্যে তাঁহাকে সনাক্ত করা আমার তত সহজ মনে হয় না। সমব্যবসায়ী বলিয়া বোধ হয় আমার এই অসুবিধা।

মাইকেলের জীবনচরিত-লেখক তাঁহার নিজ জীবনের অসংযম তৎকপোলকল্পিত রাবণের অসংযমের সহিত যে তুলনা করিয়াছেন, তাহা যদি ভিত্তিহীন হয়, তাহা হইলে নিমচাঁদের সহিত মাইকেলের তুলনা অধিকতর ভিত্তিহীন। মাইকেলের আদর্শের সহিত রাবণের তুলনার প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে। মিল্টন্ কাব্যসৌন্দর্য্যের অনুরোধে শয়তানকে বাড়াইবার জন্য শ্রীভগবানকে খাট করিবার চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। কিন্তু তিনি জানিতেন,—সকলেই জানে—ভগবৎ মর্য্যাদার তাহাতে হানি হয় না। শত্রুভাবে ভগবান ভক্তের উপর সকল শাস্ত্রানুসারেই বিশেষ তুষ্ট—কারণ কি, তাহা জানি না। কিন্তু তাহার জন্য পিউরিটান-প্রধান মিল্টনের ভগবৎভক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ থাকিতে পারে না। যদি যোগীন্দ্রবাবু-প্রদর্শিত সনাক্ত-প্রণালী অবলম্বন করা যায়, রাজদ্রোহপ্রবণ মিল্টনের "এক নম্বর মহাপ্রভুর" সহিত তুলনা অপরিহার্য্য। কিন্তু সয়তানের সহিত মিল্টনের তুলনা অসহনীয়।" "নব্যভারত", ফাল্গুন ১৩২৫

* রায় বাহাদুর দীননাথ সান্যাল সম্পাদিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিরাট্ সংস্করণের ৪১৯-২০ পৃষ্ঠায় ইহার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেখিতে পাইবেন।

মাইকেলকে লইয়া ঘোরতর বিতণ্ডাই হইত। কোনও পক্ষে জয়পরাজয় স্থির হইত না। আমি প্রকাশ্যত মাইকেল বিদ্বেষী বটে, কিন্তু মাইকেলের কবিতা আবৃত্তিকালে, কাব্যের রস ভঙ্গ করিবার জন্য, আমি কোন প্রকার বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতাম না। একথা সকলেই বলিতেন। এবং আবৃত্তিতে ছন্দ ও রস সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা হয়, একথা বলিয়া সকলেই আমার প্রশংসা করিতেন। বররুচি প্রধান আলঙ্কারিক। * তিনি একদিন বলিলেন যে মাইকেলের অনুপ্রাস বড়ই মিষ্ট। আমি বলিলাম, "কি বলিতেছেন, বুঝাইয়া দিউন"; তিনি বলিলেন যেমন—"কিম্বা বিম্ব-ধরা রমা অম্বুরাশি তলে।" আমি বলিলাম, "এইরূপ মিষ্ট অনুপ্রাস সচ্ছন্দে মুখে মুখে করা যাইতে পারে।" তিনি বলিলেন, "একটা করুন।" আমি বলিলাম, "কান্‌চেন রাঘব বাঙ্গা গাম্‌চা আন্‌চে কেটা?" কেবল বিতণ্ডা নহে, এরূপ বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ সর্ব্বদাই হইত।

মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত "মেঘনাদবধ কাব্য" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

We will therfore confine our remarks to one of his works. *Meghnadbadh*, which is the greatest literary production of this century. The fame of Iswar Chandra Gupta, as well as of all other poets that Bengal has ever produced, has been completely eclipsed by the works of a truly great poet—we mean of course Madhusudan Datta. Nothing in the entire range of the Bengali literature can approach the sublimity of the *Meghnadbadhkabya* which is a master-peice of epic poetry. The reader, who can feel and appreciate the sublime, will rise from a study of this great work with mixed sensations of veneration and awe with which few poets can inspire him, and will candidly pronounce the bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and the greatest that have ever lived, like Vyas, Valmiki and Kalidas; Homer, Dante or Shakespeare.

১২৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের "নব্যভারত" পত্রে, যোগীন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রনাথের "মেঘনাদবধ কাব্যে"র সমালোচনার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলে, ঐ সালের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের "সাধনা"-পত্রের 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত হইল।

"মেঘনাদবধ চিত্র।" বহুকাল হইল প্রথম বর্ষের "ভারতীতে" মেঘনাদবধ কাব্যের এক দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেছেন। নি যদি জানিতেন "ভারতী"র সমালোচক তৎকালে একটি পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক ছিল তবে নিশ্চয়ই রু লোকবিস্মৃত সমালোচনার বিস্তারিত প্রতিবাদ বাহুল্য বোধ করিতেন।

* সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়।



রমেশচন্দ্র দত্ত

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সন ১২৮৮ বঙ্গাব্দে "বঙ্গদর্শনে" নিম্নোদ্ধৃত "মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কয়টী কথা" প্রকাশ করেন :—

"মেঘনাদবধ কাব্যের" প্রকৃত সমালোচনা আজিও হইল না। অথচ এই রূপকপ্রিয় দেশে, কোন লেখক যদি অধুনাতন বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া "ভগবান মরিচিমালীর" সহিত ইহার উপমা দিবার লোভটুকু সম্বরণ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে মনে করিতে হইবে যে "মেঘনাদই" বঙ্গের "প্রদীপ্ত প্রভাত তারা!" যিনি বাঙ্গালীকে "মেঘনাদবধ কাব্য" বুঝাইতে সক্ষম তিনি বুঝাইলেন না। ভরসা ছিল, বঙ্কিম বাবু একবার সে প্রয়াস পাইবেন! কিন্তু তিনি বুঝি আর তাহা করিলেন না। কে তবে এই গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিবে? প্রবন্ধ লেখকের সে উদ্যম বুঝি কেবল ধৃষ্টতা মাত্র। তবে কথা এই যে, "মেঘনাদ বধের" রীতিমত সমালোচনার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিতেছি না।

হিন্দুসন্তান মাত্রই রামায়ণের উপাখ্যানভাগের সহিত সুপরিচিত। রামের মহত্ত্ব, তাঁহাদের চরিত্রের বীরদর্প; জগতে অতুলনীয়া দোষমাত্র পরিশূন্যা সীতার কমনীয়তা, তাঁহার পতিভক্তি; লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, সেই বীর পুরুষদের চিরোজ্জ্বল, নিঃস্বার্থপর বীরভাব;—সংক্ষেপতঃ রামায়ণের সেই স্বর্গীয়ভাব, বাল্যকালাবধি হিন্দুসন্তান অনুদিন হৃদয়ে ধারণ করেন। আর সেই সঙ্গে রাবণের বংশাবলীর উপর আমাদের কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া যায়। কবির "সৌধ কিরীটিনী" লঙ্কা পাঠকের চক্ষে ভাসিতে থাকে, কিন্তু হৃদয়ে স্থান পায় না। লঙ্কার কথা মনে আসিলে নরভুক্ রাক্ষসের ভীষণ পাপাচার সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মনে পড়ে। আর সেই অশোকবনে, চেড়ীদল-বেষ্টিতা, চিরলোকমোহিনী, জনকনন্দিনীর চিত্র মনে করিয়া তিনি ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় অশ্রুবর্ষণ করেন। ইহাই রামায়ণ! অন্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে রামায়ণ ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। "মেঘনাদবধ কাব্য" রামায়ণ মহাবৃক্ষের পল্লব মাত্র লইয়া রচিত। কিন্তু যেমন কেন পাঠক হউন না, "মেঘনাদবধ" পাঠকালে তাঁহার মনে হইবে, যাহা রামায়ণে নাই, "মেঘনাদে" তাহা পড়িতেছি। "মেঘনাদের" রাক্ষসকে ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয় না;—সে ভাবই মনে আসে না। প্রতি পদে যেন "জগতের অলঙ্কার" লঙ্কার প্রতি সহানুভূতি হয়। কবি নিজেই বন্ধুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, "People here grumble and say that the heart of the poet in "মেঘনাদ" is with the Rakshasas! And that is the real truth." অর্থাৎ "এদেশের লোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া থাকে যে মেঘনাদবধ কাব্যে কবির মনের টান রাক্ষসদের প্রতি! বাস্তবিকও তাহাই বটে।" জানিয়া শুনিয়া কবি হিন্দুসন্তানের চিরাচরিত সংস্কারস্রোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসাইতেছেন! আপাততঃ ইহা বড় বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভাবুক দেখিবেন, এই প্রভেদই মেঘনাদবধ কাব্যের বীজ।

আবার রামায়ণের সেই রাবণকে মনে কর!—যেন প্রলয়ের স্থানচ্যুত গ্রহ, মিল্টনের সেই সয়তান তুল্য!—নরকে রাজ্য করিবে সেও ভাল; তথাপি স্বর্গের দ্বিতীয় অধীশ্বর হইতে চাহে না!

এ দৃশ্য অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যময় বটে, কিন্তু কেমন ভয়ানক! আর "মেঘনাদবধের" রাবণ? কতকটা ভক্তিপ্রীতির আধার! তিনি নিজ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে, সেতুনিগড়বদ্ধ, চিরকল্লোলময়, চিরস্বাধীনতাময় সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া, তীব্র ব্যঙ্গের লহরী তুলিয়া বলেন—

"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর?"

যখন পুত্রশোকাতুরা, অভিমানিনী, সাধ্বী চিত্রাঙ্গদা দৃপ্ত বাক্যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলে আপনি!"

তখন "মহামন্ত্রবলে" নম্রমুখ ফণীর মত রাবণ নতমুখে তাহা শুনিয়াছিলেন!—যেন নিরুত্তরে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। রামায়ণের রাবণ তাহা পারিতেন কি? অসভ্যাবস্থায় দুর্ব্বৃত্ত নর যেমন নারীমাত্রকে জঘন্য ইন্দ্রিয় তৃপ্তিরই নিদানমাত্র মনে করে, রামায়ণের রাবণ সেই প্রকৃতির। "মেঘনাদবধের" রাবণ কতকটা ভক্তির ও প্রীতির আধার। যখন ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ দিয়া রক্ষোদূতবেশী বিরুপাক্ষচর অদৃশ্য হইলেন, স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূর্ণ হইল,

"দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া"

তখন মর্ম্মপীড়িত লঙ্কেশ্বর প্রণাম করিয়া ভক্তিগদগদ স্বরে বলিয়াছিলেন,—শুনিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না,—বলিয়াছিলেন,

"এতদিনে প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার? এ মায়া হায় কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে পালি
আজ্ঞা তব হে সর্ব্বজ্ঞ; পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে, ও রাজীবপদে!"

ফলতঃ "মেঘনাদবধ কাব্যে"র রাবণকে দেখিলে, রামায়ণের সেই রাবণ বলিয়া বড় একটা চেনা যায় না। "মেঘনাদের" রাবণ,—যেন মানুষ অনেক শোক পাইয়া স্থৈর্য্যলাভ করিয়াছে;—দুর্ব্বৃত্ত যুবক যেন ক্ষত ঠেকিয়া, কতক বুঝিয়া শান্ত হইয়াছে! বলা বাহুল্য যে, অলৌকিকত্ব

চরিত্র কল্পনাস্থলেও কবি কিয়ৎপরিমাণে মানবচরিত্রের অনুকরণ করিতে বাধ্য! আর অবস্থাবৈষম্যেও একই চরিত্রের যে উত্থান, পতন হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, এ কথা মনে রাখিলে, ভরসা করি, কেহ কেহ রাবণকে কেবলমাত্র "কোমল সে ফুলসম" বলিয়া উড়াইয়া দিতেন না।

আমরা যাহা বুঝিতে চাই, তাহাতে রাবণ-চরিত্রের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে সে চরিত্রকে রামায়ণেতর চরিত্র করিয়া গড়িবার যে তাৎপর্য্য আছে তাহা বুঝাইবার জন্যই এ প্রয়াস পাইলাম। ভাবুক দেখিতে পাইবেন যে কাব্যমধ্যে এই চরিত্রের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। আমাদের মুখ্য প্রয়োজন ইন্দ্রজিতের চরিত্র লইয়া। একবার তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম করিয়া দেখি।

প্রথম সর্গে ধাত্রীর মুখে লঙ্কার বিপদবার্ত্তা শুনিয়া মেঘনাদ বীরের যোগ্যভাবে বিলাসশয্যা ত্যাগ করিলেন;—ক্রোধে যে কুসুমদাম ছিঁড়িলেন! বলিলেন,

"ধিক্ মোরে।···
···হা ধিক্ মোরে! বৈরীদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"

মেঘনাদের পিতৃভক্তি বড় সুন্দর। তাঁহার বীরভাব যেমন সঙ্গত, তেমনি সরল! এতদিন তিনি নিশ্চিন্তমনে, প্রমোদ-উদ্যানে পত্নীসহবাসে আমোদ-নিরত ছিলেন। পিতার আকস্মিক বিপদ বার্ত্তায় অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু বিপদ তিনি তৃণজ্ঞান করেন! সে কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন,—

"হে রক্ষঃ-কুল-পতি,
শুনেছি, মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি!
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

ইন্দ্রজিতের তেজস্বিতা তড়িৎ-তরঙ্গের মত হৃদয়ে প্রবেশ করে; এই দেখুন—

"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।

হাসিবে মেঘবাহন ; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে ;
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে ;
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে !"

ইন্দ্রজিতের মাতৃভক্তি হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে ! পুত্র-বৎসলা মন্দোদরী কিছুতেই যুদ্ধার্থ মেঘনাদকে বিদায় দিবেন না। রামের দৈববল ও সৈন্যবলের উল্লেখ করিয়া যুদ্ধযাত্রার অবৈধতা প্রতিপন্ন করিলেন, বিপদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া রক্ষোমহিষী বিদায়ার্থী পুত্রের সম্মুখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। এ সংসারে বীর যিনি, তিনি বুঝি সকলই সহিতে পারেন, কিন্তু মাতার, মাতৃভূমির রোদন সহিতে পারেন না। এ সংসারে ক্ষণজন্মা বীরবর সেকেন্দরসাকে কখনও মাতৃভূমির রোদন শুনিতে হয় নাই, কিন্তু তিনি মাতার অশ্রু সহিতে পারেন নাই। কুমার কাতর হইলেন কিন্তু যুদ্ধে না গেলে নহে।—বলিলেন,

"কি সুখ ভুঞ্জিব,
যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে !
আক্রমিলে হুতাশনে কে ঘুমায় ঘরে ?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি। হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ ? কি কহিবে শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময় ? রথী যত
মাতুল ? হাসিবে বিশ্ব ! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে !
ওই শুন কূজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি' এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী।
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।—
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে ?"

এই বীরত্ব, এই পিতৃমাতৃভক্তি পত্নীর প্রণয়ে আরও মধুময় হইয়াছে। মেঘনাদের পত্নী-বাৎসল্য

প্রেমের আদর্শস্থল। তাহার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়। উষা সমাগমে কুঞ্জবনগীতে কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। প্রমীলা তখনও নিদ্রিতা।

"প্রমীলার করপদ্ম, করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) 'ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন!
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়ন-তারা! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!"

আবার,—তখন প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে—

"পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্ব্বরী;
তা না হ'লে ফুটিতে কি তুমি কমলিনি,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়?"

প্রমীলাকে, রক্ষোমহিষী ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যজ্ঞাগারে যাইতে দিলেন না। পুত্রের বিরহে, পুত্রবধূর মুখ দেখিয়াও তপ্তপ্রাণ শীতল করিবেন! তবু প্রমীলা আর একবার স্বামীকে নির্জ্জনে না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। "মেঘনাদ ধীরে ধীরে,

কুসুম বিবৃত পথে যজ্ঞশালা মুখে"

যাইতেছিলেন! 'ধীরে ধীরে', কেন না তখন প্রমীলার চারু মূর্ত্তি হৃদয়ে তাহার জাগিতেছিল! এমন সময়,

"সহসা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কানে
প্রণয়িনী-পদ-শব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র,

সুখে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা

প্রমীলারে !"

ইন্দ্রজিতের দেবভক্তি,—তাহাও বড় উন্নত। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে তিনি ধ্যানে মগ্ন।—দেব-বৈশ্বানর সশরীরে আবির্ভূত হইয়া বর দিবেন, কথা আছে। এমন সময়ে লক্ষ্মণ মায়াবলে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন। কুমার নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন মূর্ত্তি চিরশত্রু লক্ষ্মণের !—কিন্তু দেবতায় তাঁহার অটল ভক্তি,—

"সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর কৃতাঞ্জলিপুটে,

কহিলা।"

আবার যখন মুর্ত্তিমান্ অন্যায় যুদ্ধের ফলে মেঘনাদ অন্তিম শয্যায় শয়ান, প্রাণ দেহ-বিচ্যুত হইতে আর বড় দেরী নাই, তখন তাঁহাকে দেখ ! তখনও দেবতায় তাঁহার ভক্তি অটল ! নিজের পাপের ফলে এ শাস্তি হইল, ইহাই তাঁহার ধারণা হইল, তথাপি বিধাতার ন্যায়শাসনে সন্দেহ জন্মিল না !

"দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে

মরিতে কি তোর হাতে ? কি পাপে বিধাতা

দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ?"

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য আমূল উদ্ধৃত করিতে পারিলে তবে মেঘনাদ চরিত্রের পূর্ণতা বুঝাইতে পারি। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। আমরা জানি সে অংশ কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে অনল অক্ষরে মুদ্রিত আছে।

সংসারে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু উন্নত, যাহা কিছু সুন্দর সেই উপকরণেই ইন্দ্রজিতের দেবোপম চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে। সৌন্দর্য্য লইয়াই কাব্য ;—ইন্দ্রজিতের চরিত্র অনন্ত সৌন্দর্য্যময় ! সে হৃদয় যাহার সে যদি মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ না করিবে, তবে মানব হৃদয়ের মহত্ত্ব কি ? তাই যখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, আত্মাভিমান মাত্র সহায় করিয়া অসহায়, নির্ভীক ইন্দ্রজিত আত্ম-চরিত্রের সর্ব্ববিধ বীরদর্প দেখাইয়া আসন্ন মৃত্যুকে উপহাস করে, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। দেবতাদিগকেও ভাল লাগে না ;—তাঁহাদের কার্য্য কাপুরুষের ন্যায় বলিয়া বোধ হয় ! সকল ভুলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয় ;—মেঘনাদের বীরদর্প ; সে চরিত্রের অতুলিত সৌন্দর্য্য !

রামায়ণের মেঘনাদবধে পাঠকের মনে আনন্দ হয়।—মনে হয় জন্মদুঃখিনী সীতার উদ্ধারের তবে আর বড় বিলম্ব নাই ! কিন্তু "মেঘনাদবধ কাব্যে"র মেঘনাদের অন্যায় মৃত্যুতে কে চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারে ? 'অন্যায় মৃত্যু ?' সে আবার কি ! রামায়ণ পাঠকালে সে কথা ত মনেই হয় না ! সে অন্যায় বোধ, সে দুঃখে সহানুভূতি কেবল "মেঘনাদবধ" পাঠকালেই হয় ! ইহার অর্থ কি ?

এতক্ষণে বোধ হয় আলোক দেখিতে পাইলাম। যে মহাবিধ বৃক্ষ শেষে বিপুল রাক্ষস কুল ধ্বংস করিয়াছিল, তাহার বীজ উপ্ত করিয়াছিল কে ? রাবণ ! তাহার দণ্ড হউক, সেই ত

ন্যায়ানুগত। কিন্তু একের দোষে অন্যে মরে কেন? সর্ব্বগুণাধার মেঘনাদ পিতৃদোষে অকালে, অপঘাতে মরিল কেন?

"প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী। আসন্ন কালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা মাতা ভ্রাতা
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ লঙ্কাপুরে
স্বর্ণলঙ্কা অলঙ্কার!"

তাই বলিতেছিলাম যে এতক্ষণে বুঝি আলোক দেখিতে পাইলাম। পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়, ইহা পুরাণ কথা; কিন্তু ইহাই "মেঘনাদবধ কাব্যে"র বীজ, নহিলে মেঘনাদকে সকল গুণের আধার করিয়া গড়িবার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। চিরাচরিত সংস্কার স্রোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসাইবার নহিলে অন্য অর্থ নাই।

এক কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম বটে কিন্তু কথাটা বোধ করি পরিষ্কার হইল না। আমাদের বাহ্য ও অন্তর্জগতের জ্ঞান বড় সঙ্কীর্ণ, তাই আমরা কাব্যে যে নীতি উপদেশ দিতে চাই তাহাও সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। কাব্যের ন্যায়পরতা বা Poetical justice এইরূপ সঙ্কীর্ণতার ফল। উন্নত জ্ঞানে মনুষ্য দিন দিন বুঝিতে পারিতেছে যে, যে সকল নিয়মে জড়জগৎ শাসিত, নিয়মিত সংযমিত হয়, অন্তর্জগৎ অবিকল তাহারই অনুবর্ত্তন করে। মনের মাধ্যাকর্ষণ কি, আজি জানি না, ঠিক করিয়া বলিতে পারি না বটে, কিন্তু এমন দিন আসিবে, যখন তাহা আর হাসির কথা থাকিবে না। প্রকৃত প্রতিভাশালী কবি এমন অনেক কথা মানেন, এমন অনেক তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করেন যাহা তোমার আমার ধারণায় আইসে নাই—কাজেই না হাসিলে চলিবে কেন? পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়, ইহা আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত কিম্বদন্তী কিন্তু এটা কি কেবল কথার কথামাত্র, না কিছু সত্য ইহাতে আছে। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে নিয়ম ভিন্ন কথা নাই। সামান্য নীহারকণা, যে শষ্পোপরি ভানুরশ্মি মাখিয়া মুহূর্ত্তে মিশিয়া যায়, সে যেমন নিয়মের অধীন; অনন্ত শূন্যে অনন্ত পরিমিত অনন্ত সৌরজগতমণ্ডলী তেমনি নিয়মেরই অধীন।—সর্ব্বত্র নিয়ম! তুমি কবি;—শরতের চাঁদকে অকস্মাৎ জলদাবৃত হইতে দেখিলে ব্যথিত হও; প্রবল বাত্যায় সুকুমার তরুকে ধরাশায়ী হইতে দেখিলে অশ্রুবিসর্জ্জন কর; তোমার মনে হয় যে এ বড় অবিচার! অবিচার হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিয়ম। জড়জগৎ কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। ইহার শক্তিবিশেষ যখন আপন আপন প্রভাব বিস্তার করে তখন ইহার গন্তব্য পথে কেহ দাঁড়াইও না! দাঁড়াইও না!—দাঁড়াইলে নিয়তিচক্রের পদতলে মথিত হইয়া যাইবে! বিজ্ঞান নিত্য এই কথা বলে; ইতিহাসও অনুদিন এই মহাতত্ত্ব কীর্ত্তন করে, "মেঘনাদবধ" কাব্যেরও বীজ এই তত্ত্ব! সৌন্দর্য্যসার মেঘনাদ দেবদুর্ল্লভ গুণে তোমার আমার আরাধ্য! সর্ব্বজ্ঞ কবির অপূর্ব্ব, অতুল্য মোহময় সৃষ্টি! সত্য বটে।—কিন্তু যে অজেয় শক্তি রক্ষোবংশ ধ্বংস করিতে

আসিয়াছিল, তিনি সেই চক্রে মথিত হইলেন। এ জগতে ইহাই নিয়ম—ইহাই সত্য! এ সত্যের ব্যভিচার নাই।

বলিয়াছি ত যে জড়জগত বল, অন্তর্জগত বল; দুইই এক শক্তির আধার। শক্তি এক, তবে মূর্ত্তি বিভিন্ন। যে ভয়ানক শক্তির উচ্ছ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তাহার নাম জড়শক্তি; আর যে অদম্য শক্তি রোমরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল, আজি রুশিয়া সাম্রাজ্যে বিষবীজ বপন করিয়াছে, তাহা অন্তশক্তি!—শক্তি এক, তবে মূর্ত্তি বিভিন্ন। নামও বিভিন্ন!—এক প্রলয়, অন্য বিপ্লব! তবে সান্ত্বনার কথা এই যে অন্তর্জগতের শক্তিবিশেষের বীজ রোপণ করা মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। জড়শক্তি সম্বন্ধে তেমন কিছু আছে কি না, আজও মনুষ্যজ্ঞানে তাহা প্রতিভাত হয় নাই। কিন্তু যে শক্তিই বল, একবার বিকাশ হইলে তাহার বেগ অসহ্য, অপ্রতিহত! সাধ্যপক্ষে কেহ সে পথে দাঁড়াইও না! সাবধান! বিষবীজ রোপণ করিও না; কুশক্তি প্রয়োগের কারণ হইও না! তোমার কার্য্যের ফলভোগী তুমি একা নও। তোমার সৃষ্ট শক্তিতে, তোমার বংশপরম্পরা ভাসিয়া যাইবে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদীরও সেই কথা। একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বুঝিয়া দেখ কথা এক। সুতরাং স্বতঃ না হউক পরতঃ "মেঘনাদবধ কাব্য" অদৃষ্টবাদের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রণীত হইয়াছে। জগতের অধিকাংশ অমর কাব্যের এই তত্ত্বই মেরুদণ্ড।

"মেঘনাদবধ কাব্যে"র-জ্ঞানময় কবি প্রমীলা চরিত্রে কয়েকটী গুরুতর নৈতিক তত্ত্ব নিহিত রাখিয়াছেন। সেগুলি স্বতঃ সুন্দর এবং লোকহিতকর। এক্ষণে আমরা যথাসাধ্য তাহা পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইব।

যে বলিয়াছিল যে ভারতীয় সমাজ পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত, সে বাস্তবিক ভাবিতে শিখিয়াছে। আমাদের সমাজে স্ত্রীপুরুষের সাম্য কখনও ছিল কি না ঠিক বলা যায় না। থাকিলেও তাহা যে বহুকাল হইতে লোপ পাইয়াছে, তাহাতে বড় সন্দেহ নাই। আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র দেখ, যত বন্ধন স্ত্রীজাতি লইয়া! কাব্য দেখ, স্ত্রীজাতির প্রধান ধর্ম্ম সতীত্ব। ইহা গুরুতর বৈষম্য। পবিত্রতা ইহ সংসারে সকল সুখের আকর;—কিন্তু বিধিটা এক তরফা করায় ইহার শুভকারিতা অনেক কমিয়াছে। যখন ভাবিয়া দেখি যে পবিত্রতার সাক্ষাৎ প্রতিমা সীতাচরিত্র আর্য্য নারী সমাজের আদর্শ এবং আমাদের গৃহে গৃহে সে দেবীদুর্লভ চরিত্রের অভাব নাই, তখন মনে হর্ষ বিষাদের তরঙ্গ খেলে,—বিষাদ,—কেন না তাহা হইলে সমাজের এ পক্ষাঘাত রোগ বুঝি জন্মিত না। যে ধর্ম্মের পরিণতিতে সামাজিক মঙ্গল নাই, তাহা ঠিক ধর্ম্ম নহে। ফল নিরপেক্ষ ধর্ম্মাধর্ম্ম সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর কথা। সীতাচরিত্রের পবিত্রতা, পবিত্রতার একশেষ! যে সমাজ স্ত্রীপুরুষের সমবায়ে নির্ম্মিত, উভয়ের সহকারিতা যাহার প্রাণ তাহাতে ইহা একরূপ বিড়ম্বনা। সীতাচরিত্র আমাদের জাতীয় গৌরব, কিন্তু তাহার পরিণাম, গৌরববিধ্বংসকর!

সীতাচরিত্র সমাজে যে অশুভ উৎপাদন করিয়াছে, লোকহিতৈষী কবিগণ মধ্যে মধ্যে তেজস্বিনী চিত্তময়ী রমণী চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার নিরাকরণের চেষ্টা পাইয়াছেন, এই আর্য্য সমাজে দুই তিন

বার সে চেষ্টা হইয়াছে ;—তবে ফল বড় হয় নাই। কেন না সে সকল চরিত্রের কার্য্যকারিতা সমাজ গণ্য করেন না। একবার দ্রৌপদী চরিত্রে সে চেষ্টা হইয়াছে। দ্রৌপদী পবিত্রা আর্য্যরমণী কিন্তু দ্রৌপদী আবার প্রখর বুদ্ধিশালিনী, প্রতিজ্ঞাময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী! তিনি পুরুষের যোগ্য সহ-ধর্ম্মিণী!—সখী কিন্তু দাসী নহেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করেন না। আর একবার সে যত্ন হইয়াছিল তন্ত্রশাস্ত্রে। যিনি মন দিয়া তন্ত্রশাস্ত্রালোচনা করিয়াছেন তিনি প্রতিপদে ইহা স্বীকার করিবেন। তন্ত্র প্রচারের সময় দেশ বোধ হয় বড় বৈষম্যময় হইয়াছিল। পুরুষ সর্ব্বেসর্ব্বা স্ত্রী বলিতে গেলে কেহ নহে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অধঃপতিত সমাজ আর চলে না। যে কেহ আসিয়া—অসভ্য বা অদ্ধসভ্য যে সে আসিয়া—অত্যাচার করে; রাজা হইয়া বসিতে চায়। তখন স্থিতিশীল ফলবাদী ব্রাহ্মণ কুলের চিরোর্ব্বর মস্তিষ্ক আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার ফলে তন্ত্রশাস্ত্রের কুহক বিস্তৃত হইল। বুঝা গেল যে, দিন কতক স্ত্রীচরিত্রের একটু বাড়াবাড়ি হইলে ক্ষতি নাই—শেষে আপনিই সাম্য আসিবে। শক্তিরূপিনী অসুরকুলদলনী দুর্গার আর মুমুণ্ডমালিনী, করালবদনী, হরহৃদিবিলাসিনী কালিকার মূর্ত্তি দেখিলে বীরপুরুষেরও আতঙ্ক উপস্থিত হয়! যাহা অনন্তশক্তি দেবে পারিল না বলিয়া কল্পিত হইয়াছে তন্ত্রের দেবী মুহূর্ত্তে তাহা করিল। তন্ত্রশাস্ত্রে নারীচরিত্র অনেক সময়ে পুরুষ হইতে প্রবলতর; কখনও বা পুরুষের সমান; পুরুষাপেক্ষা হীন কখন নহে। ওডিনের (Odin) উপবর্গ অসভ্য ইউরোপীয়গণকে সাহস শিখাইয়াছিল। বঙ্গভূমে তন্ত্রশাস্ত্র, সামাজিক সাম্য প্রচারের জন্য প্রণীত হইয়াছিল।

"মেঘনাদবধ কাব্য" যখন লিখিত হয়, তখন বঙ্গসমাজে সবেমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চ্চার উন্নতি আরম্ভ হইতেছিল। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক, হৃদয়ে যে সাম্যভাব ধারণ করিলেন, গৃহে তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই অবগুণ্ঠনবতী ব্রীড়াসঙ্কুচিতা বঙ্গনারীকে প্রমীলার বেশে দেখিয়া কৃতবিদ্য যুবক তখন মোহিত হইয়াছিলেন,

"অধরে ধরিলো মধু, গরল লোচনে
আমরা, নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে?"

বড় মধুর, বড় ভাবব্যঞ্জক আর বড় সাম্য সংস্থাপক। যখন পড়ি যতবার পড়ি, মিষ্ট লাগে! প্রথমে বুঝি আরও মিষ্ট লাগিয়াছিল। দার্শনিকপ্রবর জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল স্ত্রীজাতির সাম্য প্রতিপাদন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন;—আর আমাদের মধুসূদন "প্রমীলা" চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্দেশ্য উভয়েরই এক।

প্রমীলাচরিত্রের আর একটী ভঙ্গী দেখ। ইহা ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময়। এই প্রবন্ধে আমরা ইন্দ্রজিতের চরিত্র সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি;—প্রমীলা চরিত্র সন্ধান করিয়া প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে চাহি না। তবে সে চরিত্র যে ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময় তাহা কেহ বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। এই চরিত্রসাম্য, এই রাক্ষসদম্পতির অতুল মোহময় প্রেমের কারণ। যাঁহারা সাম্যকে প্রেমের কারণ বলিতে প্রস্তুত নহেন, এ কথাটী তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

কলিকাতা 'সাবিত্রী লাইব্রেরী'র বার্ষিক অধিবেশনে "বাঙ্গালা সাহিত্য" বিষয়ক প্রস্তাবে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মধুসূদনের বাঙ্গালা রচনা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—

আমাদিগের প্রথম লেখক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ইঁহার জীবনে ও ইঁহার পদ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য। জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বাধীনতা, সমাজের প্রতি সমূহ অবজ্ঞা, গ্রন্থেও তেমনি সমস্ত কল্পনার বন্ধনচ্ছেদ। কবি আমাদিগকে তাঁহার প্রথম দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে [তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ] স্বর্গ, নরক, ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক সব দেখাইয়াছেন : উন্মত্তকল্পনা উদ্দাম ভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ইনি সকল ভাষায় ব্যুৎপন্নকেশরী—ছিলেন ; ইহার মনোমধ্যে নানাজাতীয় ভাবরাশি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইনি তাহারই মধ্যে কতকগুলি ধরিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থ বহুকাল কেহ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিবে না। তাঁহার তিলোত্তমা কি কাব্য ? না মহাকাব্য, না খণ্ডকাব্য ? আমি বলি উহা স্বর্গীয় কাব্য,...তাঁহার পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী অত্যুৎকৃষ্ট নাটক, তাঁহার ব্রজাঙ্গনা গীতিকাব্যে জয়দেবের সমস্থানীয়, তাঁহার বীরাঙ্গনা বীরাঙ্গনাগণের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেশ-দেশান্তরাহৃত ভাবরাশি তাঁহার অন্তরাকাশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তিনি তাহাদিগের কয়েকটিকে একত্র করিয়াছিলেন মাত্র। সেটি সত্য, কারণ তিনি সমস্ত কাব্য সবে দুই বৎসরের মধ্যে লিখিয়াছিলেন, আর কত কত ভাবমালা যে তাঁহার মনে ছিল, কত ভাব যে তাঁহার সাংসারিক অবস্থার জন্য মনেই মিলাইয়া গিয়াছে, কতই যে তাঁহার অকাল মৃত্যু-হেতু বিকাশ পায় নাই তাহা কে বলিতে পারে ? তাঁহার জীবন শোকান্ত মহাকাব্য, তাঁহার গ্রন্থগুলিও সেইরূপ শোকান্ত মহাকাব্য ; তাঁহার এক একখানি গ্রন্থ এক একখানি রত্ন বা এক একটি রত্নখনি। কত কবিই যে উহা হইতে রত্নরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন তাহার সীমা নাই। তাঁহার প্রহসন দুইখানি আজিও প্রহসনের অগ্রগণ্য, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি বিরল ; যখন যে দেশে এ প্রকার প্রতিভা বিকাশ হয়, তখন সেই দেশ ধন্য ও পৃথিবীস্থ জাতিসমূহমধ্যে মহামান্য হয়।

মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের সহিত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের, কে কোন্ শ্রেণীর কবি, এই প্রসঙ্গ আলোচিত হওয়ায়, মহারাজা, গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন—"আপনি মাইকেলকে কবি হিসাবে কোন্ স্থান দিতে পারেন ?" গিরিশচন্দ্র উত্তর করিলেন—"কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের পরই আমি মধুসূদনের স্থান নির্দ্দেশ করি।" তাহাতে মহারাজা একটু হাসিলেন ; পরে বলিলেন, "যদি আমার এ বাচালতা বিবেচনা করেন, তবে কিছু মনে করিবেন না। আমার মতে মাইকেলের আসন সর্ব্বোচ্চ স্থানে। আমি মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গ হইতে কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করিয়া শুনাই,

অবশ্য আপনারও যে, সে স্থান মনে নাই, এমন কথা বলি না; তবে আমি মাইকেলের লেখা একপ্রকার গিলিয়াছি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; সেই জন্য "মেঘনাদবধ," "তিলোত্তমাসম্ভব" প্রভৃতি কাব্যের প্রায় প্রত্যেক লাইনই আমি একপ্রকার মুখস্থ বলিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি আবৃত্তি করিলেন:—

"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী করে।" —ইত্যাদি।

আবৃত্তির পরে মহারাজা গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন,—"এ গুলির সমতুল্য কোন ভাবার্থপূর্ণ কবিতার কয়েকটি ছত্র ইংরাজি ও বাঙ্গালা যে কোন কবির গ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করুন দেখি।" গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাকে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মহারাজা বলিলেন, "মনে কিছু পড়িতেছে কি?" গিরিশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "উপস্থিত ত কিছু মনে পড়িতেছে না।" মহারাজা হাসিয়া বলিলেন,—"কোথাও কিছু থাক্‌লে তবে ত মনে পড়্‌বে? ঘরে বসিয়া ইংরাজি বাঙ্গালা গ্রন্থ ঘাঁটিতে ত আপনার বাকী নাই। যদি এ ভাবের কিঞ্চিন্মাত্রও কোন পুস্তকে প্রস্ফুটিত থাকিত তা' হলে নিশ্চয়ই আপনার মনে পড়িত?" গিরিশচন্দ্র নীরব রহিলেন। পরিশেষে মহারাজা তাঁহার মূল্যবান লাইব্রেরী হইতে মধুসূদনের হস্ত-লিখিত "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে"র পাণ্ডুলিপি আনাইয়া অতিশয় যত্ন ও আনন্দ সহকারে গিরিশচন্দ্রকে দেখাইয়া ইংরাজিতে বলিলেন, "I have preserved it like a precious treasure."

স্বামি-শিষ্য-সংবাদে, জ্ঞানগুরু স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার শিষ্যের মধ্যে "মেঘনাদবধ কাব্য" সম্বন্ধে যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

পরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা তুলিয়া বলিলেন,—"ঐ একটা অদ্ভুত genius (মনস্বী ব্যক্তি) তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত দ্বিতীয় কাব্য বাঙ্গালা ভাষাতে ত নাই-ই; সমগ্র ইয়ুরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।"

শিষ্য বলিল,—"কিন্তু মহাশয়, মাইকেল বড়ই শব্দাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।"

স্বামিজী,—"তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন কর্‌লেই, তোরা তাকে তাড়া করিস্। আগে ভাল করে দেখ্, লোকটা কি বল্‌ছে, তা না—যাই কিছু আগেকার মত না হল,

অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগ্‌ল। এই মেঘনাদবধ কাব্য—যা তোদের বাঙ্গালা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কি না ছুঁচোবধ কাব্য লিখা হ'ল! তা যত পারিস্ লেখ্ না, তাতে কি? সেই মেঘনাদবধ কাব্য এখনও হিমাচলের ন্যায় অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার খুঁত ধরতেই যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সে সব criticদের (সমালোচকদিগের) মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন—তা সাধারণে কি বুঝ্‌বে?"...

এইরূপে মাইকেলের কথা হইতে হইতে তিনি বলিলেন,—"যা নীচে লাইব্রেরী হইতে মেঘনাদবধখানা নিয়ে আয়।" শিষ্য মঠের লাইব্রেরী হইতে মেঘনাদবধ লইয়া আসিলে, বলিলেন,—"পড়্‌দিকি কেমন পড়্‌তে জানিস্?"

শিষ্য বই খুলিয়া প্রথম সর্গের খানিক্‌টা সাধ্যমত পড়িতে লাগিল। কিন্তু পড়া স্বামিজীর মনোমত না হওয়ায় তিনি ঐ অংশটি পড়িয়া দেখাইয়া, শিষ্যকে পুনরায় উহা পড়িতে বলিলেন। শিষ্য এবার অনেকটা কৃতকার্য্য হইল দেখিয়া, প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল্‌দিকি—এই কাব্যের কোন্ অংশটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট?"

শিষ্য কিছুই না বলিতে পারিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন,—"যেখানে ইন্দ্রজিত যুদ্ধে নিহত হয়েছে, মন্দোদরী শোকে মুহ্যমানা হয়ে রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর করে ঠেলে ফেলে, মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রীপুত্র সব ভুলে যুদ্ধের জন্য বহির্গমনোন্মুখ—সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা! "যা হ'বার হ'ক্ গে; আমার কর্ত্তব্য আমি ভুল্‌ব না, এতে দুনিয়া থাক্ আর যাক্—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ঐ অংশ লিখেছিলেন।"

এই বলিয়া স্বামিজী সে অংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বামিজীর সেই বীরদর্পদ্যোতক পঠন ভঙ্গী আজিও শিষ্যের হৃদয়ে জলন্ত জাগরূক রহিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের বেলুড়মঠের ধর্ম্মাশ্রমের ন্যায় বঙ্গদেশে আর একটি স্থানে মেঘনাদবধ-পাঠের স্মৃতি মহা-সাহিত্য-তীর্থের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে। নৈহাটি-কাঁটালপাড়ায় সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের বাটীর পূর্ব্বদিকে মাঠের পাশে অতি নির্জ্জন স্থানে ফুলবাগান নামে একটি শোভন উদ্যান। তন্মধ্যে একটি সুরম্য অট্টালিকা অবস্থিত। ফুলবাগানের সম্মুখে অর্জ্জুনা পুষ্করিণী! বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স যখন ২৩।২৪ বৎসর এবং তেজস্বী ইঞ্জিনিয়ার ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য যখন তরুণ যুবক, তখন তাঁহারা দুইজনে সেই ফুলবাগানের নির্জ্জন নিকেতনে সদাসর্ব্বদা "মেঘনাদবধ কাব্য" পাঠ করিতেন। সঞ্জীবচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহাদের মেঘনাদবধের মনোমুগ্ধকর আবৃত্তি শুনিয়া আত্মহারা হইতেন। সেই মধুস্মৃতি বহুদিন বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়ে পূর্ণচন্দ্রের রশ্মির ন্যায় বিভাসিত ছিল।

ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল "মেঘনাদবধ কাব্য" সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—

The later Bengali epics are all chiselled into classic grace and repose. But, studied historically, they exhibit an internal life and movement. The *Meghnadbadha* of Michael Madhusudan Dutt is classic both in style and conception, though the ground-work of the plot is derived from strictly oriental sources. Nothing can be a stronger testimony to the reality of Hegel's distinction between orientalism and classicism than this strange phenomenon in the history of poetic art, a splendid Parian monument of transparent classic art built on oriental foundations, a stately Pantheon on the site of a Pagoda. The phenomenon is unique and offers an *experimentum crucis* in favour of Hegel's classification of art.

অন্য এক স্থলে মনস্বী শীল লিখিয়াছিলেন ;—

With Michael Madhusudana Dutt, the conflict of force which is constitutive of the epic poem has already raised itself in Miltonic fashion from the physical plane to the moral platform, herein transcending the classic conception,—though, of course, the *deus ex machina* is there still in full working, the cosmingling of he supernatural with the natural, of the superhuman with the human, of the miraculous, the mythical and the improbably with the historical and the actual, being a distinctive trait of the epic symbolism or *vorstellung*.

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মধুসূদনের সম্বন্ধে তাঁহার সাহিত্যিক বৈঠকে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ;—

যদি বাঙ্গালার সমস্ত কবিদিগের একটা সভা হয়, আর সেখানে যোগ্যতা অনুসারে সকলের আসন নির্দ্দেশ করা হয়; তা' হলে মাইকেল বস্‌বেন ঘরের ভিতর এই চেয়ারে। আর আমার (দ্বিজেন্দ্র বাবুর) যদি কোন স্থান সে সভায় থাকে, তা' হলে সেটা (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এই—এই বাড়ীর ফটকের কাছে। এইরূপ কথা-প্রসঙ্গে তিনি আর একদিন বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালায় এমন কবি এ পর্য্যন্ত জন্মেন নাই, যাঁহাকে মাইকেলের উপরে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।"

"ভারতবর্ষে"র প্রথম বর্ষের [আষাঢ় ১৩২০] সূচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন,—

মাইকেলের সময় হইতেই বঙ্গভাষার নবযুগ। ইংরেজি সাহিত্য যেমন বিদেশীয় সাহিত্যের 'সঞ্জীবনৌষধিরসে' সঞ্জীবিত হইয়াছিল—যেন এক উত্তাল ভাব-সমুদ্রের বিরাট্ বন্যা আসিয়া জীর্ণ পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া নূতনের জন্য ভূমি প্রস্তুত করিয়া গেল, বঙ্গসাহিত্যও সেইরূপ সেই সময়ে ইংরেজি সাহিত্য দ্বারা গভীর ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। বঙ্গীয় লেখকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এক গৌরবময় নূতন ভাব-রাজ্যের মানচিত্র খুলিয়া গেল ; বঙ্গভাষা নব-যৌবন লাভ করিল।...মাইকেলও তেমনই অমিত্রাক্ষর কবিতা সৃষ্টি করিলেন, 'সনেট' সৃষ্টি করিলেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করিলেন, খণ্ডকাব্য সৃষ্টি করিলেন, নাটক সৃষ্টি করিলেন, নূতন বৈষ্ণব কবিতা সৃষ্টি করিলেন। বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের, ও মাইকেল আধুনিক বাঙ্গলা পদ্য-সাহিত্যের, সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহাদের স্মৃতি অমর হউক।...এই দুই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ অতুল প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন।...আমাদের শাসন-কর্ত্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল Peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন। *...বঙ্গভাষা পরাধীন দেশের ভাষা বলিয়া হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। পরাধীন ইটালি দান্তে ও পেট্রার্কের জন্ম দিয়াছিল। এই পরাধীন বঙ্গই চণ্ডীদাস ও মাইকেলের জননী। হতাশার কারণ নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-স্মৃতিতে মধুসূদনের আবৃত্তির কথা এইরূপ লিখিত আছে :—

এই সময় মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় জ্যোতিবাবুদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। জ্যোতিবাবু মাইকেলের কথায় বলিলেন, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তমহাশয় তখন আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসিতেন। আমার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর খুবই আলাপ-পরিচয় ছিল। মধুসূদনকে আমার বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে। রং ময়লা, চুলগুলি ইংরাজী ফ্যাশানে ছাঁটা, বেশ কোঁকড়া-কোঁকড়া, মাঝখানে সিঁথি। চোখ দু'টী বড় বড়, চেহারাটি দোহারা,...তাঁহার গলার আওয়াজ ছিল ভাঙা, ভাঙা। আমার মনে পড়ে, একদিন তিনি তাঁর "মেঘনাদবধ কাব্যে"র পাণ্ডুলিপি, তাঁহার সেই ভাঙা গলায় পড়িয়া সারদাবাবুকে শুনাইতেছিলেন। তখনও "মেঘনাদবধ কাব্য" প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার কবিতা পাঠের কায়দাই ছিল এক স্বতন্ত্র। প্রত্যেক কথাটি স্পষ্ট, স্পষ্ট করিয়া, থামিয়া থামিয়া এবং পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, একটানে বলিয়া যাইতেন।' যথা—

---

* দ্বিজেন্দ্রলালের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ Knight হইয়াছিলেন ; কিন্তু বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও বঙ্কিম Peerage এর অপেক্ষা রাখেন নাই।

সম্মুখ—সমরে—পড়ি—বীর—চূড়া—মণি
—বীর—বাহু—চলি—যবে—গেলা—যম—
পুরে—অকালে—কহহে—দেবী—ইত্যাদি।

যেমন কবি বা যেমন কাব্য, তাঁহার কবিতার আবৃত্তি তেমন হইত না। সে আবৃত্তিতে কোন প্রকার ভাব প্রকাশের চেষ্টা থাকিত না। তিনি অতি সহৃদয়, আমুদে এবং মজলিশি ব্যক্তি ছিলেন। গল্প করিয়া লোককে মুগ্ধ করিবারও তাঁহার শক্তি অপূর্ব্ব এবং অসাধারণ ছিল।

১৩২০ সনের কলিকাতার সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-বিভাগের সভাপতি মহাশয় অভিভাষণে বলিয়াছেন ;—

একদিন উত্তর-গোগৃহের মহা সমরে দেবদত্ত শঙ্খের ভীমগর্জ্জনে বিরাটপুত্র উত্তর বীর হইয়াও চেতনা হারাইয়াছিল, প্রতিপক্ষ বীরগণ যুদ্ধে জয়ের আশা নাই অবধারণ করিয়াছিল ; একদিন মধুসূদনের মুখমারুতে প্রপূরিত হইয়া দেবদত্ত শঙ্খের সহিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রলয়-পয়োনিধির ঘোরগর্জ্জনে বিশ্ববিজয়ী মহারথদিগকে পর্য্যন্ত ভীত, স্তম্ভিত, রোমাঞ্চিত, স্বেদখিন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সে গম্ভীর গর্জ্জন কি আর কবির মুখে শুনিব না ? চিরদিনই কি বীণার নিক্কণ, বেণুধ্বনি ও নুপূরশিঞ্জিত শুনিব ? বাঙ্গালীর শক্তি নাই, বলিতে পারি না। সে দিনও মেঘনাদবধে বাঙ্গালীর মেঘমন্দ্র গভীর ভেরীনিনাদ শুনিয়াছি। আর শুনি না কেন—এই জন্য দুঃখ হয়।

১৩২১ সনের চৈত্রে বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনের প্রধান সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন ;—

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইংরাজী-শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের কাব্যে ও গানে ইংরাজী ভাব আসিয়া ঢুকিয়াছে। এই ইংরাজী ভাবের প্রধান মহাকাব্য মেঘনাদবধ। কাব্যের বিষয় আমাদের দেশের, রস ও ভাব অনেকটা আমাদের দেশের, কিন্তু আর সবই বিলাতী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নানা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, নানা ভাষা হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন ও সংস্কৃত কাঠামোয় সেগুলি সব সাজাইয়াছেন। মহাকাব্যখানি ভালই হইয়াছে। কারণ, ঐ কাব্য দেখিয়া ও ঐ কাব্য পড়িয়া যখন অনেকেই কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ও কবি হইয়াছিলেন, তখন উহা যে শিক্ষিত সমাজকে বিশেষরূপে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহার পর আর এইরূপ মহাকাব্য হইল কই ? যদি বল, মহাকাব্য কি রোজ রোজ হয় ? হয় না সত্য, কিন্তু সে দিকে চেষ্টা কই ?

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য "পুরাতন প্রসঙ্গে" বলিয়াছেন ;—

মাইকেলের প্রতিভায় আমরা সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলাম। যাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ

বিপরীত দিকে চলিয়াছিল. তিনি যে কেমন করিয়া সংস্কৃত ভাষার শব্দসিন্ধু মন্থন করিয়া কাব্যরত্ন বঙ্গসাহিত্যকে উপহার দিতে পারিলেন তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। অত্যন্ত সাধারণ কথাবার্ত্তায় মাইকেল মহাভারত রামায়ণ হইতে এমন সুন্দর উপমা হঠাৎ আনিয়া ফেলিতেন যে, শ্রোতৃবৃন্দ অবাক্ হইয়া যাইত।

সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী-ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ মেঘনাদবধ ইংরাজিতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কতকাংশ "বেঙ্গলী" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার অপূর্ব্ব অনুবাদ তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। মেঘনাদবধের আর একখানি ইংরাজি অনুবাদ আছে, সেখানি সম্পূর্ণ।

মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে রামচন্দ্রকে কাপুরুষের ন্যায় অঙ্কিত করিয়াছেন, এই বিষয় লইয়া সমালোচকদিগের মধ্যে বড় অল্প বাগ্‌বিতণ্ডা হয় নাই। নানাজনে এ সম্বন্ধে নানামত ব্যক্ত করিয়াছেন। মেঘনাদবধ রচনায় কবি রাক্ষসদিগের প্রতি ইচ্ছা করিয়াই পক্ষপাতীত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এ জন্য অনেকেই তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে রামচন্দ্রকে কাপুরুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন কি না, তাহা ঠিক করিয়া বলা বিশেষ দুরূহ। রামচন্দ্র, কাব্যের অনেক স্থলে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার বীরত্বের লাঘব হইয়াছে, আর তিনি প্রতিপদে ক্রোধোন্মত্ত হইলেই যে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইত, এই মত যে সমীচীন তাহাও বলা যায় না। ইহা সত্য, তিনি রামায়ণের চরিত্রগুলিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নাই। কোন প্রাচীন কাব্যকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিলে (বিশেষতঃ পৌরাণিক কাব্য) সেই মূলগ্রন্থের আদর্শে ও অনুকরণে চরিত্রগুলি চিত্রিত করিতেই হইবে, এ নিয়ম স্বাধীন প্রকৃতির কবি কখনই মানিয়া চলিতে পারেন না। আর রামচন্দ্রকে মধুসূদন যদি যথার্থই কাপুরুষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিই যে কেবল অপরাধী, তাহা নহে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি প্রসিদ্ধ কবিকেও উক্ত অপরাধে অপরাধী হইতে হইয়াছে। কিন্তু সমালোচকেরা মধুসূদনকে এ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। যাহা হউক, মেঘনাদবধের রামলক্ষ্মণের চরিত্র-চিত্রণ ও রাক্ষসদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রসিদ্ধ সমালোচকের মতামত এই স্থলে উদ্ধৃত হইল ;—

মধুসূদনের রামের চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে জনৈক প্রবীণ সমালোচক বলেন ;—

But he has opened also an age of taste and correctness. He has taught us to leave off our native narrow invention and to restrain our prurient imagination in conception and expression. He has put new blood into the veins of the Bengali Muse and galvanized her with spirit. They say he has sinned by his not doing due justice to Rama. ...So far as my memory serves me at the present moment, I recollect Ravana to be a great fighting hero, and Lachmana a great moral hero. Rama performed no other heroic feat than having taken up and broken the ponderous *Haradhanuk*. He killed Ravana by stealth of the *Mrittusarabana*, which reads like an Anglo-Indian stratagem in the Panjab war. His heroism is taken upon assumption—it is an *a priori* conclusion based upon the idea of his incarnation. Rama is the great Brahmanical hero but he did not come up to Modhu's ideal. By conservatism he would have pleased his countrymen, but outraged his own instincts.

এ সম্বন্ধে একটি কথা "বাঙ্গালী" নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত "মহাকবি মধুসূদন" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইল ;—

মাইকেল সহানুভূতি ও সমবেদনার উৎস, এবং তাহাই মাইকেলের বিশেষত্ব। মাইকেল উদার, অকুতোভয়, সমবেদনায় নির্ব্বিচার। বীরকবি বীরের ভক্ত। ব্যথিতের বেদনায় কবির প্রাণ কাঁদে। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে মধুসূদনের মমতার অমৃতনদী বহিয়া যায়।

আদি-কবি বাল্মীকি হইতে ভারতবর্ষের সকল কবিই .অযোধ্যার রাজ-বংশের সহিত সমবেদনা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সোণার লঙ্কা ছারখার হইল, রাবণের বংশ গেল। এ জন্য ভারতের কোনও কবির চিত্ত বেদনায় চঞ্চল হয় নাই,—কেহ একবিন্দু অশ্রুপাতে সে শোচনীয় নিয়তির বিধানকে স্নিগ্ধ করিবার.চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন রাবণ পরিবারেও সমবেদনা ও সহানুভূতির অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের বীরত্বে মুগ্ধ না হয়, এমন বাঙ্গালী কে আছে? প্রমীলার দুঃখে বিগলিত না হয়, এমন পাষাণ কে আছে? যুগযুগান্তর-সঞ্চিত বিরাগের হিমাচলকে যে সমবেদনার অশ্রুজলে ভাসাইয়া দিতে পারে, তাহার শক্তির গভীরতার পরিমাণ কে করিবে?

মাইকেল শুধু বীর-রসের কবি নন, তিনি করুণ-রসেও সিদ্ধহস্ত। মাইকেলের সমবেদনা, সহানুভূতি ও করুণায় বাঙ্গালার মরুক্ষেত্র স্নিগ্ধ হউক।

মধুসূদনের চিত্রিত রাম-রাবণের চরিত্র সম্বন্ধে "এডুকেশন গেজেটে"* জনৈক মনস্বী লিখিয়াছেন ;—

* "এডুকেশন গেজেট"—১০ই চৈত্র, ১৩২৩।

গূঢ়ভাবে "মাইকেল" স্বদেশের এবং স্বধর্ম্মের প্রীতিতেই পরিষিক্ত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর প্রধান জাতীয় কবি। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে তিনি রাক্ষসদিগের সহিতই সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া উহাদেরই বাড়াইয়াছেন। কিন্তু ত্রিভুবনজয়ী রাক্ষসদিগকে বাড়াইলে প্রকৃত কথা স্বীকারের সহিত রাক্ষসজেতাদিগকেই বাড়ান হয়। বাল্মীকি রামায়ণেও আছে যে হনুমান রাবণকে প্রথম দেখিয়া তাহার তেজে মোহিত হইয়া মনে মনে বলিয়াছিলেন :—

অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো সত্ত্বমহোদ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্ব্বলক্ষণযুক্ততা ॥
যদ্যধর্ম্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য স শক্রস্যাপি রক্ষিতা ॥

অর্থাৎ, আহা! রাক্ষসপতির কি লক্ষণ, কি রূপ, কি ধৈর্য্য, কি পরাক্রম, কি দেহকান্তি, সকলই অনির্ব্বচনীয়! যদি ইহার অধর্ম্ম এত বলবান্ না হইত, তাহা হইলে এই নিশাচরনাথ সুরলোক এবং বাসবেরও রক্ষক হইতে পারিতেন।

মেঘনাদের মৃত্যুকালে উদ্দেশে "মাতৃ পিতৃপদে" প্রণামের কথা এবং পতির অমঙ্গল বার্ত্তা শুনিবার পূর্ব্বেই প্রমীলার কথা "কেন লো সই! না পারি পরিতে অলঙ্কার" কবির হৃদয়ে গভীর হিন্দুভাবের এবং সতীত্বের অত্যুচ্চ হিন্দু আদর্শে ভক্তির পরিচায়ক।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যসমূহের বিশেষজ্ঞ, "মেঘনাদবধ কাব্যে"র প্রসিদ্ধ টীকাকার, কাব্যরসজ্ঞ রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর তৎসম্পাদিত মেঘনাদ বধের বিরাট্ সংস্করণের সুদীর্ঘ ভূমিকায় রামলক্ষ্মণের চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধীয় দোষগুণের সমালোচনা প্রসঙ্গে নানাকথা বলিয়া শেষে লিখিতেছেন ;—

লক্ষ্মণের জন্য সমধিক ভয় ব্যাকুলতা ও কাতরতাও বীর রামের পক্ষে অনুচিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভাবিতে হইবে যে, এ কাব্যে রামের বীরত্ব দেখাইবার অবসর নাই। কারণ, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক মেঘনাদবধ এবং রাবণ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে বিদ্ধনই এ কাব্যের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। সুতরাং রাম এ কাব্যে সুভ্রাতৃবৎসল-রূপেই চিত্রিত। অযোধ্যা ত্যাগ কালে সুমিত্রা জননী লক্ষ্মণকে রামের হস্তে ন্যাস-স্বরূপই দিয়াছেন। সুতরাং, লঙ্কার বনরাজি-মাঝে চণ্ডীর দেউলে গিয়া চণ্ডীপূজা যে কি ব্যাপার, বিভীষণের মুখে তাহা শুনিয়া, লক্ষ্মণের জন্য রামের ভয়-ব্যাকুলতাই রামের ন্যায় ভ্রাতৃবৎসলের পক্ষে স্বাভাবিক।

অষ্টম সর্গে মূর্চ্ছাগত লক্ষ্মণকে কোলে করিয়া রামের বিলাপ ভ্রাতৃবৎসলতার চমৎকার অভিব্যক্তি। যাহাকে সুমিত্রামাতা ন্যাস-স্বরূপ রামের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন, যাহার জন্য তিনি সুমিত্রা মাতার কাছে দায়ী, তাহাকে ছাড়িয়া কি সীতার উদ্ধার? এই দায়িত্ব ভাবিয়াই রাম বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছেন,—

—চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতার উদ্ধারি।

এই উক্তিতে রামের বীরত্বে আঘাত লাগে নাই ; বরং তাঁহার ভ্রাতৃত্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই স্থলে অন্যান্য রামায়ণ-কবিরাও এইরূপেই রামকে লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ করাইয়াছেন।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের সহিত যুদ্ধে লক্ষ্মণকে হীন করা হইয়াছে, সত্য ; কিন্তু রামকে এ কাব্যে হীন করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বরং ভ্রাতৃবৎসল রামের ভ্রাতৃবৎসলতা অতি সুন্দর রূপেই দেখান হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলিতে হইতেছে যে, রামায়ণেও রাম-লক্ষ্মণের চিত্র একেবারে নির্দ্দোষ নহে। বনবাসের আজ্ঞায় পিতার প্রতি লক্ষ্মণের অযথা ঘোরতর উষ্মা নিতান্তই পুত্রানুচিত এবং স্ত্রীলোক শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন বীরপুরুষানুচিতই হইয়াছে। রাম কর্ত্তৃক বালী-বধ-ব্যাপার বীর-চরিত্রের আদর্শ নহে। লঙ্কা-যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণ বীরত্বে সর্ব্বত্রই যে রাবণ, মেঘনাদ বা অন্যান্য রাক্ষস-বীর অপেক্ষা মহত্তর, তাহাও রামায়ণে দেখিনা। মেঘনাদ কর্ত্তৃক নাগপাশ-বন্ধনে রাম-লক্ষ্মণকে বিষ্ণু-প্রেরিত গরুড়ের সাহায্যে রক্ষা পাইতে হইয়াছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও দেখা যায়, লঙ্কা-যুদ্ধে রাম-পক্ষকে নানা সময়ে নানা কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে ;—শুধু বীরত্বে কুলায় নাই। বস্তুতঃ, মানুষ এবং মানুষের কৃত অন্যান্য কার্য্যের ন্যায়, কাব্য-নাটকও নির্দ্দোষ হয় না। বাল্মীকি-ব্যাসে দোষ আছে, কালিদাস-ভবভূতিতে, সেক্‌সপীয়ার্-মিণ্টনে, হোমার-ভার্জ্জিলে—সকল কাব্যেই দোষ লক্ষিত হয়। মধুসূদনও এ নিয়মের বহির্ভূত নহেন। কিন্তু গুণাংশে বাঙ্গালায় আর একখানি কাব্য নাই, যাহা ইহার সমকক্ষ হইতে পারে। আদ্যরস ছাড়া, বীর-করুণাদি প্রধান ও পরম উপভোগ্য রসগুলি এ কাব্যে চমৎকার রূপে অভিব্যক্ত ;—বীর ও করুণে বঙ্গ-সাহিত্যে ইহা এখন পর্য্যন্ত অদ্বিতীয়। বঙ্গমাতার প্রতি কবি একদিন নিবেদন করিয়াছিলেন—

তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে !

বঙ্গ-জননী কবির নিবেদন শুনিয়াছেন। গৌড়জন তাঁহার কাব্যের দোষ ভুলিয়া গুণই ধরিয়াছেন এবং যতদিন বঙ্গভাষা বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন অমর কবির এই কাব্যখানি বাঙ্গালা-সাহিত্য-সরোবরে "মধুময় তামরস"-স্বরূপ চির-প্রস্ফুটিত থাকিবে।

এই অধ্যায়ে মেঘনাদবধ কাব্যের অনুকূলে ও প্রতিকূলে লিখিত অনেকগুলি সমালোচনা উদ্ধৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে সমালোচকদিগের মধ্যে কয়েকজন মতের পরিবর্ত্তন করেন কিন্তু অধিকাংশ পূর্ব্বমত অক্ষুণ্ণ রাখেন ; অনেকে মধুসূদনের কাব্যের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হইয়াছিলেন। স্বয়ং মধুসূদনেরও এ কাব্য সম্বন্ধে একটা মত ছিল ; তিনি প্রকৃত-রসজ্ঞ, গুণগ্রাহী ও

নিরপেক্ষ সমালোচকদিগের মতামতের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইলেও নিজের ধারণা ও মতামত হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই। মেঘনাদবধ রচনাকালে একখানি পত্রে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন ;—

Though, I must confess, I am impatient for your verdict, you know you give very useful hints ; yet I shall wait till you read the whole poem. I think I have constructed the Poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with me.

কিন্তু সমালোচনার ঘোরতর তীক্ষ্ণ শরবৃষ্টি সহস্রধারে এই কাব্যের উপর বর্ষিত হইয়াছিল। প্রায় প্রত্যেক মহাকবির ভাগ্যেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু তাহা হিমালয়-শিখরে প্রাবৃটধারা বর্ষণে পরিপুষ্ট বনস্পতির ন্যায় তদ্‌রচিত কাব্যকে নানা সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত ও বিভূষিত করিয়া তুলে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

মান্যবর স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

কবির তখনকার সেই উন্মাদনা সঙ্গীত যে, কালে এক নব-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিবে, তাহা কবি বুঝিতে পারেন না। * এমনই অপ্রবুদ্ধ ভাবে, বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষরের কবি মধুসূদন একদিন সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন। আদি কবি বাল্মীকি যখন আপনার গানে আপনিই বিমুগ্ধ ও কদাচিৎ "কি গাহিলাম" বলিয়া সংশয়িত, তখন চতুর্ম্মুখ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া রত্নাকরকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন—"ঋষিবর, তুমিই জগতের আদি কবি হইলে, অসঙ্কোচে ও উদাত্তকণ্ঠে রামায়ণ গান কর, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত হইবে, তোমার গানে নর-জীব অমরতার সুখ উপলব্ধি করিবে।" হায়, বাঙ্গালার রত্নাকর মধুসূদনের ভাগ্যে ঠিক ইহার বিপরীত ফলিয়াছিল। অথবা শুধু এ দেশ কেন, সকল দেশের মহাকবিদিগের ভাগ্যেই লাঞ্ছনা সমান! দুর্জ্জন সমালোচকের মর্ম্মঘাতিনী কশায় মহাকবি কীট্‌সের হৃদয় শতধা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল!

বঙ্গভাষার প্রধান মহাকাব্য মেঘনাদবধ প্রকাশ বিষয়ে রাজা দিগম্বর মিত্র অর্থ সাহায্য করিবেন, এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া, বঙ্গ-কবিকুল-কেশরী মধুসূদন নিজেকে অশেষ সৌভাগ্যশালী মনে করিয়াছিলেন। হায়,—বাণীর বরপুত্রের এই সময়ের উক্তিতে নয়ন সজল হইয়া আসে। তিনি বলিয়াছিলেন,—In this respect I most thankfully acknowledge, I am singularly fortunate. All my *idle* things find Patrons and Customers. তাঁহার idle things-গুলি আজ বঙ্গভাষার উজ্জ্বলরত্ন, বঙ্গবাণীর কিরীটমণি এবং বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর অশেষ গর্ব্বের কারণ।

---

* কিন্তু মধুসূদন পারিয়াছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও সমালোচনার-আঘাতের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

সাহিত্যের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, কঠোর সমালোচনায় কত গ্রন্থকারের মুকুলিত আশা-উদ্যম মুকুলেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এমন কি, কেহ কেহ লেখনীর তীব্র বিষাক্ত আঘাতে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। অনেকে বলেন, Keats কবির যে অকাল-মৃত্যু হয়, তীব্র সমালোচনাই তাহার কারণ। কবিবর Tasso কঠোর সমালোচনায় ব্যথিত হইয়া উন্মাদগ্রস্ত হয়েন। Montesquieu কঠোর সমালোচনার আঘাতে শীঘ্র মৃত্যু-মুখে পতিত হন। নিন্দুক সমালোচকদের হৃদয়ভেদী সমালোচনায় কবিবর Shelly দেশত্যাগী হয়েন। তাহার পর হইতে সমস্ত জীবন তিনি অসুখে কাল যাপন করেন। তিনি তাঁহার বন্ধু Leigh Hunt-কে যে পত্র লেখেন তাহা পাঠ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তিনি লিখিয়াছিলেন "আমার বুদ্ধিবৃত্তি-সকল চূর্ণ বিচূর্ণ ও জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি আর কিছুই লিখিতে পারি না। যাহা লেখা যায় তাহাতে অন্যের নিকট সহানুভূতি পাইব এইরূপ প্রবল উত্তেজনা না থাকিলে কাহারও পক্ষে লেখা অসম্ভব।"

সকল দেশেই প্রসিদ্ধ কাব্য বা নাটকের ভাগ্যে প্রথমে সমালোচকদিগের এইরূপ অশনি বর্ষণ হইয়া থাকে। জগদ্বিখ্যাত কবি সেক্সপীয়রের নাটকগুলি প্রথম-প্রথম য়ুরোপের নানাদেশীয় সমালোচকদিগের দ্বারা কিরূপ ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া তখন কেহ মনে ভাবিতেই পারেন নাই যে, সেক্সপীয়রের নাটকগুলি কালে প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য ও চিরজীবী হইবে। ভারতবর্ষেও এরূপ দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। কবি ঘটকর্পর মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ-মহাকাব্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন 'রঘুরপি কাব্যম্ তদপি চ পাঠ্যম্,' অর্থাৎ রঘুবংশও আবার কাব্য, আর লোকেও তাহা পাঠ করে। ইহাতেই বুঝা যায় যে সকল দেশেই মহাকাব্য লিখিয়া সহজে প্রতিষ্ঠাবান্ হওয়া বড় সহজ কথা নয়। সম্পূর্ণ অভিনবত্বের পক্ষপাতী মধুসূদনের পক্ষেও সেই চিরাচরিত সনাতন নিয়মের কণামাত্রও ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

কিন্তু এ দেশের লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল একমাত্র মধুসূদনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। আত্মশক্তিতে তিনি এতদূর বিশ্বাসবান্ ছিলেন যে, কোনপ্রকার প্রতিকূল সমালোচনাতে তিনি দৃক্পাত করিতেন না ; কখনও ভীত বা বিচলিত হইতেন না। তাঁহার লিখিত পত্রাবলী হইতে এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত হইতেছে। তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে তাঁহার প্রথম কাব্য সমালোচনা করিতে অনুরোধ করিয়া লিখিতেছেন ;—

If you should review the work, pray, don't spare me because I am your friend! Pitch it into me as much as you think I deserve.

আর একখানি পত্রে,

I am not a man to be put out by any amount of adverse criticism especially when that criticism is from an honest friend, who wishes me well.

"মেঘনাদবধ কাব্য" রচনার সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধাচারী পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্বন্ধে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন ;—

I have thrown down the gauntlet, and proudly denounced those whom our country men have worshipped for years, as imposters, and unworthy of the honours heaped upon them. I ought to rise higher with each poem. If you think the *Meghnad* destitute of merit, why! I shall burn it without a sigh of regret.

"তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে"র দোষ দেখাইয়া সমালোচনা করাতে মধুসূদন রাজ-নারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন ;—

Believe me, you endear yourself more to me by the candid manner in which you point out the defects of the Poem than by the praise (and it is splendid by Jove,) you bestow on it.

উক্ত পত্রের শেষাংশে কতকগুলি পণ্ডিতের অভিমতের সম্বন্ধে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন ;—

Some other pundits, literary stars of equal magnitude, say—"ইহা উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে ; মন্দ হয় নি।" But they regret the author did not write in rhyme that would have made him popular. These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent lonely man of song. They regret his want of popularity, while perhaps, his heart swells within him in visions of glory, such as they can from no conception of. But hang the insects of a day.

আর একখানি পত্রে "মেঘনাদবধ কাব্য" সমালোচনা সম্বন্ধে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন লিখিতেছেন ;—

I believe I have convinced you that I am not one of those touchy fools who do not like to have their faults pointed out to them. By Jove, I court such candid and friendly criticism. Go to work without

any misgiving, old Boy. Whether you place the brightest laurel-crown on his head (the brightest of all the crowns yet worn in Bengal,) or kick him out from the holy temple of fame as an impudent intruder, you will find your humble friend a very submissive dog ! I hope you will not spare anything in the shape of weak or unpoetical thoughts, weak and nerveless expression, and rough lines.

আর একখানি পত্রে মধুসূদন, তদানীন্তন নটকুলতিলক কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিয়াছেন,—

No human being is infallible, and I the last man to feel hurt when my faults are pointed out to me, either by friend or foe.

কাব্য ও নাটক রচনা সম্বন্ধে, একমাত্র যতীন্দ্রমোহন ব্যতীত, মধুসূদন, রাজনারায়ণ বসু ও কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মতামত মূল্যবান বোধে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের সমালোচনার ত্রুটি দেখিলে কিম্বা কোন বিষয়ে তাঁহাদের নাটকীয় দোষগুণ বিচারের অক্ষমতা দেখিলে, তিনি সেই বিষয় তাঁহাদিগকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু নিজমত বা মন্তব্যপথ হইতে কখনও কেন্দ্রচ্যুত বা বিচলিত হইতেন না। স্বাভাবিক স্বাধীন প্রবৃত্তির বশ্যতা অস্বীকার করিতে কখনও তাঁহাকে দেখা যায় নাই। রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে ঐ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন ;—

I have certain dramatic notions of my own which I follow invariably. Some of my friends and I fancy you are among them, as soon as they see a drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the masterpieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developements are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape. But hang to all philosophy. I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will.

"মেঘনাদবধ কাব্য" সম্বন্ধেও মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন ;—

But I am sure the poem has many faults. What human production has not ?

উপরি উদ্ধৃত পত্রাংশ সমূহ হইতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, পূর্ব্বোল্লিখিত য়ুরোপীয় কবিদিগের ন্যায় মধুসূদন কখনই দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন না। সমালোচকের

বিদ্বেষরূপ সুতীক্ষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্র তাঁহার বক্ষের বজ্রকবচ ভেদ করিতে পারে নাই "মেঘনাদবধ কাব্য" সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন। কারণ মহাসমালোচক "কাল" সাহিত্য-রাজ্যে মেঘনাদবধের সর্ব্বোচ্চ স্থান নির্দ্দেশ করিয় দিয়াছেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বীবিরহিত অতুল্য মহাকাব্য বাঙ্গালার শীর্ষস্থানীয় কবি ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সমালোচক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা প্রথমে কিরূপ ভাবে আক্রমিত ও প্রশংসিত হইয়াছিল, তাহাই বর্ত্তমান বংশীয়দিগকে জ্ঞাত করিবার অভিপ্রায়ে এতগুলি অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা উদ্ধৃত করা হইল।

ইহার পর বিংশ শতকের মধ্যভাগে কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখিত মধুসূদন-প্রশস্তির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের শেষ করিতেছি ;—

...মেঘনাদবধ কাব্য বাঙ্গালী কি কখনও ভাল করিয়া পড়িয়াছে?—কেহ কি এখনও পড়ে? এই কাব্য-কাহিনীর ঘনঘটার ফাঁকে ফাঁকে বাঙ্গালীর কুললক্ষ্মী, মাতা ও বধূর বেশে, কবিচিত্ত মথিত করিয়া ক্রন্দন-রবে দিক্‌দেশ বিদীর্ণ করিতেছে। সেই আলুলায়িত-কুন্তলা রোদনোচ্ছ্বসিতা অপরূপ মমতাময়ী মূর্ত্তি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কবির চক্ষে বিরাজ করিয়াছে। বাঙ্গালীর কাব্যে সত্যকার সৌন্দর্য্য আর কি ফুটিতে পারে?—তাহার জীবনে আর আছে কি? সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া, মনুষ্যত্ব হারাইয়া, নারীর যে প্রেম ও স্নেহের আত্মত্যাগ সে এখনও প্রাণে-প্রাণে অনুভব করে এবং করে বলিয়াই এখনও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, সেই অনুভূতি মেঘনাদবধের কবির বাঙ্গালীত্ব অটুট রাখিয়াছে; বাঙ্গালীর গৃহসংসারের সেই পুণ্য-দীপ্তি—মধুসূদনের হৃদয়ে তাঁহার মায়ের সেই স্নেহ-ব্যাকুলতার অশান্ত স্মৃতি তাঁহাকে বিধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিল। হোমার, ভার্জ্জিল, ট্যাসোর কাব্য-গৌরব বিফল হইল—বীর-বিক্রমের গাথা অশ্রুধারে ভাঙ্গিয়া পড়িল ; মাতা ও বধূর ক্রন্দনরবে বিজয়ীর জয়োল্লাস ডুবিয়া গেল—বীরাঙ্গনার যুদ্ধযাত্রা বাঙ্গালী-বধূর সহমরণ-যাত্রার করুণ দৃশ্যে, অদৃষ্টের পরম পরিহাসের মত নিদারুণ হইয়া উঠিল। স্বর্গ, নরক, পৃথিবী ও সমুদ্রতলব্যাপী এই আয়োজন, রাজসভার ঐশ্বর্য্য, রণসজ্জার আড়ম্বর, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, এবং অযুত যোধের সিংহনাদ সত্ত্বেও, অশোক-কাননে বন্দিনী নারী-লক্ষ্মীর মূক শোক-ঝঙ্কারে সমস্ত আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে এবং শক্তিশেল-মূর্চ্ছিত ভ্রাতার শ্মশান-শিয়রে রামের শোকোচ্ছ্বাস, অথবা সিন্ধুতীরে পুত্র ও পুত্রবধূর চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মান রাবণের সেই মর্ম্মান্তিক উক্তিকেও প্রতিহত করিয়া যে একটি অতি কোমল ক্ষীণ কণ্ঠের বাণী, লবণাম্বুগর্ভে নির্ম্মল উৎস-বারির মত উৎসারিত হইয়াছে—

সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী

আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা !
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী !
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর ! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন ! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান ! হাদে দেখ হেথা,—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,

—কবির কাব্য-লক্ষ্মীও সেই বাণী-মন্ত্রে কবির কণ্ঠে স্বয়ম্বর-মালা অর্পণ করিয়াছেন। ইহাই হইল বাঙ্গালীর মহাকাব্য। আয়োজনের ক্রটী ছিল না,—ছন্দ, ভাষা, ঘটনা-কাহিনী, হোমার-মিল্‌টনের ভঙ্গী, দান্তে-ভাৰ্জ্জিলের কল্পনা, এবং সর্ব্বোপরি বিদেশী কাব্যের প্রাণবস্তু—এমন কি বাক্য-ঝঙ্কার পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিবার প্রতিভা—সবই ছিল ; কিন্তু কবি, সত্যকার কবি বলিয়া, সৃষ্টিরহস্যের অমোঘ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা রচনা করিলেন—তাহা মহাকাব্যের আকারে বাঙ্গালী-জীবনের গীতিকাব্য। দূর দিগন্তের সাগরোর্ম্মি তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল, তিনি তাহারই অভিমুখে তাঁহার দেহ-মনের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাব্য-তরণী চালনা করিয়াছিলেন। সমুদ্রবক্ষে তরণী ভাসিল ; ছন্দে, ভাষায় ও বর্ণনা চিত্রে নীলাম্বু-প্রসার ও জল-কল্লোল জাগিয়া উঠিল—কিন্তু কবি-কর্ণধারের মনশ্চক্ষু আধ-নিমীলিত কেন ? সাগর-বক্ষে উত্তাল তরঙ্গরাজির মধ্যেও এ কার কুলু-কুলু ধ্বনি ?—এ যে কপোতাক্ষ ! তীরে, ভগ্ন শিবমন্দিরে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে, জলে "নূতন গগন যেন, নব তারাবলী," এবং গ্রাম হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে ! সমুদ্র গর্জ্জন করুক, ফেনিল জলরাশি তরণী-তটে আছাড়িয়া পড়ুক—তথাপি এ স্বপ্ন বড় মধুর ! সমুদ্রতলে কপোতাক্ষের অন্তঃস্রোত তাঁহার কাব্য-তরণীর গতি নির্দ্দেশ করিল, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আর হইল না। তরী যখন তীরে আসিয়া লাগিল, তখন দেখা গেল—"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী"।

যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ একদিন পাশ্চাত্য প্রভার বিকট প্রতিভাসরূপে সংস্কৃত পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা পরিত্যক্ত হইত, তাহা এক্ষণে সর্ব্বজন সমাদৃত প্রকৃত কবিত্বের স্বতঃনিঃসৃত উচ্ছ্বাসরূপে আপামরসাধারণের মুখে ধ্বনিত হইতেছে। মধুসূদনের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে ; তাঁহার রচিত মধুচক্র হইতে গৌড়জন—আবালবৃদ্ধবনিতা—নিরবধি সুধাপান করিতেছেন।

দশম অধ্যায়

ব্রজাঙ্গনা কাব্য—কৃষ্ণকুমারী নাটক—নীলদর্পণ নাটকের ইংরাজি অনুবাদ।

[১৮৬১—খ্রীষ্টাব্দ]

অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই মধুসূদনের চিত্ত নিধুবাবু, রামবসু, হরুঠাকুর প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের রচিত সঙ্গীতের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ টপ্পা-রচয়িতা নিধুবাবুর আদর্শে গীতিকা রচনা করিতে অভিলাষী হইয়া তিনি বন্ধু গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন,

I mean to try Nidhoo's odes as soon as I get my Pandit.

কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অনুকরণে মধুসূদন দুই-চারিটি সঙ্গীত ব্যতীত আর কিছুই রচনা করেন নাই। তাঁহাদিগের রচিত সঙ্গীতে ভোগ-লালসার প্রাবল্য, রুচির হীনতা এবং বিলাসের আবিলতা উপলব্ধি করিয়া, তিনি ঐ শ্রেণীর গীতি-রচনা হইতে বিরত হন। এই সময়েই তিনি জয়দেবের গীত-গোবিন্দ ও বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-কবিতার কলয়িত নিকুঞ্জ-কাননে ভ্রমণ করিতে-করিতে মধুসূদনের কবি-হৃদয় পুলক-প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মনে-মনে অভিনব গীতি-ছন্দে কোন গ্রন্থ-রচনার সঙ্কল্প করিতেছিলেন, এমন সময়ে একদিন বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায় কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই, তুমি ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি করতে পার?" এই কথা শুনিয়া মধুসূদনের গীতি-কবিতা রচনার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। বাঙ্গালী-হৃদয়ের কমনীয় উচ্ছ্বাসের প্রখর বেগ তিনি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার অমিত্রচ্ছন্দের সমুদ্র-গর্জ্জনবৎ উদ্দাম কল্পনা বৃন্দাবন-মথুরাতটবাহিনী যমুনা-প্রবাহের ন্যায়, বৈষ্ণবপদলহরীর সুমধুর-ধ্বনিতে প্রবাহিত হইল। বঙ্গের প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিদিগের প্রেমরস-সিক্ত অঙ্গুলীসম্পাতে যে ত্রিদিব-বীণাধ্বনি উত্থিত হইয়া স্বর্গে-মর্ত্ত্যে একাকার করিয়া দিত, কতকাল পরে আবার মধুসূদনের মধুর বীণায়, শ্রীরাধিকার বিরহ-গাথা, করুণ ঝঙ্কারে যেন তাহারই পুনরালাপ সূচিত করিল। বৈষ্ণব-কবিদিগের প্রাণহরা সুর মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাতেই ঝঙ্কৃত

হইয়াছে—সেই সুদূর অতীতের চিরমধুর গীতিধ্বনি, "ব্রজাঙ্গনা কাব্যে"র পর আর কোথাও ত শ্রুত হইল না। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী মধুসূদনের রচনায় বৈষ্ণবেরাও বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। কবির 'মধুসূদন' নাম সার্থক হইয়াছে।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে "মেঘনাদবধ কাব্যে"র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইল। কিন্তু রাজনারায়ণ বসুর মধুসূদনকে-লিখিত ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখের পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, "ব্রজাঙ্গনা কাব্যে"র প্রথম কয়েকটি কবিতা "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" রচনার সময়েই লিখিত হইয়াছিল।

"ব্রজাঙ্গনা কাব্যে" শ্রীমতী রাধিকার বিরহের দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। কবি, কাব্যের উপরে "পদাঙ্কদূত" হইতে "গোপীভর্ত্তু বিরহবিধুরা—উন্মত্তেব"—এই শ্লোকাংশ সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতার সহিত "ব্রজাঙ্গনা কাব্যে"র তুলনা করিতে গিয়া অনেক সমালোচক বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রাচীন বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাববৈচিত্র্য, রসের প্রগাঢ়তা ইহাতে আছে কি না, সে বিচার না করিয়া, এইটুকু মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বৈষ্ণব-কবিতা রচনার তিরোধানের যুগে মধুসূদনের ন্যায় একজন পাশ্চাত্যভাবানুপ্রাণিত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির দ্বারা যে এইরূপ কবিতা রচিত হইতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্য! "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" হইতে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত হইল :—

কল্পনায় বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া উন্মাদিনী-বিরহিণী রাধিকা বলিতেছেন,—

ওই শুন, পুনঃ বাজে মজাইয়া মন, রে,
মুরারির বাঁশী!
সুমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ মোর কাণে—
আমি শ্যাম-দাসী!

* * * *

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ!
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখি গে প্রাণের হরি,
গোকুল রতন!

নীল আকাশে নীল জলধরকে দেখিয়া শ্যাম-রূপ স্মরণে রাধিকার চিত্তে শ্যাম-স্মৃতির বিকাশ এইরূপ,—

হায় রে কোথায় আজি শ্যাম জলধর।
তব প্রিয় সৌদামিনী, কাঁদে নাথ একাকিনী
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধামনোহর?
রত্নচূড়া শিরে পরি, এস বিশ্ব আলো করি,
কনক উদয়াচলে যথা দিনকর!

তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি,
অভিমানে ঘনেশ্বর যাবে কাঁদি দেশান্তর,
আখণ্ডল ধনু লাজে পালাবে অমনি;
দিনমণি পুনঃ আসি উদিবে আকাশে হাসি;
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী;

ময়ূরীকে দেখিয়া রাধিকার হৃদয়ে সহানুভূতি উথলিত। তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের সমবেদনার ভাবটি কি মধুর!

আয়, পাখি, আমরা দুজনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে;
নবীন নীরদে প্রাণ, তুই করেছিস্ দান—
সে কি তোর হবে?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে?
তুই ভাব্ ঘনে, ধনি, আমি, শ্রীমাধবে!

প্রতিধ্বনিকে সম্বোধন করিয়া ব্রজবিলাসিনী রাই বলিতেছেন,—

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি,
আকাশসম্ভবে,
ভূতলে নন্দনবন, আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পুরিছে আজি হাহাকার রবে!
কত যে কাঁদে রাধিকা কি কব, স্বজনি,
চক্রবাকী সে—এ তার বিরহ রজনী!

সখীর ডালায় অবচিত পুষ্পরাশি দেখিয়া কাতরা রাধা সখীকে অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন,—

আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী ?
কেনে লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী ?
* * * *
হায় লো দোলাবি, সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া ?
আর কি নাচে লো তমালের তলে
বনমালিয়া ?

গোধূলিতে চন্দ্রোদয় দেখিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন ;—

কলঙ্কী শশাঙ্ক, সখি, তোষে লো নয়ন—
ব্রজনিষ্কলঙ্ক শশী চুরি করে মন।

পিঞ্জরাবদ্ধা সারিকার দুঃখ দর্শনে সখীকে সম্বোধন করিয়া রাধিকাকে বলিতে শুনিতে পাই ;—

বনবিহারিণী ধনী বসন্তের সখী রে—
শুকের সুখিনী ?
বলে ছলে ধরে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে—
কেমনে ধৈরয ধরি রবে সে কামিনী ?
সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়া অন্তরে,
রাধিকারে বেঁধো না লো সংসার-পিঞ্জরে !

ভালবাসার তুলনায় সমাজ-সংসারের সকলই তুচ্ছ—সেই অপার্থিব প্রেমমগ্না শ্যাম-সোহাগিনীর সখীর প্রতি উক্তিটি কি মর্ম্মস্পর্শিনী ;—

ভাল যে বাসে, স্বজনি, কি কাজ তাহার রে—
কুলমানধনে ?
শ্যাম-প্রেমে উদাসিনী, রাধিকা শ্যাম-অধিনী—
কি কাজ তাহার আজি রত্ন আভরণে ?

গোকুল-বনে বকুল-কুঞ্জে বকুল-ফুল ফুটিয়াছে ; মদির বকুল-বাস-বিমুগ্ধা

বিরহিনী দিব্যোন্মাদে বসন্ত কল্পনা করিয়া মান-অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

ফুটিল বকুল ফুল কেন লো গোকুলে আজি,
কহ তা, স্বজনি ?
আইলা কি ঋতুরাজ ? ধরিলা কি ফুলসাজ,
বিলাসে ধরণী ?
মুছিয়া নয়ন-জল, চল লো সকলে চল,
শুনিব তমাল তলে বেণুর সুরব ;—
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব !

গহন কাননে, স্বন্ স্বন্ রবে পবন বহিতেছে। রাধিকা ভাবিতেছেন, শ্যাম দর্শনে বিহঙ্গমেরা মঙ্গলগীতি গাহিতেছে। আত্মহারা, উন্মাদিনী কুবলয় গন্ধকে শ্যামের দেহগন্ধ ভাবিয়া অধীরা হইতেছেন দেখিয়া তাঁহার সখী কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন ; তখন সরলা রাধিকা তাঁহাকে এইরূপ মিনতি করিতে লাগিলেন ;—

কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো সহচরি,
করি এ মিনতি ?
কেন অধোমুখে কাঁদ, আবরি বদনচাঁদ,
কহ, রূপবতি ?
সদা মোর সুখে সুখী, তুমি ওলো বিধুমুখি,
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে ?
কে বিলম্বে হেনকালে ? চল কুঞ্জবনে !

কাঁদিব লো সহচরি, ধরি সে কমলপদ,
চল, ত্বরা করি,
দেখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে,
তোষেন শ্রীহরি
দুঃখিনী দাসীরে ; চল, হইনু লো হতবল,
ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো স্বজনি ;—

বৃন্দাবনে বসন্ত-ঋতুর সঞ্চার হইয়াছে—পূর্ব্বস্মৃতি-পীড়িতা রাধিকা অধীরা হইয়া সখীর সহিত বনগমনে উদ্যতা ; উদ্‌ভ্রান্তা রমণীর করুণকোমল-হৃদয়ের চিত্র এই কবিতায় অতুলনীয় মাধুর্য্যে প্রস্ফুটিত !

সখি রে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল, চল লো বনে !
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে !

সখি রে,—

উদয় অচলে উষা, দেখ, আসি হাসিছে !
এ বিরহ বিভাবরী, কাটানু ধৈরব ধরি,
এবে লো রব কি করি ? প্রাণ কাঁদিছে !
চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি নাচিছে।

সখি রে,—

পূজে আজি ঋতুরাজে ফুলজালে ধরণী !
ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গমকুলকল, মঙ্গল ধ্বনি !
চল লো, নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজে, স্বজনি !

সখি রে,—

পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে !
দুই কর কোকনদে. পূজিব রাজীব পদে ;
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে, ভাবিয়া মনে !
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।

সখি রে,—

এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে !
ভালে যে সিন্দুরবিন্দু, হইবে চন্দনবিন্দু ;—
দেখিব লো দশ ইন্দু সুনখগণে।
চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওলো ললনে !

সখি রে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল, চল লো বনে
চল লো জুড়াব আঁখি—দেখি মধুসূদনে !

বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় মধুসূদনও "ব্রজাঙ্গনা কাব্যে"র প্রত্যেক কবিতার শেষে ভণিতা প্রদান করিতে বিস্মৃত হন নাই। যথা ;—

মধু কহে ব্রজাঙ্গনে! এই লাগে মোর মনে—
ভূতলে অতুল মণি শ্রীমধুসূদন!

আর এক স্থানে ;—

কবি মধু ভণে, পাবে ব্রজাঙ্গনে!
মধুসূদনে।

'বংশীধ্বনি' কবিতার শেষে ;—

মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-জ্বালা,
মধু কহে, সহ, ব্রজের বালা!

আর এক স্থানে এইরূপ ;—

মধু—যার মধুধ্বনি, কহে কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন?

"ব্রজাঙ্গনা কাব্য" রচনা করিয়া, মধুসূদন, শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী, বৈষ্ণব চূড়ামণি গোপীকৃষ্ণ গোস্বামীকে দেখিতে দেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তদবধি মধুসূদনের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং মধুসূদনকে দেখিলেই আনন্দে অধীর হইতেন ; তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুতা জন্মিয়াছিল।*

জনৈক সমালোচক "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

---

* মহাত্মা গোপীকৃষ্ণের দেশমান্য সুযোগ্য পুত্র রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী তাঁহার পিতৃদেবের ও মধুসূদনের সৌহার্দ্দ উল্লেখ করিয়া তাঁহার কোন প্রিয়পাত্রকে পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল : My father was very well-affected towords poet Michael M. Dutt. He used to come to our house very often when he lived with his family in Chandernagore. Unfortunately both my brother and myself were very young, much too young to appreciate his genius. I wish we could have made a note of everything notable

"মহাজন বৈষ্ণব-কবিগণের পরে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মত প্রাণমনোহারিণী মধুর কবিতায় আর কেহ কোন বাঙ্গালা-কাব্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন কি না, সন্দেহ।"

মধুসূদনের জীবনী প্রণেতা লিখিয়াছেন—

খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও যে, মধুসূদন ইহাতে বৈষ্ণব-মহাজনোচিত ভাবের অবতারণা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার প্রতিভার পক্ষে যথেষ্ট শ্লাঘাজনক।"

শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় এই কাব্যপাঠে মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন,—"তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' গীতিকাব্যে জয়দেবের সমস্থানীয়।"

"ব্রজাঙ্গনা কাব্যে"র স্বত্ব মধুসূদন নিজে রক্ষা করেন নাই—একজন ভক্তকে দান করেন। সে সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় কিরূপ সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন, তাহার একটা ঘটনা বলিতেছি। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত ও অনুগত লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার টাকে হাত বুলাইতেন এবং ব্যবসা সম্বন্ধীয় নানাবিধ মতলব আঁটিতেন।···কিন্তু এ দিকে তিনি একজন প্রকৃত কাব্যরসিক এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিকট হইতে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, তিনি মাইকেলের অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়েন। 'ব্রজাঙ্গনা' পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মাইকেল তাহাই জানিতে পারিয়া 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সমস্ত স্বত্ব—(copy-right) সেই পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই বৈকুণ্ঠবাবুকে দান করেন। বৈকুণ্ঠবাবু নিজব্যয়ে কাব্যখানি প্রথম প্রকাশ করেন।"

"ব্রজাঙ্গনা কাব্য" সম্বন্ধে আর একটি অতি প্রীতিপ্রদ কাহিনী বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" প্রকাশিত হইলে, নবদ্বীপ-নিবাসী জনৈক পরম-বৈষ্ণব উহা পাঠ করিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, উৎকণ্ঠিত হইয়া মধুসূদনকে দেখিবার জন্য তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। মধুসূদন যে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, তিনি এতটা খেয়াল করেন নাই। কলিকাতায় আসিয়া অনুসন্ধানে মধুসূদনের বাটী অবগত হইলেন। তথায় গমন করিয়া, গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন যে, একজন সাহেববেশী কৃষ্ণকায় ব্যক্তি চেয়ারে বসিয়া, টেবিলের উপর কি লিখিতেছেন। আগন্তুক ভ্রমক্রমে অপর কোথাও উপস্থিত হইয়াছেন, এই ভয়ে শশব্যস্তে যেমন

---

that fell from his lips when he used to talk to father and us. I regret the opportunity lost. I wish the immortal poet Madhu Sudan Dutt had not been "Michael"—the author of *Brajangana-Kabya*.

গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন, অমনি মধুসূদনের দৃষ্টি তাঁহার উপরে পড়িল। তিনি বিস্ময়ে কৌতূহলী হইয়া, তাঁহাকে বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কাহাকে খুঁজিতেছেন ?"

বৈষ্ণব। এ বাটীতে কি মধুসূদন ছিলেন ?

মধুসূদন। কেন ? তাঁহাকে আপনার কি প্রয়োজন ?

বৈষ্ণব। মহাশয় ! আমি তাঁহার "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" পাঠ করিয়া বিমোহিত হইয়াছি ; তাই একবার সেই পরমভক্ত বৈষ্ণব-শেখর পুণ্যবান মধুকে দেখিব বলিয়া, নবদ্বীপ হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়াছি। তিনি কোথায় মহাশয় ?

মধুসূদন। (ঈষৎ হাস্য সহকারে) আমারই নাম মধুসূদন।

মধুসূদনের উত্তরে বৈষ্ণব একেবারে স্তম্ভিত—নির্ব্বাক্ ও হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎকাল অনিমেষ-নেত্রে তাঁহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া, আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন,—"বাবা ! তুমি শাপভ্রষ্ট।"

মধুসূদন তাঁহার এই ক্ষুদ্র গীতিকাব্যখানিকে এতই ভালবাসিতেন যে, সময়ে-সময়ে মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, "মেঘনাদবধ কাব্য" অপেক্ষা আমার "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" ভাল।" মিল্টনও তাঁহার 'Paradise Lost' অপেক্ষা 'L'allegro' গীতিকাব্যকেই উৎকৃষ্ট বলিতেন। পুত্রাপেক্ষা কন্যার প্রতি জনকের স্নেহ যে সমধিক হইয়া থাকে, এই সকল উক্তিই তাহার উদাহরণ।

মধুসূদন অনেক সময়ে সম্মুখে যাহা পাইতেন, তাহাতেই কবিতা লিপিবদ্ধ করিতেন। তিনি "ব্রজাঙ্গনা কাব্যে"র দ্বিতীয়ভাগ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার প্রথম সর্গের কয়েক পংক্তি একখানি পুস্তকের মলাটের পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছিল। নিম্নোদ্ধৃত খণ্ড-কবিতাই তাঁহার আবেগে কবিতা-রচনার বিশিষ্ট অন্যতম প্রমাণ—

১

সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে ত্বরা করি।
মণি, মুক্তা পর কেশে, মেখলা লো কটিদেশে,
বাঁধ লো নূপুর পায়ে, কুসুমে কবরী॥
লেপ সুচন্দন দেহে, কি সাধে রহিবে গেহে ?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী ?

২

নাচিছে লো নিতম্বিনি, কদম্বের তলে।
শিখণ্ড-মণ্ডিত-শির, ধীরে ধীরে শ্যাম ধীর,
দুলিছে লো, বরগুঞ্জমালা বর-গলে।
মেঘ সনে সৌদামিনী— সম রূপে, লো কামিনি,
ঝলে পীতধড়া-রূপে ঝল ঝল ঝলে॥

৩

হ্রদে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল নলিনে,
তব আশা-শশী আসি, শোভিছে নিকুঞ্জে হাসি,
কেনে মৌনব্রতে তুমি শূন্য নিকেতনে॥
দেব-দৈত্য মিলি বলে, মথিলা সাগর-জলে,
যে সুধার লোভে, তাহা লভিবে সুন্দরি!
সুধামাখা বিম্বাধরে, আছে সুধা তব তরে,
যাও নিতম্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে।

"ব্রজাঙ্গনা কাব্যে"র দ্বিতীয় ভাগে 'বিহার' বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য ছিল। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যে এই মধুর পদলহরী অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

মধুসূদনের শেষ সম্পূর্ণ নাটক—"কৃষ্ণকুমারী"। ইহাই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। এখানি বঙ্গভাষায় প্রথম ঐতিহাসিক ও বিষাদান্ত নাটক (Tragedy) ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট তারিখে আরম্ভ করিয়া তিনি ৭ই সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ ঠিক এক মাসে, ইহা সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। যতীন্দ্রমোহন প্রথম মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। গ্রন্থের মুখপত্রে মধুসূদন কালিদাস হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন—

আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥

মধুসূদনই প্রথমে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য-রীত্যনুসারে নাটক রচনা করেন। তাঁহারই পদাঙ্ক-অনুসরণে বঙ্গদেশের নাট্যসাহিত্য বর্ত্তমানকালে এতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। "শর্ম্মিষ্ঠা" ও "পদ্মাবতী" মধুসূদন সংস্কৃত আদর্শে রচনা করেন, কিন্তু তৎপরে, তিনি নিজের স্বাধীন-প্রবৃত্তিবশে সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের নির্দ্দিষ্ট

পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাশ্চাত্য-পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি, একখানি পত্রে, রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন,—

If I should alive to write other Dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the *dicta* of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I shall look to the great Dramatists of Europe for models. That would be founding a real National Theatre.

ইহারই ফল "কৃষ্ণকুমারী নাটক"।

মধুসূদন তাঁহার "কৃষ্ণকুমারী নাটক" তদানীন্তন নটকুলতিলক এবং নাট্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। (কেশবচন্দ্রের নাট্যবিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞতা ও ব্যুৎপত্তি দর্শনে মধুসূদন তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। তাঁহারই উপদেশে ও পরামর্শে মধুসূদন "কৃষ্ণকুমারী নাটক" রচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকুমারীর উৎসর্গ পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মঙ্গলাচরণ

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়,

মহাশয়েষু।

মহাশয় !

আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি আধুনিক বঙ্গদেশীয় নট-কুল শিরোমণি ; ইহার দোষ গুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত থাকিবেক না। বিশেষতঃ, আমার এই বাঞ্ছা, যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় পণ্ডিতসম্প্রদায় জানিতে পারেন, যে আপনার সদৃশ দর্শন-কাব্য-বিশারদ এক জন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ প্রকাশ করিতেন।

আমাদিগের পরমাত্মীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে, দর্শন-কাব্যের উন্নতি বিষয়ে যে কতদূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দর্শনকাব্যপ্রিয় মহাশয়গণের অবিদিত নহে। আমি এই ভরসা করি, যে মৃত রাজা মহাশয় যে সুবীজ রোপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার বৃদ্ধি বিষয়ে অন্যান্য মহাশয়েরা যত্নবান্ হন। এই কাব্য-বিষয়ে উক্ত রাজা মহাশয় আমাকে যে কতদূর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় না, যে আর এ পথের পথিক হই। হায় ! বিধাতা এ বঙ্গভূমির প্রতি কেন প্রতিকূলতা প্রকাশ করিলেন ?

এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্য রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য ; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এতদূর পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্ব্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি। তথাচ ইহাও বক্তব্য,

যে আমাদিগের সুমিষ্ট মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গদ্য অতীব সুশ্রাব্য হয়। এমন কি, বোধ করি অন্য কোন ভাষায় তদ্রূপ হওয়া সুকঠিন। যাহা হউক, এ অভিনব কাব্য আপনার এবং অন্যান্য গুণগ্রাহী মহোদয়গণ সমীপে আদরণীয় হইলে, পরিশ্রম সফল বোধ করিব, ইতি।

গ্রন্থকারস্য নিবেদনমিতি।

"কৃষ্ণকুমারী নাটকে"র সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, তেমন ঘটনা-বৈচিত্র্য এই নাটকে না থাকিলেও মধুসূদন ইহাতে চরিত্র-সৃজনে বিশেষ সৃষ্টিকুশল-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ঘটনা-বৈচিত্র্যের অভাব মধুসূদন স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া কেশবচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন :—

As for "variety of action" there is not much of it, to be sure, but that result I could not very well avoid, owing to the original barrenness of the Plot.

এই ঐতিহাসিক ও বিষাদান্ত নাটকে মধুসূদন প্রাচীন আদর্শে রচিত কয়েকটি সুমধুর সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে দুইটি সঙ্গীত মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের রচিত। আমরা কৃষ্ণকুমারী নাটকের একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম।

গীত

শুনিয়ে মোহন, মুরলী গান।
করি অনুমান, গেল বুঝি কুলমান।
প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে,
ধৈরয মন না ধরে ;
সাধ সতত হয় শ্যাম দরশনে,
লাজ ভয় হলো অবসান।
নারি, সহচরি, রহিতে ভবনে,
ত্রিভঙ্গ শ্যাম বিহনে,
চিত যে বঞ্চিত ত্বরিত মিলনে,
না দেখি তাহার সুবিধান॥

এই সময় মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষায় "রিজিয়া নাটক" লিখিতে অভিলাষী হন ; কিন্তু তৎপূর্ব্বে "কৃষ্ণকুমারী"র অভিনয় করিতে কেশবচন্দ্রকে বলেন। এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মধুসূদনের কেশবচন্দ্রকে-লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত হইল।

I am quite ready to undertake another drama, but this must be acted first. We ought to take up Indo-mussulman subjects. The

Mahomedans are a *fiercer* race than ourselves, and would afford splendid opportunity for the display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours.······After this we must look to "Rizia". I hope that will be a drama after your own heart! The prejudice against Moslem names must be given up.

নানা অচিন্তনীয় প্রতিকূল কারণে তখন "কৃষ্ণকুমারী নাটক" অভিনীত হইল না। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শোভাবাজার নাট্য-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মধুসূদনের প্রহসন "একেই কি বলে সভ্যতা?" এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক "কৃষ্ণকুমারী নাটক" অভিনীত হইয়াছিল। মধুসূদন তখন ভারতবর্ষে ছিলেন না। "কৃষ্ণকুমারী নাটক," রচিত হইবার অব্যবহিত পরে, অভিনীত না হওয়াতে এবং বেলগাছিয়া নাট্যশালার তিরোধান হওয়ায় মধুসূদন বহুদিনের জন্য নাটক লেখায় ক্ষান্ত হন। "রিজিয়া," "সুভদ্রা" প্রভৃতি তাঁহার পূর্ব্বারব্ধ কোন নাটকই সম্পূর্ণ হইল না।*

---

* মধুসূদনের নাটক ও প্রহসনের অভিনয় কালের অলঙ্ঘনীয় নিয়মে বর্ত্তমান সময়ে অপ্রচলিত হইয়া আসিলেও উহারা বর্ত্তমান নাট্য-সাহিত্যের বনিয়াদ স্বরূপ চিরদিন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তাঁহার নাটক ও প্রহসনগুলি এক্ষণে পুরাতন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও অতীব সুখপাঠ্য। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনের একখানি পৌরাণিক নাটকের সম্বন্ধে গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছেন; I think you will agree with me that this is one of the best dramas (as far as mere reading goes) in our language. তিনি মধুসূদনকেও "কৃষ্ণকুমারী নাটক" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে উৎকণ্ঠিত হইয়া লিখিয়াছিলেন, You cannot conceive, my dear Sir, how anxious I am to see your new Epic and your new Drama. মধুসূদনের নাটক এক সময়ে এতই আদরের ও আগ্রহের বস্তু ছিল। মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন,—The plays of Madhu Sudan, *Sermista*, *Padmabati* and *Krishnakumary* though inferior to his poetry, occasionally display deep feeling, and are among the best in the language.

মধুসূদনের প্রহসনের বিষয় অতি সংক্ষেপে যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিলে পুনরুক্তি দোষ ঘটিবে না যে, "বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ," কিঞ্চিৎ অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট হইলেও উহা এত প্রীতিপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক যে, পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। রাজনারায়ণ বসুর ন্যায় গোঁড়া ব্রাহ্ম লিখিয়াছেন, "প্রহসন মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" অপর একজন বিখ্যাত ব্রাহ্ম

পাইকপাড়ার সন্নিকটস্থ মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের "মরকত-কুঞ্জ" (Emerald Bower) নামক বিচিত্র উদ্যান-ভবনে (যে উদ্যানে প্রথমে মধুসূদনকে যতীন্দ্রমোহন বন্ধুরূপে সম্বর্দ্ধিত করেন) গিয়া, মধুসূদন প্রায়ই যতীন্দ্রমোহনের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতেন। বিস্তৃত বৈঠকখানায় টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল না। ঢালা-ফরাসের উপর সারি-সারি তাকিয়াশ্রেণী সুসজ্জিত থাকিত। সবুট-পদ-শোভিত হ্যাট্‌কোট্‌-পেন্টালুন-ধারী মধুসূদন, গৃহদ্বারের নিকটেই একটি তাকিয়া টানিয়া লইয়া, তাহার উপর হেলান দিয়া, অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় দ্বারের দিকে সবুট-পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া, সিগারেটের * ধূম উদ্গীরণ করিতেন। তথায় যতীন্দ্রমোহনের সুন্দর টপ্পা-গায়ক, খড়দহ-নিবাসী ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়কে দেখিলেই বলিয়া উঠিতেন, "মুখুয্যে মশায়! আপনার সেই গান্‌টা শুন্‌বো।" ষষ্ঠীচরণ অমনি তানপুরা-তবলা-সংযোগে তাঁহার প্রিয় গানটি এবং অন্যান্য সুন্দর সুন্দর প্রাচীন প্রসিদ্ধ টপ্পাগুলি গাহিতেন; তাঁহার গীতে মধুসূদন পরম পরিতুষ্ট হইতেন।

মধুসূদনের প্রতিপক্ষ ও অমিত্রচ্ছন্দের বিরুদ্ধবাদিগণের বিবিধ বাধা-বিঘ্নসত্ত্বেও, এই সময়ে (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে) মধুসূদনের অপূর্ব্ব কবিযশঃ ও কীর্ত্তিপ্রভা বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল; মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম কোটীকণ্ঠে বঙ্গের গৃহে-গৃহে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। কিন্তু বিধাতার বিচিত্র বিধানে,

---

ধর্ম্মাচার্য্য ও প্রচারক তাঁহার 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' নামক বিপুল গবেষণাপূর্ণ ধর্ম্মতত্ত্বসম্বলিত গ্রন্থে মধুসূদনের এই প্রহসন হইতে ধর্ম্মের ভাণের একটি সুন্দর বাস্তব চিত্র, উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামগতি ন্যায়রত্নের ন্যায়ও একজন সে কালের সংস্কৃত-পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" শুধু সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে, সর্ব্বপ্রথম এবং ঐ জাতীয় সকল প্রহসনের অগ্রগণ্য, অবলম্বন ও আদর্শস্বরূপ।

* কেহ মনে করিবেন না যে, তখন এদেশে Cigarette আসে নাই! জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ বলেন যে, "আমি জীবনে প্রথমে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনকে কাগজে পাকাইয়া Cigarette-এর ধূমপান করিতে দেখি।" উত্তরপাড়ার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বলেন যে, "মাইকেলই বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে Cigarette ব্যবহার করেন।" তিনি লিখিয়াছেন,—He was a great smoker, especially of Cigarettes.

নিঃসঙ্গ প্রবাস-বাস মাদ্রাজের ন্যায়, বন্ধু-পরিবৃত বঙ্গদেশেও মধুসূদনের অশান্ত হৃদয় অনাবিল শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। আত্মীয়-স্বজনের সহিত মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া, তিনি ৭৫০০০৲ টাকা মূল্যের ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।* তৎপূর্ব্বে (১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁহার আর্থিক-দায়িত্বের কথা শুনিয়া, প্রচুর অর্থ অগ্রিম দিয়া, তাঁহার বিপুল ঋণভার লাঘব করিয়াছিলেন। এই সময়ে পুলিশ-আদালতের বেতন, পৈত্রিক সম্পত্তির ও পুস্তক-বিক্রয়ের আয় প্রভৃতিতে তাঁহার কতক অর্থ-সাচ্ছল্য ঘটিয়াছিল। ফলে, তাঁহার অশান্তিময় চিত্তে এই সময়ে যেন কথঞ্চিৎ শান্তির সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

এই সময়, তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন—

How I sometimes wish, my dear Raj, that I were a Rishi in my forest-solitude. But thank God, I am not unhappy.

কিন্তু বলিতে পারি না, কি অজ্ঞাত কারণে, সেই শান্তি অচিরেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। সংসারের ধন, জন, মান, যশঃ ও গৌরব—কিছুই তাঁহাকে সুখ ও তৃপ্তি প্রদানে সমর্থ হয় নাই। মধুসূদনের এই দুর্ব্বহ মানসিক অশান্তির সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে "ব্রহ্মসঙ্গীত" রচনা করিতে অনুরোধ

---

* Shortly afterwards (*i. e.*, after his arrival at Calcutta from Madras) we find him engaged in litigation with some of his relations for the recovery of his paternal property. While Mr. Dutt was in Madras, and his father on his death-bed, an attempt was made to have him disinherited. The dying man had been advised byhis relations to leave his property by Will to some other person; but he had still so much affection for his son, that he simply replied that 'the property must go to him whose it was by right of birth.' Being thus baulked in their nefarious design, the evil-minded relations went so far as to forge a Will, disinheriting young Dutt from his father's property. Litigation ensued, and justice was done, when the rightful owner ultimately succeeded in recovering his property. The total value of the property, the bulk of which consisted of landed estate called "abad" in the Sunderbans, was estimated at Rs. 75,000 (Seventy-five thousands). *Michael M. S. Dutt—by K. M. Haldar, National Magazine. 1892.*

করেন; কিন্তু তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে মধুসূদন, তাঁহার বিষাদময়ী পূর্ব্ব-স্মৃতি বিজড়িত, "আত্মবিলাপ"-শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসের "তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায়" প্রকাশিত করেন। আগ্নেয়-গিরির গৈরিক নিঃস্রাবের তুল্য অগ্নিময়ী—মর্ম্মের অতলতলস্পর্শিনী সেই অপূর্ব্ব কবিতাটি, যথাসম্ভব বিশ্লেষিত করিয়া, আমরা নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

এই "আত্মবিলাপ"-শীর্ষক কবিতায়, মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাসের ও তথা হইতে প্রত্যাগমনের পর, তাঁহার জীবনের নৈরাশ্য-তিক্ত অভিজ্ঞতা অভিব্যক্ত হইয়াছে। জীবন-প্রবাহ প্রবল বেগে কালসিন্ধুনীরে মিশ্রিত ও বিলীন হইবার জন্য ধাবমান হইতেছে, তবুও আশার নেশা ছুটিতেছে না; তিনি কেবলই আশার ছলনায় প্রতারিত হইতেছেন—

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? একি দায়!

সাংসারিক-জ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মধুসূদনের কিছুতেই চৈতন্যের উন্মেষ হয় নাই; তিনি হতাশার উত্তপ্ত বাতাসে ঝলসিত হইয়া, জীবনের সুখশূন্য বিভাবরী যৌবনেই পোহাইবার আশায় আকুল হইয়াছেন—

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কতদিন রবে?
নীর-বিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কিরে ঝলঝলে?—
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি!

আশারূপ রজনীর স্বর্গীয়স্বপ্ন, প্রভাতের বাস্তবের জাগরণে ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি কাঁদিবার জন্যই জাগিয়াছিলেন; দুরাশা যেমন অপরিমিত ও মনোরম, সে আশা-ভঙ্গে তেমনই মর্ম্মন্তুদ যাতনা!—তাই ব্যথিত চিত্তে বলিতেছেন,—

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে !
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার,
পথিকে ধাঁধিতে !
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে ;—
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার !

তাঁহার চির-দুর্ভাগিনী, প্রথমা-পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার করুণ-হৃদয় ভীষণ অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে ;—

প্রেমের নিগড় গড়ি, পরিলি চরণে সাধে ;
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত পাবক-শিখা লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে !

সাহিত্য-ব্রতে অর্থোপার্জ্জনের যথেষ্ট সম্ভাবনা সত্ত্বেও, তাঁহার অভিলাষানুরূপ অর্থলাভ হয় নাই—কমল তুলিতে গিয়া মৃণাল-কণ্টকে তাঁহার হস্ত রক্তাক্ত হইয়াছিল ; মণি-হরণ-প্রয়াসে ভুজঙ্গ-দংশনের বিষম বিষে তিনি জর্জ্জরিত হইয়াছেন—

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি মন, কেমনে !

ইংরাজি-সাহিত্যে বিশ্বব্যাপিনী যশোলাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষায় প্রদীপ্ত যৌবন ব্যয়িত হইয়াছিল—কলিকাতার ইংরাজসমাজ তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার গৌরব উপলব্ধি করিতে পারিয়াও, তাঁহাকে তাঁহার উপযোগী যথাযথ পদমর্য্যাদা প্রদান করিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়াছিলেন—আবার অন্যক্ষেত্রে, প্রাচীন রীতিনীতির

পক্ষপাতী বঙ্গীয় পণ্ডিতসম্প্রদায়ও, তাঁহাকে নূতন অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তনে, দেশের চিরাচরিত প্রথার উচ্ছেদসাধন ও মিত্রাক্ষরস্বরূপ নিগড় ভগ্ন করিতে দেখিয়া, রোষ-কষায়িত নেত্রে তাঁহার প্রতি উপেক্ষার ভ্রূকুটী করিয়াছিলেন, তাই ব্যথিত-চিত্তে তিনি লিখিতেছেন ;—

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে ?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায় ?

অকিঞ্চিৎকর পার্থিব মুক্তার লোভে ধীবর অতল জলে প্রবেশ করে ; কিন্তু শতমুক্তাধিক মূল্যবান যে আয়ু, তাহাই তিনি কাল-সমুদ্রের জলে হেলায় ফেলিয়া দিতেছেন ; তাই নিজেকে কঠোর ভর্ৎসনা করিয়া শেষে বলিতেছেন—

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল-জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস্ পামর !
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে !

এস্থলে একটি কথা বলা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। এই কবিতায় মধুসূদন অতীত জীবনের বহুবিড়ম্বনার উল্লেখ করিয়া, অনুতপ্ত হইয়াছেন —কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি যে কিছু অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, এরূপ কোথাও ইঙ্গিত-আভাসও করেন নাই। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন এক অতি অসমসাহসী কার্য্য সম্পন্ন করেন। এ সম্বন্ধে কোন কথা এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন জীবনচরিতে প্রকাশিত হয় নাই। এ কার্য্য "নীলদর্পণ" নামক বিখ্যাত নাটকের ইংরাজি অনুবাদ।*

* লণ্ডন নগরে সিম্‌পকিন্ মার্শাল এণ্ড কোম্পানী (Simpkin, Marshall & Co.) মধুসূদন কৃত ইংরাজি অনুবাদ পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, সুপ্রসিদ্ধ

সাধারণে জানেন যে, পাদরী লং সাহেব (Rev. James Long) "নীল-দর্পণ নাটকে"র অনুবাদ প্রকাশ করিয়া, কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থের প্রকৃত অনুবাদ-কার্য্য মধুসূদনই সম্পন্ন করিয়াছিলেন; লং সাহেব প্রকাশিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন মাত্র। গ্রন্থের ভূমিকাতে লং সাহেব লিখিয়াছেন,—

The original Bengali of this Drama—the 'Nil Durpan, or the Indigo Planting Mirror'—having excited considerable interest, a wish was expressed by various Europeans to see a translation of it. This has been made by a Native; both the original and translation are *bona fide* Native productions and depict the Indigo Planting System as viewed by Natives at large.

গ্রন্থের নামের পৃষ্ঠায় মধুসূদনের নাম ছিল না; থাকিবার কথাও নয়।

গ্রন্থের উপরে লেখা ছিল:—

Nil Durpan or the Indigo Planting Mirror.—A Drama translated from Bengali by *A Native.*

মধুসূদন তখন রাজকার্য্যে নিযুক্ত। মূলগ্রন্থ প্রকাশকালে, যখন গ্রন্থকার দীনবন্ধু স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই, তখন অনুবাদকও একজন রাজকর্ম্মচারী হইয়া, কি করিয়া আপনার নাম গ্রন্থে সংযুক্ত করিতে পারেন?

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তারকনাথ ঘোষের ঝামাপুকুরস্থ বাসভবনে * ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন এক রাত্রির মধ্যে "নীলদর্পণে"র অনুবাদকার্য্য সমাধা করেন। একজন "নীলদর্পণ" পাঠ করিয়া যাইতেছেন, আর মধুসূদন চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর অবিরত লেখনী-সঞ্চালনে, ইংরাজিতে উহা ভাষান্তরিত

ঔপন্যাসিক Charles Dickens তাঁহার সম্পাদিত *All The Year Round* পত্রে এই গ্রন্থের বিস্তর প্রশংসা করেন।

* ঝামাপুকুরে তারকনাথ ঘোষের বাটী একটি সারস্বত-কুঞ্জ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তারকনাথ ঘোষের সহিত মধুসূদনের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার আলয়ে সাহিত্য-মহারথী মধুসূদন, নাট্যরথী দীনবন্ধু ও ঔপন্যাসিককুল-তিলক বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বদা গতিবিধি ছিল। এখানে সময়ে-সময়ে সাহিত্যিক-বৈঠক বসিত। এই বাটী সাহিত্যিকদিগের, (*Litterateur rendezvous*) সম্মিলনস্থান রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। সম্মুখেই রাজা দিগম্বর মিত্রের বাটী। মধুসূদন এ বাটী হইতে ও বাটীতে যাতায়াত করিতেন।

করিয়া যাইতেছেন।* যে গৃহে "নীলদর্পণে"র অনুবাদ লিখিত হয়, সে গৃহ এখনও বর্ত্তমান।

বঙ্কিমচন্দ্র "দীনবন্ধু-চরিতে" লিখিয়াছেন ;—

এই গ্রন্থরচনা করিতে করিতে দীনবন্ধু মেঘনায় নৌকাডুবি হইয়া জলমগ্ন হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন—লং সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরাজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র স্বহস্তে মধুসূদনের অনুবাদের কথা উক্ত গ্রন্থে লিখিয়া দিয়াছিলেন।

"বঙ্কিম যুগের কথা"—লেখকও বলেন ;—

অবিলম্বে 'নীলদর্পণ' ইংরাজিতে অনুবাদিত হইল। অনুবাদ করিয়াছিলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ; কিন্তু লং সাহেবের নামেই তাহা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়! এই 'নীলদর্পণের' সংস্রবে আসিয়া মাননীয় মিঃ সিটনকারও কিছু কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'নীলদর্পণে'র অনুবাদ করিয়া একেবারে পরিত্রাণ লাভ করেন নাই ; গোপনে তিনিও তিক্তমধুগোছের কিছু-কিছু পাইয়াছিলেন। †

নীলকরদিগের ইতিহাস সম্বন্ধে যত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলিতেই লেখকেরা মধুসূদনকেই "নীলদর্পণে"র প্রকৃত অনুবাদক বলিয়া

---

* The Reverend James Long took upon himself the task of having the drama translated in English, to open the eyes of the Government and the English Community. The actual translation was made by the immortal poet of the *Meghnadbadh*,—Michael Madhusudan Dutt. The translation was hurried through a single night···In spite of all, the translation did not fail to present a glimpse of the original to English readers. This was borne out by the testimony of the great historian Marshman himself. In his letter to the *Friend of India* occurs the following passage :—

'We hear with some little surprise heard of the extraordinary sensation created in Bengal, and more especially in Calcutta by the Nil Durpan. In spite of all the disadvantages of the translation it is evidently written with talent', *History of Indigo Disturbance in Bengal, by L. C. Mitra, M. A.*.

† 'ভারতী' পত্রিকায় 'বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু' নামক প্রবন্ধে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'লং সাহেব কারারুদ্ধ হইলেন, একজন বড় সিভিলিয়ান অপদস্থ হইলেন ও অনুবাদক মাইকেল মধুসূদন দত্ত সুপ্রিম কোর্ট হইতে লাঞ্ছিত হইলেন।'

উল্লেখ করিয়াছেন। লং সাহেব অনুবাদের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু লং সাহেবের বাঙ্গালাভাষায় যতই জ্ঞান থাকুক না কেন, "নীলদর্পণে"র ন্যায় কৃষকদিগের জটিল-গ্রাম্যভাষা-পরিপূর্ণ নাটকের অনুবাদ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। ইহার পূর্ব্বে মধুসূদন "রত্নাবলী" ও "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটকের ইংরাজি অনুবাদ করিয়া য়ুরোপীয় সুধীসমাজে বিপুল প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে "নীলদর্পণে"র ন্যায় একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের অনুবাদের কার্য্য সুবিজ্ঞ লং সাহেব, মধুসূদন ভিন্ন আর কাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন? এ কার্য্যে তাঁহার অপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি আর কে ছিলেন? *

নীলদর্পণের মোকদ্দমার সময় ইংরাজেরা—এমন কি, স্বয়ং বিচারপতি ওয়েল্‌স সাহেবও, অনুবাদকের নাম প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য লং সাহেবকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা লং কিছুতেই এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। কারাবাস ও নানা নির্য্যাতন নিজে ভোগ করিবেন, তাও ভাল, তবু কিছুতেই মধুসূদনকে বিপদগ্রস্ত করিবেন না, এই দৃঢ়সঙ্কল্প অবিচলিতভাবে শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বজায় রাখিলেন।

লং সাহেবের এই অত্যাশ্চর্য্য সৎসাহস দেখিয়া, কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন; সিংহ মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বাভাবিক মহানুভবতা প্রণোদনে লং সাহেবের হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করিয়া ও অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করিয়া সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিলেন।

"নীলদর্পণে"র ইংরাজি অনুবাদের পর হইতেই দীনবন্ধুর সহিত মধুসূদনের বন্ধুত্ব আরও গাঢ়তর হয়। উভয়ের মধ্যে সময়-সময় সাহিত্য-চর্চ্চাও হইত। একবার কোন সামাজিক বিষয় লইয়া একখানি নাটক রচনার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, মধুসূদন দীনবন্ধুকে উৎসাহিত করিয়া বলিয়াছিলেন;—

---

* এই নাটকের ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া, হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর মর্ডণ্ট ওয়েলস্ (Sir Mordaunt Lawson Wells) ইহা দেশীয় লোকের অনুবাদ বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস, লং সাহেব এই অনুবাদ না করুন, অপর কোন বাঙ্গালাভাষাভিজ্ঞ কৃতবিদ্য ইংরাজকর্ত্তৃক ইহা অনূদিত হইয়া থাকিবে। কিরূপ ভাষায় নীলদর্পণ বিরচিত ও তাহার অনুবাদকার্য্য কিরূপ কঠিন ও জ্ঞানসাধ্য, সে ধারণা স্যর মর্ডণ্ট ওয়েল্‌সের ছিল না। যাহা হউক, অনুবাদকের পক্ষে ইহা বড় অল্প গৌরবের কথা নহে।



রেভাঃ জেমস লং

Why don't you try your Roman hand ?

একবার মধুসূদন ও দীনবন্ধু একত্রে কৃষ্ণনগর হইতে প্রত্যাগমনকালে অতি প্রত্যুষে হাঁসখালিতে নদীপার হইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তখনও রজনীর শেষ অন্ধকার বিগত হয় নাই। মাঝি নৌকার ভিতর গভীর নিদ্রায় মগ্ন। দীনবন্ধু নৌকার নিকটে গিয়া তাঁহার পরিহাস-রসিক স্বরে ডাকিয়া বলিলেন 'ও বাবা মাঝি! একবার ওঠ্, উঠে আমাদের গাঙ্ পার করে দিয়ে, আবার ঘুমুস্।' দীনবন্ধুর ডাকে মাঝির কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙিল না। তখন মধুসূদন বলিলেন, 'ওরূপ মিহিস্বুরে ডাকিলে কি আর মাঝির সাড়া পাবে?' তিনি তৎক্ষণাৎ সাহেবী ঢংয়ে 'Oh! you!' প্রভৃতি কথায় ডাকিবামাত্র মাঝি ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া, তাঁহাদিগকে নদীপার করিয়া দিল।

মধুসূদন তদানীন্তন নাট্যকলানুরাগী যুবকদিগকে তাঁহাদের উন্নতির জন্য সতত উৎসাহিত করিতেন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত পরিচয় করিয়া দিতেন। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দীনবন্ধু মিত্রের সহিত আলাপ করাইয়া দিবার সময় বলেন, 'ইনি আমাদের লাইনে আছেন।' দীনবন্ধু বলিলেন, 'ইনি কি Lawyer?' মধুসূদন উত্তরে বলিলেন, 'না হে না, ইনি একজন নাট্য-কলাপ্রিয়, শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে শর্ম্মিষ্ঠার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন।'

মধুসূদনের হিন্দুকলেজের ইংরাজি শিক্ষক মেজর ডি. এল. রিচার্ডসন্ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কিন্তু পরবৎসর সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট সহসা তাঁহার অধ্যাপকের পদ বাতিল করিয়া দেওয়াতে, মেজর রিচার্ডসন্ নিরতিশয় বিপন্ন হইয়া, তাঁহার বন্ধুবর্গ ও ছাত্রবৃন্দের নিকট, স্বদেশ-প্রত্যাগমনের নিমিত্ত সাহায্যপ্রার্থী হন।* তাঁহারা একটি কমিটি গঠিত করিয়া, মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাস বসাককে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া, চাঁদা তুলিয়া চারি হাজার টাকার

* মেজর রিচার্ডসন্ যে কতদূর বিপন্ন হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার গৌরদাস বসাককে লিখিত পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যায়:—I would hope that my kind Native friends will only help me to get back to my native land! I am left in a state of destitution—like a man ship-wrecked and asking for help.

তোড়া, একখানি অভিনন্দন পত্রের সহিত, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার, টাউনহলে, প্রকাশ্য সভায় রিচার্ডসনকে প্রদান করেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে কমিটি কর্ত্তৃক অভিনন্দন পত্রখানির খসড়া প্রস্তুত হইলে, গৌরদাস বসাক, উহা মধুসূদনকে দেখিয়া দিবার নিমিত্ত পাঠাইলে, মধুসূদন, অভিনন্দন-পত্রের রচনা সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত অভিমত প্রকাশ করেন,—

My dear Gour, I do not know who the author of this address is; but I fear, its *English* would subject your Committee to some ridicule. It is *not* altogether chaste and idiomatic. However, you fellows are the best judges of that.

The paper was taken to the Public Library by a mistake on the part of my servant yesterday. Yours as ever;

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে মধুসূদন, কলিকাতার ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের বাটী পরিত্যাগ করিয়া, খিদিরপুর ৬নং জেম্‌স লেনের উদ্যানবাটীর দ্বিতলে বাস করেন। এই বাটী তাঁহার খিদিরপুরের পৈত্রিক বাসভবনের উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহা অদ্যাপি পূর্ব্বের আকারে বর্ত্তমান আছে।

একাদশ অধ্যায়

বীরাঙ্গনা কাব্য—অসম্পূর্ণ কাব্যত্রয়—হিন্দু পেট্রিয়ট পত্র সম্পাদন।

[১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ]

জেম্‌স লেনের বাটীতে অবস্থানকালে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন তাঁহার অপূর্ব্ব প্রীতিপ্রদ কাব্য "বীরাঙ্গনা" রচনা করেন এবং পর বৎসরের প্রারম্ভে ইহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বঙ্গভাষায় এ শ্রেণীর কাব্যও তাঁহার নূতন সৃষ্টি। সুপ্রসিদ্ধ রোমক কবি অভিদের (Publius Ovidius Naso) বীর-পত্রাবলীর (Heroic Epistles) আদর্শে ইহা রচিত। বীরাঙ্গনা কাব্য, মেঘনাদবধের গাম্ভীর্য্য ও ব্রজাঙ্গনার করুণ ঝঙ্কারের অপূর্ব্ব-সম্মিলন। বীরপত্নী ও অন্যান্য নায়িকাগণ, তাঁহাদের পতি ও বাঞ্ছিতের উদ্দেশে পত্রপ্রেরণ করিতেছেন;—সেই পত্রাবলীসমূহে তাঁহাদের বিবিধ মানসিক অবস্থার ও দেশ-কাল-পাত্রের বর্ণনা, কবিত্ব-শক্তি ও লিপি-চাতুর্য্যের সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার তুল্য এই শ্রেণীর কাব্য মধুসূদনের পরবর্ত্তী কোন বঙ্গীয় কবি এ পর্য্যন্ত রচনা করিতে সমর্থ হইলেন না।

এই কাব্যের উপরিভাগে মধুসূদন বিশ্বনাথ-কৃত "সাহিত্য-দর্পণ" হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন;

"লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ—
—নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে॥"

মধুসূদন তাঁহার "বীরাঙ্গনা কাব্য" মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মঙ্গলাচরণ।

বঙ্গকুলচূড় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের চিরস্মরণীয় নাম এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপিত করিয়া, কাব্যকার ইহা উক্ত মহানুভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল। ইতি। ১২৬৮ সাল। ১৬ই ফাল্গুন।

একাদশ খানি পত্রিকায় "বীরাঙ্গনা কাব্য" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পত্রিকা—দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা। রাজা দুষ্মন্ত দুর্ব্বাসার অভিশাপে শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন—তাই বিরহে আকুলা শকুন্তলা লিখিতেছেন ;—

বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র ! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী ?

এই পত্রে উল্লিখিত একটি পূর্ব্ব-স্মৃতি কি মধুর ;—

কাঁদিয়া প্রবেশি, প্রভু, সে লতামণ্ডপে,
যথায়—ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে,
নরেন্দ্র ; যথায় বসি, প্রেমকুতূহলে,
লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী ;—
যথায়, সহসা তুমি প্রবেশি, জুড়ালে
বিষম বিরহজ্বালা ! পদ্মপর্ণ নিয়া
কত যে কি লিখি নিত্য কব তা কেমনে ?

ঋষি-তনয়া শকুন্তলা রাজ-ঐশ্বর্য্যের কাঙ্গালিনী নহেন ; কেবল পতিপদ-সেবাই তাঁহার চিরবাঞ্ছা ; তাই পত্রের শেষাংশে উৎকন্ঠিতা হইয়া বলিতেছেন ;—

জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র-সদৃশ
ঐশ্বর্য্য, মহিমা তব ; অতুল জগতে
কুল মান ধনে তুমি, রাজকুলপতি !
কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব ! সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি—এই লোভ মনে,—
এ চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে !
বন-নিবাসিনী আমি, বাকল-বসনা,
ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে
শয়ন ; কি কাজ, প্রভু, রাজসুখ-ভোগে ?
আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে
রোহিণী ; কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্ত্যতলে !
কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে !

সরলা শকুন্তলার মনে কোন দুঃখই ছিল না—দুষ্মন্তই তাঁহার সুখনাশের হেতু, সেই অনুযোগটি কি স্বভাব-সরল!

এ মনে যে সুখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধি,
কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে,
নরাধিপ?

*　　*　　*　　*

কি যশঃ লভিলা, কহ, যশস্বি, বিনাশি—
অবলা কুলের বালা আমি—সুখ মম!

দ্বিতীয় পত্রিকা—সোমের প্রতি তারা। দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে যখন সোমদেব বিদ্যাধ্যয়নে নিরত ছিলেন, তখন গুরুপত্নী তারাদেবী সোমের অনুপম রূপ-সৌন্দর্য্যে বিমোহিতা হইয়া তাঁহাকে একখানি প্রেম-পত্রিকা প্রেরণ করেন। তারা-পত্রিকা নীতি-বিগর্হিত হইলেও কবিত্ব-সম্পদে ও রচনা-মাধুর্য্যে এতই মনোহারিণী যে, কলঙ্কী শশাঙ্কের ন্যায় ইহা চিরদিন কাব্যরস-পিপাসুর মনোরঞ্জন করিবে।

চন্দ্রের প্রথম সন্দর্শনের স্মৃতির উল্লেখ করিয়া তারা লিখিতেছেন—

যে দিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে!—
যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে!

পত্রিকার অন্তস্থলে তারা যাহা লিখিতেছেন, তাহাতে বিপথ-গামিনী কামিনী-হৃদয়ের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে;—

গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে!
আশীর্ব্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি!

নিদারুণ অসংযত প্রবৃত্তির অধীন হইলেও, নিজের পাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তারা লিখিতেছেন ;—

তুষেছ গুরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে ;
গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা,—দেহ ভিক্ষা তারে !
দেহ ভিক্ষা—ছায়ারূপে থাকি তব সাথে
দিবা নিশি ! দিবা নিশি সেবি দাসীভাবে
ও পদযুগল, নাথ,—হা ধিক্, কি পাপে,
হায় রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি
এ ভালে ? জনম মম মহাঋষি কুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি ? ফলিল কি এবে
পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল ?
কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে
কাকশিশু ? কর্ম্মনাশা—পাপ-প্রবাহিনী !—
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে ?

তৃতীয় পত্রিকা—দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী। রুক্মিণী দেবীর ভ্রাতা রুক্ম, চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর পরিণয়ার্থে উদ্যোগী হইলে, তিনি দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া পত্রিকা প্রেরণ করেন। ইন্দ্রিয়-পিপাসা-শূন্যা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গপ্রার্থিনি অনূঢ়ার প্রার্থনা কি নির্ম্মল ধর্ম্মভাবে পূর্ণ।

কি লজ্জা ! ভাবিয়া দেখ, হে দ্বারকাপতি !
কেমনে অধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে রুক্মিণী ?
স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায়, এক জনে
কায় মনঃ ; অন্য জনে—ক্ষম, গুণনিধি !—
উড়ে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে !
কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে ?

চতুর্থ পত্রিকা—দশরথের প্রতি কেকয়ী। রাজা দশরথ কেকয়ীর নিকট দুইটি বরদানের অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিলেন। রামের রাজ্যাভিষেককালে কেকয়ী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকায়, তাঁহার পুত্র ভরতকে রাজ্য প্রদান না করাতে, রাজা দশরথকে মর্ম্মান্তিক ব্যঙ্গে অনুযোগ করেন ;—

ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর,—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্যপ্রিয় !
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে ? কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারত-রত্ন, রঘু-চূড়ামণি ?

পত্রিকার অন্য একস্থলে কেকয়ী লিখিতেছেন,—

থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল ! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি ; দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি ?

পঞ্চম পত্রিকা—লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা। রাবণের ভগিনী সূর্পণখার জীবনে নারীর সর্ব্বস্বধন প্রেমলাভ করিবার সুযোগ কখনও ঘটে নাই। তিনি বাল-বিধবা। লক্ষ্মণের তরুণ যৌবনের অনিন্দ্য-কান্তি তাঁহার মন হরণ করিয়াছে; তাই তিনি লালসায় অধীরা হইয়া অতৃপ্ত হৃদয়ের প্রজ্বলিত কামনা, স্বৈরিণীর ন্যায়, পত্রিকায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

এস, গুণনিধি,
দেখ আসি,—এ মিনতি দাসীর ও-পদে !
কায়, মনঃ, প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে !
ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে ;
নহে কহ, প্রাণেশ্বর ! অম্লানবদনে,
এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে
সাজি, পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব !
রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন ; ঘুচাইয়া বেণী,
মণ্ডি জটাজুটে শিরঃ ; ভুলি রত্নরাজী,
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী !
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে।
পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি
গলদেশে ! প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণ-মূলে ;

গুরুর দক্ষিণা-রূপে প্রেম-গুরু-পদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে !
প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে
প্রেমলাভ-লোভে কভু ?—বিরলে লিখিয়া
লেখন, রাখিনু, সখে, এই তরুতলে।
নিত্য তোমা হেরি হেথা ; নিত্য ভ্রম তুমি
এই স্থলে।   *   *   *
*   *   পড়িও, নৃমণি,
পড়িও এ লিপিখানি, এ মিনতি পদে !
যদি ও হৃদয়ে দয়া উদয়ে, যাইও
গোদাবরী-পূর্ব্বকূলে : বসিব সেখানে
মুদিত কুমুদীরূপে আজি সায়ংকালে ,
তুমিও দাসীরে আসি শশধর-বেশে !
লয়ে তরি সহচরী থাকিবেক তীরে ;
সহজে হইবে পার। নিবিড় সে পারে
কানন, বিজন দেশ। এস, গুণনিধি ;
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে দুজনে !

ষষ্ঠ পত্রিকা—অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী। পাণ্ডবদিগের বনবাস-কালে মহারথ অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থে ত্রিদশালয়ে গমন করিলে, দ্রৌপদী দেবী বিরহ-বিধুরা হইয়া তাঁহাকে যে পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যান্য পাণ্ডবাপেক্ষা তাঁহার প্রতিই তিনি যে সমধিক অনুরাগিনী, এ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন ;—

… কিন্তু কহি ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,
শুন তুমি, প্রাণকান্ত ! রবির বিরহে,
নলিনী মলিনী যথা মুদিত বিষাদে ;
মুদিত এ পোড়া প্রাণ তোমার বিহনে !
সাধে যদি শত অলি গুঞ্জরিয়া পদে ;
সহস্র মিনতি যদি করে কর্ণ-মূলে
সমীরণ, ফোটে কি হে কভু পঙ্কজিনী,
কনক-উদয়াচলে না হেরি মিহিরে,

কিরীটি? আঁধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে,
হায় রে, আঁধার নাথ, তোমার বিরহে—
জীবশূন্য, রবশূন্য, মহারণ্য যেন!
আর কি কহিব, দেব, ও রাজীব-পদে?
পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি
ধনঞ্জয়! এই জানি, এই মানি মনে।
যা ইচ্ছা করুন ধর্ম্ম, পাপ করি যদি
ভালবাসি নৃমণিরে,—যা ইচ্ছা, নৃমণি!
হেন সুখ ভুঞ্জি, দুঃখ কে ডরে ভুঞ্জিতে?

সপ্তম পত্রিকা—দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী। কুরুরাজ দুর্য্যোধন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে লিপ্ত থাকার সময়ে তৎপত্নী ভানুমতী, পাণ্ডবদিগের নানা সদ্‌গুণ বর্ণনা করিয়া, তাঁহাকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিয়া পত্রিকা প্রেরণ করেন।

এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা মাগি,
ক্ষত্রমণি! ভাবি দেখ,—চিত্রসেন যবে,
কুরুবধূদলে বাঁধি তব সহ রথে,
চলিল গন্ধর্ব্বদেশে, কে রাখিল আসি
কুলমান প্রাণ তব, কুরুকুলমণি?
বিপদে হেরিলে অরি, আনন্দ সলিলে
ভাসে লোক; তুমি যার পরমারি, রাজা,
ভাসিল সে অশ্রুনীরে তোমার বিপদে!
হে কৌরবকুলনাথ, তীক্ষ্ণ শরজালে
চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে,
প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব
অসহায় যবে তুমি,—হায়, সিংহ-সম,
আনায়-মাঝারে বদ্ধ রিপুর কৌশলে?
—হে দয়া, কি হেতু, মাতঃ, এ পাপ সংসারে
মানব-হৃদয়ে তুমি কর গো বসতি!

উপরি-উদ্ধৃত উক্তিগুলি কুরুকুলরাণীর সম্পূর্ণ উপযুক্ত। স্বামীর রাজ-মর্য্যাদা অটুট রাখিয়া পাণ্ডবদিগের সদ্ব্যবহার স্মরণ করাইবার কৌশলটি অতীব দক্ষতার সহিত এই পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে।

অষ্টম পত্রিকা—জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা। ধৃতরাষ্ট্রের দুহিতা পতিগতপ্রাণা দুঃশলা, অর্জ্জুনের, জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া অবধি, নিদারুণ ভীতি-বিহ্বলা হইয়া, স্বামীকে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়া পত্রিকা লিখেন; ইহাতে সমদর্শিনী, সুকোমলা রমণী-হৃদয়ের কারুণ্যের অভিব্যক্তি কি মর্ম্মস্পর্শী!

এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি!
ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণ, ধনু,
ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।
এস, নিশাযোগে দোঁহে যাইব গোপনে,
যথায় সুন্দরী পুরী সিন্ধুনদতীরে
হেরে নিজ প্রতিমূর্ত্তি বিমল সলিলে,
হেরে হাসি সুবদনা সুবদন যথা
দর্পণে! কি কাজ রণে তোমার? কি দোষে
দোষী তব কাছে, কহ, পঞ্চপাণ্ডু রথী?
চাহে কিহে অংশ তারা তব রাজ্যধনে?
তবে যদি কুরুরাজে ভালবাস তুমি,
মম হেতু, প্রাণনাথ; দেখ ভাবি মনে,
সমপ্রেমপাত্র তব কুন্তীপুত্র বলী।
ভ্রাতা মোর কুরুরাজ; ভ্রাতা পাণ্ডুপতি!
এক জন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে,
কুটুম্ব উভয় তব?—আর কি কহিব?
কি ভেদ হে নদদ্বয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে?

পত্রের শেষাংশে শঙ্কা-পীড়িতা সাধ্বী সুন্দরী তাঁহার একমাত্র শিশু-পুত্রের উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন;—

ভুলে যদি থাক মোরে, ভুল না নন্দনে,
সিন্ধুপতি;—মণিভদ্রে ভুল না, নৃমণি!
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে
রসদানে; পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে
শিশুর জীবন, নাথ, কহিনু তোমারে!
জানি আমি কহিতেছে আশা তব কানে—

মায়াবিনী !—'দ্রোণগুরু সেনাপতি এবে ;
দেখ কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ; অশ্বথামা শূরে ;
কৃপাচার্য্যে ; দুর্য্যোধনে—ভীম গদাপাণি !
কাহারে ডরাও তুমি, সিন্ধুদেশপতি ?
কে সে পার্থ ? কি সামর্থ্য তাহার নাশিতে
তোমায় ?'—শুন না, নাথ, ও মোহিনী বাণী !
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে !
মুদি আঁখি ভাব,—দাসী পড়ি পদতলে ;
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে !
ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে ; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে। এস ছদ্মবেশে,
না কয়ে কাহারে কিছু ! অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে !
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে !—
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরু পাণ্ডু কুলে।

নবম পত্রিকা—শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী। রাজা শান্তনু, পত্নী জাহ্নবীর বিরহে রাজ্যধনে বীতস্পৃহ হইয়া ম্রিয়মাণ উদাসীন-ভাবে দীর্ঘকাল গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করেন। পুত্র দেবব্রত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, জাহ্নবী তাঁহার সহিত একখানি পত্রিকা রাজসমীপে প্রেরণ করেন ; ইহাতে জাহ্নবীর রাজাকে প্রত্যাখ্যান যেমন কঠোর, তেমনি মহদোচিতভাবে পরিপূর্ণ। পত্রিকার প্রারম্ভেই জাহ্নবী লিখিতেছেন ;—

বৃথা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,—
বৃথা অশ্রুজল তব, অনর্গল বহি,
মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি !
ভুল ভূতপূর্ব্ব কথা, ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন— নিদ্রা-অবসানে ! এ চিরবিচ্ছেদে
এই হে ঔষধ মাত্র, কহিনু তোমারে !

পত্রের শেষাংশে—মহাযশস্বী পুত্রের উল্লেখ-সমন্বিত জাহ্নবীর প্রত্যাখ্যান দেবীজনোচিত গাম্ভীর্য্যে, মহত্ত্বে ও পবিত্রতায় পরিপূরিত।

পত্নীভাবে আর তুমি ভেব না আমারে।
অসীম মহিমা তব ; কুল মান ধনে
নরকুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বমণ্ডলে !
তরুণ যৌবন তব ;—যাও ফিরি দেশে ;—
কাতরা বিরহে তব হস্তিনা নগরী।

* * * *

বরিও এ পুত্রবরে যুবরাজ-পদে
কালে। মহাযশা পুত্র হবে তব সম,
যশস্বি ; প্রদীপ যথা জ্বলে সমতেজে
সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজস্বী !
কি কাজ অধিক কয়ে ? পূর্ব্বকথা ভুলি,
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ,
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা ! শৈলেন্দ্র নন্দিনী
রুদ্রেন্দ্রগৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে !
যত দিন ভবধামে রহে এ প্রবাহ,
ঘোষিবে তোমার যশ, গুণ, ভবধামে !
কহিবে ভারতজন,—ধন্য ক্ষত্রকুলে
শান্তনু, তনয় যাঁর দেবব্রত রথী !

দশম পত্রিকা—পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী। রাজা পুরুরবা কোন সময়ে কেশী নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। ইহাতেই উর্ব্বশী রাজার প্রতি অনুরাগিনী হইয়া তাঁহাকে পত্রিকা লিখিয়াছিলেন। উর্ব্বশী অপ্সরা—স্বৈরিণী। নির্লজ্জা, রূপ-ব্যবসায়িনী তাহার বাঞ্ছিতকে যেরূপে পত্র লিখিতে অভ্যস্তা—উর্ব্বশী-পত্রিকায় তাহা অপূর্ব্ব-লিখন-নৈপুণ্যে যথাযথ প্রকটিত হইয়াছে। উর্ব্বশী রাজাকে লিখিতেছেন ;—

শুন, নরকুলনাথ ! কহিনু যে কথা
মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেবসভাতলে,
কহিব সে কথা আজি—কি কাজ শরমে ?—
কহিব সে কথা আজি তব পদযুগে !
যথা বহে প্রবাহিনী বেগে সিন্ধুনীরে,
অবিরাম ; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে

স্থির আঁখি সূর্য্যমুখী ; ও চরণে রত
এ মনঃ !—উর্ব্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি !
ঘৃণা যদি কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি।
অমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে
কলেবর : ঘোরবনে পশি আরম্ভিব
তপঃ তপস্বিনীবেশে, দিয়া জলাঞ্জলি
সংসারের সুখে, শূর ! যদি কৃপা কর,
তাও কহ ; যাব উড়ি ও পদ-আশ্রয়ে,
পিঞ্জর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা
নিকুঞ্জে ! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে ?

আর একস্থলে উর্ব্বশী লিখিতেছেন ;—

সুরবালা-মনঃ তুমি ভুলালে সহজে,
নররাজ ! কেনই বা না ভুলাবে, কহ ?—
সুরপুর-চির-অরি অধীর বিক্রমে
তোমার, বিক্রমাদিত্য ! বিধাতার বরে,
বজ্রীর অধিক বীর্য্য তব রণস্থলে !
মলিন মনোজ লাজে ও সৌন্দয্য হেরি !
তব রূপগুণে তবে কেন না মজিবে
সুরবালা ? শুন, রাজা ! তব রাজবনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা বরে সাধে যথা
রসালে, রসালে বরে তেমতি নন্দনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা ! রূপগুণাধীনা
নারীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভবে কি দিবে—
বিধির বিধান এই, কহিনু তোমারে !
কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গভোগ ; সর্ব্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে
যে স্থির-যৌবন-সুধা—অর্পিব তা পদে !
বিকাইব কায়মনঃ উভয়, নৃমণি,
আসি তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে !
উর্ব্বীধামে উর্ব্বশীরে দেহ স্থান এবে,
উর্ব্বীশ ! রাজস্ব দাসী দিবে রাজপদে

প্রজাভাবে নিত্য যত্নে। কি আর লিখিব ?
বিষের ঔষধ বিষ—শুনি লোকমুখে।
মরিতেছিনু, নৃমণি, জ্বলি কামবিষে,
তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি,
কৃপা করি ! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাবিয়া !
দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি
পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা
যথা, ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর আশ্রয়ে,—
নীলাম্বুরাশির সহ মিশিতে আমোদে !

একাদশ পত্রিকা—নীলধ্বজের প্রতি জনা। মাহেশ্বরী পুরীর অধীশ্বর নীলধ্বজের পুত্র প্রবীর পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্ব ধৃত করিয়া, অর্জ্জুন-হস্তে নিহত হন। নীলধ্বজ প্রতিহিংসার পরিবর্ত্তে অর্জ্জুনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলে, তৎপত্নী জনা দুঃখে, রোষে অধীরা হইয়া তাঁহাকে যে পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই বীরাঙ্গনার উপযুক্ত। ইহাতে একদিকে কাপুরুষ পতিকে কঠোর তিরস্কার ও অপর দিকে পাণ্ডবদিগের প্রতি হৃদয়-ভেদী ব্যঙ্গ, মিশ্রিত হইয়া, পত্রিকা খানি অতীব উপাদেয় হইয়াছে। পার্থের নিকটে রাজাকে অবনত দেখিয়া জনা লিখিতেছেন,—

হায়, পাগলিনী জনা ! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি ! তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে !
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে।—
কি লজ্জা ! দুঃখের কথা, হায়, ক'ব কারে ?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী ?
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব ? তা না হলে, কহ মোরে, কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে

অতিথি ? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত ? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি, নৃমণি ?
কোথা ধনু, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম, অসি ?
না ভেদি রিপুর বক্ষঃ তীক্ষ্ণতম শরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে ? কি কহিবে, কহ,
যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে
এ কাহিনী, —কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত ?
নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিনু, পূজিছ
পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে ;—এ কি ভ্রান্তি তব ?

পত্রের শেষাংশে মর্ম্মভেদী বিলাপের পর, জনা স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছেন ;—

যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নব মিত্র পার্থ সহ ! মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে !
ক্ষত্র-কুলবালা আমি ; ক্ষত্র-কুল-বধূ ;
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি ?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে ;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্তনগরে
লভি অন্তে ! যাচি চির বিদায় ও পদে !
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা ?" বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা ?" বলি !

মধুসূদন "বীরাঙ্গনা কাব্যে"র দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ করিয়াছিলেন।—(১) ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী ; (২) অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা ; (৩) যযাতির প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা ; (৪) নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী ; (৫) নলের প্রতি দময়ন্তী ; (৬) ভীমের প্রতি দ্রৌপদী নামক ছয়খানি পত্রিকার প্রথমাংশ মাত্র লিখিয়াছিলেন ; ভবিষ্যতে য়ুরোপে কিম্বা ভারতবর্ষে, এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু কার্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

আমরা "গান্ধারী-পত্রিকা"র কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া "বীরাঙ্গনা কাব্য" সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছি। গান্ধারীর স্বামী ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। তিনি শ্যামলা ধরিত্রীর ও সুনীল আকাশের কোন সৌন্দর্য্যই দেখিতে পান নাই; পতি যে সুখে বঞ্চিত, সতী নারী কেমন করিয়া সেই সুখ ভোগ করিবেন?—তাই পতি-গত-প্রাণা গান্ধারী, কাপড় ভাঁজিয়া সপ্তবার চক্ষুদ্বয় পরিবেষ্টনে আপনার দৃষ্টিশক্তি জন্মের মতন রোধ করিয়া বলিতেছেন,—

আর না হেরিবে কভু দেব বিভাবসু
তবু বিভারাশি দাসী এ ভবমণ্ডলে;
তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি,
চারু চন্দ্র; তারা-বৃন্দ তোমরা গো সবে।
আর না হেরিব কভু সখীদলে মিলি
প্রদোষে তোমা সকলে, রশ্মিবিম্ব যেন
অম্বরসাগরে, কিন্তু স্থিরকান্তি; যবে
বহেন মলয়ানিল গহন বিপিনে
বাসুকির ফণারূপ পর্য্যঙ্কে সুন্দরী—
বসুন্ধরা, যান নিদ্রা নিঃশ্বাসি সৌরভে।
হে নদ তরঙ্গময়, পবনের রিপু
(যবে ঝড়াকারে তিনি আক্রমেণ তোমা)
হে নদি, পবনপ্রিয়া, সুগন্ধের সহ
তোমার বদন আসি চুম্বেন পবন,
হে উৎস গিরি-দুহিতা জননী মা তুমি:
নদ, নদী, আশীর্ব্বাদ কর এ দাসীরে।
গান্ধার-রাজনন্দিনী অন্ধা হলো আজি।
আর না হেরিবে কভু হায় অভাগিনী
তোমাদের প্রিয়মুখ। হে কুসুমকুল,
ছিনু তোমাদের সখী, ছিনু লো, ভগিনী,
আজি স্নেহহীন হয়ে ছাড়িনু সবারে;
স্নেহহীন এ কি কথা? ভুলিতে কি পারি
তোমা সবে? স্মৃতিশক্তি যত দিন রবে
এ দেহে, স্মরিব আমি তোমা সবাকারে।

কি সুন্দর কোমল-করুণ অমিত্রচ্ছন্দে রচিত কবিতা! ইহাও তাঁহার মানসিক অশান্তি-নিবন্ধন অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

"বীরাঙ্গনা কাব্যে" মধুসূদন স্বীয় প্রবর্ত্তিত অমিত্রচ্ছন্দের পূর্ণাঙ্গতা সাধন করিয়া গিয়াছেন। গাম্ভীর্য্যের ও মাধুর্য্যের সম্মিলনে এ কাব্যের ভাষা অতি উপাদেয় ও অতুলনীয়। ইহাই মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দে কাব্য-রচনার সমাপ্তি। এমন কি—বঙ্গ ভাষায়ও অমিত্রচ্ছন্দে রচিত শেষ কাব্য। এরূপ সুললিত অমিত্রচ্ছন্দে আর কোন কাব্য অদ্যাবধি রচিত হয় নাই।

"বীরাঙ্গনা কাব্য"ই মধুসূদনের কবি-জীবনের শেষ কাব্য। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁহার কবি-জীবনের চিরাবসান হয়। এই খ্রীষ্টাব্দেই "মেঘনাদ-বধ কাব্য," "ব্রজাঙ্গনা কাব্য," "কৃষ্ণকুমারী নাটক" এবং "বীরাঙ্গনা কাব্য" এই চারিখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহার পর তিনি বঙ্গদেশে আর কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করিবার অবকাশ পান নাই। বাঙ্গালীর সৌভাগ্যে সুদূর য়ুরোপের সুসভ্য ফরাসীরাজ্যের ভরসেলস্ নগরে অবস্থানকালে তিনি কেবল মাত্র তাঁহার অতুলনীয় "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" রচনা করিয়াছিলেন।

এইস্থানে প্রসঙ্গতঃ বলি যে, মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, ভারতীয় অন্যান্য আর্য্যভাষায় নানাসময়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা-রচনার বহুল প্রয়াস হইয়াছিল; কিন্তু সফল হয় নাই। বিহারের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ যুবক কবি রঘুবীর নারায়ণ, মধুসূদনের পদানুসরণ করিয়া হিন্দিতে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের বিশ্বাস, এই নিষ্ফলতার প্রধান কারণ এই যে, কেবল প্রতিভাবলেই ইহা সাধ্য নহে—একযোগে গ্রীক্, ল্যাটিন ও ইংরাজি ভাষায় অগাধ ব্যুৎপত্তি, সেগুলির ভাব ও ভাষায় নির্ব্ব্যূঢ় অধিকার না জন্মিলে, তাহাদের অন্তর্নিহিত গূঢ় ও সূক্ষ্ম-সৌন্দর্য্য-সুষমারাজি নিজস্বভাবে হৃদয়ে প্রতিফলিত না হইলে, এই অপূর্ব্ব ভাব-ঝঙ্কারময়ী কাব্য-প্রতিভা উন্মেষিত হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। ক্ষণজন্মা মধুসূদনের এই অনন্যসাধারণ গুণরাশি ছিল বলিয়াই, তিনি অমিত্রাক্ষর-কাব্যরাজ্যে একচ্ছত্রী সম্রাট্ হইয়া রহিয়াছেন।

মধুসূদন আরও তিন খানি পৌরাণিক কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় যে, সেগুলির একখানিও সম্পূর্ণ

করিয়া যান নাই।—কাব্যত্রয়ের নাম "পাণ্ডববিজয়," "সিংহল-বিজয়," ও "ভারত-বৃত্তান্ত।" "পাণ্ডববিজয়ে"র প্রারম্ভ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

পাণ্ডববিজয়

প্রথম সর্গ

কেমনে সংহারি রণে কুরুকুলরাজে,
কুরুকুল-রাজাসন লভিলা দ্বাপরে
ধর্ম্মরাজ—সে কাহিনী, সে মহাকাহিনী,
নবরঙ্গে বঙ্গজনে, উরি এ আসরে,
কহ, দেবি ! গিরি-গৃহে সুকালে জনমি
(আকাশ-সম্ভবা ধাত্রী কাদম্বিনী দিলে
স্তনামৃতরূপে বারি) প্রবাহ যেমতি
বহি, ধায় সিন্ধুমুখে, বদরিকাশ্রমে,
ও পদ-পালনে পুষ্ট কবি-মনঃ, পুনঃ
চলিল, হে কবি-মাতঃ, যশের উদ্দেশে।
যথা সে নদের মুখে সুমধুর ধ্বনি,
বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু কুঞ্জান্তরে
সমদেশে ; কিন্তু ঘোর কল্লোল, যেখানে
শিলাময় স্থল রোধে অবিরলগতি :—
দাসের রসনা আসি রস নানা রসে,
কভু রৌদ্রে, কভু বীরে, কভু বা করুণে,
দেহ ফুলশরাসন, পঞ্চফুলশরে।

"পাণ্ডববিজয়" কাব্যে মহাভারতের প্রধান ঘটনা কুরুরাজ দুর্য্যোধনের নিধন বর্ণনাই মধুসূদনের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি এ কাব্যের কতটা অংশ রচনা করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। কারণ, ইহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের খণ্ডিত অংশ "আর্য্যদর্শন" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কৃপাচার্য্যের ও কৃতবর্ম্মার প্রতি ভগ্ন-উরু ও ভূপতিত কুরুরাজের উক্তি বঙ্গ-সাহিত্যে তুলনা-রহিত। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ;—

"দেখ দেব, দেখ চেয়ে," কাতরে কহিলা
কুরুরাজ কৃপাচার্য্যে,—"আসিছেন ধীরে

নিশীথিনী ; নাহি তারা কবরী-বন্ধনে,—
না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি !
শিবির-বাহিরে মোরে লহ কৃপা করি,
মহারথ ! রাণ লয়ে যথায় ঝরিবে
এ ভূনত-শিরে এবে শিশিরের ধারা,
ঝরে যথা শিশুশিরে অবিরল বহি
জননীর অশ্রুজল, কালগ্রাসে যবে
সে শিশু।" লইলা সবে ধরাধরি করি
শিবির-বাহিরে শূরে—ভগ্ন-উরু রণে।
মহাযত্নে কৃপাচার্য্য পাড়িলা ভূতলে
উত্তরী। বিষাদে হাসি কহিলা নৃমণি,
"কার হেতু এ সুশয্যা, কৃপাচার্য্য রথি ?
পড়িনু ভূতলে, প্রভু, মাতৃগর্ভ ত্যজি ;—
সেই বাল্যাসন ভিন্ন কি আসন সাজে
অন্তিমে ? উঠাও বস্ত্র, বসি হে ভূতলে !
কি শয্যায় সুপ্ত আজি কুরুবীর্য্য রূপী—
গাঙ্গেয় ? কোথায় গুরু দ্রোণাচার্য্যরথী,
কোথা অঙ্গপতি কর্ণ ? আর রাজা যত
ক্ষত্র-ক্ষেত্র-পুষ্প, দেব ! কি সাধে বসিবে
এ হেন শয্যায় হেথা দুর্য্যোধন আজি ?
যথা বনমাঝে বহ্নি জ্বলি নিশাযোগে
আকর্ষি পতঙ্গচয়ে, ভস্মেন তা সবে
সর্ব্বভুক্—রাজদলে আহ্বানি এ রণে--
বিনাশিনু আমি, দেব ! নিঃক্ষত্র করিনু
ক্ষত্রপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র নিজ কর্ম্মদোষে।
কি কাজ আমার আর বৃথা সুখভোগে ?
নির্ব্বাণ পাবক আমি, তেজশূন্য, বলি !
ভস্মমাত্র ! এ যতন বৃথা কেন তব !"
সরায়ে উত্তরী, শূর বসিলা ভূতলে।
নিকটে বসিলা কৃপ, কৃতবর্ম্মা রথী
বিষাদে নীরব দোঁহে ;—আসি নিশীথিনী,
মেঘরূপ ঘোমটায় বদন আবরি,

উচ্চ বায়ু-রূপ শ্বাসে সঘনে নিশ্বাসি :—
বৃষ্টি-ছলে অশ্রুবারি ফেলিলা ভূতলে।
কাতরে কহিলা চাহি কৃতবর্ম্মা পানে
রাজেন্দ্র ; "এ হেন ক্ষেত্রে, ক্ষত্রচূড়ামণি,
ক্ষত্র-কুলোদ্ভব, কহ, কে আছে ভারতে,
যে না ইচ্ছে মরিবারে ? যেখানে, যে কালে
আক্রমেণ যমরাজ : সমপীড়া-দায়ী
দণ্ড তাঁর,—রাজপুরে, কি ক্ষুদ্র কুটীরে,
সম ভয়ঙ্কর প্রভু, সে ভীম মূরতি !
কিন্তু হেন স্থলে তাঁরে আতঙ্ক না করি
আমি !—এই সাধ ছিল চিরকাল মনে !
যে স্তম্ভের বলে শির উঠায় আকাশে
উচ্চ রাজ-অট্টালিকা ; সে স্তম্ভের রূপে
ক্ষত্রকুল-অট্টালিকা ধরিনু স্ববলে
ভূভারতে। ভূপতিত এবে কালে আমি ;
দেখ চেয়ে চারি দিকে ভগ্ন শত ভাগে
সে সুঅট্টালিকা চূর্ণ এ মোর পতনে।
গড়ায় এ ক্ষেত্রে পড়ি গৃহচূড়া কত !
আর যত অলঙ্কার—কার সাধ্য গণে ?
কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্য্য ! দেখ—
রকত বরণে দেখ, সহসা আকাশে
উদিছেন এ পৌরব-বংশ-আদি যিনি,
নিশানাথ ! দুর্য্যোধনে ভূশয্যায় হেরি
কুবরণ হইলা কি শোকে সুধানিধি ?"
পাণ্ডব-শিবির পানে ক্ষণেক নিরখি
উত্তরিলা কৃপাচার্য্য,—"হে কৌরবপতি,
নহে চন্দ্র যাহা, রাজা, দেখিছ আকাশে,
কিন্তু বৈজয়ন্তী তব সর্ব্বভুক্‌রূপে !
রিপুকুল-চিতা, দেব, জ্বলিয়া উঠিল।
কি বিষাদ আর তবে ? মরিছে শিবিরে
অগ্নি-তাপে ছটফটি ভীম দুষ্টমতি ;
পুড়িছে অর্জ্জুন, রায়, তার শরানলে,

পুড়িল যেমতি হেথা সৈন্যদল তব !
অন্তিমে পিতায় স্মরে যুধিষ্ঠির এবে,
নকুল ব্যাকুল চিত সহদেব সহ !
আর আর বীর যত এ কালসমরে
পাইয়াছে রক্ষা যারা, দাবদগ্ধ বনে
আশে পাশে তরু যথা ;—দেখ মহামতি !”

সিংহল-বিজয়ের প্রারম্ভ এইরূপ—

সিংহল-বিজয় কাব্য

স্বর্ণসৌধে সুধাম্বরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী
মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা নগরে,
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি, দেখিলা
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে !
রুষি সতী শশিমুখী সখীরে কহিলা ;—
হেদে দেখ শশিমুখি, আঁখি দুটি খুলি,
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ-লোভে,
বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্ষ্মীর আদেশে !
কি লজ্জা ! থাকিতে প্রাণ না দিব লইতে
রাজ্য ওরে আমি, সই ! উদ্যানস্বরূপে
সাজানু সিংহলে কি লো দিতে পরজনে ?
জ্বলে রাগে দেহ, যদি স্মরি শশিমুখি,
কমলার অহঙ্কার ; দেখিব কেমনে
স্বদাসে আমার দেশ দানেন ইন্দিরা ?
জলধি জনক তাঁর ; তেঁই শান্ত তিনি
উপরোধে। যা, লো সই, ডাক্ সারথিরে
আনিতে পুষ্পকে হেথা। বিরাজেন যথা
বায়ুরাজ, যাব আজি ; প্রভঞ্জনে লয়ে
বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে ?
স্বর্ণতেজঃপুঞ্জ রথ আইল দুয়ারে
ঘর্ঘরি। হ্রেষিল অশ্ব, পদ-আস্ফালনে

সৃজি বিস্ফুলিঙ্গবৃন্দে। চড়িলা স্যন্দনে
আনন্দে সুন্দরী, সাজি বিমোহন সাজে !

'ভারত-বৃত্তান্তে' মহাকবি মধুসূদন মহাভারতের নানা ঘটনা অবলম্বন করিয়া, নানা বিষয় লিখিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে "মৎস্যগন্ধা" নামক খণ্ডকাব্যের প্রথমাংশ এইরূপ ;—

ধীবর দাসরাজ-কন্যা সত্যবতীর অতুলনীয় রূপ সত্বেও, মৎস্যগর্ভে জন্ম বলিয়া, তাঁহার অঙ্গে মৎস্য-গন্ধ নির্গত হইত। সেই হেতু কেহই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী ছিলেন না। তাঁহার অপ্সরানিন্দিত অনিন্দ্য-সৌন্দর্য্য ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে ; তাই তরুণ যৌবনের রূপ-লাবণ্যকে ধিক্কার দিয়া, তিনি 'যমুনা'কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

ভারত-বৃত্তান্ত

প্রথম সর্গ

মৎস্যগন্ধা

চেয়ে দেখ, মোর পানে, কলকল্লোলিনি
যমুনে ! দেখিয়া, কহ, শুনি তব মুখে,
বিধুমুখি, আছে কি গো অখিল জগতে,
দুঃখিনী দাসীর সম ? কেন যে সৃজিলা,—
কি হেতু বিধাতা, মোরে, বুঝিব কেমনে ?
তরুণ যৌবন মোর ! না পারি লড়িতে
পোড়া নিতম্বের ভরে ! কবরী বন্ধন
খুলি যদি, পোড়া চুল পড়ে ভূমিতলে !
কিন্তু, কে চাহিয়া কবে দেখে মোর পানে ?
না বসে গুঞ্জরি সখি, শিলীমুখ যথা
শ্বেতাম্বরা ধুতুরার নীরস অধরে,
হেরি অভাগীরে দূরে ফিরে অধোমুখে
যুবকুল ; কাঁদি আমি বসি লো বিরলে !

কি করুণ-রসাত্মক—মর্ম্মস্পর্শী নৈরাশ্যের আত্মবেদনা !

এতদ্ভিন্ন মধুসূদন অনেকগুলি খণ্ডকবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে যে কয়েকটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে, সে কয়টি নানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রয়োজন মত কয়েকটি কবিতা যথাস্থানে উদ্ধৃত হইবে।

আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি মধুসূদনের সম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী ও রচনাবলীর একটি তালিকা এইস্থানে প্রদান করিলাম ;—

বাঙ্গালায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। শর্ম্মিষ্ঠা নাটক
২। একেই কি বলে সভ্যতা ?
৩। বুড় সালিকের ঘাড়ে রেঁা
৪। পদ্মাবতী নাটক
৫। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য
৬। মেঘনাদবধ কাব্য
৭। ব্রজাঙ্গনা কাব্য।
৮। কৃষ্ণকুমারী নাটক
৯। বীরাঙ্গনা কাব্য
১০। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী
১১। হেক্‌টর-বধ।
১২। মায়া-কানন।

বাঙ্গালা অসম্পূর্ণ রচনাবলী

১। বীরাঙ্গনা কাব্য ২য় ভাগ
২। ব্রজাঙ্গনা কাব্য ঐ
৩। সিংহল-বিজয় কাব্য
৪। পাণ্ডববিজয় কাব্য
৫। দ্রৌপদীস্বয়ম্বর কাব্য
৬। সুভদ্রা-হরণ কাব্য
৭। মৎস্যগন্ধা (কাব্য)

৮। বিষ না ধনুর্গুণ (নাটক)

৯। নীতিমূলক কবিতাবলী

১০। রিজিয়া (নাট্য-কাব্য)

১১। বিবিধ কবিতাবলী

ইংরাজি রচনাবলী

1. Captive Ladie. (Poem)
2. Visions of the Past. Do.
3. Rizia : Empress of Inde. (Drama)
4. Sermista : (Drama. Translation)
5. Ratnavali : Do.
6. Nil Durpan : Do.
7. Tillottama. (Poem. Incomplete)
8. Queen Seeta. Do.
9. Upsori. Do.
10. Miscellaneous Poems.

মধুসূদন, স্বীয় প্রবর্ত্তিত অমিত্রচ্ছন্দে, কাহাকেও কাব্যরচনা করিতে দেখিলে অত্যন্ত প্রীত হইতেন। সে সময় পূর্ব্ববঙ্গ-নিবাসী দ্বারকানাথ গুপ্ত, ঐ ছন্দে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য লিখিলে মধুসূদন স্বয়ং যাইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছিলেন।

সাহিত্য-বিষয়েও মধুসূদনের উদারতা অসীম ছিল। ঢাকা-নিবাসী জগদ্বন্ধু ভদ্র, তাঁহার অমিত্রচ্ছন্দকে ব্যঙ্গ করিয়া, "ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য" লেখেন। অমিত্রচ্ছন্দকে অমিত্রচ্ছন্দে ব্যঙ্গ করায়, মহানুভব মধুসূদন, সুভদ্র জগদ্বন্ধু ভদ্রের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

কোন লেখক, "মেঘনাদবধ কাব্য" হইতে বহু অংশ আত্মসাৎ করিয়া, একখানি পৌরাণিক কাব্য রচনা করিয়া মধুসূদনকেই দেখিতে দেন। নিজ গ্রন্থ হইতে অনুকৃত হইলেও, মধুসূদন, তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া, তাহা সংশোধন করিয়া দেন; কিন্তু তাৎকালিক কোন সম্পাদক এই লেখককে ক্ষমা করেন নাই। পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে, সংবাদ-পত্রে তাহার পরাঙ্গপুষ্টতা প্রতিপন্ন করিয়া দেন। কাব্যখানি অচিরেই বিস্মৃতিগর্ভে লীন হইয়া গেল।

সন ১২৭৪ সালে, বহরমপুর-নিবাসী প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ডাক্তার রামদাস সেন মধুসূদনকে সম্বোধন করিয়া একটি কবিতা লেখেন। তাঁহার কোন কাব্যামোদী মান্যবন্ধু (ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) উক্ত কবিতা পাঠে পরম পুলকিত হইয়া, ইংরাজি কবিতায় তাহার একটি উৎকৃষ্ট অনুবাদ করিয়া, তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলে তিনি তাঁহার "কবিতালহরী" নামক গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায়, উহা সন্নিবেশিত করেন। সেই কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

On M. M. S. Dutt, Esq.

Sweet as the charming flute in pleasant May,
Radha's beloved Hurry was wont to play,
When at the notes enraptured with delight,
Each rustic gazed the grove with steadfast sight.
Michael's strains refined with many an art,
Fills with ecstatic joy Bengalee's heart,
The Heroine, Maid, and Tilot'ma sweet,
Have sung their varied lays with metres meet;
And martial notes from Meghnad's bugle grave,
Hath roused with pride the heart of many a brave,
Sweet your lays with pathos filled of every kind,
Fit to delight poetic native mind,
The ear still lingers by thy music groves,
To hear new songs of thee, it so much loves.

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পুলিশ আদালতের কার্য্যকালে মধুসূদন সংবাদ-পত্রাদিতে লিখিয়া অতিরিক্ত অর্থোপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু তাঁহার তেজস্বিনী লেখনী-বিনিসৃত প্রবন্ধসমূহ অনেকের প্রীতিকর হইত না। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া প্রবন্ধ লিখিতেন না। নিজের স্বভাব-সুলভ তেজস্বিতা ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া সময়ে-সময়ে তাঁহাকে অনেকের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। একবার '*Citizen*' নামক পত্রিকায় কতকগুলি ব্যক্তির বিরুদ্ধে লেখাতে মধুসূদন বিলক্ষণ বিপজ্জালে বিজড়িত হন। পত্রের সম্পাদক মধুসূদনের নাম কিছুতেই প্রকাশ না করিয়া স্বয়ং অন্তর্দ্ধান হয়েন। জুনিয়র পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের কর্ম্ম-সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হইলে, কিশোরীচাঁদের পক্ষ হইতে যে দরখাস্ত-পত্র গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়, মধুসূদন তাহা লিখিয়া দেন। সে দরখাস্ত এতদূর তেজের সহিত লিখিত

হইয়াছিল যে, তাহাতে সুফলের পরিবর্ত্তে বিপরীত ফলই প্রসূত হইয়াছিল। এই সকল কারণে সংবাদ-পত্র প্রভৃতিতে লেখা সম্বন্ধে মধুসূদন বীতস্পৃহ হন। পর জীবনে এ কার্য্যে তাঁহার আর আস্থা ছিল না। 'Indian Field' নামক তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি সংবাদ-পত্র সুচারুরূপে সম্পাদিত না হওয়াতে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মধুসূদনকে উক্ত পত্রের সম্পাদকরূপে নিযুক্ত করিতে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন এ সম্বন্ধে মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন ;—

I shall most gladly do anything that lies in my power to serve you. I once spoke to the Chota Raja to offer the Editorship of the "Field" to you, for I was convinced that you could fill the post with greater talent and ability than—but let that pass; 'comparisons are odious' and I would not have one here.

ক্রমে 'Indian Field' পত্র, 'Hindoo Patriot' পত্রের সহিত সম্মিলিত ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে, মার্চ্চ মাসের প্রথমে, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হইয়া গেল। বিশেষ অনুরোধে মধুসূদন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' *'Hindoo Patriot'* সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। মধুসূদনের পূর্ব্বোক্ত কারণে, এই কার্য্যে আন্তরিক প্রবৃত্তি না থাকিলেও তিনি কিছুদিনের জন্য পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু পত্রের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার পারিশ্রমিক যথাসময়ে প্রেরণ না করায় মধুসূদন কার্য্য পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, যতীন্দ্রমোহন তাঁহাকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন ;—

My dear Sir, I regret to hear that you have received no remuneration from the "Patriot Fund" up to this time; I have spoken strongly on the subject to Kristo Dass and I dare say a remittance of at least a portion of the amount due will soon be made to you.

I know you can much profitable employ your time by devoting it to the Muses, but I know also that with your facility of diction, a contribution of two or three articles to the "Patriot" during the whole course of a week cannot much interfere with your other literary occupations. Besides as you have consented at our solicitation to assist the editorial business of the Paper I would take leave to request you not to cut off your connection with it all in a hurry; for I know that some new arrangements are being made very shortly which, it is expected will place the "Patriot" finances in a much healthier condi-

tion ; and if after the expiration of another month or so you do not find the managers more regular in their dealings with you, I will not trouble you with this subject again. Believe me, ever yours. J. M. TAGORE. 27th March, 1862.

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্র মধুস্থদনকে অধিক দিন সম্পাদন করিতে হয় নাই। কারণ, ইংলণ্ড-গমনের আয়োজনে ও পারিবারিক ব্যবস্থায় তিনি এতদূর ব্যাপৃত হইয়া পড়েন যে, পত্র-সম্পাদনে তাঁহার সময় আদৌ ছিল না।

দ্বাদশ অধ্যায়

পরিজনবর্গের কথা—জন্মভূমি-দর্শন।

এইবার আমরা মধুসূদনের 'স্বর্গাদপী গরীয়সী' জন্মভূমি-দর্শন এবং পত্নী-যুগল, পুত্র-দুহিতা-দৌহিত্র প্রভৃতির উল্লেখ করিব। পরবর্ত্তী অধ্যায়-সমূহে এই বিষয়ের আলোচনার অবসর আমাদের হইবে না। সুতরাং এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ও বক্তব্য, আমরা এই অধ্যায়েই তৎসমুদায়ের পরিসমাপ্তি করিব।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, মাদ্রাজে রেবেকা ম্যাক্‌টাভিস নাম্নী জনৈকা ইংরাজ-মহিলার সহিত প্রথমে মধুসূদনের পরিণয় হয়; কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে বিবাহের প্রায় সাত বৎসর পরে মনোমালিন্য বশতঃ রেবেকার সহিত মধুসূদনের পত্নী-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তৎপরে এমিলিয়া হেন্‌রিয়েটা সোফিয়া নাম্নী অপর একটি য়ুরোপীয় (ফরাসী) মহিলার সহিত তাঁহার পত্নী-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল।*

মধুসূদন যখন মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আগমন করেন তখন তাঁহার পত্নী হেন্‌রিয়েটা মাদ্রাজে ছিলেন। পুলিশ-কোর্টে ইণ্টরপ্রেটরের পদ প্রাপ্তির পর, মধুসূদন তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। তদবধি সতী সাধ্বী হেন্‌রিয়েটা সুখে-দুঃখে মধুসূদনের সহিত—তাঁহার মৃত্যু তিন দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—এই পৃথিবীতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় পতিব্রতা রমণী ক্বচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মধুসূদনের বন্ধুগণ সকলেই একবাক্যে হেন্‌রিয়েটার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন।

গৌরদাস বসাক, হেন্‌রিয়েটা-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

---

* এ সম্বন্ধে মাদ্রাজের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার জি. পরমেশ্বরম্ পিলে লিখিয়াছেন:—

While in Madras he married the daughter of a European Indigo-Planter, but the marriage was by no means happy; within a few years he obtain a divorce from his wife and married another European Lady. She was not only faithful to him, but a partner in his joys and sorrows to the last.

He was as happy in her company as possible in this world and she was as faithful as Savitri herself.

মধুসূদনের সূর্য্যসম প্রচণ্ড তেজ-বহ্নির নিকট সাধ্বী হেন্‌রিয়েটা ক্ষীণাঙ্গী আইভি (Ivy) লতার ন্যায় ম্রিয়মানা ছিলেন। মধুসূদনের অসংযত চিত্তের উচ্ছৃঙ্খল আবেগ-প্রপাত তিনি কিছুতেই রোধ বা প্রশমিত করিতে পারেন নাই।* মধুসূদনও হেন্‌রিয়েটাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন, কিন্তু পুরুষসিংহ রমণীর হস্তচালিত ক্রীড়াপুত্তলী হইবার পাত্র ছিলেন না।

পতিপ্রাণা সতী-সাধ্বী হেন্‌রিয়েটার অশেষ সদ্‌গুণের কথা কি বলিব। মধুসূদনের চিন্তা ভিন্ন, পৃথিবীতে তাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না। পতির ভবিষ্যৎ-মঙ্গলকামনায় তিনি সতত উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতেন। অসাধারণ অমিতব্যয়ী, সাংসারিক-জ্ঞানশূন্য, ভবিষ্যচ্চিন্তায় চির-উদাসীন মধুসূদন যাহাতে অণুপরিমাণেও সংযত হইয়া চলেন, এই নিমিত্ত তিনি মধুসূদনের বন্ধুবর্গকে সতত কাতর-অনুরোধ করিতেন।—গৌরদাস বসাকের বালক-পুত্র লালবিহারীকে অঙ্কে লইয়া যখন তিনি পুত্রস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিতেন, তখন বালক, বালসুলভ-চাপল্যে তাঁহাকে মুষ্টাঘাতে জর্জ্জরীভূতা করিত—বস্ত্রাদি ছিন্ন করিয়া, তাঁহার বিনায়িত কবরী আলুলায়িত করিয়া কেশাকর্ষণ করিত। কিন্তু একান্ত মমতাময়ী জননী-রূপিণী হেন্‌রিয়েটা মাতৃহীন বালককে নিজ-পুত্র অপেক্ষাও সমধিক আদর-যত্ন করিতেন; তাহার উৎপাত-উপদ্রবে কেবল হাস্য করিতেন।

সাধ্বী হেন্‌রিয়েটা মধুসূদনের বিপদে-সম্পদে, মহাঘোরে দেশে বিদেশে জীবনে-মরণে চিরসঙ্গিনী ছিলেন। হেন্‌রিয়েটা নানা গুণে গুণবতী ছিলেন। বয়নকার্য্যে ও সূপকার্য্যে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। পিয়ানো বাজাইতে ও সঙ্গীতে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন। স্বামীর নিকট হইতে বাঙ্গালা ও

---

* এ সম্বন্ধে গৌরদাস লিখিয়াছেন;—His wife was helpless in his presence, quite powerless to restrain him from extravagance, or check him in his imprudence. Poor lady! What could she do? She forgot everything, as he stood by her side, as she looked up to his face, the face of the idol of her heart, the idol she adored and worshipped with all the fondness of womanhood.

ইংরাজি ভাষায় পূর্ণ-অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। রমণীকুলের মধ্যে "তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য" তিনিই প্রথমে পাঠ করেন। ফরাসী ভাষায় তিনি পত্রাদি লিখিতেন। Chateaubriand's French Translation with Steel Engravings of Milton's 'Paradise Lost' এবং অন্যান্য ফরাসী গ্রন্থ প্যারিস হইতে ক্রয় করিয়া স্বামীকে উপহার দেন। যেমন উপযুক্ত অসাধারণ পতি—পত্নীও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপযুক্তা ছিলেন। মধুসূদনও পত্নী হেন্‌রিয়েটার সকল সাধ পূরণ করিতে সতত তৎপর ছিলেন। তাঁহার এক-একটি পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে মধুসূদন পত্নীর আশার অতীত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পীড়া হইলে মধুসূদনের জ্ঞান থাকিত না। এ হেন সঙ্গিনী না থাকিলে, মধুসূদনের পক্ষে পৃথিবীতে বাস করা আদৌ সম্ভবপর ছিল না।

মধুসূদনই বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রথমে য়ুরোপীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধ্বী হেন্‌রিয়েটার গর্ভে মধুসূদনের যে কয়টি পুত্র-কন্যা জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে তিনটি জীবিত ছিল। আমরা এস্থলে সেই তিনটিরই উল্লেখ করিব।

শর্ম্মিষ্ঠা নাটক রচিত হইবার পরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের কন্যা ভূমিষ্ঠা হন। মধুসূদন সেই জন্য তাঁহার নাম শর্ম্মিষ্ঠা রাখেন। তাঁহার পূর্ণ নাম Henrietta Eliza Sarmista. এই বালিকাও তাঁহার জননীর ন্যায় অসামান্যা গুণশালিনী ছিলেন। তিনি কবিতা-রচনাতে, ফরাসী-ভাষা শিক্ষায় এবং নানাবিধ সূচের শিল্পকার্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব-প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। হাইকোর্টের অনুবাদ-বিভাগের কর্ম্মচারী ফ্লয়েড (W. W. Floyd) সাহেবকে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন দেখিয়া, মধুসূদন প্রচুর অর্থব্যয়ে তাঁহার সহিত সমারোহে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ পুণ্যশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী শর্ম্মিষ্ঠাকে ৩৫০্ মূল্যের একটি গাউন (Wedding Gown) উপহার দেন। মধুসূদনের মৃত্যুর পরে ফ্লয়েড সাহেবও পরলোকগমন করায়, নিস্ (W. B. Nyss) সাহেবের সহিত শর্ম্মিষ্ঠার দ্বিতীয়বার পরিণয় হয়। নিস্ সাহেবের দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী, একটি মাত্র পুত্র-সন্তান রাখিয়া বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শর্ম্মিষ্ঠা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শর্ম্মিষ্ঠার নানা সদ্‌গুণের মধ্যে দুই-একটির উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

অতি অল্পবয়সে, দশমবর্ষে, প্যারিসের কোন সঙ্গীত-বিদ্যালয় হইতে শর্ম্মিষ্ঠা একটি স্বর্ণ-পদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাঁহার জনক-জননীর ন্যায় তিনিও ফরাসী ভাষায় এতদূর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ফরাসী বালিকা বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। শর্ম্মিষ্ঠা নিজহস্তে তাঁহার বিবাহের রুমালে (Bridal Handkerchief) সূচিকাকার্য্যের দ্বারা এরূপ সুন্দর ফুলের পাড় প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কাগজের ক্রেপের উপর পশমের দ্বারা একটি ক্রুশ তুলিয়াছিলেন। ঐগুলি অদ্যাপি তাঁহার পুত্রকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন চিত্রাঙ্কনেও তিনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন।

একবার শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহার স্বামীর (Mr. Nyss) সহিত একটি বিবাহ সভায় গমন করেন। সেখানে দুই-তিন জন সম্ভ্রান্ত মহিলার পিয়ানো বাজাইবার পর, তাঁহাকে পিয়ানো বাজাইতে অনুরোধ করা হয়। তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যেখানে পিয়ানো-বাদ্যে বিশেষজ্ঞা অনেক গুণবতী রমণী রহিয়াছেন, সেখানে তিনি আর কি গুণপণা দেখাইবেন। কিন্তু অনেকে তাঁহাকে ছাড়িলেন না; অগত্যা বাধ্য হইয়া যখন তিনি পিয়ানোর দিকে যাইতে-ছিলেন, তখন সমাগত কয়েকটি স্ত্রী-পুরুষ অতিথির মধ্যে একটা মৃদু ব্যঙ্গের ধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠা পাঁচমিনিট পিয়ানো বাজাইতে না বাজাইতে গভীর নিস্তব্ধতায় সেই গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। কাহারও মুখে একটিবাক্য নিঃসরণ হইল না। তাঁহার পিয়ানো বাজান শুনিয়া সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন! শর্ম্মিষ্ঠা ইংরাজি ভাষায় কয়েকটি ধর্ম্মভাবপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদনের জ্যেষ্ঠপুত্র ফ্রেডারিক মাইকেল মিল্টন দত্ত (Frederick Michael Milton Dutt) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। এই বালক তাঁহার পিতার প্রতিভার অধিকারী হইয়া জন্মিয়াছিলেন। অতি অল্পবয়সেই তিনি চিত্রাঙ্কনে অপূর্ব্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁহার জননী হেনরিয়েটার চিত্র অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ফরাসী ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার জন্মে, এবং ইংরাজি ভাষাতেও তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদনের মৃত্যুর পর পিতৃশোকাকুল অসাধারণ বালক অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুন—মধুসূদনের পরলোক-গমনের ঠিক দুই বৎসর পরে, তের বৎসর, দশ মাস, ঊনবিংশ দিবসে মিল্টন

তাঁহার স্বর্গীয় পিতার নিকট চলিয়া যান। "The sleepless soul that perished in his pride!" মিল্টন দত্তের বাঙ্গালা নাম ছিল 'মেঘনাদ'। যে বৎসর "মেঘনাদবধ কাব্য" রচিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই বৎসরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। বালক মিল্টনের ছবির পশ্চাতে তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ যেরূপ লেখা আছে, সেইরূপ উদ্ধৃত হইল।

Mr. Datta's poor dear Darling little Milton born 23rd July—died 11th June 1875, aged 13 years, 10 months and 19 days. Deeply regretted.

মধুসূদনের কনিষ্ঠপুত্র আলবার্ট নেপোলিয়ন দত্ত (Albert Napoleon Dutt) পিতার মৃত্যুর পর, শৈশব হইতেই মধুসূদনের বন্ধু মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee) প্রভৃতির দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। আলবার্ট দত্তকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের একমাত্র পুত্র জানিয়া সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অহিফেন-বিভাগের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালীকে এইরূপ পদ প্রদান করা হয় নাই। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট,—প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে—বাইসাইকেলে চড়িয়া বাসায় প্রত্যাগমণের সময় লক্ষ্ণৌ নগরে আলবার্ট দত্তের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার কয়েকটি পুত্র-কন্যা বর্ত্তমান আছে।

মধুসূদনের চিরদুর্ভাগিনী পরিত্যক্তা পত্নী রেবেকা ম্যাক্‌টাভিসের দুইটি পুত্র এবং দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে তাঁহারা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে বাস করিতেন। রেবেকা ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পরলোকগমন করিয়াছেন। পুত্র ম্যাক্‌টাভিস্ দত্ত মাদ্রাজের মাউণ্ট রোডে বাস করিতেন। তিনি সেখানকার ছোট আদালতের উকীল ছিলেন।

মধুসূদনের দৌহিত্র—শর্ম্মিষ্ঠার একমাত্র পুত্র—নিস্ সাহেব (William Brightman Samuel Nyss) ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের আবগারী-বিভাগে তত্ত্বাবধায়কের (Superintendent of Excise and Salt, Bengal) কার্য্য করিতেন। মধুসূদনের দৌহিত্র জানিয়া বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী বোল্টন সাহেব তাঁহাকে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাগত হইয়া, পুলিশ আদালতে কার্য্য-কালীন—য়ুরোপ যাত্রার পূর্ব্বে—মধুসূদন সাগরদাঁড়ী গিয়াছিলেন। তিনি নৌকাযোগে যখন কপোতাক্ষ বক্ষে গমন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে দুগ্ধের প্রয়োজন হওয়ায় মধুসূদন তাঁহার আরদালীকে নদী-কূলবর্ত্তী গ্রামে প্রেরণ করেন। তাহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া মধুসূদন স্বয়ং গমন করেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র গোপগণ ও গ্রামের লোকেরা ভয়ে দূরে পলায়ন করিয়াছিল। মধুসূদন যে, সেই গ্রামের জমিদার তাহা তাহারা জানিত না। তাঁহার সাহেবী পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহারা ভীত হইয়াছিল শেষে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়া, সকলেই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়াছিল।

সাগরদাঁড়ীতে উপনীত হইয়া মধুসূদন তাঁহার শৈশবের ক্রীড়াভূমি—বাটীর নিকটস্থ বিশাল বাদামগাছের তলায় দণ্ডায়মান হইয়া, চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। কত কাল পরে দেশে আসিয়া তাঁহার শৈশবের কত কথাই না মনে পড়িয়াছিল! সেই একদিন—আর এই একদিন! পরে সেই বিশাল অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের বিরাট চণ্ডীমণ্ডপ দর্শন করেন। এই চণ্ডীমণ্ডপেই তাঁহার প্রথম-শিক্ষা আরব্ধ হইয়াছিল।

মধুসূদন যে কয়দিন সাগরদাঁড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই কয়দিন তাঁহাকে দেখিবার জন্য চারি দিক হইতে লোক সমাগম হইয়াছিল। তিনি আত্মীয়-স্বজন, ভ্রাতা, ভগিনী, প্রতিবেশী, অতিথি, অভ্যাগত সকলকেই সাদর-সম্বর্দ্ধনা ও তাঁহার স্বভাবজাত মিষ্ট বচনে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে মধুসূদনের আগমনে মধুহীন সাগরদাঁড়ী মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী আমাদিগকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম;—

কবিবর খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণের পরে দুইবার এখানে আসিয়াছিলেন। পরিজনদিগের সহিত, প্রতিবেশীদিগের সহিত খুবই অমায়িকতা ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃজায়ারা আচারপরায়ণা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে ক্ষেপাইয়া আমোদ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের রান্না খিচুড়ী ও পায়স (যাহা কবিবরকে খাইতে দেওয়া হইত) বিছানার উপরে রাখার ভাণ করিয়া, 'আমি জাতিভ্রষ্ট, তোমাদিগকে ছুঁইয়া দিব, ছোট ছোট ভাইপোদিগকে আমার উচ্ছিষ্ট খাওয়াইয়া দিব' ইত্যাদি বলিয়া রহস্য করিলেন। কলিকাতায় আমার মাতৃদেবীকে, এক সময়ে, তাঁহার

পত্নীকে সঙ্গে আনিয়া দেখাইয়াছিলেন। কবিবর,—'বৌকে বরণ করিলে না?' বলিলে, আমার মা, সিন্দুরকৌটা খুলিয়া তাঁহার পত্নীর (শ্রীমতী হেন্‌রিয়েটা) সিঁথিতে সিন্দুর দিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা হাসিতে লাগিলেন।

মধুসূদন, সাগরদাঁড়ীতে নদীতীরস্থ যে বটবৃক্ষতলে শৈশবে 'রামায়ণ' 'মহাভারত' পাঠ করিতেন, সেই বটবৃক্ষটিও দর্শন করেন। তিনি তাঁহার "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলি"তে এই বৃক্ষটিকে 'বটবৃক্ষ'-শীর্ষক কবিতায় অমরত্ব প্রদান করেন। শৈশবের প্রত্যেক স্মৃতিই তাঁহার চিত্তপটে চিরদিন প্রতিফলিত ছিল। সেই স্বদেশ দর্শনের সময় তিনি বলিয়াছিলেন, 'এই মধুমাখা স্থানে আসিলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে গেলে সেরূপ পাওয়া যায় না।' আর একদিন কপোতাক্ষকূলে ভ্রমণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, 'কপোতাক্ষ, যে তোমার তীরে পাতার কুটীরে বাস করিতে পায়, সেও পরম সুখী।' পরবর্ত্তীকালে সুদূর য়ুরোপ-প্রবাসেও তিনি তাঁহার স্বদেশের প্রিয় নদী কপোতাক্ষকে বিস্মৃত হন নাই।

আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশীয়গণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মধুসূদন তাঁহার মাতুল বংশীধর ঘোষের আহ্বানে সাগরদাঁড়ী হইতে কাটিপাড়ায় গমন করেন। তখন তাঁহার মাতুলবংশ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। বংশীধর ঘোষ তাঁহার একমাত্র কীর্ত্তিমান ভাগিনেয়কে পরম স্নেহে ও আদরে সম্বর্দ্ধিত করেন।

বংশীধর ঘোষ পুরমহিলাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, মধুসূদনের জন্য প্রস্তুত, বিবিধ রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যসামগ্রী-সমূহ, স্বর্ণ-পাত্রাদিতে সজ্জিত করিয়া, যেন তাহাকে প্রদত্ত হয়। কিন্তু মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী—তিনি স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিলে পাছে উক্ত পাত্রাদি নষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় মহিলাগণ তৎপরিবর্ত্তে কদলীপত্রে ও মৃৎ-পাত্রাদিতে তাঁহাকে ভোজন করিতে দিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে বংশীধর ঘোষ, মধুসূদনের আহারের সময় কোন কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, মধুসূদন আচমন করিতেছেন, ভৃত্য মৃৎপাত্র হইতে তাহার হস্তে জল ঢালিয়া দিতেছে। দেখিবামাত্র বংশীধর ঘোষ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া ভৃত্যকে এরূপ সজোরে পদাঘাত করিলেন যে, সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। মধুসূদন তখনই মাতুলের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, 'মামা! করেন কি? উহারা ঠিকই করিয়াছে—আমাকে স্বর্ণপাত্রে ভোজন করাইলে পাত্রাদি নষ্ট হইত!' বংশীধর ঘোষ টলিবার

পাত্র নহেন। তিনি সক্রোধে মহিলাদিগকে ভৎসনা করিতে করিতে বলিলেন 'না হয় এক সেট সোনার বাসনই নষ্ট হইয়া যাইত? তা বলিয়া কি আমার ভাগিনেয় মাটির বাসনে খাইবে? ক্ষতি ত আমারই হইত; তোমাদের তাহাতে কি ক্ষতি!' ইত্যাদি বাক্যে মহিলাদিগকে নানা ভৎর্সনার পর বংশীধর ঘোষ আদেশ করিলেন যে, এখন হইতে মধুসূদনকে যেন সোনা রূপার বাসনে খাদ্যদ্রব্যাদি দেওয়া হয়। যে কয়েকদিন মধুসূদন কাটিপাড়াতে ছিলেন, পাছে তাঁহার পরিচর্য্যার কোন ত্রুটী পরিলক্ষিত হয়, সেজন্য বংশীধর ঘোষ কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কাটিপাড়া হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন-কালে মধুসূদন মাতুলালয়ের দাস-দাসীদিগকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের জীবনে এই শেষ সাগরদাঁড়ী ও মাতুলালয় দর্শন। স্নেহচ্ছায়া-সমন্বিত বাল্যস্মৃতি-বিজড়িত মধুমাখা পল্লীভবনে আর কখনও তাঁহার প্রবেশের সৌভাগ্য হয় নাই। এই তাঁহার বনবিটপীবহুলা স্বদেশ-নিবাস ও স্বচ্ছ-সলিলা নীলোর্ম্মিময়ী কপোতাক্ষীর নিকট সাশ্রুনয়নে চির-বিদায়! কবির শ্যামা-জন্মদা মাতৃভূমি তাঁহার গৃহ-বিচ্যুত একমাত্র ঐশী-শক্তিসম্পন্ন সন্তানকে আর অঙ্কে তুলিয়া লইতে পাইলেন না!

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বঙ্গভূমির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ—য়ুরোপ-যাত্রা—য়ুরোপ-প্রবাস

[১৮৬২—১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ]

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মধুসূদন ব্যারিষ্টারী-ব্যবসায় শিক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ড-যাত্রার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মহাদেব চট্টোপাধ্যায় নামক তাঁহার পিতার কর্ম্মচারী ও প্রতিপালিত জনৈক ব্রাহ্মণকে তাঁহার ভূসম্পত্তি পত্তনি প্রদান করিয়া এবং খিদিরপুরের বাসভবন তাঁহার বাল্যবন্ধু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিক্রয় করিয়া তাঁহার য়ুরোপ-প্রবাসের ব্যয়-নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহার জীবনীকার বলেন,—

...এইরূপ স্থির হইল যে, মহাদেব মধুসূদনকে কিয়ৎপরিমাণ অর্থ অগ্রিম প্রদান করিবেন, এবং তাঁহার পত্নী, পুত্রাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক দেড় শত করিয়া টাকা দিবেন। মহাদেব যাহাতে নিয়মিতরূপে কার্য্য করেন, পরলোকগত রাজা দিগম্বর মিত্র তাহার প্রতিভূ-স্বরূপ হইয়াছিলেন। রাজা দিগম্বর মিত্র বাল্যকাল হইতে মধুসূদনকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, সুতরাং তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত হিতৈষী ব্যক্তি মহাদেবের প্রতিভূ হওয়াতে, মধুসূদন ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে অথবা তাঁহার পত্নীকে অর্থাভাবে কোনরূপ ক্লেশভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্তের ফলে মধুসূদনকে পরে কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনারও অতীত। *

---

* মধুসূদনের পত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজা দিগম্বর মিত্র ব্যতীত বৈদ্যনাথ মিত্র নামে আরও এক ব্যক্তি তাঁহার প্রতিভূ-স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মধুসূদন কিরূপে তাঁহার ভূসম্পত্তি হেলায় বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাহা গৌরদাস বসাকের লিখিত নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায় ;—

He rode roughshod through his patrimony, for the sake of an idea—the fulfilment of his life's dream—a visit to England.

His talook which one Mohadeb Chatterjee with somewhat like unfair means, got out of him and which yields to the present proprietor an annual income of six thousand rupees, was parted with for a song, in a moment of desperate need. He was improvident, unworldly, unbusiness-like in the extreme.

ইংলণ্ড-যাত্রার প্রাক্কালে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন ;

And now God bless you, dearest Friend! Perhaps I shall go to England next month. If I live to come back, we shall meet; if not, what will my countrymen say a hundred years hence!

Far away—far away,
From the land he lov'd so well,
Sleeps beneath the colder ray.

রাজনারায়ণকে লিখিত ৪ঠা জুন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে অপর একখানি পত্রে তিনি তাঁহার স্বদেশের নিকট হইতে অমর কবিতায় বিদায় গ্রহণ করিতেছেন !

Well—I am off, my dear Rajnarain! Heaven alone knows if we are to see each other again! But you must not forget your friend. It's a long separation;—four years! But what is to be done? Remember your friend and take care of his fame.

Being a poetaster, I would not think of bolting away without rhyming, and I enclose the result—and I hope the thing is,—if not good, at least *respectable*.

বঙ্গভূমির প্রতি

সোনাই, সন ১২৬৯ সাল, খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬২

My Native land Good-Night! *Byron.*

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে!
প্রবাসে, দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন ;—

কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা-জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!

Here you are, old Raj—All that I can say is—

"মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।"

Praying God to bless you and yours and wishing you all success in life.

I remain,
Ever your affectionate friend
Michael M. S. Dutt.

পত্নী, পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশীয় বন্ধুবর্গের নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণ করিয়া, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন, ক্যাণ্ডিয়া (*S. S. Candia*) নামক জাহাজে মধুসূদন য়ুরোপ-যাত্রা করিলেন। যে ইংলণ্ড-গমনের উৎকট বাসনা আশৈশব তাঁহার হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইয়া ছিল, বিধাতার বিধানে সে আকাঙ্ক্ষা, সে তৃষা, এতদিনে নিবৃত্ত হইতে চলিল। নিজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সঙ্কল্প-সাধনে দৃঢ়ব্রত মধুসূদন কিছুতেই পশ্চাদ্পদ হইবার পাত্র ছিলেন না। সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও গন্তব্যপথে উপনীত হইতে কখনও তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই। যখন কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইত, তখনই তিনি সেই উদ্দেশ্যকে ধ্রুব-তারার ন্যায় সম্মুখে রাখিয়া সবেগে অগ্রসর হইতেন; হিমাদ্রিসদৃশ বাধাবিঘ্ন গন্তব্যপথ রোধ করিলেও, বজ্রতেজদীপ্ত মধুসূদন পাষাণ-বক্ষ নির্ম্মুক্ত নির্ঝরের ন্যায় নিবিড়-কানন-কান্তার ভেদ করিয়া, স্বীয় লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতেন! সেই প্রচণ্ড প্রবাহকে অন্যপথে ফিরাইতে কাহারও সাধ্য ছিল না।

য়ুরোপে গিয়া ব্যারিষ্টার হইবার অভিলাষ এবং য়ুরোপের প্রসিদ্ধ ভাষা-সমূহে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার বলবতী স্পৃহা বহু দিন হইতেই মধুসূদনের হৃদয়ে নিহিত ছিল। কিন্তু বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে তিনি এতদূর নিমগ্ন ও আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন যে, কিছুকালের জন্য সে বাসনা প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার হৃদয়-কন্দরে

লুক্কায়িত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন না করিয়া তিনি অন্য কিছুই করিবেন না, এমন অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, অর্ণবপোতে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন,—

You must not fancy, old boy, that I am a traitor to the cause of our native Muse. If it hadn't been for the extraordinary success the new verse has met with, I should have certainly delayed my departure, or not gone at all. I should have stood at my post manfully. But an early triumph is ours, and I may well leave the rest to younger hands, not ceasing to direct their movements from my distant retreat.

ভারতের প্রবাল-উপকূল-ও স্বর্ণরেণুনিভ বালুকাময় বেলাভূমি পরিত্যাগ করিয়া অর্ণবপোত 'ক্যাণ্ডিয়া' উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল সুনীল সাগর-বক্ষে আসিয়া পড়িল। তাঁহার চিরপরিচিত মান্দ্রাজের বিচিত্র প্রদেশ অতিক্রম করিয়া যখন জাহাজ সিংহলের নারিকেল-কুঞ্জকাননশোভিত বন্দরে রাত্রিতে নঙ্গর করিয়াছিল, তখন মধুসূদনের কবি-হৃদয় বৈদেহীর দুঃখস্মৃতিতে করুণোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল— রামায়ণের পুণ্যকাহিনী তাঁহার চিত্ত বিলোড়িত করিয়াছিল। তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসে নাই। এই স্মৃতির উল্লেখ করিয়া তিনি 'রামায়ণ'-শীর্ষক কবিতায় পরে লিখিয়াছিলেন ;—

সাধিনু নিদ্রায় বৃথা সুন্দর সিংহলে।—
স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ-রূপ ধরি,
বসিলা শিয়রে মোর ; হাতে বীণা করি,
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জ্বলে,
যাহে আজু আঁখি হতে অশ্রু-বিন্দু গলে !

ক্রমে কত সমুদ্র ও বিশ্রুতকীর্ত্তি প্রদেশসমূহ অতিক্রম করিয়া জাহাজ য়ুরোপাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। বন্ধুর-শৈলসঙ্কুল মাল্টা দ্বীপ অতিক্রম করিয়া সুহৃদবৎসল মধুসূদন *S. S. Ceylon* নামক জাহাজ হইতে আবাল্য-সুহৃদ গৌরদাসকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন ;—

S. S. Ceylon, off Malta,
Friday, 11th, July, 1862.

My. dear Gour,

I sit down to scribble a few lines to you, my good old friend, from on board the good steamship 'Ceylon'—quite a fairy-castle afloat, my Boy. You have no idea of the magnificence that characterises almost every thing on board. The saloon is worthy of a palace, the cabins fit for Princes. But of all that by and bye —when I am in England and able to afford time for an elaborate description of the voyage. I am at this moment floating down the famous Mediterranean sea with the rocky coast of north Africa in view! Yesterday we were at Malta, last Sunday at Alexandria. In a few days more, I hope, we shall be in England. Just 32 days ago, I was in Calcutta! Is not this travelling with wonderful rapidity? But the journey has its dark side also. Patience, my Friend, and you will hear everything. I intend drawing up a long account of the trip for the 'Indian Field' and asking the Editor to send you a copy of his paper, in case you are no subscriber to it. What are you doing with yourself, old Fellow? I wish I had half a dozen of our countrymen on board. we would form a party by ourselves. Do you know where our Harry is? If so, kindly remember me to him. Don't reply to this till you hear from me from England. As soon as I get there, I shall give you my address; then you can fire away to your heart's content, though, I fear, I shouldn't have much time to devote to my friends, for, I am bent upon learning my profession and winning honours.

এই পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মধুসূদন তাঁহার সমুদ্র-যাত্রার বিস্তৃত কাহিনী "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" পত্রে লিখিবেন, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে তিনি তাঁহার সমুদ্র-যাত্রা-কাহিনীর কতকাংশ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য।

ক্রমে ভূমধ্যসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জ এবং নীলোর্ম্মিচুম্বিত স্পেন দেশের উপকূল অতিক্রম করিয়া জিব্রাল্টার অভিমুখে গমনকালীন মধুসূদন উক্ত পত্রখানি সমাপ্ত করিয়াছিলেন;

Off the coast of Spain, Sunday.

I have suffered this letter to lie idle these two days: but I must finish it to-day. We expect to be at Gibralter to-morrow

morning and I must despatch it from that station. You cannot imagine how calm the sea is to-day ; it is, for all the world, like our own Hooghly. The weather is some what like the middle of November with us, neither very cool nor very hot. I thouht we should find it much colder. But people say, it will be different when we get into the Atlantic and the famous Bay of Biscay ! As for news, I have scarcely any to give you now, though I hope to satisfy you when I get to London. I assure you, I can scarcely believe that I am every minute nearing that land of which I have thought so much even from my boy-hood. But truth is stranger than fiction !—Let me now hasten to conclude, but not before I have assured you, how sincerely, I am, my dear Gour, ever yours affectionately—

ক্রমে পর্ত্তুগালের রাজধানী চিত্রপ্রতিম লিস্‌বন নগরী, বাত্যা-ঝটিকাবিক্ষুব্ধ বিস্কে উপসাগর (Bay of Biscay) এবং আটল্যান্টিক মহাসমুদ্র প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষার্দ্ধভাগে মধুসূদন ইংলণ্ডে উপনীত হইলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার আশৈশবপোষিত তীব্র আকাঙ্ক্ষা এতদিনে পূর্ণ হইল।

প্রথম-প্রথম নিঃসঙ্গ ইংলণ্ড-প্রবাসে মধুসূদন বড়ই নির্জ্জনতা বোধ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি একদিন কোন ইংরেজ বন্ধুকে বলিয়াছিলেন "The wildness of solitudes in London is more apalling than that of a desert."

ব্যারিষ্টারি-ব্যবসায় শিক্ষার অভিপ্রায়ে মধুসূদন তথাকার গ্রেজ ইন্ (Gray's Inn) নামক ব্যারিষ্টার-সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যবহার-শাস্ত্র (Law) অধ্যয়নে নিরত হইলেন ; এবং কিছুদিন শান্তচিত্তে একাকী সুদূর প্রবাসে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিশ্ববিধাতা মধুসূদনের ভাগ্যে শান্তি ও সুখ লিখেন নাই। ধনীপুত্র ও বাগ্‌দেবীর বরপুত্র হইলেও তাঁহার সমগ্র জীবনে অভাব ও অনাটন কখনও ঘুচে নাই। কত সময়ে কত টাকা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও শান্তচিত্ত হন নাই। বাহিরে হর্ষোৎফুল্ল ও সতত আমোদপ্রিয় হইলেও অমিতব্যয়িতা-বশতঃ সময়ে-সময়ে অভাবের উৎপীড়নে তিনি অধীর হইয়া পড়িতেন। যাহা হউক, তাঁহার য়ুরোপ-প্রবাস চিরউদ্বেগময় করিবার নিমিত্ত এক অশ্রুতপূর্ব্ব ও অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটিল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মধুসূদনের তালুকের পত্তনীদার ও প্রতিভূগণ ব্যবস্থামত, মধুসূদনকে নিয়মিত অর্থ য়ুরোপে প্রেরণ করিবেন এবং কলিকাতায় তাঁহার পত্নী-পুত্র-কন্যাকে মাসিক দেড়শত করিয়া টাকা দিবেন। তাঁহারা প্রথমতঃ কিছুদিন নিয়মমত কার্য্য করিয়া মধুসূদনকে আর অর্থ প্রেরণ করিলেন না; তাঁহার পত্নীকেও নির্দ্দিষ্ট মাসিক অর্থ প্রদান করিলেন না। সুদূর ইংলণ্ডে মধুসূদন, এবং ভারতে তাঁহার পত্নী হেন্‌রিয়েটা, পুত্র-কন্যাসহ মহাবিপদে পতিত হইলেন। অভাগিনী হেন্‌রিয়েটা ইহার কোন প্রতিকার করিতে না পারিয়া, অবশেষে কোন উপায়ে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া, পুত্র-কন্যাসহ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে, ইংলণ্ডে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। এই আকস্মিক ব্যয়বাহুল্যে মধুসূদন অধিকতর বিপন্ন হইয়া পড়িলেন।

মধুসূদন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে সপরিবারে ফ্রান্স রাজ্যের রাজধানী প্যারিস নগরে গমন করেন। পরে ভরসেল্‌সে বাস করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের অপেক্ষা ফরাসী দেশের নাতিশীতোষ্ণ জল-বায়ু তাঁহার পত্নীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল বলিয়া এবং য়ুরোপীয় বিবিধ ভাষা শিক্ষার সুবিধা হইবে ভাবিয়া, মধুসূদন আইন অধ্যয়নের অবকাশকালে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রায় এক বৎসরকাল ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার য়ুরোপের ব্যয়-নির্ব্বাহের নির্দ্দিষ্ট মাসিক অর্থ প্রেরিত না হওয়াতে মধুসূদনের বিপদের অবধি রহিল না। সেই স্বজনবর্জ্জিত দেশে কে তাঁহাকে সাহায্য করিবে? দোকানদারগণ তাহাদের প্রাপ্য অর্থ না পাওয়াতে, তাঁহার আহার্য্য প্রভৃতি প্রেরণ করিল না! তিনি প্রথমতঃ উপায়ান্তরের অভাবে গৃহসজ্জোপকরণ, পত্নীর আভরণ, পুস্তকাদি, তৈজস-পত্র প্রভৃতি, এমন কি তাঁহার কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রদত্ত রৌপ্যনির্ম্মিত সুন্দর পান-পাত্রটি পর্য্যন্ত সরকারী বন্ধকী-আফিসে প্রেরণ করিয়া পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছদনের উপায় করিয়াছিলেন। শেষে যখন কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, তখন নানাস্থান হইতে ঋণ করিয়া, ঋণজালে বিজড়িত হইয়া পড়িলেন।

পত্তনীদার ও প্রতিভূগণ কেন তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রেরণ করিতেছেন না, তাহার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া, মধুসূদন, তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ও প্রধান প্রতিভূ রাজা দিগম্বর মিত্রকে ক্রমাগত পত্র লিখিতে লাগিলেন। যখন উপর্য্যুপরি আটখানি পত্র লিখিয়া, একখানি ব্যতীত কোন পত্রেরই উত্তরই পাইলেন না, তখন

মহানৈরাশ্যে প্রত্যুৎপন্নমতি মধুসূদন, ভরসেল্‌স নগর হইতে 'বঙ্গকুলচূড়া' পণ্ডিতকুল-শিরোমণি, সুহৃত্তম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন, নিজের বিপন্ন অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া একখানি মর্ম্মন্তুদ পত্র লিখিলেন।

মধুসূদন সুদূর য়ুরোপে অর্থাভাবে যে লোমহর্ষণ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহা বঙ্গদেশবাসীর ধারণা করিবার শক্তি নাই। অসীম-সহিষ্ণু, অমিত শক্তিশালী, প্রতিভাবান পুরুষ বলিয়াই তিনি সপরিবারে কোন উপায়ে দুস্তর বিপদ সাগর পার হইয়া কূলে উঠিয়াছিলেন। সপরিবার ত দূরের কথা, একাকী হইলেও যে-কোন ভারতবাসী সেই বিপদ-সঙ্ঘাতে ধূলি ধূসরিত ও চূর্ণ হইয়া যাইতেন! যখন তিনি তরুণ যুবক, যখন বিশপস্ কলেজে তাঁহার পিতা মাসিক অর্থ-সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, যখন ফ্রেডারিক হ্যালিডে তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, যখন স্বদেশ-বাসী কাহারও সহানুভূতি না পাইয়া আত্মাভিমানী মধুসূদন একাকীই ভাগ্য-পরীক্ষার নিমিত্ত সুদূর মাদ্রাজ গমন করিয়াছিলেন, তখন ত কোন প্রতিকূল অবস্থাতেই তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া কাহারও দিকে লক্ষ্য করেন নাই। আর আজ এই অপরিচিত সুদূর য়ুরোপে সেই মধুসূদনই বিপদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গদেশের নব্যকবিকুলের শিরোমণি—তিনি কাহারও নিকট অপরিচিত ছিলেন না। বঙ্গদেশে তাঁহার পরিচিত অনেক ধনকুবের রাজা-মহারাজারও অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু মহাপ্রাণ মধুসূদন, মহাপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই একমাত্র 'শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণ' জানিয়াই সকলকে বিস্মৃত হইয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

দয়াবতার বিদ্যাসাগর মধুসূদনের পত্র পাইয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার একজন সম্ভ্রান্ত স্বদেশী-বন্ধু সুদূর য়ুরোপে ভীষণ বিপদে পতিত হইয়াছেন, এ সংবাদে কি বিদ্যাসাগর কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি তৎক্ষণাৎ মধুসূদনের বিপন্মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রতিভূদিগের হিসাব-নিকাশ করিয়া অর্থ-সংগ্রহে বিলম্ব ঘটিবে বুঝিয়া, তিনি নিজে ব্যবস্থা করিয়া, প্রথমে মধুসূদনকে দেড় হাজার টাকা পাঠাইয়া দিয়া, তাঁহাকে আসন্ন-মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিলেন। পরে ক্রমাগত অর্থ-প্রেরণ করিয়া, মধুসূদনের সঙ্কল্পসিদ্ধি করাইয়া, প্রায় পাঁচ বৎসর পরে বিদ্যাসাগর, মধুসূদনকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছিলেন।

মধুসূদন অর্থাভাবে সেই সুদূর প্রবাসে কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিদ্যাসাগরকে-লিখিত পত্রাবলী পাঠে অবগত হওয়া যায়। তাঁহার লিখিত পত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দিহান মধুসূদন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন, লিখিতেছেন,—

I send this letter to you through Pran Kissen Ghose of Police Office, for misfortune and suffering have made me suspicious, and who knows, if my last two letters have found you? Alas! my dear friend, I cannot possibly expect to hear from you before the middle or end of August next, even if you do not let grass grow under your feet after receiving my letters, and go to work with all the energy you possess. How shall I manage to bridge over the gulf that yawns between us and the joyful day when I shall hear from you? If we perish, I hope, our blood will cry out to God for vengeance against our murderers. If I had not little helpless children and my wife with me, I should kill myself, for there is nothing in the instrument of misery and humiliation, however base and low, which I have not sounded! God has given me a breave and proud heart, or it would have broken long ago!

* * * * * *

I hope, I shall not have to cry out with Ram in my poem of Meghanad, 'বৃথা হে জলধি আমি বাঁধিনু তোমারে।'

* * * * * *

I hope you will write to me in France and that I shall live to go back to India and tell my countrymen that you are not only Vidyasagara, but Karunasagara (করুণাসাগর) also.

এই সময়ে বাড়ীভাড়া দিতে না পারায়, তাঁহার বাড়ীওয়ালা তাঁহাকে বিষম উত্যক্ত করিয়াছিল। কিন্তু দৈবযোগে রেলগাড়ীতে একটি ফরাসী যুবতী, মধুসূদনের সহিত আলাপ পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া, স্বয়ং মধুসূদনের সহিত তাঁহার বাড়ীওয়ালার নিকট গমন করিয়া, তাহাকে মধুসূদনের লণ্ডনস্থ কোন বন্ধুর জামিন লইতে রাজী করাইয়া এবং তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিয়া, বিপদমুক্ত করিয়াছিলেন।

আর একদিন কঠোর অনশনে প্রপীড়িত হইয়া, মধুসূদন, ভরসেল্‌সের জনৈক ইংরাজ পাদরীর নিকট হইতে ২৫ ফ্রাঙ্কস্ ঋণগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

য়ুরোপে অর্থাভাবে মহাবিপন্ন হইয়া মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে লিখিত পত্র-

সমূহের অনেক স্থলে তাঁহার পত্তনীদার ও প্রতিভূগণের প্রতি প্রযুক্ত ভাষায় সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। সপরিবারে অনশনে তাঁহাদের প্রাণ-বিয়োগের উপক্রমের অবস্থা বিবেচনা করিলে সকল সময়ে তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে তাঁহার বিদ্যাসাগরকে-লিখিত পত্র হইতে আমরা এইরূপে দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম ;—

February and March, April and the first part of May are gone and yet not a penny! My God! have these men conspired among themselves to make me perish in Europe?

এই পত্রের একস্থলে মধুসূদন লিখিতেছেন ;—

Though I did not think it necessary to attempt a justification of the language I had used with referernce to M—h, I felt certain that you would soon find out the real nature of the man; he is mean, avaricious, and fain-hearted; a Bengalee of the class now happily passing away. As for D—, he is, as you say, rich and great. I have too high a notion of myself to envy him as a man; though I am too poor to despise his wealth! But away with him—not to the hangman; but to silent contempt!

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই-এর পত্রে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে লিখিতেছেন ;—

I have lost all the terms of this year, and unless you send me money I shall not be able to return to England by November to keep my Michaelmas term.

I hope, my dear Friend, you will not listen to anything the people there may have to say to you. I know my own affairs better than any body else, and I assure you I must have money raised on my property without delay.

* * * * * *

You know the English proverb—"A burnt child dreads fire,"—Or our own one—"He whose mother has been eaten up by an alligator dreads even a ঢেঁকি!" My friends in Calcutta have frightened me out of all courage! I really cannot leave myself, my prospects in life, perhaps my very exitence under their power! This will be forwarded to you by my friend I. C. Bose.

এই শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইয়াও, মধুসূদন তিনটি য়ুরোপীয় ভাষা-

শিক্ষাকল্পে তাঁহার দুর্ব্বিষহ প্রবাস-বাসের কিরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার য়ুরোপ হইতে লিখিত পত্রাবলী হইতে জানা যায়। ভারতবর্ষে অবস্থান-কালে মধুসূদন ইংরাজি, লাটিন, গ্রীক, হিব্রু, তেলেগু, তামিল, পার্সী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার কিরূপ অধিকার ছিল, তাহাও যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। য়ুরোপে আসিয়া ফরাসী ও ইটালীয় ভাষায় তিনি এতদূর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন যে, ঐ দুইটি ভাষাতে সুন্দর কবিতা রচনা ও পত্র-বিনিময় করিতেন। শেষে তিনি জার্ম্মান ভাষা শিক্ষা করেন। স্প্যানিস ও পর্ত্তুগীজ ভাষা শিখিবার তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু অবকাশাভাবে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহার নূতন-নূতন ভাষা শিক্ষার কথা, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ হইতে আমরা জানিতে পারি। মধুসূদন ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিতেছেন ;—

Though I have been very unhappy and full of anxiety here, I have very nearly mastered French. I speak it well and write it better. I have also commenced Italian and mean to add German to my stock of knowledge,—if not Spanish and Portuguese, before I leave Europe.

১১ই জুলাই তারিখে ভরসেলস্ হইতে তিনি বিদ্যাসাগরকে লিখিতেছেন,—

I hope to be a capital sort of European scholar befor I leave Europe. I am getting on well French and Italian. I must commence German soon. Spanish and Portuguese will not be difficult after Latin, French and Italian. You cannot imagine what beautiful poetry there is in Italian. Tasso is really the Kalidas of Europe. I wrote a long letter in Italian to Satyendra the other day, but he has replied in English. I wonder why ; I know he did a little Italian last year.

সঙ্কলিত পত্রাংশ-সমূহ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কিরূপ অমানুষিক পরিশ্রমে ও প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের সহিত মধুসূদন য়ুরোপীয় বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। শুধু ভাষা শিক্ষা করিয়াই তিনি নিরস্ত হন নাই,—একখানি ইংরাজি কাব্য এবং বাঙ্গালা ভাষায় 'সুভদ্রাহরণ', 'দ্রৌপদীস্বয়ম্বর' ও 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে'র পুনর্লিখন প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়াভাবে সে গুলি সম্পূর্ণ হয় নাই। বস্তুতঃ, আইন অধ্যয়ন ভাষা-শিক্ষা, এবং

বিশেষতঃ সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিতে তাঁহার এত সময় ব্যয়িত হইয়াছিল যে, তাঁহার চক্ষের পলক ফেলিবার অবকাশ ছিল না।

কোন-কোন প্রাচীন রীতির অনুবর্ত্তী পণ্ডিত-সমালোচক এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক ও রচয়িতা হইলেও, বোধ হয়, বঙ্গদেশের চিরাদৃত পয়ার ছন্দ লিখিতে সমর্থ নহেন। সেই কারণেই, সম্ভবতঃ, মধুসূদন 'দ্রৌপদীস্বয়ম্বর' নামক কাব্যখানির কোন-কোন স্থল, পয়ার ছন্দে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মধুসূদন কিরূপ সুন্দর পয়ার রচনা করিয়াছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত কাব্যাংশের শেষ কয়টি ছত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল ;—

ভারত-বৃত্তান্ত

দ্রৌপদীস্বয়ম্বর

Versailles, *9th September 1863.*

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ পরাভবি রণে
লক্ষ রণসিংহ শূরে পঞ্চাল নগরে
লভিলা দ্রুপদবালা কৃষ্ণা মহাধনে,
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধি দেববরে,—
গাইব সে মহাগীত। এ ভিক্ষা চরণে,
বাগ্দেবি! গাইব মা গো নব মধুস্বরে,
কর দয়া, চিরদাস নমে পদাম্বুজে,
দয়ায় আসরে উর, দেবি শ্বেতভুজে!
*   *   *   *
বিঁধিলা লক্ষ্যেরে পার্থ, আকাশে অপ্সরী
গাইল বিজয় গীত, পুষ্পবৃষ্টি করি
আকাশসম্ভবা দেবী সরস্বতী আসি
কহিলা এ সব কথা কৃষ্ণারে সম্ভাষি।
লো পঞ্চালরাজসুতা কৃষ্ণা গুণবতী,
তব প্রতি সুপ্রসন্ন আজি প্রজাপতি।
এতদিনে ফুটিল গো বিবাহের ফুল।
পেয়েছ সুন্দরি! স্বামী ভুবনে অতুল।

চেন কি উঁহারে উনি কোন্ মহামতি,
কতগুণে গুণবান্ জান কি লো সতি ?
না চেনো না জানো যদি শুন দিয়া মন,
ছদ্মবেশী উনি ধনি, নহেন ব্রাহ্মণ।
অত্যুচ্চ ভারতবংশ শিরে শিরোমণি
কুন্তীর হৃদয়-নিধি বিখ্যাত ফাল্গুনি।
ভস্মরাশি মাঝে যথা লুপ্ত হুতাশন
সেইরূপ ক্ষত্রতেজ আছিল গোপন।
আগ্নেয় গিরির গর্ভ করি বিদারণ
যথা বেগে বাহিরয় ভীম হুতাশন,
অথবা ভেদিয়া যথা পূরব গগন
সহসা আকাশে শোভে জ্বলন্ত তপন,
সেইরূপ এতদিনে পাইয়া সময়,
লুপ্ত ক্ষত্রতেজ বহ্নি হইল উদয়।

দ্রৌপদীস্বয়ম্বর কাব্য মধুসূদন আবার অমিত্রচ্ছন্দেও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু পরে তিনি তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া সুভদ্রা-হরণে পরিণত করেন। প্রথমে কাব্যের প্রারম্ভে তিনি সরস্বতী-বন্দনার সহিত ব্যাসদেবকেও বন্দনা করিয়াছিলেন। পরে ব্যাস-বন্দনা অপসারিত করিয়া, কবি, সরস্বতী-বন্দনা, সুভদ্রা-হরণের প্রথম সর্গে সন্নিবিষ্ট করেন ; ব্যাস-বন্দনাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; এ আহ্বান অতীব আন্তরিক ও আকুলতা-ব্যঞ্জক।

সত্যবতীসুত কবি, হে গুরু, ভারতে
কবিতা-সুধার-সরে বিকচিত চির
কমল দ্বিতীয় তুমি ; কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমে চরণে দাস, দয়া কর দাসে।
হায়, নরাধম আমি ! ডরি গো পশিতে
যথায় কমলাসনে আসীনা দেউলে
ভারতী ; তেঁই হে ডাকি দাঁড়ায় দুয়ারে
আচার্য্য। আইস শীঘ্র দ্বিজোত্তম সূরি !
দাসের বাসনা, ফুলে পূজি জননীরে,
বর চাহি দেহ ব্যাস, এই বর মাগি !

এতদ্ভিন্ন, মধুসূদন সীতাচরিত্র অবলম্বন করিয়া 'Queen Seeta' নাম দিয়া একখানি ইংরাজি কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। "মেঘনাদবধ কাব্যে" যাঁহার অতুলনীয় চরিত্র বর্ণনা করিয়া তিনি বঙ্গবাসীকে যে সুবিমল তৃপ্তি-দান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ য়ুরোপীয় সুধী-সমাজকে সেই চরিত্র-মহিমা জ্ঞাত করিতে তাঁহার প্রবল অভিলাষ জন্মিয়াছিল। সেই অপূর্ব্ব কাব্য কিয়দংশ রচিত হইবার পরেই তিনি গ্রহবৈগুণ্যে বিপন্ন হইয়া, রচনা-কার্য্যে আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। আমরা সীতা কাব্যের প্রস্তাবনাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

QUEEN SEETA.

PROLOGUE.

The golden chariot slowly rolled along
The woodland path, shedding, on all around,
A golden glory, like a setting sun ;
And as it rolled along, there came a voice,—
A Voice of woe, athwart the murmuring stream,
Commingling with its own—low, soft and sweet :
And thus it said "Ah me ! O Royal Lord
And dost thou forsake me ? Am I then
Abandoned ? Woe is me ! This is no dream,
No mockery of fancy ! Lo ! I see
The fading splendour of the golden chariot ;
Its silken banner fluttering midst the trees
Like a flash of lightning ! Lo ! I see
The skiff that ferried me from yonder bank
Deserted ? There it glides adown the stream,
How like the crescent moon along the sky !"

য়ুরোপে আরব্ধ "সুভদ্রা-হরণ কাব্য"খানির প্রারম্ভ এইরূপ ;—

সুভদ্রা-হরণ

প্রথম সর্গ

কেমনে ফাল্গুনি শূর স্বগুণে লভিলা
পরাভবি যদু-বৃন্দে চারু-চন্দ্রাননা
ভদ্রায় ;—নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসি-জনে,

বাগ্দেবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি, স্তুতি ; না জানি কি কয়ে,
আরাধি, হে বিশ্বারাধ্যে, তোমায় ; না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে !
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার ? কৃপা করি, উর গো আসরে।
আইস, মা, এ প্রবাসে, বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহ-জ্বালা ! বিহঙ্গম যথা,
কারাবদ্ধ পিঁজিরায়, কভু কভু ভুলে
কারাগার-দুঃখ, স্মরি নিকুঞ্জের স্বরে !
ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চভাই পাঞ্চালীরে লয়ে
কৌতুকে করিলা বাস ! আদরে ইন্দিরা
(জগত-আনন্দময়ী) নব রাজ-পুরে
উরিলা ; লাগিল নিত্য বাড়িতে চৌদিকে
রাজ-শ্রী, শ্রীবরদার পদের প্রসাদে !—
এ মঙ্গল বার্ত্তা পেয়ে নারদের মুখে
শচী, বরাঙ্গনা দেবী, বৈজয়ন্ত-ধামে
রুষিলা। জ্বলিল পুনঃ পূর্ব্বকথা স্মরি,
দাবানল-রূপ রোষ হিয়া-রূপ বনে,
দগধি পরাণ তাপে ! "হা ধিক্ !" ভাবিলা—
বিরলে মানিনী মনে—"ধিক্ রে আমারে !
আর কি মানিবে কেহ এ তিন ভুবনে
অভাগিনী ইন্দ্রাণীরে ? কেন তাকে দিলি
অনন্ত-যৌবন-কান্তি, তুই, পোড়া বিধি ?
হায়, কারে কব দুখ ? মোরে অপমানি,
ভোজ-রাজ-বালা কুন্তী—কুল-কলঙ্কিনী
পাপিয়সী—তার মান বাড়ান কুলিশী ?
যৌবন-কুহকে, ধিক্, যে ব্যভিচারিণী
মজাইল দেবরাজে, মোরে লাজ দিয়া।
অর্জ্জুন—জারজ—তার ; নাহি কি শকতি
আমার—ইন্দ্রাণী আমি—মারি সে অর্জ্জুনে.

এ পোড়া চখের বালি ?—দুর্য্যোধনে দিয়া
গড়াইনু জতুগৃহ ; সে ফাঁদ এড়ায়ে
লক্ষ্য বিঁধি, লক্ষ্যরাজ বিমুখি সংগ্রামে।
পাঞ্চালীরে মন্দমতি লভিল পঞ্চালে।
অহিত সাধিতে, দেখ, হতাশ হইনু
আমি, ভাগ্য-গুণে তার !—কি ভাগ্য ! কে জানে
কোন্ দেবতার বলে বলী ও ফাল্গুনি ?
বুঝি বা সহায় তার আপনি গোপনে
দেবেন্দ্র ! হে ধর্ম্ম, তুমি পার কি সহিতে
এ আচার চরাচরে ? কি বিচার তব !
উপপত্নী কুন্তীর জারজ পুত্র প্রতি
এত যত্ন ? কারে কব এ দুখের কথা—
কার বা শরণ, হায়, লব এ বিপদে ?”
কঙ্কণ-মণ্ডিত বাহু হানিলা ললাটে
ললনা ! দুকূল সাড়ী তিতি গলগলে
বহিল আঁখির জল, শিশির যেমতি,
হিমকালে পড়ি আর্দ্রে কমলের দলে।

এই কাব্যের প্রারম্ভ কি মনোহর ! ইহার ভাষা যেমনি স্বচ্ছ তেমনি সরল !—কিন্তু হায়, সুভদ্রা-হরণের কিয়দংশ লিখিয়াই মধুসূদন বুঝিতে পারিলেন যে, এই কাব্য সম্পূর্ণ হইবার আশা আর নাই। ইহার রচনাকালে তিনি অর্থাভাব-জনিত মানসিক অশান্তিতে এতদূর প্রপীড়িত হইয়াছিলেন যে, সে অবস্থায় কল্পনাদেবীর অনুগ্রহ-লাভ সম্ভবপর নহে বিবেচনা করিয়া মধুসূদন, নিম্নোদ্ধৃত চতুর্দ্দশপদী কবিতায় একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া, সুভদ্রা-দেবীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন,—

তোমার হরণ গীত গাব বঙ্গাসরে
নব তানে, ভেবেছিনু, সুভদ্রা সুন্দরি ;
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরী
শুখাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে !
ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে
না দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী ?

ঘৃতাহুতি না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে,
ম্রিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পরিহরি,
বৈশ্বানর ! দুরদৃষ্ট মোর, চন্দ্রাননে,
কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবানতর কবি, পূজি দ্বৈপায়নে,
ঋষি-কুল-রত্ন দ্বিজ, গাবে লো ভারতে
তোমার হরণ-গীত ; তুমি বিজ্ঞ জনে,
লভিবে সুযশঃ, সাঙ্গি এ সঙ্গীত-ব্রতে !

এইস্থলে মধুসূদন-সংক্রান্ত ফরাসী দেশের তিনটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইল।

প্যারিসের একটি সিয়েনেতে (Scene) একদিন একটি ফরাসী রমণী মৈস্মরী বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। মধুসূদনও সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। রমণীর চক্ষু দুটি বস্ত্রবেষ্টিত করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল ; তিনি উক্ত মৈস্মরী অর্থাৎ সম্মোহন-বিদ্যাপ্রভাবে জ্ঞানশূন্যা হইয়াছিলেন। মধুসূদন সেই মহিলাটিকে ফরাসী ভাষায় বলিলেন, 'আমার জননীর নামটি কি আপনি বলুন দেখি ?' তিনি উত্তরে বলিলেন 'জাহ্নবী দাসী।' মধুসূদন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় বলিলেন 'ও হইবে না, নামটি আপনাকে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়া দিতে হইবে ?' আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণজ্ঞানশূন্যা ফরাসী মহিলা, সেই চক্ষু-বাঁধা অজ্ঞানাবস্থায় তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালা অক্ষরে 'জাহ্নবী দাসী' লিখিয়া দিলেন।

মধুসূদন অবকাশকালে প্রায়ই ভরসেল্স্ নগরে চতুর্দ্দশ লুইয়ের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজোদ্যানে গমন করিতেন। উদ্যানমধ্যে বাপীতটে উপবিষ্ট হইয়া তিনি সন্তরণশীল মৎস্যকুল ও মরাল-মরালীদিগকে আহার্য্যপ্রদানে পুলকিত করিয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতেন।

একদিন প্যারিস নগরীর রাজপথে ভ্রমণকালে মধুসূদন দেখিলেন, ফরাসী-সাম্রাজ্যের সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী অশ্বারোহণে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। মধুসূদন তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র নিকটস্থ হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, Vive I, Empereur, Vive I, Emperatrice. রাজা ও রাণী উভয়ে আনন্দে মধুসূদনকে অভিবাদন করিলেন।

এইবার আমরা কতকগুলি অপ্রকাশিত পত্র হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, মহাকবির য়ুরোপ প্রবাসের মর্ম্মন্তুদ বিবরণ প্রদান করিব। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্টের পত্রে তিনি বিদ্যাসাগরকে লিখিতেছেন,—

You cannot imagine how unhappy I am !···But you must *save* me, my dear Vidyasagara ; for, if you do not send me *all* the money I want by October next, I shall lose another Term and remain buried in France as I am at this moment.

* * * *

In his letter of the 20th June, Digumber promised to send us a thousand Rupees in a month's time. All the mails of July reached Europe without a line from him, and we are drifting back again to the dangerous shore we had left behind ! Surely Digumber is not waiting to hear from me before sending the money. Does he not know that it is quite as safe to send money to Europe as it is to send money from one room to another in his own house ?···He sends me Rs. 800 and then shuts shop perhaps for months to come ! This is intolerable by God !

I have a 1000 Rs. in the Alipore Court. B. N. Mitter wrote to me in February last to say that he would send me that money "অতি ত্বরায়" ! This is August, and not a penny.

One Hurry Bannerjea of Kidderpore owes me 500 Rs.—not a word about that money from any one ! What am I to do !

* * * *

God help me ! My great hope now is in you, and, I am sure, you will not disappoint me. If *you* do, I must work my way back to India to commit one or two murders—*wilful* premeditated murders—and then be hanged !

18th. August, 1864.

The money, with which I have bought postage stamps for this letter, has been raised from a Pawn-Broker's office !

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিত মধুসূদনের অনেক পত্র, তাঁহার বিপন্ন-অবস্থা, পত্তনীদার ও প্রতিভূগণের নিয়মিত অর্থ প্রেরণে ঔদাস্য ও অবহেলা, সময়োচিত অর্থ-সাহায্য প্রেরণে কাতর ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহার তালুক ও আবাদ পত্তনী-দারের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া Land Mortgage Societyর নিকট বন্ধক

রাখিয়া প্রয়োজন মত ১৫০০০৲ টাকা সংগ্রহ, নিজের দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার—প্রভৃতি বিষয়ে পরিপূর্ণ। সে সকল বিবরণ এস্থলে উদ্ধৃত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে সে সকল পত্রে মধুসূদনের য়ুরোপ-প্রবাসের অনেক প্রয়োজনীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক কথা আছে। সুতরাং তাঁহার সে সময়ের অবস্থা-সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য বিষয়ক কতকগুলি উক্তি নির্ব্বাচন করিয়া আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

মধুসূদন, মনোমোহন ঘোষ ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন ;—

18th August, 1864.

Poor Monu has failed again, I am afraid he will not succeed, for the Examination has been made more difficult and his ignorance of Greek and Latin will always tell against him. I hope his failure will not discourage our countrymen. The fact is we ought to send to Europe not grown up youths, but young lads of 12 or 14. A preliminary English education is *absolutely* necessary. I suppose poor Monu will have to take to the Bar; * but then, the question is—has he abilities enough to succeed in that? Does he know English enough to address an English jury for hours in the teeth of English opposition without breaking down? I question very much even if Master Gyanendra Tagore can do it—though a better educated, more experienced and older man. I hope he will never return to India, for, if he does, he will be laughed at. I am truly sorry for Manomohun and have written to him to come to us in France and try and pick up some French and Italian.

ফ্রান্স রাজ্যের ডাকঘর ও পুলিসের সুব্যবস্থাসম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন ;—

I am sure, I need scarcely tell you, that money is always safe if sent in a registered letter and that there are fewer thieves and rogues in France than in any other country under the sun. The Police is so wonderfully clever and strict. Adieu!

মধুসূদন তাঁহার পত্তনীদার মহাদেবের ব্যবহারে অতিশয় বিরক্ত হইয়া বিদ্যাসাগরকে লিখিত পত্রে তাঁহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এ

* মনোমোহন ঘোষ প্রথমে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। শেষে ব্যারিষ্টার হইবার কল্পনা করেন।

সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় মধুসূদনকে অনুযোগ করিলে, তিনি প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন ;—

Versailles, France, 3rd October, 1864.

I must confess to you candidly that I feel a great deal troubled about the account with M. Chatterjea. I have given you a list of *all* the money he has yet paid me. I cannot and do not believe that he settled all accounts with me before I left India. I therefore hope that you will satisfy yourself on the subject. If you are satisfied I shall hold my tongue and retract all the hard words I have used with reference to Chatterjea.

এই পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন ঘোষের সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন,

You will have by this time seen Satyenadra Nath Tagore, the first covenanted civilian of pure native decent. Manomohan has been staying with us for sometime. He goes back to London next week to resume his studies. I think I have already told you that Satyendra's success has aroused the authorities here to make the examination much more difficult than before. Manomohan must take his chance. He is a good fellow and I wish him success for the sake of his old father as well as his own.

I am rather busy to-day so I cannot write to Baboo Digumber Mitter in reply to his last letter. I hope to do so by the next mail. Should you meet him kindly give him my compliments.

We are all doing well, thank God.

শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ মধুসূদন বহুদিন তাঁহার চিরবন্ধু গৌরদাস বসাকের লিখিত পত্রের উত্তর দিতে পারেন নাই। অনেক দিন মধুসূদনের কোন সংবাদ না পাইয়া, তাঁহার অনিষ্টাভিলাষী বিদ্বেষ্টাগণ, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ অলীক অপবাদ রটনা করিয়াছিল যে, তিনি কোন দুষ্কৃতির নিমিত্ত য়ুরোপে ফরাসী কারাগারে নীত হইয়াছেন। কলিকাতায় এ অপবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌরদাস বসাক প্রভৃতি মধুসূদনের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। গৌরদাস এই অপবাদের উল্লেখ করিয়া মধুসূদনকে পত্র লেখাতে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পত্রের প্রত্যুত্তরে তাঁহার প্রতি আরোপিত, ঈর্ষাকল্পিত অমূলক অপবাদের খণ্ডন করিয়া, নানা তথ্য-সম্বলিত যে পত্রখানি তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

12, Rue des Chantiers, Versailles, France.
Wednesday, 26th October, 1864.

My dear Gour,

I have received your kind and welcome letter and would have replied to it earlier but for ill-health. You amuse me vastly, for the reports to which you allude are absolutely unfounded and evidently owe their birth to some busy brain highly poetical in its constitution! My good friend, know that I am writing this letter to you, not from within the gloomy and frowning walls of a French prison, a modern "*Bastille*" but from a room elegantly fitted up with all the comforts (if not luxuries) of European civilization and so forth, and that I have done nothing in London of which even the most virtuous among my friends need be ashamed. The fellow, who has been concocting all these lies about me, reminds me of king Henry IV and I say to him, "Harry, the wish was father to the thought." The scoundrel, no doubt, wishes me all sorts of misfortunes; but I hope to disappoint him. I have too great a regard for myself to gratify his malignity. Can't afford, Sir, to be charitable and generous in this affair! I hope this will satisfy you, my lad, and other friends who take some interest in me.

You are, no doubt, anxious to know why I am here in France. I will tell you. London is not half so pleasant a place to live in as this country and its brutal climate does not agree with Mrs. Dutt's health, though I myself am strong enough for any country under the sun. Besides, here I have greater facilities for mastering French and Italian than there. To these two languages which I already read and write with great ease, I am going (in fact I have already begun) to add German. So that if you should ever see me again, you will find me a little more learned than I was when we last saw each other. I do not neglect the law altogether, but I have not yet commenced to word away *seriously* at it. I have neglected some terms, and will have to remain in Europe a little longer, but that is not to be regretted at all. I wish I could live here all the days of my life, with means to take occasional runs to India, to see my friends; but I am too poor for that, though you needn't have very large fortune to do all that. This is unquestionably the best quarter of the globe. I have better dinners for a few Francs than the Raja of Burdwan ever dreams of! I can for a few Francs enjoy pleasures that it would cost him *half* his enormous wealth to command,—no, even that would be too little. Such music,

such dancing, such beauty! This is the অমরাবতী of our ancestral creed. Come here and you will soon forget that you spring from a degraded and subject race. Here, you are the master of your masters! The man that stands behind my chair, when I dine, would look down upon the best of our princes in India. The girl that pulls off my muddy boots on a wet day, would scorn to touch our richest Rajah in India. Every one, whether high or low, will treat you as a man and not a "d—d nigger." But this is Europe, my Boy, and not India.

You date your letter from "Bagerhat." Is that বাগেরহাট on the banks of the beautiful কবতক্ষ, my own dear native river? I was born, you know, at সাগরদাঁড়ী, scarcely a couple of miles from this বাগেরহাট. I dare say you are very dull there, for the gentry in the neighbourhood are not educated enough to be fit companions for a man like you, but these are, and must continue to be for ages yet, the discomforts of a country-life in Bengal. I wish you a more lively station, my friend.

I have not written to Raj Narain for a long time, but he must not fancy that I have forgotten him or my other friends, such as our dear Hurry Dass and Sham. I always think of them. You know, Gour, what a bad correspondent I am.

I have had the honour of bowing to, and being bowed to, by the famous Emperor and Empress of the French and you will laugh to hear that I made myself almost hoarse by shouting "Vive l, Empereur, Vive l, Emperatrice."

Mrs. Dutt thanks you for thinking of her and begs to be remembered to you. Sarmistha is already quite French. If you should hear her rattle away, you would not believe that she was born on the muddy banks of the Hooghly. My son Milton (I suppose you have never seen him) is also getting on well. We had a beautiful daughter born here, but she did not live long. I am glad to hear that your son is getting on well. I wish to God, Gour, you would send him to Europe for his education. It would cost you about 2000 Rs. a year or less. The lad is sure to get into the Civil Service, but you must not delay longer. S. Tagore has succeeded, but take my word for it, no other native of India will get into the Service under similar circumstances. If you want your boy to get in, send him here while he is young enough to be *Europeanised*. I

am afraid the other young man, M. Ghose has but a poor chance before him. He works hard, but the examination is *terrible.* You ought to send your boy, especially, as I am going to leave my family behind in Europe for the education of my children. I am sure Mrs. Dutt will take great care of the little fellow. You know, she talks Bengalee. Think seriously over the matter and make a man of the lad. He will, if spared, thank you all the days of his life; what can you do for him in India? You are not going to leave him a great fortune, for a Deputy Magistrate is not likely to do that. Give him an European education. Let me know what you think on the subject in your next.

I intend to return to London soon to resume my legal studies, but when you write, address here, for I am going to leave my family in France.

I have not been doing much in the poetical line, of late, beyond imitating a few Italian and French things. The fit has passed away, and I do not know if it will ever come back again. You know I write by fits and starts.

Remember me to our good friends and believe me. My dear Gour, ever your affectionate P. S. I direct this, as desired by you, to the Asiatic Society. I forget the name of the Assistant Secretary. Is our friend G. L. Dutt still there? Pray, where and how is ভবানী? Do you see রাজেন্দ্র now and then?—Adieu.

বিদ্যাসাগর মহাশয় য়ুরোপে মধুসূদনকে সাধ্যমত সময়োপযোগী অর্থ প্রেরণ করিয়াও সকল সময়ে তাঁহার অর্থসাচ্ছল্য ঘটাইতে পারেন নাই। আমরা তাঁহার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিত পত্রাবলী হইতে এ সম্বন্ধে এবং মধুসূদনের য়ুরোপ-প্রবাসের অন্যান্য কতকগুলি কথা চয়ন করিতেছি।

12, Rue des Chantiers, Versailles,
France, 3rd November, 1864.

For reasons which I have, as I hope, sufficiently explained to you in one of my late letters, I wish to go to London alone,—I, therefore trust, that you will manage the matter so for me, that we might not again be driven to the stormy waters from which you have rescued us.

* * * *

We are on the eve of winter which threatens to be severe. You can have no idea of a European winter. This is still autumn and

yet I have a fire in my room and have got clothes on me that would form a tolerable 'মোট' in our country ! It is about six times colder than the coldest day in our coldest month ! Do you remember the line in ভারতচন্দ্র ?

বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী

What would he have said if he had been here ?

You must not fancy, my good Friend, that I am idling here. I have nearly mastered French and Italian and am going on *swimmingly* with German—all without any assistance from hired teachers. This German is a curious language. The alphabet as you know, I dare say, is not Roman. But of all this hereafter.

মনোমোহন ঘোষকেও তিনি তাঁহার জার্ম্মান ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—

As for my German studies, I can say without flattering myself that I have been successful. I have already opened the door. What a pleasure, my Boy ! Fancy ! I am going to read Gœthe, Schiller, and Weber and other authors whose good fame has filled the world. Do you know the song of Dryden ?

None but the brave
None but the brave
None but the brave
Deserves the fair.

It is a fine and charming language, a little hard, perhaps, but rich and full of energy. An Amazon, my Friend, is the most worthy lover of Theseus and not a little dwarf. *

বঙ্গদেশের ভীষণ আশ্বিনে-ঝড়ের সংবাদ পাইয়া, মধুসূদন, বন্ধুবর্গের নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, বিদ্যাসাগরকে লিখিতেছেন—

12, Rue des Chantiers, Versailles,
France. 26th November, 1864.

The accounts of the frightful storm which visited you on the 5th October last, have filled me with alarm. The Calcutta papers, as a matter of course, dwell more particularly on the European side of dismal picture and pass over the native portion with a slight

* মধুসূদন, মনোমোহন ঘোষকে অধিকাংশ পত্র ফরাসী ভাষায় লিখিতেন। মূল পত্রখানির ইংরাজি অনুবাদ মনোমোহন ঘোষের কৃত।

glance of apathy. The English papers follow suit. So that it is difficnlt to gucss what has really taken place! I hope all our friends have escaped the terrible visitation.

এই পত্রের শেষাংশে মধুসূদন লিখিতেছেন ;—

Knowing as I do, how your time is occupied, feel reluctant to trouble you ; but my apology is that of a desperate man : I have no one who apparently cares for me! If you abandon me, I must sink! Unless called to the Bar, I could never return to India, for, in the first place, what am I to do there? My miserable income * is too small for a man of my habits to live comfortably upon ; in the second place, such a step would make my enemies laugh, and I am sorry to see that I have many. Who are the rascals that are constantly giving currency to lying reports about me at Calcutta! They cannot be friends—of that I am certain.

কিছুদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্র না পাইয়া, চিন্তিত হইয়া, মধুসূদন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখে তাঁহাকে লিখিতেছেন,—

I can scarcely describe to you how anxious and troubled I feel at this moment. All recent news from Calcutta is apt to appeal even the stoutest heart and your long and unexpected silence makes matter worse for me.···You will have by this time (I hope) learnt from my late letters that I have lost the last 'Term' of the year, now hastening to complete its term of existence, and that all my money is over! Am I destined to experience again the horrors to which I was exposed by the merciless silence of Digumber Mitter about the beginning of the year? The idea is frightful! But do not fancy for a moment that I presume to reproach you. Far from it! I know how wise, thoughtful and kind and considerate you are ; and how precious your time is. But you must allow me to deplore my bad luck. I have lost a whole year in Europe ; and that is no trifling loss to a man, in my time of life, going to begin a new career.

---

* মধুসূদনের মাসিক আয় তখন সর্ব্বপ্রকারে ৫০০৲ টাকার ন্যূন হইবে না। কিন্তু সে টাকা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তগত হইত না ; সুতরাং তাঁহার বিলাত প্রবাসের ব্যয় কিছুতেই সঙ্কুলন হইত না ; ঋণ করিতে হইত।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রে, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিতেছেন ;—

I esteem the gentleman you name, and as they are not "great", they will feel for a "*Little*" man like me. The gentleman, who has offered to assist me, ought to know that men like you and me are above dirty actions, and that (humanely speaking) we are both still too young to bid adieu to this wicked world!

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে লিখিতেছেন—

Remember, my dear Friend, that by the time I receive a reply from you, it costs me about 750 Rs. to live—if not more! I pray you, make one great effort to free me and then go on at your ease.

এই পত্রে মধুসূদন তাঁহার ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিতেছেন ;—

I am making the very best use of my unfortunate exile and I think I may, without vanity say, that I know more languages than any Bengali now living.

মধুসূদন উপরিউক্ত পত্রে ফ্রান্সের তুষারপাত বর্ণনা করিয়াছিলেন ; তাহা এইরূপ ;—

The winter, this year, is very severe and yet at times you have days that night be called "hot." A few days ago, it snowed the whole night and the sight was splendid in the morning. Streets, house-tops, trees, gardens were all covered over with snow; one might say—if poetically disposed—that our "দুগ্ধ-সাগর" had overflowed its shores and inundated the country.

মধুসূদন য়ুরোপ হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে, তাঁহাকে স্বীয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করিবার জন্য, ওকালতনামা (Power of Attorney) লিখিয়া পাঠান ; কিন্তু লেখাটি তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী না হওয়ায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় পুনরায় মধুসূদনকে আর একটি ওকালতনামা লিখিয়া পাঠাইতে বলেন। মধুসূদন প্যারিসের কোন এটর্নীর দ্বারা পুনর্ব্বার ওকালতনামা লিখাইয়া তাঁহাকে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখের পত্রসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই পত্রের শেষাংশে লিখিয়াছিলেন ;—

Should the new 'Power' fail to satisfy, you must send me a telegraphic message and then write your letter in English and get me a certificate, (duly attested) from the Head Office of the

French Bank at Calcutta in French to say that I am a man of property and not a penniless adventurer. If you cannot or do not do all this, I shall be in the greatest distress imaginable! Why does not Chatterjea pay and settle his account? Kindly ask I. C. Bose & Co, to send me a *Punjika* for I have no notion of Bengali dates. Please tell them to address here.

কোন এক সময়ে ঋণদায়ে নিপীড়িত হইবার আশঙ্কায়, মধুসূদন কিছুদিন প্যারিসের একটি নিভৃত অংশে গোপনে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় ফরাসীদিগের মধ্যে অনেক ভদ্রলোক এবং পুলিশ কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে গুপ্তভাবে থাকিতে দেখিয়া, সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা নানা ধুন্দুপন্থ অর্থাৎ নানা সাহেব, ফ্রান্সে পলাইয়া আসিয়া প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছেন, এইরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই মধুসূদনের প্রকৃত পরিচয়ে তাঁহাদের সেই ভ্রমাত্মক সংশয় নিরসিত হইয়াছিল।

সেই প্যারিস নগরীতেই মধুসূদন, আর এক সময়ে অভাব-অনাটনে এতদূর পিপীড়িত হন যে, কোন প্রকারে শিশু দুইটির আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া স্বামি-স্ত্রীতে হয় তো কোন-কোন দিন উপবাস করিতেন। প্রতিবেশীরা মধুসূদনের এই নিদারুণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থার বিষয় তাঁহার পরিচারিকার মুখে অবগত হইয়া, তাঁহার অগোচরে, তাঁহার গৃহদ্বারে একটি টেবিলের উপর তাঁহাদের নিমিত্ত আহার্য্য সামগ্রী এবং শিশুগণের জন্য দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি রাখিয়া আসিতেন।* পাছে মর্য্যাদাহানির আশঙ্কায় মধুসূদন তাঁহাদের প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী প্রত্যাখ্যান করেন, এইজন্য একটি কার্ডের উপর তাঁহারা ফরাসী ভাষায় লিখিয়া দিতেন—"মহাশয়, আপনি এই দ্রব্যগুলি দয়া করিয়া গ্রহণ করিলে আমরা বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করিব।" কে কোন্ সময়ে অলক্ষ্যে তাঁহার গৃহে আহার্য্য রাখিয়া যাইতেছেন, মধুসূদন প্রথমতঃ তাহা জানিতে পারেন নাই। শেষে যখন মহৎহৃদয় ফরাসী জাতির এই অপূর্ব্ব, অযাচিত করুণার বিষয় তিনি জানিতে পারিলেন, তখন অসীম কৃতজ্ঞতায় তাঁহার নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার স্বদেশী, তথা-

* When he was in Paris, he was so much reduced for want of money that starvation looked at him broadly in the face, till his neighbours heard of his helplessness and gave him food, though without his knowledge, which enabled him to look up and return to London.—"*Lives of Eminent Men of Bengal*", by R. Ghosh.

কথিত বন্ধুগণের ব্যবহার—যাহা সেই সমুদ্রপারবর্ত্তী সুদূর প্রবাসে তাঁহার নিজের ও তাঁহার পত্নী-পুত্র-কন্যার জীবনান্ত করিবার উপক্রম করিয়াছে—আর অপরিচিত বিদেশীয় আগন্তুকের প্রতি সেই বিজাতীয়গণের এই দেব-আচরণ—ভাবিয়া, মধুসূদনের চিত্তে হর্ষবিষাদের যে কি সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা চিরকৃতজ্ঞ কবি তাঁহার 'সাংসারিক জ্ঞান' নামক কবিতায় উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে ?
স্বতরিতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে
সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে
কোন জন ? দেবে অন্ন অর্দ্ধমাত্র খায়ে,
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে ?

কিন্তু হায়, এত অরুন্তুদ যন্ত্রণাতেও তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় নাই—তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কখনও সাংসারিক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। তাই আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন ;—

উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে,
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি !

মহাকবি মধুসূদনের যদি "উদাসীন-দশা" না হইত, তাহা হইলে কি তিনি জীবনে কখনও এত ক্লেশভোগ করিতেন ? য়ুরোপে তিনি কি ক্লেশই না ভোগ করিয়াছিলেন ! বিষয়ী হইলে তিনি অনায়াসেই সুখসচ্ছন্দে তাঁহার সমগ্র য়ুরোপ-প্রবাস যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু হইল কি ? অর্থসম্বন্ধে অবিবেচনার ফলে তাঁহার প্রয়োজনোপযোগী অর্থ থাকিতেও য়ুরোপে অভাবের প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে তিনি চূর্ণপ্রায় হইয়াছিলেন ; তাই তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহার ভূসম্পত্তি (তালুক ও আবাদ) বিক্রয় করিবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন।*

* এ সম্বন্ধে আমরা একটি কথা গৌরদাস বসাকের লিখিত মন্তব্য হইতে উদ্ধৃত করিলাম ;—
He (Madhu) was reckless, extravagant, improvident and an

য়ুরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রদত্ত ঋণ শেষ পর্য্যন্ত স্বীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পরিশোধ করিয়াছিলেন।

মধুসূদন ইহার ছয় বৎসর পরেই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা, তাঁহার অসীম করুণা ও স্নেহের কথা, কিছুতেই বিস্মৃত হন নাই। তিনি তাঁহার নিকটে অপরি-শোধ্য ঋণে চিরঋণী হইয়া গিয়াছেন। য়ুরোপে থাকিতে থাকিতেই তিনি দুইটি কবিতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অসীম কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া, পরবর্ত্তী দুইটি অধ্যায়ে, আমরা তাঁহার য়ুরোপ-প্রবাসের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা বলিব।

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত-গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরুদল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে;
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

---

woeful spendthrift. But when he was thrown overboard by D—, he was worth 30000 Rs. and no wonder that he should insist on Vidyasagar to sell his property and save him. Vidyasagar could have easily sold that *Abad* which Mahadeb held in Patnee but refrained from doing the extreme step in hopes of leaving Madhoo free to do what he liked or thought best on his return to this country.…That *Abad* is now yielding the Proprietor Rs, 8000 a year. He (Madhu) could have lived like a Raja if he had not been in a hurry to run up in debts and sell all to gratify his extravagant habits.



মধুসূদন দত্ত

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

যুরোপ-প্রবাস—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

[১৮৬৫—১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ]

বহুদিন পূর্ব্বে জনৈক সমালোচক লিখিয়াছিলেন ;—

মধুসূদনের কবিতা!—মধুসূদনের কবিতা মৃতের সমাধিপূর্ণ, শুধু কথার তাজমহল নয়। মধুসূদন-নির্ম্মিত সেই সৌধের স্থানে স্থানে ইষ্টক বাহির হইয়াছে। ভিত্তি ভেদ করিয়া হয় ত বটবৃক্ষ উঠিয়াছে, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে জীবন্ত মানবের কোলাহলধ্বনি আইসে। মধুসূদন প্রাণহীন মর্ম্মরপ্রতিমা গড়েন নাই—গড়িয়াছেন যৌবনবিকসিতা সুন্দরী মানবী। মধুর কবিতা গৌড়-জনের সুখদুঃখের বারতা বহিয়া আনে—মধুর কবিতা মধুর মধুর হৃদয়ের প্রতিবিম্ব।

সমালোচকের কথা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। মধুসূদনের রচিত "চতুর্দ্দশ-পদী কবিতাবলী" প্রকৃতই গৌড়জনের সুখদুঃখের বারতা বহিয়া আনিতেছে। ইহাতেই মধুর মধুর হৃদয়ের মধুর আলেখ্য প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বাঙ্গালার আধুনিক কোন কবিতাবলীতেই সুদূর-অতীতের গৌড়গৃহের স্মৃতিবল্লী-বিজড়িত এমন কোমল-করুণ মর্ম্মস্পর্শী কবিতালহরী আর প্রবাহিত হয় নাই। প্রাচীন বাঙ্গালার সুধামাখা কবি-কথা এই কাব্যে যেমন শুনিতে পাই, তেমন অন্য কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পর এরূপ হিন্দুভাবানুপ্রাণিত কবিতা আর শ্রুত হইল না। বাঙ্গালার প্রত্যেক বস্তুতে হৃদয়ের এমন প্রগাঢ় অনুরাগ, আকর্ষণ ও সহানুভূতি—এমন সকরুণ মমতার দৃঢ়বন্ধন—এমন প্রেমের স্বতঃনিসৃত উচ্ছ্বাস আর অন্যত্র পরিলক্ষিত হয় না। বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, মধুসূদনের "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" বিদেশীয় ছাঁচে ঢালা খাঁটি বাঙ্গালা কবিতা—বিদেশীয়পাত্রে দেশীয় পরমান্ন। ইহাকে বাঙ্গালার প্রাচীন ও নব্য-কবিতার গ্রন্থি-বন্ধন বলিলে, ইহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা হয়।

এই কবিতা-গ্রন্থ যুরোপে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার জন্মভূমি—ভারতবর্ষ। ইতালীভাষাও তিনি বঙ্গদেশে অবস্থানকালে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া-

ছিলেন।* "মেঘনাদবধ কাব্য" রচনার সঙ্গে-সঙ্গেই এই শ্রেণীর কবিতা বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করিয়া, মধুসূদন একদিন প্রাতঃকালে একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করেন। এ বিষয়ে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন ;—

I want to introduce the sonnet into our language and some mornings ago made the following :—

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে ?"

What say you to this, my good Friend ? In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.

যে ক্ষুদ্র-কবিতার (Sonnet) বীজ ভারতক্ষেত্রে তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত

---

* এ সম্বন্ধে তিনি বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন ;—I am just now reading Tasso in original—an Italian gentleman having presented me with a copy. Oh ! what luscious poetry. If God spares me for some years yet, I shall write a poem, a Romantic one in the *Ottara Rima* or stanzas of eight lines like his.

হইয়াছিল, তাহাই য়ুরোপে ইতালীয় কবিতা-রসে পরিপুষ্ট হইয়া, গৌড়-কাননের অনুচ্চ সৌরভিত পুষ্পকুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স-রাজ্যের অন্তর্গত ভর্‌সেল্‌স্ (Versailles) নগরে, মধুসূদন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কবিতাগ্রন্থ "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" প্রণয়ন করেন। সুবিখ্যাত ইতালীয় কবি ফ্রান্সিস্কো পেট্রার্কার (Francisco Petrarca) ইতালীয় কবিতার আদর্শে ইহা লিখিত হয়। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় চতুর্দ্দশপদী কবিতার (Sonnet) অস্তিত্ব কেহ জানিতেন না। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায় মধুসূদন ইহাও বঙ্গভাষায় প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ভর্‌সেল্‌স্ হইতে কলিকাতায় প্রেরিত হইয়া ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ লা আগষ্ট তারিখে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই পুস্তকের শেষাংশে মধুসূদন 'সুভদ্রা-হরণ' এবং পুনর্লিখিত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র কিয়দংশ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহার সহিত তিনি 'নীতিগর্ভ কাব্য' নাম দিয়া 'ময়ূর ও গৌরী' 'কাক ও শৃগালী' এবং 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' নামক তিনটি খণ্ড কবিতাও সংযোজিত করিয়াছিলেন। পরে ঐ কবিতাগুলি তাঁহার মনোনীত না হওয়াতে তিনি পরবর্ত্তী সংস্করণে সমস্তই অপসারিত করেন।*

---

* আমরা "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী"র প্রথম সংস্করণ হইতে প্রকাশক-লিখিত ভূমিকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।—

১৮৬২ সালের জুন মাসে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিষ্টার হইবার মানসে ইংলণ্ড-যাত্রা করেন। যাত্রাকালে মাতৃভূমিকে সম্বোধন করিয়া যে একটি কবিতা লিখিয়া যান, তাহা সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সম্বাদপত্রে এবং ১ম ভাগ "মেঘনাদবধ কাব্যে"র মুখবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে ; অতএব সেটি এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না।

মাইকেল মধুসূদন ইংলণ্ডে দেড়বৎসর থাকিয়া ১৮৬৩ সালে ফ্রান্সরাজ্যে গমন করেন এবং ভরসেল্‌স্ নামক তথাকার সুপ্রসিদ্ধ নগরে দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। তিনি এই সময়ে "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" নাম দিয়া একশতটি কবিতা ছাপাইবার জন্য আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন। কবিতাগুলির প্রত্যেকেই চতুর্দ্দশমাত্র পদবিশিষ্ট। ইয়ুরোপ খণ্ড হইতে ইতিপূর্ব্বে আর কখন বাঙ্গালা কবিতা লিখিত হইয়া মুদ্রিত হইবার নিমিত্ত কলিকাতায় প্রেরিত হয় নাই ; এইজন্য বন্ধুদিগের এবং সাধারণের সন্তোষার্থে কবিতাগুলির উপক্রম ভাগটি মুদ্রাক্ষরে না ছাপাইয়া যেরূপ লিখিত ছিল অবিকল তদনুরূপ হস্তাক্ষরে ছাপাইলাম। উপক্রমটি দেখিয়া

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে তিনি ভর্‌সেল্‌স্‌ হইতে বন্ধু গৌর-দাসকে একখানি পত্রের সহিত চারিটি সনেট প্রেরণ করেন। পত্রের যে অংশে এতৎসম্বন্ধীয় কথা আছে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল ;—

তোমার পত্র পুনরায় বাগেরহাট থেকে লেখা। এই বাগেরহাটই কি আমার জন্ম-ভূমি-প্রবাহিনীর তীরবর্ত্তী? আমি সম্প্রতি ইতালীয় কবি পেট্রার্কার কাব্য পড়িতেছি এবং তদনুকরণে কতকগুলি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করিয়াছি। উহাদের মধ্যে একটি ঐ কবতক্ষ নদীর উদ্দেশেই লিখিত। সেইটি এবং আর একটি তোমাকে পাঠালাম। শেষেরটির সংস্কৃত অনুবাদ পড়িয়া, এখানে আমার কয়েকজন ইউরোপীয় বন্ধুর উহা বড়ই ভাল লাগিয়াছে। আমি বলিতে পারি, তোমারও ভাল লাগিবে। তুমি ঐ দুইটি নকল করাইয়া যতীন্দ্র ও রাজনারায়ণকে পাঠাবে এবং তাঁহাদের মতামত আমায় জানাবে। চতুর্দ্দশপদী কবিতা আমাদের ভাষায় চমৎকার লাগিবে, ইহা বলিতে আমার সাহস হয়। শীঘ্রই আমার ক্ষুদ্র একখণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইবে, আশা করিতেছি। আর একটি কবিতাও তোমায় পাঠাই। ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার মৃত্যুর পরে, এমন সুন্দর প্রশংসাবাদ আর কাহারও নিকট পান নাই, এ বলিয়া আত্মপ্রশংসা করিতে পারি। রাজেন্দ্র এ বিষয় ভাল বুঝেন। ইচ্ছা করি, তাঁহাকেও ঐ কবিতাগুলি দেখাইবে। এই নূতন ধরণের কবিতা সম্বন্ধে তোমাদের সকলের কি মত, আমায় লিখিবে। ভাই, সত্যই বলিতেছি, আমাদের বাঙ্গালা ভাষা অতি সুন্দর। কেবল, প্রতিভাশালী লোকেদের হাতে ইহা মার্জ্জিত হওয়া চাই মাত্র। আমাদের মধ্যে যাঁহারা, তাঁহাদের অসম্পূর্ণ শিক্ষার দোষে, এই ভাষা প্রায় জানেন না বলিলেই হয়, অথচ উহাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা অতি শোচনীয়-রূপে ভ্রান্ত। ইহাকে মহাভাষা অথবা মহাভাষার উপকরণগুলি এই ভাষায় বিদ্যমান, এ কথা বলা যাইতে পারে। এই ভাষার অনুশীলনে জীবন উৎসর্গ করিতে আমার ইচ্ছা হয়। কিন্তু তুমি ত জান, আমার এমন কিছু আয় নাই যে, জীবিকার জন্য প্রকৃত-পক্ষে কোন কাজ না করিয়া, কেবলমাত্র সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া জীবন কাটাইতে পারি। *

বন্ধু গৌরদাস, মধুসূদনের প্রেরিত নমুনা-স্বরূপ কয়টি চতুর্দ্দশপদী কবিতা,

---

পাঠকবৃন্দ কবিবরের হস্তাক্ষর বুঝিতে পারিবেন এবং যেরূপে কবিতাটি লিখিত হইয়াছে তাহাও দেখিতে পাইবেন।

দত্তজ মহাশয় বিদেশে গিয়া এবং বিদেশে থাকিয়াও মাতৃভাষার উন্নতি সাধনে বিরত হন নাই। তিনি দেড়মাসের পথ হইতেও প্রিয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার অবকাশ কিছুই মাত্র ছিল না।

রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী"র ভূমিকা।

তাঁহারই অনুরোধ-মতে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দেখিতে দেন। যতীন্দ্রমোহনও ইতিপূর্ব্বে মধুসূদনের বিদ্বেষ্টাগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত তাঁহার সম্বন্ধে অলীক কুৎসা শুনিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন; কিন্তু পরে মধুসূদনের পত্র পাইয়া তাঁহার অমূলক আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছিল। গৌরদাসকে লিখিত মধুসূদনের পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্র এবং সনেট চতুষ্টয় পাঠ করিয়া, অতীব প্রীত হইয়া, যতীন্দ্রমোহন, গৌরদাসকে লিখিয়াছিলেন;—

Calcutta, 21st March, 1865.

I am glad to know you keep up your correspondence with our talented friend Michael, and I am delighted to be reassured that all the scandalous reports spread about him are wholly without foundation. I was convinced of their falsehood from his own letter which he wrote to me sometime ago. I sent him a reply but I am sorry I have not heard anything from him since. When you write to him next, pray, convey to him my best wishes and tell him none would rejoice more than myself to see him return to his country with fresh leaves of forensic honor added to the laurel he has already won.

I have perused the four sonnets with attention and I should think they are fully worthy of our poet's pen. Of the four I give greater preference to two. I mean the one addressed to Jaidev and the other describing Evening. The ideas of the latter tho' perhaps not quite original are wholly new in the Bengallee and his adaptations are so peculiarly happy that they almost deserve the credit of originality. Our poet takes nothing but what he is sure to improve and ideas and sentiments however foreign assume a natural grace and beauty when they pass thro' his crucible. The third sonnet is full of tender feelings but I think it has not the simplicity and ease which characterize the other two. As desired I have handed over all the four sonnets together with Michael's letter to our friend Rajender and I dare say he will be glad to give them a place in his Periodical. You may rest assured the contents of M's letter are in safe keeping ! *

* মধুসূদনের প্রেরিত উক্ত অভিনব কবিতা পাইয়া, রাজেন্দ্রলাল মিত্র পরম-সমাদরে উহা তাঁহার সম্পাদিত 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রিকায় (১৯২১ সংবৎ, দ্বিতীয় পর্ব্ব, একবিংশ খণ্ডে) প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

"চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" মধুসূদনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার এক অভিনব সুন্দর সৃষ্টি। মধুসূদনের কবি-হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে হইলে, এই গ্রন্থ পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে কবি-চিত্তের মহান্ আলেখ্য স্বচ্ছ ভাব-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, যে সকল কবিতায় মহাকবির জীবনের কুলিশ-কঠোর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হইয়াছে, সেগুলি তুলনারহিত। মধুসূদনকে ভাল করিয়া জানিতে হইলে, তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝিতে হইলে, সেই কবিতা-গুলির আলোচনা অপরিহার্য্য। আমরা তাই কতকগুলি কবিতা ও কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়া মধুসূদনের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিব।

"চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী"র প্রায় সমস্ত কবিতাই মধুসূদন তাঁহার শ্যামাজন্মদা বঙ্গজননীর এবং হিমাদ্রি-কিরীটিনী, সুনীল সাগরাম্বরা ভারতভূমির গৌরবচিত্র ও পুণ্যকীর্ত্তির স্মৃতিমাল্যে গ্রথিত করিয়াছেন। কেবল পাঁচটি কবিতা য়ুরোপের বিষয় লইয়া লিখিত। তন্মধ্যে চারিটি য়ুরোপীয় মনস্বী ও কবিদিগকে লক্ষ্য করিয়া রচিত ও অপরটি 'ভর্‌সেল্‌স্ নগরের রাজপুরী ও উদ্যান' দেখিয়া লিখিত। এতদ্ভিন্ন আর কোন কবিতাই পৃথিবীর অপর কোন স্থানের চিত্র বা বিষয় লইয়া লিখিত হয় নাই। য়ুরোপ-প্রবাসে নির্ব্বাসিত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী মধুসূদনের পক্ষে, ইহা যে কতদূর মহানুভবতা ও গৌরবের পরিচায়ক, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না।

কবি, গ্রন্থের প্রথমেই সুদূর য়ুরোপ হইতে দেশবাসীকে কিরূপে স্বরচিত কাব্য-চতুষ্টয়ের উল্লেখ করিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাহা 'উপক্রমে' অতি সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে;—

যথা বিধি বন্দি কবি আনন্দে আসরে,
কহে, যোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে;—
সেই আমি, ডুবি পূর্ব্বে ভারত-সাগরে,
তুলিল যে তিলোত্তমা-মুকুতা যৌবনে;—
কবি-গুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল, কেমনে
নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র-নন্দনে;—

কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ-ধামে
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে ;)—
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি-গ্রামে ;
সেই আমি, শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি !—

মধুসূদন, বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথমে সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা প্রবর্ত্তিত করিয়া, উহা কোন্ দেশে, কোন্ ভাষায়, কোন্ কবি কর্ত্তৃক প্রথমে উদ্ভাবিত ও লিখিত হইয়াছিল, তাহারই বৃত্তান্ত তাঁহার দেশবাসীকে জানাইয়া একটি সনেট উপহার দিতেছেন ;—

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বাসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে ;—
সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রান্সিস্কো পেতরার্কা কবি ; বাক্‌দেবীর বরে
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র ; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে ॥

ফরাসী দেশস্থ ভর্‌সেলস্ নগরে।
১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

আজন্ম প্রতীচ্য-মন্ত্রে দীক্ষিত মধুসূদন, আশৈশব বঙ্গজননীকে অবহেলা করিয়া, পরধন-লোভে, বহুদিন পরদেশে যাপন করিয়াছিলেন। পরে স্বপ্নে কুললক্ষ্মীর আদেশে মাতৃ-ভাষার সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারই উল্লেখ করিয়া তিনি 'বঙ্গভাষা' নাম্নী কবিতায় লিখিয়াছেন ;—

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে ;—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

'সাহিত্য' -সম্পাদক লিখিয়াছেন ,—

মাইকেল বিদেশী সাহিত্যের সৌখীন উদ্যান হইতে স্বদেশী সাহিত্যের মনোজ্ঞ মালঞ্চে ফিরিয়াছিলেন। পরতন্ত্রে সুপ্ত সিংহ সহসা জাগিয়া স্ব-তন্ত্রের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। এমন স্বপ্ন ক'জনের ভাগ্যে ঘটে ? এমন ভাবে পরদেশমুগ্ধ ভিক্ষুক-জীবন পদদলিত করিয়া, স্বদেশে ফিরিয়া মাতৃভাষারূপ মণিজালে পূর্ণ খনির অক্ষয় ভাণ্ডারে নূতন হীরা, মাণিক, মতি ঢালিয়া দিবার সৌভাগ্য কয় জন লাভ করে ?

'সমাজ-দর্পণ'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন ;—

তিনি কবিগণের বা গুণিগণের অবমাননা করিতেন না। অসাধারণ উন্নতমনা মাইকেল মধুসূদন দত্ত আপনার চতুর্দ্দশপদী কবিতায় আপনার অলোকসামান্য মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুগতেরা তাঁহাকে ভারতের অপেক্ষা মহান্ বলিতেন ; অথচ তিনি আপন চতুর্দ্দশপদী কবিতায় ভারত ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি গুণাদিগের অন্তরের সহিত স্তবস্তুতি করিয়া গিয়াছেন। পুরুষের হৃদয় তো এইরূপ হওয়াই উচিত বটে, চারিদিকে যশঃসৌরভ নিঃসারিত হইতেছে, অথচ অভিমান নাই, কেবল গোলাপ ফুলের মত আপনার মনে আপনি হাসিতেছে।

উপরিউদ্ধৃত সম্পাদকীয় উক্তিগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। 'কমলে কামিনী' শীর্ষক কবিতায় মধুসূদন আমাদের বাঙ্গালার জিওফ্রে চসার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর উদ্দেশে লিখিতেছেন;—

কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃ-সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্দেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গনে ?—
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥

'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি'তে মধুসূদন, কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে বলিতেছেন ;—

তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি—অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে ॥

বাঙ্গালার চিরাদৃত কবি, পদ্য মহাভারতের রচয়িতা, 'কাশীরাম দাস'কে মধুসূদন লিখিতেছেন ;—

—ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে !
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্ ॥

'কবি কৃত্তিবাস'কেও মধুসূদন বলিতেছেন ;—

জনক জননী তব দিলা শুভ ক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা !—কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি,
নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে ! আপনি ভারতী,
বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পূর্ব্ব-জনমের তব স্মরি হে ভকতি !
পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী ;—
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি !

'জয়দেব' শীর্ষক কবিতায় মধুসূদন 'মধুরকোমলকান্তপদাবলী' প্রণেতাকে বলিতেছেন ;—

—আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি,
ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের সুন্দরী ?
মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে ?

'কালিদাস' শীর্ষক কবিতায় মধুসূদন মহাকবি কালিদাসকে বন্দনা করিতেছেন ;—

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি !
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে ?

ফরাসীদেশে কোন ফরাসী সুন্দরীকে মধুসূদন, ফরাসী ভাষায় একটি কবিতা রচনা করিয়া, কবিরূপে আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন ; সেই স্ব-রচিত ফরাসী কবিতা তিনি বাঙ্গালায় অনূদিত করিয়া 'পরিচয়' নামে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ইহাতে ভারত-প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা আছে। আমরা সেই কবিতাটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিলাম ;—

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে,
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে
(তুষারে বপিত বাস ঊর্দ্ধ কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে,)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে
(স্বচ্ছ দরপণ !) হেরি ভীষণ মূরতি :—
যে দেশে কুহরে পিক বাসন্ত কাননে ;—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী ;—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে ;—
সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী ;
তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে !

* * * *

কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে,
কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি,

ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে
এ বৃথা সংশয় কেন ?

স্বদেশের বিষয়সমূহের বর্ণনায় মধুসূদনের মধুর হৃদয় সতত বিভোর হইয়া থাকিত। তিনি প্রেমোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ তরল কবিতা লিখিতে একেবারেই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। তিনি 'দেবদোল', 'কবিতা', 'নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির', 'ছায়াপথ', 'বটবৃক্ষ', 'মহাভারত', 'সরস্বতী', 'কপোতাক্ষ নদ', 'ঈশ্বরী পাটনী', 'রাশি-চক্র', 'নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির', 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্', 'সীতা—বনবাসে', 'উর্ব্বশী', 'কেউটিয়া সাপ', 'শ্যামা-পক্ষী', 'সংস্কৃত', 'রামায়ণ', 'বাল্মীকি', 'শ্রীমন্তের টোপর' এবং মহাভারতীয় ও পৌরাণিকী বিবিধ-বিষয়িণী কবিতায় তাঁহার হিন্দু-ভাবপ্রবণতা ও অসীম স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। য়ুরোপীয় উদ্যান হইতে তিনি ডেইজি, টিউলিপ, ড্যাফোডিল, ভায়োলেট, কাউস্লিপ, প্রিমরোজ, ম্যাগনোলিয়া প্রভৃতি পুষ্প চয়ন করেন নাই; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ভারতীয় উদ্যান হইতে রক্তজবা, শ্বেতচম্পক, কলিকা, করবী, মালতী, মল্লিকা, বেলা, যূথিকা, স্থলপদ্ম এবং মানস সরোবর হইতে কুমুদ, কহ্লার, নলিনী প্রভৃতি দেবপূজার পবিত্র প্রসূনচয় চয়ন করিয়াছেন। তাঁহার নির্ব্বাচিত কবিতাগুলির বিষয় পাঠ করিলে মনে হয় না যে, কবি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। নামে মাইকেল—কাজে দেবার্চ্চনার নির্ম্মল মধু! আকারে মাইকেল—প্রকারে মধুসূদন!

'সাহিত্য'-সম্পাদক লিখিয়াছেন ;—

পরধর্ম্মাশ্রিত, স্ব-সমাজচ্যুত, পরসমাজভুক্ত মাইকেল, সর্ব্বপ্রকারে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন-পরিধির বহির্ভূত হইয়াও, কোন্ গুণে, কোন্ অধিকারে, কিসের প্রভাবে বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে লাভ আছে। ব্যথিত পিতার মত যে হিন্দুসমাজ ভ্রূকুটি-কুটীলমুখে উরগক্ষত অঙ্গুলীর ন্যায় স্বধর্ম্মত্যাগী মধুসূদনকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, মাইকেল মধুসূদন কোন্ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই ক্রুদ্ধ সমাজের রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া গরুড়ের মত সমগ্র জাতির প্রেমামৃত হরণ করিয়াছিলেন ?

কোন্ শক্তির দ্বারা মধুসূদন উপর্য্যুক্ত অসাধ্য সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও দুইটি কথায় বলিলেই হয় ;—সে শক্তি তাঁহার মহতী সাহিত্য-সাধনা! সে শক্তি তাঁহার হৃদয়ের বিশ্বব্যাপিনী সহানুভূতি ও স্বদেশানুরাগ!

এইবার আমরা "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী"র মনোমুগ্ধকর কবিতাসমূহ হইতে কয়েকটি কবিতা ও কবিতাংশ উদ্ধৃত করিব।

'শ্রীপঞ্চমী' নামক কবিতায় 'বাণীবরপুত্র' কবির বাণীবন্দনা কি মনোহর।

নহে দিন দূর, দেবি, যবে ভূভারতে
বিসর্জ্জিবে ভূভারত, বিস্মৃতির জলে,
ও তব ধবল মূর্ত্তি সুদল কমলে ;—
কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে !
মনোরূপ-পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে
এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে
সে কুসুমে বাস তব, যথা মরকতে
কিম্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে !
কবির হৃদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে,
সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙা চরণে
পরম-ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে
দশ দিশে, যতদিন এ মর ভবনে
মনঃ-পদ্ম ফোটে, পূজা, তুমি, মা, পাইবে !—
কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে ?

'আশ্বিন মাস' শীর্ষক কবিতায় তিনি গৌড়গৃহের চিরানন্দ-বিজড়িত স্মৃতি স্মরণ করিয়া লিখিতেছেন ;—

—পূর্ব্বকথা কেন কয়ে, স্মৃতি,
আনিছ হে বারি-ধারা আজি এ নয়নে ?—
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি ?

সসাগরা ধরিত্রীর সতীকুলরাণী জনকতনয়া বৈদেহীর সকরুণ স্মৃতি মধুসূদনের হৃদয়ে চিরাঙ্কিত ছিল। এই মহিয়সী ললনার চিরপুণ্যকাহিনী তিনি ইংরাজি, বাঙ্গালা নানা কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি জীবনের কোন অবস্থাতেই সতীত্বের শুদ্ধপ্রতিমা সীতাদেবীকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই ; য়ুরোপে নানা কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যেও সীতার কথা সতত তাঁহার মনে পড়িত। ফরাসী-প্রদেশের নিভৃত-নিবাসে বসিয়া তিনি 'সীতাদেবী' নাম্নী কবিতায় গাহিয়াছিলেন ;—

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি ! কখন দেখি মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি সতী, অশোক-কাননে,
চারি দিকে চেড়ীবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে ! হায়, বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষুঃ হতে অশ্রু-ধারা ঘনে !

য়ুরোপে থাকিয়াও তাঁহার স্বদেশপ্রান্তবাহী 'কপোতাক্ষ নদে'র মৃদুকলধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইত ; তিনি লিখিয়াছেন ;—

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !—
বহু-দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে !
আর কি হে হবে দেখা ?—যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে !

'ভর্‌সেল্‌স্ নগরের রাজপুরী ও উদ্যান' দেখিয়া কবি লিখিয়াছেন ;—

কত যে কি খেলা তুই খেলিস্ ভুবনে,
রে কাল, ভুলিতে কে তা পারে এই স্থলে ?
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে
বৈজয়ন্ত-সম ধাম এ মর্ত্ত্য-নন্দনে
শোভিল ?————

প্রবাসের নিঃসঙ্গ-নির্জ্জনে বঙ্গগৃহের 'বিজয়া-দশমী'র সকরুণ চিত্র কবির স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যায় নাই। কবি লিখিয়াছেন ;—

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে !
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে !—
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে !
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি ! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে ?"

শ্যাম-বঙ্গের পূর্ণচন্দ্র-কিরীটিনী শারদকৌমুদীবিধৌত 'কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা'র নিশীথে কমলার উদ্দেশে মধুসূদন বলিতেছেন ;—

হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে,—
থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি কোকনদ ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ ; সুরত্নে জ্যোৎস্না ; সুতারা আকাশে ;
শুক্তির উদরে মুক্তা ; মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে !

উপরি-উদ্ধৃত পংক্তি-নিচয় পাঠ করিয়া, আমাদের মধুসূদন যে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এ কথা কে প্রত্যয় করিবেন ? বৈদেশিক আচরণের অভ্যন্তরে, তাঁহার হৃদয়ে হিন্দুভাব কিরূপ নিগূঢ়ভাবে নিহিত ছিল, তাহা এ স্থলে বলা বাহুল্য মাত্র। ঠিক যেন য়ুরোপের ওকতরু (Oak)-পরিবেষ্টিত উদ্যানের মধ্যস্থলে বটতরু, বিল্বকানন ও তুলসীকুঞ্জ সুশোভিত !

'নূতন বৎসর' নামক কবিতায় কবি-চিত্তের বিষাদময় অভিব্যক্তি কি মনোহর ও মর্ম্মস্পর্শী ! তখন তাঁহার জীবনের সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে ; তিমির-কুন্তলা নিশীথিনী চিরান্ধকার ঢালিয়া ঘনাইয়া আসিতেছে—বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে ; জলবিম্বের ন্যায় কত আশা কবি-হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিয়া নৈরাশ্যে অবসান হইয়াছে ; তাই অবসাদের করুণ—অস্ফুট মৃদুঝঙ্কার এই কবিতায় ঝঙ্কৃত হইতেছে ;—

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।

নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে,
কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!
বাড়িতে লাগিল বেলা; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী!

'যশঃ' শীর্ষক কবিতায় কবি লিখিতেছেন;—

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে?
ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?

উপরি-উক্ত কবিতাপংক্তি পাঠ করিয়া 'সাহিত্য'-সম্পাদক লিখিয়াছেন;—

কবি, তুমি লিখিয়াছিলে, সন্দিগ্ধচিত্তে ভাবিয়াছিলে,—

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে,—ইত্যাদি

বাঙ্গালার মহাকবি, বাঙ্গালীর মধুসূদন! না, তোমার লেখা 'জলের লেখা' নয়, তোমার 'লিখন' মুছিবার নহে। অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে যে রচনা 'ক্লাসিক' হইয়াছে, মহাকালও তাহা মুছিতে পারিবে না।

'ভাষা' নাম্নী কবিতায়, মধুসূদন যে, বঙ্গভাষার প্রতি কতদূর অনুরাগী হইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত নিদর্শন প্রকটিত।

O matre pulchra—
Filia pulchrior!—HOR.

লো সুন্দরী জননীর
সুন্দরীতরা দুহিতা !—
মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ,, লো সুন্দরি
ভাষা !—শত ধিক্ তারে ! ভুলে সে কি করি
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী ?

* * * *

নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে,
নব-ফুল বাক্য-বনে, নব মধুমতী।

কবিবর 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' পরলোকে গমন করিয়াছিলেন ; তাঁহার স্বদেশবাসী, তাঁহার বন্ধুবান্ধব, কেহই তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে মনোযোগী হন নাই। তাই মহানুভব মধুসূদন আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে ; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য ? এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে ?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিলা হরষে ;
যমুনা হয়েছ পার ; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা ? স্মরণ-নিকষে,
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে ?

মধুসূদন কখনও অর্থকে অর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না ; নিজেও ধনবান্ পিতার সন্তান ছিলেন ; কিন্তু ভাগ্যদোষে অপরিমিত ব্যয়ে সমস্ত সম্পত্তি পরহস্তগত হইয়াছিল ; নিজেও যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু অসাধারণ অমিতব্যয়িতানিবন্ধন একেবারে রিক্তহস্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি কখন

ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। ভাষার উন্নতি-সাধনে তিনি যে অবিনশ্বর কীর্ত্তির উত্তরাধিকারী, তাহার তুলনায় পার্থিব অর্থ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষণস্থায়ী! তাই ভাষার উন্নতির গৌরবে, চিরগৌরবগত-প্রাণ কবি, অতুলনীয় আত্মগৌরব উপলব্ধি করিয়া, 'অর্থ' নামক কবিতায় লিখিতেছেন ;—

ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে,
কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে
না শোভেন মা কমলা সুবর্ণ কিরণে ;—
কিন্তু যে, কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে
কুড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্বভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়ায়ে আদরে!
কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ, রজত কাঞ্চনে,
ধনপ্রিয়? বাঁধা রমা চির কার ঘরে?
তার ধন অধিকারী হেন জন নহে,
যে জন নিব্বংশ হলে বিস্মৃতি-আঁধারে
ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শূন্য দহে।
তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে।—
রসনা-যন্ত্রের তার যত দিন বহে
ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাঁচে সে সংসারে॥

কঠোর সত্যে পরিপূর্ণ, অতি প্রকৃত কথা, উপরি-উদ্ধৃত কবিতার ছত্রে-ছত্রে প্রকটিত।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বহুবিধ প্রতীচ্য ও প্রাচ্য ভাষাবিদ্ মধুসূদন সংস্কৃত ভাষার একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। সংস্কৃতভাষা তখন ধীরে ধীরে পুনর্জ্জীবন লাভ করিতেছিল। তাই অকৃত্রিম অনুরাগে 'সংস্কৃত দেব ভাষা মানব-মণ্ডলে' এই কথা বলিয়া, 'সংস্কৃত' শীর্ষক কবিতায় কবি লিখিতেছেন ;—

রাজাশ্রম আজি তব! উদয়-অচলে,
কনক-উদয়াচলে, আবার, সুন্দরি.
বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের লো হরষে,
নব আদিত্যের রূপে! পূর্ব্ব-রূপ ধরি,
ফোট পুনঃ পূর্ব্বরূপে, পুনঃ পূর্ব্ব-রসে,

এত দিনে প্রভাতিল দুখ-বিভাবরী ;
ফোট মনানন্দে হাসি মনের সরসে।

'ভারত-ভূমি' নামক কবিতা তাঁহার আন্তরিক স্বদেশবাৎসল্যে পরিপূরিত !

"Italia ! Italia ! O tu cui feo la sorte,
Dono infelice di bellezza !" —FILICAIA.

"কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি ! ইতালি !
এ দুখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি।"

কে না লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে ?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?—
হায় লো ভারত-ভূমি ! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা ? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, সতনি !

* * * *

কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ ; সুধা তিত অতি ?

মধুসূদন বহুকাল মাদ্রাজ প্রদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন ; দক্ষিণ ভারতবর্ষের নভশ্চুম্বি মন্দিরমালা, হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত করে। যাঁহারা এ হেন মন্দির মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানগণের শোচনীয় অধঃপতনে বিস্মিত হইয়া 'আমরা' নামক কবিতায় মধুসূদন লিখিতেছেন ;—

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে ;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে ?—

কবিগুণমুগ্ধ মধুসূদন, সৌন্দর্য্যের মানসী-প্রতিমা শকুন্তলার চিত্রে মোহিত হইয়া, মহাকবি কালিদাসকে উদ্দেশ করিয়া লিখিতেছেন ;—

মেনকা অপ্সরারূপী, ব্যাসের ভারতী
প্রসবি, ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে,
শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি, মহামতি,
কণ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে,
কালিদাস! ধন্য কবি, কবি-কুল-পতি!—
তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে
কে না ভালবাসে তারে,

'কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া' নামক কবিতায় মধুসূদন, কোন এক লেখকের ঔদ্ধত্য ও ভাষা-গঠনে অক্ষমতা দেখিয়া, অতিশয় বিরক্ত হইয়া, তাঁহার গ্রন্থকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ;—

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে!
করি ভস্মরাশি, ফেল, কর্ম্মনাশা-জলে!—

উপরি-উদ্ধৃত দুই পংক্তি বাঙ্গালার প্রবাদ-বচনে পরিণত হইয়াছে। সম্পাদক-বর্গ কোন পুস্তকের রচনায় বিরক্ত হইলেই উহা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তক মধুসূদন 'মিত্রাক্ষর' নামক কবিতায় বঙ্গ ভাষাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
* * * *
প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে?

'ব্রজ-বৃত্তান্তে' ব্রজধামের অতীত-কথা স্মরণ করিয়া কবি লিখিতেছেন ;—

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি,
অশ্রু-ধারা ; মুকুতার কম রূপ ধরি?

অসংযত বিলাস-ব্যসনে নিমগ্ন হইয়া, তাঁহার আত্মহারা কবি-জীবন স্বপ্নবৎ ব্যয়িত হইয়াছিল ; তাই অনুতাপে আকুল হইয়া তিনি লিখিতেছেন ;—

কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূত কালে,
—কোন্ মূল্য—এ মন্ত্রণা কারে লয়ে করি ?
কোন্ ধন, কোন্ মুদ্রা, কোন্ মণি-জালে
এ দুর্লভ দ্রব্য-লাভ ? কোন্ দেবে স্মরি,
কোন্ যোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর্ম্ম ধরি ?
আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে,
এ দীক্ষা-শিক্ষার্থে যারে গুরু-পদে বরি,
এ তত্ত্ব-স্বরূপ পদ্ম পাই যে মৃণালে ?—

সুদিনে-দুর্দ্দিনে, জীবনে-মরণে চিরসঙ্গিনী, পত্নী এমিলিয়া হেন্‌রিয়েটা সোফিয়াকে নিম্নোদ্ধৃত একমাত্র কবিতা তিনি লিখিয়াছিলেন। যে মধুসূদন কৈশোরে অধিকাংশই প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতা রচনা করিতেন, মধ্যাহ্নের প্রোজ্জ্বল কবিজীবনে, সেই মধুসূদন তাঁহার প্রণয়িনীকে সম্বোধন করিয়া কোন কবিতাই রচনা করেন নাই। তাই জীবন-সন্ধ্যায় মধুসূদন, পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—

প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্ম্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মূরতি,
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সুনেত্রা যুবতি,
চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে,
মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি
যত দিন ভ্রমি আমি এ ভব-মণ্ডলে ?—
সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চির-বাস, পরিমল কমলের দলে,
সেইরূপে থাক তুমি ! দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে ;
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে !
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে !
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার-মাঝারে।

আশা, মধুসূদনকে—মরুভূমিতে মরীচিকা-ভ্রান্ত তৃষ্ণার্ত্ত পান্থের দূরে স্নিগ্ধ জলপ্রবাহ দর্শনের ন্যায়—ঐশ্বর্য্য প্রলোভনে লুব্ধ করিয়া বিষবাত্যাবিক্ষুব্ধ সংসার মরুভূমিতে পাতিত করিয়া, অবশেষে প্রতারিত করিয়াছিল; তাই 'আশা' শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখিতেছেন ;—

বাহ্য-জ্ঞান শূন্য করি, নিদ্রা মায়াবিনী
কত শত রঙ্গ করে নিশা-আগমনে !—
কিন্তু কি শকতি তোর এ মর-ভবনে
লো আশা !—নিদ্রার কেলি আইলে যামিনী,
ভাল মন্দ ভুলে লোক যখন শয়নে,
দুখ, সুখ, সত্য, মিথ্যা ! তুই কুহকিনী,
তোর লীলা-খেলা দেখি দিবার মিলনে,—
জাগে যে স্বপন তারে দেখাস্ রঙ্গিণি !
কাঙ্গালী যে, ধন-ভোগ তার তোর বলে ;
মগন যে, ভাগ্য-দোষে বিপদ-সাগরে,
(ভুলি ভূত, বর্ত্তমান ভুলি তোর ছলে)
কালে তীর-লাভ হবে, সেও মনে করে !
ভবিষ্যত-অন্ধকারে তোর দীপ জ্বলে ;—
এ কুহক পাইলি লো কোন্ দেব-বরে ?

'সমাপ্তে' নামক কবিতায় "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" সমাপ্ত। এই কবিতায় মধুসূদনের কবি-জীবনের যবনিকা-পতন হইয়াছে। ইহাই তাঁহার কাব্যকুঞ্জের শেষ বংশীধ্বনি। ইহার পরেই তাঁহার প্রতিভা-সূর্য্য অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল ! দিনান্ত-কিরণে তাঁহার নিবন্ত রশ্মি মৃদু-মৃদু জ্বলিতেছিল ! তখন আর তাঁহার কমল-বিলাসীর ন্যায় কমল-শয়নে অর্দ্ধসুপ্তি ও অর্দ্ধজাগরণের তন্দ্রাময় অবস্থা নাই। অগ্নিময় জীবন-সংগ্রামের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে বাস্তবের অগ্নিরাশি ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিয়াছে ! সৌন্দর্য্যরাজ্যের 'মধুমত্ত' সম্রাট্ মধুসূদনের মদালসমুদিত নয়ন 'অল্পদিন'-স্থায়ী কবিলীলার রঙ্গভঙ্গের পর প্রকৃতির সুতীক্ষ্ণ কুলিশাঘাতে উন্মীলিত হইয়াছিল ! য়ুরোপে তিনি যেরূপ শোচনীয় আর্থিক ও মানসিক যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন, যেরূপ বিরাট্ ঋণভারে অবনত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর শান্ত-চিত্তে ভবিষ্যতে কবিতার আরাধনা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া, মধুসূদন বাণীপ্রতিমা

'বিস্মৃতির জলে' বিসর্জ্জন দিয়া, কবিজননীর কীর্ত্তি-দীপান্বিতা পাদপীঠতলে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়া, কবিস্বর্গ 'ইন্দ্রপ্রস্থ' পরিত্যাগপূর্ব্বক বাণপ্রস্থীবেশে 'দূর বনে' গমন করিলেন এবং বিদায়কালে বাগ্‌দেবীর নিকটে তাঁহার দেশমাতৃকাকে 'ভারতরত্নে' জ্যোতির্ম্ময়ী করিবার বরপ্রার্থনা করিয়া, তাঁহার কীর্ত্তিক্লান্ত কবি-জীবনের মহাবসান করিয়াছিলেন। সেই চিরস্মৃতিময়ী 'সমাপ্তে' কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই অধ্যায় সমাপন করিলাম।—

বিসর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি !)
ও প্রতিমা ! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃ-কুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি !
শুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ! ডুবিল সে তরি,
কাব্য-নদে খেলাইনু যাহে পদ-বলে
অল্প দিন ! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি ! ডাকিলা যৌবনে .
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে ?—)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে !
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে !

পঞ্চদশ অধ্যায়

য়ুরোপ-প্রবাস—ইংলণ্ডে অবস্থিতি—ইতালীরাজ ভিক্টর ইমানিউএলের গুণগ্রাহকতা—ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন।

[১৮৬৫—১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ]

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে অপেক্ষাকৃত অর্থসাচ্ছল্য ঘটিলে মধুসূদন ফরাসীরাজ্য হইতে পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা প্রদানের নিমিত্ত আইন অধ্যয়নে নিরত হন। তাঁহার ইংলণ্ড-প্রবাসের কয়েকটি মধুর স্মৃতি এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

তিনি লণ্ডন হইতে রেলযোগে প্রায়ই নগরীর উপকণ্ঠে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। তন্মধ্যে উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণের প্রিয় স্থান সুপ্রসিদ্ধ 'কিউ উদ্যানে' (Kew Gardens) প্রায়ই গমন করিতেন। পৃথ্বীবিখ্যাত কার্ডিনাল উল্‌সের (Cardinal Wolsey) হ্যাম্‌টন-কোর্ট প্রাসাদ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া তিনি মনোমোহন ঘোষকে লিখিয়াছিলেন,—

These places add an air of romantic reality to the dry historical facts we learnt in our younger days. I am quite in love with Hampton Court. It is as oriental as this rigorous climate would allow. The house is divided into what we would call 'mahals' (মহল); each division has its courtyards or উঠান। The pictures and the guilded ceilings are wonderful.

ইংলণ্ডের নিদারুণ শীতে তিনি প্রত্যহই হিমস্নিগ্ধ জলে স্নান করিতেন। শার্দ্দূল-সদৃশ হেমন্ত ঋতুর উগ্রতায় তিনি কখনও কাতর হইতেন না।

একদিন তিনি বন্ধু মনোমোহন ঘোষকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডন হইতে কিয়দ্দূরে একটি পল্লীগ্রামের সরাইএ গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভ্রমণে ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া মধুসূদন সরাই-রক্ষককে (Inn Keeper) তাহার সেই দিবসে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যাদির তালিকা (menu) দিতে বলিলেন। সরাই-রক্ষক, পশুপক্ষীর মাংসে প্রস্তুত বিবিধ খাদ্যের একটি তালিকা প্রদান করিলে, মধুসূদন সেটি আদ্যো-

পান্ত দেখিয়া বলিলেন, 'ইহার মধ্যে একটি দ্রব্য নাই দেখিতেছি ?' সরাই-রক্ষক বলিলেন, 'কি দ্রব্য মহাশয় ?' মধুসূদন দুই হস্তে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, 'Roast Baby ?' সরাই-রক্ষক তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিতনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, ইহারা কি দক্ষিণ আমেরিকার আরণ্যপ্রদেশবাসী রক্তমাংসভুক বর্ব্বর (cannibal) জাতীয় মনুষ্য। সম্ভবতঃ, ইহাদের পূর্ব্ব-সংস্কার এখনও দূরীভূত হয় নাই। পরে আরও দু-একবার সরাই-রক্ষক সেই কথাটি শুনিয়া, রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, প্রচুর আনন্দ সহকারে তাঁহাদিগকে পানভোজনে পরিতৃপ্ত করিলেন।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রাজকবি আলফ্রেড টেনিসন্, ফ্রান্সের জগদ্বিখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার কবিবর ভিক্টর হ্যুগো, অদ্বিতীয় জার্ম্মান পণ্ডিত মাত্রে (Maitre) ও পণ্ডিত চূড়ামণি থিওডোর গোল্ডষ্টুকরের সহিত মধুসূদন য়ুরোপে অবস্থিতিকালে পরিচিত হন। এই ক্ষণজন্মা মনীষিগণ সকলেই মধুসূদনের পাণ্ডিত্যে ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন,—

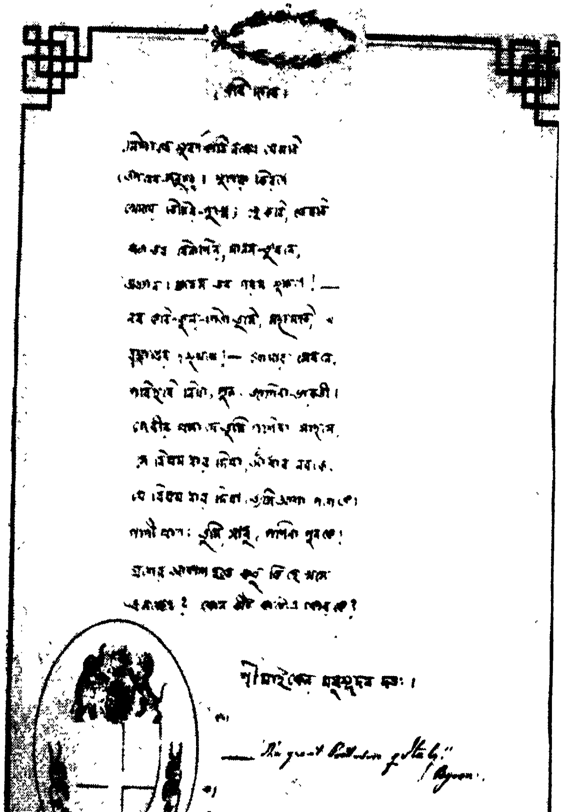
আলফ্রেড টেনিসন্‌কে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন,—

কে বলে বসন্ত অন্ত-তব কাব্য-বনে,
শ্বেতদ্বীপ ? ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে !--

ভিক্টর হ্যুগোকে তিনি লিখিয়াছিলেন ;—

পূর্ণ, হে যশস্বি, দেশ তোমার সুযশে,
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্ল বকুলে
বসন্তে ! অমৃত পান করি তব ফুলে
অলি-রূপ মনঃ মোর মত্ত গো সে রসে !

মধুসূদনের ফ্রান্সে অবস্থিতিকালে, ইতালীর ফ্লোরেন্স নগরে কবিগুরু দান্তের ষষ্ঠশত-বার্ষিক জন্মোৎসব হইতেছিল। তদুপলক্ষে য়ুরোপের নানা প্রদেশের কবিগণ কবিগুরুর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থে কবিতা রচনা করিয়া ইতালীতে পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের মধুসূদনও ফ্রান্স হইতে দান্তের উদ্দেশে একটি বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিয়া, তাহা স্বয়ং ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় কবিতাকারে অনুবাদ করিয়া ইতালীরাজের নিকট প্রেরণ করেন। ইতালীরাজ, বিশ্ববিশ্রুত-



দান্তের ষষ্ঠশত-বার্ষিক জন্মোৎসবে মধুসূদনের প্রেরিত
কবিতার প্রতিলিপি

কীর্ত্তি ভিক্টর ইমানিউএল (Victor Emmanuel) উক্ত কবিতা পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়া মধুস্থদনকে স্বীয় সচিব মারফত একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই দুর্ল্লভ পত্র ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের নিকট ছিল। তাহাতে ইতালী রাজের সচিব মহোদয় রাজার অভিমত ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছিলেন ;—"It will be a ring which will connect the orient with the occident." অর্থাৎ আপনার কবিতা গ্রন্থির ন্যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিবে।

আমরা ইতালী-রাজাকে লিখিত মধুস্থদনের পত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

Sir.

A poor rhymer who does not dare give himself the name of a poet, born on the shores of the Ganges and a passionate admirer of the father of Italian poetry, takes the liberty of presenting at the feet of your Majesty, along with this letter, a Bengali sonnet, a little oriental flower which he wishes to join to the garland to be wreathed in Italy, for decorating the tomb of the illustrious Dante.

Of your Majesty,
the very humble servant,
Michael Madhusudan Datta.
12, Rue des chantiers,
Versailles, 5 May 1865.

এই পত্র এবং তৎসহ প্রেরিত কবিতার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া ইতালী রাজ-সচিব, মধুস্থদনকে যাহা লিখিয়াছিলেন ;—

Minister of the Royal Family.

First Division.

Sir,

The King, my august sovereign, has received the poem on Dante which you have so graciously offered on the occasion of the centenary of our national poet.

His Imperial Majesty has heard with lively satisfaction that the profound and noble harmony of the Italian genius finds an echo on the shores of the Ganges and he welcomes with pleasure the oriental flower which you desire to place on the grave of Alighieri and he thinks that the moment is not very distant when Italy will see accomplished her auspicious destiny of being the ring which will unite the orient with the occident.

So His Imperial Majesty is sensible of the sentiments which dictated your offer and has directed me to thank you in his behalf.

I have the honour of being the interpreter of his benevolence to you. I entreat you to receive the assurance of all my esteem. *

রাজা ভিক্টর ইমানিউএলের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদনই স্বীয় প্রতিভাবলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। রাজা ভিক্টর ইমানিউএলের উপরি-উদ্ধৃত উক্তির কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার মহাসাহিত্যসাধনার স্মৃতি-রূপে একটি সাঙ্কেতিক চিত্র একটি সংস্কৃত শ্লোকার্দ্ধের সহিত নিজের উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া, স্ব-রচিত প্রত্যেক গ্রন্থের উপরিভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। সেই সাঙ্কেতিক চিত্রের মর্ম্ম প্রথমে অনেকেই অনুধাবন করিতে পারেন নাই। †

---

* ইতালীতে রক্ষিত মূল পত্র দুইটি শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়া গত ১৬ই আগষ্ট ১৯৫৩ তারিখের ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

† 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, মধুসূদনের এই 'সাঙ্কেতিক চিত্রে'র একটি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়া সে বিষয়ে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা সকলের অবগতির নিমিত্ত এই স্থলে উদ্ধৃত করিলে বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"আপনি যেরূপ আগ্রহের সহিত মধু-কথা আহরণ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া আপনাকে এই পত্রখানি লিখিতেছি। ইহাতে যদি কিছুমাত্র মধুকণা থাকে, তাহা হইলে তাহার সদ্ব্যবহার করিবেন।

"বহুকাল পূর্ব্বে যখন আমি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র টীকা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মধুসূদনের গ্রন্থগুলির আলোচনা করিতেছিলাম, তখন তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থের মলাটের উপর মুদ্রিত সাঙ্কেতিক চিত্রটি এবং তৎসংলগ্ন শ্লোকার্দ্ধটি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, ঐ শ্লোকার্দ্ধ—"শরীরং বা পাতয়েয়ম্ কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্" তাঁহার সাহিত্যসাধনার বীজমন্ত্রস্বরূপ; এবং উহার উপরিস্থিত সাঙ্কেতিক চিত্রটি ঐ বীজমন্ত্রের দ্যোতক। মধুসূদনের কাব্য ও নাটকাদি যিনি পড়িয়াছেন তিনিই জানেন যে, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার ঐ কাব্যনাটকাদি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন। এই কার্য্য সাধনই ঐ বীজমন্ত্রের —"কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্"এর লক্ষ্য। এখন দেখুন যে, ঐ সাঙ্কেতিক চিত্রটি কবির ঈপ্সিত "কার্য্যের" কি সুন্দর দ্যোতক! একদিকে প্রাচ্য-নির্দ্দেশক হস্তী, অন্যদিকে প্রতীচ্য-নির্দ্দেশক সিংহ; এবং এই দুইএর মধ্যস্থলে থাকিয়া ভাস্বর কাব্যপ্রতিভা তাহার সহস্র-রশ্মি দ্বারা সাহিত্য-শতদলকে সুপ্রস্ফুটিত করিতেছে!

"এখানে আক্ষেপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কিছুকাল হইতে মধুসূদনের গ্রন্থের যে সব

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মধুসূদনের লণ্ডনে অবস্থিতিকালে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতভাষাবিদ্ থিওডোর গোল্ডষ্টুকর (Theodore Goldstucker) মধুসূদনের বিদ্যাবত্তায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের বঙ্গ-ভাষার অবৈতনিক অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। মধুসূদন তাঁহাকে স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত বেতন ভিন্ন তাঁহার পক্ষে শুধু সম্মানের অবৈতনিক পদ লইয়া ইংলণ্ডে অবস্থান করা একেবারেই অসম্ভব। তিনি বিনয়ের সহিত উক্ত পদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন,—

Lorn Cottage, 11, Wood Lane, Shepherd's Bush,
London W. 17th January, 1866.

I have even refused the offer of the Bengali Professorship at University College, London, a post of great honour and dignity though without a salary. *Dr. Goldstucker* (of whom you have no doubt heard) was very anxious to have me, but I told him plainly that I was too poor to live in England without a handsome salary.···The Doctor is a profound Sanskrit scholar and loves all Hindus.

মধুসূদন নিম্নলিখিত কবিতাটি গোল্ডষ্টুকরকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন ;—

মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে
লভিলা অমৃত-রস, তুমি শুভ ক্ষণে
যশোরূপ সুধা, সাধু, লভিলা স্ববলে,
সংস্কৃতবিদ্যা-রূপ সিন্ধুর মথনে!
পণ্ডিত-কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে।

নানাবিধ সংস্করণ হইতেছে, তাহাতে এই সাঙ্কেতিক চিত্রটি বর্জ্জিত হইতেছে। বোধ হয়, উহার মর্ম্ম না বুঝায় এরূপ ঘটিতেছে। যে জিনিসটি কবির সাহিত্য-জীবনের লক্ষ্যকে এমন সুন্দররূপে নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহার বর্জ্জন কোনমতেই সঙ্গত নহে।

নিবেদক—শ্রীদীননাথ সান্যাল।"

আমরা আশা করি, মহাকবির প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন-নির্দ্দেশক সাঙ্কেতিক চিত্র সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থাবলীর পরবর্ত্তী সংস্করণ-সমূহে সুরক্ষিত হইবে। প্রখরবুদ্ধি ইতালীরাজ ভিক্টর ইমানিউএল মধুসূদনের প্রতিভার প্রকৃত গৌরব বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,
সুসঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে?
বাজায়ে সুকল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে:
বদরিকাশ্রম হতে মহা গীত-ধ্বনি
গিরি-জাত স্রোতঃ-সম ভীম-ধ্বনি করে!
সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি!—
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে?

পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্রাংশের প্রারম্ভে মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন;—

London W. 15th January, 1866.

I have received your three letters, the last enclosing an order on the Agra and Masterman's Bank for £60. I scarcely know how to thank you for the tender solicitude you display for my welfare, and I humbly trust that God will give me a day when I shall have it in my power to show you how greatful I am!...

...I cannot conceal the fact from myself that I must yet have a great deal of money. My passage, my out-fit to India, the setting myself up there as a British Barrister, the expenses of living as a Gentleman (in the European sense) till I get practice will cost a great deal, however economically we might manage these things.

You tell me that you have borrowed Rs. 7000. I presume you have paid yourself the 1000 you lent me, because of this money, I have received 6000 including the 500 which I got by last mail.

বিদ্যাসাগরকে লিখিত মধুসূদনের পত্রাবলী পাঠে প্রতীতি হয় যে, তাঁহার পত্তনীদার মহাদেবই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল। উপরি উক্ত পত্র লিখিবার ঠিক পাঁচ সপ্তাহ পরেই মধুসূদন লিখিতেছেন;—

14, Wood Lane, Shepherd's Bush.
London W. 25th February, 1866.

I have much pleasure in acknowledging the receipt of your kind letter with the order for £101 on the Oriental Bank Corporation. You always send money in good time. I am delighted to find that you have arranged the affair so satisfactorily with the *Sircar* of Rani

Sarnamoye, and thereby defeated the machinations of Mahadeva Chatterjea and his clique to distress and ruin me. I am sure it was that—who had the fact quietly whispered to your friend's ears inorder to turn him away from us. Believe me, that fellow is capable of any amount of r—y ! But for him and the like of him, I should have been at Calcutta at this moment. *

উপরি উক্ত পত্রের অন্য এক স্থলে মধুস্থদন লিখিতেছেন ;—

You may well imagine, my dear Friend, how full of anxious and troubled thoughts I am ! But for my confidence in your wisdom, strength of mind and noble and disinterested friendship, I fancy, I should go mad ! I need scarcely assure you that my trust is in God and after God in you !

সেই বৎসর লণ্ডনে দ্রব্যাদি অতিশয় মহার্ঘ হইয়াছিল ; তৎসম্বন্ধে মধুস্থদন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিতেছেন :—

14, Wood Lane, Shepherd's Bush.
London W. 18th April, 1866.

I have received your kind letter and the draft for £151 etc. I assure you, the money came in good time, for as I have repeatedly written to you, living in London is something frightfully dear this year. The "oldest inhabitant"—as people jocularly remark—"has no recollection of such dear times !" It costs us a great deal of money—indeed, much more than I had expected.

14, Wood Lane, Shepherd's Bush.
London W. 18th June, 1866.

I am aware that I have already had a very large sum of money ; —but it is *impossible* for a man—a gentleman, to live in England at the present moment on a little money with a wife and two children.

যদি কোন ভারতীয় ছাত্র ইংলণ্ডে গিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসেন, তাঁহার ব্যবসায়ে পসার না হওয়া পর্য্যন্ত বঙ্গের কোন ধনকুবের পার্শী

---

* ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী তারিখ সম্বলিত, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লণ্ডন হইতে লিখিত, মধুস্থদনের পত্র পাঠে জানা যায় যে তিনি মহাদেব চট্টোর নিকট হইতে সর্ব্বসমেত ৫৯৩১ টাকা, ৯ আনা, ৮ পাই পাইয়াছিলেন। মহাদেবের নিকট সেই সময়ে তাঁহার আরও ১০,১০০৲ (দশ হাজার একশত) টাকা পত্তনী তালুকের খাজনার হিসাবে প্রাপ্য ছিল। তিনি উহা পান নাই।

ভদ্রলোক, নির্দ্দিষ্ট সুদে তাঁহাকে অর্থ ঋণ দিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। পত্তনীদার অর্থ প্রেরণ না করাতে মধুসূদন, বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অনেকের নিকটে বহু পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বম্বের সেই পার্শী ধনাঢ্যের নিকট, নিজের জমিদারী বন্ধক রাখিয়া, ২৫০০০৲ টাকা অগ্রিম লইয়া, মধুসূদন সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া য়ুরোপের ব্যয়ভার বহন করিবেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটির সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর সহিত পরামর্শের নিমিত্ত তাঁহার নিকটে গমন করেন। কিন্তু দাদাভাই নৌরজী তাঁহাকে বলেন যে, বাণিজ্য-জগতের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায়, তাঁহার (মধুসূদনের) সেরূপ প্রার্থনা, বোম্বাই পার্শীদিগের দ্বারা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। দাদাভাইয়ের এইরূপ কথায় মধুসূদন হতাশ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন ;—

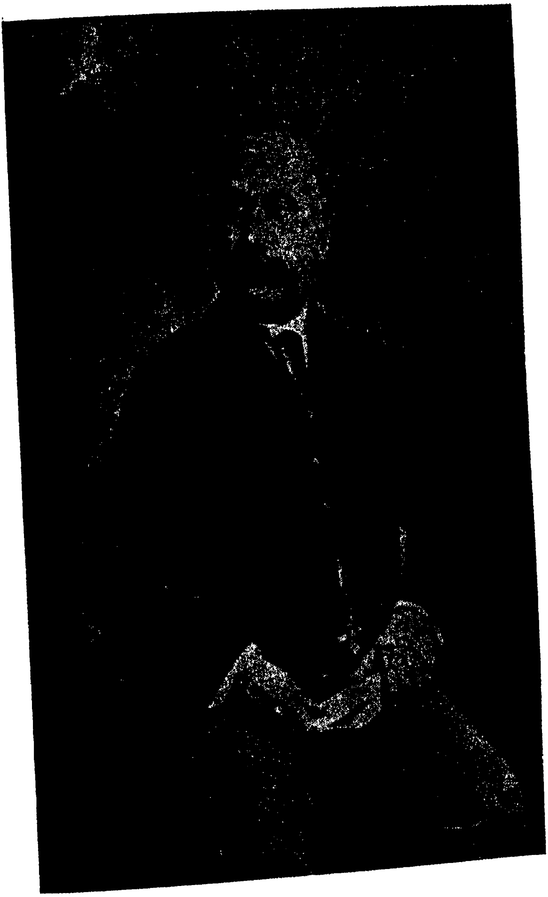
London W. 18th June, 1866.

Immediately after the receipt of your letter, I called on Mr. Dadabhye Naoroji,—a Parsee merchant here and the President of the London-Indian Society, to consult him about the great Parsee of Bombay. Mr. Naoroji threw cold water on the project and told me that at the present monetary condition of the mercantile world all over the world, such a request as mine would *not* be attended to.—So that, that hope is gone ! Unless you can save me, I must go !

You cannot imagine what sleepless nights my poor wife and myself have of late passed—talking over our affairs and prospects, and we have come to the conclusion that it would be better that I should go out alone and that she should follow me some months after, when I have acquired a sort of professional footing.

লণ্ডন নগরের বাড়ীওয়ালাদিগের প্রকৃতি কিরূপ এবং তাহারা ভাড়া আদায়ের জন্য ভাড়াটিয়াদিগের সম্বন্ধে কিরূপ কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করে, তৎসম্বন্ধে মধুসূদন এই পত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিতেছেন ;—

I hope you will send me £300 in September, for I must get out of this house and the last quarter of the year ends with that month. The proprietors are hard-hearted people and if I am unable to pay and move out, they no doubt, will apply the hard enactments of the English Law of Land-lords and Tenants to my case, for I am a yearly tenant and if I remain one day after the expiration of the



মনোমোহন ঘোষ

Term, they might compel me to keep the house *another* year at a higher rate of rent.

পত্রের সর্ব্বশেষে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে বলিতেছেন ;—

I tell my wife that when I get back to Calcutta, you will give me a little room in your house and a lot of rice to keep body and soul together!

আহা! কি করুণ মর্ম্মস্পর্শী কথা! তখন মধুসূদনের মনের অবস্থা প্রকৃতই ঐরূপ হইয়াছিল।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন ঘোষের পিতৃবিয়োগ হয়। যথাসময়ে বিলাতে এই সংবাদ পৌছিলে, মধুসূদন, মনোমোহন ঘোষের জননীকে সান্ত্বনা দিয়া, স্বহস্তে বাঙ্গালা ভাষায় যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত হইল ;—

শ্রীচরণকমলেষু। জেঠা মহাশয়ের স্বর্গ-প্রাপ্তি সংবাদে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা পত্রে লেখা বাহুল্য। সংবাদ পাইবামাত্রেই আমার স্ত্রী ও আমি প্রিয়বর মনোমোহনের বাসায় যাইয়া, তাঁহাকে এ বাটীতে আনিয়া সাধ্যানুসারে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টায় আছি ; আপনি তন্নিমিত্তে উৎকণ্ঠিতা হইবেন না। আপনি পরম জ্ঞানবতী, সুতরাং ইহা কখনই আপনার নিকট অবিদিত নহে যে, এরূপ তীক্ষ্ণ শর-স্বরূপ শোক এ সংসারে সর্ব্বদাই মানবকুলের হৃদয় বিদ্ধন করে। পিতৃ-চরণ-দর্শন-সুখ প্রিয়বর যে আর এ পৃথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণমান। এ দাসেরও আশা-লতা ছিন্ন হইল। ভাবিয়াছিলাম যে, কৃতকার্য্য হইয়া, দুই ভাই একত্রে দেশে ফিরিয়া যাইব, এবং আমি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত নির্ব্বাণ স্নেহাগ্নি পুনর্ব্বার পদ-সেবা করিয়া প্রজ্বলিত করিব। কিন্তু এ আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। এক্ষণে আপনি স্মরণপথে রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে চরিতার্থ হইব। প্রিয়বর তারপথে কলিকাতায় যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহা বোধ করি পাইয়া থাকিবেন। তিনি এদেশ হইতে অতি ত্বরায় ফিরিয়া যাইবার চেষ্টায় আছেন। যতদিন এখানে থাকেন, তাঁহার মনের বেদনা লঘুতর করিতে কোন মতেই অমনোযোগী হইব না। নিবেদনমিতি।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী দাস মধুসূদন দত্তস্য।

মনোমোহনের জননী শোকাভিভূত অবস্থায় স্বয়ং পত্রের উত্তর লিখিতে না পারায়, তদীয় মধ্যম পুত্র লালমোহন ঘোষের দ্বারা মধুসূদনের পত্রের উত্তর প্রেরণ করেন। পত্রখানি নিম্নে সন্নিবেশিত হইল ;—

Krishnanagar, 30 June, 1866.
Saturday. 8 A. M.

Dear Cousin Mr. Dutt,

Accept the heart-felt thanks of myself and mother for your kind letters of sorrow and sympathy to us, and for your extreme kindness towards my brother in England. Mother is too much absorbed in grief to be able to write to you personally. I hope you will pardon her. Please give our thanks to Mrs. Dutt, for the trouble she has taken to console my brother.

In haste, affly yours
LAL MOHAN GHOSH.

য়ুরোপ-প্রবাসের শেষভাগে মধুসূদন ঋণমুক্ত হইয়া, সোৎসাহে ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত কিরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিদ্যাসাগরকে লিখিত ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুনের পত্রাংশগুলি পাঠে আমরা অবগত হই।

14, Wood Lane, Shepherd's Bush.
London W. 26th June, 1866.

I am quite aware that if you are compelled to sell off, certain people will look upon themselves as "true prophets" and indulge in quiet laughter at our *supposed* expense; but I am sure you are a stronger minded man than that. Besides, who cares for the stupid—unthinking multitude? If you and my other friends arrange this affair for me, I shall, when called to the Bar, enter life with a splendid profession and *without* a mountain in the shape of debts to weigh me down on my poor back.

*   *   *   *   *   *

I have every right to do what I like with my own. No sensible man would say that *you* have helped me to ruin myself. Surely, a man who assists another to begin life as I hope to begin it, cannot be said to ruin that man. I must take my chance like millions of our fellow-creatures and either stand or fall according as the strength of my own heart and mind enables me!

উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলি পাঠে অনুমিত হয় যে মধুসূদনের হৃদয়ের তেজ সেই ভীষণ জীবন-পরীক্ষায় পূর্ব্বের ন্যায়ই অক্ষুণ্ণ ছিল! এত দুঃখ সহ্য করিয়াও তিনি অবসন্ন হন নাই। এই পত্রের শেষাংশে তিনি লিখিতেছেন;—

If you can command a sum large enough to answer my purpose,



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

there would be no occasion to do anything in haste, and I shall see what is to be done about Chatterjea on my return home. If any good Samaritan should come forward to help us, well and good; if not, you must raise money on the sale of the property and you shall have my final instructions on that subject in October, if not earlier.

প্রায় পাঁচ বৎসর য়ুরোপ-প্রবাসে বহু দুর্যোগ, বহু বাধা-বিঘ্ন, বহু ঝঞ্ঝা-বজ্র এবং উত্তাল তরঙ্গময় দুঃখসমুদ্র অতিক্রম করিয়া, যথার্থ মনুষ্যত্বের সহিত জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর গ্রেজ্ ইন্ হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ফরাসী দেশ হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত হইল ;—

5, Rue de Maurepas, Versailles.
France.—*9th December, 1866.*

My dear friend,

I hope you have received my letter via Bombay announcing my call to the Bar on the 17th ultimo. I have allowed some mails to leave without writing, for I have been looking out for letters and money from you. I am now in France with my family, for we can live here for less money than in England. If the mail now approaching us fast, bring money, I hope to leave Europe by the Bombay Steamer of the 5th January and reach Calcutta about the early part of February, just to see our Indian winter expire.

I think it would be better for me to leave my family here till I am well-settled in Calcutta. Living in France is cheap and I could not start in life as a Barrister in a becoming style for a time unless I had more money than, I am afraid, you could raise for me. As a single man, I could live anywhere and in any way I chose:—the case would be far different with a wife and children. I earnestly entreat you not to fancy that I am capable of treating your advice lightly; but in this matter, I think you are misled by the idea that living in Europe is dear. However strange the assertion might appear to you, I assure you that Europe is the cheapest quarter of the globe in many respects. When I reach Calcutta, I hope to hire the upper storey of some house with an Attorney's or other office below, furnish a few rooms decently and live with a cook and *Khitmutgar* till "briefs" begin to come in. Mrs. Dutt could live here very comfortably for 250 or 300 Rs. a month. I would rather that things went on this way till next winter.

I must now proceed to draw your attention to a much serious subject. I need scarcely tell you that you are my only friend. I am about to undertake a long voyage by sea. Life is uncertain. "In the midst of life we are in death." Should anything happen to me, my wife and children will have no one to look to but yourself. You must sell all I have and, after paying all just debts, transmit the money to my wife here, and advise her what to do. I am sure you will take the same interest in her as in the widow and orphans of a younger brother. You must be the friend and guardian of these I leave behind.

I suppose you are not aware that my books bring in a considerable sum of money. The income is likely to increase. Now, I wish to make a gift of that income to Mademoiselle *Henrietta Eliza Sarmista Dutt* and her heirs till the continuance of the same, appointing you, and the other gentlemen associated with you in managing my affairs at present, Trustees of the Gift. In case of that child's death, the money is to go to master *Frederick Michael Milton Dutt* and heirs—both of Versailles, in the Empire of France. In case of the latter's death to my wife Amelia Henrietta Sophia Dutt till her death and then to my other heirs. In case of my death before reaching Calcutta, the gift must be based on this letter. You, the Trustees, are to remit the money to my wife in France to be laid out in the education of the above-named H. E. S. Dutt or F. M. M. Dutt or her own use as the case may be.

I cannot conceal it from myself, that in order to get into the profession, I have well-nigh beggared myself. It now remains to be seen এ বৃক্ষে কি ফল ফলিবে! But there is no use of despairing. If I had been a single man, I should have marched out fearlessly, for I am not naturally timid; but it's a serious thing to have a wife and little children, all unable to help themselves, in case of any emergency.

I must now trouble you, my dear Friend, to send Mrs. Dutt £50 on receipt of this, for the money I leave for her will not be sufficient till my arrival. Please send the money through the French Firm "Disconti' National" or some such name payable to Madama Dutt of 5, Rue de Maurepas, Versailles. If you send the draft in a registered letter it is sure to reach her safe. I find my expenses greater than I had calculated upon.

Thanking you heartily for all past kindness and hoping to shake hands with you soon, I am as ever,

Yours faithfully,

P. S. If you call upon I. C. Bose, to submit an account of the books to you, you will be surprized to see that during the half year ending in July last they brought about Rs 1000! If Doctor Khetter Mohan Dutt is to be believed, the people of Bengal are "fools" for encouraging "a rascal" like your humble servant!! Adieu!—It's a good thing that all Bengalis are not Khetter Mohan Dutts!

উক্ত পত্রের পূর্ব্বে লিখিত আর একখানি পত্রে মধুসূদন তাঁহার পত্নী-কন্যা-পুত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন ;—

You know, my dear Vidyasagar, that I have no friend except yourself. I leave my wife and two infants in this strange part of the world. Should anything happen to me during the voyage, remember that they will look to you for help, comfort and friendship. I am obliged to leave some debts behind.

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুক্তিপূর্ণ নিষেধ সত্ত্বেও মধুসূদন পত্নী-কন্যা-পুত্রকে ফ্রান্সে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা মধুসূদনের স্বদেশযাত্রার পর প্রায় তিন বৎসর ফ্রান্সে বাস করিয়াছিলেন। মধুসূদনের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ও পুত্র মিল্টন প্যারিসের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন ; পত্নী হেনরিয়েটার স্বাস্থ্য ভাল না থাকায়, তিনি প্রায়ই জলবায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করিতেন। সেখানেও তাঁহার বাসের জন্য স্বতন্ত্র ব্যয় করিতে হইত। এই সকল কারণে মধুসূদনের প্রচুর অর্থব্যয় অনিবার্য্য হইয়া পড়িত।*

এস্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ সবিশেষ প্রয়োজনীয়। য়ুরোপে অবিচ্ছিন্ন অসচ্ছলতার অধীন হইলেও মধুসূদনের স্বভাবজাত রহস্যপ্রিয়তা ও আমোদ-প্রমোদের বিরাম ছিল না। তিনি কবিজনোচিত উল্লাসে সতত উল্লসিত থাকিতেন। অধ্যয়নের অবকাশে প্রমোদ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেন। তখন সাংসারিক কোন চিন্তাই তাঁহার চিত্তে স্থান পাইত না। অভাবের নিবিড়

---

* আমরা ফরাসী ভাষায় লিখিত একখানি পত্রের ইংরাজি অনুবাদ প্রকটিত করিলাম। তাহাতে মধুসূদনের বিপুল ব্যয়ের আভাষ পাওয়া যায়।

I have let out to Mme. Dutt (Mrs. Henrietta Dutt) one room from 21st. August to 30th. September at the rate of 610 francs for board and lodging and two bottles of wine per day. 20 francs per month for a piano and 9 francs for sea-water.

Hotel Victoria, Dieppe. For my mother, A. Grubrey.

23rd. August 1867.

বিষাদমেঘ প্রখর প্রমোদপবনে অপসৃত হইয়া, প্রফুল্লতার ফুল্লশ্রী জ্যোৎস্না সদ্য-বিকশিত হইয়া তরঙ্গপ্লাবনে প্রবাহিত হইত! মনোমোহন ঘোষ বলিতেন যে, যখনই অর্থসাচ্ছল্য ঘটিয়াছে, তখনই মধুসূদন লণ্ডন কিম্বা প্যারিসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট হোটেলে প্রবাসী বন্ধুদিগকে সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন; সুবিখ্যাত নাট্যশালায় অভিনয় দর্শনে যাইতেন এবং অপেরা হাউসে নৃত্যগীত শ্রবণ করিতেন; বন্ধুকে লইয়া ট্রেনে সেলুনে চড়িয়া নগরীর উপকণ্ঠে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। বিলাসব্যসনে তিনি ফরাসীর ন্যায়ই ছিলেন। প্যারিসেই তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইত! ফরাসী দেশের সকল দ্রব্যই তাঁহার প্রিয় ছিল! ফরাসী সৌগন্ধেই তিনি বিমোহিত হইতেন! ফরাসী মদ্যেই তাঁহার পান-পাত্র পরিপূর্ণ হইত! ফরাসী পাচকের প্রস্তুত খাদ্যই সকল জাতির প্রস্তুত (বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত) খাদ্য অপেক্ষা তাঁহার অধিক মনোনীত ছিল। তাঁহার মতে ফরাসী সমালোচকই সমালোচকশ্রেষ্ঠ। আচারে ও ব্যবহারে তিনি নিজেও ফরাসী হইয়াছিলেন, এবং ফরাসী রীতি অনুসারেই সকলকে সাদর-সম্ভাষণ করিতেন। জনৈক খ্রীষ্টীয় মিশনরী বলিতেন যে, "বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর য়ুরোপীয় আদবকায়দা মাইকেল মধুসূদনে যেমন দেখিয়াছি, তেমন আর কাহাতেও কখনও দেখি নাই। বিনয়নম্র ব্যবহারে তিনি ধর্ম্মপ্রাণ সাধুকেও (Saint) পরাজিত করিয়াছিলেন।" কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ও পুত্র মিণ্টন এতদূর ফরাসীমন্ত্রে দীক্ষিত ছিল যে তাহাদের নামও ফরাসী প্রণালীতে লিখিত হইত। তাঁহার চক্ষে প্যারিস নগরীই সসাগরা ধরিত্রীর বক্ষে অমরাবতীসদৃশ মনোহর এবং ফরাসী জাতিই ভূমণ্ডলে সভ্যতার আদর্শরূপে পরিগণিত হইয়াছিল!

এতদূর বৈদেশিক আবরণে আবৃত হইয়াও আমাদের মধুসূদন—মধুসূদনই ছিলেন! সেই বৈদেশিক আড়ম্বরপূর্ণ চাকচিক্যময় ফরাসীদেশেই ফরাসীভাবে অনুপ্রাণিত থাকিয়া মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষায় চিরমধুর কবিতাবলী রচনায় ব্রতী হন! বর্দ্ধমানাধিপতি বিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌ বাহাদুর যথার্থই লিখিয়াছেন;—

বিদেশী আকারে, সকল প্রকারে,
ইংরাজি বাহিরে বাঙ্গলা অন্তরে,
দেহ পরবাসে, স্নেহ নিজ ঘরে,
মধু তব রীতি অতুল ভূতলে।

Buckland সাহেব লিখিয়াছেন,—Paris, which he regarded as the most splendid place in the world.

মধুসূদন ফরাসী বিপ্লববাদীদিগের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন; এ সম্বন্ধে তাঁহার এক বন্ধু লিখিয়াছেন;—

He sympathised with the Orleanists who were reduced to miserable circumstances. He bore inveterate hatred towards the Republicanists.

আমরা মধুসূদনের ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গৌরদাস বসাককে লিখিত একখানি পত্র এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম; ইহা হইতে মধুসূদনের ফ্রান্স-প্রবাসের অনেক কথা জানিতে পারা যাইবে,—

12, Rue des Chantiers, Versailles.
France,—26th January, 1865.

My dear Gour,

I have received your kind and most welcome letter. It reminds me of old days. Though father and myself "bearded like a Pard"—we still have the same hearts beating in us. Is it not so, my good old Friend? I pray you, whenever any rascal tells you anything unworthy of your friend, dismiss him with a smile of quiet contempt, for I am neither a fool nor a madman, and (as they say in England) "know what is what." You can scarcely conceive how Europe has changed me in my habits, in my tastes, in my notions of things in general, and even in my appearance. I hope the day is not distant when you will have an opportunity of judging for yourself, my Boy! I am no longer the same careless, impulsive, thoughtless sort of fellow; but a bearded scholar, a man that can correspond with his friends in six European languages and several Asiatic ones. You cannot imagine what a jolly beard and moustache I have grown. I hope to send you my portrait soon. Of course, I am still romantic, for that you know is my nature; for I am a bit of a Poet, and a superabundance of the imaginative faculty makes a fellow rather a poor "man of the world." I have my dreams and aspirations and vague longings, but I am growing wiser; excuse this egotism, but to whom am I to open my heart if not to my old friend and brother? I feel vexed that people should talk ill of me, give currency to d—d idle reports about me, when I am at too great a distance to defend myself. Let Truth frown Falsehood into silence. Treat such cowardly malice as it deserves, my Boy!

You ask me when I mean to return "homewards ?" If I had not been cruelly neglected by Mahadeb Chatterjea and Digumber Mitter, I should have been called to the Bar in the course of the present month ; but, as it is, I am afraid, I shall have to stop a year or more longer.

My distinguished friend, Ishwar Chandra Vidyasagar, has taken me by the hand ; if you ask him he will tell you how shabbily I have been treated. The subject is an important one and I don't like to enter into it. I have been for months like a ship becalmed in France, though, thank God, I have had strength of mind and resolution to make the very best use of my misfortune in learning the three great continental languages, viz, Italian, German and French languages,—which are well worth knowing for their literary wealth. You know, my Gour, that the knowledge of a great European language is like the acquisition of a vast and well-cultivated state—intellectual of course. Should I live to return, I hope to familiarize my educated friends with these languages through the medium of our own. After all, there is nothing like cultivating and enriching our own tongue. Do you think England, or France, or Germany or Italy wants Poets and Essayists ? I pray God, that the noble ambition of Milton to do something for his mother-tongue and his native land may animate all men of talent among us. If there be any one among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue. That is his legitimate sphere—his proper element. European scholarship is good, in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilized quarters of the globe ; but when we speak to the world, let us speak in our own language. Let those who feel that they have springs of fresh thought in them, fly to their mother-tongue. Here is a bit of "lecture" for you and the gents who fancy that they are swarthy Macaulays and Carlyles and Thackerays ! I assure you, they are nothing of the sort. I should scorn the pretensions of that man to be called "educated" who is not master of his own language.

I am sorry for your little son, for I am afraid, the *mistaken* kindness of your parents will not suffer him to be made a man ; of course, I am far from condemning your filial respect for their feelings.

You again date your letter from "Bagirhat" Is this "Bagirhat" on the bank of my own native river ? I have been lately reading Petrarca, the Itallan Poet, and scribbling some "sonnets", after his

manner. There is one addressed to this very river কবতক্ষ। I send you this and another—the latter has been very much liked by several European friends of mine to whom I have been translating it. I dare say, you will like it too. Pray, get these sonnets copied and sent to Jotindra and Raj Narain and let me know what they think of them. I dare say the sonnet "চতুর্দ্দশপদী" will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. I add a third; I flatter myself that since the day of his death ভারতচন্দ্র রায় never had such an *eternal* compliment paid to him. There's variety for you, my Friend. I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of Poetry. Believe me, my dear Fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong. It is, or rather, it has the elements of a great language in it. I wish I could devote myself to its cultivation, but, as you know, I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real work for a living. I am too poor, perhaps, too proud to be a poor man always. There is no honour to be got in our country without money. If you have money, you are বড়মানুষ; if not, nobody cares for you! We are still a degraded people. Who are the "বড়মানুষ" among us? The *nobodies* of Chorebagan and Barrabazar! Make money, my Boy, make money! If I haven't done something in the literary line, if I do possess talents, I have not the means of cultivating them to their utmost content and our nation must be satisfied with what I have done.

But let us turn to other subjects; if you are really and seriously bent upon coming to Europe for the Bar, you can manage the whole thing for about 8 to 10 thousand Rupees. Of course, if you were left to yourself, you could not do it, but I can hope to be of great use to you. When you let me know that you are in real earnest, I shall send you a long letter, more useful than any "guide" you can think of.

You want me to write you by *every mail*. My good soul, do you know that I should in that case have to write no less than four letters every blessed month. I am not an idle man and besides, what news could I give you? However, I shall not forget my dear old Friend, altogether, but give him a call, now and then.

You must remember me to all our old friends and tell them how I am getting on.

I congratulate Rajendra on the birth of his son. May the little fellow grow up like his old Dad! I wish, in your next, you would give me the history of the unfortunate Rajah of Cooch-Behar and that of Trailokya Mohun Tagore, who, I see, has been transported for 7 years. I feel for this poor mother. Perhaps the poor old lady has died by this time of a broken heart!

Mrs. D and the little ones are all going on well, thank God! I hope to return to London next April, therefore continue to address as usual.

With all our united regards. I remain My dear Gour, Ever your affectionate.

"চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" রচনার পরবর্ত্তীকালে মধুসূদন অমিত্রচ্ছন্দে যে সকল নূতন চতুর্দ্দশপদী ও খণ্ডকবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি পাঠ করিয়া আমরা প্রকৃতই বিস্মিত হই যে, কেমন করিয়া এ সকল কবিতা তাঁহার লেখনীমুখে বাহির হইয়াছিল। য়ুরোপার্জ্জিত তিনটি ভাষারত্নের পণ্য লইয়া, তিনি যেন তাহার বিনিময়ে নিজের জ্যোতিস্ময়ী কবি-প্রতিভাকে ফরাসীদেশে চির-বিস্মৃতির মহামৌন সমাধি গহ্বরে প্রোথিত করিয়া, ভারতাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন।

অবিরল অশ্রুবর্ষণে পত্নী হেনরিয়েটা, দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা, পুত্র মিল্টন এবং প্রবাসী বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী, মার্শেলিসের জল-কল্লোল-মুখর জন-কোলাহলধ্বনিত বন্দরে, অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া, কাতরচিত্ত—বিরহব্যথিত মধুসূদন, একাকী স্বদেশাভিমুখে সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা করিলেন! য়ুরোপে অবস্থান কালে তিনি তাঁহার বিপদতারণ, দুর্দ্দিনের বন্ধু মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্দেশে 'বঙ্গদেশে এক মান্যবন্ধুর উপলক্ষে' শীর্ষক যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া, আমরা তাঁহার য়ুরোপ-প্রবাসের বিষাদময়ী স্মৃতি সমাপন করিলাম ;—

হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে,
দূরে থাকি পার্থরথী তোমার চরণে
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু! আপন কুশলে
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে ?

এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে
শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর অঞ্চলে।
তা হলে, পূজিব আজি, মজি কুতূহলে,
মানি যাঁরে, পদ তাঁর ভারত ভবনে!
নমি পায়ে কব কানে অতি মৃদুস্বরে,—
বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে ;
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে ;
কেড়ে লব রাজ-পদ তব আশীর্ব্বাদে।—
কত যে কি বিদ্যা-লাভ দ্বাদশ বৎসরে
করিনু, দেখিবে, দেব, স্নেহের আহ্লাদে।

ষোড়শ অধ্যায়

য়ুরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন—ব্যারিষ্টারী-ব্যবসায়ে প্রতিবন্ধকতা—মধুসূদন-সম্বন্ধে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অভিমত—ব্যারিষ্টারী-ব্যবসায়।

[১৮৬৭—১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ]

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই মধুসূদন য়ুরোপ হইতে কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই সুকীয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোহর বাসভবনের বহির্ভাগের দ্বিতল কক্ষ-সমূহ মধুসূদনের অবস্থানের নিমিত্ত ইংরাজি ফ্যাসানে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, যতদিন না ব্যারিষ্টারী-ব্যবসায়ে মধুসূদনের পসার-প্রতিপত্তি হয়, ততদিন মধুসূদন উক্ত বাটীতে অবস্থান করিবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ! য়ুরোপ-প্রবাসের ভীষণ যন্ত্রণার চিরক্রূর-স্মৃতি স্বদেশ-প্রত্যাগমনের সঙ্গে-সঙ্গেই মধুসূদনের স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। প্রতীচ্য-সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বরে পূর্ণ-অনুপ্রাণিত মধুসূদন, দেশীয় মহল্লায় না থাকিয়া, ইংরাজ-মহল্লা মনোনীত করিলেন।

কলিকাতায় পৌছিয়াই মধুসূদন, গভর্ণমেণ্ট-হাউসের পশ্চিমদিকে অবস্থিত স্পেন্সেস্ হোটেলে উঠিলেন। তিনি এই হোটেলে আড়াই বৎসর বাস করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কিছুদিন Mrs. Herring's Hotel-এ অবস্থান করিয়াছিলেন। ফরাসী-মন্ত্রে দীক্ষিত মধুসূদন, ফরাসী-পল্লী চন্দননগরের গঙ্গাতীরে একটি 'ভিলা' ভাড়া করিয়া তথায় অবকাশ বিনোদন করিতেন। শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী গোপীকৃষ্ণ গোস্বামীর গঙ্গাতীরস্থ একটি রম্য-নিকেতনও কিছুদিন মধুসূদনের বিশ্রাম-বাস ছিল। তাঁহার পত্নীর য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কলিকাতায় স্পেন্সেস্ হোটেলেই তিনি থাকিতেন।

স্পেন্সেস্ হোটেলে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বহুদিন পরে য়ুরোপ হইতে মধুসূদনের আগমন-সংবাদে পুলকিত হইয়া বন্ধুগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মধুসূদন প্রত্যেকের সহিত করমর্দ্দন

করিয়া, তাঁহার স্বভাবসুলভ মধুর বচনে আপ্যায়িত করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত হইবামাত্র মধুসূদন তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া, দুই হস্তে তাঁহার গলা জড়াইয়া মুখচুম্বন করিলেন, এবং আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ক্রমাগত চুম্বন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুতেই ক্ষান্ত হন না; শেষে বিদ্যাসাগর বহু চেষ্টায় মধুসূদনের আলিঙ্গন-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া চেয়ারে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে বলিলেন, "এই হোটেলে বাস অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। আমি তোমার জন্য একটি অতি সুন্দর বাটী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছি, তুমি সেখানে চল না কেন, বেশ সুখে থাকিবে।" কিন্তু মধুসূদনের অদৃষ্টে সুখ কোথায়? তিনি এ কথার উত্তরে বলিলেন,—"এখানে বেশ আছি, এ নিমিত্ত আর তোমার ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই।" বিদ্যাসাগর কথাবার্ত্তায় বুঝিলেন যে, মধুসূদন হোটেল হইতে নড়িবেন না, তাঁহার চেষ্টা বৃথা। কাজেই তিনি এ সম্বন্ধে তখন আর কোন কথা না বলিয়া বিদায় লইলেন; বিদায়-কালে মধুসূদন আবার তেমনি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন ও নৃত্য করিলেন। পরে বিদ্যাসাগর মধুসূদনের বাস-বাটীতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।

রামকুমার বিদ্যারত্ন সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, মধুসূদন তাঁহাকে ভুজযুগ প্রসারণ পূর্ব্বক প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া, তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন এবং পণ্ডিতকে পাশে বসাইয়া, কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া, নানা কথায় তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। *

কলিকাতায় আসিবার অব্যবহিত পরেই মধুসূদনের কোন পূর্ব্বতন বন্ধু

---

* এই সময়ে একদিন মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত একটি বন্ধুকে লইয়া মধুসূদনের সঙ্গে পরিচিত হইতে গমন করেন। মধুসূদনের ব্যবহারে ও অভ্যর্থনায় পরম প্রীত হইয়া রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন:— It was in this year (1867) that I had the pleasure of first seeing the great poet. A friend who accompanied me was as great an admirer of Madhusudan's poetry as I myself, and Madhusudan did us the favour of reading some portions of his Meghnad to us. He was then, what he always was in life, genial, kind-hearted, and good, but careless and improvident. Misfortunes darkly closed over the last years of his life, and within six years after I had seen him so genial and so full of life, Madhusudan was no more.

একদিন পথিমধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় বাসা নিলে?" মধুসূদন হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"বামুন-পাড়ায়, বামুন-পাড়ায়।" বন্ধু বলিলেন, "বামুন-পাড়া কি হে?" মধুসূদন বলিলেন,—"পাড়াগাঁয়ে যে পাড়া সকল পাড়ার মাথা, সেই পাড়াকে বামুন-পাড়া বলে। কলিকাতার মধ্যে সাহেব-পাড়াই শহরের মাথা; তাই সেখানে আছি।"

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্যারিষ্টাররূপে হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার-লাভের নিমিত্ত মধুসূদন তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার বার্ণস্ পিককের নিকট আবেদন করিলেন। মহামতি স্যার বার্ণস পিকক্ তৎক্ষণাৎ মধুসূদনের আবেদন-পত্র গ্রাহ্য করিয়া "তাঁহাকে ব্যারিষ্টাররূপে প্রবেশাধিকার দেওয়া হউক", এই প্রস্তাব করিলেন। মাননীয় লক্, বেলী, নরম্যান ও কেম্পপ্রমুখ বিচারপতিরা স্যার বার্ণস্ পিককের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া স্বাক্ষর করিলেন। বিচারপতি গ্লোভার ও সিটনকার লিখিলেন, "মধুসূদনকে এখনই ব্যারিষ্টাররূপে প্রবেশাধিকার দেওয়া হউক।" সকলেই মত দিলেন, কিন্তু জজ জ্যাক্সন্ ও ম্যাক্‌ফারসন্ গোল বাধাইলেন। জ্যাক্সন লিখিলেন, "অগ্রে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত হউক"; জজ সিটনকার বলিলেন, "আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে তিনি প্রবেশাধিকার পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।" এ কথা সিটনকার লিখিয়া দিলেন এবং মাননীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত সিটনকারের মন্তব্য সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া তাহার নিম্নে স্বাক্ষর করিলেন। জজ ম্যাক্‌ফারসন্ ঘোর আপত্তি তুলিয়া, "মধুসূদনের চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ব্ব-ইতিহাস সুবিধাজনক নহে," ইত্যাদি কথা লেখায়, মধুসূদনের ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রবেশাধিকারে বিঘ্ন উৎপাদিত হইল। জ্যাক্সন্ ও ম্যাক্‌ফারসন্ উভয়ে দেশীয়-বিদ্বেষী, তাঁহারা দেশীয়দিগকে হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার দানে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন; তদুপরি আবার কয়েকটি ইংরাজ ব্যারিষ্টার এবং মধুসূদনের দেশীয় বিদ্বেষ্টাগণ তাঁহার বিপক্ষে ঈর্ষামূলক অলীক অপবাদ তাঁহাদের কর্ণগোচর করে। যাহাতে মধুসূদন হাইকোর্টে প্রবেশ না করিতে পারেন, ইহাই বিদ্বেষ্টাদিগের আন্তরিক কামনা ছিল।

বিচারকদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রথমে মধুসূদনের হাইকোর্টে প্রবেশাধিকারের পক্ষে অনুকূল মত প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তখন অনেকেই

মধুসূদনের সম্বন্ধে এই অলীক দোষারোপে, তাঁহাদিগের পূর্ব্বমত প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ উকীল (পরে জজ্) অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মধুসূদনের হাইকোর্ট-প্রবেশের দারুণ বিঘ্নস্বরূপ, বিদ্বেষ্টাদিগের প্রতিকূলাচরণের কথা, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে ইহাও লেখেন যে, যদিও এইরূপ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি প্রধান-বিচারপতি (Chief Justice) মধুসূদনের প্রতি প্রসন্ন; তিনি তাঁহাকে প্রবেশাধিকার দিতে সম্পূর্ণ সম্মত ও ইচ্ছুক। বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, মধুসূদনের হাইকোর্ট-প্রবেশের নানা অন্তরায়ের কথা মধুসূদনকে জ্ঞাত করিয়া, তাঁহাকে দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে, কতকগুলি প্রশংসা পত্র সংগ্রহ করিতে বলেন। সেই সকল প্রশংসা-পত্রের দ্বারা তাঁহার কণ্টকাকীর্ণ গন্তব্য-পথ পরিষ্কৃত হইবে। মধুসূদন প্রথমে দিগম্বর মিত্রের এবং আরও দু'এক জনের প্রদত্ত প্রশংসা-পত্র তাঁহার আবেদনপত্রের সহিত প্রদান করেন; তাহা জজ ম্যাক্‌ফারসনের মনোনীত হয় নাই। তৎপরে হাইকোর্টের আদেশানুযায়ী তাঁহার আরও অধিক প্রশংসা-পত্রের প্রয়োজন হইলে, মধুসূদনকে দেশের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অভিমত সংগ্রহ করিতে হয়। বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত এ সম্বন্ধে মধুসূদনকে যে কতদূর সাহায্য-প্রদান করিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। মধুসূদন, এই বিদ্বেষ-জালে বিজড়িত হইয়া যে, কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, এবং প্রশংসা-পত্রগুলি সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে কিরূপ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, তাহা মধুসূদনের বিদ্যাসাগরকে লিখিত সেই সময়কার একখানি পত্র হইতে সবিশেষ জানিতে পারা যায়। পত্রখানি নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল;—

1, Spence's Hotel
11th April, '67.

My dear Friend,

I was detained a little at the station and reached home about 8½ P. M. This morning I called on the Punditjee who told me that my *only* chance was to get as many certificates as I could from the most known members of the native community. I then drove over to Digumber's who sent me on to Rajender Mitter's to take him with me to Rajah Kaly Krishna's. Rajender has promised to go with me

this afternoon. I then saw R. G. Ghose and asked him for a certificate. He asked me to see him next Saturday. Sumbhonauth says that our enemies seem to have won the ears of the Judges and that the antidote must be as strong as the poison. He wants you to come to Calcutta ; I scarcely know what to say myself. I am sure I have given you too much troubles already. We must go up with our papers early next week, for no time is to be lost. If you can't come, you had better send me a testimonial by return of post. I shall try to do what I can with Digumber, though (as you know) I don't like him much. I don't think he is very sincere. Sumbhonauth said "এ বিষয়ে না জিতলে আর মান থাকবে না।" He has great hopes of success if he be properly backed.

I am likely to be in distress for money soon. I have to pay a great deal every day for carriages and my servants want their pay for March. The Hotel bill can be put off till the end of the month. Good God, what will become of me? I am off to see if I can get a testimonial from Jotindra Mohan Tagore.

Write to me how you feel after your fatiguing journey, and believe me your loving but unhappy and unfortunate.

P. S. Excuse haste. Poor Monou (not the Law-giver but the Barrister !) is dreadfully cut up by all this.

মধুসূদন সে সময়ের দেশের ও সমাজের শিরোমণিদিগের প্রশংসা-পত্র পেশ করিয়া, পুনরায় দরখাস্ত দিয়া, তাঁহার আবেদন তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করাইয়া, বিদ্বেষ্টাদিগের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করেন, এবং প্রচণ্ড প্রবাহবৎ প্রতিঘাতে সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সদম্ভে হাইকোর্টে প্রবেশ করিলেন।

আমরা মহামান্য হাইকোর্টের দপ্তরখানা হইতে, এতৎসম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া, নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

To

The Hon'ble Sir Barnes Peacock, Kt.

Chief Justice.

Hon'ble Sir,

Having had the honour of being called to the Degree of a Barrister by the Hon'ble and Ancient Society of Gray's Inn, I humbly solicit the favour of being admitted an advocate of the High Court.

I became a student in Michaelmas Term 1862 and was called to the Bar in Michaelmas Term 1866. My name stood on the roll for

seventeen Terms as I was obliged to reside on the Continent for a time on account of ill health. The number of Terms, which I formally kept was ten. I attended public lectures for a whole educational year and studied with a Barrister of our Inn.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Michael Madhususudan Datta.

1, Spence's Hotel,
Calcutta, 20th Feby, 1867.

Some testimonials were sent with the above letter: They are not in the record.

6-3-67 :—CHIEF JUSTICE SIR BARNES PEACOCK proposed that Mr. Michael M. Datta be admitted as an advocate. He kept only 10 terms. Justice Loch, Bayley, Norman, and Kemp also signed the proposal.

JUSTICE LEWIS JACKSON :—I should wish to make some inquiries before acceding to this application.

7-3-67 :—JUSTICE GLOVER :—I think the applecant should be admitted as nothing appears against him.

JUSTICE SETON KARR :—I propose that he should be admitted at once. From all I have heard of this gentleman, he is quite fitted for admission, and we lately admitted Baboo Monmohan Ghose who, if I remember right, had only kept 8 terms.

JUSTICE SETON KARR's endorsement was also signed by Justice Sambhu Nath Pandit.

25-3-67 :—JUSTICE A. G. MACPHERSON::—I think that Mr. Datta ought not to be admitted as an Advocate without further and more satisfactory evidence of his being a person whom it is proper to admit. Mr. Datta's antecedents and former position as Interpreter of the Calcutta Police Court are not suggestive of his being such a person. While the letters annexed to his application are quite insufficient to lead me to supose that he is. The opinion expressed by Babu Digumber Mitter (if worth anything in itself) is to my knowledge opposed to that entertained by many persons. It is remarkable that Mr. Datta produces no letter from any one in England, and none from any of the Govt. Officers with or under whom he served before he went there.

26-3-67 :—JUSTICE NORMAN withdrew his assent to Mr. Datta's admission.

4-4-67 :—JUSTICE PHEAR :—In view of the short number of terms

and the general bad reputation of Mr. Datta I cannot consent to his admission, untill his qualifications have been made to appear by definite testimony and his character has been satisfactorily cleared.

JUSTICE SETON KARR :—The delay in disposing of Mr. Datta's case is the cause of much prejudice to his interests. The matter is very extensively talked of in native circles and all sorts of vague rumours are in circulation. His case should be disposed, one way or another, with the least practicable delay.

JUSTICE NORMAN :—I feel a doubt whether what we know is sufficiently definite to justify us in excluding him. Peterson is decidedly for his admission. Beyond saying that he is unpleasant and gets drunk at times he knows no harm of him and says he is a very clever intelligent man.

CHIEF JUSTICE PEACOCK :—Mr. Justice Norman has been good enough to make some inquiries of Mr. Peterson who, it was understood, knew something about Mr. Datta's character. Considering the general character of Mr. Datta as far as I have been able to ascertain it, I withdraw my proposal for his admission. I was not aware that there was any imputation upon his general character and repute when I proposed to admit him.

25-4-67 :—Letter of Mr. Datta to the Court :—I beg leave to enclose several certificates from some of the most respectable native gentlemen to whom I have the honour of being known. I trust that these certificates will be found satisfactory.

TESTIMONIALS

I.

From Raja Kali Krishna Bahadoor and
Coomar Hurrendra Krishna Bahadoor.
Member of the Bengal Legislative Council.

We have much pleasure in certifying that Mr. Michael M. Datta is well-known to us. He is a gentleman by birth and held in esteem by our countrymen, possessing as he does, an unexceptionable character and no common order of literary abilities. We would be glad to see him admitted as an Advocate of Her Majesty's High Court.

CALCUTTA.
Sobha Bazar.
14th April, 1867.

(*Sd.*) RAJA KALI KRISHNA BAHADOOR.
" HURRENDRA KRISHNA.

II.

From Baboo Rommanauth Tagore,
Member of the Bengal Legislative Council.

I have much pleasure to state that Mr. M. M. S. Datta is of a respectable family, his father was a first-rate pleader in the Sudder Court and was highly respected by all of us. Although my personal acquaintance with Mr. Datta is not of a long duration, still from what I have seen of him I can affirm that he is a highly intelligent and educated gentleman. From what I hear of his character and ability, I have every reason to believe that he would prove an acquisition to the profession which he has adopted.

Calcutta.
16th April, 1867. } (Sd.) ROMMANAUTH TAGORE.

III.

From Pundit Iswara Chandra Vidyasagara, and Baboo Prosunno Coomar Surbadhicary, Principal, Sanscrit College, and Baboo Rajkrishna Banerjea, Assistant Professor, Presidency College.

MR. MICHAEL M. DATTA, Barrister-at-Law, is born of a very respectable and well-connected family. His father, the late Baboo Rajnarain Datta was a distinguished Pleader of the late Sudder Court. Mr. Datta is a man of splendid talents and varied and extensive literary attainments, of which he has made an ample display in several of his Poems and Dramas in Bengali. These works have at once made his name dear and respected to his countrymen, and have secured him an enviable reputation as an Author. His knowledge of the English Language and Literature is such as would do credit to an educated Englishman. He is, besides, well-acquainted with Sanscrit, Persian, Greek, Latin, French, German, and Italian. He is well known to be an honest, sincere, generous, and high-minded gentleman. On the whole, he is, in our humble opinion, an ornament to his country. We shall be exceedingly delighted to see him admitted to the Bar of the Calcutta High Court.

Calcutta.
20th April, 1867. } (Sd.) ISWARA CHANDRA SHARMA
,, PROSUNNO COOMAR SURBADHICARY.
,, RAJ KRISANA BANERJEA.

IV.

From Roy Kishen Kishore Ghose Bahadoor, and Baboos Onoocool Chunder Mookerjea, Mohesh Chunder Chowdry, Unodapersaud Banerjea and Dwarkanauth Mitter.

Pleaders, Calcutta High Court.
15th April, 1867.

We have much pleasure in certifying that we have known Mr. M. M. Datta for several years. He is a gentleman by descent. We have always known and heard him spoken of as an upright and honourable man. His high literary talents, varied acquirements, and excellent character, have always secured for him the respect and good will of his countrymen and they would be really glad to see him admitted to the Bar of the High Court.

(Sd.) KISHEN KISHORE GHOSE.
" ONOOCOOL MOOKERJEA.
" MOHESH CHUNDER CHOWDRY.
" UNODAPERSAUD BANNERJEA.
" DWARKANAUTH MITTER.

V.

From Baboo Jotindra Mohun Tagore,
Honorary Secretary, British Indian Association.

I have much pleasure in certifying that I have known Mr. Michael M. Datta for several years, and that I have always found him an honourable gentleman of unblemished character. I shall be glad to see him as an Advocate of the Calcutta High Court.

Calcutta, 13th April, 1867. (Sd.) Jotindra Mohun Tagore.

VI.

From Baboo Heraloll Seal.

Mr. Michael M. Datta, Barrister-at-Law, has been known to me for years. He is a gentleman of brilliant abilities, extensive literary attainments and unexceptionable character. I shall be very glad to see him admitted to the Bar of the Calcutta High Court.

Calcutta, 22nd April, 1867. (Sd.) Heraloll Seal.

VII.

From Baboo Rajendralala Mitra,
Director of the Wards' Institution.
Manicktolla, 14th April, 1867.

I have much pleasure in certifying that I have known Mr. Michael M. Datta both personally as well as by repute for some years. He is a gentleman by birth and education and held in great estimation by the majority of his countrymen for his uncommon literary abilities. He is the author of some of the best Poetical Works in the Bengali Language and his father was a successful Vakeel of the late Sudder Court. I knew nothing against his character as a gentleman and am of opinion that there are few men in this country who better deserve the honour of being admitted as an Advocate of Her Majesty's High Court in Calcutta.

(Sd) Rajendralala Mitra.

VIII.

From Baboo Peary Chand Mitra,
Vice-President, Agricultural and Horticultural Society of India.
Calcutta, 15th April, 1867.

I have much pleasure in certifying that Mr. Michael M. Datta belongs to a very respectable family and is of very respectable connections. I have known this gentleman for many years. He possesses high and varied attainments and an excellent character, and is an honour to his country. He is very popular with his countrymen and I feel sure that like me they will all rejoice at his admission as an Advocate in the High Court. His constant association with Englishmen has much elevated his ideas and I should be surprized and disappointed if a sense of honour and a sense of duty were not the normal condition of his mind, as I have every reason to believe that they are. In all sincerity I wish him every success.

(Sd.) Peary Chand Mitra.

IX.

From Prince Gholam Mahomed,
Russapugla, the 16th April, 1867.

I have much pleasure in certifying that although I am not personally acquainted with Mr. Michael M. Datta, I have always heard

him spoken of as a gentleman of high character and great literary talents Mr. Datta's late father was a well-known gentleman in this neighbourhood.

(Sd.) Gholam Mahomed, Son of Late Tippoo Sultan.

X.

From Baboo Rajendro Mullick, Roy Bahadoor and Baboo Debendro Mullick.

We have much pleasure in certifying that Mr. M. M. Datta is known to us for years. We consider him a gentleman of good and respectable character and great abilities, and in every way worthy of the Bar.

Calcutta, 15th April, 1867. (Sd.) Rajendro Mullick
Debendro Mullick.

এতদ্ভিন্ন যাদবকৃষ্ণ সিংহ, ও. সি দত্ত, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং রমানাথ লাহা, গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজনাথ মিত্র, তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্নীগণ মধুসূদনের চরিত্র সম্বন্ধে অতি উচ্চ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বাহুল্য ভয়ে সে সকল প্রশংসা-পত্র আর উদ্ধৃত হইল না।

প্রধান ধর্ম্মাধিকরণের সমস্ত বিচারকগণ ঐ সকল প্রশংসাপত্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। জজ্ জ্যাক্‌সন্ ও ম্যাক্‌ফারসনের আর কিছুই বলিবার রহিল না। সকলেই বুঝিলেন যে, মাইকেল মধুসূদন কি দরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং তিনি বিদ্বজ্জন-সমাজের কোন্ শ্রেণী অধিকার করিয়া আছেন। জজেরা সকলে মে মাসের ৩রা তারিখে একত্র বসিয়া, একমত হইয়া, মধুসূদনকে ব্যারিষ্টাররূপে হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার দান করিলেন।

3-5-67. Full Court Resolution :—

Read a letter dated the 25th April 1867 from Mr. Michael M. Datta, Bar-at Law enclosing several certificates submitted with reference to Court's letter calling upon him to produce further certificates of character and good repute.

Resolved that Mr. Datta be admitted an advocate of the High Court on the strength of his certificate of call and the testimonials now submitted.

মধুসূদনের ব্যারিষ্টারী-ব্যবসায় সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত আছে। ভোলানাথ চন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, পরমেশ্বরম্ পিলে, রামচন্দ্র ঘোষ-প্রমুখ মনস্বিগণ এবং 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ইণ্ডিয়ান মিরার', 'সমাজ-দর্পণ', 'বঙ্গমিহির' প্রভৃতি সাময়িক-পত্রের কবির সমকালবর্ত্তী সম্পাদকগণ তাঁহার ব্যারিষ্টারী-ব্যবসায়ের অনুকূলে ও প্রতিকূলে নানা মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। এস্থলে সে সকল উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রায় সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, কঠোর, নীরস, শুভ্র ব্যবহারশাস্ত্র তাঁহার ন্যায় মহাকবির সরস হৃদয়ের উপযুক্ত ছিল না। প্রখরবুদ্ধি মধুসূদন ফৌজদারী আইনে তাঁহার পুলিশকোর্টে থাকার সময় হইতেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; হাইকোর্টে তিনি তাহার অনেক পরিচয় দিয়াছিলেন। বড়, ছোট, মধ্যবিত্ত, নানা শ্রেণীর লোকের দ্বারা প্রথম-প্রথম অনেক মোকদ্দমা পরিচালনের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। তিনি প্রথমে তাঁহার ব্যারিষ্টারী-ব্যবসায়ে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গৌরদাস বসাককে লিখিত পত্রাংশ হইতে বুঝিতে পারা যায়। মধুসূদন লিখিতেছেন ;—

I am afraid, old Fellow, I shan't be able to go to your part of the world this time, unless very heavily paid for I have work (criminal) almost every day and you know I am bound to make as much money as I can and not to neglect work for pleasure.

কিন্তু সাহিত্য ও কবিতার দিকে তাঁহার হৃদয়ের প্রবণতা এত গভীর ছিল যে, ব্যবহারশাস্ত্রের পার্থিব জ্যোতিঃ তাহার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া পড়িত। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, "nursed on the lap of poetry he was not the man to suck the moisture of life from the dry bones of law." 'বঙ্গমিহির' লিখিয়াছিলেন ;—

মাইকেলের ব্যবস্থা-শাস্ত্র বিষয়েও বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। তিনি ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে কলিকাতা পুলিশের দ্বিভাষী ছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় তাঁহার প্রিয় ছিল না। কাব্য-শাস্ত্রের আলোচনায় সময় কর্ত্তন করিতে ভালবাসতেন। অবকাশ-সময়ে কবিতারচনা ও কাব্যপ্রিয়জনগণের সহিত কথোপকথন করিতে আহ্লাদ বোধ করিতেন।

তাঁহার ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের প্রধান অন্তরায় হইল তাঁহার কণ্ঠস্বর।

মধুসূদনের প্রথম যৌবনের সেই সুমধুর কণ্ঠধ্বনি প্রৌঢ়ে আর মধুর ছিল না। বহুদিন হইতেই—দূর মাদ্রাজ প্রবাসে—তাহা বিকৃত হইয়া গিয়াছিল; তিনি উচ্চকণ্ঠে, ভগ্নস্বরে বক্তৃতা করিতেন। তদুপরি তাহা অতিশয় তেজপূর্ণ ছিল। সেই কারণে তাহা সকল সময়ে বিচারকদিগের প্রীতিকর হইত না। তিনি সময়ে সময়ে অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। অন্যান্য ব্যবহারাজীবের ন্যায় তোষামোদের দ্বারা বিচারকদিগের মনস্তুষ্টিসাধন তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। এমন কি, স্যর লুইস্ জ্যাক্সনের ন্যায় দুৰ্দ্ধর্ষ বিচারককেও তিনি গণনার যোগ্যই বিবেচনা করিতেন না। জ্যাক্সনের ভয়ে সমগ্র বিচারালয় শঙ্কিত ছিল। তাঁহার সহিত মধুসূদনের সর্ব্বদাই বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক হইত। ইহাতেও তিনি ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন। বন্ধু গৌরদাস, জজদিগের সহিত মধুসূদনকে তর্কবিতর্ক করিতে নিষেধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "Michael can ne'er brook anybody's bullying—তা তিনি যিনিই হউন না কেন?" অমিত তেজস্বিতায় তাঁহাকে অনেকের বিরাগভাজন হইতে হয়; তবুও নত হইয়া কখনও আপনার গৌরব লাঘব করেন নাই। হাইকোর্টের তদানীন্তন ব্যারিষ্টার (পরে Official Assignee) এ বি মিলার (Alexander Birmingham Miller) বলিতেন যে, হাইকোর্টে সে সময়ে বিদ্যাবুদ্ধিতে মধুসূদনের অগ্রগণ্য কেহই ছিলেন না। তিনি যদি মনযোগসহকারে একটু-মাত্র যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতেন, তাহা হইলে তিনি যে একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যবহারাজীব হইতেন, সে সম্বন্ধে মিলার মহাশয়ের অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আমরা এইস্থলে তাঁহার বিচারালয় সম্বন্ধীয় কয়েকটি আখ্যায়িকা প্রদান করিলাম।

একবার বিচারপতি কেম্প (F. B. Kemp) সাহেবের এজলাসে একটি খুনী মোকদ্দমায় মধুসূদন আসামীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এই মোকদ্দমায় ফরিয়াদি পক্ষের লোকেরা বলে যে, ইহারা খুন করিবার জন্য সমস্ত রাত্রি বাহিরে অপেক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদন জজকে বাঙ্গালায় বলেন, 'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানা'—"এই ঘোর শীতে তাহারা বাহিরে কি করিয়া সমস্ত রাত্রি থাকিতে পারে।" উক্ত বাঙ্গালা কবিতা শুনিয়া কেম্প সাহেবের মনে এরূপ ধারণা হইল যে, ওরূপ হিমে সমস্ত রাত্রি বাহিরে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি অভিযুক্তদিগকে সুবিচার করিয়া মুক্তিদান করিলেন। কেম্প সাহেব

খুব ভাল বাঙ্গালা জানিতেন ; পেসকার মামলার নথী পড়িতে না পারিলে তাঁহাকে বলিতেন, "আমাকে দিন, আমি পড়িয়া দিতেছি।"

বিচারপতি জ্যাক্‌সন সাহেবের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা বাগ্‌বিতণ্ডা চলিত, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারও দুই-তিনটি বিবরণ দিতেছি।

একবার মধুসূদনকে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করিতে শুনিয়া মিঃ জ্যাক্‌সন কিছু বিরক্ত হইয়া বলেন, "The Court orders you to plead slowly, the Court has ears." মধুসূদনও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন ; "But pretty too long, my Lord"

এক সময়ে একটি মক্কেলের পক্ষ হইতে মধুসূদন একখানি দরখাস্ত পেশ করিতে চাহিলে মিঃ জ্যাক্‌সন বলেন, "You can keep over the petition till the vacation is over." ইহাতে মধুসূদন বলেন, "My Lord, for all that time the sword of Damocles will hang on my client's head." জ্যাক্‌সন বলেন, "I can assure you that your client has never heard of Damocles or his sword."

একদিন কোন মোকদ্দমায় মধুসূদন কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে জজ্ জ্যাক্‌সন বলেন, "তুমি অনেক বাজে বকিয়া থাক, কেবল কবিতা বল।" এ কথায় মধুসূদন উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আমি বাজেই বকি, আর কবিতাই বলি, কিম্বা নরম্যান-বিজয়ের ইতিহাসই বলি, তাহা তোমাকে শুনিতেই হইবে, কারণ আমি তোমাকে বলি নাই, বেঞ্চকে বলিতেছি।"

বিচারপতি জ্যাক্‌সন এক চক্ষে একটি গোল চশমা (Monocule) দিতেন। তিনি যখন ঐ চশমা লাগাইয়া তীব্র দৃষ্টিতে কোন কৌন্সুলী বা উকীলের দিকে চাহিতেন, তা তিনি যিনিই হউন না কেন, তাঁহাকে বসিতেই হইত। একদিন মধুসূদন যেমন বক্তৃতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছেন, অমনি জ্যাক্‌সন সাহেবের সেই এক চক্ষে চশমা লাগান তীব্রদৃষ্টি তাঁহার উপরে পড়িল। মধুসূদনও তৎক্ষণাৎ তাঁহার springএর চশমা নাকের উপর লাগাইয়া তেমনই তীব্রদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন। ইহাতে জ্যাক্‌সন স্তম্ভিত হইয়া ভাবিলেন, এ বড় সহজ ব্যক্তি নহে। এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবনীকার বলেন ;—

বাঙ্গালী হইয়াও তিনি সার লুই জ্যাক্‌সনের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজের তীব্র কটাক্ষে প্রতি-

কটাক্ষপাত করিতে ভীত হইতেন না। বিশ্লেষণ করিলে, অনেক বিষয়ে, এইরূপ তাঁহার প্রতিভার ও প্রকৃতির সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে।*

আবার অন্যদিকে তিনি ভদ্রতা ও সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। বিশ্বম্ভর লাহার সহিত জয়মিত্রের গলির ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্রের একটি মামলায় মধুসূদন সার চার্লস্ পলের সহিত প্রতিবাদীর তরফে কৌন্সুলী নিযুক্ত হন। তাহাতে সার চার্লস্ পল, মধুসূদনকে অগ্রে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি পল সাহেবকে বলেন,—"In this case you are to play the first fiddle and I the second."

একবার কোন জজ্-আদালতে প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থন করিতে-করিতে মধুসূদন বুঝিলেন যে, জজ্-সাহেব বাদীর পক্ষে বড়ই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তখন মধুসূদন আর থাকিতে না পারিয়া একটি কবিতা আবৃত্তি করেন; তাহার প্রথম পংক্তি এইরূপ ছিল;—

Like a *Machranga* stoops the plaintiff. ইত্যাদি।

কবিতা শুনিয়া বিচারক অতীব প্রীত হইয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে মধুসূদনকে বলিলেন, "আপনি কবি, কবিতাতে বলিতে পারেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় আইনের সহিত কবিতার কোন সংস্রব দেখি না।"

সার জন বড্ ফিয়ার মধুসূদনের সময়ে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ছিলেন। অনেকে বলিতেন তিনি ভারী খরচে। তাহাতে মধুসূদন বলেন,

* কোন একটি বক্তৃতায় মাননীয় লর্ড সিংহ বলিয়াছিলেন যে, 'বাঙ্গালার মহাকবিকুলের অন্যতম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যখন কলিকাতা হাইকোর্টের কৌন্সুলী ছিলেন, তখন একটি মোকদ্দমা পরিচালনকালে, তিনি বিচারপতি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা বলিতে অনুরুদ্ধ হইলে, মধুসূদন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বাঙ্গালা বলিবার অভ্যাস নাই এবং তাঁহার বক্তৃতা বাঙ্গালায় অনূদিত করিবার জন্য একটী দ্বিভাষীর (Interpreter) প্রয়োজন।' আমরা এ সম্বন্ধে যতদূর জানি, তাহাতে মধুসূদন এ কথা, নিজের বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞতার জন্য কখনও বলেন নাই। তিনি বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার বলিয়া, জজ তাঁহাকে বাঙ্গালা বলিতে আদেশ করায়, মধুসূদন এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে, 'উচ্চ ব্রিটিশ আদালতের কার্য্যে নিযুক্ত কৌন্সুলীদিগের বাঙ্গালা ভাষায় নিশ্চিত জ্ঞান থাকার সম্বন্ধে বদ্ধমূল ধারণা, বিচারপতির পক্ষে সুসঙ্গত নহে।' ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান ডেলীনিউজ' পত্রে লর্ড সিংহের বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছিল।

"ও আর কত খরচ করিবে ? উহার ন্যায় শুষ্ক গণিতাভিজ্ঞ ও চতুর ব্যবহারাজীব (A dry mathamatician and acute lawyer like him) আর কি খরচ করিতে পারে ? বৎসরে চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করুক, তার বাৎসরিক আয় ত পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র।"

কাব্যামোদী ও নাট্যামোদী বন্ধুগণকে পাইলে মধুসূদন কাজকর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেন। স্পেন্সেস্ হোটেলে মধুসূদন তাঁহার কক্ষে বসিয়া মক্কেলের নিকট হইতে মোকদ্দমার বিবরণ শুনিতেছেন, এমন সময়ে ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র প্রমুখ নাট্যামোদী বন্ধুগণ আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র মধুসূদন, মক্কেলদিগের কার্য্য তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া, তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার ব্যবসায়ের ক্ষতি হয় দেখিয়া, বন্ধুগণ ভবিষ্যতে হোটেলে আসিয়া আগে খানসামার নিকট হইতে খবর লইতেন যে, মধুসূদন মক্কেলদিগের কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন কি না। তাঁহারা যখন শুনিতেন যে, অপর কেহ উপস্থিত নাই, তখন সংবাদ দিয়া তাঁহারা কক্ষে প্রবিষ্ট হইতেন।

একদিন মধুসূদন বার-লাইব্রেরীতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে, বিখ্যাত অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী তাঁহার জন্য বারান্দায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরকে দেখিতে পাইয়াই মধুসূদন তৎক্ষণাৎ বার-লাইব্রেরী হইতে বহির্গত হইয়া, তাঁহার সহিত সেকহ্যাণ্ড করিয়া আদালতের সম্মুখস্থ ৭নং ওল্ড পোষ্ট আপিস ষ্ট্রীটে তাঁহাকে নিজের চেম্বারে লইয়া গিয়া কথোপকথনে আপ্যায়িত করিলেন।

মধুসূদনের পূর্ব্ব-পরিচিত এক ব্রাহ্মণ কোন মোকদ্দমার জন্য তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন। মধুসূদন জানিতেন, ব্রাহ্মণ 'সখী-সম্বাদ' গান করিতে বিশেষ পটু। সঙ্গীতপ্রিয় ব্যারিষ্টার অগ্রে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দশ-পনেরোটি 'সখী-সম্বাদ' শ্রবণ করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে, তাঁহার কাগজ-পত্র দেখিয়া, মোকদ্দমা সম্বন্ধে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করিলেন।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, হাইকোর্ট হইতে গৃহে প্রত্যাগমন-কালে, মধুসূদন দেখিলেন যে, আদালতের বাহিরে রাস্তার ধারে কতকগুলি কিশোর-বয়স্ক বালক, পরিত্যক্ত ছিন্ন কাগজ-পত্র ছাঁটকাইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ শকট হইতে অবতরণ করিয়া বালকদিগের সমীপবর্ত্তী হইলেন। বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া

ভীত ও সঙ্কুচিত হইল। মধুসূদন, তাহারা সেখানে কি করিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। তন্মধ্য হইতে হরিমোহন সেনগুপ্ত নামে একটি বালক বলিল, "মহাশয়, লেখাপড়া করিব বলিয়া, আদালতের পরিত্যক্ত ছিন্ন কাগজপত্র ঘাঁটিয়া আমরা সাদা-কাগজ, ব্লটিং, নিব প্রভৃতি খুঁজিতেছি।" এই কথা শুনিয়া মধুসূদন তৎক্ষণাৎ প্রত্যেক বালকের হস্তে এক-একটি সিকি দিয়া বলিলেন, "তোমরা বাড়ী যাও এবং ইহার দ্বারা কাগজ-কলম কিনিয়া লেখা পড়া কর।" এই বলিয়া মধুসূদন চলিয়া গেলেন। পরে বালকেরা যখন জানিতে পারিল যে, যিনি তাহাদিগকে সিকি দিয়াছিলেন, তিনি মাইকেল মধুসূদন, তখন তাহাদের আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না।•

হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল কালীপ্রসন্ন দত্তকে তিনি রহস্য করিয়া বলিতেন, "ওহে, তোমরা আমাকে তোমাদের বালির দত্ত করে নাও না।" কালীপ্রসন্নও হাসিয়া উত্তর দিতেন, "তা শুধু বালির দত্ত কেন, আমরা সবই পারতুম, তবে তুমি যে একেবারে গোড়া কেটে ফেলেছ।"

মধুসূদনের ব্যারিষ্টারী-ব্যবসায়ের কথা আমাদিগকে মধ্যে-মধ্যে উল্লেখ করিতে হইবে। আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে প্রথম বৎসরে মাসিক দেড়হাজার হইতে দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার আয় হইয়াছিল; পরে আর বৃদ্ধি হয় নাই। 'বঙ্গমিহির' বলেন,—

> তিনি নিজে যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, পরিমিতাচারী হইলে তাহাতেই তাঁহার স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। বড়লোকের ন্যায় থাকিব, এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সুতরাং অর্থের অভাব কখনই দূর হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, য়ুরোপের করাল অর্থকৃচ্ছ্রতার ভীষণ স্মৃতি তাঁহার স্মৃতিমন্দিরে আর ছিল না। তাহা চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছিল। স্পেন্সেস্ হোটেলে মাইকেল মধুসূদন একাকী বাস করিতেন; কিন্তু তিনখানি বড়-বড় ঘর তাঁহার অধিকৃত ছিল। তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে সতত পানভোজনে পরিতৃপ্ত করিতেন। দেশী, বিলাতী, যিনি যেরূপ খানা খাইতেন, তিনি তাঁহাকে সেইরূপ খাদ্যদানে তৃপ্ত করিতেন। তাঁহার মদ্যের ভাণ্ডার (Cellar) সতত উন্মুক্ত ছিল। হাইকোর্টের এটর্ণী-কৌন্সলী হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার নিজের সামান্য কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলকেই তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে মদ্যপানের নিমিত্ত অনুরোধ

করিতেন। এমন কি, তাঁহার মুন্সী কার্য্যান্তে যখন বিদায় লইতে যাইত, তখন তিনি বলিতেন, "Moonshee, do'nt go away :—Boy ! give him a peg !" তাঁহার নিজের খরচ হাজার টাকার কমে কিছুতেই কুলাইত না। তদুপরি আবার তাঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যা য়ুরোপে বাস করিতেছেন; সেখানে পুত্রকন্যা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে; তজ্জন্য প্রতিমাসে কলিকাতা হইতে তাঁহাদিগকে অন্যূন তিন শত টাকা পাঠাইতে হইত। ব্যারিষ্টারী-ব্যবসায়ে আরও উন্নতির আশা করিয়া, মধুসূদন কিছুতেই ব্যয়-সঙ্কোচ করিলেন না। আয়ের অধিক ব্যয় হইতে লাগিল;—য়ুরোপ হইতেই তিনি বিপুল ঋণভার পৃষ্ঠে বহন করিয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন; তাহা পরিশোধিত হয় নাই; আবার এক্ষণে তাঁহার ঋণের উপর ঋণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এদিকে য়ুরোপে যথাসময়ে অর্থ প্রেরিত না হওয়াতে মধুসূদনের পত্নী ও পুত্রকন্যার ক্লেশের সীমা রহিল না। মধুসূদন ভীষণ উদ্বিগ্ন হইয়া আবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হস্ত প্রসারিত করিলেন; কুণ্ঠা, সঙ্কোচ, দ্বিধাবোধ, কিছুই নাই; অর্থের নিমিত্ত মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে পত্র লিখিলেন। সেই পত্রখানি নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

My dear Vid,

I am glad you are better, for I want you to get me a thousand Rs. from Onoocool for Europe. If you had been a vulgar or common man like most of those who surround you, I should hesitate to ask you to involve yourself again on my account, especially as old Sirish is assuming war-like attitudes. But though a Bengali, you are a man, and I believe you would risk anything to help a friend in such distress as I am ! My poor wife is almost as badly off as I was when I first wrote to you, and I am perfectly helpless. What money I am making this month, I am paying to my hotel people, for I do not like the idea of being indebted here. Something is due to my position and some sacrifices are necessary. If you were a vulgar fellow, I should (I repeat) hesitate to write to you in this strain, for you would say—"Bah, he has been doing the aristrocrat, let him suffer for his folly !" But as you are, one of Nature's noblemen, tho' a Beng, you will (unless I am greatly mistaken) feel for me, and sympathize with me. I have been very thoughtless perhaps, and have not managed matters well; but don't punish innocent people

for my folly. If you don't get me this money before the French mail of the 25th, they will nearly perish in Europe.

Now—the question is, how are you to go to work. Hear, good Friend, Onoocool has promised to lend us 2000 Rs. Ask him for one, and with the other we shall try and soothe Sirish. If you will allow me, I shall write to him myself and try and pacify him. What can he do? The Roys of Naral—either the one or the other—are sure to send me to Europe and I shall be in funds in the course of two months, if not earlier. Besides, I have a Brief on my table for which I shall get Rs 2000 early next month. You and I—my good Vid.—have often done desperate things, and looked to the chapter to accidents to neutralize the effects of our *conjoint* folly. What has been the result? You are the greatest Bengali that ever lived and people speak of you with glowing hearts and tearful eyes; and even my worst enemies dare not say that I am a *bad* fellow!—Be-bold and help again one who loves you and has no friend who seems to care for him except yourself. I haven't the courage to speak to you personally on this subject, therefore, don't send for me, but go to work with that daring and energy which have made you more beloved, more honoured, more revered than thousands of millionaires!—You must know that I won't be refused. Write to O, to send you a thousand Rs.—part of the sum he has promised to lend us two, and don't write to me a vulgar letter saying this and that like a d—d Bengali and politely refusing my prayer. In Conclusion I appeal to Issur Chandra Vidyasagara, my friend and let him act as Issur Chandra Vidyasagara *ought* to act under present circumstances.

Yours ever affectionately,

ইংলণ্ডে ডাক্তার সামুয়েল জন্‌সন্, অর্থব্যয় সম্বন্ধে কাণ্ড-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত অলিভার গোল্ডস্মিথের অভাবপূরণে সতত তৎপর হইয়াও, তাঁহার অভাব-মোচনে অসমর্থ ছিলেন। আর পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে হিন্দু-চূড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অসাধারণ অপরিমিতব্যয়ী মাইকেল মধুসূদনের বিশ্বগ্রাসী ধনক্ষুধা নিবৃত্তির নিমিত্ত তাঁহার ধনভাণ্ডার সতত উন্মুক্ত রাখিয়াও কিছুই করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে গোল্ডস্মিথ, বায়রণ এবং মধুসূদন তিনজনেই তুল্য-মূল্য! 'সমাজ-দর্পণ'-সম্পাদক লিখিয়াছেন ;—

মাইকেল অসাধারণ মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি কখন-কখন স্পষ্টই বলিতেন, ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টাকা বৎসরে না হইলে ভদ্রলোকের কিরূপে চলিতে পারে? আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি,

মাইকেলের অনেকটা ধরণ গোল্ডস্মিথের সহিত এক হয়। গোল্ডস্মিথ কখনও শান্তিভোগ করিতে পারেন নাই। আমোদপ্রিয়তা বিষয়ে মাইকেল তাঁহার অপেক্ষাও অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়। গোল্ডস্মিথ উলঙ্গ হইয়া অর্থীকে সর্ব্বস্ব দান করিতেন; আমাদের মাইকেলও এইরূপ ছিলেন। ঘরে খাবার নাই, স্ত্রী-পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহিত হওয়াই ক্লেশকর; অথচ মাইকেলের দানশক্তি কমে না।

...আমরা এস্থলে ইহাও বলি যে, মাইকেল গোল্ডস্মিথের অপেক্ষা উন্নতমনা ছিলেন। যে জনসন্ তাঁহার এত উপকার করিয়াছেন, গোল্ডস্মিথ তাঁহারই ঈর্ষা ও নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আমাদের মাইকেল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে উপকৃত হইয়া চিরকাল তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় মধুসূদনকে ঋণস্বরূপ অর্থদান করেন; নিজের নিকটে অর্থ না থাকা সত্ত্বেও মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর অপরের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া মধুসূদনকে দিয়াছিলেন। *

বিদ্যাসাগরের উত্তমর্ণগণের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং আরও দু'একজন টাকার জন্য তাঁহাকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন। মধুসূদনও সে সময়ে বিপন্ন; তিনি শকটারোহণকালে পদস্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন; কাজেই তখন উপার্জ্জনের ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। তাহার উপর, তাঁহার পরশ্রীকাতর বিদ্বেষ্টাগণ তাঁহার অনিষ্টসাধনে তৎপর হইয়া, ক্রমান্বয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে চারিদিকে নানা অলীক অভিযোগ করিতেছিল। এই দুঃসময়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহার সেই সময়ের শারীরিক, ও আর্থিক অবস্থা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পত্রখানি নিম্নে সন্নিবেশিত হইল;—

---

* গৌরদাস বসাক, মধুসূদনের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসীম স্নেহ ও তাঁহার মধুসূদনকে প্রদত্ত অর্থ-সাহায্যের উল্লেখ করিয়া, লিখিয়াছেন;—

In writing this part of Modhu's account in relation to Vidyasagara I can say that Vidyasagara's goodness of heart was not the only cause of his kind offices to Modhu. He knew that Madhu was a genius and was no ordinary character. He was a man far above his countrymen. He was sure to leave a stamp behind, and to die in competency if not in rolling wealth.

My dear Vid,

I am sorry you are not well. *I can't leave my bed* !—Now, what shall I say about S.? If it would "mortify" you to be dragged to a Court of Law, it would make me *mad*. Surely, S. can't be so hard-hearted. You know I have no money and have been getting on very indifferently since last November on account of my throat and general health. Don't you think Onoocool could be induced to do something? I have not been out for the last fortnight and don't know when I shall be on my legs again. People who dislike the idea of your being so kind to me, might have told you a hundred things about my careless extravagance and all that; but I tell you that nothing but a miracle could enable a fellow to pay off a debt of 5000 Rs.; live like a gentleman, maintain a wife and chidren in Europe etc., the very first year of his professional career!

You must excuse the somewhat bitter tone of this letter. I have got out of my bed (to which I am confined by fever brought on by a severe accident) and feel a great deal of pain. I have, mor over, learned that certain persons have been trying to poison your mind against me. You are not a fool and that is my consolation.

I shall write to Nilcomul myself—I don't see why I shouldn't, and we shall see what we can do to raise some money during the approaching holidays.

Yours in pain.

P. S. There are men whom Nature has given the hearts of bill-collecting Sircars. They would keep their wives and daughters naked (if they could) to save money. Such men might tell you anything against me; but I tell you, I have not been so successful as জনরব is pleased to give out.

উপরিউক্ত পত্রপাঠে বুঝা যায় যে, মধুসূদন তাঁহার ব্যারিষ্টারী-ব্যবসায়ের প্রথম বৎসরেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রদত্ত ঋণের কিয়দংশ (সম্ভবতঃ দু তিন হাজার টাকা) পরিশোধ করিয়াছিলেন। পরে অনন্যোপায় হইয়া সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিদ্যাসাগর প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁহার প্রদত্ত অর্থের নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মহা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ধৈর্য্যচ্যুত, উত্তেজিত ও কাতর হইয়া, মধুসূদনকে অর্থের জন্য ক্রমাগত তাগাদা করিয়াছিলেন। মধুসূদনের ন্যায্য ব্যয়ই সঙ্কুলন হয় না; কাজেই সে অবস্থায় তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

উপর্য্যুপরি তাগাদায় কিঞ্চিৎ বিরক্ত ও ব্যথিত হইয়াই তাঁহাকে উপরিউদ্ধৃত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। তিনি মধুসূদনের জন্য আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আর একখানি পত্রে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে লিখিয়াছিলেন ;—

1. Spence's Hotel.

My dear Vidyasagar,

Your letter which reached me a few minutes ago, has given me great pain. You know that there is scarcely anything in this world that I would hesitate to do for you, of course you have my full permisson to adopt any steps you think proper to relieve yourself of the unpleasant burden. Srish has writt n to me offering Rs 21,00,0. But don't you think Onoocool would advance fresh money enough to pay off that man and hold the property by way of mortgage—usufructuary mortgage—I paying him the difference in the interest? If we can in this way save the estate let us do so, if not let them go. I wish I could run over and see you. Perhaps I shall do so next Saturday.

With affectionate regard
Sir, yours,

সেই সময় ছোট-আদালতের জজ ফেগ্যান সাহেব কর্ম্মত্যাগ করিয়া যাইবার সঙ্কল্প করাতে মধুসূদন, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উক্ত পদের জন্য ছোট লাট সাহেবকে অনুরোধ করিতে পত্র লেখেন। আমরা পত্রখানি নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিলাম ;—

1. Spence's Hotel. 17-10-68.

My dear Vid.

I understand that Fagan of the "Small" is going to retire and Nui Thompson is to be moved into his place. Can you put in a word for me to your "potential" friend the Lieut. Governor? They want a Barrister and a post like that would save me and mine. Although a Brahmin, you are no descendent, I am sure, of that irascible old fellow Durvasa, and I can't believe that any folly of mine could turn away that noble heart from.

Your very loving but unfortunate,

P. S.—There is no time to be lost. There is n't another man in Calcutta (Black or White) from whom I would ask such a favour. If you have ceased to be my friend, the sooner I hear of the calamity the better.

কিন্তু ফেগ্যান সাহেব তখন পেনসন্ লইলেন না। তিনি আরও প্রায় ছয় বৎসর কাল উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়া গেলেন। কাজেই মধুসূদনের সেই পদ প্রাপ্তির সুযোগ আর ঘটিল না। দেড় বৎসর পরে তিনি সমবেতনে হাইকোর্টের প্রিভি কাউন্সিল আপিলের পরীক্ষকের উচ্চ পদে নিযুক্ত হন; যথাস্থানে সে বিষয় উল্লিখিত হইবে।

পীড়িতাবস্থায় উত্থান-শক্তিরহিত মধুসূদন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পীড়ার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইতে না পারায়, নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন।—

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি, তব সম মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে?
বিধির কি বিধি সূরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে?
করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে?
বঙ্গের সুচূড়ামণি করে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে;
কোন্ পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে
বিঁধিতে, হে বঙ্গরত্ন! এহেন রতনে?
যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার
বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে?
কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার।

সপ্তদশ অধ্যায়

বিবিধ আখ্যায়িকা।

মধুসূদন স্পেন্সেস্ হোটেলে বাস করিতেছেন। প্রতিকূল আর্থিক ও বৈষয়িক অবস্থার অবসাদ অবহেলে বিদূরিত করিয়া সদাপ্রফুল্ল কবিহৃদয় সতত আনন্দ-সাগরে সন্তরণ করিত! তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ প্রথমে চোগা-চাপকান পরিয়া আদালতে আবির্ভূত হন! মধুসূদন একেবারে পূর্ণ সাহেবী-পরিচ্ছদে হাইকোর্টে প্রকট হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রকৃত-প্রস্তাবে তিনিই প্রথম দেশীয় সাহেব এবং তিনিই তাঁহার স্বদেশীয়দিগের ভিতর হ্যাট-কোটের প্রবর্ত্তক। প্রখর দূরদর্শী প্রতিভাবান্ মধুসূদন তখনই বুঝিয়াছিলেন যে, এমন একদিন অবশ্যই উপস্থিত হইবে, যখন বঙ্গের শিক্ষিত-সম্প্রদায় সাহেবী-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ঘর-বাহির করিবে।

মধুসূদনের সেই বৃদ্ধবিদ্বেষ্টা সহাধ্যায়ী এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

ইহা বোধ হয় অনেকে অবগত নহেন যে, বিলাত-ফেরত বাঙ্গালীদিগের সাহেবী-পোষাক অবলম্বন করার মূলাধার মাইকেল মধুসূদন দত্ত। প্রথম বিলাত-যাত্রীরা ইংলণ্ডে, এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, এ দেশে—চাপকান, চোগা ও দেশী টুপী ব্যবহার করিতেন; কিন্তু মাইকেল বিলাত হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়া এই সকল ব্যক্তির ফুঁ ফিরাইয়া দিলেন। আমার উত্তম স্মরণ আছে যে, মধু তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিল যে, যে পর্য্যন্ত তাহারা সাহেবী-পোষাক অবলম্বন না করিবে, সে পর্য্যন্ত মাইকেলের পরিবার কলিকাতায় পৌঁছিলে, তিনি কিম্বা অন্য কোন মেম তাহাদিগকে খানায় নিমন্ত্রণ করিবেন না, কিম্বা তাহাদিগের করস্পর্শ করিবেন না, অর্থাৎ বিলাত-ফেরত বাঙ্গালীদিগকে মাইকেলের স্ত্রী মাইকেলের তুল্য সভ্য ব্যক্তি বিবেচনা করিবেন না। এই কথাতেই তাহাদের ভয় হইল, মতি টলিল এবং ক্রমশঃ তাহাদিগের মধ্যে হ্যাট-কোট প্রচলিত হইল।

'বঙ্গমিহির' মাসিক পত্রের খ্রীষ্টান-সম্পাদকও এ বিষয়ে লিখিয়াছেন;—

এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে স্বদেশের ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ অতি অল্প লোকেরই আছে। আর যাঁহারা বিলাত হইতে হ্যাট-কোট পরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণী-

ভুক্ত ; কিন্তু মাইকেলের ভাব সেরূপ ছিল না। তিনি যদিও হ্যাট-কোট পরিতেন, যদিও ঘোরতর সাহেবী আচার-ব্যবহারের অনুরাগী ছিলেন, তথাপি স্বদেশ ও স্ব-ভাষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ঢাকা নগরে মাইকেলের অভ্যর্থনার্থ এক সভা হয় ; তাহাতে মাইকেল বলেন, 'আমি যদিও ইংরাজি পোষাক পরি, তথাপি আমি বাঙ্গালী ; আবার শুধু বাঙ্গালী নই, আমি বাঙ্গাল, আমার জন্মস্থান যশোহর।' ফলতঃ মাইকেল হ্যাট-কোটধারী প্রকৃত বাঙ্গালী ছিলেন।

মধুসূদনের মধুর-কথা নানা স্মৃতি-ফুলে গ্রথিত! আমরা সেই স্মৃতিমাল্য হইতে কতকগুলি কুসুম চয়ন করিতেছি ;—

একদিন সন্ধ্যার সময় মধুসূদন, স্পেন্‌সেস্ হোটেলের বারান্দায় বসিয়া অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, মুরলীধর সেন-প্রমুখ বন্ধুবর্গের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহাদিগের মধ্য হইতে একজন মধুসূদনকে বলিলেন, 'আপনি আমাদের কাছে প্যারিসের কথা সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা আপনার প্রিয় অমিত্রাক্ষরে তাহার বর্ণনা শুনিতে ইচ্ছা করি।' তাঁহার কথা শুনিবামাত্র মধুসূদন তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া, ওজঃগুণসম্পন্ন গুরুগম্ভীর অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্যারিসের মনোহারিণী বর্ণনা করিলেন! বর্ণনা শুনিয়া সকলে একেবারে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হন। একজন বন্ধু হর্ষের আবেগে বলিয়া উঠিলেন, 'Now, I think we need not go over to Paris to see it, Michael's description tells us everything one would care to know.'

মধুসূদনের আর একটি অপূর্ব্ব-শক্তি সম্বন্ধে 'বঙ্গমিহির'-সম্পাদক লিখিয়াছেন ;—

> মাইকেল যৎকালে স্পেন্‌সেস্ হোটেলে ছিলেন, তৎকালে এক রাত্রে তাঁহার গল্প-রচনা শক্তির আশ্চর্য্য পরীক্ষা হইয়াছিল। বৈকালিক আহারান্তে তাঁহার পাঁচজন ইংরাজ-বন্ধু কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিয়াছিলেন। মাইকেল পাঁচজনকে পাঁচটি গল্প বলিয়া যাইতেছিলেন। প্রত্যেকে প্রত্যেক গল্পের চারি পাঁচ পৃষ্ঠা লিখিলে পর, লেখকেরা সুরাপানে অধীর হইয়া আর লিখিতে পারিলেন না ; শেষে মাইকেলের কল্পনাশক্তির প্রশংসা করিতে করিতে শয়ন করিতে গেলেন।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মধুসূদন গাড়ীতে উঠিতে গিয়া পদস্খলিত হইয়া, বিশেষ আঘাত পান ; সেই হেতু কিছুদিন শয্যাশায়ী হইয়া থাকেন।

সেই সময়ে একদিন সিউড়ীর (বীরভূম) জমীদার দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় মধুসূদনকে 'কি হইয়াছে?' জিজ্ঞাসা করায়, মধুসূদন হাসিয়া বলেন, 'ভগ্নউরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্র রণে!'

মধুসূদনের কোন বন্ধু একটি যুবককে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে যান। যুবক ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ হইলেও কথোপকথনের ভদ্ররীতি অবগত ছিলেন না। তিনি কথোপকথনের সময় অনেক অসংলগ্ন কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন মধুসূদন তাঁহার বন্ধুকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া গিয়া, তাঁহাকে চুপে চুপে বলেন, 'এই যুবককে লইয়া বড়-বড় সাহেবের নিকটে যাইও না, ইহাকে দেখিয়াই তাঁহারা শিক্ষিত বাঙ্গালীর নমুনা বুঝিয়া লইবেন।' 'These are the specimens of educated Bengalees.'

মধুসূদনের পানপাত্রে একটি মক্ষিকা পড়িয়াছিল; তিনি তাহা দেখিয়া একটি কবিতা রচনা করেন। পূর্ব্বোক্ত বন্ধু তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার হস্তে কবিতাটি দিয়া বলেন, 'পড় দেখি?' বন্ধু মধুসূদনের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর পড়িতে না পারিয়া, যেমন ফিরাইয়া দিতেছেন, এমন সময়ে মধুসূদনের একটি ফিরিঙ্গী বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার হস্তে কবিতাটি দিয়া বলিলেন, 'Just read this to the young man!' ইহা শুনিয়া বঙ্গীয় বন্ধুটি বিস্মিত হইয়া কহেন,—'আমি পারিলাম না, সাহেব কি করিয়া বাঙ্গালা বুঝিতে পারিবে?' মধুসূদন বলিলেন, 'ও একজন পণ্ডিত লোক!' আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সাহেব তৎক্ষণাৎ মধুসূদনের হস্ত-লিখিত কবিতাটি পড়িয়া ফেলিলেন। কবিতাটি শুনিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন (বাঙ্গালী বন্ধুর নাম প্রিয়নাথ কর) যে, 'কবিতায় ব্যবহৃত অনেক কথা আমার বাঁকা-বাঁকা ঠেকিতেছে'। ইহা শুনিয়া মধুসূদন হাসিয়া উত্তর দিলেন;—'আমরা বাঙ্গাল দেশের লোক, আমরা তোমাদের চেয়ে শুদ্ধ কথা বলি, তোমরা তাহা বল না; সেই জন্য তুমি আমার কথার দোষ ধরিতেছ।'

কবিবর কাশীরাম দাসের প্রতি তাঁহার এতই অনুরাগ ছিল যে, একদিন কথায়-কথায় তাঁহার কোন বন্ধুকে বলেন, 'কাশীরাম দাসের তুল্য কবি আমাদের দেশে নাই। এমন সার্ব্বজনীন আদর (popularity) আর অন্য কোন কবিরই নাই। দেখ, তাঁহার মহাভারত তেতলাতেও পাঠ হইতেছে, দোতলাতেও

পড়িতেছে; আবার দোকানে ও গাছতলাতেও সাধারণ লোকে মহাভারত সুর করিয়া পড়িতেছে।' আর হাসিয়া ভারতচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেন, 'উনি ত বকুল ফুলের কবি।'

কোন সময়ে কথাপ্রসঙ্গে ভূতপূর্ব্ব 'হিন্দুপেট্রিয়ট'-সম্পাদক প্রসিদ্ধ ইংরাজি-লেখক গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনার প্রশংসা হইলে, মধুসূদন এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 'বাঙ্গালী যতই ভাল ইংরাজি লিখুক না কেন, সাহেবেরা তাহা সহজে স্বীকার করিতে চাহিবে না।' শেষে বলেন, 'England does not want a Black Macaulay or a Black Shakespeare.' মধুসূদন প্রায়ই বলিতেন যে, 'রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা লিখিলে ভাষার অত্যন্ত উন্নতি হইত।'

ললিতচন্দ্র রায় নামক তাঁহার পরিচিত কোন বন্ধু একদিন অতি প্রত্যূষে মধুসূদনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, মধুসূদন হোটেলের স্নানাগারে (Bath-room) একটি চেয়ারে বসিয়া দুইটি অর্দ্ধভগ্ন কাঁচা-লঙ্কা দুই হস্তে ধারণ করিয়া, জিহ্বায় ঘর্ষণ করিতেছেন! তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মধুসূদন বলেন,—'অতিরিক্ত মদ্যপানে জিহ্বা জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়, বাক্যের উচ্চারণ শুদ্ধ হয় না। এইরূপ করিলে সকল দোষ কাটিয়া যায়।'

একদিন রাজা দিগম্বর মিত্রের ভবনে কোন সামাজিক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে মধুসূদন সাহেবী-পোষাক পরিধান করিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে দেখিয়া মিত্রজা বলিলেন, 'মাইকেল! আজিকে তুমি ধুতি-চাদর পরিয়া আসিলে না কেন?' মধুসূদন হাসিয়া উত্তর দিলেন;—'কাপড় পরিয়া আসিলে গাড়ু-গামছা বহিতে হয়; কিন্তু ইহা Ruling race-এর পোষাক; এতে সে ভয় নাই।'

যে সময় মধুসূদন প্রথমে নাটক ও প্রহসন রচনা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার পুলিশ-আদালতের কার্য্য প্রায় বেলা ৩।৪টার মধ্যেই শেষ করিয়া তিনি পাইকপাড়ায় গমন করিতেন। সেখানে রাজাদিগের সহিত নাটক রচনা সম্বন্ধে নানা পরামর্শে, সরস কথোপকথনে, কখন-কখন লেখনী-সঞ্চালনে এবং সাহিত্য-চর্চ্চায় তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। একদিন অপরাহ্নে লিখিতে-লিখিতে সহসা লেখনী-ত্যাগ করিয়াই মধুসূদন, রাজা ঈশ্বরচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় হ'ল—আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের

ব্যবস্থা করুন!' রাজারা ভাবিলেন, এ আবার কি? খ্রীষ্টানের আবার সন্ধ্যা-আহ্নিক কি? রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায়, মধুসূদন হাস্য-সহকারে উত্তর দিলেন, 'গেলাসরূপ কোষায়, দুই আউন্স পেগ্‌রূপ গঙ্গাজলে, আচমন-কার্য্য সমাধানে আহ্নিককৃত্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে।' রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তখন মধুর হাস্যে অবিলম্বে মধুসূদনের অপরূপ 'সন্ধ্যা-আহ্নিকের' ব্যবস্থা করিলেন।

পুলিশ-আদালতে কার্য্যকালে মধুসূদন কোন-কোন সময়ে চোগা-আচকান্ পরিধান করিতেন। একবার শালের পাগ্‌ড়ী, শালের চোগা, আচকান ও শালের রুমাল পরিধান করিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে একজন ভক্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তাঁহাকে দেখিয়াই মধুসূদন হাসিতে-হাসিতে রহস্যচ্ছলে বলিলেন; 'Dinoo, do I not look like the Maharajah of Burdwan !'

মধুসূদনের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র প্রমথমোহন দত্ত, বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য মধুসিংহকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। মধুসূদন ভ্রাতুষ্পুত্রকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু ভৃত্যকে চিনিতে পারেন নাই; সে পা-পোষের উপর বসিয়া পড়িল। শেষে ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখে তাহার পরিচয় পাইয়া মধুসূদন তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন;—'মধু! তুমি আসিয়াছ! ছোট বেলায় দুষ্টামি করিলে তুমি কত শাসন করিতে, তা আমার মনে আছে; তুমি উঠে এস।' এই বলিয়া তখন তাহাকে কার্পেটের উপরে বসিতে দিলেন।

কোন বিশেষ প্রয়োজনে মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বর্দ্ধমানে গমন করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানে শ্যামসায়র নামক হ্রদবৎ সায়রের তীরে একটি দ্বিতল-ভবনে বিদ্যাসাগরের বাসা ছিল। মধুসূদন দ্বিপ্রহরে উত্তপ্ত-কলেবরে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া শ্যামসায়রের প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন! দেখিলেন, সূর্য্যকিরণে শ্যামসায়রের তরঙ্গায়িত জলে হীরক জ্বলিতেছে; শীতল সমীরণ বনফুলের সুবাস বহিয়া আনিতেছে; বন্যকপোতের মধ্যাহ্ন-গীতি, বনের ছায়া এবং নীরব-নির্জ্জন মৌনপ্রকৃতির নিস্তব্ধতায় তাঁহার কবি-চিত্ত প্রমত্ত হইয়া উঠিল! তিনি তৎক্ষণাৎ হ্যাট, কোট, নেক্‌টাই প্রভৃতি একে একে খুলিয়া, দূরে নিক্ষেপ করিয়া, শ্যামকান্তি শ্যামসায়রের শ্যামজলে

ঝাঁপাইয়া পড়িলেন;—বিপুল-পুলকে অমিত-উল্লাসে ক্রমাগত সন্তরণ করিতে লাগিলেন। কূলে আর উঠিতে চান না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুইজন আত্মীয় সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন; তাঁহারা এই দৃশ্য দেখিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাসাগর কাণ্ড দেখিয়া কিছুতেই হাস্য-সম্বরণ করিতে পারেন না। ক্রমাগত হাসিতে হাসিতে উচ্চকণ্ঠে 'ওঠ' 'ওঠ' বলিয়া, বিদ্যাসাগর যতই তাঁহাকে উঠিতে বলেন, মধুসূদন ততই 'splendid' 'splendid' বলিয়া সন্তরণ করেন! শেষে বহুক্ষণ পরে মধুসূদন জল হইতে উঠিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে লইয়া বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

হোটেলে মধুসূদন ইংরাজি খানা খাইতেন। একদিন শরীর ভাল না থাকায় খানসামাকে বলেন, 'বাবুর্চ্চিকে বলিয়া দাও, যেন আমার জন্য ভাল করিয়া মুগের দা'ল প্রস্তুত করে।' আহারের সময় বাবুর্চ্চি উক্ত দা'ল আনিলে, মধুসূদন দেখিয়াই তাহাকে কষাঘাত করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, 'তুমি যে ইহা প্রস্তুত করিতে জান না, ইহা পূর্ব্বে বল নাই কেন?' তিনি তৎক্ষণাৎ খানসামাকে খিদিরপুরে তাঁহার বাল্যবন্ধু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। তথায় তাঁহার জন্য সুন্দর মুগের দা'ল প্রস্তুত হইলে, খানসামা উহা বোতলের ভিতর পূরিয়া হোটেলে লইয়া আসিল। এরূপ অনেক দিন তাঁহার জন্য খিদিরপুর হইতে দেশীয় খাদ্য প্রস্তুত হইয়া স্পেন্সেস্ হোটেলে প্রেরিত হইত।

জয়নারায়ণ মিত্রের পুত্র ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র, তাঁহার উদ্যানে এক প্রীতি-ভোজে মধুসূদনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সকলেই ধুতি-চাদর পরিয়া উপস্থিত, কেবল মধুসূদনেরই ইংরাজি-পরিচ্ছদ। সমবেত বন্ধুবর্গ মধুসূদনকে দেশীয়-পরিচ্ছদে বিভূষিত দেখিতে অভিলাষী হইয়া, তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করায়, ক্ষীরোদচন্দ্র, মধুসূদনকে গরদের ধুতি-চাদর পরাইয়াছিলেন। সেই সূত্রে তিনি ক্ষীরোদ মিত্রের খানাসামা রামকে দশ টাকা বক্‌সিস্ দেন।

কলিকাতায় গরাণহাটায় "পদ্মাবতী নাটকে"র অভিনয় হয়। জয়মিত্রের গলির পাঁচকড়ি মিত্র, ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র, বিডন ষ্ট্রীটের শরৎচন্দ্র ঘোষ-প্রমুখ প্রসিদ্ধ ধনীপুত্রগণ অভিনয়ের আয়োজন করেন। তাঁহারা পরামর্শের নিমিত্ত মধুসূদনকে সর্ব্বদা লইয়া আসিতেন। মধুসূদনও যাহাতে অভিনয় উৎকৃষ্ট হয়, সেই নিমিত্ত সতত তাঁহাদিগকে উপযুক্ত সুপরামর্শ দান করিতেন। "পদ্মাবতী নাটক" প্রথমে

আদ্যোপান্ত গদ্যে লিখিত হয়। তাঁহারা তাঁহাকে ঐ নাটকের কিয়দংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলে, মধুসূদন বলেন 'তবে বুড়ী বেটীকে ডাকি'; পরে তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'তোরা লেখাপড়া ত কিছু করিস্ নি, তোদের ভিতর কি কেউ কলম ধর্‌তে পারে?' তখন মণিলাল সেন নামক ছোট-আদালতের জনৈক উকীল কাগজ, কলম লইয়া বসিলেন। মধুসূদন তখন নাটকের অঙ্কের গদ্যাংশ দেখিয়া, এমনিভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দে উক্ত অংশ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে, সকলের মনে হইল, তিনি পুস্তক দেখিয়া শ্রুতিলিখন (dictation) লিখাইতেছেন।

উক্ত নাট্যসম্প্রদায়ের নাম ছিল The Bengal Amateur Theatrical Society. ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে, ২৪৬ নং চিৎপুর রোডের (গরাণহাটা) বিশাল অট্টালিকার দ্বিতল হলে "পদ্মাবতী নাটক" মহা-সমারোহে অভিনীত হয়। নর্ত্তকীবেশী বালকগণের নৃত্য বড়ই মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। তাহাদিগের সাজসজ্জা ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য মধুসূদনেরই উপদেশানুসারে ব্যবস্থিত হয়।

অভিনয় শেষ হইয়া গেলে নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষ মধুসূদনকে বরাহনগরের গঙ্গাতীরস্থ জয়মিত্রের কালীমন্দির-সমন্বিত সুরম্য উদ্যানে প্রীতিভোজ প্রদান করেন। এই প্রীতিভোজে গীতবাদ্যের আয়োজন হইয়াছিল এবং অনেক গণনীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। জওয়ালাপ্রসাদ ও নিমাই ওস্তাদজী নামে দুইজন দেশপ্রসিদ্ধ কালোয়াতি গায়ক আসরের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

উক্ত উদ্যানে সকলে প্রভাতেই সমাগত হন। গীতবাদ্যে সময় অতিবাহিত হইলে, বেলা বারটার সময় ভোজের অব্যবহিত পূর্ব্বে মধুসূদন, শরৎচন্দ্র ঘোষকে বলিলেন, 'আমার মাথাটা একটু ধরিয়াছে—কেমন গ্রীষ্মবোধ করিতেছি।' প্রত্যুত্তরে শরৎচন্দ্র, ক্ষীরোদচন্দ্র প্রভৃতি বলিলেন, 'সম্মুখেই স্নিগ্ধ-প্রবাহিনী গঙ্গা, আপনি একবার গঙ্গাস্নান করিয়া দেখুন না কেন?' মধুসূদন আপত্তি না করায়, তাঁহারা তাঁহাকে কোট-পেণ্টালুন ছাড়াইয়া ধুতি পরাইলেন; এবং সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর করিয়া সুরভিত ফুলেল তৈল মাখাইয়া নির্ম্মল গঙ্গাসলিলে তাঁহাকে লইয়া সকলে অবতরণ করিলেন। কতকাল পরে গঙ্গার স্নিগ্ধ তরঙ্গায়িত নীরে অবগাহন স্নানে মধুসূদনের বিপুল আনন্দ উপভোগ হইল। গঙ্গাজলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত

হইয়া তিনি 'মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধা-শৃঙ্গারহারাবলি' ইত্যাদি বাল্মীকি-কৃত গঙ্গাষ্টক স্তোত্রম্ এমনি মধুরভাবে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে, উপস্থিত স্নান-রত ব্রাহ্মণবর্গ ও সমবেত জনমণ্ডলী এই অদ্ভুত ব্যাপারে কিয়ৎকাল মৌনমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণেরা যখন জানিতে পারিলেন যে, স্তোত্রপাঠী অবগাহক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তৎপরে উদ্যানে সাহেবী-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া মধুসূদন একটি টেবিলে বসিয়া পোলাও কালিয়া প্রভৃতি ভোজন করিলেন। প্রত্যাগমনকালে, যে খানসামা তাঁহাকে দেশীয় বস্ত্র পরাইয়াছিল, তাহাকে দশ টাকা বক্‌সিস্ দিলেন। নিমাই ওস্তাদজীর গীতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেও কুড়ি টাকা পুরস্কার দেন। জওয়ালাপ্রসাদকেও পুরস্কৃত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু সকলে তাঁহাকে সৌখীন গায়ক বলায় তাঁহাকে কোন পুরস্কার দিলেন না। অন্যান্য ভৃত্যদিগকেও যথাযোগ্য পুরস্কার দেওয়া হইল। সকলে তাঁহাকে এরূপ ব্যয় করিতে নিষেধ করায়, মধুসূদন হাসিয়া বলিলেন, 'আমার সঙ্গে যাহা থাকে, তাহা প্রায় বাসি হয় না।' তৎপরে সকলের সহিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া, মধুসূদন উদ্যান হইতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত "কিছু কিছু বুঝি" নামে একখানি প্রহসনের অভিনয় হয়। মধুসূদন অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় এতই সুন্দর হইয়াছিল যে, মধুসূদন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বাঙ্গালায় বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'মৃত্তিকে রে বাবা, মৃত্তিকে।' ইহার অর্থ এই ;—পূর্ব্বের সমস্ত অভিনয় এই প্রহসনের অভিনয় মাটি করিয়া দিল। এই সময়ে তিনি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীকে টিকিটবিক্রয় করিয়াথিয়েটার করিতে অনুরোধ করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরও যথাকালে মধুসূদনের উপদেশে সাধারণ নাট্যশালা (Public Theatre) খুলিয়াছিলেন।

অতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রের ভগিনীপতি গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই স্পেন্‌সেস্ হোটেলে মধুসূদনের নিকট যাতায়াত করিতেন। ইঁহারা তিনজনে টেবিলে বসিয়া মধুসূদনের সহিত ইংরাজি খানা খাইতেন। ইঁহাদের সঙ্গে একটি বালক গমন করিত। ঐ বালক ইংরাজি খানা খাইত না। ইহা দেখিয়া মধুসূদন তাঁহার উড়িয়া খানসামার দ্বারা ঠোঙায় করিয়া কচুরি জিলাপী প্রভৃতি আনাইয়া দিতেন। এই সময়ে মধুসূদনের দেহের

স্থূলত্ব অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি তখন ছয় ডিস করিয়া খানা খাইতেন। বন্ধুরা বলিলেন, 'আপনি আহার কমাইয়া দিন।' কিছুদিন পরে, পূর্ব্বোক্ত বন্ধুগণ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, মধুসূদন হাসিয়া বলিলেন, 'কই হে, তোমাদের কথায় খানা কমাইয়া ছয় ডিসের জায়গায় তিন ডিস করিলাম, তবুও স্থূলত্ব কমে না যে!'

বিজ্ঞান-বিষয়ে ইংরাজ জাতি বেশী উন্নতি করিয়াছে, কি ফরাসী জাতি অধিক সমুন্নত, এই বিষয়টি লইয়া সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী-ভাষাবিৎ ও সামুদ্রিক বিদ্যাবিশারদ (Phrenologist) ডাক্তার কালীকুমার দাসের সহিত ফরাসী-ভাষায় মধুসূদনের ঘোরতর তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হয়। মধুসূদন, জলের ন্যায় অনর্গল ফরাসী-ভাষায় প্রায় তিন ঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক করেন। দুই মনস্বীর বিদেশীয় ভাষায় বাক্‌যুদ্ধে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী বিস্মিত ও বিমোহিত হন। বিজ্ঞান-বিষয়ে ফরাসী-জাতিই যে সমধিক উন্নত, তর্কে ইহা মধুসূদন প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

মধুসূদন যখন যে ভাষায় কথোপকথন করিতেন, তখন খাঁটি সেই ভাষা বলিতেন। তিনি এক ভাষার সহিত অন্য ভাষা মিশাইতেন না। যখন বাঙ্গালা বলিতেন, তখন তাহার মধ্যে কোন ইংরাজি শব্দ উচ্চারণ করিতেন না, কিম্বা ইংরাজি বলিতে-বলিতে কোন নাম দেশীয় ভাবে উচ্চারিত হইলে বিরক্তিবোধ করিতেন।*

মধুসূদনের কোন ইংরাজবন্ধু বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যাসাগর কিরূপ লোক দেখিতে চাহিলে, মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন যে, সাহেবের জন্য এক বোতল শেরী রাখিবেন—'Keep a bottle of sherry.'

মধুসূদন সময়ে-সময়ে তামাক খাইতেন। নিজ-বাটীতে তিনি কখনও তাম্রকূট সেবন করিতেন না। বন্ধুবান্ধবদিগের বাটীতে কিম্বা আদালতে দেশীয় হাকিমদিগের বিশ্রাম-কক্ষে (Private Chamber) বসিয়া তাঁহাদের প্রকাণ্ড আলবোলায় তাঁহার ধূমপান চলিত। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে,

---

* এ সম্বন্ধে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন,- Mr. Datta was greatly offended with any one who in the course of reading or conversation in English pronounced a Bengali name in the tame native fashion. 'It mars the genius of the English Language,' he would complain, 'You sacrifice the rhythm of it'.

মধুসূদন বারুইপুর, আলিপুর প্রভৃতি স্থানে, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীচরণ ঘোষ, তারকনাথ মল্লিক, রামশঙ্কর সেন-প্রমুখ প্রসিদ্ধ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের আদালতে প্রায়ই কর্ম্মসূত্রে গমন করিয়া, তাঁহাদের বিশ্রাম কক্ষে বসিয়া, আলবোলার সুদীর্ঘ নলে ধূম উদ্গারণ করিতেন; তামাক ফুরাইলে চাপরাসীকে ডাকিয়া বলিতেন, 'চাপ্‌রাসী চিলাম্‌টো manipulate কর্‌ দেও'।" শ্রীরামপুরের গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে সুন্দর মর্ম্মরনির্ম্মিত আলবোলা ও সট্‌কা আনিয়া মধুসূদনকে উপহার দিয়াছিলেন।

মধুসূদন পূর্ণচন্দ্রকে বড়ই ভালবাসিতেন; তিনি তাঁহাকে সস্নেহে 'ছোক্‌রা' 'ছোক্‌রা' বলিয়া ডাকিতেন। একদিন মধুসূদন রহস্য করিয়া তাঁহাকে বলেন, 'ওহে ছোক্‌রা, তামাক খাও না।' পূর্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, 'তাঁহার কথা বড়ই মিষ্ট, চেহারা খুবই জাঁকালো, এবং তিনি অসাধারণ গুণবান্‌ ছিলেন। তিনি যে স্থানে বসিয়া গল্প করিতেন, সে স্থানটাতে এমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণী-শক্তি (Magnet) ছড়াইয়া যাইত যে, আর নড়িতে পারা যাইত না। তাঁহার কথার ভঙ্গী এমনিই বিচিত্র ছিল।' রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 'মাইকেল গল্প করিতেন, তাঁহার প্রতি কথাই Poetry.'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও মধুসূদন বিশেষ স্নেহ করিতেন। মধুসূদনের সহিত আদালতে জ্যোতিরিন্দ্রের মধ্যে-মধ্যে সাক্ষাৎ হইত। তাঁহাকে দেখিলেই মধুসূদন বলিতেন 'চল হে, বিলাতে চল!' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার মধ্যম দাদার সহিত প্রায়ই মধুসূদনের বাটীতে আহারের নিমন্ত্রণে যাইতেন। তিনি বলিয়াছেন, 'হাস্যরসে তাঁহার খুবই অধিকার ছিল; তিনি খুবই হাসাইতে পারিতেন।'

একদিন বন্ধু গৌরদাস, নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথকে তাঁহার উদ্যানে সান্ধ্য-ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। আসিবার পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদনকে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, পত্র লিখিয়া গৌরদাস বসাকের অনুমতি চাহেন। গৌরদাসও কোনও কথা না ভাঙ্গিয়া অনুমতি দিলেন। তারপর যেমন তাঁহারা দুইজনে গৌরদাসের বাগানে আসিলেন, অমনি দুই-বন্ধুর ঘনিষ্ঠতা ও আলাপ-পরিচয় দেখিয়া চন্দ্রনাথ চমৎকৃত হইলেন।*

* এ সম্বন্ধে গৌরদাস-লিখিত স্মৃতিই উদ্ধৃত হইল:—

He (Raja Chunder Nath) was not aware that Madhu was one of

মধুসূদন একদিন চুঁচুড়ায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। ভূদেব তাঁহার সতীর্থ, বাল্য-বন্ধু। মধুসূদনের উদার চিত্ত ভূদেবের প্রতি পূর্ব্ববৎ অনুরাগে অনুরঞ্জিত ছিল। আহার করিবার পূর্ব্বে মধুসূদন ভূদেবকে বলিয়াছিলেন, 'আমাকে কাপড় দেও, আমি কাপড় পরিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খাবার খাইব!' তিনি যখন ধুতি-চাদরে ভূষিত হইয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন ভূদেব বলেন, 'ভাই মধু! এই বেশে একখানি "মেঘনাদবধ কাব্য" হাতে নিলে, তোমাকে বেশ মানায়। হ্যাট-কোট প'রে তোমার 'Captive Ladie' নিয়ে বেড়াতে পারো।'

মধুসূদনের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাৎকালিক কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা-কবি তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে নিতান্ত বাসনা করেন। শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ রাজবংশীয় ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব সেই মহিলা-কবির বিশেষ পরিচিত ছিলেন; তাই ব্রজেন্দ্রনারায়ণ মধুসূদনকে, নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়া, তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ প্রায়ই মধুসূদনকে নিজ উদ্যানে আমোদ-প্রমোদে প্রমোদিত করিতেন। ইংরাজি ও দেশীয় ভোজ একত্র চলিত।

কার্য্য-উপলক্ষে মফঃস্বলে গিয়া, তথায় বাসোপযোগী গৃহ না থাকায়, মধুসূদন ষ্টেশনেই রাত্রিযাপন করিতেন। ঘটনাক্রমে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ শুনিলেন যে, মাইকেল যশোহরে আসিয়া ষ্টেশনে অবস্থান করিতেছেন। তিনি মধুসূদনের আহারের জন্য বিবিধ ভোজ্য বস্তু, মদ্য, মাংস প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখেন যে, মধুসূদন গাঢ় নিদ্রামগ্ন। শিশিরকুমার ডাকাডাকি করিবামাত্র, মধুসূদন নেত্র অর্দ্ধউন্মীলিত করিয়াই, 'কে শিশির? শিশির?' বলিয়া জাগ্রত হইয়া পুলকে অধীর হন। শিশিরকুমার, মধুসূদনকে ষ্টেশন হইতে অন্যত্র লইয়া গিয়া পানভোজনে পরিতৃপ্ত করেন। সে দিন তাঁহারা সেই স্থানেই রহিলেন। তৎপরদিন অতি প্রত্যূষে যখন তাঁহারা একত্রে প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন,

---

my oldest and dearest friends. When we met, Madhu, as usual, ran with open arms to embrace me. Chunder Nath told me how the chance acquainatance of an hour had given rise to a deep attachment between them, and how he felt that without him there could be no enjoyment, specially in a party like the one we had.

এমন সময়ে শিশিরকুমার মধুসূদনকে মুখে-মুখে প্রভাত-বর্ণনা করিতে অনুরোধ করায়, তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে, মধুসূদন ওজস্বিনী ভাষায় এরূপ সুন্দররূপে প্রভাত-বর্ণনা করিলেন যে, শিশিরকুমার ভাবে বিগলিত হইয়া শিশিরবৎ হইয়া গেলেন।

পুলিশ আপিসের প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ তাঁহার সঙ্কলিত "Police Court Companion" নামক পুস্তক এক ব্রাহ্মণের দ্বারা মধুসূদনকে উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের গলায় পৈতার গোছা দেখিয়া, সে সংস্কৃত জানে কি না, মধুসূদন জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণ সাহসভরে উত্তর দিল, 'জানি বৈ কি মহাশয়?' মধুসূদন তাহাকে দু'একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে বলাতে, সেই ব্রাহ্মণ একটি সংস্কৃত শ্লোক এমনি অশুদ্ধভাবে, বিকৃতস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিল যে, মধুসূদন অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া, সেই নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণকে দশ টাকা দিয়া বিদায় করিলেন।

দেশমান্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিলাত যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে, তাঁহার পিতৃদেব ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এবং ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের সহিত স্পেন্সেস্ হোটেলে মধুসূদনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। যুবক সুরেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিতে যাইতেছেন এবং বি. এ. পরীক্ষায় লাটিনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন শুনিয়া, মধুসূদন তাঁহাকে 'Let me examine you' বলিয়াই পার্শ্বস্থ পুস্তকাধার হইতে জগদ্বিখ্যাত কবি হোরেসের (Horace) মূল লাটিন গ্রন্থ লইয়া, তাহা হইতে একটি কঠিন অংশের কয়েক পংক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেই অংশটি সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিতে না পারায়, মধুসূদন বলিলেন, 'তাই ত, তুমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে যাচ্চ, পাস হবে কি?' সুরেন্দ্রনাথ উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আজ্ঞে যাচ্ছি ত, দেখি চেষ্টা করিয়া, কি হয়।' পরে মধুসূদন, মনোমোহন ঘোষকে লক্ষ্য করিয়া রহস্যচ্ছলে, 'তুমি দেখ্‌ছি যত কুলী চালান দিচ্ছ' বলিয়া তাঁহাকে 'Protector of Emigrants' আখ্যায় অভিহিত করিলে, উপস্থিত মনস্বিবর্গ অপার আনন্দ উপভোগ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যমপুত্র সুরেন্দ্রকে মধুসূদন বড়ই স্নেহ

করিতেন। বিলাত-যাত্রার সময় মধুসূদন ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে তাঁহার নাক টানিয়া, চিবুক ধরিয়া তাঁহাকে অতিশয় স্নেহাদর করিয়া যান। বিলাত হইতে ফিরিয়া মধুসূদন তাঁহাকে বলেন, 'আমার সহিত ইংরাজিতে কথা কও।' উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ বলেন, 'আপনার সহিত ইংরাজি বলিতে ভয় করে, লজ্জা করে।' উত্তরে মধুসূদন তাঁহাকে রহস্য করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'লাজের মুখে দাও ছাই।'

সুরেন্দ্রনাথ যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহাদের ইংরাজি পাঠ্যগ্রন্থে একটি ইতালীয় কবিতা উদ্ধৃত ছিল। তন্নিম্নে কবিতাটির ভাবার্থ মাত্র ছিল, বিশদ ব্যাখ্যা ছিল না। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক টনি (C. H. Tawney) উহার ব্যাখ্যা করিতে পারিলেন না ; তিনি কয়েকটি য়ুরোপীয় ভাষা জানিতেন, কিন্তু ইতালীয় ভাষা জানিতেন না। কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকেরাও উহার ব্যাখ্যা করিতে না পারিলে, ছাত্রেরা সুরেন্দ্রনাথকে বলিল, 'মাইকেল মধুসূদন তোমাদের বাটীতে আসেন ; তুমি তাঁহার দ্বারা উহার বিশদ ব্যাখ্যা লিখাইয়া আনিও।' ছাত্রগণের কথায় সুরেন্দ্রনাথ, যে দিন মধুসূদন তাঁহাদের বাটীতে আসিলেন, সেই দিনই তাঁহাকে সেই ইতালীয় কবিতাটির বিশদ ব্যাখ্যা লিখিয়া দিতে বলেন। মধুসূদন তৎক্ষণাৎ তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখিয়া দিলে, তিনি উহা টনি সাহেবকে আনিয়া দেখাইলে, সাহেব অতীব প্রীত ও চমৎকৃত হন টনি সাহেব মধুসূদনকে জানিতেন।

একদিন জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাস্তার ধারের গৃহে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে মধুসূদন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মধুসূদন তাঁহাকে দেখিয়া, হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া, তাঁহার সহিত দুই ঘণ্টাকাল ইংরাজিতে এমনি ভাবে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের কথা শুনিবার নিমিত্ত গবাক্ষের বাহিরে লোকের জনতা হইয়া গেল।

বিলাত হইতে আসিয়া প্রথমেই মধুসূদন, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে একদিন দেশীয় আহারে পরিতৃপ্ত হন। পুরমহিলাগণ তাঁহার নিমিত্ত বিবিধ রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আহারান্তে মধুসূদন বলিয়া

উঠিলেন, 'বহুদিন য়ুরোপীয় আহারের পর অন্ত দেশীয় আহারে আমি যে কি পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম, তাহা বলিতে পারি না।'

প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাসের প্রকট-মূর্ত্তি মধুসূদনের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কিরূপ প্রখর ছিল, তাহার একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীরামপুরের গোপীকৃষ্ণ গোস্বামীর উদ্যান-ভবনে অবস্থানকালে, মধুসূদনকে হুগলী আদালতে কার্য্যোপলক্ষে মধ্যে-মধ্যে যাইতে হইত। গোপীকৃষ্ণের পুত্রদ্বয় কৃষ্ণলাল ও নন্দলাল চুঁচুড়ায় থাকিয়া হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। এক শনিবারে চুঁচুড়া হইতে শ্রীরামপুরে প্রত্যাগমন কালে তাঁহারা ট্রেণের যে গাড়ীতে ছিলেন, ঘটনাক্রমে মধুসূদনও হুগলী আদালতের কার্য্য শেষ করিয়া, সেই গাড়ীতেই আসিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে মধুসূদন তাঁহাদের ইংরাজি শিক্ষার বিষয় কৃষ্ণলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে সে বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন, 'তোমাদের বাবাকে বলিতে পার, আমি প্রত্যহ প্রাতে এক ঘণ্টা তোমাদের ইংরাজি পড়াইতে পারি।' ইহা শুনিয়া কৃষ্ণলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাসিক কত টাকায় আপনি এ কার্য্য করিতে পারেন?' মধুসূদন বলিলেন, '500 Rs,' শুনিয়া কৃষ্ণলাল বিস্মিত হইয়া বলেন, 'Five huudred rupees for one hour's teaching, Sir, is not a common sum!' ইহা শুনিয়াই মধুসূদন বিচিত্র ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন; 'My dear boys, you should also remember that, Michael Madhusudan Datta is not common man!'

কাব্যপ্রিয় জগদীশনাথ রায়, মধুসূদনের সমবয়স্ক, সহপাঠি ও একজন বিশিষ্ট বন্ধু। মধুসূদন তাঁহাকে পত্রে এবং মুখে 'my dear Jug' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহা ছাত্রজীবনের স্নেহের পূর্ব্ব-স্মৃতি।

একবার মধুসূদন জগদীশনাথকে বলেন, 'লোকে বলে অমিত্রচ্ছন্দ গীতের উপযোগী নহে।' জগদীশনাথ বলিলেন, 'এ তোমার বড় ভুল; আমি তোমাকে গাহিয়া শুনাইব!' এই বলিয়া তাঁহার মধ্যম পুত্রকে 'মেঘনাদবধ কাব্য' আনিতে বলিলেন। পুস্তক আনীত হইলে সুগায়ক জগদীশনাথ তৃতীয় সর্গের নিম্নলিখিত অংশটি অতি মধুর রাগিণীতে সুরলয়ের সহিত গাহিলেন;—

কালনেমী নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
মুরারি,তনয়া তার প্রমীলাসুন্দরী
মহাশক্তি অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে?

গীত সমাপ্ত হইলে, মধুসূদন আনন্দে আত্মহারা হইয়া, জগদীশের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'আমি এই গীতটি ঐ সুরে চালাইব।'

একদিন জগদীশনাথ ও মধুসূদনের মধ্যে বাঙ্গালা-সাহিত্য সম্বন্ধে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র কি একটি টিপ্পনী করায় মধুসূদন তাঁহাকে বলেন, 'তুমি ছেলেমানুষ; বয়োজ্যেষ্ঠদিগের কথা শুনিয়া যাও, টিপ্পনী কাটিও না।' কৃষ্ণদাস পাল তাঁহার সম্মুখে একবার কোন শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কথা বলায়, মধুসূদন তাঁহাকে বিশেষরূপে সংযত করিয়া দিয়াছিলেন।

পুলিশের ইণ্টরপ্রেটরের পদে অবস্থান কালে মধুসূদন, একটি যাত্রার আসরে মাথায় পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া, ধুতি-চাদর পরিয়া, ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন। সে স্থলে তাঁহার পরিচিত অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলেও কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি জগদীশনাথের সর্পচক্ষু এড়াইতে পারিলেন না। জগদীশনাথ দু' একবার দেখিয়াই মধুসূদনকে পাকড়াও করিয়া ফেলিলে, মধুসূদন উচ্চহাস্যে বালক-সুলভ আনন্দ প্রকাশ করেন।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই মধুসূদন একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে গিয়াছিলেন। বিশ্রামকক্ষে বসিয়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময়ে জগদীশনাথ বাহির হইতে মধুসূদনের ভাঙা-ভাঙা গলার আওয়াজ শুনিয়াই গৃহে প্রবিষ্ট হইলে,মধুসূদন তাঁহাকে দেখিয়া হর্ষে ডুবিয়া গেলেন। জগদীশনাথ তাঁহাকে একদিন নিজবাটীতে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। মধুসূদন য়ুরোপে বহুদিন দেশীয় রান্না খান নাই বলায় জগদীশনাথের পরিবারবর্গ তাঁহার জন্য নানাবিধ শাকসব্জী ও তরকারি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মধুসূদন আহারান্তে পরম পরিতুষ্ট হইয়া জগদীশনাথকে বলিলেন, 'আজ আমার রসনা যে কিরূপ পরিতৃপ্ত হইল, তাহা বলিতে পারি না। অদ্য আমার বালক-কালের স্মৃতি সমুদিত হইতেছে—আমার বাটীর মহিলারা এইরূপ রন্ধন করিয়া আমাকে খাওয়াইতেন।'

একদিন জগদীশনাথের বৈঠকখানায় সমবেত বন্ধুবর্গ মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিলাতের স্ত্রীলোকেরা কিরূপ সুন্দরী ?' এই কথা শুনিবামাত্র মধুসূদন দণ্ডায়মান হইয়া অভিনেতার ন্যায় দুই বাহু প্রসারিত করিয়া, বিচিত্র ভঙ্গীসহকারে বলেন, 'They are *Po-r-is*' অর্থাৎ 'তাহারা পরী' ; এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে একটি দেশীয় যুবকের নাকালের কথা যাহা বলিলেন তাহা এইরূপ,—'বাঙ্গালার কোন এক ধনীপুত্র বিলাতে গিয়া একটি ইংরাজ রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া ফেলিলেন,—'I love-you'.। মহিলাটি এই কথা শ্রবনমাত্র হো হো করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। পার্শ্বের ঘর হইতে তাঁহার সঙ্গিনীরা তাঁহার হাস্যের কারণ অবগত হইবামাত্র, সকলে মিলিয়া এরূপ হাস্যের রোল তুলিলেন যে, বঙ্গীয় যুবাটি অপ্রতিভের একশেষ হইয়া, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইবার পথ পাইলেন না।'

মধুসূদন অনেকবার নানা উদ্দেশ্যে কৃষ্ণনগরে গিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহার যাবতীয় কৃষ্ণনগর-স্মৃতি—যাহা সংগৃহীত হইয়াছে,—এই স্থলেই লিপিবদ্ধ করিলাম।

কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজা সতীশচন্দ্র, মধুসূদনের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি মধুসূদনকে সমাদরে কৃষ্ণনগরে আহ্বান করিয়া অভিনন্দিত করেন। মহারাজার নিকট হইতে মধুসূদনের জন্য বড় বড় থালায় করিয়া কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপুরিয়া, এবং ছানা ও ক্ষীরের প্রস্তুত বহুবিধ উপাদেয় মিষ্টান্ন প্রেরিত হইয়াছিল। মধুসূদন, গৃহ-সম্মুখস্থ অলিন্দ মিষ্টান্নে মণ্ডিত দেখিয়া হাস্য করিলেন। নিজের জন্য যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া অবশিষ্ট ভৃত্যগণকে বিতরণ করিয়া দিলেন। রাত্রে রাজ-প্রাসাদে তাঁহার জন্য ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। মহারাজা ও মধুসূদন উভয়ে, সুরাপানে প্রফুল্ল হইয়া, প্রচুর আমোদ প্রমোদে রজনী-যাপন করেন।

একদিন ভ্রমণান্তে, মহারাজা, মধুসূদনের সহিত প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছেন, চলিতে-চলিতে পশ্চাৎবর্ত্তী মধুসূদন বলিয়া উঠিলেন, 'I see Krishna Chandra followed by Bharat Chandra.'

একদিন মহারাজা কথাপ্রসঙ্গে মধুসূদনকে বলিলেন, 'এতদিন আমাদের ভারতচন্দ্র বঙ্গকবিদিগের মধ্যে প্রধান আসন অধিকার করিয়া আসিয়াছিলেন ; কিন্তু এক্ষণে সে আসন আপনি কাড়িয়া লইতেছেন।' এই কথায় মধুসূদন

বলিলেন, "আপনারা ভারতচন্দ্রকে ৩০০৲ টাকার গাঁতি দিয়াছিলেন, আমাকে কি দিবেন?" ইহা শুনিয়া মহারাজ সতীশচন্দ্র দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আমার যদি কৃষ্ণচন্দ্রের মত সম্পত্তি থাকিত, আমি আপনাকে ৩০,০০০৲ (ত্রিশ হাজার) টাকার জমিদারী দিতাম।"

একদিন প্রভাতে রাজপ্রাসাদে একখানি চেয়ারে বসিয়া, বাম হাঁটুর উপরে দক্ষিণ পদ রাখিয়া, চক্ষে স্প্রিংএর চশমা লাগাইয়া, সিগারেটের কুণ্ডলীকৃত ধূম উদ্গীরণ করিতে-করিতে মধুসূদন একখানি প্রাচীন পুথি পাঠ করিতেছিলেন। নিকটে মহারাজার ভাগিনেয় যুবক শ্যামাধব রায় দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্যামাধব, সাহেবের ন্যায় চুল ছাঁটিয়া আসিয়াছিলেন। পুথি হইতে মুখ তুলিবামাত্র মধুসূদনের দৃষ্টি শ্যামাধবের দিকে আকৃষ্ট হইল। তাঁহার সাহেবী ফ্যাসানে চুল ছাঁটা দেখিয়া মধুসূদন ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক, কে তোমার কেশ এরূপভাবে ছাটিয়াছে?" শ্যামাধব ইংরাজি ভাষায় উত্তমরূপে অভিজ্ঞ হইলেও হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "Tailor." মধুসূদন তাঁহার উত্তর শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "বালকের ইংরাজি-জ্ঞান ত খুব গভীর!" মধুসূদনের উক্তির মধ্যে "Profound knowledge" এরূপ কথা ব্যবহৃত হইয়াছিল। নিকটে মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে মধুসূদন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালকটি কে?" মহারাজ বলিলেন, "My nephew;" মধুসূদন তৎক্ষণাৎ হাসিয়া শ্যামাধবের পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে মহারাজকে বলিলেন, "Your nephew! then he will pick up, then he will pick up"

মহারাজা সতীশচন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজের প্রসিদ্ধ ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্তকে ডাকাইয়া আনাইয়া মধুসূদনের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। উমেশচন্দ্র রাজপ্রাসাদে মধুসূদনের সহিত বহুক্ষণ আলাপ-পরিচয়ের পর মুগ্ধচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

ব্যারিষ্টার ও প্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন কৃষ্ণনগরে মধুসূদনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। লালমোহনকে "Paradise Lost" পাঠ করিতে দেখিয়া মধুসূদন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কে তোমাদের এ কাব্য পড়ায়?" লালমোহন বলিলেন, "স্মিথ সাহেব"; মধুসূদন বলিলেন, "সে পড়াতে পারে? সে জানে? আচ্ছা পড় দেখি শুনি?" লালমোহন

পড়িতে লাগিলেন; কতক অংশ শুনিয়াই মধুসূদন বলিলেন, "ও ত হল না, আমি পড়ি, তুমি শোন?" এই বলিয়া তিনি পুস্তক না দেখিয়াই ঐ স্থান এমনি ভাবে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে, লালমোহন ঘোষ শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন পরবর্ত্তী জীবনে লালমোহন, মধুসূদনের সেই কাব্যপাঠের উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদাই বলিতেন, "It is still ringing in my ears!"

একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে মধুসূদন কৃষ্ণনগরে যান। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রুত হইবামাত্র স্কুল-কলেজ উজাড় হইয়া ছাত্রসমূহ, এবং সহরবাসী নানাশ্রেণীর লোকেরা তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত দলে-দলে আদালত অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। বিদ্যালয়গৃহ, আপিস, সমস্ত শূন্য হইয়া গেল। দেখিতে-দেখিতে বিচারালয় লোকে লোকারণ্য। হুড়াহুড়ি, ঠেলাঠেলি দেখে কে? প্রহরীদিগের সাধ্য কি যে, সেই জনতা সামলাইয়া রাখিতে পারে? কে কাহার নিষেধ শুনে, কে কাহার কথা গ্রাহ্য করে? প্রত্যেকেই ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য বিষম ব্যগ্র। আদালতের নিয়ম-শৃঙ্খলার দিকে বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ কাহারও দৃক্‌পাত নাই। কিরূপে ভাল করিয়া মধুসূদনকে দর্শন করিবে, এই আশায় সকলেই শশব্যস্ত। সদরালা জগদ্বন্ধু বন্দোপাধ্যায়ের এজলাসে এই মোকদ্দমা হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার মাইকেল মধুসূদন যখন তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন তখন সেই কোলাহলক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। যে স্থানে ক্ষণপূর্ব্বে শঙ্খধ্বনি ডুবিয়া যাইত, সেস্থানে এক্ষণে সূচিকা-পতনের শব্দও শ্রুত হওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠিল। কবি-দর্শনের যোগ্য দৃশ্য বটে।

কৃষ্ণনগরের 'অঞ্জনার' শ্যাম-কূলে একদিন অপরাহ্নে বেড়াইতে গিয়া মধুসূদন দেখিলেন,—অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রক্তরশ্মি অঞ্জনার কালোজলে স্বর্ণ-সিন্দুর ছড়াইতেছে। ঘনকাননের বৃক্ষচূড়ায় হেমকান্তি রৌদ্র-দীপ্তি তন্দ্রালস বিজড়িত চক্ষুর ন্যায় মুদিয়া আসিতেছে—সুরভি-সমীরের শীতলতা প্রকৃতির তপ্তবুকে কে যেন লহরে-লহরে ঢালিয়া দিতেছে, এই পরম রমণীয় দৃশ্য দেখিয়া কবি পুলকউচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন;—"O! Anjuna, great is my delight in seeing thee. I will never forget thee or refrain from speaking of thy charms!"

একবার কৃষ্ণনগরে আসিয়া মধুসূদন বলিয়াছিলেন, "দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের গান শুনিবার নিমিত্তই আমি এবার কৃষ্ণনগরে আসিয়াছি।"



কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়

অন্য এক সময়ে কৃষ্ণনগর হইতে মধুসূদনের প্রত্যাগমনকালে নাট্যরথী দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার বাসভবনে তাঁহাকে রাত্রিতে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। প্রত্যুষে উভয়ে একত্র কলিকাতায় গমনকালে হাঁসখালিতে ঘুমন্ত মাঝিকে জাগাইবার কাহিনী পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

শান্তিপুরের গাঙ্গুলীদের মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য মধুসূদন শান্তিপুরে গিয়াছিলেন। একটি দশ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে রজ্জু বাঁধিয়া কূপ মধ্যে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; অভিপ্রায়—তাহাকে কূপের মধ্যে নামাইয়া কষ্ট দেওয়া। এই বালিকাটিকে মধুসূদন কিয়ৎকাল ধরিয়া জেরা করেন। কিন্তু ঐ কিশোরী বালিকা তাঁহার প্রশ্নসমূহের এমনি সুকৌশলে ধীরে-ধীরে উত্তর দিয়াছিল যে, মধুসূদন তাহাকে হটাইতে না পারিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এতদিন ব্যারিষ্টারী করিতেছি কিন্তু তোমার মত বুদ্ধিমতী বালিকা কোথাও দেখি নাই। মা, তোমার মুখে সরস্বতী বাস করেন।"

উক্ত মামলা শেষ হইয়া গেলে, মধুসূদন যখন গাঙ্গুলী মহাশয়দিগের বৈঠকখানায় উপবিষ্ট ছিলেন, তখন শান্তিপুরনিবাসী কতকগুলি ভদ্রলোক তাঁহাকে দেখিতে এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পণ্ডিতবর জয়গোপাল গোস্বামী ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে কাব্যালোচনা আরম্ভ হয়। তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় মধুসূদনকে বলিলেন যে, "আপনার কাব্য পাঠ করিয়া আমরা তাদৃশ রসানুভব করিতে পারি না।" * এই কথা শুনিয়া মধুসূদন বলিলেন, "ইংরাজিভাষানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই আমার কাব্য পাঠ করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহারা প্রকৃত রসগ্রহণে বঞ্চিত হন।" এই বলিয়া মধুসূদন "মেঘনাদবধবধ কাব্য" হইতে তৎক্ষণাৎ কিয়দংশ আবৃত্তি করিলেন। আবৃত্তি শেষ হইবামাত্র পণ্ডিত জয়গোপাল উল্লসিত হৃদয়ে মহাকবি মধুসূদনকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন; মধুসূদনও সমজ্‌দার জয়গোপালকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া গাঢ়তররূপে চাপিয়া ধরিলেন। তৎপরে মধুসূদন আরও কয়েকটি অমিত্রাক্ষর কবিতা আবৃত্তি করিলেন। সেই সময়ে

* "মেঘনাদবধ কাব্য" প্রকাশিত হইলে জয়গোপাল গোস্বামী 'সোয়ান পক্ষী' নাম দিয়া প্রথমে উক্ত কাব্যের প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছিলেন।

"কোকিলদূত" রচয়িতা হরিমোহন প্রামাণিক এবং মতিলাল মৈত্র-প্রমুখ উপস্থিত সুধীবর্গ সমস্বরে 'ধন্য' 'ধন্য' করিয়া উঠিলেন। জয়গোপাল স্বয়ং তৎক্ষণাৎ মুখে-মুখে একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি ও ব্যাখা করিলেন। সেই শ্লোকের ভাবার্থ এই ;—"যিনি স্বয়ং মধু, তিনি যে অমৃত বর্ষণ করিয়া বঙ্গবাসীকে মুগ্ধ করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে ; যাহা শুনিলাম তাহা অপূর্ব্ব ! তাহা অমৃত !—অশ্রুতপূর্ব্ব !, হৃদয় এখনও পুলকে নাচিয়া উঠিতেছে !" তৎপরে মধুসূদন বলিলেন, "গোস্বামী মহাশয়, আপনি এত সহজে যে আমার কাব্যের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন, ইহাতে আমি আন্তরিক প্রীত হইলাম। সাধারণ পণ্ডিতেরা 'অনুষ্টুভ্' অথবা পজ্ঝটিকা কিম্বা আর্য্যায় কেহ কিছু না লিখিলে তাহাকে কবিতাই বলেন না ; কিন্তু আপনি গণ্ডীবদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের দলভুক্ত এবং সংস্কৃত রীতির পক্ষপাতী হইয়াও যে অমিত্রাক্ষর কবিতায় প্রীত হইয়াছেন, ইহাতে আমি নিরতিশয় সুখী হইয়াছি।"

এই কাব্যালোচনা-প্রসঙ্গে পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী, মধুসূদনকে বলিলেন, "আপনার কাব্যে 'কুরঙ্গিনী' 'বারুণী' প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাকরণদুষ্ট পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইগুলি পরিবর্জ্জিত হইলে কাব্যখানি শ্যামিকাহীন স্বর্ণের ন্যায় মনোহর হইত।" একটু নীরব থাকিয়া মধুসূদন বলিলেন, "গোস্বামীজি ! আপনি রসজ্ঞ ও কাব্যামোদী ; আমার 'কুরঙ্গিনী' শব্দের পরিবর্ত্তে ঐ স্থলে অন্য শব্দ বসান দেখি।" কবি হরিমোহন ও পণ্ডিত জয়গোপাল 'অমর', 'মেদিনী', 'ব্যাড়ি' ও 'হেমচন্দ্র' প্রভৃতি আভিধানিকদিগের শব্দসমষ্টি হইতে অনেক শব্দের অবতারণা করিয়া মনোমত কোন শব্দই নির্ব্বাচিত করিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন, "আপনি যে শব্দপুষ্পে কবিতামালা গাঁথিয়াছেন, এই 'কুরঙ্গিনী' পুষ্পটি ঐ মালারই যোগ্য। আমরা দুইজনে অনেক শব্দ ঐ স্থলে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বসাইতে গিয়া দেখি, কোনটিতেই মাধুর্য্য-রক্ষা হয় না। ভাবই কবিতার প্রাণ, ভাষা ইহার পরিচ্ছদ। আগ্রার তাজমহলের রত্নলতিকা হইতে কোন রত্ন উন্মূলিত করিয়া তাহার স্থলে অন্য রত্ন বিন্যস্ত করিলে যেমন তাহার সৌন্দর্য্য থাকে না, তেমনই আপনার কবিতা হইতে কোন শব্দ অপসারিত করিয়া তৎস্থলে অন্য শব্দের সন্নিবেশেও উহাকে শ্রীভ্রষ্ট করা হয় মাত্র।" সেই সময় হরিমোহন বলিলেন, "কবিবর ! বলিতে কি, কবিতার

লালিত্য রক্ষা করিতে গিয়া কালিদাসও 'ত্র্যম্বকে'র স্থলে একস্থানে 'ত্রিয়ম্বক' ব্যবহার করিয়াছিলেন।"

এস্থলে বলিলে বোধ হয় পুনরুক্তি-দোষ হইবে না যে, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, রামগতি ন্যায়রত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-প্রমুখ দেশপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত-বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতবর্গ প্রথমে কেহই মধুসূদনের রচিত নাটকের কি কাব্যের প্রতি অনুরক্ত হন নাই। পরে তাঁহার গ্রন্থাবলীর কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া অনেকে মধুসূদনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন; অনেকে গুণ বুঝিয়াও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী বশতঃ 'পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ' অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় মর্ম্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন অমিত্রচ্ছন্দকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত ব্যঙ্গ কবিতাটি রচনা করেন;—

নব্যাং মধুধ্বনিসুসজ্জিত পাদযুগ্মাং
বিজ্ঞায় বঙ্গকবিতাং নব্যসভ্যসেব্যাম্।
একত্র নূপুরমিতাং বলয়ং পরত্র
পাদে চ নর্ত্তনবতীং যুবতিং স্মরামি॥

সেই সময়ে কোন-কোন কবি সংস্কৃতছন্দে বাঙ্গালা কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। মধুসূদন তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে লিখিয়াছিলেন;—

দেবদানবীয়ম্

মহাকাব্য

প্রথম সর্গঃ

কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি,
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ, দেবি!
কহো কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে
মনীষবৃন্দে এ সুবঙ্গদেশে?
তোমার বীণা দেহ মোর হাতে,
বাজাইয়া তায় যশস্বী হবো;
অমৃতরূপে তব কৃপাবারি
দেহো জননী গো, ঢালি এ পেটে॥

যাহা হউক, মধুসূদনের কবিত্ব-সৌরভ এক্ষণে রৌদ্রদীপ্ত বৈশাখের স্বর্ণোজ্জ্বল আম্রমঞ্জরীর প্রাণহরা সুবাসের ন্যায় দিগ্‌দেশ আমোদিত করিতেছে। পূর্ব্ব-কালে প্রকৃত গুণবান্ কবিগণ জীবিতাবস্থায় প্রায়ই অনাদৃত হইয়া থাকিতেন; যথার্থ গুণীর গুণরাশি, যতই দিন অতিবাহিত হইত, ততই লোকে বুঝিতে পারিত। মধুসূদন, কবিগুরু হোমর ও বাল্মীকিকে এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিয়া একটি কবিতা অনেকদিন পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন। কবিতাটি সম্ভবতঃ "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" রচিত হইবার সময়ে যে রচিত, তাহা তাহার অপরিমার্জ্জিত ভাষা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় খনি হইতে উত্তোলিত একখণ্ড অকর্ত্তিত অমসৃণ প্রস্তর-খণ্ডের ন্যায় সেই ক্ষুদ্র কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব।

ইতিহাস এ কথা কাঁদিয়া সদা বলে,
জন্মভূমি ছেড়ে চল যাই পরদেশে।
দরূপায় কবিগুরু ভিখারী আছিলা
ওমর (অসভ্যকালে জন্ম তাঁর) যথা
অমৃত সাগরতলে। কেহ না বুঝিল
মূল্য সে মহার্মণির; কিন্তু যম যবে
গ্রাসিল কবির দেহ, কিছুকাল পরে
বাড়িল কলহ নানা নগরে; কহিল
এ নগর ও নগরে, "আমার উদরে
জনম গ্রহিয়াছিলা ওমর সুমতি।"
আমাদের বাল্মীকির এ দশা; কে জানে,
কোন্ কুলে কোন্ স্থানে জন্মিলা সুমতি।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ফ্রান্স হইতে পরিবারবর্গের স্বদেশে প্রত্যাগমন—হাইকোর্টে কর্ম্মগ্রহণ—ডকটর বধ—নানা কথা।

[১৮৬৯—১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ]

দেখিতে-দেখিতে দীর্ঘ দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল। মধুসূদন হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী-ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। নানা প্রতিকূল ঘটনার পারম্পর্য্যে তাঁহার ব্যবসায়ের পূর্ব্বার্জ্জিত পসার-প্রতিপত্তি দিন-দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। অর্থাগম মন্দীভূত হইয়া আসিলেও, তিনি আমীরি চালচলন, পদমর্য্যাদা ও মানসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত নানাস্থান হইতে বহু ঋণ করিয়াও, নিজের ও য়ুরোপ-প্রবাসী পরিবারবর্গের ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। এতদিন তিনি উভয় দিক রক্ষা করিয়া চালাইয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে য়ুরোপে তাঁহার পরিবারবর্গের নিকটে যথাসময়ে অর্থ প্রেরিত না হওয়াতে, তাঁহারা বিশেষ কষ্টে পতিত হন। এ দিকে মধুসূদন চিন্তায় অধীর হইয়া, তাঁহার নিকটে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই পত্নীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দীর্ঘপ্রবাস-বিধুরা বিরহিণী বহুকাল অদর্শনের পর স্বামীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অধীরা হইয়া ভারতে ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিয়াছেন। সেখানকার দেনা-পাওনা পরিশোধ করিয়া তাঁহার হস্তে যে টাকা অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে তাঁহাদের সমুদ্রযাত্রার পাথেয় সঙ্কুলান হয় না দেখিয়া, প্রখর বুদ্ধিমতী রমণী আর এক দণ্ডও অর্থের প্রতীক্ষায় য়ুরোপে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। নির্দ্দিষ্ট ভাড়ার কিছু কমে যাহাতে জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার ও সন্তানদ্বয়ের ভারত-প্রত্যাগমনের সুবিধা করিয়া দেন, এই মর্ম্মে তিনি কোন ফরাসী বন্ধুকে ফরাসী ভাষায় পত্র লিখিয়া,—জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহার প্রার্থনা জানাইয়া চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। হেনরিয়েটার ফরাসী

বন্ধুর চেষ্টা সফল হইয়াছিল; সৌভাগ্যবশতঃ জাহাজের কর্তৃপক্ষ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। *

মধুসূদনের পত্নী হেন্‌রিয়েটা সন্তান-সন্ততি লইয়া ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের

* এতৎসম্বন্ধীয় দুইখানি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মূল ফরাসী পত্র দুইখানির ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ-কৃত ইংরাজি অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Sir,

I would solicit your influnce with the Steam Navigation Company to get me a reduction in the passage-money, that I may set out on board the first ship bound for Calcutta.

I will leave France with my two young children; the elder of whom is nine years old. I have no longer any money to maintain them. A longer sojourn in France would do me no good; but make my condition worse, which is already very painful.

By collecting all the assets that I possess, I shall have at my disposal from 900 to 1000 Francs. I beg that the Managing Company will be pleased to remain satisfied with that sum. I again commend myself to your kind protection.

4, Maurepas Street,
Versailles,
13th March, 1869.

Yours faithfully

(Sd.)——

জাহাজের কর্তৃপক্ষ উপরিউক্ত মুদ্রা ব্যতীত আরও কতক পরিমাণে অধিক অর্থ চাহিয়াছিলেন। হেন্‌রিয়েটা মধুসূদনের প্রেরিত অর্থ পাইয়া, অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে স্বীকৃত হইয়া, তাঁহার উদার ফরাসী বন্ধুকে লিখিতেছেন :—

Sir,

Permit me to thank you for the kindness with which you were good enough to respond to the request that I had made for myself and my children.

I have succeeded in procuring the money necessary for our departure; and thanks to the reduction kindly made by the Managing Navigation Company, we shall be able to start on board the first ship in the month of April.

I remain, Sir, with gratitude and the highest respect your most obedient servant.

Versailles,
30th March, 1869.

(Sd.)——

প্রথমে কলিকাতায় উপনীত হইলেন। তাঁহাদের আগমনের অল্পদিন পরেই মধুসূদন হোটেল পরিত্যাগ করিয়া, ৬নং লাউডন ষ্ট্রীটের উদ্যান-পরিবেষ্টিত সুরম্য দ্বিতল ভবনে প্রায় তিন বৎসর কাল বসবাস করেন। এই বাটীতে অবস্থান কালে মধুসূদনের ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে বেশ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই সময়ে হাইকোর্টে অনেক বড় বড় মোকদ্দমা তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি মোকদ্দমা উপলক্ষে মফঃস্বলের নানাস্থানে যাইতেন। কিন্তু আয় যতই হউক না কেন, তদনুপাতে ব্যয়ই অধিক হইত। মফঃস্বলে যাহা পাইতেন, প্রায় সেই স্থলেই তাহার অধিকাংশ ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। হাইকোর্টে অনেক ফৌজদারী মামলায় তিনি এরূপ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন যে, কেম্প, নরম্যান, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, সীটনকার, ফিয়ার-প্রমুখ বিচারকগণ তাঁহার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হন। কিন্তু আদালতের কার্য্যে তাঁহার স্বাভাবিক মনীষাকে তাদৃশ মনোযোগী না দেখায় তাঁহারা দুঃখিত হইয়াছিলেন। *

লাউডন ষ্ট্রীটের বাটীর ভাড়া তখন মাসিক ৪০০৲ টাকা ছিল; এই বাটীতে মধুসূদন ধনাঢ্য লোকের ন্যায় বাস করিতেন। ইহাতে কত ব্যয় হইয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবেন? এই সময়ে তাঁহার সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইয়াছিল; কিন্তু সেই সূর্য্য তাঁহার ভাগ্যাকাশের মধ্যপথে উপনীত হইতে না হইতেই, কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল!

এইবার মধুসূদনের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কের অভিনয়, চিত্রের পর চিত্র

---

* হিতৈষী বন্ধু গৌরদাস বসাক (১০ই আগষ্ট ১৮৬৯) মধুসূদনকে খুলনা হইতে লিখিয়াছিলেন—Have you had any irons in the fire of late? I saw one Homer's translation taken up by you. I suppose your business leaves you little time for poetry; nothing will gladden me more than to hear of your roaring success at the Bar like that of Dwarky, Sumboo or Ramapersaud. You have a greater genius and ought to take the shine out of them.

ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে মধুসূদনের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে তাৎকালিক অনেকের ধারণা এইরূপই ছিল। দ্বারকানাথ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রমাপ্রসাদ রায় মধুসূদনের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবি ছিলেন। তিনজনেই হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। বিদ্যা ও প্রতিভায় মধুসূদন ইঁহাদের শীর্ষস্থানীয় হইলেও ব্যবহার-শাস্ত্রে ইঁহাদের অগ্রগণ্য হইতে পারেন নাই।

প্রদর্শনের ন্যায়, আমরা দেখাইব। আমরা বহু সাহিত্যিকের জীবন-চরিত পাঠ করিয়াছি; কিন্তু এ হেন বিচিত্র দৃশ্যাবলীর সমাবেশ অপর কোন সাহিত্যিকের জীবনে দেখি নাই। হোমর, ভার্জ্জিল, দান্তে, টাসো, অভিদ্ প্রভৃতি প্রাচীন মহাকবিগণের এবং আধুনিক ইংলণ্ডীয় কবি লর্ড বায়রণের জীবন-নাটকের শেষাঙ্ক যে বিশেষরূপ করুণদৃশ্য-বিজড়িত, সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই;—কিন্তু মধুসূদনের জীবন, আদ্যোপান্তই এক বিষাদান্ত বৈচিত্র্যবহুল মহানাটক; এক অপূর্ব্ব রহস্যময় ইতিহাস। সে নাটকের প্রতি অঙ্ক, প্রতি গর্ভাঙ্কই আমাদের হৃদয় কৌতূহলাক্রান্ত, উল্লসিত, ব্যথিত ও বিচলিত করে। যতই আমরা তাঁহার জীবন-কাহিনী পর্য্যালোচনা করি, ততই আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। তাঁহার জীবনের যে অংশের প্রতিই আমরা দৃষ্টিপাত করি, তাঁহার সম্বন্ধে যে বিষয়েরই অনুসন্ধান করি, তাহাতেই কোন-না-কোন নূতন তথ্য, নূতন কথা, নূতন আখ্যায়িকা, নূতন ঘটনা ও নূতন রহস্য নিবদ্ধ রহিয়াছে। অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতির ন্যায় এই অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী কবি-জীবন রহস্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার,—অতলস্পর্শী খনি। কত লোকে তাঁহাকে কত ভাবে দেখিয়াছেন; তাঁহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কত সমালোচক কত কথা বলিয়াছেন; তাঁহার পরিচিত ও অপরিচিত, তাঁহার সমকালবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী, কত জনে যে তাঁহার সম্বন্ধে কত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। আমরা কবির কথায় তাঁহার জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি;—

হে প্রকৃতি! যত তোমা নেহারি নেহারি,
তব নব নব শোভা চর্ম্মচক্ষে ভায়!
হে দ্রৌপদি! যত তোমা উঘারি উঘারি,
নগ্ন করা দূরে থাক্, শাটী বেড়ে যায়!

৬নং লাউডন ষ্ট্রীটের সুরম্য অট্টালিকা মধুসূদন য়ুরোপীয় ফ্যাসানে, ফরাসী আদর্শে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। ভবন-বেষ্টিত উদ্যান নানা পুষ্পবৃক্ষে, লতাপাতায় পরিপূর্ণ ছিল। য়ুরোপীয় প্রণালীতে উদ্যান রচিত হইয়াছিল। ফরাসী প্রণালীতে রোপিত পুষ্পকুঞ্জ ও লতামণ্ডপের বাহার সে সময়ে এ দেশের কাহারও উদ্যানে দেখা যাইত না।

কক্ষসমূহের আভ্যন্তরিক সাজসজ্জাও বিচিত্র। প্রাচীরগাত্রে য়ুরোপীয়

পৌরাণিক কাব্যসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত বিষয়ের চিত্রাবলী সুশোভিত। কৌচ, কেদারা, টেবিল, আলমারী, ঝালর, পর্দ্দা যে কত অভিনব প্রকারের ছিল, তাহা বলা যায় না। পুস্তকাধারে য়ুরোপীয় বিবিধ ভাষায় রচিত মহাকবিগণের গ্রন্থাবলী (Classical Works) সজ্জীভূত। তিনি য়ুরোপ হইতে আসিবার সময় হোমর, দান্তে, ভার্জ্জিল, টাসো, সেক্‌সপীয়ার, মিল্টন প্রভৃতি মহাকবিগণের ধাতু ও প্রস্তর প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত অর্দ্ধমূর্ত্তিসমূহ (Bust) বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই প্রতিমূর্ত্তিগুলি তাঁহার পাঠাগারের শোভাবর্দ্ধন করিত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পত্নী, কন্যা, পুত্র প্রভৃতির গৃহগুলিতেও নূতন ধরণের সাজসজ্জার অভাব ছিল না। সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বহির্গমনের জন্য কয়েকটি অশ্ব ও অশ্বযান ছিল। তন্মধ্যে একখানি শকট এরূপ বহুমূল্য ছিল যে, তাঁহার য়ুরোপীয়ান বন্ধুরা তাহার 'Grand Carriage' নাম দিয়াছিলেন।

এই ভবনে প্রায় প্রতি মাসেই ২।৩ বার তিনি নির্ব্বাচিত বন্ধুবর্গকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিতেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পাচক তাঁহার সূপকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সে নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যে তাঁহার সুহৃদ্‌গণের রসনারঞ্জন করিত; এজন্য মধুসূদন তাহার উপর যারপরনাই সন্তুষ্ট ছিলেন।

দ্বারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের জজ হইলে মধুসূদন এক বিরাট্ ভোজের আয়োজন করিয়া যাবতীয় ব্যবহারাজীবিগণকে ভোজ দেন। পরের সুখে তাঁহাকে সতত উল্লসিত দেখা যাইত।

গৌরদাস, মধুসূদনকে প্রায়ই নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিতেন। কেবল বহির্বাটীর খানায় নহে, ভিতর মহলেও মধুসূদন আসনে বসিয়া ভোজন করিতেন। একবার একখানি পত্রে আসনে বসিয়া খাইবার জন্য গৌরদাস, মধুসূদনকে ঢিলে পায়জামা পরিয়া আসিতে বলেন। মধুসূদন উত্তরে লেখেন,—

My dear Gour,

All right. Break-fast, but how shall I manage without—at least—a spoon? Well, I suppose, you have lots. I don't mind squatting. I shall wear loose trowsers. Send bearer at 8 A. M.

Yours.

মধুসূদন এই সময়ে প্রৌঢ়ের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চিরজীবনের সেই অকৃত্রিম বন্ধুবাৎসল্য প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় ছিল। তাঁহার সেই সময়কার লিখিত কয়েকখানি সাধারণ পত্র নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল। আমরা তাহা হইতে তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুগণের প্রতি অনুরাগ তখনও কিরূপ গভীর ছিল, তাহা বুঝিতে পারি। হিমালয়ের ন্যায় বিশাল হিয়া হইতে প্রেম ও প্রীতির চিরস্নিগ্ধ নির্ঝরিণী পূর্ব্বের মতন তেমনিই সহস্রধারায় প্রবাহিত হইতেছিল।

My dearest Gour,

I went out yesterday with a friend to visit some villages beyond Bali and did not return in time to go over to yours. To-day, I happen to be engaged with Ganender Tagore, I shall partake of your "Dalbhat" to-morrow with heart-felt pleasure. In the meantime, don't let your ardour cool down old boy.

In haste, Ever yours,

My dear Gour,

How strange! The whole of yesterday I thought of you and asked myself repeatedly if you were coming home this year. I have just recovered from the effects of a severe accident, but I shall be very glad to go to see my dear old friend and talk of old days. Will the after-noon of Tuesday next suit you? If so, send your Meroney and believe.

Ever your affectionate.

P. S.—You know, old boy, I never write letters unless I have something of importance to communicate. So, you must not blow me up for being a bad correspondent.

My dear Gour,

I am sorry I never saw the letter to which you allude. If I had, I should have replied immediately.

You must know, my boy, that I go out every day, not being a Hakim Bahadur.

Need I tell you that all my available time is yours? Come by all means and receive from my lips the assurence of what I always felt and do feel for you—Sincere friendship! Yours affly.

My dear Gour, 1. Spence's X'mas day.

Many thanks for the things.—The splendid oil-painting in your bed-room has made such an impression on that if it hadn't

been the portrait of a former friend, I should have asked you to make a present of it to me. But I have no wish to deprive you of such a memorial; I, therefore, trust that you will not object to lend it to me—in case you don't take it with you to your new Station. The painting will be kept here with far *greater* care than in that almost deserted and dampish house. What say you, old Boy? You shall have it back whenever you return to Town or write for it.

Yours as ever.

My dear Gour,

A thousand thanks. I shall not fail to take care of your former friend's portrait. God be with you, old friend! When shall we meet again? *Write* to me and I pledge you my word that I shall *reply* without fail.

Your ever attached.

7, Old Post Office Street.

My dear Gour,

31st March, 1869

I happened to be at Burdwan a few days ago and there met a rather sickly specimen of our Bengali nobility—a Coomar something Roy Mullick He was very attentive to me and showed a letter from you. Though I did not read the letter I was and am led to believe that you have returned to your Head Station from your tour on the classic banks of the 'Kapotaksha and that I ought to reply to your very kind letter dated from "Bagerhat." As for me, my recollections of these parts of the country are rather hazy; but I have no objection to revisit them with such a jolly fellow as you—though I sincerely wish you a speedy transfer to some civilized part of the country. Old Rung is come to Hooghly and looks uncommonly fat and healthy. Don't you sigh for the land of the Coles in preference to horrid dull Jessore? I can't imagine how people can live there—unless official duties so occupy their minds as to leave no time for idle thought.

The great case of Tagore vs. Tagore is just over. No judgement as yet. I was one of the counsels for *Plaintiff* though my name seems to have escaped the reporter in the 'Daily News'

You will perceive from the place I date this from that I have commenced to practise in the Original side of the High Court. In the Appellate side there is not much work just now—O, these horrid Stamp Acts! Litigation now is a luxury only for the wealthy.

The Viceroy is gone up the country and Calcutta is again dull.

The Theatre people and the Operawallahs are all going away also. I sometimes think of a run up to Lucknow, but I have no one there whom I could rely upon to push me forward. One or two of our fellows have made rapid fortunes there.

When do you propose to return to us? I suppose not before the Poojah holidays. You can't imagine how grand that picture looks. I have had it restored by a European artist.

With kind wishes, Ever yours affly.

My dear Gour,

A little before your letter reached me, my poor Sermista (who returned to India with mother and brothers a few weeks ago) was nearly being carried off by a sudden fit. Luckily *Dr. Palmer* happened to be here. The child is better now—thank God. Come and see me at 7, Old Post Office Street any day *after* ten and we shall come back to this place to see Mrs. Dutt and the children.

Yours in haste.

7. Old Post Office Street.
30th July, 1869.

My dear old Gour,

You cannot imagine how sorry I was to be obliged to let you leave Town without a chat on account of my chamber being full of interesting clients! Hakim tho' you be,…you cannot command such a levy! Well!—regrets are vain, for you are now in the salubrious regions of the Sunderbunds and your humble servant in noisy Old Post Office Street. But the holidays are coming on and then there will, no doubt, be a jolly gathering of ancient chums. In the meantime, allow me to recommend to your exalted favour the bearer of this letter, a person whose face I never saw before, but who has come to me with a very handsome letter from my old rascal of an uncle, Bansidhar Ghose of 'Katiparah.' If you can do anything for the fellow, I shall be obliged. He seems to be under the impression that a letter from me would pave the way for him nicely;—so here you are. I hate to give letters of recommendations, but there are occasions when a poor Devil is obliged to do violence to his own feelings for the sake of others.

I have scarcely any news to give you. We are very dull here, tho' I have nothing to complain of the goddess whom Poets have called "fickle."—I am getting a fair share of business. My people are still at Ooterparah and we shall remove soon to Chandernagore. I stop in

Town because living out of Town is a luxury which I can't exactly afford as a new beginner....Excuse this terribly stupid letter. I have got to go out, so good bye.

Ever yours.

মধুসূদনের কৌতুকপ্রিয়তার একটি কাহিনী এ স্থলে উল্লিখিত হইতেছে। বিহারীলাল গুপ্ত তাঁহার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিলাতে সিবিল সার্বিস্ পরীক্ষা দিতে গমন করেন। তাঁহার পিতা চন্দ্রশেখর গুপ্তের বিশ্বাস যে, মনোমোহন ঘোষ, বিহারীলালকে পরামর্শ দিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। সেইজন্য তিনি মনোমোহন ঘোষের বাটীতে যাইয়া, তাঁহার সহিত ঘোর বাগ্‌বিতণ্ডা করেন। বিহারীলালের পিতা চলিয়া গেলে পর, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষের নিকট উপস্থিত হইলেন। নবীনচন্দ্র তখন নবীন যুবক। তাঁহাকে দেখিয়া ঘোষ সাহেব বলিলেন, "বিহারীলাল গুপ্তের পিতা আমার নিকট আসিয়াছিলেন; তাঁহার ধারণা, আমিই তাঁহার পুত্রকে বিলাত যাইবার পরামর্শ দিয়াছি; তিনি রাগত হইয়া আমার সহিত ঝগড়াঝাঁটি করিয়া গেলেন। মনটা বড়ই খারাপ হইয়াছে। চল মাইকেলের নিকটে যাওয়া যাক্, সেখানে গেলে মন নিশ্চয়ই প্রফুল্ল হইবে।" তাঁহারা দুইজনে মধুসূদনের গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন, মধুসূদন একখানি গ্রন্থ-পাঠে নিমগ্ন রহিয়াছেন। মনোমোহন ঘোষ, নবীনচন্দ্রকে মধুসূদনের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া বলিলেন, "এ অসাধারণ বালক; অনেক কবিতা ইহার কণ্ঠস্থ,—আপনার গ্রন্থ যথারীতি অধ্যয়ন করিয়াছে। মধুসূদন, নবীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক, তোমার বাড়ী কোথায়?" নবীনচন্দ্র বলিলেন, "চট্টগ্রাম।" মধুসূদন রহস্য করিয়া বলিলেন, "চট্টগ্রাম? না আরাকান? আমার বোধ হইতেছে, বালক, তুমি আরাকান নিবাসী; চট্টগ্রামের নহ।" নবীনচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া যতই বলেন, "আমি চট্টগ্রামের", মধুসূদন ততই হাসিয়া বলেন, "No, you belong to the Arracan side!" পরে মনোমোহন ঘোষ বিহারীলালের পিতার কাহিনী বিবৃত করিলে, মধুসূদন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি শেষে তাঁহাকে কি বলিলে?" মনোমোহন বলিলেন, "আমি তাঁহাকে বলিলাম, জাহাজ ত এখনও ছাড়িতে বিলম্ব আছে; আপনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে জাহাজ হইতে নামাইয়া, ফিরাইয়া

আনিতে পারেন।" ইহা শুনিয়া মধুসূদন এমন একটি কৃত্রিম অভিনয় করিলেন, যাহাতে বিহারীলাল যেন জাহাজের উপরে রহিয়াছেন, নিম্নে তাঁহার পিতা জেটিতে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রন্দনের স্বরে, "ও বাবা, বিহারি, তুই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আয় বাবা—সাগর পার হস্‌নি" ইত্যাদি বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; আর বিহারীলাল যেন জাহাজের উপর হইতে ক্রোধযুক্ত রূঢ় স্বরে, "আমি কখনই যাব না, আপনি ফিরে যান্‌, আমি বিলাতে গিয়া বড় সাহেব হইব" ইত্যাদি বলিয়া প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। মধুসূদনের এই কৃত্রিম অভিনয়ে হাসিতে হাসিতে মনোমোহন ও নবীনচন্দ্রের শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। তাঁহারা প্রচুর আমোদ উপভোগ করিয়া অবশেষে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে হাইকোর্টের প্রিভি কাউন্সিল আপিলের অনুবাদ-বিভাগে, পরীক্ষকের উচ্চ পদ খালি হওয়াতে, প্রধান বিচারপতি স্যার রিচার্ড কাউচ (Sir Richard Couch) সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে মধুসূদনকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। এই পদের মাসিক আয় এক হাজার হইতে দেড় হাজার টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। মধুসূদনের এই নিয়োগে দেশের যাবতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিখ্যাত সম্পাদকেরা অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন। *

উক্ত পদে মধুসূদন যোগ্যতা ও কৃতিত্বের সহিত প্রায় দুই বৎসর কার্য্য করেন। এই সময়ে তাঁহার পরিচিত, অপরিচিত বহু (দেশীয় ও য়ুরোপীয়ান) ব্যক্তি হাইকোর্টের অনুবাদ-বিভাগে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে সই-সুপারিশ লইয়া উপস্থিত হন। চিরদয়ার্দ্রচিত্ত মধুসূদন অনেকের অভাব-পূরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজের বিশাল অভাব পূর্ণ হয় নাই। মাসিক হাজার টাকায় তাঁহার কি হইবে? অমরনাথ বসু মধুসূদনের সহিত হাইকোর্টে একত্র কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়কার একটি আখ্যায়িকা

---

* ইংরাজ-সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র ইংলিশম্যান (Englishman) সম্পাদকীয় স্তম্ভে মধুসূদনের এই পদে নিয়োগ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল;—

The appointment of Mr. M. S. Datta, Barrister-at-Law, to the post of Examiner of the Privy Council Records in the High-Court. appears from every point of view quite unobjectionable. The duties pertaining to this office are of great importance, and can

আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন; তাহা এই;—একবার তিন চারি দিন অনুপস্থিতির পর মধুসূদন আদালতে উপস্থিত হইলে, অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিন আসেন নাই কেন?" মধুসূদন বলিলেন, "আসিয়া কি হইবে কাজ-কর্ম্মের অবস্থা ত দেখিতেছি।" উত্তরে অমরনাথ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনার বুঝি টাকার আবশ্যক নাই?" মধুসূদন বলিলেন,—"সে কি? আমার

---

only adequately be discharged by an officer of approved ability and high professional character. A better choice therefore could hardly have been made, nor would it be easy to find another Native gentleman so thoroughly intimate with the English language.

The Englishman, Monday, June 13, 1870.

দেশীয় সমাজের তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুখপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

We are glad to see it stated that the High Court has appointed Mr. M. S. Datta, Barrister-at-Law to be Chief Examiner of translations of Privy Council Appeals. The *Englishman* has paid a deserved compliment to his literary attainments in the English and Vernacular languages as well as in the Eastern and Western classics. If Mr. Datta were placed at the head of the Translation Department not only of the High Court but also of the Government, the purification of the mongrel jargon, which now passes as the Court language in the Moffusil, would, we feel persuaded, be attained at no distant time.

The Hindoo Patriot, Monday, June 20, 1870.

মধুসূদনের এক আত্মীয় আসাম প্রদেশ হইতে তাঁহার এই নিয়োগ সম্বন্ধে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। আমরা সেই পত্রাংশ নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিলাম;—

Gowhatty, 25. 6. 70.

You do not know why I am writing to you to-day. It is the newspaper that has surprised me. I saw your name in it last evening and rejoiced much with many friends and gentlemen (both Assamees and Bengalees) about your appointment as the Chief Examiner of the Privy Council papers.

টাকার আবশ্যক নাই ত কাহার আছে ?" অমরনাথ বলিলেন,—"টাকা ত তোলাই রহিয়াছে, আপনি ইচ্ছা করিয়া লইলেই ত হয়।" মধুসূদন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া অমরনাথের মুখের দিকে তাকাইলেন। অমরনাথ বলিলেন, "ঐ দেখুন, একটা কাজ কয় দিন ধরিয়া প্রস্তুত হইয়া পড়িয়া আছে, আপনি দেখিয়া দিলেই হয়, এখনই যথেষ্ট টাকা পাইবেন।" এই কথা শুনিয়া মধুসূদন বলিলেন,—"ক্লার্ক এ কথা আমাকে বলে নাই কেন ?" বলিয়া ক্লার্ককে কিঞ্চিৎ ভৎর্সনা করিয়া, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাগজপত্র দেখিয়া দিলেন। অমরনাথও তখনই বিল করিয়া প্রায় চারি পাঁচশত টাকা মধুসূদনের হস্তে দিবামাত্র, মধুসূদন তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "আপনি যে অদ্য আমার কি উপকার করিলেন, তাহা মুখে আর কি বলিব ?" এই বলিয়া তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া তিনি আদালত হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁহাকে যেরূপ প্রপীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাকে ধীরচিত্তে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা তাঁহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। নানা দুশ্চিন্তায় মধুসূদনের অনবদ্য স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কিছুদিনের জন্য আদালতের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। উক্ত কর্ম্ম অপেক্ষা ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিলে অধিক আয়ের সম্ভাবনা, ইহা বুঝিয়া মধুসূদন পুনরায় ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তিনি প্রায়ই আদালতে যাইতে পারিতেন না। ঋণদাতৃগণের নির্য্যাতনের ভয়ে তিনি অনেক সময়ে বাটীর বাহির হইতেন না। সর্ব্ব-শান্তি-সংহারক ঋণের বিষাক্ত ঘূর্ণিবাত্যায় তিনি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও স্থির হইয়া থাকিতে পারেন নাই। এই সময়ের একটি ঘটনা এইস্থলে লিপিবদ্ধ হইল ;—হুগলী-জেজুরগ্রাম নিবাসী জমীদার রাধাকিশোর ঘোষ, মধুসূদনের অতি প্রিয়-পাত্র ছিলেন ; হাওড়া আদালতে তাঁহার একটি অতি প্রয়োজনীয় মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তিনি মধুসূদনকে উহা গ্রহণ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করায়, মধুসূদন অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাকে বলেন, "কিশোর, তুমি যদি কোন প্রকারে আমাকে আদালতের ভিতর পৌঁছাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার কার্য্য সাধন করিয়া দিতে পারি।" রাধাকিশোর, মধুসূদনকে তাঁহার বাটী হইতে গঙ্গাতীর অবধি পাল্‌কী করিয়া আনিয়া, তাঁহার নিজের

বজ্‌রায় আরোহণ করাইয়া, গঙ্গাপার করিতেন; অপর পারে আর একখানি পাল্‌কী প্রস্তুত থাকিত। রাধাকিশোর তাহার মধ্যে মধুসূদনকে প্রবেশ করাইয়া একেবারে আদালত-গৃহের ভিতর হাজির করিয়া দিতেন। মোকদ্দমা-অন্তে মধুসূদনকে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে গৃহে প্রত্যাগত হইতে হইত। মামলায় কৃতকার্য্য হইয়া রাধাকিশোর তাঁহাকে প্রচুর পারিশ্রমিক দিতে উদ্যত হইলে মধুসূদন বলিলেন, তোমার নিকট হইতে আবার পারিশ্রমিক কি লইব? তোমাকে কিছুই দিতে হইবে না। মধুসূদনের আর্থিক অসচ্ছলতা জ্ঞাত থাকায় তিনি তাঁহাকে অর্থ গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে মধুসূদন বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে নিতান্ত কিছু দিতে ইচ্ছা কর, তবে একটি Burgundy, Half-a Dozen Beer, ও একশত উৎকৃষ্ট মালদহের আম্র আমার বাটীতে পৌছাইয়া দাও।" রাধাকিশোর বলিতেন, এরূপ একদিন নয়, অনেকবার তিনি মধুসূদনকে মোকদ্দমা উপলক্ষে লইয়া গিয়া, তাঁহাকে পারিশ্রমিক লইতে স্বীকার করাইতে পারেন নাই। নিদারুণ অনাটনে মধুসূদনের এইরূপ উদারতার উদাহরণে আমরা বাস্তবিকই বিস্মিত হই।

লাউডন ষ্ট্রীটের বাটীতে অবস্থানকালে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন তাঁহার "হেক্টর-বধ" গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। কবিগুরু হোমরের "ইলিয়াস্‌" নামক কাব্যের উপাখ্যান-ভাগ তিনিই প্রথমে বাঙ্গালা গদ্যে রচনা করিয়াছিলেন। বিচিত্র ভঙ্গীর গদ্যে কাব্যের ভাষার শব্দাড়ম্বরে উহা রচিত হইয়াছিল। এক্ষেত্রে পদ্যের ন্যায় তাঁহাকে আমরা অভিনব বাঙ্গালা গদ্যেরও সৃষ্টি করিতে অভিলাষী দেখিতে পাই। সঙ্কল্পের সূচনা—রেখাপাত হইয়াছিল; কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হয় নাই; আরব্ধ গ্রন্থও সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহাকে সংশোধন করিবার অবসরও তাঁহার ছিল না। যখন তাঁহার উদ্দেশ্য-তরু অঙ্কুরেই উন্মূলিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করা আদৌ সমীচীন নহে। কয়েকটি সমালোচক "হেক্টর-বধ" সম্বন্ধে নানা বিরোধী মত প্রচার করিয়া তাঁহাদের ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মধুসূদন বাঁচিয়া থাকিলে, অবকাশ পাইলে, সচ্ছন্দচিত্তে থাকিলে—এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেন কি না, তাহা এক্ষণে বলা অতীব কঠিন। যাহা হউক, তিনি যে কোন মহদুদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যিনি "মেঘনাদবধ

কাব্য” রচনা করিয়াছিলেন, অলঙ্কারসমন্বিত গদ্য রচনায় “হেক্‌টর-বধ” তাঁহার ‘হাতে-খড়ি’; আর হাতে-খড়িতেই তাঁহার গদ্য-রচনার চিরাবসান হইয়াছে।*

---

* মাননীয় স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী তাঁহার মধুসূদন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে “হেক্‌টর-বধ” সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর ও কৌতূহলোদ্দীপক। এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল;—

পাঁচ বৎসর বয়সের অনেক কথা অনেকেরই মনে থাকে—আমারও আছে।...মাইকেল আমার পাঁচ বৎসর বয়সের সময় আমাদের ৫৩নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে সর্ব্বদা আসিতেন। ...ঠাকুরমার ভাজা গরম গরম লুচি, আলু ভাজা মাইকেলের জন্য বহন করিয়া ধন্য হইতাম। পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার তিন চারি বৎসর পরে সদ্য প্রকাশিত “হেক্‌টর-বধ” কাব্য একখণ্ড আদায় করিয়াছিলাম। হলুদে মলাটের সে অদ্ভুত গদ্য আদর্শ আমার অদ্যকার প্রবন্ধের ভাষার জন্য দায়ী মনে করিলে, আমি বিনা ক্লেশে রেহাই পাইব। ফ্রান্স বাসকালে মাইকেল জার্ম্মাণ সাহিত্যের পরম ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হেক্‌টর-বধের গদ্য অনেকটা জার্ম্মাণ ছাঁচে ঢালা। সংস্কৃত ভাষায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সঙ্কলিত গদ্যপাঠ পাঠের পর দশ বৎসর বয়সে স্কুল গণ্ডীর বাহিরে ইহাই আমার প্রথম বাঙ্গালা গদ্যপাঠ। ফলে “গদ্যপাঠ” যাহা ঘটিয়াছে, শুনিতেই পাইতেছেন। তাই আমার চক্ষে হেক্‌টর বধের এত উচ্চ স্থান। কিন্তু সাধারণ পাঠক ও সমালোচক হেক্‌টর-বধকে মাইকেলের কলঙ্ক মনে করেন। গ্রন্থখানি অনেক যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। জলখাবারের পয়সা হইতে ৩।০ টাকা দামের ডেস্ক পুরাতন কাঠরার দোকান হইতে খরিদ করিয়া যখন স্বয়ম্ভু “ফ্যামিলি লাইব্রেরীর” প্রথম পত্তন করি, তখন সেই বইখানি ছিল। তার পর জ্যেষ্ঠতাত ও পিতৃদেবের পুস্তক রত্নরাজি ঝাড়িবার এবং গুছাইবার অধিকার পাইয়া যখন উভয় লাইব্রেরীর একীকরণ হইল; তখন কোন সাহিত্য-রসিক পুস্তকখানি সনাতন ধর্ম্মানুসারে “না বলিয়া চাহিয়া লইয়া” গেলেন, তাহা বলিতে পারি না। I. C. Bose এর বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ Stanhope Press হইতে প্রকাশিত মাইকেলের প্রিয়, সংযুক্ত-হস্তী সিংহ নিদর্শন এবং “মন্ত্র বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ” মূলমন্ত্রযুক্ত, আদিম সংস্করণের অনেক পুস্তক বহুযত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু তথাকথিত সাহিত্য রসবন্যা হইতে কাহাকেও বাঁচাইতে পারি নাই। রাজকিশোর দের পর, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও দীননাথ সান্যাল মহাশয়ের প্রকাশিত সংস্করণগুলিও সেই পথগামী হইয়াছে। স্মৃতিসভার জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিয়া দেখিলাম যে, সকল সংস্করণই একে একে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। দেশের সৌভাগ্য ও ভাষার সৌভাগ্য যে, এত লোক মাইকেলের পুস্তক না বলিয়া লইয়া যায় এবং ফিরিয়া দিতে ভুলিয়া যায়। “নব্যভারত” ফাল্গুন, ১৩২৫।

"হেক্টর-বধ" মধুসূদন তাঁহার সহপাঠী, বাল্যবন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। আমরা উৎসর্গপত্রখানি নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিলাম ;—

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়

মহাশয় সমীপেষু

প্রিয়বর—

প্রায় চারি বৎসর হইল, আমি শারীরিক পীড়িত হইয়া, এমন কি, ৩।৪ মাস স্বকর্ম্মে হস্তনিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম : সময়াতিপাতার্থে উরূপা * খণ্ডের ভগবান কবিগুরুর জগদ্বিখ্যাত ইলিয়াস্ নামক কাব্য সদা সর্ব্বদা পাঠ করিতাম। পাঠের সময় মনে এইরূপ ভাব উদয় হইল যে, এ অপূর্ব্ব কাব্যখানির ইতিবৃত্ত স্বদেশীয় ইংলণ্ড-ভাষানভিজ্ঞ-জনগণের গোচরার্থে মাতৃভাষায় লিপি। লিখিত পুস্তকখানি চারি বৎসর মুদ্রালয়ে পড়িয়াছিল, এমন সময় পাই নাই যে ইহাকে প্রকাশি। একস্থলে কয়েকখানি কাপির কাগজ হারাইয়া গিয়াছে ; (৪র্থ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে) সে টুকুও সময়াভাব প্রযুক্ত পুনরায় রচিয়া দিতে পারিলাম না। বোধ হয়, এতদিনের পর জনসমূহ সমীপে আমি হাস্যাস্পদ হইতে চলিলাম। কিন্তু তুমি এবং তোমার সদৃশ বিজ্ঞতম মহোদয়েরা এবং অন্যান্য পাঠকগণ উপরিউক্ত কারণটী মনে করিয়া পুস্তকখানি গ্রহণ করিলে ইহার শোধনার্থে ভবিষ্যতে কোন ত্রুটি হইবে না। এবং অবশিষ্ট অংশও অতি-শীঘ্র প্রকাশ করিতে যত্নবান হইব।

এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ নাই ; কেন না, তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন, এই প্রার্থনা করি। যে শিলায় তুমি, ভাই, কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম।

মহাকাব্যরচয়িতাকুলের মধ্যে ইলিয়াস্-রচয়িতা কবি যে সর্ব্বোপরিশ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন। † আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের ও পঞ্চপাণ্ডবের জীবন চরিত মাত্র ; তবে কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ ও নৈষধ ইত্যাদি কাব্য উরূপাখণ্ডের অলঙ্কারশাস্ত্রগুরু অরিস্তাতালীসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু ইলিয়াসের নিকট এ সকল কাব্য কোথায়? দুঃখের বিষয় এই যে, এ লেখকের দোষে বঙ্গজনগণ কবিপিতার মহাত্মতা ও দেবোপম শক্তি, বোধ হয়, প্রায় কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। যদি আমি মেঘরূপে এ চন্দ্রমার বিভারাশি স্থানে স্থানে ও

---

* এই শব্দটী ভ্রান্তিবশতঃ একস্থলে 'ইউরোপ' লিখিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় 'Europe' লেখা যায় না। 'Eu' সদৃশ যুগ্ম স্বর আমাদের নাই। 'Europa' উরূপা।

† "Hic omnes sine dubio, et in omni genezi eloquentiæ, procul a se reliquit."—Quintilian.

See also—Aristot : de Poetic.—Cap, 24.

সময়ে সময়ে অজ্ঞতা-তিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার মার্জ্জনার্থে এই একমাত্র কারণ রহিল, যে সুকোমলা মাতৃভাষার প্রতি আমার এতদূর অনুরাগ, যে তাহাকে এ অলঙ্কারখানি না দিয়া থাকিতে পারি না।

কাব্যখানি পাঠ করিলে টের পাইবে, যে আমি কবিগুরুর মহাকাব্যের অবিকল অনুবাদ করি নাই, তাহা করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম হইত, এবং সে পরিশ্রমও যে সর্ব্বতোভাবে আনন্দোৎপাদন করিত, এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে। স্থানে স্থানে এই গ্রন্থের অনেকাংশ পরিত্যক্ত এবং স্থানে স্থানে অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিদেশীয় একখানি কাব্য দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পর-বংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় দূরীভূত করিতে হয়। এ দুরূহ ব্রতে যে আমি কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি, এবং হইব, তাহা বলিতে পারি না।

৬নং লাউডন ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী। ইং সন ১৮৭১ সাল। শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত।

উপরিউক্ত উৎসর্গপত্র পাঠ করিয়া ভূদেব মুখোপাধ্যায় মধুসূদনকে যে পত্রখানি প্রেরণ করেন, তাহা বঙ্গভাষার মহামূল্য রত্ন! সেই পত্রে ভূদেব ব্রাহ্মণোচিত উদার প্রাণে ও সরল সত্যে মধুসূদনের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সেই দুর্ল্লভ পত্র নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

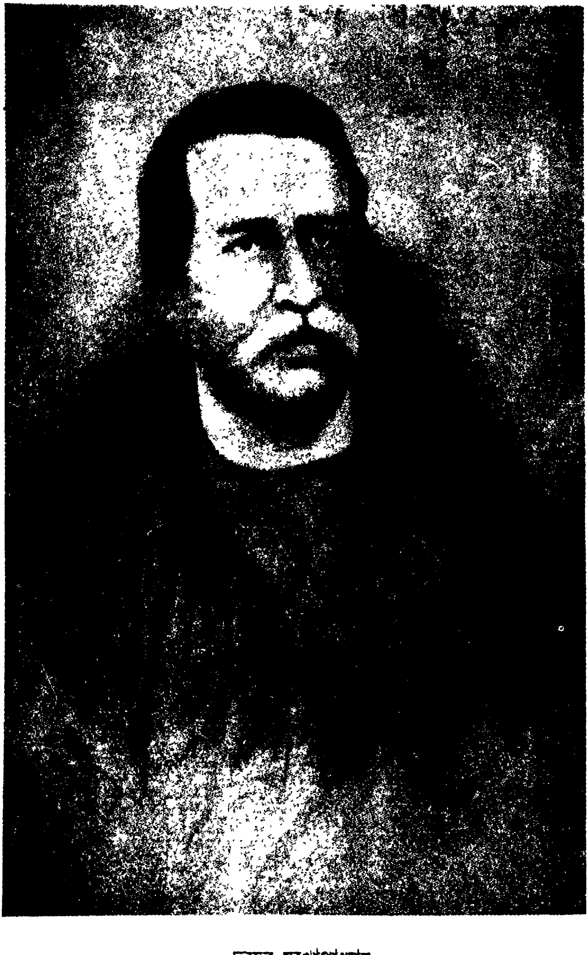
২৮শে মার্চ্চ ১৮৭২,
চুঁচুড়া

পরম প্রণয়াস্পদ

শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয় মহোদয়েষু—

ভাই,

তুমি স্বপ্রণী হেক্‌টর-বধ কাব্য গ্রন্থে আমার নামোল্লেখ করিয়া আমাদিগের পরস্পর সতীর্থ সম্বন্ধের এবং বাল্য প্রণয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছ। আমি কখনই সে সম্বন্ধ এবং সেই প্রণয় বিস্মৃত হই নাই, হইতেও পারি না। যৌবন-সুলভ প্রবলতর আশা প্রণোদিত হইয়া মনে মনে যে সকল উন্নত অভিপ্রায় সঞ্চিত করিতাম, তোমার দৃষ্টান্তই বিশেষরূপে তৎসমুদয়ের উত্তেজক হইত। তোমার যৌবন কালের ভাব আমার জীবনের একটি মুখ্যতম অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। তখন আমাদিগের পরস্পর কত কথাই হইত,—কত পরামর্শই হইত,—কত বিচার ও কত বিতণ্ডাই হইত। এখনও কি তোমার সে সকল কথা মনে পড়ে? তুমি বিজাতীয় প্রণালীর কিছু অধিক পক্ষপাতী ছিলে, আমি স্বজাতীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। এই মতভেদ নিবন্ধন আমার যে যন্ত্রণা হইত, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? আহা! তখন কি একবারও মনে করিতে



ভূদেব মুখোপাধ্যায়

পারিতাম যে, তুমি বিজাতীয় মহাকবিগণের সমস্ত রত্ন আহরণ করিয়া মাতৃভাষার শোভা সম্বর্দ্ধনপূর্ব্বক বাঙ্গালার অদ্বিতীয় মহাকবি হইবে? সেই সময়ে তুমি যে সকল সুন্দর ইংরাজী পদ্য রচনা করিতে, তাহা পাঠ করিয়া আমার পরম আনন্দ হইত। আমি তখন হইতেই জানিতাম যে, তুমি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু সেই কাব্য যে মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, অথবা হেক্‌টর-বধ হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। তুমি ইংরাজীতে কোন উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়া ইংরাজ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমি মনে করিতাম। ফলতঃ, তোমার শক্তির প্রকৃত গরিমা তখন অপ্রকাশিত এবং আমার বোধাতীত ছিল। তুমি ম্রিয়মাণ মাতৃভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে। তাই তোমার এই বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়নের পরিশ্রম সার্থক, তোমার এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক।

কোন বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজী ভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা যদি সঙ্গত হইতে পারে তাহা তোমার পক্ষেই সঙ্গত হয়। তুমি অল্পবয়সেই ইংরাজী ভাষার মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছিলে, যৌবনাবধি ইংরাজদিগের সহবাস করিতেছ, বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষার মূল ভাষা সমস্তের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মিয়াছে। ফলতঃ তোমার প্রণীত যে কয়খানি ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ আছে, তত্তুল্য ইংরাজী গ্রন্থ বোধ হয় কোন বাঙ্গালী কর্ত্তৃক বিরচিত হয় নাই। কিন্তু তোমার সেই গ্রন্থে আর তোমার মেঘনাদবধ প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থে কত অন্তর! তোমার বাঙ্গালা কাব্যগুলি তোমাকে এতদ্দেশীয় শিক্ষিতদলের মুখস্বরূপ, তাহাদিগের গৌরবস্বরূপ, এবং তাহাদিগের পথপ্রদর্শক-স্বরূপ করিয়া স্থাপন করিয়াছে।

অধিক কি লিখিব? তোমার শরীর নিরাময়, তোমার মন সচ্ছন্দ, তোমার সাংসারিক শ্রীবর্দ্ধনশীল, এবং তোমার কবিশক্তি চির-প্রভাবশালিনী থাকুক, এই আমার প্রার্থনা।

ত্বদীয় শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

এই সময়ে মধুসূদন যতদূর সাধ্য, তাঁহার উত্তমর্ণদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে, তিনি আইন-ব্যবসায়ে নূতন ব্রতী; তাহাদের কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রার্থনীয়। অর্থাগম বৃদ্ধি হইলেই তিনি অচিরে ঋণ পরিশোধ করিবেন। পরন্তু অমিতব্যয়ী হইলেও মধুসূদন বিষয়-কর্ম্মে নিতান্ত অবিবেচক ছিলেন না; তাঁহার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে-লিখিত পত্রাবলী অনেকস্থলে তাহার সুব্যক্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মধুসূদন শৈশব হইতেই বিলাসে চিরাভ্যস্ত; কাযেই কোন মতে পারিবারিক ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারেন নাই। যিনি চিরদিন ভোগবিলাসে বর্দ্ধিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে, কিছু অর্থাগম হইলেই সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় জীবন যাপন করা সম্ভবপর নহে। সুতারং তাঁহার জীবন যাপন প্রণালী দেখিয়া

অনেক উত্তমর্ণ বিবেচনা করিত যে, মধুসূদন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও তাহাদের প্রদত্ত ঋণ পরিশোধে তাদৃশ মনোযোগী হইতেছেন না। এইরূপ ভ্রান্ত ধারণায় অনেকে অধৈর্য্য ও অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহাকে তাহাদের প্রাপ্য অর্থের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার সাংসারিক সুখ ও শান্তি অন্তর্হিত হইলেও, তাঁহার হৃদয়ের উদারতা সম্বন্ধে কয়েকটি আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইল।

মধুসূদন স্বদেশের গ্রাম্য পাঠশালায় যে গুরুমহাশয়ের নিকটে প্রথমে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, তাঁহার দুঃসময়ে সেই অশীতিপর, স্থবির, গুরু বিপন্ন অবস্থায় কলিকাতায় আসিয়া মধুসূদনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মধুসূদন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পঞ্চাশ টাকা দেওয়ায় তাঁহার পত্নী ঐ দানকে বাহুল্য বলাতে মধুসূদন বলিলেন, "হাতে টাকা থাকিলে উঁহাকে একশত টাকা দিতাম; উঁহার বেত্রাঘাতের চিহ্ন হয় তো এখনো আমার শরীরে আছে।"

যশোহর জেলা নিবাসী এক ব্রাহ্মণ কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে মধুসূদনের নিকট আসেন। মধুসূদন তখন শয্যাশায়ী। কিন্তু ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র ও তাঁহার স্বদেশস্থ এই কথা অবগত হইয়া, মধুসূদন অপর একজন ব্যারিষ্টারকে বিনা পারিশ্রমিকে ব্রাহ্মণের মোকদ্দমা চালাইবার জন্য অনুরোধপত্র লিখিয়া দিয়া তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাগমনের নিমিত্ত, নিজের অর্থাভাব সত্ত্বেও তাঁহাকে কুড়ি টাকা পাথেয় স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন।

মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণ করাইয়া, মধুসূদনের মাতুল বংশীধর ঘোষ তাঁহাকে বলেন, "মধু! তুমি এতটা বিষয় মহাদেবকে হেলায় বিলাইয়া দিলে।" তাহাতে মধুসূদন উত্তর করেন, "মামা! ব্রাহ্মণ অসময়ে আমাকে টাকা দিয়া উপকার করায়, আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। তা ও নিগ্ গে, ভায়েদের ত কোন অভাব নাই।"

একদিন একখানি ঠিকাগাড়ী হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে অবতরণ করিয়া, মধুসূদন কোচম্যানকে একটি মোহর দিলেন! এই অপব্যয়ের নিমিত্ত বিদ্যাসাগর তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিলে, মধুসূদন বলেন, "বিদ্যাসাগর, অদ্য দুই দিন যাবৎ এই শকট-চালক আমাকে তাহার শকটে নানাস্থানে লইয়া গিয়াছে। তাহাকে অধিক আর কি দিলাম?"

আর একবার একটি প্রার্থী তাঁহার নিকট কিছু অর্থ প্রার্থনা করিলে, তিনি, পকেটে যাহা কিছু ছিল, তাঁহাকে দিলেন। সেই সময়ে উপস্থিত, তাঁহার এক বন্ধু মধুসূদনকে বলিলেন, "উঁহাকে কত টাকা দিলেন?" তাহাতে মধুসূদন বলিলেন, "Raj Narain Dutt's son never counts money."

মধুসূদন তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের প্রতি সতত সদয় ব্যবহার করিতেন। তাহার কর্ম্মজীবনের ইতিহাসে তিনি আশ্রিত-বাৎসল্যের অনেক পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। মধুসূদন ব্যারিষ্টার হইলে, প্রথমে কোন উচ্চ-বংশীয় ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণকে বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার ক্লার্ক নিযুক্ত করিয়া দেন। মধুসূদন অনেক সময়ে বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে গৃহীত অর্থ, সাংসারিক ব্যয়ের পরিবর্ত্তে আমোদ-প্রমোদে ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। উক্ত বৈষয়িকবুদ্ধিসম্পন্ন ভট্টাচার্য্য এই বিষয় বিদ্যাসাগরের কর্ণগোচর করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মধুসূদনের সকল কথাই জানিতেন, তাঁহার নিকটে মধুসূদনের কিছুই গোপন ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণের অশিষ্টতার কথা বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মধুসূদনকে বলিয়া দিলে তিনি ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ ভৎর্সনা করিয়া ক্ষমা করিয়াছিলেন। তৎপরে উমেশচন্দ্র বসু মধুসূদনের ক্লার্ক হন। তাঁহার কার্য্যে মধুসূদন অতীব প্রীত হইয়া হাইকোর্টের অনুবাদ-বিভাগে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া দেন। ইহার পরে খুলনা-নৈহাটী নিবাসী কৈলাসচন্দ্র বসু মধুসূদনের ক্লার্ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; মধুসূদনের মৃত্যুর পরে, ইনি তাঁহার কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনা ও কবিতা রক্ষা কবচের ন্যায় আজীবন বক্ষে ধারণ করিয়া রাখেন। তিনি ঐ সকল কবিতা সময়ে-সময়ে 'আর্য্যদর্শন' পত্রে প্রকাশিত করিতেন।*

---

* কৈলাশচন্দ্র বসু, তাঁহার প্রতি মধুসূদনের সদ্ব্যবহারের কথা ১২৮৯ সালের অষ্টম খণ্ড 'আর্য্যদর্শন' পত্রে চৈত্র সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল;— "অনেকেই অবগত আছেন, কবিকেশরী মাইকেল মধুসূদন দত্তজার সহিত আমার কি সম্বন্ধ ছিল। বৈষয়িক জীবনে তাঁহার সহিত আমার প্রভু-ভৃত্যরূপ সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু, তিনি আমাকে ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করিতেন…। জীবিতাবস্থায় তিনি আমার উপর যে অসীম স্নেহ ও অপার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তদীয় জীবনাখ্যান সমাজে প্রচার করিয়া সেই দুষ্পরিশোধ্য ঋণের কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিবার বলবতী ইচ্ছা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক আছে।"

ভৃত্যগণের প্রতিও তিনি সাতিশয় স্নেহশীল ছিলেন। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তিনি তাহাদের প্রত্যেককেই অন্যত্র কোন-না-কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বসাকের আহার সম্বন্ধে বড়ই পারিপাট্য ছিল। তিনি নিজে যেমন বিবিধ রসনা-পরিতৃপ্তিকর খাদ্যসামগ্রী ভালবাসিতেন, তেমনি মধুসূদনকেও সতত খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। তাঁহার জননী কর্ত্তৃক কোন সুখাদ্য প্রস্তুত হইলে মধুসূদনকে না খাওয়াইলে গৌরদাস শান্তই হইতে পারিতেন না। (এ সম্বন্ধে আমরা গৌরদাস বসাকের মধুসূদনকে-লিখিত অনেক পত্র দেখিয়াছি।) তাই মধুসূদন তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাচককে তাঁহার সৌখীনখাদ্যপ্রিয় বন্ধু গৌরদাসকে দিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি তাঁহাকে যে অনুরোধ-পত্রখানি লেখেন, তাহা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

My dear Gour,

The bearer of this is just the man that would suit you. He is a capital cook. etc. etc.! If you can give him some suitable employment in your new Establishment, you will not be sorry for having such a convenient fellow. He was with Dwarkanath Tagore, Kissory and your humble servant. Yours in haste.

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন লাউডন ষ্ট্রীটের সুরম্য উদ্যানবাটী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, ইটিলি বেনিয়া-পুকুর রোডে অবস্থান করিয়াছিলেন। উক্ত বাটীতে আসিয়াই চিরসুহৃদবৎসল কবি, চিরবন্ধু গৌরদাসকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পত্র লিখিলেন,—

My Dearest Gour,

I have left my old lodging. In my new, I shall be *most* happy to see you, my own dearest friend. Alas, I am *miserable*. Come, to see your unworthy but *loving* M. S. D.

বিপন্ন হইয়া মধুসূদন বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুরকে তাঁহাকে রাজকবি (Poet-Laureate) নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। বন্ধু হইলেও বর্দ্ধমানাধিপতি মধুসূদনের গ্রহবৈগুণ্যে তাঁহার অনুরোধ রক্ষায় মনোযোগী হইতে পারেন নাই।

মহাকবি মধুসূদন সরস্বতীর বরপুত্র। তিনি ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভা (Literary Genius) ছিলেন। তাঁহার যশজ্যোতিঃ দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতেছে দেখিয়া, সপত্নীদ্বেষিণী কমলা সপত্নী-পুত্রের বিশ্ব-বিশ্রুত গৌরবে অন্তর্দ্দাহে জর্জ্জরীভূতা হইয়া, তাঁহাকে নিরন্তর দুঃখানলে দগ্ধীভূত করিয়াও তাঁহার প্রজ্জলিত রোষ ও ঈর্ষানল কিছুতেই প্রশমিত হইতেছিল না। তাই মহামতি মধুসূদন আক্ষেপে কমলাকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন ;—

ভেবেছিনু মোর ভাগ্য, হে রমাসুন্দরি !
নিবাইবে সে রোষাগ্নি—লোকে যাহা বলে,
হ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে ;
ভেবেছিনু, হায় ! দেবি ! ভ্রান্তি ভাব ধরি
ডুবাইছ, দেখিতেছি ক্রমে এই তরী ;
অদয়ে ! অতল দুঃখ-সাগরের জলে
ডুবিনু ; কি যশঃ তব হবে বঙ্গ-স্থলে ?

ঊনবিংশ অধ্যায়

পুরুলিয়া-প্রবাস—পঞ্চকোট-স্মৃতি—বিবিধ কথা—ঢাকা গমন—ঢাকায় অভিনন্দন—উত্তরপাড়ায় অবস্থিতি—কলিকাতায় বেণিয়াপুকুর রোডের বাটীতে প্রত্যাগমন।

[১৮৭২—১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ]

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মধুসূদন কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে পুরুলিয়ায় গমন করেন। সেখানেও তাঁহার স্বভাব-সুলভ কবিতানুশীলনের বিরাম ছিল না। পুরুলিয়ায় অবস্থান-কালে একদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া মধুসূদন পাদচারণা করিতেছেন, এমন সময়ে অতি দূরে সুনীল গগন-গাত্রে পরেশনাথ পর্ব্বতের অস্পষ্ট ছায়া অবলোকন করিয়া তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটি তৎক্ষণাৎ রচনা করেন ;—

হেরি দূরে ঊর্দ্ধশিরঃ তোমার গগনে,
অচল, চিত্রিত পটে জীমূত যেমতি।
ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে)
মজি তপে, ধরেছ ও পাষাণ-মূরতি ?
এ হেন ভীষণ কায়া কার বিশ্বজনে ?
তবে যদি নহ তুমি দেব উমাপতি,
কহ, কোন রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী—
খচিত শিলার বর্ম্ম কুসুম-রতনে
তোমার ? যে হর-শিরে শশিকলা হাসে,
সে হর কিরীটরূপে তব পুণ্য শিরে
চিরবাসী, যেন বাঁধা চিরপ্রেমপাশে।
হেরিলে তোমায় মনে পড়ে ফাল্গুনীরে
সেবিলা বীরেশ যবে পাশুপত আশে
ইন্দ্রকীল নীলচূড়ে দেব ধূর্জ্জটিরে।

পুরুলিয়ার খ্রীষ্টীয়-সম্প্রদায় মধুসূদনকে তত্রত্য মিশন হাউসে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মহাকবি তাঁহাদের অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া, স্থানীয় খ্রীষ্টীয়

ধর্ম্মমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা উপহার দেন। কবিতাটি সেই সময়ে 'জ্যোতিরিঙ্গণ' নামক খ্রীষ্টীয় মাসিকপত্রে এপ্রিল ১৮৭২ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। পরে রেভাবেণ্ড সূর্য্যকুমার ঘোষ 'অবকাশ-রঞ্জনে' উহা উদ্ধৃত করেন। আমরা মধুসূদনের রচিত এই কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

পুরুলিয়া মণ্ডলীর প্রতি।

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে ?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে ! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে !
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে ;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে,
পরিমল-ধনে ধনী করিয়া অনিলে !
প্রভুর কি অনুগ্রহ ! দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবান তুমি কব তা কাহারে ?
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে !
উজলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে ;
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি,
ভাসুক সভ্যতা স্রোতে নিত্য তব তরি।

মধুসূদনের আরও একটি খ্রীষ্টীয় বঙ্গীয় কবিতা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের 'জ্যোতিরিঙ্গণ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কাঙ্গালীচরণ সিংহ নামক কোন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ভদ্রলোক পুরুলিয়ার জার্ম্মাণ মিশনের মিশনরী ছিলেন। পুরুলিয়ায় অবস্থান-কালে মধুসূদন ইঁহার সহিত পরিচিত ও বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ হন। পুরুলিয়ায় ইনি মধুসূদনের সুখসাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান করিতেন বলিয়া, মধুসূদন ইঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। কবিতাটি পাঠে এরূপ অনুমিত হয় যে, তদীয় পুত্রের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা-গ্রহণের সময় মধুসূদন তাঁহার ধর্ম্মপিতার (God Father) কার্য্য করেন। কবিতাটি যেরূপ ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, আমরা ঠিক তদ্রূপ ভাবে উদ্ধৃত করিলাম।

কবিবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।

কবির ধর্ম্মপুত্র

(শ্রীমান্ খ্রীষ্টদাস সিংহ)

হে পুত্র, পবিত্রতর জনম গৃহিলা
আজি তুমি, করি স্নান যর্দ্দনের নীরে
সুন্দর মন্দির এক আনন্দে নির্ম্মিলা।
পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে;
সৌরভ কুসুমে যথা, আসে যবে ফিরে
বসন্ত, হিমান্তকালে। কি ধন পাইলা—
কি অমূল্য ধন বাছা, বুঝিবে অচিরে,
দৈববলে বলী তুমি, শুন হে, হইলা!
পরম সৌভাগ্য তব। ধর্ম্ম-বর্ম্ম ধরি
পাপ-রূপ রিপু নাশো এ জীবন-স্থলে;
বিজয় পতাকা তোলি রথের উপরি;
বিজয় কুমার সেই, লোকে যারে বলে
খ্রীষ্টদাস, লভো নাম, আশীর্ব্বাদ করি,
জনক জননী সহ, প্রেম কুতূহলে!

পঞ্চকোটের তাৎকালিক মহারাজা বাহাদুর মধুসূদনের প্রতিভা, বিদ্যা-বুদ্ধির বিষয় পূর্ব্বে শ্রুত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত অভিলাষী ছিলেন। মধুসূদন পুরুলিয়াতে আসিয়াছেন শুনিয়া, মহারাজা, মধুসূদনকে পঞ্চকোটে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার কয়েকটি কর্ম্মচারীকে হস্তী, অশ্ব, পাল্কী প্রভৃতির সহিত পুরুলিয়াতে প্রেরণ করেন। কিন্তু মহারাজের লোকজন পুরুলিয়াতে পৌছিবার পূর্ব্বেই মধুসূদন কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন। কিন্তু মধুসূদনকে দেখিবার নিমিত্ত মহারাজের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য এতই বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহাকে কলিকাতা হইতে পঞ্চকোটে আনিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে, মহারাজা মধুসূদনকে স্বরাজ্যের দেওয়ান ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া পঞ্চকোটে আনয়ন করেন। মধুসূদনের ঋণের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মধুসূদন যে সময় পঞ্চকোটের ম্যানেজারীপদ গ্রহণ করেন,

তখন তিনি ঋণভারে অবসন্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য। তাঁহার এই সময়কার সাংসারিক ও মানসিক অবস্থার কথা আমরা যথাস্থানে বলিয়াছি। এই সময়ে কলিকাতায় তাঁহার মাসিক প্রচুর উপার্জ্জন হইলেও উত্তমর্ণের উপদ্রবে তিনি কিছুতেই সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারিতেন না। তাঁহার স্বাস্থ্যের নিমিত্ত স্থান-পরিবর্ত্তনেরও প্রয়োজন হয়। কাজেই মহারাজের প্রদত্ত পদটি মধুসূদনকে বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

মধুসূদন পঞ্চকোটে উপস্থিত হইয়া রাজ্যের কাজ-কর্ম্মের অবস্থা বড়ই বিশৃঙ্খল দেখিলেন। রাজ্যপরিচালনের কার্য্যে নানা কু-প্রথা প্রচলিত। রাজকর্ম্মচারিরাও তাঁহাদের কর্ত্তব্যকার্য্য সুনিয়মে পালন করিতেন না। স্বয়ং রাজাও পারিষদদলের মন্ত্রণায় পরিচালিত, এরূপ কথিত আছে যে, তদ্দেশবাসী এক ক্ষৌরকার তাঁহার উপর এরূপ প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে, তাহার মুখ-নিঃসৃত একটি অর্দ্ধস্ফুট কথা, রাজ্যের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরও ভাগ্য-বিপর্য্যয় করিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিত না। *

স্বাধীনচেতা মধুসূদন এই সকল ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, রাজ্যে শৃঙ্খলা-স্থাপনের নিমিত্ত চেষ্টা করায়, কতিপয় অসাধু রাজকর্ম্মচারী চিন্তিত হইয়া, কি উপায়ে

* রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মধুসূদনের পঞ্চকোটের কার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

He (Michael Madhusudan) said that after he was for a few days with the Raja, the idea struck him, that he could be happily compared to a street-hydrant of the Calcutta Water Works. Anybody who chose had only to pull it by the ear then drink his fill! Mr. Datta was obliged to give up the appointment after a few months' service. He found it intolerable and quite at the mercy of the Raja's barber and other menials, a whispered hint from whom was enough to mar the fortunes even of his high officials. Mr. Datta began to grow worse after he left the Raja's service.

আমরা শুনিয়াছি, যদিও মধুসূদন ৭।৮ মাসের অধিক কাল সে প্রদেশে অবস্থান করেন নাই, তত্রাচ তাঁহার সেই প্রবাস-কাহিনী বিবিধ কৌতুকাবহ ঘটনা-সমূহে পরিপূর্ণ। কিন্তু আপাততঃ সে কৌতূহল নিবৃত্তির উপায় নাই।

তাঁহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে, তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা অনন্যোপায় হইয়া সেই ধূর্ত্ত নাপিতের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পঞ্চকোটে মধুসূদন প্রায় আট মাস কাল অবস্থান করেন। সেই শৈলকাননকুন্তলা ছোটনাগপুরের রম্যপ্রদেশ তাঁহার কবিচিত্তের উপযোগী হইলেও উপযুক্ত সঙ্গীর অভাবে তিনি প্রবাসবাস বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ করিয়াছিলেন। পরিবারবর্গ সঙ্গে ছিলেন না, মধুসূদন একাকীই সেই মৌলমধুদ্রুমদল সমাচ্ছন্ন বিহঙ্গ-কূজিত অরণ্য-প্রদেশে, তাঁহার বিরহ-বিধুর প্রবাসবাস যাপন করিতেন। কিন্তু চির প্রফুল্ল কবিপ্রাণ কখনই অবসন্ন হইবার নহে। রাজকার্য্যের অবসরে কবিতা-চর্চ্চা, অধ্যয়ন এবং হাস্য-পরিহাসে তাঁহার কালক্ষেপণ হইত। বিরাম সময়ে মধুসূদন শীধু পানে প্রফুল্ল হইতেন। আমরা শুনিয়াছি, তত্রত্য কোন বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক তাঁহার নিমিত্ত শাস্ত্রানুযায়ী মৃত সঞ্জীবনী সুরা প্রস্তুত করিয়াছিলেন; কিন্তু মধুসূদন উহা স্পর্শ করেন নাই। তিনি তদ্দেশীয় সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি অসভ্য জাতির আমোদ-প্রমোদ নৃত্য-গীত, পার্ব্বণ, উৎসব প্রভৃতি দেখিয়া পুলকিত হইতেন ও তাহাদিগকে যথাসাধ্য পুরস্কৃত করিতেন।

পঞ্চকোট-রাজ্যের মন্দির, মঠ, গড়, প্রাসাদ, পরিখা প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল। মধুসূদন ঐ সকল প্রাচীন পুণ্যকীর্ত্তির সংস্কার-কল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু বিবিধ বাধায় তাঁহার সঙ্কল্প-সিদ্ধি হয় নাই।

মধুসূদনের পঞ্চকোটের কার্য্য পরিত্যাগ সম্বন্ধে নানাস্থানে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে; সেগুলি অদ্ভুত কিম্বদন্তীবৎ সন্দেহমূলক এবং সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাসযোগ্য। তন্মধ্যে একটি কিম্বদন্তী বিশেষ প্রচলিত বলিয়া আমরা সেইটি নিম্নে উল্লেখ করিলাম।—

এরূপ কথিত আছে যে, মধুসূদন যখন রাজার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, তখন একখানি সুগন্ধযুক্ত রুমালে মুখ ঢাকিয়া রাখিতেন। অনেকে অনুমান করেন, মধুসূদন অতিশয় মদ্যপান করিতেন বলিয়া,—রাজা যাহাতে সুরাঘ্রাণ না পান, সেই জন্য তিনি রুমালে মুখ ঢাকিয়া কথা কহিতেন।

একদিন রাজা তাঁহার কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের যে নূতন ম্যানেজার সাহেব আসিয়াছেন, তিনি কেমন লোক?

তাঁহার কাজকর্ম্ম কিরূপ ?" উত্তরে পূর্ব্বোক্ত ধূর্ত্ত ক্ষৌরকারের শিক্ষামত কর্ম্মচারী বলিলেন, "মহারাজ, এরূপ উপযুক্ত ম্যানেজার পঞ্চকোটে পূর্ব্বে কখনও আসে নাই; ইনি যেরূপ কর্ম্মদক্ষ, তেমনিই ভদ্রলোক। তবে ইনি একটি অন্যায় কার্য্য করেন।" রাজা বিষম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অন্যায় শীঘ্র বল।" উত্তরে কর্ম্মচারী বলিলেন, "মহারাজ, আপনার যে রাজগাত্রে আমরা স্বর্গের পারিজাতের সৌরভ পাইয়া থাকি,—ইনি বলেন কি না, সেই সুরভিত রাজগাত্র অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত!" এই কথায় রাজা বিচলিত হইয়া উঠিলেন; উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা ইহার প্রমাণ দিতে পার?" উত্তরে কর্ম্মচারী বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ, অবশ্য পারিব; এবার যখন তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, তখন আপনাকে এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিব।" পরে একদিন যখন মধুসূদন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, রুমালে মুখ ঢাকিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন, সেই সময়ে রাজার পশ্চাৎভাগ হইতে সেই ধূর্ত্ত ক্ষৌরকার অতি ধীরে-ধীরে রাজাকে বলিল, "মহারাজ, ঐ দেখুন, আপনার পারিজাত-বাসিত গাত্র দুর্গন্ধময় ভাবিয়া, ম্যানেজার সাহেব খস্‌বুদার রুমালে মুখ ঢাকিয়া কথা কহিতেছেন!" ঐ কথা সত্য বলিয়া রাজার বিশ্বাস হইল; তিনি সেই দিন হইতেই মধুসূদনের প্রতি বীতস্পৃহ হইলেন। প্রকাশ্যে তাঁহাকে কিছু না বলিয়া, কার্য্যতঃ বড় ভাল ব্যবহার করিলেন না।

কর্ম্ম পরিত্যাগের সময় মধুসূদনের ১৬০০৲ টাকার অধিক বেতন বাকী পড়িয়াছিল। মধুসূদন বিরক্ত হইয়া, আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, পুরুলিয়ায় চলিয়া আসিলেন। পঞ্চকোট পরিত্যাগের সময় তাঁহাকে কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। * আমরা শুনিয়াছি যে, মধুসূদন যাহাতে পাল্‌কী-বেহারা, কুলী, বেগারি প্রভৃতি না পান,

* ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরে অবস্থিতি কালে তত্রত্য জনৈক উকীলের নিকট মধুসূদনের পঞ্চকোট পরিত্যাগ সম্বন্ধে এরূপ এক বিচিত্র কাহিনী শুনিয়াছিলাম, যাহা বিবৃত হইলে সকলে আরব দেশের উপন্যাস মনে করিতেন। সেই ভয়ে তাহা লিপিবদ্ধ হইল না।

এরূপ রাজাদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু মধুসূদন সেই রাজবংশীয় কোন সহৃদয় বন্ধুর সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌছিয়াছিলেন।

পঞ্চকোটের রাজকার্য্য মধুসূদনের ইহজীবনের শেষ কর্ম্ম। পঞ্চকোট হইতে বিদায়গ্রহণ কালে মহাপ্রাণ মধুসূদন যে তিনটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া, আমরা তাঁহার পঞ্চকোট-স্মৃতি সমাপ্ত করিব। এই কবিতাত্রয়ে মধুসূদনের হৃদয়ের মহানুভাবতা রাজার ব্যবহারে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই।

পঞ্চকোট গিরি

কাটিলা মহেন্দ্র মর্ত্ত্যে বজ্র প্রহরণে
পর্ব্বতকুলের পাখা ; কিন্তু হীনগতি
সে জন্য নহ হে তুমি, জানি আমি মনে,
পঞ্চকোট ! রয়েছ যে,—লঙ্কায় যেমতি
কুম্ভকর্ণ,—রক্ষ, নর, বানরের রণে—
শূন্যপ্রাণ, শূন্যবল, তবু ভীমাকৃতি,—
রয়েছ যে পড়ে হেথা, অন্য সে কারণে।
কোথায় সে রাজলক্ষ্মী যাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি
উজ্জ্বলিত মুখ তব ? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভানুর কান্তি। তেয়াগি তোমায়
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই হে ! এ স্থলে,
মনোদুঃখে মৌনভাব তোমার ; কে পারে
বুঝিতে, কি শোকানল ও হৃদয়ে জ্বলে ?
মণিহারা ফণী তুমি রয়েছ আঁধারে।

পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী

হেরিনু রমারে আমি নিশার স্বপনে ;
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে—
পদ্মাসন উজলিত শত রত্ন-করে,
দুই মেঘরাশি-মাঝে, শোভিছে অম্বরে,
রবির পরিধি যেন। রূপের কিরণে

আলো করি দশ দিশ ; হেরিনু নয়নে,
সে কমলাসন-মাঝে ভুলাতে শঙ্করে
রাজরাজেশ্বরী, যেন কৈলাস-সদনে।
কহিলা বাগ্দেবী দাসে (জননী যেমতি
অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেমাদরে),
"বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জন্মান্তরে,
তেঁই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতী
যেরূপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে
পঞ্চকোট ;—পঞ্চকোট—ওই গিরিপতি।"

পঞ্চকোট গিরি বিদায়-সঙ্গীত

হেরেছিনু, গিরিবর ! নিশার স্বপনে,
অদ্ভুত দর্শন !
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে,
কনক-আসন এক, দীপ্ত রত্ন-করে
দ্বিতীয় তপন :
যেই রাজকুলখ্যাতি তুমি দিয়াছিলা,
সেই রাজকুললক্ষ্মী দাসে দেখা দিলা,
শোভি সে আসন !
হে সখে ! পাষাণ তুমি, তবু তব মনে
ভাবরূপ উৎস, জানি, উঠে সর্ব্বক্ষণে।
ভেবেছিনু, গিরিবর ! রমার প্রসাদে,
তাঁর দয়াবলে,
ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায় ; ধনুর্ব্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে।

পুরুলিয়া হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনকালে মধুসূদন তাঁহার সোদরোপম বন্ধু কুমার বিশ্বেশ্বর মালিয়ার অনুরোধে সিয়ারসোলে যান। বিশ্বেশ্বর মালিয়া প্রমোদ উৎসবের আয়োজন করিয়া মধুসূদনকে অভ্যর্থনা করেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে মধুসূদন যখন পুনর্ব্বার

হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি কণ্ঠনালীর প্রদাহ, হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি, রক্তবমন ও তদনুচর জ্বর প্রভৃতি নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সেই অনিন্দ্যসুন্দর,—অনবদ্য স্বাস্থ্য, সেই মত্তমাতঙ্গাধিক শারীরিক শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে—সেই মনোহর দিব্যশ্রীমণ্ডিত মুখকান্তি আর নাই—মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে! কিন্তু সেই নিবিড় জীবন-তিমিরে তাঁহার মানসিক তেজঃপুঞ্জ জ্যোতিষ্মান ছিল; জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা প্রভাতের শুক্রগ্রহের ন্যায় শুভ্র হীরকোজ্জ্বল আলোকে তাঁহার চিত্ত উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছিল।

পীড়া হেতু তাঁহার ব্যবসায় একেবারে বন্ধ হইল। রোগ যন্ত্রণায় ও মানসিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মধুসূদন অবিরাম মদ্যপানে বিভোর হইয়া থাকিতেন। এই সময়ে একদিন মনোমোহন ঘোষ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখেন যে, দিবা দ্বিপ্রহরে গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া মধুসূদন উগ্রতেজ, নির্জ্জলা, অগ্নিময়ী সুরা পান করিতেছেন। মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, "এ কি, আপনি এ কি করিতেছেন? ইহার পরিণাম কি হইবে, তাহা কি আপনি জানেন না?" মধুসূদন বলিলেন, "এরূপ মদ্যপান ও আত্মহত্যা একই যে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; তবে কণ্ঠে অস্ত্রাঘাতাপেক্ষা ইহাতে ক্লেশ কিছু অল্প।" মধুসূদনের শেষ কথাটি এই;—"This is a process equally sure, but less painful."

মধুসূদনের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, তাঁহার বন্ধু ও বয়স্য ডাক্তার গুডিভ্ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে উগ্র মদিরার পরিবর্ত্তে দ্রাক্ষাসব (wine) ব্যবহার করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। মধুসূদন উত্তরে ঈষৎ হাসিয়া বলেন, "গুডিভ্! মরিয়া ত গিয়াছি, আর পরিবর্ত্তনের সময় কোথায়?"

মধুসূদনের সংস্কৃত-পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন; তিনি বলিয়াছিলেন যে, এক-এক দিন মধুসূদন এত অধিক রক্তবমন করিতেন যে একটি বড় পাত্র পূর্ণ হইয়া যাইত। ডাক্তার গুডিভ্‌কে মধুসূদন পণ্ডিতের সম্মুখেই বলিয়াছিলেন যে, মরণেও তিনি ব্র্যাণ্ডি পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। পণ্ডিত মহাশয় একদিন নিভৃতে তাঁহাকে বলেন, "আপনার শরীর ত যাইতে বসিয়াছে, মদ্যপান পরিত্যাগ করুন।" এই কথায় মধুসূদনের

প্রত্যুত্তর শুনিলে বিস্মিত হইতে হয় ; তিনি বলিলেন, "পণ্ডিত ! আমি তোমাকে অতিশয় ভালবাসি, কিন্তু এরূপ অনুরোধ আর করিও না। এরূপ করিলে আমার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধই থাকিবে না।" সেই দিন হইতে পণ্ডিত মহাশয় মধুসূদনকে ও সম্বন্ধে আর কোন কথাই বলেন নাই।

এই সময়ে মানসিক অশান্তিতে মধুসূদন এতই আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, কোন বিষয়েই তাঁহার স্থিরতা ছিল না। মানসিক আবেগে তিনি কত কবিতাই রচনা করিতেন, কিন্তু রচনার পর সেগুলির কোন সংবাদই তিনি রাখিতেন না। নিজের সমাধি-লিপির জন্য 'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে' কবিতাটি এক টুকরা কাগজে লিখিয়া তিনি ছিন্ন কাগজপত্রের ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা উহা দেখিতে পাইয়া পরম যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা উহা তুলিয়া না রাখিলে আমরা তাঁহার স্বরচিত সমাধি-লিপি পাঠে বঞ্চিত থাকিতাম। কবির মৃত্যুর পর ভূদেব মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ বন্ধুগণ উহা সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইংরাজিতে লিখিত তাঁহার "রিজিয়া" নামক নাট্যকাব্যখানি যে কাহাকে দিয়াছিলেন, সে কথা কাহাকেও বলিবার তাঁহার অবসর ছিল না।

'ভেবেছিনু মোর ভাগ্যে হে রমাসুন্দরি!' কবিতাটি একখানি চিঠির খামের উপর লিখিয়া তিনি যে কোথায় ফেলিয়া দেন, তাহা কেহই জানিত না ; একদিন হঠাৎ তাঁহার ক্লার্ক কৈলাসচন্দ্র বসু উহা কুড়াইয়া পাইয়া, প্রভুর চিতাভস্মের ন্যায় সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে 'আর্য্যদর্শন' পত্রে বৈশাখ ১২৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিশপ মিলম্যান ইতালী হইতে একখানি অতি দুষ্প্রাপ্য গ্রীক গ্রন্থ বহু অর্থব্যয় করিয়া রেভারেণ্ড গোপালচন্দ্র মিত্রকে আনাইয়া দেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে মধুসূদন কোন পুস্তক লিখিবার অভিপ্রায়ে সেই দুর্লভ, বহুমূল্য গ্রন্থখানি গোপালচন্দ্র মিত্রের নিকট হইতে লইয়া যান। কি দুর্ব্বহ মানসিক অশান্তিই তাঁহার হইয়াছিল,—সেই গ্রন্থরত্ন তিনি যে কোথায় হারাইয়া ফেলিলেন, তাহার সন্ধান কেহই দিতে পারিল না। মধুসূদন সর্ব্বদাই বলিতেন, "ভারতবর্ষে গোপালচন্দ্র মিত্রের ন্যায় গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত কেহই নাই।" কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে বলিতেন, "গ্রীকে তাঁহার তাদৃশ অধিকার জন্মে নাই।"

কলিকাতার বিখ্যাত 'বাবু' আশুতোষ দেবের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কতিপয় বন্ধুর সহযোগে ইংরাজি ধরণের এক নাট্যশালা স্থাপন করেন, ইহার নাম বেঙ্গল থিয়েটার। তিনি সকল বিষয়েই মধুসূদনের সুপরামর্শ ও উপদেশানুসারে এই নাট্যশালা গঠিত করিয়াছিলেন এবং মধুসূদনেরই পরামর্শে এই নূতন নাট্যশালায় সর্ব্বপ্রথম অভিনেত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই নাট্যশালার জন্য "মায়া-কানন" ও "বিষ না ধনুর্গুণ" নামক দুইখানি নাটক রচনায় মধুসূদন হস্তক্ষেপ করেন। এই সময় নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষের প্রদত্ত অগ্রিম পারিশ্রমিকে মধুসূদনের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় মধুসূদন শেষোক্ত গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। মধুসূদনের শেষ নাট্যস্মৃতি "মায়া-কানন" লইয়া বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতৃগণ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন। মধুসূদন তখন ইহজগতে নাই।

বাঙ্গালা ভাষায় মধুসূদনের সাহিত্য-জীবন, নাটক-রচনায় আরব্ধ হইয়াছিল, এবং নাটক রচনাতেই তাহার চিরাবসান হইল।

উদেতি সবিতাতাম্র স্তাম্র এবাস্ত মেতিচ।
সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতা মেকরূপতা॥

এই সময়ে মধুসূদন বালক-বালিকাদিগের নিমিত্ত কতকগুলি "নীতি-গর্ভ কাব্য" রচনা করেন। ইহার পূর্ব্বে ফরাসীদেশে অবস্থান কালে এরূপ তিনটি কবিতা-রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল কবিতায় তাঁহার সহজ, ভাবময়, সুন্দর, সরস শব্দ-সমন্বিত রচনাশক্তি দেখিয়া আমরা প্রকৃতই বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রতিভাবহ্নি মহানির্ব্বাণ লাভ করিবার পূর্ব্বে আর একবার জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার 'দেবদৃষ্টি' 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' 'ময়ূর ও গৌরী' 'কাক ও শৃগালী' 'কুক্কুট ও মণি' 'সিংহ ও মশক' 'সূর্য্য ও মৈনাকগিরি' 'মেঘ ও চাতক' 'গদা ও সদা' প্রভৃতি কবিতাবলী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যে, এ শ্রেণীর কবিতা রচনাতেও মধুসূদন কিরূপ শক্তিমান ছিলেন। তদ্ভিন্ন 'বঙ্গদর্শনে'র ন্যায় একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিবারও তাঁহার বাসনা জন্মিয়াছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। উপরিউক্ত কবিতাগুলি অনেকে বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

আমরা মধুসূদনের এই সময়ের রচিত দুইটি কবিতা নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

দেবদৃষ্টি

শচী সহ শচীপতি স্বর্ণ-মেঘাসনে,
বাহিরিলা বিশ্ব দরশনে।
আরোহি বিচিত্র রথ,
চলে সঙ্গে চিত্ররথ,
নিজদলে বিমণ্ডিত অস্ত্র আভরণে,
রাজাজ্ঞায় আশুগতি বহিলা বাহনে।
হেরি নানা দেশ সুখে,
হেরি বহুদেশ দুঃখে—
ধর্ম্মের উন্নতি কোন স্থলে ;
কোথাও বা পাপ শাসে বলে—
দেব অগ্রগতি বঙ্গে উতরিল।
কহিলা মাহেন্দ্র সতী শচী সুলোচনা,
কোন্ দেশে এবে গতি,
কহ হে প্রাণের পতি,
এ দেশের সহ কোন্ দেশের তুলনা ?
উত্তরিলা মধুর বচনে
বাসব, লো চন্দ্রাননে,
বঙ্গ এ দেশের নাম বিখ্যাত জগতে।
ভারতের প্রিয় মেয়ে
মা নাই তাহার চেয়ে
নিত্য অলঙ্কৃত হীরা, মুক্তা, মরকতে।
সস্নেহে জাহ্নবী তারে
মেখলেন চারিধারে
বরুণ ধোয়েন পা দু'খানি।
নিত্য রক্ষকের বেশে
হিমাদ্রি উত্তর দেশে

পরেশনাথ আপনি
শিরে তার শিরোমণি
সেই এই বঙ্গভূমি শুন লো ইন্দ্রাণি!
দেবাদেশে আশুগতি
চলিলেন মৃদুগতি
উঠিল সহসা ধ্বনি
সভয়ে শচী অমনি ইন্দ্রেরে সুধিলা,—
নীচে কি হতেছে রণ
কহ সখে বিবরণ
হেন দেশে হেন শব্দ কি হেতু জন্মিলা?
চিত্ররথ হাত যোড় করি,
কহে, শুন, ত্রিদিব-ঈশ্বরি!
'বিবাহ করিয়া এক বালক যাইছে,
পত্নী আসে দেখ তার পিছে।'
সুধাংশুর অংশুরূপে নয়ন-কিরণ
নীচদেশে পড়িল তখন।

গদা ও সদা

গদা সদা নামে
কোন এক গ্রামে
ছিল দুই জন।
দূরদেশে যাইতে হইল;
দুজনে চলিল।
ভয়ানক পথ—পাশে পশু ফণী বন,
ভল্লুক শার্দ্দুল তাহে গর্জ্জে অনুক্ষণ।
কালসর্প যেমতি বিহরে,
তস্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে;
পথিকের অর্থ অপহরে,
কখন বা প্রাণনাশ করে।
কহে সদা গদারে আহ্বানি
কর কিরা পর্শি মোর পাণি
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,

আজি হতে আমরা দুজন
হ'নু এক প্রাণ এক মন,—
সিন্ধু অনুসিন্ধু যথা—জান সে কাহিনী।

আমার মঙ্গল যাহে,
তোমার মঙ্গল তাহে,
কবচে ভেদিলে বাণ, বক্ষ ক্ষত যথা,
অমঙ্গলে অমঙ্গল উভয়ের তথা।
কহে গদা ধর্ম্মসাক্ষী করি,
কিরা মোর তব কর ধরি,
একাত্মা আমরা দোঁহে কি বাঁচি কি মরি।

এইরূপে মৈত্র আলাপনে
মনানন্দে চলিলা দুজনে।
সতর্ক রক্ষকরূপে সদা গদা যেন
বনপাশে একদৃষ্টে চাহে অনুক্ষণ,
পাছে পশু সহসা করয়ে আক্রমণ।
গদা চারিদিকে চায়,
এরূপে উভয়ে যায়;
দেখে গদা সম্মুখে চাহিয়া
থল্যে এক পথেতে পড়িয়া।
দৌড়ে মূঢ় থল্যে তুলি
হেরে কুতুহলে খুলি
পূর্ণ থল্যে সুবর্ণমুদ্রায়,
তোলা ভার, এত ভারি তায়।

কহে গদা সহাস বদনে
করেছিনু যাত্রা আজি অতি শুভক্ষণে
আমরা দুজনে।
'দুজনে?' কহিল সদা রাগে,
'লোভ কি করিস্ তুই এ অর্থের ভাগে?
মোর পূর্ব্ব পুণ্যফলে
ভাগ্যদেবী এই ছলে
মোরে অর্থ দিলা।

পাপী তুই, অংশ তোরে
কেন দিব, ক' তা মোরে
একি বাললীলা ?
রবির করের রাশি পরশি রতনে
বরাঙ্গের আভা তার বাড়ায় যতনে ;
কিন্তু পড়ি মাটির উপরে
সে কর কি কোন ফল ধরে ?
সৎ যে তাহার শোভা ধনে
অসৎ নিতান্ত তুই, জনম কুক্ষণে'।
এই কয়ে সদানন্দ থল্যে তুলে লয়ে
চলিতে লাগিলা সুখে অগ্রসর হয়ে।
বিস্ময়ে অবাক্ গদা চলিল পশ্চাতে,—
বামন কি কভু পায় চারু চাঁদে হাতে ?
এই ভাবি অতি ধীরে ধীরে
গেল গদা তিতি অশ্রুনীরে।
দুই পাশে শৈলকুল ভীষণ-দর্শন,
শৃঙ্গ যেন পরশে গগন।
গিরিশিরে বরষায় প্রবলা যেমতি
ভীমা স্রোতস্বতী,
পথিক দুজনে হেরি তস্করের দল
নাবি নীচে করি কোলাহল
উভে আক্রমিল।
সদা অতি কাতরে কহিল ,—
শুন ভাই, পাঞ্চালে যেমতি,
বিষ্ণু রথীপতি,
জিনি লক্ষরাজে শূর কৃষ্ণায় লভিল,
মার চোরে করি রণ-লীলা।
এই ধন নিও পরে বাঁটি
হিসাবে করিয়া আঁটাআঁটি,
তস্করদলের মাথা কাটি।
কহে গদা, পাপী আমি, তুমি সৎজন,
ধর্ম্মবলে নিজধন করহ রক্ষণ।

তস্কর-কুল-ঈশ্বরে
কহিল সে যোড়করে
অধিপতি ওই জন ভাই,
সঙ্গী মাত্র আমি ওর, ধর্ম্মের দোহাই।

'সঙ্গী মাত্র যদি তুই, যা চলি বর্ব্বর,
নতুবা ফেলিব কাটি', কহিল তস্কর।
ফাঁদে বাঁধা পাখী যথা পাইলে মুকতি,
উড়ি যায় বায়ুপথে অতি দ্রুতগতি,
গদা পলাইল।

সদানন্দ নিরানন্দে বিপদে পড়িল।
আলোক থাকিতে তুচ্ছ কর তুমি যারে,
বঁধু কি তোমার কভু হয় সে আঁধারে?
এই উপদেশ কবি দিলা এ প্রকারে।

অতুল্য গ্রন্থাবলী রচনা করিয়া মধুসূদনকে নানা ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল; অথচ তাঁহারই গ্রন্থাবলী বিক্রয় করিয়া বহু ব্যক্তি অর্থবান হইয়াছেন। অপূর্ব্ব ভবিষ্যৎ-দর্শী মধুসূদন এ সম্বন্ধে স্বয়ং লিখিয়াছিলেন,—"A time will come when these works of mine will fill the pockets of printers, book-sellers, paint ers *et hoc genus omne* and now I am obliged to shell out."

কবির নিজের তাৎকালিক অবস্থা তাঁহারই ভাষায় বিবৃত হইল। কোন-কোন চরিত-লেখক এ সম্বন্ধে মহাকবির প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, মধুসূদনের দুঃখ, তাঁহার আত্মকৃত কর্ম্মের ফল। প্রসঙ্গতঃ, এ সম্বন্ধে এ স্থলে আমাদিগকে দুই চারিটি কথা বাধ্য হইয়া বলিতে হইল। মনস্বী নিজে চিরদিন কীর্ত্তি-কিরণে সমুজ্জ্বল, নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক থাকেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহার "শ্রীমধুসূদন" নাম লিখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দিতে বলিয়াছেন; মনস্বী রমেশচন্দ্রের ভাষায় যিনি "ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ;" নরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় যিনি "ঈশ্বর-জানিত লোক" বলিয়া অভিহিত; দ্বিজেন্দ্রলাল যাঁহাকে "অমর, অমিত-প্রভাব অক্ষয়কীর্ত্তি" বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন; তাঁহার কৃত কার্য্য ও তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর উপর কোনরূপ

টীকাটিপ্পনী না করিয়া, যথাযথ বিবৃত করাই কর্ত্তব্য। সকলে তাহা হইতেই সেই অসাধারণ পুরুষকে চিনিয়া লইতে পারিবেন। এই পৃথিবীতে কত-শত মহাকীর্ত্তিমান মহাত্মাগণের যে কতপ্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য। মহা-সমুদ্রেই বাড়বাগ্নি জ্বলে, গগনস্পর্শী মহামহীরুহে বা দুর্গচূড়েই বজ্রপাত হয়; হিমাদ্রিবক্ষেই দুরন্ত ঝটিকা তাণ্ডব নৃত্য করে। মহারণ্যেই দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, মহাকাশেই মহাগর্জ্জন অনুভূত হয়;—মধুসূদনের ন্যায় মহাপুরুষের মহাভাগ্যেই বিধাতার বিচিত্র, দুর্জ্জেয় লীলা প্রকটিত। সীতাদেবী ও রামচন্দ্রের দুঃখ কে না জানেন? তাঁহারা কেন অত দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, কেহ বলিতে পারেন কি? মধুসূদনের প্রসঙ্গে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"সক্রেতিস্ ও যীশুখ্রীষ্টের দেশীয়েরা তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। কোপরনিকস্, গেলিলীয়, দান্তে প্রভৃতির দুঃখ কে না জানেন?" কবিগুরু হোমর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেন; ভাজ্জিল, অভিদ, দান্তে সুদূর সমুদ্র-তীরে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন; তাসো ও বনিয়ন বহুকাল কারারুদ্ধ ছিলেন; লর্ড বায়রণকে গ্রীসের মিসলংহিতে বিপন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়। যাঁহারা মহাপ্রাণ, তাঁহারা কঠোর দুঃখেই অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যান। সুবর্ণ-পালঙ্কে নিদ্রা কীর্ত্তিমানদিগের জন্য নহে, মুহূর্ত্তের পতঙ্গ ধনীদিগেরই পক্ষে উহা শোভন। আমাদের মধুসূদনেব শেষ জীবনে ভীষণ দুঃখের লীলাভিনয় হইয়াছিল বলিয়াই ত তিনি মহামৃত্যুঞ্জয় হইয়া রহিয়াছেন! অথচ, তাঁহার সমসাময়িক কত কুবেরতুল্য রাজা, মহারাজা জলবুদ্বুদের ন্যায় কালসাগরের অতল জলে মিশিয়া, বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। কে তাঁহাদের সংবাদ লয়? মনস্বীর দুঃখের ও ধনীর সুখের প্রভেদ, এইরূপেই বিধাতা জ্ঞানবান মানবকে বুঝাইয়া দেন। মধুসূদনের জীবনের কার্য্য ও ঘটনাবলীর উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে আমরা উপরিউক্ত কারণ বশতঃ নিবৃত্ত হইলাম। যুগ প্রবর্ত্তকের কার্য্যের উপর আবার মন্তব্য প্রকাশ কি? সুধী Ascroft Noble যথার্থই বলিয়াছেন;—"The mighty masters are a law unto themselves and the validity of their legislation will be attested and held against all comers by the splendour of unchallengeable success."

পীড়িতাবস্থাতেও মধুসূদনকে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে নিজ ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। রোগীজনোচিত পূর্ণ-বিশ্রাম তাঁহার দূরভাগ্যে ঘটে নাই। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে তিনি ঢাকা নগরে গমন করেন। তৎপরে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি পুনরায় ঢাকা গমন করেন। এই সময়ে ঢাকার বিশিষ্ট অধিবাসীবর্গ ও জনসাধারণ তাঁহাকে তত্রত্য পোগোজ (Pogose School) স্কুলে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।* কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, মধুসূদনকে প্রদত্ত অভিনন্দনের খসড়া প্রস্তুত করেন। ঢাকাবাসীরা তাঁহার ইংরাজি পরিচ্ছদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে, মহামনা মধুসূদন বলেন, "বন্ধুগণ! আমার বৈদেশিক পরিচ্ছদের জন্য আপনাদিগকে দুঃখিত হইতে হইবে না; আমার কোট বুট যদি কোন দিন, সাহেব হইয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, তবে একখানি দর্পণের দিকে চাহিলেই আমার সে ভ্রম দূর হইবে; আমার বর্ণই আমার জাতি স্মরণ করাইয়া দিবে।" নিম্নলিখিত কবিতায় মধুসূদন ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

নাহি পাই তব নাম বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি

---

* 'ঢাকা প্রকাশে'র ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক অনাথবন্ধু মৌলিক, মধুসূদনের ঢাকা প্রবাসের নিম্নলিখিত বিবরণটি লিখিয়াছেন ;—

'ঢাকায় মাইকেল'—মাইকেল একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে ঢাকায় আসিয়া আরমাণিটোলায় পোগজ সাহেবের বাড়ীতে থাকেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ঢাকায় দুটি সভা হয়। একটি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলগৃহে এবং অপরটি ঢাকা পোগজ স্কুলে। সে সভায় ঢাকার যাবতীয় বিশিষ্ট লোক উপস্থিত ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, গোবিন্দ রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকও ছিলেন। অভ্যর্থনা পত্রও দেওয়া হইয়াছিল। 'ঢাকা প্রকাশ' কার্য্যালয়ে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি party (সম্মিলন) হইয়াছিল। কবি গোবিন্দ রায় সে সময় 'ঢাকা প্রকাশের' সম্পাদক ছিলেন। আমি (শ্রীঅনাথবন্ধু মৌলিক) তাঁহার সহকারী ছিলাম।

'একদিন মাইকেল তাঁহার বাসায় হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ক গল্প করিতে করিতে সেখানেই একটি কবিতা লেখেন এবং কবি হরিশ্চন্দ্রও তৎক্ষণাৎ তদুত্তরে একটি কবিতা লিখিয়া মাইকেলকে দেন। কবিতা দুটি আমার মনে পড়িতেছে, 'হিন্দু-হিতৈষিণী'তে ছাপা হইয়াছিল। সে সময় ঐ কাগজের সম্পাদক কবি হরিশ্চন্দ্র ও তাঁহার সহকারী ছিলেন রাধারমণ ঘোষ।

পূর্ব্ব-বঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী ॥
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় দুর্ব্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারো, মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে;
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি!

পীড়িত অবস্থায় মধুসূদন ঢাকায় গিয়াছিলেন। তখন শারীরিক পীড়ার বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি বহু ক্লেশে কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। নিম্নে সন্নিবিষ্ট পত্র পড়িলেই তাহা জানিতে পারা যায়।

Tuesday

My dear Gour,

I was nearly dead some weeks ago and had to go to Dacca where I was detained nearly 10 days and got back with much difficulty. I hear, you have taken leave on account of bad health. I shall try to see you as soon as I can.

Here's a copy of the 'Ilias' for you. I have much to say about your son and his journey to Europe. Yours as ever.

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে শারীরিক পীড়া মধুসূদনের পক্ষে বড়ই দুঃসহ হইয়া উঠিল। মহাসহিষ্ণু মধুসূদন তাঁহার অসহিষ্ণু উত্তমর্ণগণকে নিজের অবস্থা বুঝাইয়াও স্থির রাখিতে না পারিয়া, অতি ধীরতার সহিত তাহাদের প্রপীড়ন সহ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থাতেও তাঁহার মনের মহত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাহা নিম্নলিখিত দুইটি দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে।

রাজা দিগম্বর মিত্রের ভগিনীপতি, হুগলী দেবানন্দপুর নিবাসী মুন্সী গোবর্দ্ধন দত্তের ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটে টেবিল, চেয়ার প্রভৃতির দোকান ছিল। তিনি

মধুসূদনকে বহু আসবাব সরবরাহ করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন দত্ত বলিতেন যে, তিনি যখনই মধুসূদনের নিকট তাগাদার জন্য যাইতেন, মধুসূদনের কথা শুনিয়া ও তাঁহার উদারতা দেখিয়া, তাঁহার এতদূর ক্লেশ হইত যে, টাকা চাহিবার প্রবৃত্তিই তাঁহার হইত না। একদিন তিনি উপস্থিত হইলে, মধুসূদন বলিলেন, "দত্তজা, তোমার প্রাপ্য টাকা যে পরিশোধ করিতে পারিব, সে আশা আর আমার নাই ; তা' তুমি এক কাজ কর, আমার গৃহে এই যে মহাকবিগণের অর্দ্ধমূর্ত্তি-গুলি রহিয়াছে, এ সকল আমি য়ুরোপ হইতে আনিয়াছি ; আর অনেক দুর্লভ গ্রন্থাবলীও রহিয়াছে। তুমি এ সকল লইয়া যাও। এ সকল যোগ্য ব্যক্তিকে বিক্রয় করিলে তোমার প্রাপ্য টাকা পরিশোধ হইবে।" মহৎ-হৃদয় গোবর্দ্ধন দত্ত কিছুই লইতে চাহেন না দেখিয়া, মধুসূদন তাঁহাকে আর'একদিন বলিলেন, "মুন্সী ! আমার কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা আছে, সেগুলি তবে তুমি গ্রহণ কর, তাহা ছাপাইলে নিশ্চয়ই আমার ঋণ পরিশোধ হইবে।" মধুসূদনকে বিপন্ন দেখিয়া গোবর্দ্ধন দত্ত উহাও লইতে বিরত হন। গোবর্দ্ধনের বন্ধুরা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কি করিয়া হাজার দেড়হাজার টাকা ছাড়িয়া দিবে ?" উত্তরে গোবর্দ্ধন বলিয়াছিলেন যে, "মাইকেল মধুসূদনের ন্যায় দেশবিখ্যাত মহানুভব ব্যক্তির গৃহ শূন্য করিয়া সজ্জোপকরণ লইয়া আসিতে আমি কিছুতেই পারিব না।" তিনি মধুসূদনের নিকট হইতে কোন দ্রব্যই গ্রহণ করেন নাই।

ব্যাপারীটোলা নিবাসী ডাক্তার মহেশচন্দ্র দে, মধুসূদনের বন্ধু। গোবিন্দ সরকার নামে ইঁহার কোন আত্মীয় ব্যক্তি মধুসূদনকে কতকগুলি গৃহসজ্জার উপকরণ সরবরাহ করিয়া, যথাসময়ে মূল্য না পাওয়াতে মধুসূদনের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিতে উদ্যত হইলে, ডাক্তার মহেশচন্দ্র দে, গোবিন্দ সরকারকে যৎপরোনাস্তি ভৎ'সনা করিয়া বলেন, "তোমার কি বিবেচনা বুদ্ধি নাই, তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া মাইকেল মধুসূদনের নামে নালিশ করিবার উপক্রম করিয়াছ ? তোমার প্রদত্ত দ্রব্যাদির মূল্যের ব্যবস্থা আমি করিয়া দিব। সাবধান, তাঁহাকে যেন কোনরূপ উৎপীড়ন না করা হয় !"

একবার অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে সামান্য অর্থের জন্য প্রপীড়িত করায় তিনি তাঁহার পত্নীর বিশেষ সখের একটি বহুমূল্য দ্রব্য দিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এইরূপে জীবন-সায়াহ্নে সর্ব্ব-সংহারক গ্রহবৈগুণ্যে বহু বিড়ম্বনার অধীন

হইয়া, ভগ্নস্বাস্থ্য মধুসূদন কিছুদিনের জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাইতে মনস্থ করেন। কিন্তু সে সময়ে তিনি নিঃসম্বল! সঙ্গতি না থাকায়, তিনি তাঁহার পূর্ব্বতন বন্ধু উত্তরপাড়ার জমীদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার গঙ্গাতীরবর্ত্তী সুরম্য লাইব্রেরী-ভবনে কিছুদিনের জন্য বাসের ইচ্ছা করিয়া এক পত্র লিখিলেন। ইহার পূর্ব্বে (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) আরও একবার কিছুদিনের জন্য তিনি উক্ত লাইব্রেরী-ভবনে বাস করেন। মধুসূদনের পত্র প্রাপ্তিমাত্রেই মহানুভব জয়কৃষ্ণ, "You are always welcome" বলিয়া তাঁহাকে সমাদরে আহ্বান করিলেন। মধুসূদন সপরিবারে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে উত্তরপাড়ায় আসিয়া প্রায় দেড় মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। মহাযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি ও তাঁহার পত্নী এই মর্ত্ত্যনিবাসে উত্তরপাড়াতেই কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে বিশ্রাম,—শান্তিময় ও তৃপ্তিপ্রদ হয় নাই। নিদারুণ অনাটন, মৃত্যু-বিভীষিকাপূর্ণ রোগশয্যা ও উত্তমর্ণ-দিগের প্রেরিত নিষ্ঠুর বাক্যবাণবিদ্ধ পত্রাবলী তাঁহার অন্তিম শয্যা কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছিল। উত্তরপাড়ার শেষ প্রবাসে তিনি একটি মুহূর্ত্তের নিমিত্তও শান্ত ছিলেন না কলিকাতা হইতে যে অর্থ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার উত্তরপাড়া পরিত্যাগের পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র সুধীবর রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মধুসূদনের উত্তর-পাড়া-প্রবাসকালে তাঁহার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। একমাত্র রাসবিহারীই, মহাকবির উত্তরপাড়া-প্রবাসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে মধুসূদনের প্রথম ও দ্বিতীয় বারের উত্তরপাড়া-স্মৃতি একত্র করিয়া কয়েকটি আখ্যায়িকা বিবৃত করিব। *

---

* Mr. Michael Modhu Sudan Datta came twice to Uttarpara, once in 1869 and the second and last time in 1873, to live in the first floor of the Public Library house. On both these occasions his wife and children accompanied him. During the first visit, and indeed, all through that sojourn of about three months, it could be easily perceived, that his buoyant and cheerful spirit, and his gay, lively manner amid the wreck of his fortune and the pinch of poverty, had not for a moment left him. That frankness or



রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়

উত্তরপাড়ায় অবস্থানকালে মধুসূদন তাঁহার স্বাভাবিক মধুর বচনে (যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন) সকলকেই পরিতুষ্ট করিতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীরামপুর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সহকারী সম্পাদক আলারডিস্ সাহেব (Mr. Alexander Allerdyce) তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত মধুসূদন, সাহেবের নিকট তাঁহার য়ুরোপ-ভ্রমণকাহিনী এরূপ ভাষায় বর্ণন করিয়াছিলেন যে, সাহেব চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

প্রথমবার (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) মধুসূদনের উত্তরপাড়ায় বাসকালে একদিন অপরাহ্ণে তাঁহার গান শুনিতে ইচ্ছা হইল। মধুসূদনের পত্নী পিয়ানো বাজাইতে লাগিলেন, কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ইংরাজি গান গাহিতে লাগিলেন। অবশেষে শর্ম্মিষ্ঠার জননীর কোকিলকণ্ঠ কন্যার কণ্ঠের সহিত যোগদান করিল। মধুসূদন এতক্ষণ পিয়ানোর উপর ভর দিয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিলেন; পত্নী গাহিতে আরম্ভ করিবামাত্র তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি এতদূর হর্ষে মগ্ন হইয়াছিলেন যে, নয়ন হইতে বড়-বড় ফোঁটায় অশ্রু নির্গত হইয়া তাঁহার কপোল বাহিয়া নির্ঝরের ন্যায় গড়াইতে লাগিল। তিনি শর্ম্মিষ্ঠাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, ঘন-ঘন তাঁহার

---

enthusiasm of manner which the Frenchman calls *abandon* was then, as it had been before, pre-eminently his own.···But when, in 1873, disease had been hurrying him to an untimely grave, and the gradual and conscious waste of vital power had given him warning that his end was near, a far different picture of the man, the poet, and the *galantuomo* presented itself. Then, all cheerfulness was gone, and those grand black eyes of his shone no more with the light of day, but were dimmed and dejected as it were by the sad thought of his long home; and if ever one chanced, on occasion, to find in them their former brightness, it was the sheen of the tear-drop rather, whereof they were then often so full.···The thought of the fate of his wife and children, and, more especially, of the education of the latter distracted him. A fonder husband and a fonder father it is difficult to find anywhere, I belive.—*Reminiscences of Michael M. S. Dutta—Rash Behary Mukerjee.*

মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নিকটে উপস্থিত ছিলেন; তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইংরাজি গীতি অধিকাংশ ভারতবাসার কর্ণে ঝঙ্কারময় হইলেও শ্রুতিকটু, তাহা কি করিয়া আপনাকে এতদূর মুগ্ধ ও আয়ত্বাধীন করিল?" তিনি উত্তর দিলেন ;—"I am Europeanised, as regards music; but, of course, I like Bengali songs, if not so well, at least well enough to bear to hear them sung for hours at a stretch."

উত্তরপাড়ায় একদিন কিশোরীচাঁদ মিত্র 'উত্তরপাড়া হিতকরী সভা'য় কৃষিবিদ্যা বিষয়ক বক্তৃতা দিবার জন্য গিয়াছিলেন। কিশোরীচাঁদ সদলবলে লাইব্রেরীর নিকট দিয়া যাইতে-যাইতে দেখিলেন যে মাইকেল মধুসূদন উপরের বারান্দায় রেলিংএর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের দলস্থ, মধুসূদনের পরিচিত জনৈক বন্ধু মধুসূদনকে বক্তৃতায় যোগদান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে, তিনি বক্তৃতার বিষয় 'কৃষিবিদ্যা', শুনিয়া রহস্য করিয়া বলিলেন,—"It is all humbug ; কৃষি বিষয়ে আবার বক্তৃতা কি? চাষারা কি জানে না, কি করিয়া ধান্য-রোপণ করিতে হয়। খাচ্ছ কি করিয়া? তাহাদের আবার কৃষিবিদ্যা (Agriculture) কি শিখাইবে?"

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বলেন, মধুসূদনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আদি-অন্ত ছিল না। তিনি উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে, প্রদীপ্ত ভাষায়, মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিতেন। এমন দিন, এমন ঘণ্টা ছিল না, যে দিন তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী এই তিনজনের অপরিসীম বদান্যতার বিষয়ে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ না করিতেন। তাঁহাদের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ, পরিশোধের আশা না থাকায় মধুসূদনের ক্ষোভের সীমা ছিল না।

যখন ডাক্তারি চিকিৎসায় কোন উপকার হইতেছিল না, তখন একদিন রাসবিহারী, মধুসূদন ও তাঁহার পত্নীকে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ কবিরাজ রমানাথ সেনের চিকিৎসাধীন হইবার নিমিত্ত প্রস্তাব করেন। মৃত্যু আসিয়া শিয়রে অধিষ্ঠান করিলেও, মধুসূদন দেশীয় চিকিৎসা অগ্রাহ্য করিলেন।

এই সময়ে চরম অভাবের বিকট গ্রাসে পতিত হইয়া, মধুসূদন তাঁহার

পত্নীর ৭০০৲ টাকা (£ 70) মূল্যের দুইটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্যারিস গাউন, যে কোন মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য কাতরভাবে রাসবিহারীকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

শেষ সময়ে অর্থাভাবে অনাহার উপস্থিত হইলে, অভিমানী মধুসূদন, মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে, অরুচি হইয়াছে বলিয়া, দেশীয় আহার্য্য পাঠাইতে বলিলেন। উত্তরপাড়ার কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, মধুসূদন তাঁহার টাকার অভাবের কথা তাঁহাদিগকে জানিতে দেন নাই। যে আত্ম-বিস্মরিণী প্রাণোন্মাদিনী মদিরা তাঁহার জীবন সহচরী ছিল,—রাসবিহারী বলেন,—তাহার জন্যও তিনি কাহাকেও কোন দিন কোন প্রকার অনুরোধ করেন নাই।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতেই উত্তরপাড়ায় মধুসূদন দিন-দিন হীনবল হইতে লাগিলেন। ক্রমে চলচ্ছক্তি, পরে উত্থানশক্তি বিরহিত হইলেন। কিন্তু মনঃশক্তি পূর্ব্বের ন্যায়ই ছিল।

অত্যধিক শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ তিনি চলিতে পারিতেন না। অধিকাংশ সময়েই শয্যাশায়ী হইয়া কিম্বা আরাম কেদারায় হেলান দিয়া বিশ্রামে নিমগ্ন থাকিতেন। কখন-কখন গৃহসংলগ্ন অলিন্দে বা সম্মুখস্থ ছাদে অতি অল্পক্ষণের নিমিত্ত ধীরে ধীরে পাদচারণা করিতেন। পূর্ব্বের সেই অনবদ্য স্বাস্থ্যের আর কিছুই ছিল না; কিন্তু তাঁহার সেই জন্মগত কবি-প্রকৃতির স্বভাব-সুলভ নিত্য-প্রফুল্লতা, মধুময় হাস্য এবং সুধামাখা বাক্য পূর্ব্বের মতই মধুমাখা ছিল। কখনও অসুস্থতা-প্রসূত বিরক্তিভাব, কিম্বা প্রকৃতির তীব্রতার লেশমাত্র তাঁহাতে পরিলক্ষিত হয় নাই। এই সময়ে যিনি তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, তিনিই তাঁহার মধুর আলাপে মুগ্ধ হইতেন। একটু ভাল থাকিলে মধুসূদন কখনও কাহাকেও তাঁহার সাক্ষাৎ-দর্শনে বিমুখ করিতেন না।*

---

* রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মধুসূদনের এই সময়ের অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

The few weeks that Mr. M. M. Datta was here he was in a very weak condition. He could not take any exercise or devote any time to reading···He spent most of his time if bed or in a reclining chair and sometimes took a short walk of the terrace or on the varandah. He was then a complete wreck of his former self

মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাস বসাক ও ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (Mr. W. C. Bonnerjee) তাঁহাকে উত্তরপাড়ায় প্রায়ই দেখিতে যাইতেন। ক্রমেই তাঁহার পীড়া—সাঙ্ঘাতিক মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাঁহার পত্নী হেন্‌রিয়েটাও বিষম জ্বরে আক্রান্তা হইয়া শয্যাশায়িনী হইলেন। একদিন গৌরদাস গিয়া দেখিলেন, শয্যাশায়ী মধুসূদনের মুখ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে—তিনি রোগ-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া হাঁফাইতেছেন—আর তাঁহার পত্নী জ্বরঘোরে ভূতলে লুন্ঠিতা। গৌরদাসকে গৃহে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, মধুসূদন অতি কষ্টে একটু উঠিয়া বসিলেন, প্রবল বেগে অশ্রু নির্গত হইয়া তাঁহার গণ্ড ও বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নিজের যন্ত্রণা অপেক্ষা পত্নীর শোচনীয় অবস্থা মধুসূদনের পক্ষে সমধিক মর্ম্মপীড়াদায়ক হইয়াছিল। পত্নীর রোগযন্ত্রণা দেখিয়া নিজের যমযন্ত্রণা ভুলিয়া মধুসূদন অধীর ও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই গৌরদাসকে দেখিয়াই মধুসূদন কেবলমাত্র বলিয়া উঠিলেন,—"Afflictions in battalions" তৎপরে গৌরদাস যখন অবনত হইয়া অভাগিনী হেন্‌রিয়েটাকে দেখিতে গেলেন, তখন চিরপতিপ্রাণা সাধ্বী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন,—"আমাকে ছাড়িয়া উঁহাকে দেখুন, উঁহার শুশ্রূষা ও যত্ন করুন, আমি মরিতে ভয় করি না।" গৌরদাস তৎক্ষণাৎ মধুসূদনকে সুচিকিৎসার নিমিত্ত কলিকাতায় প্রত্যাগত হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে, মধুসূদন বলিলেন যে, তিনি পর-দিবস কলিকাতায় ইটিলাতে প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।* এক্ষণে আমরা কবিকে কবি শেলীর কথায় বলি ;—

---

but he did not even for a moment lose his natural cheerfulness of disposition or show any irritability of temper. On the contrary he was always ready to amuse his visitors with a smart anecdote or humourous saying.…He did not hope to survive the illness and was fully resigned to his fate. The only subject on which he sometimes showed any anxiety was the future of his wife and children.

* গৌরদাস বসাক, উত্তরপাড়ায় মধুসূদনের জীবনের সকরুণ শেষ-দৃশ্য এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

And my heart breaks to think of the scenes I saw before death closed her and his eyes. I shall never forget the heart-rending sight I witnessed on the last occasion on which I visited Modhu in the

POET OF NATURE, thou hast wept to know
That things depart which never may return;
Childhood and youth, friendship, and love's first glow,
Have fled like sweet dreams, leaving thee to mourn.
Thou hast like to a rock-built refuge stood
Above the blind and battling multitude:
In honoured poverty thy voice did weave
Songs consecrate to truth and liberty.
Deserting these, thou leavest us to grieve,
Thus, having been, that thou shouldst cease to be.

মধুসূদনের উত্তরপাড়া-প্রবাসের সকরুণ কাহিনী শেষ হইল। তাঁহার জীবনের আশা ফুরাইয়াছে; সকল পার্থিব অভিলাষই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনরশ্মি লইয়া সেই মহাপ্রতিভা মহাক্ষোভে একবার বহুদূরগত অতীতের পানে ফিরিয়া চাহিলেন;—দেখিলেন, তাঁহার সেই সৌন্দর্য্যময়ী,

---

rooms of the Uttarpara Public Library, where he was staying for a change. He was in bed, gasping under the excruciating effects of his disease, blood oozing from his mouth, his wife lying in high fever on the floor. Seeing me enter the room, Modhu sat up a little and burst into tears. The pitiable condition of his wife had unmanned him, he heeded not his own pangs and sufferings; "*afflictions in battalions*" were the words he uttered. I knelt down to feel her pulse and temple; she pointed with her finger towards her husband, heaved a deep sigh and sobbed out in a low voice, "Look to him, tend him, leave me alone; I care not to die." Before I could insist on their immediate removal to Calcutta for better medical treatment, Modhu told me he had arranged to start on the morrow for Entally in the suburb of that city.

মধুসূদনের জীবন-চরিতে তাঁহার উত্তরপাড়া-প্রবাস অধ্যায়ে মধুসূদনের পুত্রদ্বয়ের পর্য্যুষিত অন্নভক্ষণ সম্বন্ধে একটি শোকাবহ কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা সে সম্বন্ধে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। প্রতিবারেই তিনি সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ও কথা কথাই নয়"। একখানি পত্রে তিনি আমাদিগকে এ বিষয়ে লিখিয়াছিলেন;—"উত্তরপাড়ায় তাঁহার (মধুসূদনের) মহত্বোচিত মর্য্যাদা, সম্মান, আদর, যত্ন প্রভৃতির কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নাই।"

কল্পনাময়ী, কবিত্বময়ী ধরণীর পরাগ-কেশর-কুঙ্কুমাস্তীর্ণ সুখশয্যা শ্মশানের ভস্মাসনে পরিণত !! মহাপ্রস্থানের পথে মুক্তানিভ শেষ অশ্রুবিন্দু মুছিতে মুছিতে, সেই ঘনঘোর জীবন-নিশীথে জীর্ণদেহ, মুমূর্ষু মহাকবি ও তাঁহার ইহজীবনের চির দুঃখভাগিনী মৃতকল্পা জীবনসঙ্গিনী উভয়ে মিলিয়া এ বিষজ্বালাময়ী মর্ত্ত্যহুতাশের শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগের জন্য, বজরারোহণে কলিকাতাভিমুখে ধীরে—নীরবে যাত্রা করিলেন। এই তাঁহার শেষ যাত্রা ! পতিতপাবনী সুরধুনী আর তাঁহার ভক্ত সন্তানকে কোলে করিতে পান নাই; ভাগীরথীতীরে কবির চিতানলও তিনি দর্শন করিতে পান নাই; কবির জ্বালাপীড়িত শেষ অস্থিখণ্ডও তাঁহার বক্ষে পতিত হইয়া জুড়াইতে পায় নাই। সেই দিন যে তরণী গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়াছিল, তাহা আর উত্তরপাড়ার তীরে লাগিল না। যে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ গঙ্গাতীর হইতে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল, তাহা আর স্বজাতি স্কন্ধারূঢ় হইয়া পতিতপাবনীর তীরে আসিল না।

বিংশ অধ্যায়

আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে গমন—পত্নী বিয়োগ—কবির ধর্ম্মভাবের আলোচনা—অন্তিম শয্যায় ধর্ম্মভাবের বিকাশ—পরলোক-প্রাপ্তি—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধি।

(১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ)

মধুসূদন ও তাঁহার পত্নী উত্তরপাড়া হইতে পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে ইটিলীস্থ বেণিয়াপুকুর রোডের বাটীতে প্রায় দুই-তিন সপ্তাহ অবস্থান করিয়াছিলেন।* সর্ব্বসুখগ্রাসিনী ব্যাধি মধুসূদনকে পৃথিবী-বক্ষ

---

* মধুসূদনের পীড়ার কথা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছিল। সে সংবাদে কবির স্বদেশবাসীরা তাঁহার জন্য প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ সালের 'হালিসহর পত্রিকায়' তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি প্রকাশিত হয়,—

ভীষণ শেলের সম বাজিল হৃদয়ে,
শুনিলাম যবে, ওহে বঙ্গ কবিরাজ ;
প্রাণহন্তা রোগ আসি ঘেরেছে তোমায়।
চারিদিক অন্ধকার করিনু দর্শন,
তিতাইনু ধরণীরে নয়ন সলিলে ;
ভাবিনু মনেতে বুঝি এতদিন পরে,
অভাগিনী বঙ্গভাষা গেল ছারখারে ;
কবিতা কানন হতে তুলি নানা ফুল,
কে আর সাজাবে তারে মোহনিয়া সাজে ;
সাজায় প্রতিমা যথা পটু সজ্জাকর ;
বিধির কৃপায় আজি সে আশঙ্কা মম
হইল বিলয়, যথা সলিল বুদ্বুদ।
দীর্ঘজীবী হয়ে এবে হে কবিতিলক !
রচ কাব্য মধুচক্র, এ প্রার্থনা করি !*

---

* কিছু দিবস হইল কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত অত্যন্ত উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হয়েন ; কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি এক্ষণে তাহা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ; তদুপলক্ষে উপরিউক্ত কবিতাটি রচিত হইয়াছে।—কিন্তু হায়, এই কবিতারচনার ঠিক এক মাস পরে উক্ত কবিতা-লেখককে মধুসূদনের বিয়োগ-গাথা রচনা করিতে হইয়াছিল।

হইতে সত্বর অপসারিত করিবার নিমিত্ত ভীষণা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। আরোগ্যলাভের সমস্ত পার্থিব চেষ্টাই তাহার প্রচণ্ড প্রকোপের সম্মুখে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছিল। পতি-পত্নী উভয়েই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছেন; কে কাহার সেবা শুশ্রূষা করিবেন, কে কাহার মুখে জলগণ্ডূষ দিবেন, কে কাহার ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন? দুইজনেরই চক্ষু মৃত্যু-আবেশে মুদিয়া আসিতেছে; কে কাহার দিকে চাহিয়া দেখিবেন? শেষাশ্রু বিজড়িত চক্ষে পরস্পরের দিকে চাহিয়া শেষ বিদায় লইবার শক্তিও আর কাহারও ছিল না। কে কাহাকে বিদায় দিবেন? অন্তিম আহ্বানের ঘণ্টাধ্বনি উভয়ের শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইয়াছে,—উভয়কে যে একসঙ্গেই যাইতে হইবে।

হেন্‌রিয়েটা যদি সুস্থ থাকিতেন, তাহা হইলে মধুসূদন পত্নীর সেবা-শুশ্রূষা লাভ করিয়া, ইটিলীর বাটীতেই তনুত্যাগ করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। বেণিয়াপুকুরের বাটীতে মধুসূদনের সুচিকিৎসা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া, তাঁহার বন্ধুগণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। যাহাতে অন্তিমকালে মাইকেল মধুসূদনের চিকিৎসা ও সেবার ত্রুটি না হয়, তজ্জন্য ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ও মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ ডাঃ গুডিভ চক্রবর্ত্তী পরামর্শ করিয়া, মধুসূদনকে জেনারেল হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার বাসনা করিলেন।* কিন্তু তাহাতেও এক অন্তরায় ছিল। জেনারেল হাসপাতালে ইংরাজ ও য়ুরোপীয়েরাই চিকিৎসিত হইতেন। সে সময়ে য়ুরেশীয়ান, য়িহুদী, পার্শী, এবং বিলাত-প্রত্যাগত দেশীয় খ্রীষ্টানদিগকে সেখানে লওয়ার রীতি ছিল না। কিন্তু ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তীর এবং অন্যান্য দুই-একজন উচ্চ ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারীর বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে Alipore General Hospitalএ Indoor patient করা হইয়াছিল। কাযেই পূর্ব্বোক্ত অন্তরায় বিদূরিত হইয়াছিল। তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-চিকিৎসক ডাঃ পামার (W. J. Palmer M. D.) জেনারেল হাসপাতালের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে মধুসূদনের পরিবারে চিকিৎসা করিতেন বলিয়া,

* সেই সময়ে আলিপুরে সিভিলিয়ান ইংরাজদিগের চিকিৎসার জন্য জেনারেল হাসপাতাল নামে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসালয় ছিল। ইহার বর্ত্তমান নাম প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল।

ইঁহার সহিত মধুসূদনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুতরাং মধুসূদনের পক্ষে সে সময়ে যতদূর পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট চিকিৎসা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার ত্রুটি হয় নাই। মধুসূদনের পত্নী হেন্‌রিয়েটা ইটিলীর বাটীতে তাঁহার জামাতা ফ্লয়েড সাহেবের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া চিকিৎসিত হইতে লাগিলেন। মধুসূদনকে সেবা করিবার কণামাত্রও শক্তি তাঁহার ছিল না।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষভাগে মুমূর্ষু মধুসূদনকে তাঁহার কুটুম্ব ও বন্ধুগণ জেনারেল হাসপাতালে লইয়া গেলেন। চিররুগ্না, মৃত্যুশয্যাশায়িনী, চিরদুঃখিনী পত্নীকে একাকিনী পরাবসথে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় মৃতকল্প মহাকবির মনের ভাব যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার শক্তি আমাদের নাই। মধুসূদনের হৃৎপিণ্ড, বক্ষের অস্থি সমস্তই চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, নয়নাশ্রু ও শোণিত শুকাইয়া গিয়াছিল, নয়ন নিষ্প্রভ, অধর নির্ব্বাক্‌ ও হৃদয় নিস্পন্দ হইয়া জড়বৎ হইয়া গিয়াছিল! তিনি কেবল রুদ্ধবক্ষে, শুষ্কনেত্রে পত্নীর নিকট চিরবিদায় লইয়া গিয়াছিলেন! ইহাই তাঁহার অনন্তের পথে মহাযাত্রা! এ পথেও তিনি কোন সহযাত্রীর আশা করেন নাই! কিন্তু তাঁহার মর্ত্ত্য-নিবাসের জীবন-সঙ্গিনীই পূর্ব্বগামিনী হইয়া, তাঁহার পরলোকের পথেও চিরসঙ্গিনী হইয়াছিলেন।

মধুসূদন চিকিৎসালয়ে আনীত হইলে, তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত চিকিৎসক ডাঃ পামার তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। যাহাতে মধুসূদনের পরিচর্য্যার ব্যাঘাত না হয়, এই নিমিত্ত তিনি শুশ্রূষাকারিণীদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। মহানুভব মধুসূদন তাঁহাদের পরিচর্য্যায় এতদূর সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এক পূর্ব্বতন মুন্সী তাঁহাকে দেখিতে আসিলে, তাহাকে বলিয়াছিলেন, —"আহা, ইহাদের সেবা-শুশ্রূষার অন্ত নাই। আমি যদি পূর্ব্বে এখানে আনীত হইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় এ যাত্রা বাঁচিতাম!"

মধুসূদন যে কয়দিন হাসপাতালে ছিলেন, সে কয়দিন, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট বন্ধুবর্গ, এবং অনেক পরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে প্রত্যহই দেখিতে যাইতেন। তিনি তাঁহাদের সহিত নিজের অতীত জীবনের আলোচনা করিতেন, এবং অনেককে সদুপদেশ দিতেন। যখন একটু ভাল থাকিতেন, তখন তাঁহার স্বভাবজাত সরস কথাবার্ত্তায় সকলকে

বিমোহিত করিতেন। তাঁহার অবস্থানে সেই নিরানন্দ রোগী-নিবাস ক্ষণেকের তরে প্রফুল্ল-শ্রী ধারণ করিয়াছিল! কোন বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, "হাসপাতালের লোকেরা বলিয়াছিল যে ;—এখানে যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের জন্য আমাদের দুঃখ হয় না; কিন্তু ইঁহার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি; কারণ এখানে অল্প কয়দিন মাত্র থাকিয়া ইনি আমাদিগকে বড়ই আমোদে রাখিয়াছিলেন; ইনি মধ্যে-মধ্যে এরূপ চমৎকার কথোপকথন করিতেন, যাহাতে আমরা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতাম। কারণ, সেই শোচনীয় শারীরিক অবস্থাতেও ওরূপ আনন্দে ও মধুর প্রকৃতিতে থাকা বড়ই বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।" এ সম্বন্ধে জনৈক অশীতিপর ব্যবহারাজীব বলিয়াছিলেন,—"He (Michael) had still light in his eyes and wit and humour on his tongue."

হাসপাতালে আসিয়া মধুসূদন প্রথমে দুই-চারি দিন একটু ভাল ছিলেন; প্রত্যেক দর্শনার্থীকেই তিনি ধীরে ধীরে অতি মধুর বচনে আপ্যায়িত করিতেন। আমরা শুনিয়াছি, মধুসূদনের পরিচিত এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ তাঁহার কোন প্রিয়পাত্রের সহিত তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া অন্যত্র বাটী ভাড়া করিয়া শুশ্রূষাকারিণী (Nurse) ও ইংরাজ চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার চিকিৎসা করাইতে চাহিয়াছিলেন। মধুসূদন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"এখানে আমার চিকিৎসার কোন অসুবিধাই হইতেছে না, তোমার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।" মধুসূদন স্বীকার না করাতে ব্রাহ্মণ বড়ই গোলযোগ ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন। মধুসূদন গম্ভীর ভাবে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি এখানে ওরূপ বালকের ন্যায় ক্রন্দন ও গোলযোগ করিও না। এ সাহেবদিগের হাসপাতাল; তোমার গোলমালে তাঁহাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিলে তাঁহারা বিরক্ত হইতে পারেন। তুমি স্থির হও।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার বন্ধুকে অঙ্গুলীর দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন।

চিকিৎসালয়ের শুশ্রূষাকারিণীরা মধুসূদনের মধুর কথায় ও মধুর ব্যবহারে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে অপরিসীম যত্ন করিতেন। তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে না পারিয়া, দানশৌণ্ড মধুসূদন এতই ব্যাকুল হন যে, তাঁহাদিগকে প্রত্যহ এক-একটি টাকা পুরস্কার দিতে মনোমোহন ঘোষকে

সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন! মনোমোহন ঘোষও তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

একদিন মনীরুদ্দীন নামে তাঁহার এক মুন্সী কয়েক প্রকার ফল ও পুষ্প লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিল। মধুসূদন যখন তাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন জনৈকা শুশ্রূষাকারিণী তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। মধুসূদন মুন্সীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিকট কিছু আছে কি?" মুন্সীর নিকটে মাত্র দেড় টাকা ছিল। সে পকেট হইতে তাহা বাহির করিলে, মধুসূদন উহা তাঁহার বৃদ্ধ ও মধ্যম অঙ্গুলীর অগ্রভাগে ধারণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ "Here is something for you" বলিয়া সেই শুশ্রূষাকারিণীকে প্রদান করিলেন।

এদিকে ত মধুসূদনের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা। ওদিকে বেণিয়াপুকুরে তাঁহার পত্নীর রোগের অবস্থা চরম সীমায় উপনীত হইল। স্বামী-বিরহিতা অভাগিনী মৃত্যুশয্যায় মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন, বৃহস্পতিবার, স্বামীর মৃত্যুর তিনদিন পূর্ব্বেই মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া, এই অশান্ত সংসারের চির-অশান্ত মধুসূদনের নিমিত্ত শান্তির নীড় রচনা করিবার জন্য, অধীরা হইয়া পলায়ন করিলেন। মধুসূদন পত্নীর সহিত পৃথিবীতে শেষ সাক্ষাৎ করিতে পান নাই। তাঁহার সতীলক্ষ্মী পত্নীর শবদেহ সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত জে. লিউইস্ এণ্ড কোম্পানী (J. Lewis and Co. Under-takers) তাঁহাদের শববাহী শকটে লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে লইয়া গেলেন। তাঁহার পুত্রকন্যা, জামাতা ও অন্যান্য আত্মীয় ও কুটুম্বগণ, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ দেশীয় ও য়ুরোপীয় বন্ধুগণ, ধীরে-ধীরে সাশ্রুনয়নে শবাধারবাহী শকটের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন; এবং সমাধির সময়ে মধুসূদনের চিরক্লেশভাগিনী দয়িতার জন্য শেষাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেণ্ট জন গির্জ্জার প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য রেভারেণ্ড ডব্লিউ. সি. ব্রমহেড্ (Rev. W. C. Bromehead, Senior Chaplain, St. John's Church) হেন্‌রিয়েটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

পতীপরায়ণার আদর্শ, রমণীরত্ন এমিলিয়া হেন্‌রিয়েটা সোফিয়ার কথা আমরা পূর্ব্বে কয়েক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি। পুনরুল্লিখিত হইলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, এমন নিত্যঅভাবপূর্ণ সংসারের গৃহিণী হইয়াও, তিনি পতিগতপ্রাণা

হিন্দু-রমণীর ন্যায় পতির সঙ্গে চিরদুঃখভাগিনী হইয়াছিলেন। অম্লান বদনে সংসারের সকল জ্বালাই সহ্য করিয়াছিলেন; একটি মুহূর্ত্তের নিমিত্ত কখনও ক্ষোভ বা বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। মধুসূদনের দুরন্ত অর্থকৃচ্ছ্রতায় তাঁহার যাবতীয় সৌখীন দ্রব্য, বহু মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার সকলই অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। নিজে একটি দিনের জন্যও সুখের প্রয়াসী ছিলেন না। কি করিলে মধুসূদন শান্তচিত্তে জীবন-যাপন করিতে পারেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল। নিজের পীড়া, নিজের চিকিৎসা ও নিজের মৃত্যু গণনার মধ্যেই আনেন নাই! নিজে মৃত্যুশয্যাশায়িনী হইয়াও স্বামীর জীবন যাহাতে রক্ষা পায়, সেই দুর্ভাবনায় তিনি অধীরা হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছিলেন। এ হেন সতীসাধ্বী ললনার স্বামী-বিরহ কে ঘটাইতে পারে? স্বয়ং মহাকালও তাঁহার ভয়ে ভীত। মধুসূদনের নানা ক্লেশে তিনি ইহলোকে চিরজীবন উদ্বিগ্না ছিলেন। পাছে মধুসূদন পরলোকেও বিপন্ন হন, এই নিদারুণ উদ্বেগে চিরভীতা সতী স্বামীর মহাযাত্রার প্রাক্কালে ত্বরিত গতিতে অগ্রগামিনী হইয়া, 'সুবর্ণ দেউটী' হস্তে স্বর্গের পথ আলো করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আবার এ দিকে স্বয়ং বিধাতার বিধানে পৃথিবীতলে একই সমাধিগর্ভে তাঁহার শবদেহ পতিপার্শ্বশায়িনী হইয়া বহু যন্ত্রণার পর সুখবিশ্রামে চিরসমাহিত হইয়া রহিয়াছে। মধুসূদনেব কথায় ;—

Pent in each other's arms in balmy rest
In bliss without alloy—

হেন্‌রিয়েটার সমাধির পর সন্ধ্যার সময় আষাঢ়ের প্রাবৃট প্রকৃতি ঘনঘোর হইয়া উঠিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। অবিরাম বৃষ্টির ধারা মেদিনী শীতল করিতে লাগিল। যেন মহা-জ্বালা-নির্ব্বাণের পর মহাশান্তি আসিয়া সতীকুলরাণীকে শান্তি ও তৃপ্তি দান করিল।

হেন্‌রিয়েটার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মধুসূদনের এক পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রবৃষ্ট হইয়া, স্বীয় প্রভুকে তাঁহার পত্নীবিয়োগ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। মুমূর্ষু, আর্ত্ত মধুসূদন শুষ্ককণ্ঠে, রুদ্ধস্বরে কেবল বলিলেন, "জগদীশ! আমাদিগের দুইজনকেই একত্র সমাধিস্থ করিলে না কেন? কিন্তু আমার আর অধিক বিলম্ব নাই, আমি সত্বরই হেন্‌রিয়েটার অনুবর্ত্তী হইব।" এই

শোক সংঘাতেই মধুস্দনের জীর্ণ বক্ষ-পঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেল! যিনি পৃথিবীতে সকল দুঃখেই হিমালয়ের ন্যায় অটল ছিলেন, পত্নী-বিয়োগরূপ বজ্রাঘাতে তিনি একেবারে বালুকাস্তূপের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন!

সেই নিশীথের ঘন অন্ধকারে, বিষাদক্লিষ্ট হৃদয়ে, ম্লান বদনে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, মধুস্দনের দুইজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আলিপুরের চিকিৎসালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন।*

ঘোর অন্ধকারে ধরিত্রী সমাচ্ছন্ন; চন্দ্রতারকাশূন্যা প্রকৃতির বিষাদ-বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি, ভয়ঙ্করী ভৈরবীর ন্যায় নিবিড় কুন্তল জালে ব্রহ্মাণ্ড ছাইয়া ফেলিয়াছে! অন্ধকার দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া, চক্ষু ধাঁধিয়া বিদ্যুৎরশ্মি মুহুর্মুহু জ্বলিতেছে ও নিবিতেছে—আবার ক্ষণে ক্ষণে সুধীর ধারায় বারিবর্ষণ হইতেছে। মনোমোহন ঘোষ দেখিলেন—চারিদিক নীরব, গম্ভীর ও জনকোলাহলশূন্য; প্রখর বাত্যায় চিকিৎসালয়ের কোন-কোন কক্ষের লণ্ঠনের ক্ষীণ বর্ত্তিকালোক নিবিয়া গিয়াছে; কোন-কোন কক্ষের ল্যাম্প স্তিমিত মৃদুরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। দুর্ব্বল আতুর এলায়িত দেহে সুপ্তির ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; কেহ বা শয্যোপরি শয়ন করিয়া আছেন; কাহাকেও মাতৃরূপিণী শুশ্রূষাকারিণী ঔষধ সেবন করাইতেছেন; কাহাকেও বা ব্যজন করিতেছেন।—আবার কোন-কোন কক্ষে শোকাবহ মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য! কেহ বা রোগ-যন্ত্রণায় থাকিয়া থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছেন। কোন রোগীর অন্তিম অবস্থা দেখিয়া তাঁহার আত্মজন নীরবে শোকাশ্রু মুছিতেছেন। কোন মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ধর্ম্মযাজক পাদরী তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া স্বর্গের আশ্বাস দিতেছেন। মনোমোহন ঘোষ দ্বিতলে উঠিয়া মধুস্দনের কক্ষাভিমুখে গমন করিতে-করিতে তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, "একজনকে ত সমাধিস্থ করিয়া আসিলাম; কে জানে, আবার কখন আর একজনকে সমাধিভূমে লইয়া যাইতে হয়! কি ভয়ঙ্কর রাত্রি!"

তাঁহারা ধীরে-ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মধুস্দনের কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া

* ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্যামাধব রায়কে বলিয়াছিলেন যে সেই তামসী রজনীর স্তব্ধ গম্ভীর এবং শোকাবহ দৃশ্য, তিনি জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন নাই।

দেখিলেন, মুমূর্ষু মধুসূদন মুদিত নেত্রে শয্যায় শায়িত হইয়া আছেন। জনৈক বালক-ভৃত্য তাঁহার শয্যাতলে বসিয়াছিল। তাঁহাদের পদশব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র মধুসূদন চক্ষু চাহিয়াই অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মনোমোহন, সকল ত ভদ্রোচিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে? কোনও ত্রুটি ত হয় নাই? কে কে, উপস্থিত ছিলেন? বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্র ও দিগম্বর উপস্থিত ছিলেন কি?" মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, "সকলই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে; কোন ত্রুটিই হয় নাই। বিদ্যাসাগর প্রভৃতিকে সংবাদ প্রেরণের সময় হয় নাই।" এই কথা শুনিয়া মধুসূদন কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে মনোমোহনকে বলিলেন, "তুমি ত সেক্সপিয়ার পড়িয়াছ,—সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয়?" মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, "কোন কয়টি পংক্তি?"—মধুসূদন বলিলেন,—"লেডী ম্যাক্‌বেথের মৃত্যুতে ম্যাক্‌বেথ যাহা বলিয়াছিলেন? আমার স্মৃতিলোপ হইয়া আসিতেছে, কোন কথাই আর আমার স্মরণ হয় না।" এই বলিয়াই তিনি ম্যাক্‌বেথের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিগুলি সুস্পষ্ট রূপে আবৃত্তি করিলেন;—

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out—brief candle,
Life's but a walking shadow; a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing—

মৃতকল্প মধুসূদনের মুখে উক্ত প্রাণময় আবৃত্তি শুনিয়া মনোমোহন ঘোষ বিচলিত হইয়া বলিলেন, "এ সকল কথায় কাজ নাই। আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন, চিন্তা নাই।" এই কথায় ঈষৎ হাসিয়া মধুসূদন বলিলেন, "ডাঃ পামার অদ্য যখন আমার প্লীহা যকৃতের অবস্থা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে আসেন, তখন আমার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে নিতান্ত অনিচ্ছায় জানাইয়াছেন যে, আর দুই তিন দিনের মধ্যেই আমাকে ইহজগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে। অতএব ভাবিয়া

দেখ, আমার দিন, ঘণ্টা, মিনিট সীমাবদ্ধ। You see, Monu, my da are numbered, my hours are numbered even my minutes are numbered." এক্ষণে আমার এই শেষ অনুরোধ "তোমার অন্ন থাকিলে যেন আমার পুত্র দুটি তোমার পুত্রগণের সহিত অন্ন পায়। তুমি যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্তমনে প্রাণত্যাগ করিতে পারি। If you have one bread, you must divide it between yourself and my children; if you say, you will, I depart with consolation." প্রত্যুত্তরে মনোমোহন ঘোষ বলিলেন;—"আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যদি আমার পুত্রগণ একমুষ্টি খাইতে পায়, তাহা হইলে তাহারা আপনার পুত্রদ্বয়কে না দিয়া কখনও খাইবে না। Certainly, I assure you, so long as my children have bread to eat, they shall divide it with yours". এই কথায় পুলকপূর্ণ হইয়া, মনোমোহনের হস্ত ধারণ করিয়া মধুসূদন আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "God bless you, my boy." তৎপরে মনোমোহন ও বন্ধুদ্বয় সাশ্রুনয়নে বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

ক্রমেই মধুসূদনের অবস্থা মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল। পত্নীবিয়োগের পর হইতেই তাঁহার পীড়াসমূহের আর লাঘবের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল না। মধুসূদন বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, এইবার পৃথিবীর অন্য সকল মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রিয়তমা দয়িতার অনুসরণ করিতে হইবে। তাঁহাকে আর এ পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে না। তিনি এজন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। এক্ষণে নীরবে শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রেভারেণ্ড চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মধুসূদনের বহুদিন হইতে বিশেষ বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। মধুসূদনের উত্তরপাড়ায় অবস্থিতিকালে চন্দ্রনাথ তাঁহাকে প্রায়ই দেখিতে যাইতেন। মধুসূদন যে কয়দিন জেনারেল হাসপাতালে ছিলেন, রেভারেণ্ড চন্দ্রনাথ প্রায় প্রতিদিনই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। পূর্ব্বে মধুসূদনের সহিত চন্দ্রনাথের সাহিত্য ও নানা বিষয়ে আলাপ হইত; কিন্তু চিকিৎসালয়ে মধুসূদন তাঁহার সহিত কেবলই ধর্ম্মালাপ, ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত মহাকবির অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহার চক্ষে স্বর্গের জ্যোতিঃ বিকশিত করিয়া-

ছিল। সেই সময়ে তিনি আক্ষেপ করিয়া চন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, "চন্দ্রনাথ! জীবনে বহু সাধারণ-হিতকর কার্য্য করিয়া যাইবার আমার অভিপ্রায় ছিল; সুযোগ-সুবিধা এবং শক্তি-সামর্থ্যও যথেষ্ট ছিল; কিন্তু অবস্থা-বিপর্য্যয়ে বহু বিড়ম্বনার অধীন হইয়া আমার জীবনের বহু সঙ্কল্প অপূর্ণ রহিয়া গেল!" রেভারেণ্ড চন্দ্রনাথ মধুসূদনের অন্তিম সময়ে তাঁহাকে যথাসাধ্য শান্তি ও সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন।

এস্থলে প্রসঙ্গতঃ মধুসূদনের ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহান্ বিশ্বের কবি হইয়া, বিশ্বকাব্য অধ্যয়নে ও আলোচনায় জীবন-যাপন করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন নানাদেশীয় ভাষা শিক্ষায় ও আইন অধ্যয়নে তাঁহার জীবনের বহুকাল-ব্যয়িত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি ইংরাজি, গ্রীক ও হিব্রুভাষায় বহু ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ও আধুনিক বাইবেল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি New Testament গ্রীক ভাষায় পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু এত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি যে কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। কোন খ্রীষ্টীয় লেখক লিখিয়াছেন,—

"মাইকেল মধুসূদনের আন্তরিক গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা কি ছিল, তাঁহার আত্মিক উৎকণ্ঠা কি ছিল এবং কোথায় বা তাঁহার মন ও আত্মা সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইয়াছিল, তাহা কেবল যিনি মনুষ্যান্তর্যামী, তিনিই জানিতেন, কোন মনুষ্য নহে।"

বাস্তবিক মধুসূদনের ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা, বড়ই দুরূহ সমস্যা।* কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের আকর্ষণ কবিতার দিকে এতই প্রবল ছিল যে,

---

* এস্থলে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, মধুসূদনের ধর্ম্মভাব লইয়া হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নানা শ্রেণীর লোকে নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়-সংশ্লিষ্ট, কয়েকটি লেখক, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থত্রয়ে তৎসম্বন্ধে এমন কয়েকটি কথা প্রচার করিয়াছেন যে, সে গুলির কোন মূল্য নাই ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে লিখিত আছে যে, 'মাইকেল শ্রীমধুসূদন' খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্য অনুতপ্ত হইয়া, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে যান; শ্রীমধুসূদন যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে তত্ত্ব-কথা বলিতে বলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের সহস্র চেষ্টাতেও তাঁহার শ্রীবদন হইতে বাক্য নির্গত হইল না। গ্রন্থে আছে;—

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপর সমস্ত বিষয়ই তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। কবিতাই সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ; তাঁহার এই বদ্ধমূল ধারণা কিছুতেই কম্পিত, বিচলিত বা দমিত হয় নাই। আদালতে মোকদ্দমা করিতে-করিতে তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে বিচারকদিগের সম্মুখে সময়োপযোগী কবিতার আবৃত্তি করিতেন। এমন কি,

---

দেখ প্রভুদেব হেথা, বলিবারে যান কথা,
শ্রীবদনে নাহি পান বাট।
কত চেষ্টা বারে বারে, কে যেন রসনা ধ'রে,
বদ্ধ করে অধরকপাট॥
নীরবে ক্ষণেক গেলে, বলিলেন মাইকেলে,
তত্ত্ব কথা বলিবারে মন।
কিন্তু তত্ত্ব নাহি জানি, অধরে না আসে বাণী,
না আমারে করে নিবারণ॥ ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে উপবিষ্ট জনৈক শাস্ত্রী শ্রীমধুসূদনকে তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তরে বলেন যে উদরান্নের জন্য তিনি ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন। মধুসূদন-সংক্রান্ত এই বিষয়টি 'রামকৃষ্ণ চরিতে' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে' ভিন্ন ভিন্ন রকমে লিখিত আছে। একটির সহিত অপর গ্রন্থে লিখিত বিবরণের সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কর্ত্তব্য বোধে, প্রতিবাদস্বরূপে এ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা এস্থলে বলিতে হইতেছে যে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পত্তিশালী বিখ্যাত উকীল রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বনের পূর্ব্বে তিনি রাজভোগে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে পেটের জ্বালায় খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং উক্ত ধর্ম্মগ্রহণ তাঁহার অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগের পরিচায়ক। সে অনুরাগ তাহার অর্থাভাব বা পার্থিব দুঃখমোচনের জন্য নহে। তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের উদ্দেশ্য তিনিই জানিতেন, এ পর্য্যন্ত উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন রহস্য-কন্দরে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

পরন্তু এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিতকারেরা যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি সম্ভবতঃ স্বকপোলকল্পিত কিম্বা শূন্যগর্ভ জনরবের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা শুনিয়াছি যে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস তাঁহাদের কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে মধুসূদনকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান। কিন্তু মহাত্মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তখনও পরমহংস রূপে প্রকট হন নাই। তাঁহার অন্তর্জ্যোতিঃ তখনও এরূপ বিকশিত হয় নাই যে, তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া অপর ধর্ম্মাবলম্বী কোন মহাপুরুষ, তাঁহার নিকট ধর্ম্মকথা শুনিতে গমন করিবেন। তখন তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে মহাকালীর পূজক ছিলেন, এবং তাহার অনেকদিন পরে বিশ্বজননীর

একসময়ে কৃষ্ণনগরে গিয়া যখন কবিতা রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন অকস্মাৎ তত্রত্য গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি বিচলিত হইয়া বলেন, "ভগবৎ আরাধনার জন্য আহ্বান মহান্ বিশ্বে নিরন্তর হইতেছে— তাহার জন্য আবার ঘণ্টাধ্বনি কেন?" শতদলের নিম্নস্থ স্বচ্ছ বারির ন্যায়, মৃত্তিকাপ্রোথিত হীরকখণ্ডের ন্যায় যে ধর্ম্মরত্ন মধুসূদনের হৃদয়-গুহায় অতি সঙ্গোপনে নিহিত ছিল, তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাহা কি উজ্জ্বল জ্যোতিঃই বিচ্ছুরিত করিয়াছিল!

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। "শ্রীম"-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থে লিপিত আছে যে, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পরমহংসের নিকট অতি অল্পমাত্র লোকের গতিবিধি ছিল। সেই তাঁহার প্রথম প্রকটারম্ভ। পরে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি পূর্ণরূপে প্রকট হইলে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁহার অনাবিল ধর্ম্মানুরাগের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার কথামৃত শ্রবণ করিতে যাতায়াত আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহার নয় বৎসর পূর্ব্বে মধুসূদন মানবলীলা সম্বরণ করিয়া সাধনোচিত যোগ্যলোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। পরমহংসের চরিত-লেখকদিগের এইরূপ বিষয়ের অবতারণায় তাঁহার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি না হইয়া বরং লাঘবই হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মহদ্‌ভাবে অনুপ্রাণিত সনাতন হিন্দুধর্ম্মকেও জগতের চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আর অন্যপক্ষেও মধুসূদনের ধর্ম্ম বিষয়ে সরল বিশ্বাস, নির্ভীকতা ও আন্তরিকতার অণুমাত্র হ্রাস হয় নাই। যাঁহারা মধুসূদনের জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তাঁহারা বলেন, তিনি কখনও ক্ষণেকের জন্যও তাঁহাদের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণের নিমিত্ত অনুতাপ করেন নাই; বরং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অসীম দৃঢ়তা ও অমিত তেজস্বিতার সহিত নিজমতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির' উক্ত কল্পিত বিষয়টি পরবর্ত্তী চরিত-লেখকেরাও নানা শাখা-প্রশাখা দিয়া তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

উত্তরপাড়ার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে আমরা এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এইস্থলে অবিকল লিপিবদ্ধ হইল; "তিনি (মধুসূদন) খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার মনে যে কোন অশান্তি, উদ্বেগ বা অনুতাপ আছে, এরূপ ভাব তাঁহার মনে মুহূর্ত্তের জন্য কখনও আসে নাই। তিনি করযোড় করিয়া যে কাহারও নিকটে যাইবেন, এরূপ পাত্রই তিনি ছিলেন না। তিনি পরমহংসের নিকট গমন করিয়াছিলেন, এ কথা কথাই নয়। তাঁহাকে বিখ্যাত কবিরাজ রমানাথ সেনের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে অনুরোধ করিলে তিনি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া কখনও নিজের গৌরব লাঘব করেন নাই। মধুসূদনের সেখানে যাওয়া ত দূরেরই কথা, তিনি জীবনে রামকৃষ্ণের নামও কখন শ্রবণ করেন নাই। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে তাহা সর্ব্বতোভাবে অলীক রচনা মাত্র।"

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার কি মত, তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক পুস্তক পাঠ করিয়া মাথাটা ঝামা করিয়া ফেলিয়াছি, তত্রাচ ইহার প্রকৃত রহস্য যে কি, তাহা আজও ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।" ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার মতামত কখনও ঠিক বুঝা যায় নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাঁহাকে কখনও কোন কথা বলিতে শুনা যায় নাই। তিনি মহাপ্রাণ ছিলেন; তিনি সকল ধর্ম্ম ও সকল সমাজকেই আপনার ভাবিতেন; তাই তিনি কোন সমাজের সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। হিন্দু-সমাজের চূড়ামণি ব্রাহ্মণকেও বলিতে শুনিয়াছি, খ্রীষ্টধর্ম্মের আবরণে মধুসূদন একজন পূর্ণ হিন্দু ছিলেন। রেভারেণ্ড ডাক্তার ম্যাক্‌ডোনাল্ড একটি বক্তৃতায় মধুসূদনের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "He drew his inspirations from Jesus of Nazareth and from the well of purity." তাঁহাদের এ সকল কথা মধুসূদনের প্রতি তাঁহাদের গভীর অনুরাগের পরিচায়ক। মধুসূদনের ধর্ম্মভাব এত নিগূঢ়ভাবে তাঁহার হৃদয়-কন্দরে নিহিত ছিল যে, অপরের তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা ছিল না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ের কথা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি কাহাকেও বলেন নাই।*

---

* মধুসূদনের ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে মধুসূদনের হিন্দু ও ব্রাহ্ম চরিত-লেখকগণের প্রতিবাদ করিয়া 'সম্মিলনী' নামক বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সমাজ-সম্মিলনীর মাসিক পত্রিকায় "মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি খৃষ্টে অবিশ্বাসী ছিলেন?" নামক ধারাবাহিক বিস্তৃত প্রবন্ধে জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ নানা যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া মধুসূদনকে যথার্থ খ্রীষ্টবিশ্বাসী পুরুষ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরাও মধুসূদনকে কখনও কোথাও অবিশ্বাসী বলি নাই; বরং খ্রীষ্টধর্ম্মে তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল; এ কথা আমরা বলিয়াছি। শ্রদ্ধেয় ঘোষ মহাশয় বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া কবির ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে সুদীর্ঘ ধারাবাহিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া হিন্দু ও ব্রাহ্ম চরিত লেখকগণের বিপক্ষে নানা কথা বলিলেও, আমরা উক্ত প্রবন্ধাবলী হইতে প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

"আমরা অনুসন্ধিৎসু হইয়া বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, তিনি (মাইকেল মধুসূদন) সর্ব্বদা গ্রীক্ ভাষায় New Testament পড়িতেন এবং গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, অনেক সময়ে নির্জ্জন স্থানে প্রবেশ করিয়া পরামননে নিবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার উপাসনা কোন লোকের পরিলক্ষণের বিষয় ছিল না। তিনি মধ্যে মধ্যে সাধারণ খ্রীষ্টীয় ভজনালয়ে সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগদান করিতেন।

⋮

মধুসূদন জীবনে কখনও বাহ্যিক ধর্ম্মাড়ম্বর প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু তাঁহার অন্তরতম প্রদেশে যে ধর্ম্মভাব প্রচ্ছন্ন ছিল, সে সম্বন্ধে কোন কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। তাঁহার বিষাদান্ত জীবনের ধর্ম্মমহিমামণ্ডিত প্রোজ্জ্বল

---

* * * *

"একদিকে তাঁহার আত্মীয় অনাত্মীয়দের আক্রোশ ও অত্যাচার এবং অপর দিকে তাঁহাদের প্রলোভক প্রসাদ বর্ষণের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যটি হারান নাই। জগতে স্বজন-নিষ্কাসিত, বিতাড়িত ও নিঃসম্বলীকৃত হইয়াও, তিনি সেই পৌল-বর্ণিত আদর্শ-বিশ্বাসীর ন্যায় খৃষ্টের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাসের এরূপ প্রগাঢ় ধৃতি দেখিয়া কে তাঁহাকে ন্যায্যতঃ খৃষ্টে অবিশ্বাসী বলিয়া অবগান করিতে পারে?

* * * *

"যদি বা কখন খৃষ্টীয়ান মাইকেল মধুসূদনের ধর্ম্মজীবন…অবিশ্বাসীর ন্যায় দেখাইয়াছিল, তাহা হইলে কি তাহা শেষ পর্য্যন্ত এরূপ ছিল? যখন আমরা জানি তাহা ছিল না, তখন তাহার দ্বারাই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের অনেকের অপেক্ষা আরও অনুসন্ধিৎসুতা, আরও জ্ঞানপিপাসুতা, আরও সজীবতা সপ্রমাণ করিয়াছিল।…তিনি জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্বাসী ছিলেন।

* * * *

"মাইকেল মধুসূদনকে একটি সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও, অনেক বিপদ, অভাব ও কষ্টের মধ্য দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। এবং তিনি যে সেই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া আপনার অমূল্য ধর্ম্মকে হৃদয়ে অক্ষতভাবে ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা শ্লাঘা, এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রতি মনুষ্য স্বভাবজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির উদ্রেক না হইয়া থাকিতে পারে না। বাস্তবিক ;—

"Earth cannot show so brave a sight,
As when a single soul doth fence
The batteries of alluring sense,
And heaven views it with delight.

"আমি এখানে মাইকেল মধুসূদনের খৃষ্টধর্ম্মে অটল বিশ্বাস সম্বন্ধে আর একটি নির্ব্যূঢ় প্রমাণ দিব। কয়েক দিবস হইল, আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু ধবলাটের প্রবীন জমীদার বাবু কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়।…তিনি বলিলেন, 'অনেক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বাটীতে মাইকেল মধুসূদনকে ভোজে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তিনি নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন. কিন্তু আহার করিবার পূর্ব্বে খৃষ্টীয় প্রথা অনুসারে প্রার্থনা করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হন।' তিনি পরে

শেষ-দৃশ্য ধর্ম্ম-জগৎকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। বীর-কবির বীর-হৃদয় মৃত্যুভয়ে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। যিনি যথার্থ জ্ঞানী ও ভক্ত, যিনি যথার্থ মনুষ্যত্বের সহিত জীবন যাপন করিয়াছেন, তিনি অন্তিমে তত্ত্বদর্শীর ন্যায় তনুত্যাগ করেন। কে বলেন মধুসূদনের পরিণাম শোচনীয়? যে মহাপুরুষের নিকট পার্থিব ঐশ্বর্য্য পথের ধূলি অপেক্ষাও মূল্যবান্ ছিল না, সেই মধুসূদনের পরিণাম যেরূপ পুণ্যময়, তেজোময় ও গৌরবজনক হইতে পারে, স্বয়ং বিশ্ববিধাতা তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মধুসূদন যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার আরোগ্যলাভের আশা জন্মের মত

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, 'মাইকেল মধুসূদন যে, সম্পূর্ণ খৃষ্ট বিশ্বাসী ছিলেন, ইহা আবার কে সন্দেহ করে? এ বিষয়ে ত তর্কের কিছুই নাই।'

"খৃষ্টিয়ানদের ভোজন করিবার পূর্ব্বে খাদ্যদাতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবার বা grace উচ্চারণ করিবার প্রথা আছে, এবং সেই ধন্যবাদ খৃষ্টের নামে দেওয়া হয়। যিনি যাঁহাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করেন, তিনি তাঁহার প্রতি আপনার প্রসন্নতা দেখাইতে চান। তাই হিন্দু বাটীতে নিমন্ত্রকের প্রসন্নতার উপভোগী হইতে গিয়া, সেখানে খৃষ্টীয় প্রথা পালনে বা 'খৃষ্টীয়ানী' করায়, হিন্দু গৃহস্বামীর প্রীতিকর না হইবারই কথা। কিন্তু ইহা জানিয়াও যে, মাইকেল মধুসূদন grace পালনে বিরত হন নাই, তাহার দ্বারা তাঁহার পরীক্ষায় অবিচলিত খৃষ্টীয় বিশ্বাসের অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি যদি মনে অখৃষ্ট-বিশ্বাসী হইতেন, তাহা হইলে তিনি হিন্দু বাটীতে তাহা পালন না করিতেও পারিতেন। কিন্তু তিনি যখন সেখানে তাহার পালনে বিরত হন নাই, তখন তাঁহার আন্তরিক অদম্য খৃষ্টীয় ভাবতাই প্রকাশ পায়।

"......পরন্তু যাহা জানা গিয়াছে, তাহা তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রকার ঘটনার সহিত বিচার করিলে, তাঁহাকে একটি খৃষ্টীয় বীরেরই ন্যায় অনুমিত হয়। তিনি যখন ভীষণ বিপদাপন্ন অবস্থার মধ্যেও তাঁহার ধন্য পরিত্রাতা খৃষ্টকে হারান নাই, তখন তাঁহাকে বরং অনেকের অপেক্ষা অধিক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী না ভাবিয়া, অন্য কি ভাবিতে পারি?

"......আমি সত্যের মর্য্যাদার জন্য বলিতে চাহি যে, সমস্ত অনুধাবন পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহার ন্যায় কঠোর অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়া কয়জন বিশ্বাসী অবশেষে বিজয়ী হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন? তিনি তাঁহার প্রলোভন ও পরীক্ষা-ভূয়িষ্ঠ জীবনে শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাসী থাকিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি আমাদের প্রশংসার্হ ও তাঁহার জীবন আমাদের বিশ্বাস-প্রবর্দ্ধক। ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ন্যায় weighed in the balance and not found wanting."

ফুরাইয়াছে, জীবন-সূর্য্য অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িতে আর বিলম্ব নাই—সমগ্র জীবনব্যাপী দুঃখাভিনয়ের যবনিকা এইবার পড়িবে, তখন তিনি তাঁহার মহাপ্রস্থানের পথে নিত্যসম্বল লইয়া যাইতে অভিলাষ করিলেন। জীবনের শেষ সময়ে—আয়ুঃ-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার তিন চারি দিন পূর্ব্বে—তিনি ধর্ম্মালোচনার প্রয়োজনীয়তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন এবং তাহার সত্বর ব্যবস্থা করিতে অণুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। হায়, এ রত্নখনিতে যে কত রত্নই নিহিত ছিল, কে তাহার নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন ?

তাঁহার ভবযন্ত্রণা সমাপ্তির পূর্ব্ব দিনে তিনি তাঁহার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপথের প্রথম বন্ধু—দীর্ঘ মাদ্রাজ-প্রবাস সময়ে স্বদেশ প্রত্যাগমনের জন্য প্রথম সংবাদদাতা—প্রত্যাগতের বঙ্গদেশে প্রথম অভ্যর্থনাকারী রেভারেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Rev. Dr. K. M. Banerjea, C. I. E., D. L.) তাঁহার নিকটে আসিবার নিমিত্ত সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণমোহন তখন ১নং বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে থাকিতেন। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই তিনি জেনারেল হাসপাতালে উপস্থিত হইয়া মধুসূদনের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

মনুষ্য যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, সেই ধর্ম্মেই তাঁহার পরিত্রাণ ও মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। মধুসূদন যখন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় আচার-ব্যবহারে অনুরক্ত হইয়া জীবন-যাপন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পক্ষে অন্তিম সময়ে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াপদ্ধতি ও বিধান ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও প্রশস্ত। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া গভীর ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন; দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিয়াছিলেন যে তিনি ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেন এবং তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিতেছেন।* মধুসূদন

---

* এ সম্বন্ধে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখের 'Bengal Christian Herald' নামক খ্রীষ্টীয় পত্রিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ;—

We have, above all, the consolation of being able to believe that his end was peace. During the last days of his illness, when all hope of recovery was past, he sent for a Christian friend (Rev. Dr. K. M. Banerjea.) to whom he had been affectionately attached, and we are thankful to learn, that in the course of the solemn conversation which ensued, he avowed with all the emphasis of a

বলিয়াছিলেন, "আমি সেই দয়াময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া মরিতেছি। তিনি যে পাপী তাপীর উদ্ধারের জন্য, খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।" * রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জ্জি সময়োচিত প্রার্থনা করিলেন এবং ধর্ম্মযাজকের প্রথানুযায়ী মধুসূদনকে ভগবানের আশীষ প্রদান করিলেন।

মধুসূদনের আর বাঁচিবার আশা নাই, এ কথা পূর্ব্ব হইতেই জনসমাজে প্রচারিত ও বিঘোষিত হইয়াছিল। মধুসূদন জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিষয় লইয়া খ্রীষ্ট-সমাজে মহা আন্দোলন চলিতেছে। মধুসূদন, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বনের কিছুদিন পর হইতে, তাঁহার সমগ্র জীবনে কোন গির্জ্জার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। তিনি চর্চ্চ অব ইংলণ্ডের অধীন ওল্ড মিশন চর্চ্চ ধর্ম্মমন্দিরে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এমন কি, সে গির্জ্জারও সহিত তাঁহার কোন সংস্রব না থাকায়, অনেক খ্রীষ্টান ও পাদ্রি মহাশয়েরা তাঁহাকে আনুষ্ঠানিক খ্রীষ্টান বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমরা শুনিয়াছি, তাঁহার অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া মহা হুলুস্থুল বাধিয়াছিল। মধুসূদনের কয়েকটি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক বন্ধু—মধুসূদনের ঔর্দ্ধদেহিক-ক্রিয়া কিরূপে নিষ্পন্ন হইবে, ভাবিয়া ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন।

মধুসূদনের সহিত কথাপ্রসঙ্গে, এই সকল কথা উত্থাপিত হইলে, কৃষ্ণমোহন মধুসূদনকে বলিলেন, "তুমি জীবনে কোন গির্জ্জার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলে না। তোমার অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া যেরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি তোমার অন্ত্যেষ্টির নিমিত্ত লর্ড বিশপ মহোদয়ের অনুমতি লইয়া আসি। ইহা শুনিয়া তেজস্বী

---

full assurance, "he believed in Christ, he was going up to Heaven."—*Bengal Christian Herald, Friday 4th July, 1873.*

* 'সম্মিলনী' নাম্নী খৃষ্টীয় মাসিক পত্রিকায় জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন,—"মৃত্যুশয্যায় শায়িত মাইকেল মধুসূদনের খৃষ্ট প্রভুকে বিশ্বাস ও প্রত্যাশা কি দৃঢ় ও সুন্দর! তাহার দ্বারা যেন তাঁহার সমস্ত অন্তর্জীবনটি বহির্গত হইয়া তাহার স্বরূপ দেখাইয়াছিল। ঈদৃশ খৃষ্টপ্রাণ ভক্তকে কি অবিশ্বাসী আশীবিষে দংশন করিয়া তাঁহার জীবন নাশ করিতে পারে?"

মধুসূদন বলিয়াছিলেন, "আমি মনুষ্য-নির্ম্মিত গির্জ্জার সংস্রব গ্রাহ্য করি না; আমার কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই; আমি ঈশ্বরে বিশ্রাম করিতে যাইতেছি, তিনি আমাকে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশ্রামাগারে লুকাইয়া রাখিবেন। (I am going to rest in my Lord, He will hide me in His best resting place.) আমাকে তোমরা যে কোন স্থানে প্রোথিত করিও—সে স্থান তোমার গৃহদ্বারের নিকটেই হউক, কোন তরুতলেই হউক, কিম্বা কোন নিভৃত-নির্জ্জন স্থলেই হউক না কেন? কেবল আমার এইমাত্র শেষ অনুরোধ যেন আমার দেহাস্থি বিড়ম্বিত না হয়। পৃথিবীতলে শ্যামশস্পই যেন আমার সমাধি আচ্ছাদন করিয়া রাখে।"

যদিও এই প্রকার অচিন্তনীয় ও অশ্রুতপূর্ব্ব বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার ধর্ম্মযাজক বন্ধুগণের মধ্যস্থতায় তাৎকালিক লর্ড বিশপ, রাইট রেভারেণ্ড রবার্ট মিলম্যান্, ডি. ডি., মধুসূদনের প্রকৃত খ্রীষ্ট-ধর্ম্মানুমোদিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধির নিমিত্ত অনুমতি দিয়াছিলেন। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ একটি কথার উল্লেখ করিতে হইল। যখন মধুসূদনের সমাধির বিষয় লইয়া উপরিউক্ত আন্দোলন চলিতেছিল, তখন জনৈক ব্যাপটিষ্ট মিশনরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার শেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে সকল গোলযোগের নিষ্পত্তি হওয়ায়, তাঁহাকে সে কার্য্য করিতে হয় নাই।*

---

* আমরা এ সম্বন্ধে কলিকাতা ট্রিনিটি গির্জ্জার পাদ্রি মহাশয়ের লিখিত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

Reminiscences of the Death of MICHAEL MADHU SUDAN DATTA.

Michael Dutt's Christian friends differed from him because of his peculiar views of churchmanship. Michael believed that there was no special spiritual benefit in joining any particular church: in his eyes all churches were the same and he thought he might attend divine worship wherever it pleased him. This alienation from the established practices of his mother-church was a cause of great embarrassment to his countrymen and Christian friends when he died. The Missionaries had, in consequence, no

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন, রবিবার, প্রাতঃকাল হইতেই মধুসূদনের জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। প্রাবৃটের নিবিড় মেঘচ্ছায়ার ন্যায় অকরুণ মৃত্যুর ভীষণ ছায়া ঘনাইয়া আসিল! মধুসূদনের স্মৃতিশক্তি ও বাঙনিষ্পত্তির ক্ষমতা যখন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছিল, তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রৈলোক্যমোহন দত্ত তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। মধুসূদন ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, "ত্রৈলোক্যমোহন! জীবনের কোন আশাই পূর্ণ হয় নাই, অনেক আক্ষেপ লইয়া মরিতেছি, এখন বলিবার শক্তি নাই। তুমি আর এক সময়ে আসিও, অনেক কথা বলিবার আছে, তোমায় বলিব।" কিন্তু আর বলিতে পারিলেন না; সেই কথাই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত শেষ কথা হইল। সেই দিনই—সেই ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন, রবিবার, বেলা দুইটার সময় জামাতা, পুত্র-কন্যা-শুশ্রূষাকারিণী পরিবেষ্টিত শ্রীমধুসূদনের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। তাঁহার অমর আত্মা জীর্ণ দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধলোকে গমন করিল। মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়া জ্বালাপীড়িত শ্রীমধুসূদন মর্ত্যের মহাজ্বালা ভুলিয়া গেলেন! অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী দুঃখঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অলৌকিক জীবলীলার

---

end of trouble in arranging for his last rites. While life was ebbing out of him, Michael Dutt was informed by Rev. K. M. Banerjea and Rev. C. N. Benerjea of the difficulties that might arise in respect of his burial, to which Dutt replied by saying—"I care not for man-made churches nor for anybody's help. I am going to sleep in my Lord and He will hide me in His best resting place. Bury me wherever you like—at your door or under a tree; let none disturb my bones Let green turf grow over my last resting place on earth." Permission, however, was easily accorded by the Right Rev. the Lord Bishop of Calcutta for a real Christian burial, through the intermediation of such estimable and pious gentlemen as Rev. K. M. Banerjea and others. And Michael Dutt's bones did rest in its last resting place—finding an honoured corner in the Lower Circular Road Cemetery in the Church of England plot, followed thither by a concourse of gentlemen of different nationalities, of different faiths, and of different walks of life.

(Sd) Rev. Joseph Prannath Biswas B. A.
Pastor of Trinity Church, Calcutta.

চিরাবসানে শ্রীমধুসূদন বিশ্রামদিবসে (রবিবারে) মৃত্যুর সুপ্তনীড়ে চিরবিশ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তাবধি বাগ্‌দেবীর রক্তোৎপল চরণতলে মহাসাধনার অর্ঘ্যদান করিয়া ধরাধামে দীপ্ত যশের কল্পবৃক্ষ রোপণ পূর্ব্বক শ্রীমধুসূদন লোক-লোচনের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

বঙ্গভাষার নির্জ্জীব জীর্ণকঙ্কালে ঐশী শক্তি সঞ্জীবিত করিতে এ প্রতিভা কোথা হইতে আসিয়াছিল? কোথা হইতে কোথায় আসিয়া বিদ্যুৎপ্রভা-ঝলসিত কুলিশ-নির্ঘোষের ন্যায় কোথায় মিশিয়া গেল! কাব্যগগনের প্রোজ্জ্বল বৃহস্পতি ছুটিতে-ছুটিতে, ঘুরিতে-ঘুরিতে, জ্বলিতে-জ্বলিতে অলৌকিক আলোকে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া কোন্ অলক্ষ্য দিগন্তকোণে ডুবিয়া গেল! যে জ্যোতিঃ নিবিল, তাহা আর জ্বলিল না। যে কবি—যে মনীষা—যে প্রতিভা চলিয়া গেলেন, তেমন আর কেহ আসিলেন না। সেই ব্যোমবিদারী ভেরীরব, সেই অপূর্ব্ব বীণাধ্বনি, সেই সকরুণ সঙ্গীত-ঝঙ্কার, সেই মধুর ব্রজগীতি চিরনিস্তব্ধ হইয়া গেল! জ্ঞান ও বিদ্যার সহস্রমুখী তরঙ্গিণী দিগ্‌দেশপ্লাবিত করিয়া দুঃখ-নিদাঘের অগ্নিবর্ষণে শুকাইয়া গেল! আকাশের ন্যায় মহান্ হিয়া অসীম আকাশে ব্যাপ্ত ও বিলীন হইল! আর নিম্নে—বহুনিম্নে তাঁহার 'শান্তরশ্মি ত্বিষাম্পতির' ন্যায় শবদেহ মর্ত্ত্যধূলায় মিশিয়া গেল! আর এদিকে কল্পান্ত-প্রসারিণী—মৃতসঞ্জীবনী—মহাশক্তিময়ী কীর্ত্তি অধীর প্রাণে ভক্ত সন্তানকে অঙ্কে তুলিয়া লইয়া অক্ষয়-স্মৃতি-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিল!

বঙ্গের পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে

Bengala! thou proudest Lotus in the Eastern main,
Thy Sun of Glory has set, ne'er to rise again !!!

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধি

মধুসূদনের মৃত্যু-সংবাদ বিদ্যুৎ-গতিতে সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বঙ্গদেশবাসী এই নিদারুণ বার্ত্তায় শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বহু কবি শোকগাথায় গভীর বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভুবনচন্দ্র-প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবিগণ সুললিত কবিতায় করুণ সুরে মধুসূদনের জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের সে অপার্থিব শোক-সঙ্গীত ভুলিবার নয়। তাহা বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠস্থ হইয়া আছে।

বঙ্গের যাবতীয় সাময়িক পত্রের সম্পাদকবর্গ মধুসূদনের মৃত্যুবার্ত্তা, গভীর শোকের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কবির জন্য প্রকৃতই ব্যথিত হইয়াছিলেন। সেরূপ অকৃত্রিম সমবেদনা বর্ত্তমানকালে বিরল। সে সহৃদয়তা, সে সহানুভূতি, সে অন্তরিকতা আর নাই।

বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ এই আকস্মিক বজ্রপাতে বিচূর্ণ হইয়া গেল! ডাঃ গুডিভ চক্রবর্ত্তী মেডিকেল কলেজে আসিয়া ছাত্রবৃন্দ ও অন্যান্য চিকিৎসকদিগকে মধুসূদনের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। অনেকে কলেজ হইতে বাহির হইয়া আলিপুর জেনারেল হাসপাতালাভিমুখে গমন করিলেন। মধুসূদন মধ্যে-মধ্যে মেডিকেল কলেজে আসিয়া ছাত্রদিগকে কাব্যসুধাদানে পরিতৃপ্ত করিতেন বলিয়া তাঁহার প্রতি ছাত্রগণের আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। সেই কারণে অনেকে তাঁহার মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য আলিপুরে গিয়াছিলেন। শুধু ছাত্রগণ নহে, বীরভূম-সিউড়ীনিবাসী জমীদার দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই স্মৃতি-লেখককে বলিয়াছিলেন যে,—"মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু-সংবাদ কলিকাতা নগরে বিঘোষিত হইলে কেবল বাঙ্গালী নহে, নানাজাতীয় খ্রীষ্টান, মুসলমান, মাদ্রাজী, ইংরাজ প্রভৃতি ভদ্রলোক আলিপুরের হাসপাতলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শবদেহ দর্শন করিয়া শোক-সন্তপ্ত হইয়াছিলেন।"

মধুসূদন রবিবার অপরাহ্ণে মানবলীলা সম্বরণ করেন। অবিরাম জন-সমাগমে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের মতভেদ ও বাদানুবাদে, বন্ধুগণের পরামর্শ প্রভৃতি নানা কারণে সেই দিন তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। তাঁহার মৃতদেহ পুষ্পাচ্ছন্ন করিয়া ২৭ ঘণ্টারও অধিককাল মৃতাগারে সুরক্ষিত হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবির শ্মশান-যাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

পরদিন ৩০শে জুন, সোমবার (খ্রীঃ ১৮৭৩) অপরাহ্ণে মধুসূদনের মৃতদেহ টমাস এণ্ড কোম্পানী (Thomas & Co.) লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করিবার জন্য লইয়া গেলেন। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ মধুসূদনের ব্যারিষ্টার বন্ধুগণ, তাঁহার কন্যা-পুত্র-জামাতা ও অন্যান্য কুটুম্বগণ, বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র এবং তাঁহার স্বদেশবাসী প্রায় সহস্র ব্যক্তি ধীরে—নীরবে—সাশ্রুনয়নে তাঁহার শবাধারবাহী মন্থরগতি শকটের অনুগমন করিয়া-

ছিলেন।* বঙ্গের মহাকবির মহাযাত্রায় কোনরূপ আড়ম্বর বা বাহ্যদৃশ্যের অবতারণা ছিল না। কিন্তু শোক-জ্ঞাপক নিস্তব্ধ-গম্ভীর দৃশ্যের মহাগাম্ভীর্য্যে, মহাকবির মহা-প্রস্থানের মৌনমুগ্ধ, নীরব সমারোহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। স্তব্ধ মৌনবদন জনসঙ্ঘ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মহাকবির শবাধারের (Bier) অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

যখন মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া খ্রীষ্টান-সমাজে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, যখন মতভেদ-নিবন্ধন পাদ্রিগণ লর্ড বিশপ মহোদয়ের অনুমতি গ্রহণের জন্য যুক্তি ও পরামর্শ করিতেছিলেন,—তৎপূর্ব্বেই সেণ্ট জেমস্ গির্জ্জার ধর্ম্মাচার্য্য (Chaplain) রেভারেণ্ড ডাঃ পিটার জন জার্‌বো, (Rev. Dr. Peter John Jarbo M. A. Ph. D.,) স্ব-ইচ্ছায় মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি কাহারও মতামত গ্রাহ্য

---

* এ সম্বন্ধে কলিকাতা Tract Book Societyর ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ কর্ম্মাধ্যক্ষ ডাঃ জে. বিশ্বাস যে পত্রখানি আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

38. Upper Circular Road, Calcutta.

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ সোম সমীপেষু।

মহাশয়, আমি স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের শেষক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা অবগত আছি, তাহা লিখিতেছি।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয়ের মৃত্যু সময়ে আমি শ্রীরামপুর কলেজে অধ্যয়ন করিতাম। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দর্শনের নিমিত্ত, আমি ও আমার অপর দুইজন বন্ধু, শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতায় আসি। কেবল শ্রীরামপুর হইতে নহে, হুগলী প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ব্যক্তি এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিকার্য্যে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। প্রায় একসহস্র লোক তাঁহার শবাধারের অনুগমন করিয়াছিলেন।

আমরা যখন লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম, তখন মাইকেলের সমাধিকার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তখনও প্রায় তিন-চারিশত লোক গোরস্থানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তৎকালে শুনিয়াছিলাম যে মাইকেলের অন্তিমকার্য্যাদি সম্বন্ধে কোনও কারণে খ্রীষ্টীয় পাদরী ও মিশনরীদিগের মধ্যে মতভেদ, বাদানুবাদ ও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে সকল অন্তরায়ের নিষ্পত্তি হইয়া, নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

নিবেদক :—(স্বাঃ) জে. বিশ্বাস।

করেন নাই। এমন কি, তিনি মধুসূদনের পারলৌকিক ক্রিয়ার নিমিত্ত লর্ড বিশপের অনুমতিরও অপেক্ষা রাখেন নাই। মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি-সমস্যার সময় মহামতি জার্‌বো নির্ভীকচিত্তে মতবিরোধী পাদ্রিদিগকে বলিয়াছিলেন, "যখন তিনি খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজ (Baptised) হইয়া মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিলেন, তখন কেন আমরা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিব না? তাঁহার যে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস ছিল না, এ কথা কে বলিতে পারেন?" ধন্য বিধাতার কৌশল! মধুসূদন যেমন চিরদিন দোর্দ্দণ্ড স্বাধীন-প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন, তদুপযুক্ত উন্নতমনা, সৎসাহসী ধর্ম্মাচার্য্য তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ক্রমে আষাঢ়ের মেঘাচ্ছায়াসমন্বিত স্নিগ্ধ অপরাহ্নে জনসমূহ পরিবেষ্টিত শবাধারবাহী শকট (Hearse) সমাধিস্থানের দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে, শবাধার শববাহকগণের স্কন্ধারূঢ় হইয়া, সমাধিক্ষেত্রে চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ড সম্প্রদায়ের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত ভূমিখণ্ডাভিমুখে চলিল;—অগ্রে-অগ্রে পুরোহিত পরিচ্ছদভূষিত সৌম্যমূর্ত্তি ডাঃ পি. জে. জার্‌বো ধীরে-ধীরে চলিয়াছেন;—ছত্রধর তাঁহার মস্তকোপরি প্রকাণ্ড ছত্র ধারণ করিয়া পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিয়াছে—শ্রেণীবদ্ধ শোককাতর জনমণ্ডলী নীরবে ধর্ম্মাচার্য্যের অনুগমন করিতেছেন। কবির শবাধার সমাধি বিবরের উপরিভাগে নীত ও সুরক্ষিত হইলে রেভারেণ্ড জার্‌বো মহোদয় Anglican Churchএর ক্রিয়াপদ্ধতি ও বিধি-অনুষ্ঠানানুযায়ী মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ডাঃ জার্‌বো এবং কবির আত্মীয়-স্বজন সকলে এক-এক মুষ্টি মৃত্তিকা শবাধারের উপর নিক্ষেপ করিলে, শেষ-ক্রিয়া সমাধার পর বন্ধুবর্গ ও উপস্থিত জনমণ্ডলী শবাধার পুষ্পে-পুষ্পে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন; এবং সঙ্গে-সঙ্গে শববাহকেরা উন্মুক্ত ধরিত্রীগর্ভে কবিদেহ-সমন্বিত শবাধার ধীরে ধীরে নামাইয়া দিল। তৎপরে মৃত্তিকারাশি দ্বারা সমাধি-বিবর পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল। কবি উল্‌ফের কথায়:—

Slowly and sadly we laid him down,
From the field of his fame, fresh and glory;
We carved not a line, and we raised not a stone—
But we left him alone with his glory.

সেই দিন মধুসূদনের সমাধির পর প্রাবৃট-প্রকৃতি মৃদুধারায় সুধীরে শোকাশ্রু-

বর্ষণ করিতে লাগিল; নিস্তব্ধ সমাধিভূমি আবার গভীর সুপ্তিতে সমাচ্ছন্ন হইল! শান্তির প্রশান্ত যবনিকা ধীরে-ধীরে পতিত হইয়া সমগ্র জগৎ ঢাকিয়া ফেলিল! মর্ত্ত্য-নিবাসে চিরশান্তিহারা মধুসূদন শ্মশান মৃত্তিকায় লীন হইয়া স্বর্গের চিরশান্তি লাভ করিলেন! ধর্ম্মাচার্য্য, বন্ধুবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, উপস্থিত জনমণ্ডলী সাশ্রুনয়নে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

একবিংশ অধ্যায়

লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধি-ক্ষেত্রে কবির সমাধি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা।

[১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ]

দেখিতে দেখিতে প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। মধুসূদন আর ইহজগতে নাই। কিন্তু তাঁহার মধুময়ী স্মৃতি মধুর সৌরভে ভুবন ভরিয়া রাখিয়াছে। কবি-সমাধি প্রকৃতি-দেবী শ্যাম তৃণাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই নিভৃত-নির্জ্জন ভূমিখণ্ডের চিরশীতল মৃত্তিকাতলে মহাকবি মধুসূদনের মর্ত্ত্যতাপ-ঝলসিত পার্থিব দেহাবশেষ ধরিত্রীর পূতরজে মিশ্রিত ও বিলীন হইয়া রহিয়াছে। বিদেশী কবির কথায় ;—

> ————In solemn solitude,
> In most sequestered spot,
> Lies mingilng with its kindred clay,
> The dust of Michael Dutt.

তখন পর্য্যন্ত তাঁহার স্বদেশবাসী একজনও তদুপরি একখণ্ড ইষ্টকও রাখিয়া দেন নাই ; তাহা স্মরণীয় করিতে তখন পর্য্যন্ত কাহারও অনুরাগ লক্ষিত হয় নাই। সেই পূত-পবিত্র ভূমিখণ্ড তেমনই অনাবৃত রহিয়াছে—নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্র সেই ভূমি তৃণহীন করিতেছে ; তাহাকে ছায়া দান করিতে কোন পত্রপল্লব-প্রসারিত তরু রোপিত হয় নাই ; ঘনঘোর প্রাবৃটের অবিশ্রান্ত ধারায় সেই তীর্থসদৃশ পুণ্যভূমি সলিলসিক্ত হইতেছে—তদুপরি কোন ছত্রবৎ চন্দ্রাতপ রচিত হয় নাই। শরতের পূর্ণচন্দ্র শারদ কৌমুদি-প্রপাতে সেই ভূমি প্লাবিত করিতেছে—হেমন্তের নৈশ শিশির আসারে—শীতের প্রখর হিমবর্ষণে, সেই ভূমি স্নিগ্ধ হইতেছে—কিন্তু কোন মানবহস্ত তখন পর্য্যন্ত সেই অনাবৃত ভূমির উপর কোন স্মৃতিমঠ নির্ম্মাণ করিয়া কবি-প্রতিভার উপযুক্ত পূজার ব্যবস্থা করে নাই। কবির মহানিদ্রার সঙ্গে-সঙ্গে যেন তাঁহার দেশবাসীরাও মহানিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া

পড়িয়াছেন। মধুসূদন, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা বলিয়াছিলেন,—হায়, তাঁহার সমাধি-স্তম্ভ সম্বন্ধে সে কথা যে তাঁহাকেও লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে!—

নাহি কি হে কেহ তবে বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?

যিনি কীর্ত্তিমঠে চির অমর রহিয়াছেন, তাঁহার ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব সমাধি-স্তম্ভের প্রয়োজন কি? মধুসূদন ভিক্টর হ্যুগোকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে এ ক্ষেত্রে সে কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি;—

হে কবীন্দ্র, জয়ী তুমি এই নর-কুলে!
আসে যবে যম, তুমি হাসো হে সাহসে।
অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে
তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিনু তোমারে;
প্রস্থরের স্তম্ভ যবে গলো মাটি হবে,
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে!

সে যাহাই হউক, তাঁহার দেশবাসীরও ত তাঁহার প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে। তিনি কীর্ত্তিবলে অমর হইলেও, তাঁহাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ত তাঁহার অবশ্য প্রাপ্য। বিধাতার বিধানে তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, তাঁহারা জাগ্রত হইয়া শুভ্র-মর্ম্মরে মধুসূদনের সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া, মহাকবির সম্মান রক্ষা করিয়া, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির স্রক্‌চন্দনে তাঁহার চরণতলে প্রতি বৎসর পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে কৃতার্থ হইতেছেন। মধুসূদনের সমাধি-স্তম্ভ স্থাপনের ইতিহাস নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের এক বৈশাখী অপরাহ্নে একটি সপ্তদশ বর্ষীয় বঙ্গীয় যুবক, লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধি-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, মাইকেলের সমাধি-স্তম্ভ (Tomb) অন্বেষণ করিতে লাগিল। যুবক কিছুদিন পূর্ব্বে "কাব্য-সিন্ধু" নামক একখানি ক্ষুদ্র-কলেবর কবিতা-গ্রন্থে '৺কবিবর মাইকেলের কবর দর্শনে' শীর্ষক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিল। পাঠ করিয়া



মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ

তাহার হৃদয়ে কবির সমাধি-দর্শনের স্পৃহা বলবতী হয়।* কিন্তু কোন্ সমাধিক্ষেত্রে মাইকেলের অস্থি-কঙ্কাল নিহিত আছে, কবিতায় তাহার কোন উল্লেখ ছিল না। কবিতাটি যে লেখকের কল্পনামাত্র, তাহা সে তখন বুঝিতে পারে নাই। কলিকাতার কয়েকটি খ্রীষ্টীয় সমাধিক্ষেত্রে অনুসন্ধানের পর, সেই যুবক লোয়ার সার্কুলার রোডের বিশাল-বিস্তৃত সমাধি-ভূমিতে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে মাইকেলের সমাধি খুঁজিতে লাগিল। কত শত মনোহর সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ প্রস্তরফলকশ্রেণী চিরবিস্মৃতির নিবিড় অন্ধকার হইতে, কত শত অজ্ঞাতনামা চিরবিস্মৃত নরনারীর মুহূর্ত্তস্থায়ী ক্ষীণ পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল; কিন্তু, হায়! মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় স্মৃতি-রশ্মি-সমুজ্জ্বল কবি মধুসূদনের পরিচয় কোন জীর্ণ-ভগ্ন, বার্দ্ধক্য-কম্পিত, পতনোন্মুখ সমাধিও প্রদান করিল না। যুবক নিরাশ হৃদয়ে সমাধিক্ষেত্রের দ্বারে ফিরিয়া আসিয়া একটি পারসী কোট ও পেণ্টালুন পরিহিত খর্ব্বাকৃতি ভদ্রলোককে দেখিয়া সংশয়াকুল-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! মাইকেলের সমাধি কোথায়? আপনি জানেন কি?" যুবকের এই কথায় ভদ্রলোকটি ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে বিস্মিতনেত্রে তাকাইয়া বলিলেন, "মাইকেল এই সমাধিক্ষেত্রেই সমাধিস্থ আছেন"—তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই চঞ্চল যুবক বাধা দিয়া বলিল, "কোন্খানে মহাশয়? আমাকে অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিন।" ভদ্রলোকটি তাহার কথার উত্তরে ঈষৎ হাস্য করিয়া একটু ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, "কি দেখিবে? তাঁহার সমাধির

---

* কবিতাটির প্রথমাংশ এইরূপ ছিল :—

৺কবিবর মাইকেলের কবর দর্শনে

দাঁড়াও ক্ষণেক তরে, হেরি একবার
মেলি আঁখি দুটী, অই কবরের পানে,—
কোন মহাজন হেথা বিরামের তরে
লভিছেন চিরনিদ্রা অনন্ত শয্যায়
এই নিরজনে? দেখি, কি কথা বলিছে
খোদিত প্রস্তর অই, ডাকি পান্থগণে
'দাঁড়াও' সকলে বলি, —ইত্যাদি

উপর ত কোন চিহ্নই নাই। বহুদিন পূর্ব্বে তথায় একটি মৃত্তিকা-স্তূপের উপর একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্রুশ ছিল—এক্ষণে তাহাও নাই; কালের গতিতে স্তূপ ও ক্রুশ অন্তর্হিত হইয়া সেইস্থান সমভূমি হইয়া রহিয়াছে। তুমি দেখিবে কি?" তাঁহার কথা শুনিয়া যুবকটি ক্ষুণ্ণমনে বলিল, "মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই স্থানটিই আমাকে দেখাইয়া দিন; তাহা হইলেই আমার এ স্থানে আগমন সার্থক হইবে।" যুবকের নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া ভদ্রলোকটি তখন একজন কর্ম্মচারীকে আফিস গৃহস্থিত র‍্যাক্ হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের Burial Register নামাইতে বলিলেন। পুরাতন র‍্যাকের উচ্চ স্তর হইতে ধূলিমাখা প্রকাণ্ড রেজিষ্টার (Register) বহি নামান হইলে, তিনি গোরস্থানের চাপরাসীকে ধূলা ছাড়িতে বলিলেন। ধূলা ঝাড়া হইলে, তিনি পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে মাইকেল সমাধিক্ষেত্রের কোন্ স্থানে সমাহিত আছেন, তাহা বাহির করিলেন। রেজিষ্টার বহিতে সমাধির স্থান-নির্দ্দেশ এইরূপ লিখিত ছিল,—

"*30th June*, 1873,—Michael Madhoosoodun Datta, aged 40 years, Barrister-at-Law, buried by Thomas & Co in a cutcha grave 30 feet south of Mrs. L. J. McCarthy's Headstone, 5th range of graves, 6th walk, South from the 1st Gate, South East Quarters. C. R. B. G."

মাইকেলের পত্নীর সমাধির স্থান-নির্দ্দেশ উক্ত রেজিষ্টার বহিতে এইরূপ লিখিত ছিল;—

"*26th June*, 1873—Emelia Henrietta Sophia Datta, aged 27 years. Wife of Michael, buried by J. Lewis & Co. in a cutcha grave 23 feet south of Mrs. L. J. McCarthy's Headstone, 5th range of graves 6th walk, South from the 1st Gate, South East Quarters. C. R. B. G."

যুবকটি উহা পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে, কবি ও তাঁহার পত্নীর বয়ঃক্রম লিখিতে অত্যন্ত ভুল হইয়াছে। আরও বুঝিলেন যে, তাঁহারা উভয়ে পাশাপাশি সমাহিত আছেন।

তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়, রেজিষ্টার হইতে উক্ত লেখা, একটু কাগজে লিখিয়া লইয়া, মাপের ফিতা লইয়া, উক্ত যুবক এবং চাপরাসীর সঙ্গে মাইকেলের

মাধিভূমির নিকট গমন করিয়া, রীতিমত মাপ-জোপ করিয়া, একটি অনাবৃত ভূমিখণ্ড দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ, এইস্থানেই মাইকেল মধুসূদন ও তৎপার্শ্বে তাহার পত্নী সমাহিত রহিয়াছেন। যিনি তাঁহার স্বদেশকে, তাঁহার জাতিকে সমগ্র জগতের সম্মুখে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সমাধির এই দশা!" তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় একজন বিশিষ্ট কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি; তিনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিও সাহেবের কবিতাবলী সম্পাদিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশবাসীর কৃতঘ্নতা ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "ইংলণ্ড হইলে যাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ গগনস্পর্শ করিত, তাঁহার সমাধির উপর একখণ্ড ইষ্টকও নাই, এ পরিচয় কি কোন শিক্ষিত জাতি অপর কোন সুসভ্য জাতির সম্মুখে প্রদান করিতে পারে?" তাঁহার কথায় যুবকটি মরমে মরিয়া গেল, লজ্জায় কোন উত্তর করিতে পারিল না। তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় আবার বলিতে লাগিলেন, "গত চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া মাইকেলের সমাধিভূমি অনাবৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, আর তাঁহার স্বদেশবাসীরা নির্ব্বিকার চিত্তে বসিয়া আছেন, ইহা যে কতদূর দুঃখের বিষয়, বলিতে পারি না।" যুবকটি তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বিধাতার বিধানে সেই বৎসরেই এক অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইল।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার একেশ্বরবাদী পাদ্রি ডল সাহেবের (Rev. C. H. A. Dall) মৃত্যু হইলে, তাঁহার সমাধি উপলক্ষে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত-প্রমুখ ভদ্র ব্যক্তিগণ সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হন। সেই সময়ে তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে অবগত হইলেন যে, মাইকেলের সমাধিস্থানের উপর কোন স্মৃতি-চিহ্ন নাই; তদুপরি কোন স্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তদনুসারে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দেই কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সমাধিনির্ম্মাণ ফণ্ড (Michael Madhusudan Datta Tombstone Erection Fund) নামে একটি কমিটি গঠন করিয়া, নরেন্দ্রনাথ সেনকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া, চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী, ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী-প্রমুখ ধনকুবের রাজা-মহারাজা হইতে পল্লী নিবাসী সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত মধুসূদনের

সমাধি নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন।*

এই স্থানে সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ-কমিটি সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক। মধ্যবঙ্গ সম্মিলনীর (Central Bengal Union) সভ্যগণ প্রথমে কমিটি গঠন করিয়া নরেন্দ্রনাথ সেনকে তাঁহাদের অবৈতনিক সম্পাদক এবং ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু মধুসূদন যশোহরের অধিবাসী বলিয়া যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী তাঁহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার জন্য স্বীকৃত হইলে, পূর্ব্বোক্ত সম্মিলনী পরমাহ্লাদে তাঁহাদের সহিত একত্রীভূত হইয়া কার্য্য করিতে সম্মত হন। দেশের আপামর-সাধারণ এ কার্য্যে সোৎসাহে অর্থ প্রদান করাতে অচিরে তাঁহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধির উপায় হইল। সকলের সমবেত চেষ্টায় অল্পকাল মধ্যেই আশাতিরিক্ত অর্থ সংগৃহীত হয়। ইতিমধ্যে মধ্যবঙ্গ সম্মিলনীর সভ্যেরা পরামর্শ করিয়া মধুসূদনের দেহাবশেষ গবর্ণমেণ্ট সমাধিক্ষেত্র হইতে উত্তোলিত করিয়া, নগরীর মধ্যভাগে হেদুয়া কিম্বা গোলদীঘির সরোবর

---

* এই সময়ে মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত, নরেন্দ্রনাথ সেনকে যে পত্র লেখেন, তাহা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

Camp Jamalpore.
Mymensingh, 15th December, 1897.

My dear Narendra Babu,

I hasten to send my humble Contribution towards the erection of a tombstone or monument over the grave of the greatest man that Bengal has produced within this century. I am sure all Bengali gentlemen, who appreciate our national literature, still young, will respond to your call and that you will quickly realize a much larger amount than what you have asked for. A suitable monument can thus be raised to the memory of Madhu Sudan Datta, and future generations of our countrymen will visit the tomb as European tourists visit Stratford on Avon or Dryburgh Abbey.

Yours Sincerely,
(Sd.) R. C. Dutta.

To Babu Narendranath Sen.

কূলে প্রোথিত করিয়া, তদুপরি সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রস্তাব করেন। সে জন্য তাঁহারা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের নিকট আবেদনও করিয়াছিলেন।* কিন্তু কি জন্য যে তাঁহারা সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন, তাহা বলিতে পারি না।

কমিটির সংগৃহীত অর্থে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর ও স্তম্ভনির্ম্মাণকারী Messrs Llewelyn & Co. কবির সমাধিস্থলে সুন্দর মর্ম্মর নির্ম্মিত সমাধিস্তম্ভ সংস্থাপিত করিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাসমারোহে জনসাধারণের সম্মুখে মধুসূদনের সমাধি স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিয়াছিলেন। এই দিন বঙ্গদেশের একটি স্মরণীয় দিন। সেই দিনের উৎসব-বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর, শনিবার, অপরাহ্ণ বেলা সাড়ে তিনটার সময় বঙ্গের বহু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাধারণ জনমণ্ডলী এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রের দ্বারদেশে মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা দর্শনের নিমিত্ত সমবেত হন।

সমাধিক্ষেত্রের প্রবেশদ্বার হইতে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সেই বিপুল জনসঙ্ঘ ধীরে-ধীরে সমাধি-অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল; ক্রমে সেই জনমণ্ডলী সমাধির নিকট উপস্থিত হইয়া, সমাধিস্তম্ভের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কি গম্ভীর মহিমাময় দৃশ্য! সমাধির সম্মুখে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত মহিলা, রেভাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক উকীল কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ,

---

* টাউনসভার কার্য্য-বিবরণী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

Proceedings of the 38th Meeting of the Town Council held at the Municipal Office, on Saturday, the 24th March, 1888, at 3 p. m.

PROPOSED REMOVAL OF HUMAN REMAINS. The application from the Secretary, "Central Bengal Union," for permission to remove the remains of the late Michael Madhu Sudan Datta from the Government Cemetery in Lower Circular Road and to inter them in either of the two Squares—"College" or "Cornwallis" was not further considered as no further proposal had been received from the applicants.

মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্তব্ধভাবে সমবেত হইয়া কবির স্মৃতিতে নিমগ্ন। সকলের চিত্ত একই চিন্তায় নিবদ্ধ। মধুসূদনের গৃহে-শ্মশানে চিরবন্ধু বৃদ্ধ গৌরদাস বসাক সমাধির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নতশিরে নীরবে অশ্রুপাতে নিরত। মধুসূদনের পুত্র আলবার্ট নেপোলিয়ন দত্ত নতমস্তকে অধোবদনে লোকান্তরিত পিতৃদেবের সমাধিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রথমে একটি ধর্ম্মসঙ্গীত গীত হইলে, কমিটির সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন কমিটির কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলেন; তৎপরে তিনি ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষকে কবির স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা ও সভার কার্য্য আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিলেন ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ইংরাজিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন; আমরা নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম।

মনোমোহন ঘোষ বলিয়াছিলেন—

বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন এবং মধুসূদন দত্ত-স্মৃতিসভার সভ্য মহোদয়গণ! আমি আপনাদের আমন্ত্রণে অদ্যকার সভার কার্য্যের গুরুভার অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেছি। সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে চাই যে, যে বিশ্ববিখ্যাত কবি ও পণ্ডিতবরের স্মৃতিপূজার জন্য আমরা অদ্য সমবেত হইয়াছি, সে কার্য্যের ভার আমার উপর অর্পিত না হইয়া কোন যোগ্যতর সাহিত্যিকের হস্তে ন্যস্ত হইলে আমার অপেক্ষা এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। যে কারণে এই উৎসব আমার দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে আপনারা প্রণোদিত হইয়াছেন—তাহা এই যে, স্বর্গীয় দত্ত মহোদয়ের শেষজীবনে আমি তাঁহার একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম। আমি স্বীকার করিতেছি যে, যদি এই কারণেই আপনারা আমার উপর এই গুরুভার অর্পণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাদের মনোনয়ন উপযুক্তই হইয়াছে; কারণ ইহা আমার পক্ষে অতি সৌভাগ্য ও সুযোগের কথা বলিতে হইবে যে, আমি দত্তজ মহোদয়ের সহিত তাঁহার জীবনের শেষ এগার বৎসর য়ুরোপে এবং ভারতবর্ষে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলাম। যখন আমার পরলোকগত বন্ধুর পার্থিব-অবশেষ এই স্থানে নিহিত হয়, তখন কোন অনিবার্য্য ও অপ্রত্যাশিত বিঘ্নে এখানে উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহাকে যে অর্ঘ্য, যে সম্মান, যে বন্ধুত্বের প্রীতি-নিদর্শন প্রদানে বঞ্চিত হইয়াছিলাম, অদ্য সেই সুযোগ পুনরাগত হওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। তাঁহার মৃত্যুর চারিদিন পূর্ব্বে যখন আমি ঠিক এইস্থানে দাঁড়াইয়া, তাঁহার জীবনের বহুবৎসরের সঙ্গিনী, সুখ-দুঃখভাগিনী মহিয়সী রমণীর মৃত্যুর জন্য শোকাশ্রুবর্ষণ করিতেছিলাম, তখন আমি কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই যে, সেই সমাধি-বিবর সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কবিবর তাঁহার পত্নীর পার্শ্বশায়ী হইবেন। ভদ্র-মহোদয়গণ, অদ্য আমরা পঞ্চদশ বৎসর পরে, প্রকাশ্য সভায় বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভাকে যে পূজার্ঘ্য প্রদানের



কবি দম্পতির সমাধিস্থল

নিমিত্ত সমবেত হইয়াছি, তাহা বহুকাল পূর্ব্বেই তাঁহাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য ছিল। চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী দেশের ইতিহাস-বিশ্রুত ভরসেলস্ নগরীতে দত্তজ মহাশয় যখন কবিগুরু-দান্তের সম্বন্ধে তাঁহার সুপরিচিত চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, (যাহা সম্ভবতঃ আপনারা সকলেই পাঠ করিয়াছেন) তখন তাঁহার সহিত আমার যে কথোপকথন হয়, তাহা অদ্যকার এই স্মৃতি-উৎসবে আমার সুস্পষ্টরূপে স্মরণ ও প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি জগৎ-প্রসিদ্ধ ইতালীয় কবির (দান্তের) ত্রিশত-বাৎসরিক সম্মান-উৎসব উপলক্ষে রচিত হইতেছিল। সেই সময় দত্তজ মহোদয় আমার নিকট যে দুইটি মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা এই স্থলে পুনরুল্লেখ করিব। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছিলেন যে, সকল দেশেই কবিগণ তাঁহাদের মৃত্যুর পর বহুবৎসর অনাদৃত হইয়া থাকেন ; আর দ্বিতীয়তঃ, তিনি যখন উপরিউক্ত কবিতাটি ফরাসী ভাষায় অনূদিত করিতেছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন যে, যে কেহ বিদেশীয় ভাষায় যতই উৎকৃষ্ট অধিকার লাভ করুক না কেন, নিজের মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় যেন কবিতা রচনার চেষ্টা না করে। তাঁহার মন্তব্য স্মরণে আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে যে, যিনি আপনার মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিতে এতদূর করিয়া গিয়াছেন, এবং যে ভূমিতে তাঁহার দেহাবশেষ নিহিত রহিয়াছে, সেই চিরপুণ্য ভূমির কোন উদ্দেশ না লইয়া আমরা পঞ্চদশ বৎসর কালস্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছি। এতদ্ভিন্ন আমি বিবেচনা করি, এ কথা বলিলে অসঙ্গত ও অন্যায় হইবে যে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবি-প্রতিভা তাঁহার সমকালবর্ত্তী সমাজ ও বংশাবলীর দ্বারা সমাদৃত হয় নাই।

তাঁহার দ্বিতীয় মন্তব্যের যাথার্থ্য তাঁহার নিজের সম্বন্ধেই চিত্রবৎ প্রকটিত ও যথাযথ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় বহুভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত তাঁহার সমকালবর্ত্তী বিদ্বজ্জন-সমাজে ত কেহ ছিলেনই না ; এমন কি বর্ত্তমানকালে তাঁহার স্বদেশীয়গণের মধ্যে এমন ব্যক্তি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যিনি প্রাচীন ও নব্য য়ুরোপীয় সাহিত্যের সুগভীর জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি নিজ জীবনে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যদি তিনি তাঁহার মাতৃভাষায় কবিতা-রচনা না করিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অত বড় কবি হইতে পারিতেন না।

দত্তজ মহোদয় যে সকল কাব্যগ্রন্থের দ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তৎসমূহের গুণকীর্ত্তন এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। আমি অতি সংক্ষেপে আমার অন্যান্য মন্তব্য ব্যক্ত করিব। আমরা এই কমিটিকে সমাধি নির্ম্মাণের আয়াসের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহারা এই আয়াস-স্বীকার না করিলে যে স্থান পরিবেষ্টিত করিয়া অদ্য আমরা একত্র হইয়াছি, অতি অল্পদিনেই তাহার সমস্ত চিহ্ন তিরোহিত হইত। আপনারা সকলেই জানেন যে, যে সমাধিস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা আমি এখনই করিব, তাহা সাধারণের অর্থ সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সমাধিস্তম্ভের আড়ম্বরশূন্য সরল গঠন দেখিয়া অনেকে মনে করিবেন যে, বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গালা-সাহিত্যে মধুসূদনের কার্য্য, যেরূপ উচ্চ প্রশংসার সহিত করিয়া থাকেন, সেই উচ্চ-প্রশংসার উপযোগী সমাধি-স্তম্ভ গঠিত হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, এই আড়ম্বরবিরহিত স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে, কত বিয়োগ-বিধুর পতি, কত শোক-কাতর জনক-জননী, তাঁহাদের লোকান্তরিত প্রিয়জনের নিমিত্ত কত দৃষ্টিরম্য সুন্দর সমাধি নির্ম্মাণ

করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অবশ্য মনে রাখিবেন যে, পরলোকগত কবির স্মৃতি চিরস্মরণীয় করা অপেক্ষা, এই স্থানটিকে কোন চিহ্নদ্বারা নির্দ্দেশ করাই কমিটির মুখ্য উদ্দেশ্য। মাইকেল মধুসূদন নিজেই যে স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভক্ত স্বদেশবাসী তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যরাশি ও শিল্প-নৈপুণ্যের দ্বারা আহরণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাঁহার গ্রন্থাবলী ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা বিস্ময়ের সহিত পাঠ করিবেন, এবং যত দিন বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিন কখনও "শ্রীমধুসূদন" নাম বিলুপ্ত হইবে না।

আমি যখন এই স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিব, তখন আপনারা দেখিবেন যে, ইহার একপার্শ্বে কবির মৃত্যুর বহুবর্ষ পূর্ব্বে, অননুকরণীয় অমিত্রচ্ছন্দে তাঁহার স্বরচিত করুণ সমাধি-লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। অতুলনীয় সরলতাময় সমাধিলিপি এবং সমাধিস্তম্ভের নিরলঙ্কৃত কমনীয় গঠন সত্ত্বেও, আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, আপনারা সকলেই একবাক্যে আমার কথার অনুমোদন করিবেন যে, দত্তজ মহোদয়ের নিজের প্রিয়কবি মিল্টন, অপর এক বিশ্ববিখ্যাত মহাকবির কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার (মাইকেল মধুসূদনের) নিজের প্রতিও অতি বিচিত্ররূপে আরোপিত ও প্রযুজ্য হইয়াছে—

And so sepulchered in such pomp dost lie.
That kings, for such a tomb, would wish to die.

এইবার সমাধিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়; কিন্তু তৎপূর্ব্বে অদ্যকার কার্য্যাবলির বিধিবদ্ধ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম করিবার অধিকার গ্রহণ করিয়া আমি এমন একটি প্রস্তাব করিব, যাহা নিশ্চয়ই আপনারা সকলে স্বাভাবিক সহৃদয়তাবশে অকুণ্ঠিত চিত্তে অনুমোদন করিবেন। আমি মনে করি যে, আমাদের জাতীয় ধর্ম্মবুদ্ধি ও প্রচলিত রীত্যনু-সারে, এই স্মৃতিস্তম্ভোপরি আমার মাল্যদাম প্রদানের পূর্ব্বে, যে তরুণ যুবক আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, প্রথম পুষ্পোপহার তাঁহারই প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি অত্যধিক শৈশবতা-নিবন্ধন পরলোকগত পিতামাতার মৃত্যুকালে তাঁহাদের প্রতি যে স্নেহ ও সম্মানের অর্ঘ্য প্রদানে বঞ্চিত ছিলেন, এবং যে স্নেহবান পিতামাতাকে তিনি অতি শৈশবেই হারাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের সমাধির উপর তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি ও স্নেহের অর্ঘ্য প্রদানের জন্য তিনি অধীর হইয়াছেন।

এই বলিয়া ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ সমাধিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিলেন। মধুসূদনের এক মাত্র পুত্র আলবার্ট নেপোলিয়ন দত্ত অগ্রসর হইয়া স্বর্গীয় পিতার সমাধির উপরে পুষ্পস্তবক প্রদান করিলেন।

তৎপরে মনোমোহন ঘোষ সমাধিস্তম্ভ পুষ্পদামে বিমণ্ডিত ও সুশোভিত করিতে-করিতে বলিলেন, "In the name and on behalf of the people

of Bengal I place this wreath round the tomb of Micheal Madhu Sudan Datta."

তৎপরে রেভারেণ্ড ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছিলেন,—

শ্রীমধুসূদনের বন্ধু ও স্বদেশবাসিগণ! আমি আপনাদিগকে বঙ্গভাষায় দু' একটি কথা বলিতে চাই; কারণ যাঁহার স্মৃতিচর্চ্চার জন্য আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি, যাঁহার উৎকৃষ্ট কাব্যের গুণে আমরা এখানে আকৃষ্ট হইয়াছি, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন এবং তাঁহার কাব্য সমূহ বাঙ্গালা ভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল। যখন কোন দেশে বিপুল পরিবর্ত্তনের যুগ উপস্থিত হয়, তখন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও নিজেদের যোগ্যতা সম্যক পরিস্ফুট করিতে পারেন না। যখন পূর্ব্বতন মত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং নূতন মত সেই স্থান অধিকার করিতে পারিতেছে না, যখন দেশের সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে অথবা যাইতেছে, যখন সভ্যতা এবং আচার ব্যবহার, রীতিনীতি নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছে সে সময়ে, এমন কি প্রবল মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও তাঁহাদের বক্তব্য জনসাধারণের কর্ণগোচর করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। এই প্রকার বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্যের সময় যিনি জাতীয় সাহিত্যের নেতৃস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনি সত্যসত্যই একজন মহাপুরুষ। শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত এই মহাপুরুষ ছিলেন। শ্রীমধুসূদন তাঁহার স্বজাতীয় মহান্ ব্যক্তিগণের ন্যায় বিশেষ প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। অনাদৃত বাঙ্গালীজাতির মহান্ আদর্শ আছে; অন্যজাতির ভাব ও চিন্তা অধিগত করিবার বিপুল ক্ষমতা আছে, এবং তাঁহারা যাহা অনুভব করেন, সে কথা, সে চিন্তা, সে কল্পনা আশ্চর্য্যভাবে প্রকাশ করিবার অতুল ক্ষমতার তাঁহারা অধিকারী। এই সমস্ত শক্তি শ্রীমধুসূদনে অলৌকিক রূপে ও বিপুল পরিমাণে পুঞ্জীকৃত ছিল। এই অতুল শক্তি, এই অদম্য মনীষা শ্রীমাইকেলের স্বজাতীয় আমাদের মধ্যে কেন এমন সুপ্তভাবে থাকে? আমাদের পল্লী হ্যামডেনেরা কেন আত্মপ্রকাশ করেন না? কেন আমাদের মৌন মিল্টনগণ মৌনভঙ্গ করেন না? যে অসাধারণ মনস্বীর সমাধিস্তম্ভ পবিত্রীকৃত করিবার জন্য আমরা এখানে সম্মিলিত হইয়াছি, তাঁহার মধ্যে এমন কি শক্তি নিহিত ছিল, যাহাতে তাঁহাকে এমন শীর্ষস্থানে অধিরূঢ় করিয়াছিল? শ্রীমধুসূদনের মধ্যে শক্তি ও সামর্থ্যের সহিত অপূর্ব্ব শিক্ষা ও সাধনার সমবায় হইয়াছিল। তিনি মানসিক ধী-শক্তিতে যেমন তাঁহার স্বদেশবাসী মহাপুরুষগণের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন, তেমনি তিনি শিক্ষায়, দীক্ষায় তাঁহার স্বদেশীয়গণকে অতিক্রম করিয়া, অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও ইংরাজি এই দুই ভাষাই তাঁহার মাতৃভাষা হইয়া পড়িয়াছিল। এবং তিনি হিন্দু ও যুরোপীয় দেবভাষায় (Classics) অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন. এবং সেই সুগভীর পাণ্ডিত্যের সহিত তিনি ফরাসী, জর্ম্মণ, এবং ইতালীয় নব্যভাষা সমূহের অতুল্য জ্ঞানসমষ্টির সংযোগ করিয়াছিলেন। যিনি এত ক্ষেত্র হইতে শস্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয় যে উন্নত হইবে, ইহা ত স্বাভাবিক; কিন্তু তিনি নিজের মানসিক উৎকর্ষেই পরিতৃপ্ত না হইয়া তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব প্রতিভা ও অদম্য

স্বদেশানুরাগের ফল তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসীর মনকে উন্নত করিতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এখানে, এই সমাধিস্তম্ভের চতুষ্পার্শে যে সকল যুবককে আমি উপস্থিত দেখিতেছি, তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া আমি বলিতেছি যে, তাঁহারা 'মেঘনাদ' ও 'তিলোত্তমা'র কবির বিরাট সাহিত্য-সাধনার অনুকরণ করুন এবং অসাম্প্রদায়িক ভাবে পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন মধুচক্র হইতে মধু সংগ্রহ করুন। ইহাই একমাত্র কথ নহে। আমাদের মহাকবি অতুল্য মাধুর্য্যের অধিকারী ছিলেন এবং অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে তাঁহার কবিতা-রাজ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের কি সুন্দর সামঞ্জস্য-বিধান করিয়াছিলেন। ভারতের ভবিষ্যৎ সাহিত্য সম্পূর্ণ সংস্কৃতমূলক হইবে না, এবং তাহা সম্পূর্ণ প্রতীচ্যও হইবে না। ভারতের ভাবরাজ্যে, ভারতের বিধিব্যবস্থায়, ভারতের ভাষায় ভবিষ্যতে য়ুরোপের আদর্শ, য়ুরোপের সভ্যতা, য়ুরোপের তেজ ও য়ুরোপের সামর্থ্য অনুপ্রবিষ্ট হইবেই। এই বিশাল সাহিত্য-সৌধের অপূর্ব্ব-নৈপুণ্য ও কৃতিত্বের সহিত প্রথম শিলাবিন্যাস করিয়াছেন শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত;—তাঁহার অপূর্ব্ব মহাকাব্যই সেই প্রথম শিলা। আমি জানি, তাঁহার দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবিগণের ন্যায় তাঁহারও ত্রুটি ছিল, তাঁহারও চপলতা ছিল। কিন্তু তিনি এখন যে দেবলোকে বিরাজ করিতেছেন, সেই কবিদিগের বৈকুণ্ঠে মহাকবিগণের সিংহাসনের মধ্যে—যেখানে কবিকুলরাজ হোমার, দান্তে, মিল্টন এবং আমাদেরই কালিদাস ও ভবভূতি সগৌরবে আসীন রহিয়াছেন,—সেখানে আমাদের গৌরবরবি প্রিয়তম কবি শ্রীমধুসূদনও উন্নত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। সেইখানেই তিনি বিরামলাভ করুন। আর যাঁহার মাতৃভাষায় আমরা কথোপকথন করি, যাঁহার প্রতিভা আমরা সগৌরবে মহিমা-মণ্ডিত করি, যেখানে তাঁহার পার্থিব-অবশেষ আমরা মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়া সগৌরবে রক্ষা করিয়াছি, তাহারই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহারই স্বদেশবাসী স্বভাষা-ভাষী আমরা সেই পুণ্যভূমি পবিত্রীকৃত করিয়া একমাত্র সান্ত্বনা অনুভব করি। শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম বঙ্গে—কেবল বঙ্গে নহে, সমগ্র ভারতে অমর হইয়া থাকুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রতাপচন্দ্রের বক্তৃতার পর আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারক কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন,—

মাইকেল মধুসূদনের ন্যায় মহৎ ব্যক্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহার পর আমার কিছু বলার বিশেষ প্রয়োজনই দেখিতেছি না। তাঁহার সমাধির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, ধর্ম্ম-বিষয়ে যাহার সহিত মতভেদ থাকুক না কেন, আমরা যেন যুগাবতার-দিগের প্রতিভার পূজা করিতে বিরত না হই—ইহাই মাইকেলের ন্যায় প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি আমাদের হৃদয়ে জাগরূক করিয়া দিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদন বাঙ্গালা-সাহিত্যকে যে অমূল্য রত্ন দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই চিরকাল তাঁহার স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিবে। কিন্তু আমাদের জাতির ন্যায়পরতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার প্রতিভা যে আমাদিগকে এখানে সমবেত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছে, তাহা তাঁহার কবি কীর্ত্তি হইতে অধিক না হইলেও তুল্য-মূল্য বলিয়া আমি মনে করি।

তৎপরে সমাধিস্তম্ভের এবং উপস্থিত জনমণ্ডলীর ছায়া-চিত্র গৃহীত হইলে, কবির একটি স্মৃতি-গীতির পর সভার কার্য্য শেষ হইলে, উপস্থিত নরনারীগণ সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ কবির স্বরচিত সমাধি-লিপি (Epitaph) পাঠ করিতে লাগিলেন। কবির আত্মা সমাধির অলক্ষ্যে থাকিয়া বাঙ্গালার পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল ! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন !
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী !

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সমাধি-স্তম্ভের অপর পার্শ্বে (পশ্চিমমুখে) ইংরাজি ভাষায় নিম্নলিখিত সমাধিলিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে ;—

IN MEMORY OF
MICHAEL MADHU SUDAN DATTA
One of the greatest poets of Bengal,
especially distinguished
AS AN EPIC POET
and as the first Bengali writer of blank verse.
BORN AT SAGARDARI IN THE DISTRICT OF JESSORE
in 1823 A. D.
DIED ON THE 29th JUNE, 1873, A. D.
This tomb is erected in the year 1888
by his grateful and admiring
COUNTRYMEN.

LLEWELYN & CO.

সমাধি-লিপি পাঠান্তে দর্শক-বৃন্দ সমাধিস্তম্ভের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে

লাগিলেন এবং সেই পুষ্পবৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে একটি মনোমুগ্ধকর পরম রমণীয় স্মৃতি-উৎসব সমাপ্ত হইল।

ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন, ইংলণ্ডের অন্যতম মহাকবি সেক্সপীয়র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন,—আমরা মধুসূদনের সমাধি-স্তম্ভ সম্বন্ধেও সেই কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

What needs our Madhusudan for his honoured bones,
The labour of an age in piled stones ?
Or that his hallowed reliques should be hid
Under a star-y-pointing pyramid ?
Dear son of Memory, great heir of Fame,
What need'st thou such weak witness of thy name ?
Thou in our wonder and astonishmant
Hast built thyself a livelong monument.
*   *   *   *
And so sepulchered in such pomp dost lie.
That kings, for such a tomb, would wish to die.

উপসংহার

মধুসূদনের চরিত্রালোচনা

মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের চরিত্র বিশ্লেষণ প্রকৃতই একটি সমস্যা। তাঁহার জীবনী-লেখকেরা তাঁহার চরিত্রের নানাদিক হইতে তাঁহাকে বিচার করিয়া, প্রত্যেকে এক-একটি স্বমতানুযায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। নানাশ্রেণীর সমালোচকদিগের বিচারে তিনি মহাত্মা, ধর্ম্মাত্মা, দেবাত্মা এবং অমিতব্যয়ী, অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। এ কথাটি সম্পূর্ণ সত্য যে, প্রতিভাবান্ ব্যক্তিরা যেমন তাঁহাদের স্বদেশবাসীর হৃদয় আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের স্মৃতি-মন্দিরে বাস করিয়া থাকেন, তেমনি আবার অপরদিকে তাঁহারা নানা সমালোচনার অধীন হইয়া, নানা চক্ষে নানারূপে প্রতিভাত হন। তাঁহাদের জীবনের গতির আলোক ও অন্ধকার জন-হৃদয়ে যুগপৎ সমভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তাঁহাদের গুণনিচয় যেমন অবিকৃত ভাবে বহু স্থলে লোক-মুখে ধ্বনিত হইতে থাকে, তেমনি আবার তাঁহাদের দোষগুলিও অনেকস্থলে বাদ পড়ে না। ইংলণ্ডের মহাকবি সেক্সপীয়র, মহাকবি মিল্টন, এবং কবিবর লর্ড বায়রণ প্রভৃতির জীবন-চরিত গুলি এই বিষয়ের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে হংসের কেবলমাত্র দুগ্ধপানের ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তিরা গুণিগণের দোষ ভুলিয়া গুণই গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার অলিভার গোল্ডস্মিথের অমিতব্যয়িতা, চপলতা ও পানাসক্তি প্রভৃতি নানা দোষ সত্ত্বেও ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মনস্বী ডাক্তার জন্‌সন্ গোল্ডস্মিথের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—"Let not his faults be remembered ; he was a very great man." আমাদের মধুসূদনের সম্বন্ধেও উক্ত কথাটি অকাট্যভাবে প্রযুজ্য। মধুসূদনের অলৌকিক কবি-প্রতিভা ও অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির সহিত বহু ত্রুটী ও চপলতা বিজড়িত ছিল। আলো ও ছায়ার সম্পাতে সেই কবি-জীবন বড়ই বিচিত্র ও রহস্যময় হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে মধুসূদনের চরিত্রে মহত্ত্ব, তেজস্বিতা, নিঃস্বার্থতা ও সরলতা প্রভৃতি গুণের সমাবেশ বিবেচনা করিলে,

তাঁহার দোষ ও ত্রুটী জ্ঞানীর চক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর রূপে প্রতিভাত হয়। একাধারে সে সমস্ত গুণাবলী অনেক ধর্ম্ম-সংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক বা স্বদেশ-হিতৈষীর চরিত্রেও পরিলক্ষিত হয় না। বিশুদ্ধ-বিবেক না হইলে কোন মনুষ্যই তেজস্বী বা সমদর্শী হইতে পারে না। মধুসূদন নির্ব্বিকার চিত্তে প্রকাশ্যে আপনার যাবতীয় ত্রুটী স্বীকার করিতেন। কুণ্ঠাশূন্য হইয়া নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। অপরের অন্যায় আচরণ দেখিলে নিজের মনোভাব গোপন রাখিতে পারিতেন না; তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিতেন। আমরা বহু চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, কতকগুলি পার্থিব দোষ ও ত্রুটী সত্ত্বেও মধুসূদন মহাপুরুষ ছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল যথার্থই লিখিয়াছেন;—"With all his faults Mr. Datta was a remarkable man." রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "মাইকেল অদ্বিতীয় লোক ছিলেন;—সেরূপ লোক আর দেখা যায় না।" মধুসূদন এই সংসারের সুখ-দুঃখের অতীত ছিলেন। জীবনে তিনি পুনঃ পুনঃ ভীষণ ক্লেশের কবলে পতিত হইয়াছিলেন; তত্রাচ তাহার প্রতিকার-কল্পে কখনও তাঁহাকে মনোযোগী বা চেষ্টিত দেখা যায় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখনই সেই সমস্ত ক্লেশ বা নির্যাতন উপস্থিত হইত, তখনই তিনি ক্ষণকাল চিন্তায় অধীর হইয়া থাকিতেন; কিন্তু সেই সকল যন্ত্রণা অপনীত হইবামাত্র, তিনি আবার নিরতিশয় আমোদপ্রিয় হইয়া পড়িতেন। কোন ক্লেশই তাঁহার চিত্তে দাগ বসাইতে পারিত না। স্বর্গীয় কল্পনায় তাঁহার হৃদয় প্লাবিত হইয়া যাইত। তিনি দেখিতেন যে, মনুষ্য চরিত্র বিশ্লেষণে সংসারের কীটাণুকীটগণের মতামত কোন মূল্যই বহন করে না। তাঁহার জীবনের অনেক কার্য্য তাঁহার সুব্যক্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি ভাবিতেন, তাঁহার দোষ কালস্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইবে—থাকিবে শুধু তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা, বিদ্যাবত্তা ও কবিত্বের মধুময়ী স্মৃতি! সেই স্মৃতি;—

যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে॥

যাহার অমৃতময় আস্বাদে তাঁহার দেশবাসীরা তাঁহার 'দোষ ভুলিয়া গুণ ধরিয়া,' তাঁহাকে চিরদিন আপনা হইতে ও আপনার জন করিয়া রাখিবেন।

তাঁহার ধারণার এই সত্যতা বর্ত্তমান সময়ে বর্ণে বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'বঙ্গভূমির প্রতি' আত্ম-নিবেদনে তিনি মনের এই মহৎভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার দেশ-মাতৃকা তাঁহার প্রাণের কথা কিরূপ ভাবে শ্রবণ এবং গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতেছেন।

মধুসূদন ভাবিতেন যে, এ সংসারে কে কি লইয়া আসিয়াছেন। কে কি রাখিয়া যাইবেন। যাহারা তাঁহার বিদ্বেষ্টা হইয়া তাঁহার চরিত্রগত ত্রুটী নিরন্তর ঘোষণা করিত, তাহাদের মূল্যই বা কতটুকু, আর তাঁহার দোষ সমূহের অনুপাতে তাঁহার গুণরাশি কত অধিক,—কত উচ্চ গগনস্পর্শী হিমালয়!

বসন্তের পৌর্ণমাসী নিশীথে হেমকান্তি চন্দ্রমার কলঙ্ক-রাশি কাহার নেত্র ব্যথিত করে? প্রস্ফুটিত শতদলের কণ্টকের কথা কে ভাবিয়া থাকে? কোকিলের কূজন শুনিয়া কে তাহার কালোবরণ স্মরণ করিয়া থাকে।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হইতে চলিল, মধুসূদন ইহধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; এতাবৎকাল তাঁহার চরিত্রের সহস্র সমালোচনা হইয়া আসিতেছে; স্বপক্ষ-বিপক্ষের সীমা নাই; কিন্তু কে তাঁহাকে ভুলিতে পারিয়াছেন? এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি? সেই অপরিচিত, বিজাতীয় 'মাইকেল' নাম যশঃ-প্রভায় চিরপরিচিত, চিরমধুর হইয়া রহিয়াছে! বঙ্গগৃহের নিত্য-বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে, সুদূর পল্লীর তৃণাচ্ছাদিত মৃৎকুটীরে, রাজপ্রাসাদে, তাঁহার বিজাতীয় 'মাইকেল' নাম প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার ন্যায় স্বদেশকে কে এত ভালবাসিতে পারিয়াছেন? এ মৌখিক ভালবাসা নহে, যশের জন্য ভালবাসা নহে, লৌকিক ভালবাসা নহে। সমাজ-বিচ্যুত, গৃহ-তাড়িত, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, পরসমাজভুক্ত উদাসীনের অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশ হইতে আন্তরিক স্বদেশানুরাগ উত্থিত হইয়া, দেহের শিরায়-শিরায় অস্থিতে-অস্থিতে, মজ্জায়-মজ্জায় প্রবাহিত হইত। পাশ্চাত্য-ভাবে পূর্ণ নিমজ্জিত হইয়া, য়ুরোপের উৎকৃষ্ট ভাষা-সমূহে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া, তাঁহার ন্যায় স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি এক্ষণে নিতান্ত দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ সকল অবহিত চিত্তে চিন্তা করিবার বিষয়, শুধু লেখনীর উচ্ছ্বাস নহে।*

---

* 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক যথার্থ লিখিয়াছেন;—
The late poet Michael Madhusudan Dutt, or "Michael" as he

তাঁহার চরিত্রের আর একটি অংশ চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। মাদ্রাজে—বঙ্গদেশে—য়ুরোপে সকল স্থানে, সকল সময়ে তাঁহার অর্থের অনাটন ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেই অর্থকৃচ্ছ্রতা কখনও উপার্জ্জনাভাবে ঘটে নাই, অমিতব্যয়িতা বশতঃই ঘটিয়াছিল। তিনি যদি চতুর সংসারী হইতেন, তাহা হইলে সুখে স্বচ্ছন্দে আমরণ জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে পারিতেন। হাইকোর্টের কোন বর্ষীয়ান্ ব্যবহারাজীবী (নীলমাধব বসু) বলিতেন "যে লোকে কথায় বলে, 'পরদিনের চিন্তায় অমুক ব্যক্তি উদাসীন' কিন্তু মাইকেলের সম্বন্ধে এ নিয়মও খাটে নাই; পরদিন ত দূরের কথা, পরমুহূর্ত্তের চিন্তাও প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না।" যে মাসে তাঁহার তিন শত টাকা আয় হইয়াছে, তখন তিনি যেরূপ অর্থাভাবে প্রপীড়িত, আবার ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে যে মাসে তিন হাজার টাকা পাইয়াছেন, সেই মাসেও তিনি তদ্রূপ অর্থকৃচ্ছ্রতায় ক্ষতবিক্ষত। কি সংসার প্রতিপালনে, কি বিলাস-ব্যসনে, কি দাতব্যে কোন বিষয়েই তাঁহার

---

is familiarly called even in the remotest hamlet in Bengal, is undoubtedly one of those who deserve commemoration and are deservedly commemorated by his countrymen. Anglicised "Michael" was in his heart of hearts, however, a *pucca* Indian. His patriotism was not mere lip patriotism: "Remember me, thy servant, mother," does not the poem breathe in every line of it his deep, abiding love for his motherland?…It is well that dear, old "Michael" is honoured with a yearly tribute, paid by his grateful countrymen to his literary genius. For, Christian "Michael," anglicised "Michael," is the "Michael, of Brojangana Kavya," of the in comparable and peerless "Meghnad"…It was forty-four years back that "Michael" died. He lives to-day in the pages of his immortal works, which will live as long as the Bengali language lives. Tear-drops shed to-day in his memory are our tribute to that Prince of Poets.

উক্ত সম্পাদক পুনরায় লিখিয়াছেন ;—

"Michael" was not only a great poet, he was a true-hearted patriot. The patriotism of Michael was no mere lip patriotism. His Anglicism was only the outer husk, the heart within overflowed with love for his country.



মধুসূদনের পৌত্র কর্তৃক নির্ম্মিত সমাধিস্তম্ভ

ব্যয়ের বিধিশৃঙ্খলা ছিল না। ঋণ করিয়া অর্থ আনিয়া অবহেলে ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। অর্থ সম্বন্ধে মধুসূদন ভেদনীতির পরিপোষণ করিতেন না। তিনি বলিতেন, "টাকা তোমারও নয়, আমারও নয়; উহাতে তোমার-আমার কথা থাকিতে পারে না, উহার কোন অধিকার-স্বত্ব (Proprietory Right) নাই; যাহার হস্তে আসিবে, সেই খরচ করিবে।" এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া তিনি অর্থশাস্ত্রের তর্কবিতর্ক করিতেন। যাঁহার অর্থ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা, তিনি কি কখনও ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়া চলিতে পারেন? য়ুরোপ হইতে অর্থের নিমিত্ত তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলির অনেক স্থল পাঠ করিলে আমাদের সম্পূর্ণ প্রতীতি হয় যে, বিদ্যাসাগরের অর্থে ও তাঁহার নিজের অর্থে কোন ভেদাভেদ নাই। সেরূপ ভাবে অর্থ প্রার্থনা সাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে দিগম্বর মিত্রের অর্থ প্রেরণে উদাসীনতায় ফরাসীদেশে ঋণদায়ে তাঁহার কারাবাসের উপক্রম ঘটিয়াছিল, স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর, মধুসূদন যতদূর সম্ভব হৃদয়ের সেই তিক্তভাব দমিত ও প্রশমিত করিয়া, মিত্রজাকে পুনর্ব্বার সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, গৃহীত ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই বলিয়া, তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীর চক্ষে প্রকৃতই দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁহার চিত্ত কখনও উদাসীন ছিল না। ঋণোদ্বেগে তাঁহার চিরজীবন অতিবাহিত হইয়াছে; ঋণ পরিশোধের চিন্তায় তিনি নিয়ত অধীর ছিলেন। এই জীবন-স্মৃতিতে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু দোষ ও গুণ উভয় ধরিয়া তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব, সহানুভূতি, বিশালতা ও প্রসারতাই সমধিক ফুটিয়া উঠে। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই তিন জনের প্রদত্ত ঋণ এবং উপকারের কথা ভুলিতে পারেন নাই। কি অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতার ভাষায় তাঁহাদের কৃত উপকারের কথা ব্যক্ত করিতেন। তাঁহাদের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ অপরিশোধিত রাখিয়া তিনি যে পরলোকে গমন করিতেছেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার দুঃখ ও ক্ষোভের সীমা-পরিসীমা ছিল না।

এক্ষণে তিনি পুণ্যবলে ঊর্দ্ধলোকে অবস্থিত; তাঁহার আর সে জ্বালা-যন্ত্রণা

নাই—কিন্তু দুঃখ তাঁহার স্বদেশবাসীর; তাঁহার গুণরাশি তাঁহাদের জীবনের নিয়ামক হইয়া রহিয়াছে। মধুসূদনের মধুময়ী স্মৃতি, চিরদিন তাঁহাদের হৃদয় মধুময় করিয়া রাখিবে।

নামে মধু, হৃদে মধু, বাক্যে মধু যার,
এ হেন মধুরে ভুলে সাধ্য আছে কার।

আমরা 'মধুস্মৃতি' সমাপ্ত করিলাম। আশা করি, ইহাতে গৌড়গৃহ মধুময় হইবে।

সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট

IN MEMORIAM
MICHAEL M. S. DATTA.
BORN 1824. DIED 1873.
BY RAM SHARMA.

Mourn, poor Bengala, mourn thy hapless state !
Thy swan, thy warblers' snatched by ruthless fate !
Oh, snatched in prime of life, thy darling child;—
Datta who sang in magic numbers wild,
Great Meghnad—Indra's haughty conqu'ring foe,
Hurled by brave Lskshman to the shades below !
—Hushed is the tuneful voice that thrilled the soul,
Silent the lyre whose swelling notes did roll
In streams of music sweet that did impart
A life—a soul ev'n to the dullest heart !
Ah, poor unhappy land ! how sad thy doom,
Thy noblest sons are lost in vigor's bloom !
Oh Death ! how stern—implacable thou art
To single them out for thy cruel dart !
Ye children of Bengala ! O'er his bier
Pour forth your sorrows,—shed the grateful tear
To wit and talents due, and genius rare,
Now lost beyond the reach of hope and care !
What though no pageant grand, no funeral show
Followed his hearse in sable-garb of woe ?
What though no column high, no living bust
Should mark the spot where lies his honored dust ?
He needs not these, though prized by little men ;—
His works his noblest monument remain !
Oh, crown your poet's grave with flowery wreaths,
The flesh is dead, th' immortal spirit breathes !

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত)

আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করি না—এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গালি জাতির গৌরব হইবে। কেন না বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে—অকপটে বাঙ্গালী, বাঙ্গালী কবির জন্ম রোদন করিতেছে।

যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকবি যশঃ প্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য। যশঃ, মৃতের পুরস্কার—জীবিতের যথাযোগ্য যশঃ কোথায়? প্রায় দেখা যায়, যিনি যশের পাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী নহেন; যিনি যশের অপাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী। সক্রেতিস্ এবং যীশুখ্রীষ্টের দেশীয়েরা, তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। কোপরনিকস্, গেলিলীয়, দান্তে, প্রভৃতির দুঃখ কে না জানে? আবার হেলি, সিওয়ার্ড প্রভৃতি মহাকবি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। এ দেশে, আজিও দাশরথি রায়ের একটু যশ আছে। যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায়, যে বাঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। যাঁহারা ভূতত্ত্ববেত্তাদিগের মুখে শুনেন যে বাঙ্গালা, নদীমুখনীত কর্দ্দমে সম্প্রতি রচিত, তাঁহারা যেন না মনে করেন, যে কালি পরশ্ব হিমাচল পদতলে সাগরোর্ম্মি প্রহত হইত। সেরূপ অনুমান-শক্তি কেবল হুইলর সাহেবের ন্যায় পণ্ডিতেরই শোভা পায়। কিন্তু এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল—নিশ্চয় স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।

যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত ইউরোপীয় আমাদিগের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি?—বাঙ্গালির মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্ম্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-দেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।

স্মরণীয় বাঙ্গালির অভাব নাই। কুল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায়, প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল! কেবলই কি বঙ্গদেশে?

আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নির্গুণ হইলেও, রত্নপ্রসবিনীর সন্তান। সকলে সেই কথা মনে করিয়া, জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্ন কর। আমরা কিসে অপটু? রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে? দেশভেদে, কালভেদে, কি উপায়ান্তর হইবে না।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ "শ্রীমধুসূদন।"

স্বর্গারোহণ

(হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)

১

"খোল খোল দ্বার খোল দ্রুতগতি হিরণ্ময় জ্যোতি যার,"
বলিলা কৃতান্ত ডাকি অনুচরে মুখেতে প্রীতির ভার ;
"সম্বরি সংসার- লীলা আপনার শ্রীমধুসূদন আসে,
সম্ভাষি আদরে, লওরে তাহারে বাণী-পুত্রগণ-পাশে ;
কবি-কুঞ্জ-ধাম, পবিত্র কানন অমর-ভবনে যাহা,
নিরজন স্থান সদা মধুময় দেখাও উহারে তাহা ;—
যাও দ্রুতগতি যাও যাও সবে সুখে বংশীধ্বনি কর,
কুসুমে গাঁথিয়া সুন্দর মালিকা মস্তক উপরে ধর ;
ভুঞ্জি বহু দুখ সংসার-কারাতে শ্রীমধু দুঃখেতে আসে,
ত্বরা করি যাও যশোগীতি গাও, লও কবিকুঞ্জ-বাসে।"

২

খুলিল ত্বরিতে উত্তর তোরণ, সঙ্গীত ঝঙ্কারে ধায় ;
দিগঙ্গনাগণ দেবদূত সঙ্গে রঙ্গে যশোগীত গায়,
"এস এস সুখে বাণী-বরপুত্র, বঙ্গের উজ্জ্বল মণি,
স্বভাবের শিশু, সুধাতে পালিত কল্পনা-হীরার খনি ;
বাল্মীকি-হোমর- সুমন্ত্রে দীক্ষিত মধুর সুতন্ত্রীধারী,
অকাল কোকিল, মরুতল-তরু, অ-নীর দেশের বারি ;
এস ভাগ্যবান, কবিকুঞ্জ-ধামে, চির সুখে কাল হর,
চিরজীবী হয়ে চির আকাঙ্ক্ষিত জয়মাল্য শিরে পর ;"
বলিতে বলিতে ঘেরিয়া সকলে মণ্ডলী করিয়া আসি,
দিগঙ্গনা-দল কুসুমের দামে শীর্ষ সাজাইল হাসি।

৩

সখীগণ চলে কবিকুঞ্জ-বনে কলকণ্ঠ ঝরে সুরে,
কুসুম-বাসিত সুমন্দ মলয় সুগন্ধ বিতরে দূরে।

ঘন কুহু-ধ্বনি, ভ্রমর-ঝঙ্কার, শ্যামার সুন্দর তান,
বেণু-বীণা-শ্রুত অস্ফুট কাকলী পুলকিত করে প্রাণ,
ভুলে মর্ত্ত্য-শোক, মধুমত্ত কবি মধু সে আস্বাদ পায় ;
অতুল আনন্দে নয়ন বিস্ফারি কবিকুঞ্জ-পানে চায়।
চারি পাশে বামা কলকণ্ঠ-স্বরে মধুর কীর্ত্তন করে,
আকাশে পবনে, ঘ্রাণে সুবাসিত মধুর সঙ্গীত ঝরে ;
যবে উতরিলা কবিকুঞ্জ-ধামে শরীরে রোমাঞ্চ ধরি,
"কবি ধন্য তুমি, শ্রীমধুসূদন" ধ্বনিল কানন ভরি।

৪

সদা মধুময় কবিকুঞ্জ সেই সুমিষ্ট সকলি তায়,
স্বভাবের গুণে সকলি সুন্দর ক্ষণে রূপভেদ পায় ;—
এই ইন্দ্রধনু তনু মনোহর, গগন উজ্জ্বল করে,
ঝলকে ঝলকে ক্ষণ পরে এই বিজলী সুহাস্য ধরে,
সতত সুন্দর শরতের শশী সুনীল অম্বরে ভাসে,
সতত সুন্দর কুসুমের রাশি তরু-কোলে-কোলে হাসে ;
স্বভাবের গুণে, সরসীর নীর, ক্ষীর সম শোভা পায়,
নদী-নদ-বারি অমৃত সঞ্চারি প্রবাহ ঢালিয়া যায় ;
মধুময় যত নিখিল জগতে, সকলি সেখানে ফলে,
অতাপ অনল, অশোক বাসনা, গিরি তরু বায়ু জলে।

৫

লীলা সাঙ্গ করি হ'লে অবসর ওহে বঙ্গ-কুলরবি,
যতদিন ভবে থাকিব বাঁচিয়া ভাবিব-তোমার ছবি ;—
আকর্ণ-পূরিত সেই নেত্রদ্বয় সুহৃৎরঞ্জন ভাণ,
মধুচক্র-সম মধুর ভাণ্ডার সরল কোমল প্রাণ ;
আনন্দলহরী ভাষার নির্ঝর শোভিত আশার ফুলে,
উৎসাহ-ভাসিত বদন-মণ্ডল পঙ্কজ বান্ধবকুলে ;
বীর অবয়ব, বীরভাষা-প্রিয়, গউড়সন্ততি-সার,
প্রিয়ম্বদ সখা প্রণয়ের তরু, কামিনী-কণ্ঠের হার,
সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ, বঙ্গের উজ্জ্বল রবি
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার শ্রীমধুসূদন কবি।

গেলে চলি মধু কাঁদায়ে অকালে, পাইয়া বহুল ক্লেশ,
ক্ষিপ্ত গ্রহ-প্রায় ধরাতে আসিয়া জ্বলিয়া হইলা শেষ ;
ছিলে উদাসীন, গেলে উদাসীন জয়মাল্য শিরে পরি,
অনাথ দুটিরে কার কাছে বল গেলে সমর্পণ করি ;
ভেবেছিলা জানি তুমি গত যবে গউড়বাসীরা সবে
অনাথপালক, তোমার বালক অঙ্কেতে তুলিয়া লবে ;
হবে কি সে দিন এ গৌড় মাঝে পূরিবে তোমার আশা,
বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাণ্ডারে, উজ্জ্বল করিয়া ভাষা !
হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর কেন এ কুখ্যাতি ভবে ?
যে জন সেবিবে ও পদযুগল, সেই সে দরিদ্র হবে।

৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(নবীনচন্দ্র সেন লিখিত)

১

হা অদৃষ্ট !—কবিবর ! এই কি তোমার
ছিল হে কপালে ?
মধুসূদনের হায় !—(শুনে বুক ফেটে যায় !)
এই পরিণাম বিধি লিখেছিলা ভালে ?

২

দিয়াছিল সেই রত্ন ভারতী তোমায়—
অপার্থিব ধন ;
রাজ্য বিনিময়ে, আহা ! কেহ নাহি পায় তাহা,
দাতব্য চিকিৎসালয়ে * তোমার মরণ ?

৩

কিংবা কণ্টকিত হায় ! যে বিধি করিল
গোলাপ, কমল ;

---

* আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে কবির মৃত্যু হইয়াছিল। উহা দাতব্য চিকিৎসালয় নহে।

সে বিধি পাষাণ-মনে, দহিতে সুকবিগণে,
কবিত্ব-অমৃতে দিল দারিদ্র্য-অনল।

৪

বহু যুদ্ধে না পারিয়া করিতে নির্ব্বাণ
এই হুতাশন;
প্রাণপত্নী-করে 'ধরি, নরলীলা পরিহরি',
পশিলে মধুসূদন অমর-জীবন।

৫

কৃতঘ্ন, মা বঙ্গভূমি! এত দিন তব
কবিতা কানন,
যেই পিকবর-কল উছলি, বনদল
উছলিত, ব্রজে শ্যাম বাঁশরী যেমন।

৬

সে মধু-সখারে আজি পাষাণ পরাণে,
(কি বলিব হায়!)
অযত্নে অনাদরে, বঙ্গকবিকুলেশ্বরে,
ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, * দিয়াছ বিদায়!

৭

মধুর কোকিল-কণ্ঠে—অমৃত লহরী—
কে আর এখন,
দেশদেশান্তরে থাকি', কে 'শ্যামা-জন্মদে' ডাকি'
নূতন নূতন তানে মোহিবে শ্রবণ?

---

* বঙ্গমাতা তাঁহার কৃতী সন্তান মধুসূদনকে ভিক্ষুকের বেশে বিদায় দেন নাই। জ্ঞানী ও পণ্ডিতের পক্ষে অর্থ-দারিদ্র্য দারিদ্র্যই নহে। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশে যে শোকোচ্ছ্বাস বহিয়াছিল এ পর্য্যন্ত কোন রাজার মৃত্যুতে সেরূপ বহে নাই। কবির মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গ্যারিক সাহেবের প্রস্তুত তাঁহার বহু তৈল-চিত্র (Oil-Painting) ৪০৲ টাকা এবং Carte-de-visit ফটো ২৲ টাকা করিয়া বিক্রয় হইয়াছিল।

৮

তোমার মানস-খনি করিয়া বিদার,
কাল দুরাচার,
হরিল যে রত্ন, হায়! কতদিনে পুনরায়,
ফলিবে এমন রত্ন? ফলিবে কি আর?

৯

শূন্য হ'ল আজি বঙ্গকবি-সিংহাসন,
মুদিল নয়ন
বঙ্গের অনন্ত কবি, কল্পনা-সরোজ-রবি,
বঙ্গের কবিতা-মধু হরিল শমন।

১০

বঙ্গের কবিতে! আজি অনাথা হইলে
মধুর বিহনে;
আজন্ম শৃঙ্খল ভরে, দীনাক্ষীণা কলেবরে,
বেড়াইতে বঙ্গালয়ে বিরস বদনে।

১১

প্রতিভার বলে সেই চরণ-শৃঙ্খল
কাটিয়া যে জনে,
মধুর অমিত্রাক্ষরে, তুলিয়া স্বরগোপরে,
দেখাইল 'তিলোত্তমা' 'মুকুতা যৌবনে'।

১২

রত্নসৌধকিরীটিনী স্বর্ণ লঙ্কাপুরে,
লইয়া তোমারে;
মৈথিলী অশোকবনে, প্রমীলা সজ্জিত রণে,
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে বীর-অহঙ্কারে,

১৩

দেখাইল;—বেড়াইল কল্পনার বক্ষে
লইয়া তোমারে,
স্বর্গমর্ত্ত্যধরাতলে, প্রচণ্ড জলধিতলে;
শুনাইল 'মেঘনাদ' গভীর ঝঙ্কারে।

১৪

'ব্রজাঙ্গনা', 'বীরাঙ্গনা', নয়নের জলে,
প্রেম-বিগলিত ;
সাজায়ে সুন্দর ডালা, গাঁথিয়া নূতন মালা,
আদরে তোমার অঙ্গ করিল ভূষিত।

১৫

পুণ্যখণ্ড ইউরোপে বসিয়া বিরলে
সেই দিন, হায় !
গাঁথিয়া কল্পনা-করে, পরাইল শ্রদ্ধা ভরে,
রত্নময় 'চতুর্দ্দশ' লহরী গলায়।

১৬

'কৃষ্ণকুমারীর' দুঃখে কাঁদাইয়া, হায়,—
বঙ্গবাসিগণ ;
বঙ্গনাট্য-রঙ্গাঙ্গনে, মোহিত দর্শকগণে,
'পদ্মাবতী' 'শর্ম্মিষ্ঠা'রে করিয়া সৃজন।

১৭

বঙ্গভাষা-সুললিত-কুসুম-কাননে
কত লীলা করি',
কাঁদাইয়া গৌড়জন, সে কবি মধুসূদন
চলিল,—বঙ্গের মধু বঙ্গ পরিহরি'।

১৮

যাও তবে, কবিবর ! কীর্ত্তিরথে চড়ি'
বঙ্গ আঁধারিয়া,
যথায় বাল্মীকি, ব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
রহিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া।

১৯

যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া,
কবিতা-ভাণ্ডারে ;
অনন্ত কালের তরে, গৌড়-মন-মধুকরে
পান করি', করিবেক যশস্বী তোমারে।

কবির শ্মশানে

(মানকুমারী বসু লিখিত)

এখানে আসিছ যারা, নীরবে কহিও কথা,
দেখো যেন ভাঙে না কো এ গভীর নীরবতা।
নীরব নির্জন এ যে বড়ই নিরালা ঠাঁই,
সুখে দুঃখে বড় কথা এখানে কহিতে নাই।
হেথা নিতি ধীরে আলো, দেন শশী দিবাকর,
সাবধানে শ্যামছায়া করে নব জলধর ;
চুপে চুপে ফুল ফোটে, ধীরে ধীরে বহে বায়,
মায়ের আঁচলে হেথা 'যাদুমণি' ঘুম যায়।
সে বড় 'দুরন্ত' ছিল, মানিত না বাধা-রাশি,
ছুটিত ত্রিদিব-পথে হাতে লয়ে সাধা বাঁশী।
কত সে জানিত খেলা, কত কি গাহিত গান,
পূরবী খাম্বাজে কত কাঁদা'ত মানব-প্রাণ।
কখনো আকাশে উঠি দাঁড়ায়ে মেঘের পরে,
মেঘনাদ—বজ্রনাদে কাঁপাইত চরাচরে ;
শারদ জ্যোছনা-সম কভু বা হাসিত হাসি,
নয়ন-দিঠিতে তার বসন্ত আসিত ভাসি।
বড়ই 'দুরন্ত-পণা' করিত সে দিনে রেতে,
তাই মা রেখেছে ঢেকে স্নেহের অঞ্চল পেতে !
দারুণ আতপ-তাপে তাপিত কোমল প্রাণ,
শ্যামল সুন্দর ছটা হয়েছিল কত ম্লান !
সকালে সকালে তাই রেখেছে মা ঘুমাইয়ে,
শীতল কোমল কোল দেছে তারে বিছাইয়ে !
সুখে, দুখে, গোলমাল এখানে কোরনা কেহ,
ঘুমায়ে মায়ের বাছা আরামে ঘুমাতে দেহ।
যে খেলা খেলছে শিশু, গেয়ে গেছে যেই গান,
জননীর বুকে বুকে উঠিছে তাহারি তান ;
সে গীতি যে সুধা-মাখা, অফুরন্ত চিরদিন,
জননী হারিয়া গেছে শুধিতে শিশুর ঋণ !

আকাশে দেবতা, যক্ষ গাহিছে সহস্র মুখে,
অমর অক্ষরে লেখা রহেছে বসুধা-বুকে—
ভারতীর বরপুত্র, কাব্য-কমলের রবি,
বঙ্গ-কবি-শিরোমণি —শ্রীমধুসূদন কবি ;
জনম সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষী-নদী-তীরে,
কেমনে বলিব আর পোড়া আঁখি ভাসে নীরে।

*　　　*　　　*

এখানে আসিবে যারা নীরবে কহিও কথা,
ভুলে যেন ভেঙনাক এ মধুর নীরবতা !
নীরবে ফেলিও অশ্রু, নীরবে মাগিও বর,
স্বরগে আরামে থাক্ শ্রান্ত বঙ্গ-কবিবর !

মধু-স্মৃতি

(মানকুমারী বসু লিখিত)

১

এইখানে রয়েছ ঘুমিয়ে,
বঙ্গ কবি-রাজ-রাজেশ্বর !
মৌন বীণা বাঁশি-রব, দামামা দুন্দুভি সব,
মধুহীন মাতৃবক্ষ, যুগ যুগান্তর !

২

নিত্য প্রাকৃতিক আবর্ত্তনে
কাল চক্র ঘূরে অনিবার,
বর্ষ, মাস, বার যত, আসে যায় অবিরত,
পড়ি থাকে স্মৃতি—ব্যাপি নিখিল সংসার !

৩

কতদিন গিয়াছ চলিয়া,
বাঙ্গালার কবি-শিরোমণি,
শ্রীমধুসূদন বিনা, ভারত ভারতী দীনা,
নাহি সে কল্পনা-লীলা, পীযুষের খনি !

৪

তুমি মা'র দেবের প্রসাদ,
সারদার শুভাশীষ সম,
কত যুগ তপস্যায়, সুপুত্রে মা' কোলে পায়—
কত সাধনার নিধি হেন রত্নোত্তম !

৫

প্রত্যূষের অরুণ কিরণে,
ফুটি উঠে তব "তিলোত্তমা",
অতি মৃদু অতি ধীরে, আসে সে সুমেরু-শিরে,
উজলে কাঞ্চন-কান্তি বিশ্ব-মনোরমা !

৬

নিদাঘের নীরদ গর্জ্জনে
কাণে পশে তব "মেঘনাদ,"
চমকে চপলা বালা, রূপে বিশ্ব করি আলা,
কভু বা ভাঙিয়া পড়ে বিষম বিষাদ !

৭

হাসি কান্না মাখান শরতে,
দেখি যেন "বীরাঙ্গনা" গণ,
কেহ কাঁদে কেহ হাসে, কেহ প্রেমোচ্ছ্বাসে ভাসে,
সতীত্ব জ্যোছনা কারো, আলোকে ভুবন !

৮

"পদ্মাবতী" "শর্ম্মিষ্ঠা" সুন্দরী,
হেমন্ত শীতের চিত্র কিবা,
এই সুখ, এই দুঃখ, অভিমানে ভরা বুক,
কুহেলিকা আবরিত চাঁদিমার বিভা !

৯

মধুমাসে মলয় পবনে,
উদাসীনা "ব্রজাঙ্গনা" গীতি,
সুনীল যমুনা-কূলে, কবরী পড়িছে খুলে,
মথুরার পানে চেয়ে, পূজে পূর্ব্বস্মৃতি !

১০

মনে আসে—নীরব নিশায়,
আজন্ম আরম্ভ অবসান,
উছলি মানসী নদী, ছোটে "চতুর্দ্দশপদী",
কল কল রবে ছোটে সে মধুর তান !

১১

হেন ধনে হারায়ে জননী
বেঁচে আছে—সে যে বেঁচে মরা,
হায় রে অমূল্য রত্ন, পেলে না আদর যত্ন—
সে যে শোক দুর্ব্বিষহ, আগুনের ভরা !

১২

শুয়ে আছ শান্তির শয়নে,
থা'ক শুয়ে ফুলবন মাঝে,
চির অনুতপ্ত চিতে, আমরা এসেছি দিতে,
সশ্রদ্ধ তর্পণ আজি কবি-কুল-রাজে !

১৩

লহ দেব ! ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি,
লহ উষ্ণ অশ্রুজল সহ ।
তুমি যা' দিয়েছ ভবে, যাবত জগত রবে,
সে অমৃত "নিত্যনব" রবে অহঃরহঃ !
যেখানে যে লোকে অতঃ ! করহ বসতি,
লহ তব দুহিতার সহস্র প্রণতি !

সাগরদাঁড়ী,
২৭শে জুন, ১৯২০ ।

প্রণতা সেবিকা
শ্রীমা—

REMINISCENCES

EARLY RECOLLECTIONS OF MICHAEL M. S. DATTA.

BY BUNCOO BIHARY DATTA.

If you will think over the matter, you will remmember that when we were in the Fifth Class, Senior Department, Modoo started up a weekly newspaper in handwriting conjointly with you and myself. This paper was carried on for 3 or 4 months I believe, or up to the time when we had a leap to the Second Class. Captain Richardson read this paper every week, which was no doubt to encourage the Editor.

I used to write short notes for his paper (জ্ঞানান্বেষণ), and the editor Ram Chunder Mitter to encourage me published them. Modoo came to know this and commenced to write also, and by the condensity of his style showed that he would soon surpass me that way. I became envious of it, and tried hard to keep pace with him. We were friends ! but like Addison and Pope rivals in the field of literature. I wrote the news also, but Modoo's writing was preferred. From that day forward Modoo devoted his time to literature only.

Modoo was fond of poetry, and being ambitious of literary fame contributed several sonnets to the "Literary Gleaner" a monthly magazine started by Lt. Kaye and Richardson. And as I wrote prose papers for that periodical, we became very intimate about this time. I used to go to his house at Kidderpore very often and pass a day or two very agreeably with him. Modoo had a habit of taking a full glass of liqueur every night before he went to his bed and wrap himself in a thick *chudder* until daybreak, though the season may never be so hot. I slept with him in the same room though in separate beds, but he would not allow me to open windows. One Gonesh Chunder Banerjea was a great friend of his, and I often saw Modoo take a glass too much with him. Gonesh Banerjea was a good Bengalee poet, and on Sundays and holidays I often went with Modoo to his.house at Kidderpore to hear him read his poetry. He (Modoo) wore *dhooti* and *chudder* at Kidderpore but his College dress was *pantaloon* and *chapkan*. His manners were very affable.

Modoo's health was very delicate, and he was constitutionally weak. His usual food was meat, and at Kidderpore I often par-took it with him. His father loved him very much, and knew that he was in the habit of drinking.

As I said before Modoo was of a poetical turn of mind, "lisped in numbers for numbers came." His favourite author was Byron, and he read his 'Don Juan' with avidity. He was also a very good prose writer, and I always read his writings with pleasure. His house at Kidderpore was on public road. Kidderpore as I then saw it was a quiet place, well-suited to a man of his turn of mind. On one fine moon-light night as I was sitting with him in his verandah after finishing our night meal, a man passed by the road playing on a country flute. The sound touched the chord of his heart, and he immediately repeated some lines from a poem. He was a book-worm, and passed his time in reading and writing only ; but he was also very complaisant to his friends, and talked merrily with them on literary subjects. Science was his aversion, and we always hid ourselves in the Sanskrit College Hall in mathematics hour.

Modoo's father loved me so much that he would not allow his wife to come with a veil before me, and by that means I became very intimate with the family. To this day I remember the very hall where I sat to dinner with them, Modoo's mother sitting before us. Modoo was not an Epicurean, and took anything offered to him, but very sparing in his diet.

Modoo was not a favourite of Ram Chunder Mitter, being not very obedient to him. But with all that Ram Chunder had a good opinion of him, and told me more than once that the boy has a sharp intellect. Being the only child of a father, old Rajnarain gave money to Modoo for his private expense, and this money he liberally spent in charity to the poor and entertainment to his friends. There was a Hindoo Hotel somewhere near the College where Modoo often entertained me with fowl, curry and mutton.

Much of the happiness and misery of man arises from contemplation. Modoo's ambition was all along to make a name in the literary world. He commenced to write poetry very early, and as his verses were freely published in the weekly and monthly periodicals of the day, he flattered himself with the hope of one day becoming an author. He was a born poet, and wrote verses with ease and facility.

From what I have heard of Modoo I can say this much that he was morally strict, and never offended in point of chastity with any of the beauties at Kiddepore. When in merry mood his friends talked to him on the subject, but he turned a deaf ear to it, and would not allow them to enlarge on the point. He led a sort of secluded life, and seldom went out for sight seeing. His favourite drink as I have said before was liqueur, but he also took beer and ice during the hot season. In the morning he used to drink *that cup which cheers but does not inebriate* and I partook it with him. His father was very anxious for his marriage, and made arrangements for it, but he would not consent, saying that he would never think of the matter until he finishes his education. He seemed to be brewin something in his mind all the time he was with his father, and was very indifferent to worldly matters in general.

He became editor of a Madras newspaper called the 'Hindoo' and conducted it for sometime with great credit to himself. When the 'Kohinoor' was sent to England and some one proposed to cut the side of it and thereby reduce its size; Modoo wrote a beautiful article against the proposal. Mr. J. C. Marshman spoke very highly of it and reproduced it in his 'Friend of India.' I read the article with so much pleasure that to this day I remember the last line of it. Modoo said;—"It is much more preferable to see the glorious Kohinoor in its huge dimension, its intrinsic unrivalled brilliancy than to break it into cantles such as glitter under beauty's ear."

CHINSURAH.
March and April, 1888. } BUNCOO BIHARY DUTT.

To BABU G. D. BYSACK.

শ্রীযুক্ত লালবিহারী বসাক মহাশয়ের লিখিত

প্রিয় নগেন্দ্র ভায়া—

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয় সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু স্মরণ ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে মৌখিক আপনাকে সকলই বলিয়াছি ; আপনার অনুরোধে আবার আমার স্মরণপথে যতটুকু আসিল, ততটুকুই লিখিয়া পাঠাইতেছি ;—

মধুসূদন দত্ত যখন হিন্দু কলেজে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সহিত সমশ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখন হইতেই আমাদের বাটীতে তাঁহার যাতায়াত ছিল। তাঁহার পিতা

সহিত আমার পিতামহ ৺রাজকৃষ্ণ বসাকের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। আমার বয়স যখন ১০।১১ বৎসর, তখন হইতেই আমার পিতা ও পিতামহকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিষয় আন্দোলন করিতে শুনি। আমি শুনিয়াছিলাম যে, মধুসূদন যখন হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহার পিতা ৺রাজনারায়ণ দত্ত একদিন আমার পিতামহের নিকট আসিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলেন যে, মধুসূদন কোথায় চলিয়া গিয়াছে; আমরা তাহার কোন সন্ধান পাইতেছি না। তোমার ছেলে গৌরদাসের সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব; সে এ বিষয়ের সন্ধান দিতে পারে। আমার পিতৃদেব এ সংবাদে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। যাহা হউক তিনি এ বিষয়ে তৎপর হইয়া অনুসন্ধান করিবেন। পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সকলই আপনার মধু-স্মৃতিতে বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে; মাইকেল মধুসূদন যখন লালবাজার পুলিসকোর্টের রাস্তার পূর্ব্বধারের দ্বিতল বাটীতে অবস্থান করিতেন, তখন তিনি সর্ব্বদা আমাদের বাটীতে আসিতেন। সেই সময়ে আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি। তিনি আমাকে নিজ পুত্রের ন্যায় দেখিতেন ও স্নেহ করিতেন। তাঁহার পত্নীও আমাকে পুত্রবৎ ভালবাসিতেন। তাঁহার পাশ্চাত্য পোষাক ও রীতিনীতি হিন্দু বালকের পক্ষে বিসদৃশ ও অপ্রীতিকর বলিয়া আমি তাঁহার ক্রোড়ে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও তিনি সমধিক স্নেহবশতঃ আমাকে জোর করিয়া ক্রোড়ে লইয়া মাতৃস্নেহে আমার মুখচুম্বন করিয়া অত্যন্ত আদর যত্ন করিতেন।

মধুসূদনের ও আমার পিতৃদেবের একই প্রকার সদানন্দ ও স্নেহময় প্রকৃতি ছিল। সেই জন্য উভয়ে অভিন্ন হৃদয়ে অকৃত্রিম বন্ধুত্বপাশে বদ্ধ ছিলেন। আমিও স্বর্গীয় মধুসূদনকে একজন আত্মীয় পিতৃস্থানীয় জ্ঞান করিতাম। তিনি যখনই আমাদিগের বাটীতে আসিতেন, আসিয়াই আমাদের পুরাতন ভৃত্য রঘুকে ডাকিয়া বলিতেন, "যাও, মা'কে বলগে, তোমার খৃষ্টান ছেলে এসেছে, তাহার জন্য রুটি-ঘণ্ট পাঠাইয়া দাও"। ৺পিতামহীঠাকুরাণীও রঘুর মুখে ঐ সংবাদ পাইবামাত্র স্বহস্ত-প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রী পাঠাইয়া দিলে তিনি সাদরে ভক্ষণ করিতেন; পানীয় জলের পরিবর্ত্তে তিনি Beer ব্যবহার করিতেন; তাই তাঁহাকে এক বোতল Beer পানীয়রূপে দিতে হইত। যে দিন পিতৃদেব উপস্থিত থাকিতেন, এবং দেখিতেন যে, মধুসূদন রুটি ও ঘণ্ট ভিন্ন সজ্জীভূত খাদ্যসামগ্রীর অন্য কিছুই স্পর্শ করিতেছেন না, তখন তিনি জননীর স্বহস্ত-প্রস্তুত কোন কোন উপাদেয় খাদ্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "আচ্ছা এ সব না খাও, ঐটা খেয়ে দেখ; মা, ওটা তোমার জন্যই তৈয়ারি করিয়াছেন।" তখন তিনি তাঁহার অনুরোধে অন্য খাদ্য সামগ্রীও কিছু কিছু খাইতেন। তবে, রুটি ও ঘণ্টের দিকে ঝোঁকটা এতই বেশী ছিল যে, অনেক ভাল জিনিস ফেলিয়াও মধুসূদন তাহাই খাইতেন।

তাঁহার সহাস্য বদন-নিঃসৃত স্নেহময় বাক্যে আমার স্নেহ-প্রার্থী বালক-হৃদয় বিগলিত হইত; আমি পরমাত্মীয় জ্ঞানে তাঁহার নিকটেই থাকিতাম। আমার কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে, প্রায় ১৩।১৪ বৎসর বয়সের সময়ে আমি পিতৃ-আজ্ঞায় সংস্কৃত পাঠ আরম্ভ করি ও বাঙ্গালায় যে সকল পাঠোপযোগী স্বল্পমাত্র পুস্তক ছিল, তাহা পাঠ করিয়া সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ করি। সেই সময় মাইকেল মধুসূদন নূতন অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য লিখিয়া তাহার পাণ্ডুলিপি পিতৃদেবের নিকট ও তাঁহার

বন্ধুবর ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাঠ করেন ও তাঁহাদের সহিত অলঙ্কারাদি নানা সাহিত্য-বিষয়ক আন্দোলন করিয়া তাহা নিজমতে সংশোধন করেন। তৎপরেই তিনি মেঘনাদবধ কাব্য লেখেন। আমি ঐ সকল কাব্য পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিতাম; কিন্তু পয়ারাদি পাঠ করা অভ্যাস থাকায় বাঙ্গালা ভাষায় নবপ্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ উত্তমরূপে পাঠ করিতে পারিতাম না। সেই সময় যখনই মধুসূদন আমাদের বাটীতে আসিতেন ও আমার সংস্কৃত পাঠের পরীক্ষা করিতেন, তখন আমি তাঁহার মুখে তাঁহার নিজ রচিত তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ কাব্যের উত্তম অংশ ও অন্যান্য কবিতা আবৃত্তি না শুনিয়া তাঁহাকে ছাড়িতাম না। যদিও তখন আমার কোন রসজ্ঞান হয় নাই, তথাপি তাহা যে কি শ্রুতিমধুর বোধ হইত ও তাহা শুনিয়া অন্তরে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইত, তাহা সামান্য লেখনী দ্বারা বর্ণনা করিতে পারি না। পিতৃদেব ও মধুসূদন উভয়ের অভিন্ন হৃদয় ও আত্মীয়ভাব সম্বন্ধে অধিক কি লিখিব, একজন আর একজনকে না দেখিলে অস্থির হইয়া উঠিতেন। প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ ২।৩ দিন পরস্পরের সম্মিলন হওয়া চাই; প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই ঘটিত। দূরদেশে থাকিলেও ঐরূপ সম্মিলন জন্য ব্যগ্র হইয়া পিতৃদেব মধুসূদনকে সেখানে যাইবার জন্য সতত আহ্বান করিতেন। বাটীতে যে দিন কোন নূতন প্রকার সুখাদ্য প্রস্তুত হইত, মধুসূদনকে না খাওয়াইয়া পিতৃদেবের কিছুতেই তৃপ্তিলাভ হইত না; মধুসূদন আসিতে না পারিলে তাঁহার বাটীতে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য সমস্ত খাদ্য পাঠান হইত। যদি কোন দিন মধুসূদন আমাদের বাটীতে আসিবার সময় নির্দ্ধারণ করিতেন, অথচ বিশেষ কার্য্য বশতঃ আসিবার বাধা উপস্থিত হইত, তথাপি অল্প সময়ের জন্যও একবার সেই সময় উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ করিয়া "গৌর, আজ আমি বড় ব্যস্ত; আজ আর আমাদের বেশীক্ষণ আলাপ ও কথা-বার্ত্তা হইবে না, আমি চলিলাম" বলিয়া চলিয়া যাইতেন।

সাংসারিক ও বৈষয়িক কোন বিষয় তিনি আমার পিতৃদেবের নিকট গোপন করিতে পারিতেন না। ভাগ্যক্রমে তিনি সতী-সাধ্বী ও পতিগত-প্রাণা পত্নী লাভ করিয়াছিলেন। সদানন্দময় মধুসূদন ও স্নেহময়ী তৎপত্নী উভয়ের সম্মিলন "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ" এই চির-প্রসিদ্ধ মহাজন বাক্যের সাক্ষী-স্বরূপ হইয়াছিল। তদীয় পত্নীও তদুপযুক্ত প্রেমময়ী ও আনন্দময়ী ছিলেন। অর্থাভাবে অসহনীয় কষ্ট হইলেও তিনি পতি-মুখ-সন্দর্শনে সকলই বিস্মৃত হইতেন। মধুসূদন স্বভাবতঃ অমিতব্যয়ী ছিলেন ও তজ্জন্য অর্থাভাব-কষ্টও তাঁহার চিরানুচর ছিল। ধন ও ঐশ্বর্য্য তিনি লোষ্ট্রবৎ দেখিতেন; লালবাজারে থাকিয়া স্বল্প আয়ে যেরূপ "যত্র আয় তত্র ব্যয়" করিতেন, পরে পদ ও উপার্জ্জন বৃদ্ধি হইলেও সেইরূপ তাঁহার আয় অপেক্ষা ব্যয় চতুর্গুণ হইত; তবে তাঁহার দয়ার্দ্রচিত্তের পরিচয় এই যে, যত অভাবই হউক না কেন, অন্যের দুঃখ ও কষ্ট মোচনের জন্য তিনি সতত মুক্তহস্ত থাকিতেন। এইরূপ অপরিমিত ব্যয়ের জন্য তাঁহার বনিতা শ্রীমতী হেন্‌রিয়েটা যখনই কাতর হইয়া আমার পিতৃদেবকে জানাইতেন ও তাঁহার স্বামীকে পরিমিত ব্যয় করিতে অনুরোধ করিতে বলিতেন, তখনই পিতৃদেব মধুসূদনকে ঐ কথা বলিলে তিনি সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিতেন—"গৌর! ও আমার দ্বারায় হবে না, আমাকে সমাজে পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে হইবে।"

বেলগাছিয়া নাট্য-শালায় 'রত্নাবলীনাটক' অভিনয়ের সময় বাঙ্গালা নাটকের অবস্থা ও দুর্গতি দেখিয়া মধুসূদনের উন্নতভাবে নাটক লিখিবার অভিপ্রায়ের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার অন্তর্নিহিত অসাধারণ প্রতিভা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। রত্নাবলীর অভিনয়াভ্যাস (Rehearsal) দেখিতে দেখিতে সাজঘরে (Green Room) তিনি বলিয়াছিলেন—"আচ্ছা, আমি ভাল নাটক রচনা করিব।" বলিতে কি সেই দিন হইতেই তিনি দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত পাঠে নিরত হইলেন। সেই সময় আমার পিতৃদেবের সহিত যখনই তাঁহার নিকট যাইতাম, তখনই তিনি নিজ সংস্কৃত অধ্যয়নের কথা কহিতেন। একদিন বলিলেন—"গৌর! আমি রঘুবংশ শেষ করিয়াছি ও ভট্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি।" আবার একদিন শুনিলাম, পিতৃদেবকে বলিতেছেন, "আমি ব্যাকরণ শেষ করিয়াছি ও অলঙ্কার-শাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছি; সংস্কৃত কাব্য পাঠ করিয়া আমার মন মোহিত হইয়াছে। আমি এখন বুঝিয়াছি সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার শ্রেষ্ঠ না হইলেও পৃথিবীতে যত উৎকৃষ্ট ভাষা আছে, তাহার অন্যতম, তাহার আর সন্দেহ নাই। এ ভাষায় এত রত্ন আছে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষা কিছুই নহে, ইহা উন্নত ভাব প্রকাশে অসমর্থ ও উহা শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আমি এবার নূতন ভাবের প্রবর্ত্তন জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ এক কাব্য রচনা করিব যে, তাহাতে বিদ্বজ্জনমণ্ডলী বিস্মিত ও বিমোহিত হইবেন।"

প্রায় ৪৪ বৎসর হইল, মধুসূদন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজধামে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখনও তাঁহার সেই সমুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ পরিশোভিত মধুর ও সর্ব্বচিত্তরঞ্জন মোহন মূর্ত্তি সতত নেত্রপথে প্রতিভাত হইতেছে। শ্যামলবর্ণ তাঁহার মুখমণ্ডলের লাবণ্য অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছিল, শ্বেতবর্ণ হইলে তাঁহার (কৃষ্ণ) অন্তরস্থ চেতনজ্যোতিঃ বদনমণ্ডলে সেরূপে প্রতিভাত হইত না। তাঁহার যে প্রশস্ত ললাট, যে অসাধারণ জ্যোতির্ম্ময় আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নদ্বয় এবং যে হাস্য-বিকশিত স্থূল ওষ্ঠাধর মুখমণ্ডলের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল ও যে ওষ্ঠাধর-বিনির্গত মধুময় বাক্য সততই কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিত, সে সকলই স্মৃতিপথে বিরাজমান রহিয়াছে, চিত্তপটে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি কখনও তাঁহাকে দুঃখিত বা অসার সংসার-চিন্তায় নিমগ্ন দেখিতে পাই নাই; সংসার-চিন্তা তাঁহার উন্নত অন্তঃকরণে কখন স্থান পাইত না; কোনরূপ তাপ তাঁহাকে কখন বিচলিত করিতে পারে নাই। কবি যে সিদ্ধপুরুষ ও ত্রিগুণাতীত, তাহা মধুসূদনের জীবনে প্রতীয়মান হইত। তিনি সদাই আনন্দময়, সদাই সকলের আনন্দবর্দ্ধক ও চিত্ত-আকর্ষক ছিলেন। কেহ তাঁহাকে একবার মাত্র দেখিলে জীবনে আর ভুলিতে পারিতেন না। তাঁহার তৈলাঙ্কিত প্রতিকৃতি পিতৃদেবের জীবনকালে গৃহ-ভিত্তির যে স্থানে বিলম্বিত ছিল, এখনও সেই স্থানেই, সেই ভাবেই আছে; দেখিলেই মনে হয়, সেই প্রোজ্জ্বল চক্ষু তেমনই প্রাণভরা স্নেহ মমতা লইয়া আমাদিগের প্রতি চাহিয়া আছে।

কলিকাতা
পৌষ, ১৩২৩

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীলালবিহারী বসাক

চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর মহাশয়ের লিখিত

আমি মাইকেলের একরূপ শিষ্য ছিলাম—তাঁর কাছে কবিতা লিখ্‌তে শিখি।

কলিকাতায় লালবাজারে (৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডে) অবস্থিতকালে মাইকেল 'মেঘনাদ-বধ' লিখেন। টোলের পড়ুয়ার মত হলুদে কাগজে, প্রাচীন পুঁথির আকারে, আমি তার অবিকল নকল কর্‌তাম।

পুলিশ-কোর্টের ইণ্টরপ্রেটরের পদে অধিষ্ঠান কালে, ফরাসী ছাড়া, মাইকেল প্রায় সকল ভাষাই জান্‌তেন। তিনি ঐ সকল ভাষায় এম্নি অবলীলাক্রমে কথাবার্ত্তা কহিতেন যে, শুনিয়া বোধ হইত ঐ জাতীয় কোন শিক্ষিত ব্যক্তি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' পাইকপাড়ার রাজাদের Belgatchia Theatreএ অভিনীত হয়। ইংরাজি অভিজ্ঞদের জন্য মাইকেল নাটকাকারে তাঁর শর্ম্মিষ্ঠার ইংরাজি অনুবাদ করেন। Sir John Peter Grantএর ন্যায় উচ্চপদস্থ ইংরেজ সুপণ্ডিত শ্রোতার অভিমত এই যে,—শর্ম্মিষ্ঠার ইংরাজি খানিই মূল নাটক—বাংলা শর্ম্মিষ্ঠা তার অনুবাদ।

মাইকেলের 'পদ্মাবতী নাটকে'র এক স্থানে আছে—পার্ব্বত্যপ্রদেশে বিদূষক বলিতেছেন, "ও শব্দটা কেবল প্রতিধ্বনিমাত্র" দূরে প্রতিধ্বনি হইল—'ধ্বনি মাত্র'। মাইকেলের পত্নী, তাঁহাকে সম্বোধনস্থলে "Dear !" বলিতেই তিনিও সঙ্গে-সঙ্গে "Dear" বলিয়া উত্তর দিতেন। আমি তাই বলিতাম, 'Mr Dutt, আপনি দেখিতেছি পরমাসতী Mrs. Duttএরই প্রতিধ্বনি।'

১৮৬১ সালে একটি কবিতা লিখে মাইকেলকে দেখ্‌তে দিই ;—কবিতাটি পরে একখানি সাপ্তাহিক বাংলা সম্বাদ পত্রে ছাপা হইয়াছিল। মাইকেল, কবিতাটি বেশ করে পড়ে বলেন, "এত Poetry নয়,—এ যে Pottery !"

মাইকেল ন্যায্য বিষয়ে একটু কেন—খুবই গর্ব্বিত ছিলেন ; তবে, সে গর্ব্ব করিবার তাঁহার অধিকার ছিল। একবার তিনি কৃষ্ণনগরের তাৎকালিক জনৈক প্রথিতযশা বিদ্বানের গর্ব্বোক্তি শুনিয়া বলেন,—"When Michael takes up his pen, the Krishnagar men should look up to their laurels."

মাইকেল, ভার্জ্জিল্ হোমর মূল লাটীন্ ও গ্রীক ভাষায় পাঠ করিতেন। কেন এরূপ করেন, জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন,—"গঙ্গাজল যদি খাইতে হয়, তবে সাধ্য হইলে হরিদ্বারের নির্ম্মল পবিত্র জল খাওয়াই শ্রেয়ঃ ; কলিকাতার গঙ্গার লোণা, জাহাজি গোরার মলমূত্র মিশ্রিত, অপবিত্র জল ব্যবহার করা বিধেয় নহে।"

মাইকেলের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় বেশ গাঢ় হ'লে পর, একদিন পানপাত্র পূর্ণ করে, আমার সুমুখে রেখে বলেন,—"লও হে, এক পাত্র টেনে লও। আমি খেতে অসম্মত হওয়ায়, তিনি শেষে আদরে আমার পিঠে গোটাকতক থাবড়া মেরে, আমার প্রতি Elihu Burretএর

'Touch not, taste not, smell not, drink not anything that intoxicates' এবং পরক্ষণেই গ্লাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, Shakespeare হইতে—

Oh! Thou invisible spirit of wine,
If thou hast no name to be known by,
Let us call thee—Devil! আবৃত্তি করেন।

মাইকেল দেখিতে কালো ছিলেন। আর গলার আওয়াজ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ছিল। তাঁহার কোন বন্ধু এই দুইটি বিষয়ের প্রতি কটাক্ষ করায়, তিনি হাসিয়া বলেন, "তা হ'লেও আমি গলাভাঙ্গা কোকিল,—প্যাঁক্ প্যাঁক্ শব্দকারী সাদা হাঁস ত নই!"—কটাক্ষকারীর রং সাদা ফ্যাক্‌ফেকে ছিল।

আর এক সময়, তাঁহার বন্ধু, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রহস্য করিয়া নিজ বংশ মর্য্যাদার—কৌলীন্যের গর্ব্ব করায় মাইকেলও রহস্যচ্ছলে বলেন, "কিন্তু যতই বল; তুমি দাদা, knave, slave, বামুনের মোট মাথায় করে তোমার বাপদাদারা বাঙ্‌লায় আসে, আর আমি দত্ত, কারো ভৃত্য নয়।"

খিদিরপুর নিবাসী হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত

প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী সঙ্গম বিধায় প্রয়াগ তীর্থরাজ হইয়াছেন! কবিবর মাইকেল এক স্থানে আপনাকে জাহ্নবী-তনয় বলিয়া মাতৃ-পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি যে যথার্থ গঙ্গা ও সরস্বতীর পুত্র ছিলেন, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। একদা তিনি 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে আমাকে দেখান; আমি তাহা দেখিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করি—

Words are like leaves, where they
most abound
Little sense is surely found
Glittering thoughts stuck out in
every line.

ইহা শুনিয়া মাইকেল বলিলেন, "বাল্মীকি প্রভৃতি আদি কবিদিগের এই সৌভাগ্য ছিল যে, তাঁহাদিগকে কোন গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভাবচোর হইতে হয় নাই। কিন্তু আমরা আধুনিক লেখক; সংস্কৃত, লাটীন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজি কবিদিগের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিয়া এক স্থানে একাধিক উদ্গারণ করিতে হইতেছে।" মাইকেল যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। মাইকেল স্বীয় শক্তি ও স্বীয় সাধনা জানিতেন। তাঁহার উদ্যম কিছুতেই ভঙ্গ না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কোন সময়ে ভুকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল ও রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল আমার সহিত মাইকেলের রচনা সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। আমি সেই সময়ে রাজাদিগকে বলি যে,

আপনারা তাঁহার রচনার যেরূপ প্রশংসা করিতেছেন, তাঁহার সহিত কিছুকাল আলাপ করিলে অত্যন্ত সুখী হইবেন। এমন কি মধুর কথা এতই মধুর; তাঁহার গ্রন্থ অপেক্ষাও মধুর। ইহাতে তাঁহারা বলেন যে, 'মাইকেলের সহিত আলাপ করিতে আমাদের প্রবল অনুরাগ আছে' এবং তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন।

আমি মাইকেলকে রাজাদের অভিলাষ জ্ঞাত করি; তাঁহাকে বলি যে, 'রাজা সত্যশরণ ঘোষাল আপনার স্বর্গীয় পিতার নিতান্ত আত্মীয় ছিলেন; তাঁহার অন্তিম কালে রাজা বাহাদুরেরা অত্যন্ত আত্মীয়তা করিয়াছিলেন। রাজারা আপনার রচনার বিশেষ পক্ষপাতী; একবার আপনার তাঁহাদের সহিত আলাপ করা কর্ত্তব্য।' আমার অনুরোধে মাইকেল ভূকৈলাসে গিয়া রাজাদিগকে বিশেষ আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

মাইকেলের অতিশয় মাতৃভক্তি ছিল, তিনি বলিতেন, 'মায়ের আমি একমাত্র পুত্র।' যে পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালা দেশে ছিলেন, প্রায় মধ্যে মধ্যে রাত্রিযোগে আসিয়া তাঁহার জননীকে দর্শন দিতেন।

মাইকেলের খিদিরপুরস্থ ভদ্রাসন বাটী আমি ক্রয় করিয়া বাস করি। ঐ বাটীতে একবার ৺জগদ্ধাত্রী পূজার দিন মাইকেল সন্ধ্যার সময় আইসেন। নিজের বসতবাটীতে পূজার সমারোহ দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে মাতৃ উদ্দেশে বলেন;—'মা! তুমি কোথায়? আজ আসিয়া দেখ, তোমার যোগ্য পুত্র * তোমার বাটী কিরূপ সাজাইয়াছে—তুমি একবার স্বর্গলোক ত্যাগ করিয়া আসিয়া দেখ! তোমার কুপুত্র, আমি নরাধম, তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি।'

কোন সময়ে পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের এক মহতী সভা হয়। ঐ সময়ে বহুতর সোণার ও রূপার হুঁকা বাহির হয়। মাইকেলের জন্যও একটি সোণার হুঁকা বাহির হইয়াছিল। ইহাতে মাইকেল রহস্য করিয়া সহাস্যবদনে পণ্ডিতবর্গকে কহিলেন—'ঠাকুর মহাশয়েরা! এ দাসের হুঁকাটি মারিবেন না; আমার জাতি গেলে আর জাতি পাইব না।'

ইতালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজি প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রসমূহে তাঁহার গভীর পরিজ্ঞান সত্ত্বেও তিনি জয়দেব এবং কৃষ্ণ-লীলা-লহরী প্রভৃতি কীর্ত্তনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সখের যাত্রা কি সখের গাহনার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। একদা আমার বাড়ীতে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে মাইকেল বদন অধিকারী কিম্বা গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, 'গোবিন্দ অধিকারী যথার্থ কৃষ্ণলীলা অবতারণা করিতে পারে না। বদন যথার্থ ভক্ত এবং পদবিন্যাসে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা।' মাইকেলের ইচ্ছানুসারে যাহাতে বদনের কৃষ্ণযাত্রা দেওয়া হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা হইয়া তাহারই যাত্রা দেওয়া হইল।

আশ্রমোচিত ব্যবহার করিলে মনুষ্যের মহত্ত্ব আছে, মাইকেল ইহা স্বীকার করিতেন। যদিও তিনি বাল্যাবস্থায় আপনার আশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবীণ বয়সে যখন ব্যারিষ্টারি পরীক্ষার

---

* মধুসূদন যে বৎসর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করেন, সেই বৎসরেই আমি মাতৃহীন হই। কিন্তু আমি জাহ্নবী দাসীকে চিরদিন মাতৃ সম্বোধন করিতাম।

নিমিত্ত বিলাতে অবস্থান করেন, তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর তথায় ছিলেন। মাইকেলের বর্ণ অতি কালো ছিল, জাতিতে তিনি কায়স্থ, বিষয় বৈভব মধ্যবিৎ; পিতৃত্যজ্য সম্পত্তি যাহা তিনি পাইয়াছিলেন তাহাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে সমধিক অর্থসাহায্য করিতে পারেন না;—এই অবস্থায় সমাধ্যায়ীদিগের নিকট যাহাতে মাইকেলের হতাদর হয়, এই অভিসন্ধিতে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, 'মাইকেল আর্য্যবংশসম্ভূত নহেন।' ইহা শ্রবণ করিয়া মাইকেল এইরূপ সদুত্তর দেন; 'আমার পিতৃপুরুষগণ বর্ণাশ্রম-বিহিত কার্য্য করিয়া সম্মান-পুরঃসর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বধর্ম্মত্যাগী ছিলেন না; আপন সম্প্রদায়ে ও সমাজে গণ্যমান্য ছিলেন। আর জ্ঞানেন্দ্রের পিতৃপুরুষ ব্রাহ্মণ হইয়া, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা না করিয়া, দাসত্ব স্বীকার করিয়া, জাতিভ্রষ্ট পিরালী হইয়াছেন, এবং তদাচরণে যে সকল পাপাচরণ করিয়াছেন, তাহাতে আর কোনমতে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই, এমন কি ফাঁসীও যাইতে হয়।' পাঠকগণ, ইহাতে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে মাইকেলের কিরূপ অভিমত ছিল, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, 'আমি আপনাকে খ্রীষ্টধর্ম্মবিহিত কোন কার্য্য করিতে দেখি না, আপনি আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী নহেন, হিন্দুধর্ম্মও বিসর্জ্জন দিয়াছেন; মনুষ্যমাত্রেরই এক-একটি ধর্ম্ম আছে—আপনার কি ধর্ম্ম? তাহাতে মাইকেল উত্তর দেন—'ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি কোন কথা কহিতে ইচ্ছুক নহি; তবে তোমাকে উপদেশ দিবার জন্য এইমাত্র বলিতে পারি যে, Do to others as you wish they should do to you. ইহা অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই; ইহা ধারণা করিয়া কাজ করিলে ঐহিক সুখ আছে।' শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদিতে এই উপদেশই নানাপ্রকারে রচিত হইয়াছে; সমদৃষ্টি সুখের মূল;—সর্ব্বভূতে একাত্ম দৃষ্টি থাকিলে শোক মোহ নাই; ইহা যখন তিনি ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে "জীবনমুক্ত" বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

মধুর কণ্ঠস্বর তেমন মধুর ছিল না। সত্য বটে, লোকে যাহাকে 'চেরা' স্বর বলে, তাহাই তাঁহার ছিল। বাক্যের জড়তা ছিল না; সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইত—সুস্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইত। কিন্তু 'চেরা' বশতঃ তেমন উচ্চতা ছিল না। বাক্যস্ফুরণের দীর্ঘতা ও উচ্চতা না থাকায়, যখন তিনি ব্যারিষ্টার হইলেন, তখন সেই 'ভাঙা' স্বর দূর করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

আপন ক্ষমতার উপর নির্ভর না করিয়া অনেক মহানুভবেরা ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া, কর্ম্মের ফলাফল নির্ণয়ের জন্য সাঙ্কেতিক পরীক্ষা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্টি বিজয়যাত্রার সময়ে Book of Fate পরীক্ষা করিতেন। অস্মদ্দেশে প্রচলিত হনুমান চরিত্র, কাকচরিত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে মাইকেল অনুকূলতা প্রকাশ করিতেন। কোন সময়ে তিনি তাঁহার পুত্রদ্বয় মিলটন ও নেপোলিয়নের চড়িবার জন্য একটি টাট্টু ঘোড়া আনয়ন করেন। টাট্টুটি তাঁহার বাড়ীতে যাইবা মাত্র মলত্যাগ করে। ইহাতে মাইকেলের পত্নী হেন্‌রিয়েটার পরিচারিকা বলে যে, 'মা-ঠাকুরাণি, ইহা বড়ই সুলক্ষণ—আপনাদের শুভাদৃষ্ট।' ইহার ২।৩ দিবস পরেই

মাইকেল একটি বড় মোকদ্দমা পাইয়া তাহাতে চারি-পাঁচ হাজার টাকা পান; এবং তৎপরেই ভাগলপুরে এককালীন দুই তিনটি মোকদ্দমা পাইলেন। তাহাতেও পাঁচ-ছয় হাজার টাকা উপার্জ্জন হইল। টাট্টুর আগমনের পরই এতাদৃশ অর্থলাভে প্রীত হইয়া, মাইকেল টাট্টুটিকে রৌপ্যনির্ম্মিত সাজে সজ্জিত করিয়া, তাহার পরিচর্য্যার জন্য দুইটি সহিস নিযুক্ত করিয়া, তাহাকে সযত্নে রাখিলেন।

অর্থসঞ্চয় করিয়া রক্ষা করিতে হয়, এ বুদ্ধি তাঁহার ছিল না। অর্থ থাকুক, বা না থাকুক, ব্যয় করা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। ধনের কিছুমাত্র মূল্য নাই, ইহাই তিনি জানিতেন।

আমার নিকট-আত্মীয়ের একটি মোকদ্দমা ছিল। ঐ আত্মীয় ব্যক্তি আমাকে সঙ্গে করিয়া মাইকেলের নিকট গমন করেন। মাইকেল পরিচয় পাইয়া Brief লইলেন; এবং তাঁহার নিকট হইতে Fee লইলেন না। সে সময় মাইকেলের অর্থের অত্যন্ত অনাটন। মাইকেল আমাকে কহিলেন, 'গৃহিণী কহিতেছেন ঘরে অন্ন নাই এবং গাড়ীভাড়ার টাকাও নাই।' আমি কহিলাম, 'আমার আত্মীয় টাকা দিতে প্রস্তুত, আপনি কি জন্য লইতেছেন না?' তিনি কহিলেন, 'তোমার আত্মীয়, এ জন্য অর্থ লইতে পারি না এবং তুমি লইয়া দিলে আমি বিরক্ত হইব। তোমার যদি নিজের টাকা থাকে, তুমি পাঁচটাকা গৃহিণীকে দিয়া আইস এবং কহিবে যে শীঘ্র আহার প্রস্তুত করিয়া আমাকে আদালতে বিদায় দেন।' এরূপ নিস্পৃহ ব্যক্তি এইক্ষণকার কালে অতি বিরল। নিতান্ত কষ্ট পাইলে মাইকেল আমার নিকট অর্থ কর্জ্জ করিতেন। তাহা পুনরায় চাহিলে মাইকেল বলিতেন, 'এইক্ষণে তোমার অর্থের কোন প্রয়োজন দেখি না যে, কষ্ট করিয়া আমি তাহা পরিশোধ করি। যখন তোমার অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে তখন দিব।' ধন ব্যয়ের জন্য এবং ইহার কেহ স্বামী নাই, ইহাই তিনি জানিতেন।

আহার সম্বন্ধে মধুসূদনের কোন বিশেষ অনুরাগ ছিল না। যদিও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অবস্থান করিয়া নানা রাজভোগে তৃপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিত্য আহার যাহাই হউক না কেন, তাহাতেই পরিতোষ ছিল।

মাইকেলের পত্নী হেন্‌রিয়েটা ফরাসী সঙ্গীতপ্রিয়া ছিলেন এবং পিয়ানোতে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ফরাসী ফ্যাসানে বর্দ্ধিতা হইলেও, তথাপি কন্যাকে হিন্দুসঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর উপদেশ দিতেন।

এক সময়ে (পাইকপাড়ার) রাজারা মাইকেলের পত্নী হেন্‌রিয়েটাকে হিন্দুসধবার ন্যায় সিন্দুর চুবড়ী প্রভৃতি উপহার দেন। তিনিও সীমন্তে সিন্দুর পরিয়াছিলেন। হেন্‌রিয়েটা এমন সরলা ও পতিব্রতা ছিলেন যে, পতির সুখেই তিনি সুখী হইতেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের লিখিত

প্রাণপ্রতিম নগেন্দ্রবাবু! আপনি আমার নিকট জগদ্বরেণ্য মাইকেল মধুসূদনের জীবনী বিষয়ে কিছু জানিতে চাওয়ায়, আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা লিখিলাম।

পাঠ্যাবস্থায় ৬৲ টাকা বৃত্তিতে আমার কিছুতেই খরচ কুলাইত না। সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। ঐ সময়ে মানবদেবতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঠন্‌ঠনিয়াতে রাস্তার পশ্চিমধারে একটি ক্ষুদ্র বাটীতে কার্য্যালয় ছিল। আমি প্রথমতঃ তাঁহার নিকট যাইয়া পুস্তক-ক্রয়ের জন্য সাহায্য গ্রহণ করি। ঐ সময়ে পূজনীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। তিনি সংস্কৃতকালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনিও আমাকে অতি স্নেহের সহিত তাঁহার প্রণীত বীজগণিত ও পাটীগণিত প্রদান করেন।

তৎপরে আমি একখানি রঘুবংশের জন্য প্রখ্যাতনামা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গমন করি। ঐ সময় খুব সম্ভব হুইলার সাহেব তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন যে, 'কেন তুমি ভিক্ষা কর? খৃষ্টান হও, সকল সাহায্য পাইবে, অন্যথা তোমাকে পুলিসে দিব।' আমি তাঁহার খৃষ্টানোচিত সাধু ব্যবস্থায় মনে-মনে হাসিয়া শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলাম। তখন তিনি কেবল নূতন সিবিলিয়ান হইয়া বম্বেতে কার্য্য করিতেছেন। আমি বাঙ্গালা পাঠশালার পণ্ডিত ৺নীলকমল ঘোষাল মহাশয়ের একটী ছাত্রী ঠাকুরবাড়ীর শ্রীমতী বর্ণকুমারী দেবীকে (সত্যেন্দ্রবাবুর সাক্ষাৎ ভগিনী) পড়াইতাম। সত্যেন্দ্রবাবু তখন নবীন যুবক। তিনি আমাকে জেলে না পাঠাইয়া প্রসন্ন হৃদয়ে চারিটি টাকা দিলেন। এ কথা এখন তাঁহার মনে নাই, কিন্তু আমার সেই শেষদিন পর্য্যন্ত মনে থাকিবে।

ঐ সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ও বিলাত হইতে দেশে আগমন করিয়াছেন। আমার অবস্থার কথা শুনিয়া তিনিও আমাকে কিছু অর্থসাহায্য করেন।

যাহা হউক অতঃপর আমাকে মেঘনাদবধ কাব্যের জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের নিকট যাইতে হইল। তখন তিনি হাইকোর্টের নিকটবর্ত্তী অথবা লাট-ভবনের পশ্চিমদিকে এস্‌পেনসেস্‌ হোটেলের দ্বিতলে বাস করিতেন। দ্বারবান আমার কথা জানাইলে সহৃদয়, প্রকৃত-মনুষ্য মাইকেল, আমাকে ডাকাইলেন। আমি যাইয়া নমস্কার করিলে, তিনি আমার সহিত প্রায় একঘণ্টা বিশ্রাম্ভালাপ-সংলাপ করিলেন।

তখন তাঁহার বয়স ৪২ কি ৪৩ বৎসর; চক্ষু আকর্ণবিশ্রান্ত, নাসিকা অত্যুন্নত ও সুগঠিত; মুখমণ্ডলে লাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে ও তাহাতে প্রতিভা যেন খেলা করিতেছে। মুখে হাসি যেন লাগিয়াই আছে। অহঙ্কার নাই, দম্ভ নাই, গর্ব্ব নাই। আমি এ জীবনে মাইকেলের সে মধুরাকৃতি আর ভুলিতে পারিব না। লোকে কালোবর্ণের প্রতি অরুচি প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু কালো না হইয়া শুভ্রবর্ণ হইলে মাইকেলের মুখের সে ছটাই আর একরকম হইয়া যাইত।

স্বয়ং কন্দর্প কালো ছিলেন, তৎপিতা কৃষ্ণও কালো ছিলেন। কালোতেই মাইকেলকে যে কি মানাইয়াছিল, তাহা অন্যের বুঝিবার অধিকার নাই।

মাইকেলের বর্ণ কালো ছিল, কিন্তু মনটা বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের ন্যায় কালো ছিল না। সেটা নিষ্কলঙ্ক শারদ শশীর ন্যায় ধপ্‌ধপে ছিল। তিনি আমার যশোহরে বাড়ী শুনিয়া যেন কত আনন্দ অনুভব করিলেন, এবং আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তখনই আমাকে নগদ ১৩টি টাকা দিলেন ও বহুবাজারস্থ ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ প্রেসের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট আমাকে তাঁহার সমগ্র গ্রন্থগুলি দানের এক পত্র দিলেন; এবং বলিয়া দিলেন 'তুমি অবসর পাইলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।' আমি তাঁহার নিকট বহু অর্থ-সাহায্য পাইয়াছিলাম; তিনি সাহায্য না করিলে আমার পড়াই চলিত না।

অতঃপর আর একদিন আমার সহাধ্যায়ী ৺ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে মাইকেল তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। ভগবান আমা হইতে ২।৩ বৎসরের ছোট ছিলেন। তাহাতে তাঁহার মুখের গড়ন ও গায়ের রঙ্‌ বড়ই সুন্দর ছিল। মাইকেল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আমার ভার্স বুঝিতে পার? ভাল ভার্স খুব মন দিয়া পড়িও।' ইহা বলিয়া তাহার গায় হাত বুলাইয়া কত আদর করিতে লাগিলেন।

একদিন আমরা বসিয়া আছি, এমন সময়ে একটি লোক টাকার তাগাদা করিতে আসিলেন। পরে জানিলাম, তাঁহার নাম রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক। তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠাইয়াছেন। মাইকেল তখন রিক্তহস্ত। তিনি মনোবলে বলীয়ান্‌ ও প্রকৃত ধনী হইলেও বিমাতা লক্ষ্মীদেবী তাঁহার প্রতি চিরকাল প্রতিকূল ছিলেন। তিনি অতি নম্রভাবে বলিলেন, 'কেন আমাকে আপনারা লজ্জা দেন, আমি অকৃতজ্ঞ নই, কিন্তু এখন আমার হাত সম্পূর্ণ রিক্ত।' মাইকেল এই রিক্ত অবস্থাতেও আমাকে প্রসন্ন হৃদয়ে সাহায্য করিতেন; এবং যখন ভগবানবাবুর নিকট জানিলেন যে, আমি শ্রেণীর প্রথম বালক, তখন অবধি তিনি আমার প্রতি আরও অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বঙ্গদেশের অতি দুর্ভাগ্য যে, মাইকেল অকালে কালকবলে পতিত হয়েন। অবশ্য বিলাতী সভ্যতার অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মৃত্যুর পর সকলে শোকসভা করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের শ্মশান-স্তম্ভ সোণা দিয়া মুড়িয়া দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহাকে অর্থ-সাহায্য করিলে তিনি সুদীন বঙ্গভাষাকে আরও কত রত্নালঙ্কারে সুশোভিত করিয়া যাইতে পারিতেন। ফলতঃ বঙ্গদেশে তিনিই একমাত্র প্রকৃত মহাকবি ছিলেন। আর এ বঙ্গদেশে কালিদাস ও জয়দেব ফিরিয়া আসিবেন না; বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস এবং প্রকৃত মহাকবি মহামনা মাইকেলও আর এ হতভাগ্য দেশে পুনরাবির্ভূত হইবেন না। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি!

হে বঙ্গবাসিন্‌! কালিদাস ম'রেন নাই! মাইকেলও শেষ দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন।

ভবদীয়—শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত)

যে সকল মহাত্মা সার্ব্বজনীন; যাঁহারা জগদ্বিখ্যাত অথবা দেশবিখ্যাত; যাঁহারা স্ব স্ব কীর্ত্তিকলাপের জন্য চিরস্মরণীয়, তাঁহারা যে-যে গুণের জন্য বিখ্যাত, সেই-সেই গুণের নিদান, প্রসর, কাষ্ঠাগতি কি-কি প্রণালী দিয়া ধারাবাহিক ও অকুণ্ঠরূপে চলিয়া আসিয়াছে, তাহারই যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব অনুশীলন পরবর্ত্তী লেখকের কর্ত্তব্য। তাঁহাদের চরিত্রগত দোষ, বা পানদোষ, বা অর্থলিপ্সা অথবা অদম্য আচরণ লইয়া আলোচনা করা ব্যর্থ এবং নিষ্প্রয়োজন। মানুষ এক জীবনে, এমন কি বহুসংখ্যক জীবনেও একটি মাত্র গুণের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। ভগবান তথাগত দশটি পারমিতায় এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গে বহু জন্মে সিদ্ধিলাভ করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন কবি ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থাদি তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। অতএব তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধেই আলোচনা করা বিধেয়। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ সেন—এই কয়েকজনের পর সর্ব্বোচ্চ আসনে তদীয় নাম-নির্দ্দেশ অকুণ্ঠিত ভাবে করিতে পারা যায়। রামপ্রসাদের নামোল্লেখে হয় ত কেহ-কেহ বিস্মিত হইতে পারেন, উল্লসিতও হইতে পারেন। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও বিবেচনায় তাঁহার "কালীকীর্ত্তনে"র সমতুল্য কাব্য বঙ্গদেশে আর একটি কেহ দেখাইতে পারেন কি না, সন্দেহস্থল। কবিত্বে, প্রতিভায়, ভাষার লালিত্যে, মধুর বর্ণনায়, তত্ত্বকথার বিস্তারে "কালীকীর্ত্তন" অদ্বিতীয় বস্তু!

এখন মধুসূদন সম্বন্ধে প্রস্তাবনা করা যাউক। আমি যত দিন তাঁহার সৎসঙ্গলাভে চরিতার্থ হইয়াছি, তাঁহার প্রতি কথায়, প্রতি দেশের অথবা প্রতি পর্ব্বতের অথবা প্রতি সমুদ্রের বর্ণনায়, এমন কি ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, ও আমেরিকায় রেলগাড়ীতে যাতায়াতের বিবরণে তাঁহার নৈসর্গিক কবিত্বের ভুরি ভুরি পরিচয় পাইয়াছি। তাহা হইতে মনে হয়, কবিত্ব তাঁহার জন্মগত ধন; তাঁহার পেশীতে-পেশীতে, অস্থিতে-অস্থিতে, শিরায়-শিরায় কবিত্ব ঘুরিয়া বেড়াইত। এ স্থলে অনুধাবনীয়, ঈদৃশ কবিত্ব তাঁহার পঠদ্দশা হইতে পরিলক্ষিত হইত কি না। বুদ্ধি, বিদ্যা এবং উচ্চশিক্ষার অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পূজ্যপাদ ভূদেববাবুর সহিত মাইকেল সম্বন্ধে যতবার আন্দোলন হইয়াছে, ততবারই তিনি আমার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন, "আমাকে তোমরা বুদ্ধিমান বল, আমি বাস্তবিকই বুদ্ধিমান, আমার সকল শক্তি চিঙড়িমাছের বসা, মল প্রভৃতি মস্তকে উঠিবার ন্যায় আমার মস্তকে উঠিয়াছে, কিন্তু মাইকেলের তুলনায় আমি অতিশয় হীন; তাঁহার বুদ্ধিমত্তার, প্রতিভার ও মেধার সমকক্ষ আমি অদ্যাপি দেখি নাই।" উত্তরপাড়ায় সাধারণ-পুস্তকালয় বাটীতে তাঁহার দুইবার অবস্থিতিকালে প্রতি পদে তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাইয়াছি; কি গ্রীক্, কি রোমক, কি ইতালীয়, কি ফরাসী, কি ইংরাজী—যে কোনও কবির

উল্লেখ হইবামাত্র তাঁহার আভ্যন্তরিক, তাঁহার মজ্জাগত প্রতিভা ফুটিয়া উঠিত, তিনি "দেবো ভূত্বা দেবং যজেত" হইয়া কবিদের বর্ণনা করিতে বসিতেন। বাল্যকাল হইতে আমি কবিতা-প্রিয় ছিলাম; তাঁহার সহবাসে আমার রুচি মার্জ্জিত, আমার কবিগণের ·আসঙ্গলিপ্সা বর্দ্ধিত, এবং আমার অকিঞ্চিৎকর প্রতিভা প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। পরে যখন গেটে পাঠ করিয়া তাঁহাকে জগতের সর্ব্বপ্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়া জানিলাম, তখন স্মরণ করিয়া দেখিলাম, তাঁহার সম্বন্ধে, অথবা অপর কোনও জর্ম্মন্ কবি সম্বন্ধে তিনি কখনও কোনও কথা বলেন নাই। তিনি হোমর, দান্তে, সেক্‌সপিয়র, মিল্‌টন্, মোলিয়ার, ভিক্টর হ্যুগো, বায়রণ, শেলি, কীট্‌স, টেনিসন —এই সকল কবির স্তুতিবাদক ছিলেন।

বিলাতে অবস্থিতি কালে সুবিখ্যাত অদ্বিতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে ও ভাষায় সুপণ্ডিত আচার্য্য গলড্‌ষ্টিউকারের ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়া মধুসূদন একদিন তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যান; গিয়া দেখেন, তাঁহার পাঠগৃহে অথবা প্রকোষ্ঠে পা বাড়াইবার স্থান নাই, পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তকে প্রকোষ্ঠ আকীর্ণ; এবং আচার্য্য মুহুর্মুহুঃ চুরুট ও সিগারেট পান করিতেছেন। ইংরাজীতে মধুসূদন আলাপ আরব্ধ করিলে গলড্‌ষ্টিউকার বলিলেন, 'আমি বিস্মিত হইতেছি, আপনি আর্য্যসন্তান এবং ভারতবাসী হইয়া সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন না।' মধুসূদনের মর্ম্মে-মর্ম্মে এ উক্তি লাগিয়াছিল। *

একদিন লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ব্রিটীশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে গিয়া, লাইব্রেরীয়ানের গ্রন্থরক্ষণ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরীক্ষার্থে মধুসূদন তাঁহাকে বলেন; 'শ্যামাচরণ সরকার-কৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণ খানি আমাকে একবার দিন ত?' তাঁহার কথা শুনিবামাত্র লাইব্রেরীয়ান তাঁহাকে ঐ পুস্তকখানি প্রদান করিলে, মধুসূদন মুক্তকণ্ঠে তাঁহার কার্য্যাভিজ্ঞতার অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার কন্যাকে ও জ্যেষ্ঠপুত্রকে বলিয়া দিয়াছিলেন, 'রাসবিহারীকে সর্ব্বদা ফরাসি ভাষা শিক্ষা দিবে এবং ছোট ছোট বাক্য বলিতে শিখাইবে। ‍র সি ভাষা শিখিবার সেই আমার প্রথম উৎসাহ ও উদ্যম। মধুসূদন বলিতেন, ফরাসির ন্যায় প্রাঞ্জল, সুমার্জ্জিত, দ্ব্যর্থসম্ভাবনা-পরিশূন্য ভাষা জগতে নাই। ফরাসিদের যেমন তীক্ষ্ণ, সুমার্জ্জিত মস্তিষ্ক, তাঁহাদের ভাষাও তেমনই স্বচ্ছ।

একদিন ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীর জগদম্বাকে পার করার উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, 'আমি যদি এই বর্ণনা করিতে পাইতাম, তাহা হইলে স্বচ্ছতোয়া ভাগীরথীর সংস্পর্শযুক্ত রাঙ্গা অবিশ্বসুলভ পা-দুখানির কতই মহিমা বাড়াইতাম, কতই ভক্তমনোহারী করিয়া আঁকিতাম!'

প্রথম বার উত্তরপাড়ায় অবস্থিতিকালে আমাকে আদেশ করিলেন, 'এক দিন কবিত্ব সম্বন্ধে

---

* এই আচার্য্য গোল্ডষ্টিউকারই মধুসূদনের বিদ্যাবত্তায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

আমার একটী বক্তৃতার আয়োজন কর।' সেই বক্তৃতায় মধুসূদন মেঘদূতের প্রথম শ্লোক "কশ্চিৎ কান্তা বিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ" এবং ভারতচন্দ্রের "কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট, খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট" উচ্চারণ করিয়া দেখাইলেন সংস্কৃত অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষা কত বেশী সুললিত ও মধুর। তিনি বলিতেন, 'ইতালীয় ভাষা অপেক্ষা বঙ্গভাষা অধিকতর মধুর ও হৃদয়-গ্রাহী।'

একদিন নিজের এবং পত্নীর অরোচক জ্ঞাপন করিয়া বাঙ্গালীর সুক্ত, চড়্চড়ি, মাছের ঝোল, মুগের দাল প্রভৃতি খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অরুচির কথা শুনিয়া আমরা তরকারি ব্যতীত আচার, মোরব্বা, চাট্নি প্রভৃতির আয়োজন করিয়াছিলাম। কলেজ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন তাঁহার নিকট গেলাম, তখন খাদ্যদ্রব্যাদির প্রশংসায় কবি সহস্র কবাট খুলিয়া দিলেন।

তাঁহার পত্নীর ফরাসীজাতি-সুলভ সৌজন্য এবং সাদর সম্ভাষণ চিরকাল হৃদয়ে গাঁথিয়া থাকিবে। তাঁহার সকরুণ কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ আমি কখনও ভুলিব না।

একদিন সন্ধ্যার পর শয্যায় শায়িত হইয়া আছেন (তখন আর কাষ্ঠাসনে বসিয়া থাকিবার শক্তি নাই) পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে অকস্মাৎ তাঁহার কন্যার আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমাকে বলিলেন, 'দেখ, বুঝি, ব্রাহ্মণী দেহত্যাগ করিলেন!' আমি দেখিলাম তিনি মূর্চ্ছিতা, সংজ্ঞামাত্র নাই, দাঁতকপাটী লাগিয়াছে। শর্ম্মিষ্ঠা ও আমি অনেক যত্নে ও শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থা করিলাম। সেই দিনই মধুসূদন বলিলেন, 'তোমাদের লাইব্রেরীর উদ্যানে আমার এবং আমার পত্নীর মৃতদেহ প্রোথিত করিবে কি? কালই আমাদিগকে স্থানান্তরিত কর।' পরদিন বজ্‌রা আনাইয়া তাঁহাদিগকে কলিকাতায় পাঠান হইল। তাহার পনের কি কুড়ি দিন পরে মধুসূদনের জেনারেল হাঁসপাতালে, এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর বেনিয়াপুকুরে তাঁহার জামাতার ভগিনীদের বাটীতে মৃত্যু হইল।

উত্তরপাড়া
২১।২।১৭

শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

মধু-স্মৃতি

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-লিখিত

"জাতীয় সাহিত্য" হইতে সঙ্কলিত

"সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ বঙ্গের উজ্জ্বল রবি,
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার শ্রীমধুসূদন কবি।"

যে মহাকবির স্মৃতিবাসরে আজ আমরা সমবেত হইয়াছি, তিনি শুধু বঙ্গের নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের বরণীয়, ও প্রেমিক কবিশ্রেষ্ঠগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মহাকবির আবির্ভাবে বঙ্গদেশ চিরদিনের মত পূজনীয় হইয়া রহিয়াছে। আর তাঁহার কবিতারূপিণী মন্দার-মালায় বঙ্গভাষা আচন্দ্রদিবাকর সুশোভিত হইয়া থাকিবে। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি মহাকবিগণের বহুযত্ন-কল্পিত কবিতা-কাননে মধুময় মধুসূদনের মধুমতী ভাব-মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়া বঙ্গদেশকে যেন চিরদিনের মত সরস করিয়া রাখিয়াছে।...

মহাকবি মধুসূদন বীণাপাণির প্রেমে পাগল হইয়াছিলেন—আপনার ইহকাল, পরকাল, সুখ-দুঃখ, সম্পদবিপদ, পুত্রকলত্র সমস্ত ভুলিয়া কবিতার সেবা করিয়াছিলেন, যথার্থই "ক্ষিপ্ত গ্রহের" ন্যায় দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া কবিতাসুন্দরীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়াছিলেন—একাগ্র হৃদয়ে ধ্যানে বসিয়াছিলেন,—তাঁহার সাধনায় সিদ্ধি হইয়াছে। তাঁহার "অনন্য-পরতন্ত্রা" ভারতীকে মানস-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বলিয়াছিলেন,

"দুর্ম্মতি সে জন, যার মন নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে! হায়! সে দুর্ম্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণপদ্ম, পদ্ম-বাসিনি ভারতি!
কর পরিমলময় এ হিয়াসরোজে—
তুষি যেন বিজ্ঞে, মাগো, এ মোর মিনতি।"

তাঁহার 'মিনতি' সফল হইয়াছে। শুধু 'হিয়া' নহে, ভারতীর করস্পর্শে তাঁহার দেহ-মন সমস্তই "পরিমলময়" হইয়াছিল, তাই তাঁহার সংস্পর্শে বঙ্গভাষা এবং বঙ্গভূমি চিরদিনের মত পরিমলময়ী হইয়া রহিয়াছে।

বঙ্গভাষার রাঙা চরণে "মিত্রাক্ষর রূপ বেড়ি" দেখিয়া মধুসূদনের হৃদয়ে যে কি ব্যথা লাগিয়াছিল,

তাহা উপরিধৃত কয় পঙ্‌ক্তি হইতেই বেশ বুঝা যায়। আমি যাঁহার সেবা করিয়া জীবন ধন্য করিব, যাঁহাকে মা বলিয়া প্রাণ শীতল করিব, কানন-প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া যাঁহাকে ডাকিব—আমার সেই ডাকে সমগ্র গৌড়ভূমি চমকিয়া উঠিবে, আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিবে—আমার এমন যে মা, এত সাধের, এত আদরের যে মা, তাঁহার চরণে শৃঙ্খল! পুত্র আমি, আমার সমগ্র সামর্থ্য ব্যয় করিয়া সে শৃঙ্খল ভগ্ন করিব। মা আমার উন্মুক্ত চরণে বনকুরঙ্গীর মত স্বৈর চরণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিবেন, আর পুত্র আমি 'মা মা' বলিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াইব। যদি মায়ের চরণ নিগড়-মুক্ত করিতে না পারিলাম, তবে কিসের পুত্র আমি?—কুপুত্র আমি। তাই বাণীর বরপুত্র, মধুসূদন সজল-নয়নে বলিলেন—

"ছিল নাকি ভাব-ধন, কহ লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে,
ভুলাতে তোমারে দিল এ তুচ্ছ ভূষণে!
কি কাজ রঞ্জনে রাঙি' কমলের দলে?
নিজরূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে।"

লৌকিক ভাষায় অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রবর্ত্তনের ন্যায় বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের এ মধুসূদন বাঙ্গালা কবিতার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। যতদিন বঙ্গভাষা ও ...... থাকিবে, ততদিন তাঁহার অমিত্রাক্ষরের মধুর বীণাধ্বনি শ্রুত হইবে।...

মধুসূদন চাহিতেন যে, তাঁহার স্বজাতিকে—তাঁহার চিরপ্রিয় গৌড়জনকে—এমন সুধাপান করাইবেন, যাহাতে তাহারা মানুষের মত হইবে। একেই ত নানাভাবে সকলে ক্রমে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, ইহার উপর আবার ঘুমের ঔষধ প্রয়োগ কেন? এখন জাগ্রত করিতে হইবে। তাই মধুর সমস্ত কবিতাতেই একটা প্রাণের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। দেখিতে পাই—তাঁহার কবিতার সমস্তই প্রায় দেশীয় উপাদানে রচিত, তাহাতে বিদেশীয় মসলা নাই। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য-জগতের ভাল মন্দ সমস্তই দেখিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতৃ পিতামহের প্রাচ্যের প্রতিমার স্থানে কদাচ পাশ্চাত্য প্রতিমা বসান নাই, জাতীয়তা বিসর্জ্জন দেন নাই। পশ্চিম গগনের সুচারু সান্ধ্যরাগের আভায় তিনি তদীয় কবিতারাণীর ললাট মার্জ্জনা করিয়া দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন প্রাচীর অরুণ রাগে। তাই তাঁহার কবিতার বিনাশ অসম্ভব। উপবৃক্ষই কালে শুকাইয়া যায়—মূল বৃক্ষের কিছুই হয় না। সোজা কথায় ইউরোপের নানা কারুকার্য্য খচিত সুন্দর ফ্রেমে তিনি ভারতীয় ছবি বাঁধাইয়াছেন। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পকলা দেশান্তর হইতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু জাতীয় কবিতাও যদি বিজাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিতে হয়, তবে আর রহিল কি? এরূপ দুষ্কার্য্যের ফল জাতীয়তার ক্রমিক ধ্বংস।

মহাকবি মধুসূদন সে পথে যান নাই। তিনি ইউরোপের অমিত্রাক্ষরে এ দেশের কবিতাকে সাজাইয়াছেন। তিনি গৌড়কে প্রাণময় করিতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্গের কবিতাকে মদালসার পরিবর্ত্তে

বীরাঙ্গনার ভূষায় ভূষিত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন,—কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নাটক প্রহসনাদি সম্বন্ধে তাঁহার সাফল্য তর্কের বিষয় হইলেও অমিত্রচ্ছন্দের সম্পর্কে তিনি যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত।......শুধু তাঁহার নয়নের নহে, তাঁহার কবিতার "হিরণ্ময় জ্যোতিতে"ও বাঙ্গালা ভাষা চিরদিনের মত জ্যোতিষ্মতী হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার কাব্যে এবং কবিতায়, উভয়ত্রই একটা উৎকট আবেগ দেখিতে পাই। কার্য্যক্ষেত্রে যেমন তিনি কদাচ জড়তার অধীন হইতেন না, কখনো একভাবে একটা বিষয় লইয়া থাকিতে পারিতেন না,—সর্ব্বদাই চাহিতেন, যাহা করিতেছেন তাহা ছাড়া আরও একটা কিছু,—কবিতার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। যখন যেখানে গিয়াছেন, ভাল মন্দ যেমন অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের টান কিন্তু কবিতার প্রতি সর্ব্বদাই সমান। কোন কারণে, কোন অবস্থাতেই তাহার ন্যূনতা ঘটে নাই। বরঞ্চ বাহ্য বিশৃঙ্খলা, সাংসারিক অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কবিতার সেবায় তিনি অধিকতররূপে নিবিষ্ট হইতে পারিতেন। আত্মসত্তায় তাঁহার প্রভূত বিশ্বাস ছিল, তাই যখন একটা নূতন কিছু করিতে আরম্ভ করিতেন, তখন দৃঢ়তার সহিত বন্ধুবান্ধবকে তাহার সাফল্যের কথা বলিতেন। মাইকেল সর্ব্বপ্রথম যখন চতুর্দ্দশপদী কবিতা লেখেন, তখন তিনি প্রথম কবিতাটি, তদায় প্রিয় ও অকৃত্রিম সুহৃদ রাজনারায়ণ বসুকে পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন,—"What say you to this, my good friend? In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian."

তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী তিনিই সার্থক করিয়া গিয়াছেন।...

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের কাব্যাবলীর প্রত্যেকখানিই যেমন নিজের নিজের এক অতি অসাধারণ ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠত্ব-সম্পন্ন, মধুসূদনের কবিতা গ্রন্থগুলির প্রত্যেকখানি সেইরূপ এক একটি অসাধারণ ধর্ম্মে বিমণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠত্ব-সম্পন্ন। সেইরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম বাঙ্গালার অন্য কোন কাব্যে আছে কি না, বা কালে থাকিবে কি না, তাহা বলিতে পারি না।...

...এমন সুন্দর কবিতা, সুন্দর পদরচনা, সুন্দর ভাবাবেশ যে ভাষায় আছে, যে ভাষায় হইতে পারে, সেই ভাষা আমার মাতৃভাষা, সেই ভাষা আমার জন্মভূমির ভাষা, আমার বাঙ্গালার ভাষা—ইহা যখন ভাবি, তখন সত্যই একটা অপূর্ব্ব শ্লাঘা অনুভব করি।...এই সকল কবিতার প্রতি চরণে, প্রতি অক্ষরে, মধুধ্বনি মধুসূদনের নবনীতকল্প হৃদয়ের প্রকৃতরূপ দেখিতে পাই।

...বিধাতা কি অপূর্ব্ব উৎকটে-মধুরে, কঠোরে-কোমলে, রৌদ্রে-জ্যোৎস্নায় মধুর কল্পনা-প্রতিমার গঠন করিয়াছিলেন! কল্পনা, সহচরীর ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করিত। কোনও কল্পনার মন্দতায় বা ভাবের অল্পতায় তাঁহার কবিতার অঙ্গহানি ঘটে নাই। তাঁহার যে কোন কবিতা যখনই পাঠ করি, দেখি তাহাতে তদীয় হৃদয়ের দৃঢ়তার একটা ছায়া যেন স্বতই লাগিয়া আছে। বঙ্গ-কাব্য-কাননে তিনি দৃপ্ত সিংহের ন্যায়, মদগর্ব্বিত নাগেন্দ্রের ন্যায় বিচরণ করিয়া গিয়াছেন,—কোথাও কদাচ কোন কারণে তিনি স্খলিত হন নাই। বিশ্বের কে কি বলিল, কে কি করিল,—যে পথে চলিয়াছি ইহাতে কোথায় কতদূরে যাইয়া পান্থশালা পাইব—যে পাথেয় আছে তাহাতে কুলাইবে

কি না, এই সব ঐহিক হিসাব নিকাশের তিনি .কোন ধারই ধারিতেন না। তাঁহার পৃথিবী এক স্বতন্ত্র বস্তু ছিল। তাঁহার পৃথিবী যথার্থই—

"নিয়তি-কৃত নিয়মরহিতা হ্লাদৈকময়ী,
অনন্য-পরতন্ত্রা এবং নবরসরুচিরা" ছিল।

(কাব্যপ্রকাশ)

মহাকবি তাঁহার সেই কল্পিত জগতের কল্পনা-সাগরে নিজেকে ভাসাইয়া দিতেন, ক্ষীরোদশায়ী পুরুষোত্তমের ন্যায় নিজের ভূমায় নিজেই ডুবিয়া থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে আনন্দালস নেত্রে স্বদেশবাসীদের দিকে চাহিয়া প্রেমভরে মধুবর্ষণ করিতেন,—যে অমৃতে নিজে আত্মহারা, তাহা বিলাইবার জন্য স্বদেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে আহ্বান করিতেন।

"বিনা স্বদেশের ভাষা পুরে কি আশা?"

এই কবিবাক্য তাঁহাকে উদ্বোধিত করিয়াই যেন গন্তব্য-পথ চিনাইয়া দিয়াছিল। যখন তিনি আদিকবি বাল্মীকির ন্যায় দিব্যচক্ষু পাইলেন, তখন ধ্যানভঙ্গের পর দেখিলেন, তাঁহার বড় সাধের "মাতৃভাষারূপে খনি পূর্ণ মণিজালে।" তদবধি কি এক উন্মাদনা তাঁহার হৃদয়ে আসন পাতিয়া বসিল; সেই উন্মাদনার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কবিবর দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া স্বকীয় স্বৈরচারিণী কল্পনাকে লইয়া ছুটিলেন।—অন্য কথা নাই, অন্য চিন্তা নাই, অন্য কার্য্য নাই,—ঐ এক ধ্যান, এক জ্ঞান।...কবিবরের যে সকল পত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, মহাকবি মধুসূদনের চিত্তে দিবারজনী বঙ্গভাষার এবং বঙ্গকবিতার চিন্তা কিরূপ প্রকটভাব ধারণ করিয়াছিল। ঐ সকল পত্রের প্রত্যেকখানির গড়ে প্রতি ত্রিশ পংক্তির মধ্যে সাতাইশ পংক্তি কেবল বঙ্গকবিতার কথায় পূর্ণ। বিধাতা দেবদুর্লভ প্রেম-রত্নে তাঁহার হৃদয় বিমণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সমস্তই কবিত্বময় ছিল। তিনি দেখিতেন কবিতা, শুনিতেন কবিতা কহিতেন কবিতা। কখনো তিনি ভারত-সাগরে ডুবিয়া তিলোত্তমারূপ মুকুতা তুলিতেন ও তাহার মালা গাঁথিয়া মাতৃভাষার কমকণ্ঠে পরাইয়া দিতেন,—কখনও আবার,

"গম্ভীরে বাজায়ে বীণা গাইল—কেমনে
নাশিলা সুমিত্রাসুত লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক রক্ষেন্দ্র-নন্দনে,"

কখন বা—"কল্পনা-দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজধামে" "গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি" শুনিতেন, ও সেই "বিরহে বিহ্বলা বালার" করুণ কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের বীণায় বিরহ-সঙ্গীতের আলাপ করিতেন। কত সাগর-মহাসাগর পার হইয়া দেশ-বিদেশে তিনি ঘুরিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের প্রতি তাঁহার কেমনই একটা আকর্ষণ ছিল যে, তিনি উদ্দাম যৌবনেও ডুব দিলেন "ভারত-সাগরে"—অন্য সাগরে নহে। পাশ্চাত্য কবিকুলের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াও তিনি

তিলার্দ্ধের জন্য প্রাচ্য কবিকুলের সেবা করিতে বিস্মৃত হন নাই। "কবিগুরু বাল্মীকির প্রসাদ" পাথেয় লইয়া তিনি দুর্গম কবিত্ব-কাননে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তাঁহার কবি-জীবনের দুইটি স্তর আমরা দেখিতে পাই। প্রথমটি কবির ইউরোপ-গমনের পূর্ব্ব কাল, দ্বিতীয়টি ইউরোপ-যাত্রা হইতে তাহার পরবর্ত্তী কাল। তাঁহার যে সমুদয় কাব্য-রত্নাবলীতে বঙ্গবাণী অলঙ্কৃত, সেগুলি ঐ পূর্ব্ব কালে গ্রথিত, আর হেক্টর বধ, মায়াকানন ও কবিতামালা তাঁহার ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর লিখিত। ইহাতে বেশ দেখা যায় যে, যে শক্তি থাকায় তিনি পূর্ব্বে "ভারত-সাগরে" ডুবিয়া রত্ন তুলিতে পারিয়াছিলেন, ভারত-সাগরের পারে যাইয়া তাঁহার সে শক্তির তিনি উপচয় করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত অপচয়ই ঘটিয়াছিল। যদিও চতুর্দ্দশপদী কবিতার প্রকাশ ফরাসীর ভার্সাই নগরে, কিন্তু তাহার জন্মগ্রহণ এই ভারতবর্ষে।...তিনি আইন-কানুন যাহাই পড়ুন বা যাহাই করুন না-কেন, প্রাণ কিন্তু তাঁহার সর্ব্বদাই মাতৃভাষার জন্য কাঁদিত। তিনি নিজেই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছেন,—

"পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি ;—

বাহ্যতঃ মধুসূদন ইউরোপে ছিলেন, কিন্তু অন্তর তাঁহার ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গে পড়িয়াছিল। কবে বাঙ্গালায় শ্রীপঞ্চমী, কবে শরতে সারদার অর্চ্চনা, কবে বিজয়া-দশমী, কপোতাক্ষ নদ কেমন কুল কুল করিয়া বহিয়া যায়, কোন্ ঘাটে ভাগ্যবান্ ঈশ্বরী পাটনী খেয়া দিয়াছিল,—সুদূর ফরাসীদেশে বসিয়া—বিলাসের তরঙ্গে যে দেশ প্লাবিত-প্রায়ঃসেই স্থানে বসিয়া—তিনি বঙ্গের এই সমুদয় সুখস্মৃতি মনে জাগাইতেন, ও না-জানি কত আনন্দই পাইতেন! বাঙ্গালার মেঘমুক্ত শারদাকাশে সায়ংকালের তারা যে কত সুন্দর, তাহা তিনি ভার্সাইয়ে বসিয়া কল্পনা-নেত্রে দেখিতে পাইতেন। জন্মভূমি যশোর সাগরদাঁড়ীর অনতিদূরে, নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির নিশাকালে পর্য্যটকের মনে যে কি ভাব জাগাইত, কেমন একটা ঘুমে নয়ন ছাইয়া আসিত, সে সমুদয় তিনি সাগরপারে থাকিয়াও অনুভব করিতে পারিতেন। ফলতঃ তাঁহার হৃদয় যথার্থই মধুময় ছিল। "বাংলার ফুল, বাংলার ফলে,—বাংলার মাটি, বাঙ্গালার জলে" তাঁহার অন্তর-বাহির ভরপূর হইয়া গিয়াছিল। ফরাসীদেশে বসিয়া তিনি যমুনার কথা ভাবিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন,—

"আর কি কাঁদে লো, নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে ব্রজের সুন্দরী?
আর কি পড়ে লো এবে তোর তীরে খসি
অশ্রুধারা, মুকুতার কম রূপ ধরি?"

বলিয়া তাঁহার মধুর বাঁশরী বাজাইতেন। কতকাল হইল বঙ্গের কবিকুঞ্জ মধুহীন হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি যেন সে বাঁশীর সুর বাঙ্গালার বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। 'শ্যামা' বঙ্গভূমিকে লক্ষ্য করিয়া মধুসূদন বলিয়াছিলেন,—"মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে!" তাঁহার সে প্রার্থনা সফল হইয়াছে। বঙ্গভূমি বক্ষের উপর মধুর স্মৃতি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যত দিনের পর দিন যাইতেছে, ততই মধুর মধুর কবিতার রসে বঙ্গ অধিকতররূপে নিমগ্ন হইতেছে।

কৃত্তিবাস কাশীদাসের দেশে, রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের দেশে, জয়দেব, মুকুন্দরাম চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের দেশে মধুসূদনের জন্ম, যে দেশের নির্ম্মল আকাশে বলাকার খেলা, শ্যামল বনানীতে শ্যামা দোয়েলের সঙ্গীত, সুনীল তটিনীতে দাঁড়িমাঝিদের সারি গান, সেইদেশে মধুসূদনের জন্ম, যেখানে সায়ংকালে নদীতীরে বটবৃক্ষের মূলে বসিয়া রাখাল বালক—"হরি, বেলা গেল সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে" বলিয়া গান ধরে, নদীর কুল্ কুল্ গীতিকার সহিত সেই রাখাল-সঙ্গীত মিশিয়া ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে মিলাইয়া যায়, মধুর সেই দেশে জন্ম,—তাহার উপর আবার সম্ভ্রান্ত বংশের অবতংশ; ধনে মানে, কুলে শীলে সর্ব্বাংশে তদানীন্তন সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সকল রকমেই স্পৃহনীয় অবস্থায়, অভিজাত ও অবস্থাপন্ন পিতামাতার আদরের পুত্র মধুসূদন পরিবর্দ্ধিত। সর্ব্বোপরি, বিধাতার শুভাশীর্ব্বাদ, বাগ্‌দেবতার কৃপামৃত তাঁহার উপর বর্ষিত; রাজরাজেশ্বরের অক্ষয় ভাণ্ডারেও যে রত্ন নাই, শত শত সাম্রাজ্য বিনিময়ে যে রত্নের লাভ করা যায় না, সেই সর্ব্বোত্তম কবিত্বরত্নের অম্লান মালা বীণাপাণি স্বহস্তে তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলেন;—সুতরাং তাঁহার সমকক্ষ কে?

*　　　*　　　*　　　*

উর তবে, উর দয়াময়ী!
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত উরি দাসে দেহ পদছায়া!

মধুসূদনের প্রার্থনায় বীণাপাণি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। মায়ের বীণায় পুত্র স্বরসংযোগ করিতে পাইয়াছিল। পুত্রের জীবন সার্থক হইয়াছে। আর সেই সঙ্গে তদ্দেশবাসী বলিয়া এবং সেই কবি যে ভাষার দিবাকরকল্প, সেই ভাষার সেবক বলিয়া আমরাও ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহার বিরচিত মধুচক্রে গৌড়জন দিবারজনী আনন্দে মধুপান করিতেছে ও করিবে। বঙ্গভাষাকে তিনি যে অনর্ঘ সম্পদে সাজাইয়া গিয়াছেন, যে "কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভায়" বঙ্গভাষাকে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন তাহার মহিমা কোনদিন ক্ষুণ্ণ হইবে না। বঙ্গ-কবিতাসাম্রাজ্যে তিনি সম্রাটের ন্যায় আসিয়াছিলেন, সম্রাট্‌জননীর যেমন হওয়া উচিত, তেমনই ভাবে, বুঝি বা ততোধিকরূপে বঙ্গভাষাকে সাজাইয়া গিয়াছেন। কালের নিরঙ্কুশ বিধানে কত কি ভাঙ্গিবে, গড়িবে, কিন্তু মধুসূদনের কবিত্ব-প্রতিভার জ্যোতিঃ দিন দিন আরও বর্দ্ধিত হইবে বই ম্লান হইবে না। মধুসূদনের জন্মে বঙ্গভাষার ও বঙ্গদেশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে। আর তাঁহার ন্যায় একজন জাতীয় মহাকবিকে বৎসরান্তে অন্ততঃ একটি দিনও আমরা পূজা করিতে আসি বলিয়া, আমরাও ধন্য হইতেছি।

মধুসূদন-দম্পতীর সমাধিক্ষেত্রে স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের বক্তৃতা

Mr. Norendro Sen, and members of the Michael Madhusoodan Datta Memorial Committee,—I accept with great pleasure your invitation to take a prominent part in the proceedings of to-day. At the same time allow me to say that I think the task that you have assigned to me would have been better and more appropriately performed by a person who has achieved some sort of literary means of distinction, so to entitle him to speak over the grave of the renowned poet and scholar, who's memory we are assembled to honour to-day. I believe the reason which has induced you to request me to perform this ceremony, is that, during the latter part of the late Mr. Datta's life, I happened to be one of his most intimate friends. So far as you choice of me is based upon this ground, and this ground only, I must admit that it is amply justified; for, it was my privilege and good fortune to be intimately acquainted with Mr. Datta both in Europe and in this country during the last eleven years of his life. Personally, therefore, I am thankful to have the opportunity of paying that tribute of respect and friendship, which, by an unforeseen accident, I was debarred from doing at the time that our friend's mortal remains were deposited in this spot. Only four days before that, I happened to stand in this very place, mourning over the death of that good lady, who, for many years, had been Mr. Datta's partner in his joys as well as his sorrow, little imagining at the time that he himself would be laid at her side, even before her own grave and completely-closed. Well, gentlemen, we have met here after a lapse of fifteen years to pay publicly that homage, which ought to have been paid long ago to the memory of, perhaps, the greatest poetical genius that Bengal has yet produced. And this reminds me vividly of a conversation which I had with Mr. Datta about 24 years ago, when I found him engaged in the historical city of Versailles, composing his well-known sonnet on Dante, which most of you have read. The sonnet was being composed for the then approaching tercentenery festival in honour of the great Italian poet. At that time, Mr. Datta made two observations to me which, with your permission, I

will venture to repeat. Firstly, he said it was the misfortune of poets in all countries not to be appreciated until long after their death ; and, secondly, he remarked, referring to his own attempt in translating his sonnet into the French language, that no man, however great his mastery over a foreign language, should ever attempt to write poetry except in his own mother-tongue. As regards the first of these observations no doubt it is sad to think that we have allowed fifteen years to elapse before taking any notice of the spot, where the earthly remains of one who has done so much to enrich our national literature, lie. Beound this, it would scarcely be correct, I think, to say that the poetical genius of Michael Madhusoodan Datta has not been appreciated by the generation to which he himself belonged.

As regards the second observation, made to me on the occasion to which I have already alluded, its correctness is amply illustrated in Mr. Datta's own case. As a linguist and scholar, he had scarcely an equal among his contemporaries, and there is hardly any individual, even in these days, among his countrymen, who could excel him in his knowledge of the Europenn languages, and in literature both ancient and modern, of Europeen countries. Nevertheless, he had himself made the discovery early in life that he could not succeed, as a poet, unless he expressed himself in his own mother-tongue,

On an occasion like this, it is not necessary to dwell upon the excellence of those works which Mr. Dutta has left behind, and by which he will be best remembered. I shall, therefore, be very brief in my remarks. We must thank the Committee for the trouble they have taken in this matter. But for their exertions we should have, in a short time, completely lost all traces of the spot round which we are gathered to-day. You have been already told that by means of a public subscription the tombstone, which I am about to unveil, has been erected. No doubt, many of you think that the Memorial is of too simple a character to adequately convey the admiration which the people of Bengal entertain for the services, rendered to our literature by Michael Madhusoodan Datta. It is quite true that round this humble structure, there are others, far more imposing and far more attractive, erected by sorrowing husbands or disconsolate parents. But it must be bourne in mind that the object of the Committee was more to mark this spot than to erect any memorial, which might tend to perpetuate the memory

of the departed poet. Michael Madhusoodan Datta has himself left behind his memorials for more precious and far more lasting than any that his admiring countrymen could secure for him. His works will be read with admiration by generations, yet unborn, and his name will live so long as the Bengali language and the Bengali race lives.

You will observe, when I have unveiled the Memorial, that it has on one side a simple epitaph in Bengali blank verse, written by the poet himself in his own inimitable style many years before his death. In spite of the unique simplcity of that epitaph, and the unostentatious character of the tomb, I am sure, you will agree with me that the lines of his own favourite poet, Milton, written with reference to another illustrious poetical genius, are peculiarly applicable to his own case :—

"And as sepulchured in such pomp doth lie
That kings for such a tomb would wish to die."

It now remains for me to unveil the tomb before us, but before doing so, I will take the liberty of suggesting a slight departure from the printed programme, which I am sure, your feelings will unhesitatingly sanction. I think, it will be in consonance with our national instincts and traditions that before I place on your behalf this wreath of flowers round the tomb, the first offering should be made by the young man who stands by my side, and who by reason of his childhood was prevented from paying that tribute of respect and affection, which he is now anxious to offer over the graves of loving parents whom he lost in his infancy.

EARLY POEMS

THE UPSORI

A STORY FROM HINDU MYTHOLOGY

I

The feast was o'er—the joyous dance was done ;
And silence reigned in the ethereal hall
Of heaven's merry king !—each, like a sun
The ocean-gems yet shone along the wall ;
But there upon a brightly glittering throne
Sat a fair *Upsori* with beaming eye,
Sweet as the moon when from the heavens—alone,—
She palely looks on Morn's soft infancy,
While the bright stars from the ethereal height
Follow the silent steps of slow retiring Night.

II

A soft breeze from the Parijata bow'r
Play'd gaily in her raven curls that fell
Luxuriant wreathed with many a blooming flow'r
Cull'd from Sumero's aromatic vale ;
Her joyous bosom heav'd like stormy brine ;
For charm'd by her song, heaven's monarch high
Had wish'd to kiss the ruby lips' loved shrine
Such syren strains of thrilling ecstasy !
And every God's admiring, passionate gaze
Had call'd forth blushes soft to spread upon her face.

III

Before her the bright plains of heaven now spread
Like crystal pools unruffled ;—lofty trees,—
Forever to undying verdure wed,
Whom Winter's icy breath can never freeze,
That wither not 'neath Summer's s'corching gaze,—
Lifted their leafy heights while domes of gold,—
Abodes of gods—shed 'ronnd irradiant rays,—
On charming scenes to mortal ears untold ;
Soft Night walk'd round with crown of brightening beam,
And 'companied with dreams that blest Immortals dream.

IV

Below her lay blue ether—garlanded
With its bright wreath of clustering gems—while there,
From every planet pale stealing, spread
A harmony upon the ravish'd air ;
Light, fleecy clouds o'er which the moon's pale beams
Rode joyously—all weeping pearly dews—
Were waft'd on by breezes, sweet as dreams
Of love ting'd with gay Fancy's rainbow hues :
And the pale Moon upon the azure plain
Walk'd like a silver bark along a sleeping main.

V

But far,—dim as a dream of days gone by
On the horizon of the shadowy past,—
The earth, soft-bosom'd on Infinity,
Now burst before her eyes ; a while she cast
A look around—then swift as Fancy's flight
What time she soars to people with sweet beings
The boundless azure—and each planet bright
Moulds at her fairy—gay imaginings,—
She wing'd her flight towards its distant shore,
And pass'd the countless worlds that roll for ever more.

VI

Down, down she flew, like to the lightning glad,
—Beck'd by some greem aspiring tree that flies,
When, as the Thunder'r, in his terrors clad,
Descending once the blue Olympian skies
To hapless Semele— its hot embrace
But scorches what it loves :—as near she drew
Proud mountains soar'd high thro' the duskiness,
And lofty pines a rustling murmur threw ;
But all did smile beneath her beaming eye,
As when Aurora peeps through the soft eastern sky.

VII

She sat beside a stream ; it was the hour
Of moonshine and of perfume ; near her stood
A lovely and a flowery-kirtled bow'r
While round it rose a vast and ancient wood
Like to a hoary guardian watching o'er
A blooming maiden—thro' th' inwoven boughs

The unseen moon her radiancy did pour
And robed each tender plant with lustrous glow,
Like light that through the vista of the past
On Memory's dreary blank its tranquil ray doth cast.

VIII

Oh ! 'twas a beauteous sight !—upon the breast
Of the pure stream a thousand stars now slept,
All pillow'd in soft glistening, silvery rest,
While a cool breeze on wings in perfumes dipt
Did fan these radiant strangers from the skies !—
The *Comul*, veil'd watch'd on her liquid throne,
—Pale languishing with sad and tearful eyes
For Morn, that brings her loved and loving Sun,
And trembling, chid the night-winds' lusty play,
That tried t' unveil her face and drink her eye's soft ray.

IX

And on its bank peep'd thro' the foliage green
A holy fane ; the fire-flies with bright gems,
That shed a lustrous glow upon the scene,
Gay wanton'd on the air ;—like diadems
Some circling 'round the *Tamal*—holy tree !—
While others on leaves delicately fair,
Feasted on the soft dew-drops joyously :
As awful, solemn silence brooded there ;
And a spreading banian hoar with years,
Lifted its towering head and shed devotional tears.

X

The beauteous nymph then slowly took her way
Towards the holy temple ; on her feet
Each flow'r awakened, did in reverence pay
Soft, pearly tears,—a faery offering meet !—
Lightiy she mov'd, bright as a form but seen
On sleep's romantic stage !—Her golden tresses,
That oft enchained immortal hearts in keen
And amorous bondage—wanton'd 'neath the kisses
Shower'd by the whispering breeze that now came,
Wild as the impassion'd flies that hover 'round the flame

XI

The fane was won,— 'twas Kally's—Frightfullness !
Lo ! there she stood in martial majesty,
Gorg'd with the blood of Sembo's cursed race,
And garlanded with heads !—Her blood-red eye

Shot lightening ; in her hand the gory blade
Shone like a brand of fire—while naked, wild
She trampled on her prostrate husband's head,
And with a fiendish glare upon him smiled !
Her raven locks stream'd wildly bath'd in gore,
And shed dark drops of blood upon the slippery floor.

XII

But all around there berathed no living being
Save the sad solitary owl that spoke
At times,—and the lone bat that on its wing
Oft wheeling on the air its stillness broke :
It was as if primeval Silence there
With Solitude sat musing !—"Who could be
"The rearer of this lonely temple here,
"In this deep wilderness, far—hidden—free,
"From man and his intrusions !—Was it some,
"Immortal hand had raised this lone, religious dome ?"

XIII

Thus mused the nymph, while thoughtfully she stood
Beneath a *Camine* that softly blush'd
Before the fane : but, hark, amid the wood
A sudden rustling woke the echoes hush'd,
And told of coming feet. Swift as the light
That heralds the tremendous thunder's birth,
She hid herself behind the leafy height
Of the tall banian hoary as the Earth,
Its mother ; and thus sheltered there she stood,
Calm, motionless, unseen as silent solitude !

XIV

Slowly a youth now from behind the wood
Approach'd the holy temple : on his brow
Dark sorrow as a frowning cloud did brood,
And wrought upon its beauty wrecks of woe !
Few were his years,—his delicate cheeks were pale ;
Youth's ruddy glow was there but withered,
Like the bright rose beneath noon's scorching gale ;
And from his pensive eyes their rays were fled,
And ceaseless tears in silent drops rush'd down,
As if his heart's deep fount were burst and over-flown !

XV

His glowing limbs were steep'd in ashy hue,
And on his back a leopard-skin was flung ;

His curling locks wet with the sparkling dew
Around his temple unregarded hung :
His garb was as befitteth a ***dundi***,—
One, that inspired with sanctimonious zeal,
Renounces of this world the vanity,
And flies its dark seductions,—flies to feel,
And taste with Solitude in some lone cot
The hallow'd joys that are by calm devotion brought !

XVI

With heavy steps he reached the holy shrine,
And in deep ecstacy before it stood,
Fair as the statued *Cama*—God divine,—
Worshipp'd in some lone consecrated wood !
A sudden feeling crept within the heart
Of the fair Upsori, while she, unseen,
And guarded by her talismanic art,
Gaz'd on the hermit-youth's sad brow serene ;
And an emotion never felt before
Did break its deep repose,—of her heart's deepest core.

XVII

Long, long she eyed him with a look intense
Of wonderment ; and her heart deeply drank
Of his sad brow the pensive eloquence,—
Feelings' soft language !—Oh ! what meanings sank
Impassion'd in her bosom's deep recess !
And when he slowly vanish'd from her sight,
Like an ethereal dream of loveliness,—
That flits before the mind in glory bright,—
She trembled as the lily on the lake,
When the *Moloya* doth around soft ripples wake !

XVIII

Her soft, dark eyes as if intoxicate
Follow'd his steps : e'en when the lofty trees
Hid him with veil they could not penetrate,
Fancy construed the whisperings of the breeze
Into his sobs ! Ye, whose fond hearts have bowed
In Love's idolatry—ye only know
What feelings now tumultuously loud
Burst like the torrent from the airy brow
Of some high mount, in her sad bosom and brake
Forth in heart-rending tears—her thirst, ah ! who could slake !

XIX

How heaved her heart when he could not be seen !
What tears throng'd in her eyes ! Slowly she came
Out of the nook where she had nested been,
In all her heavenly beauty like the flame
Dazzling with sudden burst ! Wild as the snake
In search of its irradiating gem,
She looked around but neither wood nor brake
Nor Echo babbled forth his unknown name ;
Unfeeling Silence, too, heard not her sigh,
But gloomily sat there as if in mockery.

XX

Poor nymph ! with heavy heart she took her way
In silence for Love's golden pilgrimage !
Light was her step e'en the green earth that lay
Now slumbering soft, it did not disengage
From sleep's embrace ; but now her roving eye
Did feast not on the flowers that blush'd around,
Nor roamed with joyance on the starry sky ;
Alas ! for her there was nor sight nor sound !
She wandered like a rill meanderingly
That glides thro' wood and valet' embrace the
boundless sea.

XXI

Slowly now from behind the leafy height,
She took ber way—led by the moon's pale beam ;
Love's pilgrim !—and thro' the dark shades of Night
Made deeper by the branches—like a dream—
Or like a rill thro' leaf-clad valleys flowing
With noiseless steps to meet the distant sea—
She glided on—the breeze came softly blowing,
And flow'rs wept at her feet rejoicingly !
But all unheeded on her spirit fell,
As on the listless dead voluptuous Musics' swell.

XXII

Before her now there rose a lovely bower,
Bosom'd upon a mound soft rob'd in green,
And crown'd with many a sweet and blushing flow'r,
That shed sweet fragrance o'er the quiet scene :
It was as if some joyous fairy Queen
Had rear'd this spot of Love the nest to be ;

How lovelily the Moon there cast her sheen
And fring'd with sparkling silver every tree !
How gaily every warbling breeze perfum'd,
Came there to woo the rose that in soft brightness bloom'd.

XXIII

Within it there a lonely cot did stand
Dim with the misty shade of parted years ;
It seem'd as if unrear'd by mortal hand,
Devotion's hallow'd home—where silent tears
Of Penitence would flow : a *Toolsi* tree
Did bloom high, pedestalled before the door,
And an expiring lamp did fitfully
Shed its dim flickering glow upon the floor ;
And Silence flike a viewless guardian stood
As if forbidding there unhallowed feet t' intrude !

XXIV

Awhile she stopp'd, then slowly in did glide
Beauteous and graceful as the regal-swan
When softly bosom'd on the rosy tide
She moves majestic with her feather'd clan !
The conscious lamp assum'd a smiling glow
As if wakened trom its fainting trance
At her soft presence, like the drooping brow,
Limn'd with Death's pallid hues, at the bright glance
Of sweet returning Hope !.........

* * * *

XXV

Why started she ? Lo ! on the bare, cold ground
There slept the youth—the haven she had sought !
How blushingly awhile she look'd around,
Then knelt adoring by his side !—Love taught
The worship he likes best ;—the timorous kiss—
The soft tremulous touch—the glistening tear
Woke by his all imparadising bliss,
Are sufferings to him forever dear !

* * * *

* * * *

XXVI

O, how she chid his cold unfeeling bed
Whose flinty bosom could not softer be !
O, how she long'd her flowing locks to spread
Upon the bare cold earth—adoringly—
For him to sleep upon ! Her blushing cheek,
And her soft bosom beating audibly
Did tell a tale that tongue may never speak !
Poor nymph !—her very soul was in her eye,
And that dwelt on the being lying there,
Like the bright gem of Eve, calm, motionless and fair !

NIGHT

[WRITTEN IN 1842.]

I

How lovelily yon solitary star
Shines—like a radiant being 'pon a throne
Of beautiful, blue sapphire—from afar
Shedding on gentle Twilight gray—his own—
Soft, tender glances ! 'Tis the quiet hour
When with bright gems upon her sable brow,*
In solemn majesty—calm—silent—slow,
Night comes t' apert on earth gentle pow'r :—
The smile that sat erelong upon the sky—
The clouds that floated on the air serene
On golden wings of flaming radiancy
Have melted off as if they ne'er had been—
Like recollections lingering 'round a tomb
Awhile, then sink In oblivion's gloom !

II

Come Night !—sweetNight ! thy gentle reign like of land
To mariners tempest-tost, is ever dear
To hearts, sad lacerated by the hand
Of rankling Care, and with dark Sorrows sear !

* When Night with moon and stars and the calm breeze—
That warbles sweetly midst the listening trees—
Comes to apert on earth her gentle power :—
The golden smile that sat upon the brow
Of the soft, sunless heavens have faded now,
Like recollections lingering 'round a tomb
Awhile, then melting in oblivious gloom ;—

There is a balm e'en in thy very breeze :—
Thy silence hath a tongue—an eloquence,
That like thy stirring breath among the trees,
Wakes thoughts of days now past,—sunk in the dense*
Gloom of oblivion's Lethe' !—now they rise,
Like ghosts of Beauties sepulchred, and bring
Remembrances ov'r hearts did idolise
When Life was sweet and in its vernal spring !—
Hopes, dreams of childhood,—youth—ah !—now gone by
In solemn silence fleet before the mind's sad eye.

III

Departed years !—Youth—Childhood !—where are ye ?
Where is of hopes and dreams your lovely store ?
Alas !—ye came as waves that from the sea
In joyous bands flow on to kiss the shore,
And then recede away !—And like the gems,
That from the coral chambers of the Deep—
Ride on those waves to grace their diadems,
And with them come but with their home-ward sweep
Vanish—the joys that on your pinion'd gales
Came, with ye all have sadly pass'd and gone !—
What have they left behind ? they've giv'n a tone
To the dark Past to tell alone their tales
To coming years ! Alas ! 'tis ever so !
For Happiness is but a dream below !—

IV

O, Night ! Sweet Night ! thy melancholy brow,
Wreath'd with those pensive stars, is beautiful !
Breathes there a being, calm Night ! that does not now
Feel a sott—soothing sadness, like the cool
And whispering breeze, that wakes the slumbering strerm,
Steal in his heart !—how beauteously there,
The firefly sports—while fitfully the beam
Of its bright star-crowd brow falls on the air
Like fickle Fortune's smiles !—

(Incomplete)

* Wakes silent thoughts sunk deep in the dark dense
Oblivion's Lethe' ! Oh !—what golden dreams—
What hopes of fairy bliss now on the sad sky
Of Memory rise and shed their starry beams
Upon the face of cold Reality !

THE PYGMY IN HUMAN FORM

[A TALE]

Who has heard,—while Time was young—
A race there was—by Poets sung—
Called Pygmies—little things—.
Who has not heard,—dark, cruel War,
Before the bloody shrine of Mar
Did sacrifice these beings ?—
And like the Storm-fiend's dreadful breath,
Did hurl them all to hell and Death.

STANZAS TO——

"—There's the true felicity
If theret be any in he earth !—"

I

"Oh happiness ! Oh ! where thou art ?"
Exclaim'd I with an aching heart :
A voice instant replied to me,—
"In her's the true felicity,
If any there be in the earth !"

II

Then give me what I seek and sought,
Refuse—sweet one !—refuse it not !
For Oh ! I know,—I know in thee
"There is the true felicity,
If any there be in the earth !

III

T' embrace thee, and to share thy kiss,
Is surely th' most perfect bliss ;—
Who can deny, sweet ! this to be
"The true—the real felicity,
If there be any in this earth !"

LINES

I

My thoughts, my dreams, are all of thee,
Though absent still thou seemest near ;
Thine image everywhere I see—
Thy voice in every gale I here.

II

When softly o'er the evening sky,
The stars seem twinkling one by one,
The star of eve arrests my eye,
As if it lit the sky alone—

III

So like its tranquil lustre seems
The light of that soft eye of thine—
The star of hope, whose cheering beams
Upon my heart so sweetly shine.

IV

The lake, whose placid waters be
Calm and unruffled by the wind
Gives a fair image to mine eye
Of thy serenely pensive mind.

V

The streams, that wander glad and free
And make sweet music as they flow
Remind me of thine hours of glee—
Thy playful arts to banish woe.

VI

Thy soul is imaged by the hills,
That stand unshaken by the blast :
And hence the hope my bosom fills,
Thou wilt be constant to the last.

VII

Whete'er in this fair earth I see
'Mong Nature's forms that's pure and bright
Reminds me ever, love, of thee
And brings thine image to my sight.

EARLY ESSAY

ON POETRY Etc.

[COLLEGE EXERCISE]

A subject, which has been so often expatiated upon and illustrated and whose excellencies have been so often extolled by the enthusiastic admiration of the learned in every age and country as "Poetry" can scarcely be treated with any degree of novelty ;—Like a glorious conqueror it has, since the creation of the world, received the tribute of admiration in every land—from the savage—the homeless wanderer of the mighty forest—to the son of civilization—luxuriating in the midst of refinement :—The art of the poet has been triumphantly called 'divine' and it is certainly one of the loveliest dreams of Romance to ascribe its birth to the "regions of bliss."

When the Roman eagle spread its invincible wings, on the barbarous shores of Britain, the Romans unlike the modern rivals of their glory and empire, did not introduce the arts and refinements of their country amongst the natives; the lofty notion which they had of their own origin and power and the contempt which they naturally felt for others sufficiently account for what must appear a heartless and barbarous indifference to the welfare of mankind :—After the dissolution of the Roman Empire the disorders into which England was thrown by its barbarous invaders, and intestine broils, rendered the ignorance of the natives, if possible, still deeper—till the time of Chaucer, when the Muse left her flowery Pierian haunts to visit the land—destined to add some of the brightest and freshest flowers to the crown which her Greek and Roman worshippers had woven for her lovely temples.

To compare the styles of the best English poets and to show the gradual improvements (to use the usual expression) which poetry has received from time to time requires more time than what is allotted us here.—A glorious array of names hallowed by the recollections of everything sweet and enchanting, presents itself and, as it were, dazzles us with transcendent light :—Like one wandering in a region where

everything claims his attention and admiration, we "know not where to begin."—We do not take it upon ourselves to decide the question whether modern English Poetry presents itself in a better and more agreeable form to the reader than that of the 'Eld ?' For us the pages of Chaucer and Spenser and Shakespeare and Milton have charms which are often vainly sought for in more modern volumes :—The unlaboured lines of these masters which flow like a stream of music, are but rarely equalled by their followers : We do not wish to be understood as deprecating the merit of the latter class—far from it.—Over refinement is as destructive of beauty as a total absence of it :—It is the misfortune of the modern Muse to be loaded with ornaments which too often veil her native charms :—To illustrate this, we need not go very far : The works of a famous living poet—"Anacreon Moore" will serve our purpose :—Beautiful as the poetry of this writer is, where is the reader who does not feel a sort of sickening refinement in many passages—a collocation of epithets and expressions which often prove destructive of that effect which naked simplicity would produce—Tom Moore, lavish as he is in his similies of "flowers" and "stars" "breezes" and "Zephyrs", has never written a better line of poetry or given a sweeter description of a flower than Spenser. When the latter sweetly warbles of the—

"Lily, ladie of the flowering field"

Faery Queene.

We intend passing over the so called Augustan period of English Poetry—the reign of Queen Anne and her immediate successors. With the exception af Pope, we do not happen to think very highly of the rest of the "brood of warblers" of his time.—

Amongst the poets of the present century, some of the best have tried to revive the style and manner of the old poets. Coleridge in almost all his works has rejected the "sing-song" style of his immediate predecessors,—and Wordsworth "the prince of the bards of his time"—showed his admiration of such prototypes as Chaucer and Spenser in some of his best work :—But it is time that we should conclude this imperfect and, we fear, desultory sketch.—To compare the styles of different writers it is necessary to have recourse to their works for passages illustrative of their respective peculiarities : We have endeavoured to give a general idea of the striking difference that exists between

those whom we have called the old and those whom we have called the modern poets. Including in the former such writers as Chaucer, Spenser, Shakespeare, Milton and those who were either their contemporaries or preceded some of them : Altho' there are striking differences between these writers themselves,—yet they resemble each other in one point—an absence of *art* and dependence upon *nature*, whilst their successors from Pope downwards are remarkable for qualities quite the reverse :—English Poetry, however, as observed before, has of late assumed quite a different aspect : and it affords an agreeable prospect to the admirer of the "departed spirits of the mighty dead" of hearing of a resurrection into light for the admired treasures of the Muse hidden by the envious shades of obscurity and ignorance.

SELECTIONS

KING PORUS

[A LEGEND OF OLD]

"We ne'er shall look upon his like again !" Shakespear.
"When shall such hero live again ?" Byron.

I

Loudly the mid-night-tempest sang,
Ah ! 't was thy dirge, fair liberty !
And clouds in thundering accents roar'd
Unheeded warnings from on high ;
The rain in darksome torrents fell,
Hydaspes' waves did onward sweep,
Like fiery Passion's headlong flow,
The lightning flash'd bright—dazzling, like
Fair woman's glance from'neath her veil ;
And on the heaving, troubled air,
There was a moaning sound of wail ;—
But, Ind ! thy unsuspecting sons
Did heedless slumber,—while the foe
Came in stealthy step of death,—
Came as the tiger, noiseless, slow,
To close at once its victim's breath !
Alas ! they knew not 'midst this gloom,
This war of elements, was nurst,—
Like to an earthquake in the womb
Of a volcano,—deep and low—
A deadlier storm— on them to burst !

II

'Twas morn ; the Lord of Day,
From gold Sumero's * palace bright,
Look'd on his own sweet clime,
To bathe it in his rosy light :—

* The mountain Sumero (which, according to the Hindu-Mythology is of pure gold) is the Olympus of the Hindus.

But, lo ! the glorious flag,
To which the world in awe hath bow'd,
There in defiance waved
On India's gales—triumphant—proud !—
Then, rose the dreadful yell,—
Then lion-like, each warrior brave
Rush'd on the coming foe,
To strike for Freedom—or the grave !
Oh Death ! upon thy gory altar
What blood-libations freely flow'd !
Oh Earth ! on that bright morn, what thousands
Rendered to thee the dust they ow'd !—
But 'fore the Macedonians,
—Like autumn-leaves by Simoom's driven
Fell Brama's hardy sons,—
Proud mountain oaks by thunders riven—
And for their country's freedom bled—
And made on gore their glorious bed.

III

But dauntlessly there stood
King Porus, towering 'midst the foe,
Like a Himala-peak
With its eternal crown of snow :
And on his brow did shine
The Jewell'd regal diadem—
His milk-white elephant
Was deck'd with many a brilliant gem.—
He reck'd not of the phalanax
That 'round him closed—but nobly fought,—
And like the angry winds that blow,
And lofty mountain-pines lay low,
Amidst them dreadful havoc wrought
And thin'd his crown and country's foe !
The hardiest warrior at his deeds,
Awe-struck, quail'd like wind-shaken reeds :
They dared not look upon his face,
They shrank before his burning gaze,
For in his eye the hero shone
That feared not death,—but high—alone—
A being as if of lightning made,
That scorch'd all that gaz'd upon
Trampling the living with the dead.

IV

Th' immortal Thund'rer's son,
Astonish'd eyed the heroic king
He saw him bravely charge
Like his own Father,—fulmining :—
Tho' thousands 'round him clos'd,
He stood—as stands the ocean-rock
Amidst the lashing billows,
Unmoved at their fierce—thundering shock !—
But when th' Emathian conqueror
Saw that with gaping wounds he bled,
'Desist—Desist !'—he cried—
'Such noble blood should not be shed !'
Then a herald was sent
Where bleeding and faint,
Stood, 'midst the dying and the dead,
King Porus,—boldly—undismayed :
'Hail, brave and war-like prince !'
Thy gen'rous rival bids thee cease
Behold ! there flies the flag,
That lulls dread War, and 'wakens Peace !'

*　　*　　*　　*

V

Like to a lion chain'd,
That, tho' faint—bleeding—stands in pride—
With eyes where unsubdued
Yet flash'd the fire—looks that defied—
King Porus boldly went
Where 'midst the gay and glittering crowd
Sat god-like Alexander,
While 'round Earth's mightiest monarchs bow'd :
He crouched not as a slave—
He stooped not—bent not there his knee,—
But stood—as stands an oak,
Unbent—in native majesty !
'How should I treat thee ?' ask'd
The mighty king of Macedon,—
'Aye—as a king ! '—respons'd
In royal pride Ind's haughty son.
The king was pleased,
And him released.
Thus India's crown was lost and won.

VI

But where, oh ! where is Porus now ?
And where the noble hearts that bled
For Freedom—with the heroic glow
In patriot-bosoms nourish'd—
— Hearts, eagle like that recked not Death,
But shrank before foul Thraldom's breath ?—
And where art thou—fair Freedom !—thou—
Once goddess of Ind's sunny clime !
When glory's halo 'round her brow
Shone radiant, and she rose sublime,
Like her own towering Himalye
To kiss the blue clouds thron'd on high !
Clime of the Sun !—how like a dream—
How like bright sun-beams on a stream
That melt beneath gray Twilight's eye—
Thy glory hath now flitted by !
The crown that once had deck'd thy brow
Is trampled down—and thou sunk low :—
Thy pearl, thy diamond and thy mine
Of glistening gold no more is thine !
Alas !—each conquering tyrant's lust
Hath robb'd thee of thy very dust !—
Thou standest like a lofty tree
Shorn of fruits—blossoms - leaves and all—
Of every gale the sport to be—
Despised and scorned e'en in thy fall !—
Thou'rt fallen, alas !—no more to rise—
A sad—a hapless sacrifice,
To glut proud Time's remorseless eyes !

Calcutta 1843.

THE CAPTIVE LADIE

PREFACE

The following tale is founded on a circumstance pretty generally known in India, and, if I mistake not, noticed by some European writers.—A little before the famous Indian expeditlons of Mahommed of Ghizni, the King of Kanoje celebrated the "Raj-shooio Jugum" or, as I have translated it in the text, the "Feast of Victory." Almost all the contemporary Princes, being unable to resist his power, attennded it, with the exception of the King of Delhi, who, being a lineal descendant of the great Pandu Princes—the heroes of the far-famed "Mohabarut" of Vyasa—refused to sanction by his presence the assumption of a dignity—for the celebration of this Festival was a universal assertion of claims to being considered as the lord-paramount over the whole country—which by right of descent belonged to his family alone. The King of Kanoje, highly incensed at this refusal, had an image of gold made to represent the absent chief. On the last day of the Feast, the King of Delhi, having, with a few chosen followers, entered the palace in disguise, carried off this image, together, as some say, with one of the princesses Royal whose hand he had once solicited but in vain, owing to his obstinate maintenance of the rights of his ancient house.—The fair Princess, however, was retaken and sent to a solitary castle to be out of the way of her pugnacious lover, who, eventually effected her escape in the disguise of a Bhat or Indian Troubadour. The King of Kanoje never forgave this insult, and, when Mahommed invaded the Kingdom of Delhi, sternly refused to aid his son-in-law in expelling a foe, who soon after crushed him also.—I have slightly deviated from the above story in representing my heroine as sent to confinement before the celebration of the "Feast of Victory."

I have, I am afraid, many reasons to apologise to the Public for the imperfections which have crept into the following Poem. It was originally composed in great haste for the columns of a Local Journal,—"*The Madras Circulator and General Chronicle*,"—in the midst of scenes where it required a more than ordinary effort to abstract one's thoughts from the ugly realities of life.—Want and Poverty with the "battalions" of "Sorrows" which they bring, leave but little inspiration for their victim ?—

Royapoorum.

INTRODUCTION

To———

I

Come, list thee, gentle one ;—and whil'st the lyre
Breathes softer melody for thee, mine own ?
I'll weave the sunny dreams, those eyes inspire,
In wreathes to consecrate to thee alone,—
Love's offering, gentle one !—to Beauty's Queenly throne.

II

'Tis sweet to gaze upon those eyes where Love
Has treasur'd all his rays of softest beam ;—
'Tis sweet to see the smile as from above
Some child of Light,—such as we often dream
Doth dwell on planet pale,—or star of golden gleam.

III

The heart which once has sigh'd in solitude,
And yearn'd t' unlock the fount where softly lie
Its gentlest feelings,—well may shun the mood
Of grief—so cold—when thou, dear one ! art nigh,
To sun it with thy smile,—Love's lustrous radiancy ?

IV

The home of youth, 'tis far,—Oh ! far away,—
The hopes of youth, they've fled and taught to weep ;—
The friends of youth, e'en they,—Oh ! where are they ?
Ask memory and the dreams which haunt in sleep,—
Wing'd messengers and sweet form, Past ! thy donjon keep !

V

But must I weep, e'en now, as once I wept,
'Midst life's gay—crowded scenes, unmark'd and lone ;
Where bitterest thoughts of solitude oft crept
To chill the bosom's glow, when thou, mine own !
Dost smile in tranquil joy, like star on sapphire throne ?

VI

Yes,—like that star which, on the wilderness
Of vesty ocean, woos the anxious eye
Of lonely mariner,—and woos to bless,—
For there be Hope writ on her brow on high,
He recks not darkling waves,—nor fears the lightless sky !

VII

Oh ! beautiful as Inspration, when
She fills the Poet's breast,—her fairy shrine ;
Woo'd by melodious worship !—Welcome then ;—
Tho' ours the home of Want,—I ne'er repine,
Art thou not there—e'en thou—a priceless gem and mine?

VIII

Life hath its dreams to beautify its scene—
And sun-light for its desert ;—but there be
None softer in its store—of brighter sheen—
Than Love—than gentle Love : and thou to me
Art that sweet dream, mine own ! in glad reality !

IX

Though bitter be the echo of the tale
Of my youth's wither'd spring—I sigh not now ;
For I am as a tree when some sweet gale
Doth sweep away the sere leaves from each bough, !
And wake far greener charms to re-adorn its brow !

X

Then come and list thee to the minstrel-lyre
And Lay of Eld of this my father-land,
When first, as unchain'd demons, breathing fire,
Wild, stranger foe-men trod her sunny strand,
And pluckt her brightest gems with rude, unsparing hand.

XI

The world's dark frowns may damp,—its coldness chill
The kindling altar which the Heart hath rear'd
For deep—devoted—life-long worship,—still
Be thine the soothing smile by Love endear'd :—
Eve's dew must heal the flow'r by day's hot
breathings sear'd !

The

CAPTIVE LADIE.

CANTO FIRST.

"Love will find its way
Through paths where wolves would fear to prey.'

THE GIAOUR.

The

CAPTIVE LADIE.

CANTO FIRST.

The star of Eve is on the sky,
But pale it shines and tremblingly,
As if the solitude around,
So vast—so wild—without a bound,
Hath in its softly throbbing breast
Awak'd some maiden fear—unrest :
But soon—soon will its radiant peers
Peep forth from out their deep-blue spheres,
And soon the ladie Moon will rise
To bathe in silver Earth and Skies,
The soft—pale silver of her pensive eyes.

* * * *

'Tis eve—the dew's on leaf and flow'r,
The soft breeze in the moon-lit bow'r,
And fire-flies with pale gleaming gems
Upon their fairy diadems,
Like winged stars now walk the deep
Of space soft-hushed in dewy sleep,
And people every leaf and tree
With beauty and with radiancy :—
There's light upon the heaving stream,
And music sweet as heard in dream,
And many a star upon its breast
Is calmly pillow'd unto rest,
While there—as on a silver throne—
All melancholy—veil'd—alone—
Beneath the pale Moon's colder ray—
The Bride of him—the Lord of Day, (*a*)
In silence droops—as in lone bow'r
The love-lorn maid at twilight hour !
She looks not on the smiling sky—
The wide expanse blue, far and high,
She looks not on the stars above
Throbbing like bosoms breathing love—
Nor lists she to the breeze so gay,
Which whispers round in wanton play,
And stirs soft waves of starry gleam
To wake her from that moody dream !

* * * *

The moon-light's on yon frowning pile,
But oh ! how faint and pale its smile !
Methinks yon high and gloomy tow'r
And battlement and faded bow'r,
With awful hush and solitude
Have chill'd its soft and joyous mood.

And well may moonlight there look pale,
And night-breeze come—but come to wail,
For 'tis the scene where sorrow weeps,
And grief her lonely vigil keeps—
Consigned by tyranny to pine
In cruelty's dark, demon shrine,
The donjon's cold and sunless gloom,
Far colder than the silent tomb—
For *there* the memory of light
Haunts not the sleeper of its night,
With dreams which mock the lightless mood
Of the crush'd bosom's solitude !

The moon-light's on yon frowning pile,
Tho' faint and pale now be its smile,
It lingers on you gloomy tow'r
And battlement and fountless bow'r,
As one who soothes—tho' all in vain—
The mad and agonizing brain—
Or heart in depth of anguish deep,—
And lingers—tho' it be to weep—
And mingle with the sufferer's sigh
Thine own oh ! gentle sympathy !

Yes—rest thee there—thou gentle beam !
And bring from thine own realm some dream,
For yon lone maiden weeping there—
Like thee—the only being fair
Of light within yon donjon's gloom,
Her beauty's cold and darksome tomb !

And there she sits that maiden fair,
In silent sorrow and despair,
As lovely 'midst that scene of gloom
As some sweet flow'r beside a tomb,

Or as some fondly cherish'd dream
Of happiness that could not last,
Brightening with solitary beam
The shadowy regions of the past !—

It is a lone and rocky isle,
Where Nature frowns but will not smile ;
And save yon castle beetling high
In silent and in gloomy mood,
There's naught e'en sternly woos the eye—
A desert—and a solitude !

How madly all around the stream
Rolls heedless of soft breeze or beam,
Which haunt the gentler streamlets' dream !
And well it may—a wilder shore
Ne'er spread its rugged brow to lave,
Amidst the sleepless waters' roar,
Proud Gunga ! in thy holy wave !—
And well it may—nor breeze nor beam
E'er lull'd it to a gentler dream :
For if the breeze which softly sings
To flow'rs its wild imaginings,—
While they with dewy, bright tears hail
The viewless bard of whispering tale,
Should ever come to that bleak shore,
'Twill flee when it lists to the waters' roar,
Which hoarsely sound for ever-more ;
Or, if a star e'er sleep on the breast
Of the wave, 'twill savagely break its rest !—

* * * *
* * * *

"Tis night—oh !—how I hate her smile,
Which lights the horrors of this isle,
Where like lone captives we must sigh
O'er arms that rust and idly lie—
Far from the scenes where oft the brave
Will meet thee, glory ! or a grave—
Far from the scenes where revels gay
Will chase the darkest cares away—
Far from the scenes where maiden bright

Will steal to list, at fall of night,
To her lover's lute and roundelay,
And like a viewless spirit show'r,
Her dewy wreathes of leaf and flow'r,
Love's token—and then swiftly fade,
And vanish like an aery shade !—

"You tell me that yon captive lone
Would grace the proudest monarch's throne,
And that from regal bow'rs she came,
And halls whose splendour has no name—
Because she lov'd some chief whose pride
Would stoop not—e'en to win his bride—
To her proud father—for his hand
Could wield as well the warrior brand,
And his the race who ne'er hath shown
Submission to a stranger's throne—
And ne'er hath lowly bent the knee
To Powers of this wide earth that be !—
I grieve to hear her piteous tale—
And must such cruel fate bewail—
I grieve to hear that maiden fair
Should shed the tear of dark Despair—
And dim the lustre of her eye,
And blanche her cheek's soft—rosy dye—
But why should warrior come to dwell
Like captive in his lightless cell—
Nor list to charger's neigh so shrill
Reechoed far from hill to hill,—
Nor midst the battle's maddening roar—
Nor on wide plains all bath'd in gore,
Wield his bright blade where foe-men throng
To spare the weak—to crush the strong !

"They say the Crescent's on the gales
Which whisper in our moon-lit vales—
They say that Moslem feet have trod
The fanes of him—the Bramin's God—
And that from western realms afar
Fast flows the tide of furious war—
Like torrent from the mountain glen
Like Lion from his bloody den—

Like eagle from the aery peak
Of skiey mount—and high and bleak !—
What—must we here—on this lone isle—
Watch yon pale Goddess' pensive smile,
Like craven—who will shrink to bleed
E'en for the Hero's deathless meed—
And that, too, when perchance her eye
Pales at thy struggles, Liberty !
Or—o'er the warrior's funeral pyre—
His blood-stained bier—and grave of fire !"

He paused—that warrior young and brave,
And look'd him on his comrades all,
Who by the light fair Chandra gave (*b*)
Now sat them near that castle-wall :
They sigh'd—and on their brow there came
The hue of thoughts of fiery flame,
Such as the captive knight will feel
When looking on his rusty steel !
For they had come from the battle-field
Where they lov'd their trusty blades to wield,
To that lone isle and castle there
To guard yon weeping maiden fair,—
A task which ill beseems the brave
With thoughts as free as ocean-wave !

"But come, why is thy brow so pale—
Dost grieve at yon lone maiden's tale ?
Or hath this wild and rocky isle
Robb'd e'en thy gay and joyous smile ?
Come, wake thy Vin—thou child of Song (*c*)
Methinks its strings have slept full long—
And tho' there be no bow'r and hall
Of joyaunce or glad festival,
Where eyes of light and starry ray,
Shine brightly when the minstrel's lay
Breathes in soft accents—sweet and bland,
Of Beauty and of fairy-land—
Or pale when in sad cadence low
It tells of love-lorn maiden's woe—
We'll sit us on yon moon-lit shore
And whil'st the sleepless waters roar,

And moon-beams in the waves' embrace
Struggle and flush in bashfulness,
We'll list to thy sweet Vin and song
Echo'd yon misty rocks among !"—

He rose—but who is he ?—"He came
A wand'ring minstrel—gay and free—(*d*)
Who roves like thousand-winged Fame,
And charms with gentle minstrelsie
The high and low—where'er he be :
When first this castle open'd wide
Its portals for yon maiden fair,
His skiff came on the heaving tide,
In fairy beauty—gliding there ;
How sweetly from the moon-lit stream
Which hush'd itself to beaming smile,
His music—soft as heard in dream—
Came o'er this solitary isle !
We call'd—he came—we love him well—
For wondrous are the deeds he sings—
And sweet the music of his strings—
And wild the tales which he will tell,—
And there be some enchanting spell
In the wildness of his imaginings !
And well I know our captive fair
Doth love to list to his gentle lay—
And oft thro' yon high lattice there
Her eyes of soft and tranquil ray
Shine pensively—whene'er his Vin
Woos Melody—and woos to win !"
He rose—that bard—and you might deem
'Twas Cama—God of Love's gay dream ! (*e*)
How wildly o'er the listener fell
His Vin's deep—sweet—and rapturous swell
As thus he sung.........

THE FEAST OF VICTORY. (*f*)

"The Raja sat in his gorgeous hall
In pomp the proudest earth had known—
While monarchs bow'd them to his thrall.
And knelt them lowly round his throne—

The brightest gems of the South lay there
And the North's treasures from afar,
And of the East and West—so fair,
The home of Even's dewy star—
For all were his—o'er earth and sea
His flag had wav'd in Victory—
From proud Himala's realms of snow
To where upon the ocean-tide
Fair Lunka smiles in beauty's glow (*g*)
And breathes soft perfumes far and wide—
And sits her like a regal maid
In her gay, bridal wreathes array'd !

A prouder scene the fiery sun
Had never—never shone upon !
Like golden clouds that on the breast
Of yonder Heavens love to rest,
Unnumber'd hosts in bright array
Glitter'd beneath the noon-tide ray—
A thousand flags wav'd on the air,
Like bright-wing'd birds disporting there—
A thousand spears flash'd in the light
In dazzling splendour— high and bright—
The warrior-steed—so fierce and proud—
Neigh'd in wild fury—shrill and loud—
The jewell'd elephant too stood
In solemn pride and quiet mood—
And in the glittering pomp of war
The mail-clad hero in his car—
For nations on that glorious day
Met there from regions far away—
The mightiest on this earth that be
In all the pride of Chivalrie—
To celebrate thy feast—proud Victory !

"And all around the dazzled eye,
Met scenes of gayest revelrie :—
For, here beneath the perfum'd shade,
By some bright silken awning made, (*h*)
Midst rose and lily scatter'd round—
That blush'd as if on fairy ground—
Bright maidens—fair as those above—
Sang softly—for they sang of Love—

How fondly in the moon-lit bow'r,
When mid-night came with star and flow'r,
Young Krishna with his maidens fair (*i*)
Rov'd joyously and sported there—
Or, on the Jumana's holy stream (*k*)
Where star-light came to sleep and dream,
From his light skiff, that sped along,
His soft reed breath'd the gayest song,
Which swelling on the fitful sweep
Of the lone night-wind's sigh—so deep—
Wing'd ravishment where'er it fell—
Love's accents in their aery spell !

"While there the bard in loftier strain, (*l*)
Sang war and mighty heroes slain :—
How when Nesumba's impious pride
Swell'd high like storm-lash'd ocean tide,
And made his very Mother Earth
Oft curse the hour she gave him birth,
And the great Monarch of the sky (*m*)
Realmless to other regions fly—
And quench'd the Brahmin's holy flame,
And curs'd - oh ! horror—Vishnu's name—
How then the Goddess from her throne (*n*)
Descended to the Earth, alone,
And in the tyrant's noon-tide bow'rs,
Like a fair Virgin cull'd soft flow'rs,
Till thro' his chamber-lattice high
He saw her sporting joyously,
And sent to seize that lonely maid,
In Beauty's fairest blooms array'd—
Then rose the battle's dreadful yell,
And the fierce blasts of warriors shell—(*o*)
For, lo ! that maiden—erst so fair,
Stood like a tygress in her lair,
And swept th' accursed race away
Far from the smiling realms of Day,
And banish'd Peace restor'd again
O'er hill and vale and mount and plain !

"Or—how to Beauty's lonely bow'r (*p*)
The false one came at noon-tide hour,

And pluckt its brightest—fairest flow'r ;
And on his aery-wheeled car
He wafted her to realms afar—
And how the Wanderer of the wood
Came home—but came to solitude—
And in his grief sought her in vain
O'er mount—in cave—by found—on plain :
But when he knew the cruel hand
That tore her from her sunny Land,
How in the hero's madden'd ire
He swore in words—all breathing fire—
That he would Cross the Ocean-wave
And make fair Lunka all a grave,
And light a quenchless funeral pile
On the green bosom of that isle—
Incarnadine the very wave
That comes its fairy shores to lave !
And how with mightiest hosts he came,
As comes some whirl-wind winged flame,—
The very ocean wore his chain, (*q*)
Nor could his onward rage restrain—
And how he wrought his work of gloom,
And made thee, Lunka ! all a tomb—
Left not a living soul to light,
The funeral lamp at fall of night,
Where calmly in their bloody graves,
The warriors slept by the moaning waves,
And won the bride, who was to thee,
The evil-star of Destiny !

"Or—how like to the sunny tide, (*r*)
Of ocean rolling far and wide,
The Curu came in all his pride,
And led the mighty and the brave,
But led them to a bloody grave,
When on the fiercest field the sun,
Hath ever shrunk to gaze upon,
He lost the throne—he died to save !
How fatal was that bloody field,
Where warriors came—but not to yield—
Where Lord—chief—vassal—serf—and all,
Wild carnage ! swell'd thy festival !—

How loud the dirge, which o'er them peal'd !
For nations raised that bitter cry,
From peasant-shed,—from palace high—
The regal bride on vacant throne,
Midst scenes of splendour—yet how lone—
The widow'd wife in cottage low,
Now desolate—how darkly so !—

"The Rishi fed the sacred flame (*s*)
Lit to high Brim's mysterious name,
With delicate leaves o'er which the dew
Nightly caught its moon-lit hue,
For the fire-fly—on gay wing of light
To quaff it like a spirit bright—
And in each hoary fane—and grove
Of Beauty—where e'en Gods might rove,
And think they were in Swerga's bow'rs (*t*)
With ceaseless founts—and deathless flow'rs—
The solemn chant—the tinkling bell—
Rose sweetly wild—as gladsome swell
Of hymned praise at twilight hours
From out some lone and silent dell !

"It was a scene—around—above—
All bright as Glory—sweet as Love—
Such as Husteena's palace high (*u*)
Beheld—when ocean—earth and sky
Sent glittering hosts, at thy proud call,
Idasteer !—to thy regal hall,
Where they all humbly bow'd the knee—
And own'd thy might—thy majesty !

"But there was one—a monarch he—
Came not to that high revelrie :
They said—he once had sought to gain
That chieftain's daughter—but in vain—
And that his slighted love had taught
Hate—deathless—deep—and unforgot—
Such as the bosom's inmost core
Will darkly nurse for ever-more—

Such as will ever fiercely blight
Love—Friendship—Mercy—all that's bright
And gilds Life's path with starry light—
And part but with the latest breath
That heaves the breast embrac'd by Death !
Perchance this was a whisper'd lie—
An idle tale—foul calumny.
Yet—tho' Inquiry all around
Breath'd from each hurried look and sound—
'Why comes he not ?—once in this hall,
'Now gay with blithesome festival,
'How oft he came—a welcome guest,
'Best lov'd—best cherish'd—honour'd best ?'
Calm was that chieftain's brow and stern
From which Conjecture naught could learn—
Yes—calm it was as is the grave—
Or some unruffl'd—slumbering wave !

* * *

"Now heralds from each skiey tow'r (*v*)
Peal'd proudly forth o'er earth and sky,
The might—the grandeur of his pow'r—
The glory of his majesty !
And nations heard that haughty sound,
And bow'd them lowly to the ground,
As if on thnnder-wings it came
Or on some lightning-wheeled car,
Burst from a dark cloud's womb of flame,
Appalling Nature from afar,
To chain the storm's death-dealing course
To curb the madden'd whirl-wind's force !
And thus it came—that haughty sound,
And roll'd with proudest accents round :
'Let all the Sons of Earth,
'The King—the vassal—and the slave—
'From where the Sun receives his birth,
'To where beneath the western wave
'He seeks his azure—pearly cave,
'Bow to the mightiest Lord of all !
'And own his Majesty and thrall !
'His sway is boundless as the sea—
'A very God on earth is he !'
Now rose the trumpet's shrilly yell,
And music in her joyous swell—

From battlement and turret high,
The loudest shouts now rent the sky—
And Echo—waken'd from her sleep,
From sunny vale all green and deep—
Prolong'd that sound in its onward sweep.
The warriors bow'd them on their steeds—
The Rishi paus'd to tell his beads—
The maiden from her fairy bow'r,
Started from dream of fount and flow'r—
The very babe e'en ceas'd to cry,
And look'd up to its mother's eye,
As if in voiceless wonderment,
It, too, its share of homage sent.—
The bard now dropp'd his sounding lyre,
And paus'd to wake its notes of fire—
And at that monarch's proud behest,
Throngs countless were now prostrate laid,
From north to south—from east to west,
All at his throne low homage paid !

"But suddenly a warrior shell,
In loud defiance rose and fell ;
As if the Thunderer from on high,
To crush vain mortals met below,
In pomp and grandeur which might vie,
With realms above the starry sky,
Came there to work fierce scenes of woe !
And loud it swell'd and hall and bow'r,
And turret high and skiey tow'r,
Shook, for it was the call to war,
Wild, fierce, and rolling from afar !
The maiden's blushing cheek was pale,
And hush'd her lover's whisper'd tale ;
The hand which strung the breathing lyre,
Seiz'd falchions, bright as blazing fire ;
And thousands from that blithesome hall,
Rush'd madly forth to slay or fall !—
Loud was the trumpet's shrilly yell,
And loud the warrior's deafening shell,
And madden'd war-steed's whirl-wind tread,
Which crush'd the dying and the dead !
As when within the starless gloom,
Of Himalaya's snowy womb,

Ten thousand torrents madly roll,
To burst from out its dark control;
They roar, as if each furious wave,
Writhed wild with life some Fury gave!
"But there came one on blackest steed,
And there was naught he seem'd to heed;
The proudest warriors from him fled,
His path was o'er the bravest dead!
Fierce was his bloody falchion's sweep,
And fierce his shell's loud blasts and deep,
As on he rush'd, like lightning ray,
To that high hall, erst blithe and gay.

"Beside his high and golden throne,
The Raja stood, but not alone,
For Beauty's wail was on his ear,
He saw her pallid cheek and tear;
And long th' embrace she wildly gave,
To chain his falchion'd arm, so brave,
To deal fierce death around, or save!
He stood him like a lion chain'd,
By victors, whom its pride disdain'd;
And from his wide, deserted hall,
Impatient heard the battle call,
As high it rose,and rolling fell,
Then rose again in fiercer swell!
But Beauty ask'd, can warrior-breast,
List, coldly list to her behest?
'Oh! go not to that bloody field,
'We want thee not thy blade to wield;—
'Hark! to that wild, tumultuous roar,
'Like ocean rous'd from shore to shore,
'When thousand billows proudly rise,
'Like mountains tow'ring to the skies!
'Oh! go not, do not leave us here,
'Defenceless as the timid deer,
'Within the Lion's bloody den!'—
She faintly said, then wept again!

"Now o'er the battle's fainter cry,
Loud swell'd the shout of victory!
'They fly;' wild Echo caught that sound,
Which rung triumphant all around:

'Who fly ?—oh ! let me, let me free,
'The battle-cry is fainter now'—
He paus'd, and press'd his burning brow ;—
Loud steps are heard, 'they come,—'tis he !'
A youthful warrior there he stood,
His falchion bare,—'twas bath'd in blood !
'Raja ! I come to claim my bride,
'Thro' blood, which flows like ocean-tide ;
'This is the arm, and this the blade,
'Thy proudest warriors low hath laid ;
'And made this day, of festal glee,
'A day of death-less grief to thee !
'My bride'—'is far where ne'er again
'She 'll list to thy vile, perjur'd strain !
'But flee,'—he seized his blade, his eye
Glar'd round, but glar'd on vacancy,—
For he was gone, that warrior brave,
As some speed-wing'd, receding wave !—

"Yes—he was gone, but that proud hall,
Erst glad with blithesome festival,
Where nations met, but met to die,
Now rung with sad, funereal cry !"

He ceas'd, that bard, and plaudits 'round
Swell'd high as died his Vin's soft sound ;
But all unheeded ; for his eye
Turn'd to that castle's lattice high,—
How soft the look which gently stole,
The silent eloquence of soul !—
But, lo ! a sweet yet faded flow'r
Dropp'd gently from a lofty tow'r,
Was it from Seraswatti's bow'r ? *(w)*
Perchance it was ;—he took and prest
Its hueless leaves upon his breast,
As if they spoke in tongue unknown
To all save him, and him alone !—

'Tis midnight—but the Moon is pale,
And there be clouds her brow to veil ;
And faint the light her pensive smile
Sheds on that dim and rocky isle :—

The lonely warder looks on high,
On dark-wing'd clouds and lightless sky;
And dull and listless is his mood,
As his who dreams in solitude,
When softly as Night's lonely sigh
Which wakes the leaves to rustling stir,
Or Morn's sweet breath when passing by
To fan the silken gossamer,
Some undefin'd—and nameless spell
Awakes the aery thoughts that dwell,
And tenant—all embalm'd with tears,
The sepulchre of by-gone years—
Where Memory her vigil keeps,
And the lone Heart in sorrow weeps!—

Upon the far and darkling tide
A shadowy form now seem'd to glide,
But soon it pass'd—the warder's eye
Beheld it softly gliding by
Upon that dark—wide—liquid plain,—
When next he looke'd in vain.
Perchance it was some wandering shade
Of fair but love-lorn, hapless maid,
From out her cold and watery grave
Upon the dark and troubl'd wave,
On aery skiff to haunt the spot
Of perjur'd love—yet unforgot!

He reck'd it not—that warder brave,—
Full soon it vanish'd o'er the wave,
But wistfully now turn'd his eye
To hail the smile of light on high,
Which faintly spread along the sky:—
Morn came—and rock and land and stream
Soon caught her gladsome—rosy beam,
And there was beauty in her smile
E'en on that lone and rocky isle!
Morn came—but now her laughing ray
Chas'd not a Captive's sleep away,
As thro' that castle's lattice high
It peep'd and smiled all joyously,

For she was gone !—they sought in vain
In hall and tow'r—on rock and plain !
The minstrel, too, they found him not,
As eagerly around they sought.
"They've fled"—Truth whisper'd to the ear
Of pale Despair—in accents clear !—

Yes—they were gone :—but who was he,
That nameless son of Minstrelsie ?
Was it some being of heavenly birth,
Had stray'd below to woo the love
Of that fair, beautiful child of earth,—
Then wingèd her to the realms above ?
They ask'd—conjectur'd—question'd on,
Yet only knew that they were gone ;—
Till as a tale whose accents fall
Like Death's all stern resistless call,—
They heard the bard whose minstrel-lay
Once sooth'd their lonely hours away,
Was proud Husteena's monarch high, (*x*)
Who came to win from lone captivity
The bride a ruthless father's wrath would doom
To desert—solitude and donjon-gloom !

END OF CANTO I.

The

CAPTIVE LADIE

CANTO SECOND

"Land of the Sun! what foot invades
Thy pagods and thy pillar'd shades,
Thy cavern shrines and idol stones,
Thy monarchs and their thousand thrones?
'Tis he of Gazna!"——

LALLA ROOKH.

The

CAPTIVE LADIE

CANTO SECOND

Round proud Husteena's tow'r-crown'd wall, (*a*)
Fierce foe-men throng to work her fall;
And on fair Jumna's purpl'd stream,
The Crescent flings its blood-red gleam,
As high it waves on wing of pride,
Fann'd by the breath of Even-tide,
Which faintly comes, as murmur'd sigh,
Of lonely mourner wafted high:
And there be blood on land and wave,
And many a dead without a grave—
And there be blood in grove and bow'r,
And fane and alter, leaf and flow'r,
For wild and dire and long the fray,
Hath rag'd around full many a day,
And well hath Valour battled there,
With fiery hope,—in calm despair,
To conquer, save, or proudly die,
For death-less fame—or liberty!

High in his tent of costliest shawl,
Which tow'rs midst thousands, glittering all,
Like fair pavilions Fancy's eyes
View limn'd on sun-set eastern skies,
The Moslem-chief holds glad divan,
Nor fasts and lists to alcoran,

And that grim brow where bigot zeal,
Oft set its sternest—fiercest seal, (*b*)
Smiles gayly like a lightless stream,
When Chandra sheds her silver beam,
As sweetly sounds the gay Sittar, (*c*)
Like voice oi Home when heard afar,
Or wild and thrilling rolls along,
Ferdousi's high, heroic song ;—(*d*)
Eor ceaseless orison and fast,
Have won Heaven's favouring smile at last,
And when to-morrow's sun shall rise,
On car of light from orient skies,
The first, faint blushing of his ray,
Will lead proud Conquest to her prey,
And see the Crescent's blood-red wave,
Gild fall'n Husteena's lowly grave !

A thousand lamps all gayly shine,
Along the wide extended line ;—
And loud the laugh and proud the boast,
Swells from that fierce, un-number'd host,
And wild the prayer ascends on high,
Dark Vengeance ! thine impatient cry—
"Oh ! for a glimpse of Day's fair brow,
To crush yon city tow'ring now,
To make each cafir-bosom feel,
Th' unerring blade of Moslem steel !—
By Alla ! how I long to be,
Where Myriads writhe in agony,
And mark each wretch with rolling eye,
Call on false gods,—then curse and die,
Meet pilgrim for the dire domain,
Where Eblis holds his sun-less reign !—(*e*)
To-morrow—oh !—why wilt thou, Night !
Thus veil the smile of Day so bright ?
We want not now thy Moon and Star,
In pensive beauty shrin'd afar,—
We want not now thy pearly dew
To dim our falchion's blood-red hue—
Thy lonely breath thus passing by,
Like Beauty's whispered, farewell-sigh—
Go—hie thee hence—where Rocnabad,—(*f*)
With murmuring waters wildly glad,

Doth woo thy stars to silver rest,
Upon its gently-heaving breast—
Or, where soon as the sun hath set,
And dome, kiosk and minaret
Glow with thy pale moon's gentler beam,
Like the bright limnings of some dream,
The lover gayly tunes his lay—
The rosy bow'rs of Mosellay !—
We want thee not,—the brightest flood,
The fiery sun can ever shed,
Must blaze o'er warrior's deeds of blood,
And light him on whene'er he tread,
The field where foe-men fierce and brave,
Meet-slay—or win a bloody grave !"

But must she fall,—that city fair,
Who sits her like an empress there,—
The tow'r-tiara'd bride of Time,—
The brightest of her sunny clime,—
Mother of heroes, once whose name, (*g*)
Like thunder-winged whirl-winds came,
And shook the mightiest thrones below,
And pal'd the brow of proudest foe ?—
Alas !—fierce Famine and her train,—
Parch'd Thirst—and famished Hunger—pain,
With bloody, vulture-claws have rent,
Like Hell-nurs'd fiends unchain'd and sent,
And Death hath strown on land and wave,
Youth,—age—the beauteous and the brave,
And blasted hands alone could save !

Oh !—who can look upon the plain,
Where sleep the glorious—mighty siain,—
Brave hearts that for their country bled,
And read upon their eyes tho' seal'd,
The proud defiance there reveal'd,
Lit by each spirit ere it fled—
Or, mark the fierce disdain that lies,
Upon their lips and yet defies,—
Unquench'd by Death,—like the last ray,
Of the set sun, still lingering there,

As if too loth to pass away,
But scorch and blast with lightning glare,—
Nor feel his blood within his vein,
Rage like the tempest-stirred main,
As if to burst—to gush—to flow—
And sweep away fair Freedom's foe,—
Nor madly long to wield the brand,
To save defend his Native Land,—
Nor sigh his heart's best blood to shed,—
And make on glory's lap his bed !

'Twas thus they felt,—the warriors brave,
Hnsteena nurs'd but for the grave !
'Twas thus they felt—and thus they died,
As well beseemed their warrior-pride,—
But wild and dire the tide of war,
Had roll'd on conquest-wheeled car,
And fierce the foe whose ruthless speed,
Taught he but wins Heaven's brightest meed,
Who shrinks not—never fears to bleed !
Days, months have pass'd, and feebler grown,
She stands alas !—as one alone,
'Midst seried ranks of foe-men fell,
Who aim her fall and aim but well.—
A boundless grave—a widening tomb,
Where all is wilderness and gloom,—
Where rending sobs—and mournful sighs—
The widows' and the orphans' cries,—
The parting spirits' fare-well groan,
The wounded, writhing-warriors' moan,
Fall darkly on the startled ear,
And freeze the bravest heart with fear !
And hope hath fled—and bleak despair,
Is on her brow—deep darkling there,
Such as un-nerves the boldest hand,
And blunts the edge of sharpest brand !

Yes—she mnst fall—and when again,
Yon Moon asserts her silver reign,
She'll smile on crumbling—blacken'd tow'r,
And ruin'd dome,—blood-delug'd bow'r !

And when yon stars, which look so bright,
Shall gem again the locks of Night,
They'll shine like lamps lit in the gloom,
Of some dark, lonely, silent tomb,
Where midst the wild and desert-scene,
Sleeps—lowly sleeps—an eastern queen !

Within Husteena's tow'r-crown'd wall,
And in his dim—tho' gorgeous hall,
Upon the proud, gem-studded throne,
Which soon must cease to be his own,
The Rajah sits,—and small the band,
Doth 'round in moody silence stand,
As if each fear'd to breathe the thought,
Within his bosom wildly wrought !

'We part, brave friends —there is a clime,
'Beyond the rolling tide of Time,—
'A sweet and bright and blissful shore,
'Where we shall meet to part no more !—
'Nay—let not maiden tears below
'The warrior cheek of sterner hue :
'Yes—we must part, a fiery grave,
'Must blaze o'er him who dies no slave !
'Ye know the rest—farewell !—and now'—
Why came that shade upon his brow,
As on he hastened from his throne,
And vanish'd from that hall alone ?

As o'er some desert, dreary plain,—
Grim Desolation's wide domain,
The silver sands' bright sun-nurs'd child, (*h*)
So beautiful—so sweetly wild,—
Oft to the thirsty pilgrim's eye,
Displays her luring witchery,
And becks him on with promised bliss,
To cool his lips with liquid kiss,
Till solemnly dim Twilight gray,
Frowns her to nothingness away,
And on her dupe, thus spell betray'd

Doth spread a soft and dewy shade,
And gently fan his burning brow,
With balmy breath,—so welcome now,
And in soft, soothing accents tell,
Of that wild witch, so bright yet fell,
Who, when she smil'd and seem'd to save
But led him to a hideous grave !
Thus on Life's darksome vale the ray,
Of hope will falsely light the way,
And deck dim Future's brow afar,
With many a gay and light-eyed star,
Till cold Reality, as fair-brow'd Light,
Dispels the rain-bow dreams of Night,—
Unveils her face, and calls Despair,
To crush the vision false but fair !
Oh then, how cold the solitude,
Comes on the bosom's starry mood,—
How bleak, O God ! 'tis then to feel,
There's nought above,—below,—can heal,
Or, even lull the bleeding breast,
To sweet and calm—tho' short-liv'd rest !—

He pass'd thro' high and pillar'd halls,
And flow'r-gemm'd courts with fountain-falls,
Which echo'd to his hurried tread,
Like lonely Mansions of the Dead,
All lightness,—save, where moon-beams slept,
O'er flow'rs which blush'd and smil'd and wept,
Or, by sweet founts which rose and fell,
Sleepless,—as if some fairy-spell,
Did in their diamond-bosoms dwell ;—
He reck'd them not,—their silent gloom,
Was but the shadow of the doom,
Which soon must burst—and crush—and rend,
And with the Past's dim shadow blend,
Pride, beauty, glory, all that be,
Of high and sovran Majesty !
He reck'd them not,—but swiftly pass'd,
As thro' a bow'r some speed-wing'd blast,
Uncheck'd by tears and sighs the rose,
Doth shed and breathe as on he goes !—
But when within the Haram-gate,
Which gap'd—all lone and desolate,

He near'd the chambers high and fair,—
The shrines of Beauty, worshipp'd there,—
He paus'd like wild, tho' calm Despair,
Ere yet she plunges to the wave,
Which rolls below—a hideous grave ;—
As if to hush the mournful plaint,
Regret still breath'd in accents faint !—
'O God ! and is there naught to steel,
'The timid heart which shrinks to feel,
'And lock the founts whose murmurings still,
'Unnerve each strong resolve of Will !
'But it must be ?'—The corridor,
Is cross'd,—he treads the marble-floor ;
But, ere the gentlest Echo woke,
Or softly in that chamber spoke.
Upon his wildly heaving breast,
He prest,—O Love !—how fondly prest,
Thy fairest daughter,—blessing,—blest !

"Oh ! hast thou conquer'd—have they fled,—
And is he come,—and are they dead ?
My God !—but why that hueless cheek,
Must Victory thus to true Love speak !—
Oh ! tell me, for thy tale must be,
Of joy since thou art come to me !
For fearful visions in my sleep,
Have made me shudder—shriek—and weep !
When wearied with long Vigils kept,
I laid me down and thought I slept :
Methought there came a warrior-maid, (*i*)
With blood-stain'd brow and sheath-less blade ;
Dark was her hue, as darkest cloud,
Which comes the Moon's fair face to shroud,—
And 'round her waist a hideous zone,
Of hands with charnal lightnings shone,
And long the garland which she wore,
Of heads all bath'd in streaming gore,
How fierce the eyes by Death unseal'd,
And blasting gleams which they reveal'd !—
I shudder'd—tho' I knew 'twas she,
The awful, ruthless Deity,
On whose dread altar like a flood,
There flows for aye her victims' blood !

I shudder'd—for, methought, she came,
With eyes of bright consuming flame,—
'Daughter,'—she said,—'farewell !—I go—
'The time is come,—it must be so—
'Leave thee and thine I must to-night,'—
Then vanish'd like a flash of light !—

"I wept—when, lo !—before me stood—
One girt with snakes of flow'r-crown'd hood,—(*k*)
Tall as the loftiest palm that be,
Beneath yon heav'ns blue canopy :—
His hue was pale,—and wild his eyes,
Roll'd bright like meteors of the skies,—
A fiery trident high he bore,—(*l*)
Methought, it, too, was bath'd in gore—
And from his golden crown aloft,—
There came still murmurs sweet and soft, (*m*)
Like the low plaints of some young rill,
When check'd its thoughtless, wandering will !
'Daughter,' he said, 'farewell !—I go—
'But bless thee not,—for thine is woe !'
He pass'd—I shrieked—his look, his word,
Pierced like a sharp, unerring sword !—

"I look'd around,—it was no sleep,
But some mysterious trance and deep,
When tho' sight—sense suspended be,
The spirit wakes to feel and see !—
I look'd around,—and now there stole,
The sweetest perfumes o'er my soul,
And softest sounds, such as the bee,
Breathes when on wing of melody,
He woos the sweets of fairest flow'rs,
And revels in the noon-tide bow'rs ;
And then a soft and cloudless ray,
Shone bright as smile of sunniest day,
I look'd—there stood beside my bed,
A child of Light—a heavenly maid !—(*n*)
Upon her brow a diadem,
Glisten'd with many a starry gem ;
But the calm lustre of her eye,
Methought aye pal'd their radiancy,—

And dewy wreathes of flowers that be,
From realms of Immortality,
Encircling bloom'd—all beauteously !
A moon-lit halo around her shone,
Like dreams of Joy link'd 'round Love's throne,
And sweet the aery symphony,
From viewless harps came sweeping by !—
She spoke,—oh ! like a nameless spell,
Her voice upon my spirit fell !
'Daughter,' she said, 'man's pride and pow'r,
'Are things but of a day—an hour,
'A sun-bright bubble of the sea,
'Which rises but to burst and flee—
'A glance of Light—a fleet-wing'd ray,
'Which shines, but shines to fade away !—
'Then grieve not for a bitter doom,
'Now hangs o'er thee and thine in gloom ;
'And I must go,—'tis to fulfil,
'Eternal Brim's mysterious will :
'Farewell !—but soon the realms above,
'Will welcome thee to joy and love !'
She vanish'd with her viewless train,—
And then, methought, I dreamt again.

"I dreamt,—I stood in saddest mood,
Within a chamber's solitude,
'Twas in a castle high and lone,
And pale the moon-light o'er it shone,
And sound of sleepless waters there,
Came hoarsely on the dewy air ;—
I look'd me thro' the lattice high,
On desert earth, and boundless sky,
Like prison'd bird which yearns to fly :
But suddenly the voice of song,
'In echo'd strains now roll'd along :—
It was a lay of warrior-deed,
Of foe-men fierce who met to bleed,—
I listen'd with a throbbing heart,
And hueless cheek and lips apart,
For Memory whisper'd words that came,
Like breath of all-consuming flame !
I look'd and shriek'd—a faded flow'r
Pluckt from our last, sad trysting bow'r,

I dropp'd ere sight and sense all fled.
And left me there—unheeded—dead,
But when I woke, a mingl'd sound,
Of dashing waters rung around,
I look'd and saw thee by my side
Upon the dark and heaving tide,
On lightest skiff which seem'd to sweep
Along the bosom of the deep
Like falcon cleaving thro' the air,—
Like lion bounding from his lair !
I heard thy words—'Love ! fear no more,
'Dost see a steed on yonder shore ?
'Twill waft thee far from donjon gloom,
'To festal halls—and bow'rs of bloom !'—

"Again I dreamt :—I saw a pyre
Blaze high with fiercely gleaming fire ;
And one there came,—a warrior he,—
Tho' faint yet bold,—undauntedly,
And plung'd—Oh ! God ! into the flame
Which like a hungry monster rose,
And circl'd round his quivering frame,
A hideous curtain—waving close !
I shriek'd—but, tell me why that start,
And paler brow—and heaving heart ?
Oh ! tell me, hath my royal sire
Forgot his deep and ruthless ire,
And come and crush'd our foe-men dire ?"

"Baiza ! thy father's ruthless ire
Hath lit for me a funeral pyre !—
Nay—start not, Love !—a warrior's bride
Must have his heart of fearless pride !—
Of bitterest taunts and stinging jest,
Would madden e'en a coward breast,
Is his reply,—Oh ! why didst thou
With tearful eye and pallid brow,
Urge me to sue and sue in vain,
And court disgrace—vile insult,—pain ?
But hear. He said—'why seeks relief,
'From me a proud and valiant chief,

'Whose minstrel-skill can win and steal
'Hearts, ere they learn what 'tis to feel !
'Why charms he not,—if that his blade
'Doth love its sheath—as if afraid
'Lest blood like touch of blighting dew
'Should rob it of its sheen and hue,—
'Why charms he not his foe-men strong
'By roundelay and love-some song ?'—
And then in words of withering hate,
Which burst like doom to desolate,
He curst me,—'yes,—let Moslem tread
'Crush,—trample on the dastard-head
'Of him who pluckt my sweetest flow'r,
'The joy,—the glory of my bow'r !'
And like the monarch of the wood,
When in his home of solitude,
There rings the wild, exulting cry
Of hound and hunter fearlessly,
He raged and fiercely called me knave,
And, Oh ! my God !—a coward slave !
Ah !—he forgot the day when blood,
Flow'd in his hall like winter flood,
Where thousands throng'd and met to die.—
His fearful feast of Victory !
But let that pass ;—'tis all in vain
To call the past to live again !—
Baiza ! arise, there is a steed
Awaits below of whirl-wind speed,
Oh ! rise and to thy father's hall,
Flee,—all is lost—yes—dearest ! all !
For when the sun of yesterday
Hied to his ocean-home away
His golden smile fell on the grave
Of those, alas !—alone could save ;
Oh ! flee, ere yet disgrace and shame
Stain,—foully stain—my honour, name !
Yes—all is lost,—they, too, are gone,
The heavenly guardians of my throne :—
I knew 'twas so,—for when tonight
I wander'd by the moon-shine bright,
And trod each lone, deserted fane,
I ne'er must see and tread again,
I saw each image prostrate thrown,
And heard, methought, a voice of moan,

As if sad, aery mourners' wail
Came there upon the viewless gale!

"Oh! fly—and when far, far away,
Thy life is as a sunny day,
And when the Past to thee shall seem,
A dim,—a half forgotten dream,
Oh! then let tales of by gone years
Claim but a passing sigh,—some tears!"
He paus'd, she spoke not,—but her eye
Look'd into his all vacantly,
As if the bosom, over-wrought,
Lost in its wilderness all thought,
Till tears, like rose-empearling dew,
Stream'd in their soft and diamond hue!
"Oh never—never will I fly,
But with thee, Love! I live or die!
When from my father's hall I fled,
And wander'd far—a lonely maid,—
When coldly 'round the donjon's gloom
Rose like a deep and lightless tomb,—
I wept not—for I thought of thee,—
And the sweet dreams of Memory
Lent smiles to cheer the solitude
Of the lone bosom's widow-hood!
And now, when dangers 'round thee lower
Like flames all blazing to devour—
Like furious waves round some fair isle,
To sweep away its vernal smile,—
Oh! never,—never will this heart
Be sever'd, Love! to beat apart!
I fear not Death, tho' fierce he be,
When thus I cling, mine own! to thee!—
For in the forest's green retreat,
Where leafy branches twine and meet,
Tho' wildly round dread Agni roars, *(o)*
Like angry surge by rock-girt shores,—
The soft gazelle of liquid eye
Leaves not her mate alone to die!—
But tell me, must thou bow thee low,
And yield thee to thy godless foe,
And humbly kneel before the throne

Which once, alas ! was all thine own ?
Nay—frown not thus ?"—like lightning-ray
Pride fiercely flash'd,—then past away !
"Baiza !—look thro' yon lattice there,
By yonder fane, dost see the glare
Which kindles round the dewy air ?
The steeds below,—oh ! rise and flee,—
Baiza !—that fiery grave's for me !"—
She shriek'd and fell,—as cypress high
When blasted by the storm-god's eye !
But he was gone,—'twas lonely all—
None heard her shriek,—none saw her fall !—

High flames the fiercely kindling pyre
Like Rudra's all consuming ire ; *(p)*
And many a spark ascends on high
Like light-wing'd birds which wildly fly
Or gayly sweep along the sky ;—
The Rishi with his gods is there
But weeps as swells his solemn pray'r,
And all around the brightening glow
Lights hueless cheek and pallid brow !
And there be murmur'd voice of wail,
Like mournful sigh of mid-night gale,—
'And must he die so young—so brave,
'Is there no god above to save !'

There is a hush :—a warrior stands
Fast by that pyre of blazing brands ;
With all a warrior's fearless pride
He shrinks not from the fiery tide,
Which rolls, a golden, lava-stream,
And darts full many a lightning beam ;—
A glittering crown his on his brow
Of beauty,—tho' all pallid now,
And in his hand a broken blade
Bath'd in red gore but lately shed !
He looks him round with dauntless eye,
As one who never fears to die !
'Farewell !—Death's but a short-liv'd pain,
'I live not for a captive's chain ;

'And now, ye gods! who love the brave,
'Smile o'er a warrior's fiery grave!'—
He paus'd—they look'd—'oh! he is gone,
'His last,—his boldest deed is done,—
'Husteena! see thy hope expire
'Upon yon pile of blazing fire!' (q)

But, hark! there is a shriek,—a cry,
Of wild,—controlless agony!
How fearfully around it rung,
As one burst thro' that weeping throng,
And plung'd into that flaming pyre,
And clove awhile the column'd fire!
They look'd—they knew—yes, it was she,—
The bride of him whose spirit there
Had burst its prison,—joyously
To fly far to the realms of air!

Go,—ope the portals far and wide,
And let the over-whelming tide,
Of foe-men like an ocean glide!
What boots it now, since they must sheathe
Their blades in hearts have ceas'd to breăthe,
And Conquest in proud triumph tread
A lone, wide city of the dead!—

'Tis morn: the sun is on the sky,
With beaming brow and laughing eye!
Fair light! lit at Creation's birth
Bright tenant of eternity,
He melts not like the things of Earth,
In fadeless glory shrin'd on high!
What empire's 'neath his changeless beams,
Have sprung, then sunk—like baseless dreams!
He fades not like thy works, proud man,
Thou creature of a measur'd span!
Thy pride, thy glory, and thy power,
Are things to him but of an hour,—
He on Creation's birth did smile,
And he shall light its funeral pile,

When Time shall flow into the sea,
Of boundless, wide Eternity !

'Tis morn :—along the moslem line,
Ten thousand spears all brightly shine,
And many a flashing blade is bare,
And voice of triumph on the air,
As column'd warrior's onward press,
With all the haste of eagerness,
When Vengeance sternly wings the feet,
To rush where falchion'd foe-men meet ;
On—on they press,—'tis idlesse all,
There stirs no foe on yonder wall,
And wide the portals gape and far,—
Deserted—lone—as if no War,
Rag'd round to crush—destroy and mar !—
'Tis noon :—and from his car on high,
The sun looks down, his burning eye,
Now sees the Crescent's blood-red wave,
Gild fall'n Husteena's lowly grave,
Where Love and Valour with her sleep
In dreamless slumber long and deep !—
What tho' fierce foe-men's shouts come on the gale,
Far louder than, lone Grief ! thy bitter wail,—
What tho' their dirge be the exulting cry
Of foe-men crown'd by bloody Victory,—
It breaks not,—nay 'twill never break the rest
Which lull'd them yester-night upon its breast !—

END OF CANTO II.

NOTES TO CANTO I.

(*a*) The water-lily called by the Sanscrit Poets "The Bride of the Sun."

(*b*) The Moon.

(*c*) A musical instrument.——The Indian Poet's lyre.

(*d*) Thers is a class of people in India, whose profession resembles that of the Troubadours. They are called Bhats.

(*e*) The Indian God of love, unlike his European name-sake, is a full-grown youth and not a baby.

(*f*) The "Feast of Victory"——or, as it is called in sanscrit, the "Raj Shooio Jugum" is described at great length in the Second Book of the far-famed "Mohabarut." It was celebrated by the most powerful monarchs whose claimes to superiority over the whole country admitted of no dispute. The celebration of this Feast was an assertion of Universal supremacy, and, in many cases, led to the most disastrous consequences, as it often combined different kingdoms to crush the pride of the aspirant to the honour of celobrating it. There are very few instances of the successful celebration of this Feast, recorded in Indian History or, rather, Mythology. Those of Dasurutha, the father of Rama, King of Oude, and Jadasteer the famous Pandu Prince, are the only ones which occur to me at present.

(*g*) Ceylon.

(*h*) The Hindus have no regularly constructed theatres. All their Dramatic performances are displayed in the open air under awnings put up for the occasion.——This will, no doubt, remind the classical reader of the ancient Roman custom.——Vide: Lucret: iv. 73. vi. 108. Plin. xix, 1-6. xxxvi. 15-24. For further information see Sir W. Jones' Preface to "Sacontola" and Wilson's Hindu-theatre.

(*i*) This refers to the "gambols" of the God Krishna with the milk-maids, which have furnished almost all the Indian dialects with innumerable lyrical Dramas acted during the celebration of the Festivals in honour of the numerous gods and goddesses who compose the Hindu Pantheon.

(*k*) Vindabonum, the favourite haunt of Krishna, stands on the banks of the Jumna and is still looked upon as a holy place.

(*l*) This is the subject of the "Tchandi,"——a poem which is ascribed to the god Sheva.

(*m*) The giant Nisumba drove away India (the "Monarch of the sky"——the Indian Jupiter) from heaven.

(*n*) The goddess Doorga——the martial consort of the poetic author of the "Tchandi."

(*o*) The ancient warriors of Hindustan used to challenge their enemies by blowing conch-shells,···sanscritice, "Sancha-dhunnee."

(*p*) This is the subject of the Ramayana of Valmiki. The abduction of Seeta——the Indian Helen, and wife of Rama—by Ravena King of Ceylon. Seeta was taken away from the forset where Rama resided during his banishment from his kingdom. The consequence is well known.

Ilion, Ilion,
Fatalis, incestusque judex,

Et mulier peregrina, vertit
In pulverem

(q) Rama is said to have thrown a bridge across the arm of the sea which separates Ceylon from the Continent.

(r) This is the subject of the well-known "Mohabarat" of Vyasa. —"The Mahabbharat details the dissensions of the Pandava and Kaurava Princes, who were cousins by birth, and rival competitors for the throne of Hastenapur. The later were at first suceessful, and compelled the former to secrete themselves for a season, until they contracted an alliance with a powerful Prince in the Panjab, when a part of the Kingdon was transferred to them. Subsequently this was lost by the Pandavas at dice, and they were driven into exile, from which they emerged to assert their rights in arms. All the Princes of India took part with one or other of the contending kinsmen, and a series of battles ensued at Kuru Kshetra, the modern Tahnesar; which ended in the destruction of Daryodhana and the other Kaurava Princes, and the elevation of Yudhishthira, the elder of the Pandava brothers, to the supreme sovereignty over India." Wilson. As. Res. xvii. 609.

Though the "Tchandi," the "Ramayana" and the "Mahabarut" have not escaped the Dramatist, yet they are oftener *recited* by Pundits than subjected to scenic representation.

(s) A holy Brahmin—something like a "seraphic doctor" amongst the Hindus. "Brim" is the name of the Deity.

(t) The Hindu Olympus.

(u) Judasteer—one of the Pandu Princes, celebrated the "Raj Shooio Jugum" Vid : Mohabarut lib. ii.

(v) This refers to the conclusion of the ceremony, when all present were expected to prostrate themselves and acknowledge the supremacy of their royal host.

(w) The goddess of Poetry.

(x) Delhi. See note (a) Canto II.

NOTES TO CANTO II.

(a) Husteena—Delhi. It is often confounded with Indraput built by the Pandu Princes, Vid : Mahobarut lib. I. (latter part.)

(b) Mahammed of Ghizni was a fierce bigot.

(c) Sittar, a musical instrument.

(d) Ferdousi. The Chaucer of Persia;—author of the "Shahnameh".—He was contemporary with Mohammed.

(e) Eblis—the angel of Hell.

(f) Rocnabad—Mosellay.

"Kenara ab rocnabad o gul gushte mosellay ra" as sung by Hafiz.

(g) Husteena was the birth-place of the Pandu and Curu Princes of war-like notoriety.

(h) The Mirage is not unknown in India. Elphinstone. in describing his passage through the Great Desert, says, "On the 25th November, we marched twenty-seven miles to two wells in the Desert.—In the way we saw a most magnificent mirage." Historical and descriptive account of British India." Vol. III. 201.

(*i*) This is the goddess Cali.—"She (Cali) is black, with four arms, wearing two dead bodies as ear-rings,—a neck-lace of skulls, and the hands of several slaughtered giants round her waist as a girdle." &c. British India—Vol. II. There are some inaccuracies in this description, Cali does not "wear two dead bodies as ear-rings." I have in my description omitted the circumstance of her having "four arms."

(*k*) This is the God Sheva—the third person of the Hindu-triad. The Hindus believe that the impression of a lotus adorns the hood of the Cobra de Capella on account of its having been trodden upon by the God Krishna. Sheva is always represented as under the influence of Bang—an intoxicating stuff.

(*l*) Like Neptune Sheva wears a trident called in sanscrit "Trisulum."

(*m*) The River Ganges is fabled to be on the head of Sheva whence she issues into three streams—one flowing through Heaven, and the other two through the Earth and Hell respectively.

(*n*) Sri——or Lutchmee—the goddess of Fortune, Plenty and Beauty. The three worthies——Cali, Sheva and Sri——are supposed to be the guardian deities of royal families.——I have, in introducing them here, availed myself of the popular belief, common amongst all heathens, that when misfortune is about to befall a family, its Penates desert it.

(*o*) The God of Fire.

(*p*) Sheva, in his character as Destroyer.

(*q*) "It was in those days a custom of the Hindus, that whatever Raja was twice worsted by the Mussulmen, should be, by that disgrace, rendered unfit for further command. Jeipal in compliance to this custom, having raised his son to the Government, ordered a funeral pile to be prepared, upon which he sacrificed himself to his Gods." Dow's Ferishta, Vol. I. 45. (Third Edition)

VISIONS OF THE PAST

I sat me by a shrine and heard a strain,
Sweet as thy whispers, cedar'd Lebanon!
Which lull the weary pilgrim, when the sun
Seeks in wide ocean's gem-lit, vast domain
His nightly haunt: It sunk, then swell'd again,
High to the throne of Israel's Holy one,
Nor swell'd its vestal symphony in vain;—
Echo'd by sainted spirits He hath won!
The bridal song of her the spouse below:
I wept!—How oft, O world! thy harlot-smile
Hath woo'd me from the fount whose waters flow
In beauty which dark Death will ne'er defile:
I wept!—A Prodigal once weeping sought
His Father's breast,—and found love unforgot!—

INTRODUCTORY SONNET

VISIONS OF THE PAST

(A FRAGMENT)

I

Methought I stood within a blushing bow'r
Bosom'd upon a mount: it was the hour
Of Eve: the sun in flaming majesty—
Like a proud dream of glory—had now sunk
Beneath the western wave— his azure home,—
And from the bright—jem-studded firmament
The Moon—sweet queen of Beauty!—gently smiled
Like a young mother on the new-born earth
Cradled upon interminable space.—
How lovely!—yea—how lovelier far than aught
That even Fancy from her fairy land—
Her region of enchantment ever lent
To bard reposing in the noon-tide vale,
Or by the marge of mossy fount—entranc'd!—
Legions of beings with glad wings that beam'd
Soft-starry radiancy—and diadems
Of sparkling lustre throng'd in bright array,
Some flying thro' the dewy-slumbering air—
Like stars that oft upon their cars of light—

Night's messengers—walk the infinity
Swifter than thought :—while some on harps of gold
Waked strains like those which oft-times haunt the ear
When thou, O ! gentle charmer—Hope ! art nigh !

II

* * There I stood within that bow'r,
And from the aery brow of that high mount
Look'd all around with gaze of wonderment.
Hills—vales and plains, all verdure-rob'd, now burst
Before me—and soft flow'rs that blushing bloom'd
And roses without thorns :—and gentle streams
With murmur'd melody glided o'er the fields
Flinging upon the air soft—liquid sounds—
While pillow'd on their breasts unnumber'd stars
Slumbered in bright repose and loveliness :—
I saw the sky that canopied the earth
Bend down to kiss the ocean—for as yet
Huge cities were not on the spreading plains
With tow'rs and battlements and bastions—
Nor woods of ancient majesty and hoar—
Nor mountains—piny-diadem'd—that soar'd
In proud aereal grandeur—pillowing high
Their heads on the blue bosom of the heavens—
The Himalay—home of eternal snow !
And Atlas—who beneath the western star (*a*)
Stands as a pillar swelling to support
The Earth's bright canopy upon its head—
Or the far Andes—there to intercept
My view :—nor yet the countless broods of MAN
Walk'd the green bosom of the new-born Earth,
But silence sat with pensive solitude
In voiceless meditation......

III

I turn'd me round—when lo ! within a bow'r—
Fairer than that wherein I stood entranc'd—
With roof enwoven of green—fragrant leaves,
And verdant wall festoon'd with many a flow'r,
The lily pale—the rose with blushing cheek—
While 'round sweet breezes sang their melodies—

(a) Prom : Vinc : 348-50.

Natures' soft lullaby—two beings lay
Pent in each others arms in balmy rest,—
Though both unlike the radiant beings that throng'd,
Above—around as if in guardianship—
Yet were they not less beautiful :

* * * *

* * * *

Methought I saw those radiant beings that throng'd
Above—around—as if in guardian-ship,
Gaze on her while the beaming eloquence
Of admiration sat upon each brow
And wonderment—for utterance too deep !
Yea—e'en the very planets as they roll'd
Majestic wanderers of Eternity—
And hymn'd their Maker's everlasting praise
In one—eternal—glorious jubilee—
Look'd brighter as they gaz'd on that fair being !
A vision of loveliness incorporate—
Bright emanation from the fount eterne,
Immaculate—where beauty ever dwells !
I stood entranced and in my bosom woke
Feelings—the tongue can never syllable !

IV

I said I saw two beings in that bow'r
Pent in each other's arms in balmy rest—
Was it a dream ?—Or didst thou wing me back—
Fancy !—thou aery visitant and sweet !
Through the dim waste of ages—wild and vast—
The sepulchre of Empires and of men—
Of things that were—whose mournful eloquence
In deep—sad—solemn accents tell the tale
Of Time's proud triumph over all below !
Oh !—didst thou wing me back to loveliest scenes
Primeval,—when Creation brightly steep'd
In sunny glory smiled as the fair brow
Of Virgin pure—unclouded—when the blight
Of sin—like the vast shadow of some cloud
Dark-wing'd and brooding o'er a sun-lit spot—
Dimm'd not the spring-ting'd beauty of her cheek—
When the young Earth shone as the image fair
Of Heaven—glass'd on blue ether—joyously—
When the great father of mankind arose

God-like in Majesty—and look'd around
On his proud heritage—a wondrous world
And multitudinous—and clad in light—
And woman bloom'd in Love's bright halo wreath'd,
And innocence—sweet beauty's sweetest gift !—

V

I said I saw two beings in that bow'r,
Pent in each other's arms in balmy rest,
In bliss without alloy—the birth-right then
Of Man—when he in scathless beauty won
Heaven's brightest smiles and cloudless—glorious boon !
'Twas night—and all around the vast expanse
Star-lit and bright—was hush'd to list in joy
Ineffable—in joy whose depth alone
Silence interprets—hush'd in joy to list
To melody which swell'd and sunk again
To softest cadence—for from grove and bow'r
It came—a fairy spirit—came and went
In wanton play :—and myriads too were there
Of beings refulgent—children fair they seem'd
Of some far planet where with dewy locks
Morn smiles—a realm of light and cloudless ray :
But there was one amidst that sunny throng—
And there he came as some dark visag'd cloud
Careering on in gloomy majesty—
Which dims the tranquil smile of every star
And wings its lightless path along the sky ;—
A form of awe he was—and yet he seem'd
A sepulchre of beauty—faded—gone—
Mould'ring—where memory, fond mourner, keeps
Her lone-some vigils sad—to chronicle
The past—and tell its tale to coming years !—
Or—like a giant tree in mighty war
With Storm, on whirl-wind car and fierce array,
Blasted—and crush'd—of all its pride bereft—
Or like a barque which oft had walk'd the deep,
In queen-like Majesty—and proudly brave,
But by the fiery hand of some dread fiend,
Nurs'd in the starless caves of Ocean, shorn
Of all its beauty on the boundless surge—
A phantom of departed splendour—lone !
I trembled—and methought each beaming brow

Of those æreal entities which throng'd,
Above—around—pal'd at his dread approach :
He came, and as he near'd the blooming bow'r,
Of that bright pair—I saw the light which beam'd,
And wove soft haloes 'round all sudden fade—
As when dim Twilight—sable—rob'd and slow,
Doth from away the gladsome smile of gold
From Day and sadden Nature all around :
There was a stir—as if a thousand wings,
Cleft the deep air in hurried flight—I look'd—
All—all had fled—the beings which erst had throng'd
Around—so beautiful and starry-wreath'd
Of softest sheen and lovely—all had fled !
There was a hush—and melody which came,
Soft undulating on the viewless wing
Of every breeze from grove and bow'r, now sunk
To low-breath'd wails—such as the pilgrim hears—
The pilgrim of the mid-night deep—the dirge
Of spirit disenthrall'd from bond of clay—
Its plaintive dirge, Love ! o'er thy watery grave !
The Moon was pale—and all that fairy scene
Swift faded from before me : shadows vast
Now curtained all around in misty trance—
I wept—and knew not why—yet wept again !

* * * *

* * * *

VI

I stood in solitude,—and as I look'd
Night wan'd—that lovely night of star-lit smile,
With all its hosts—save, morn ! thy gentle star,
Who with his dewy coronet of light
Sits on his throne—in lonely beauty—far—
To glass him in thine laughing eyes and then
Flee to some slumb'rous haunt to dream of thee !—
Night wan'd—and now the pilgrim fair of Light—
The sun—whose path is on the sky—uprose
Careering : Nature smiled her eloqent
And gentle welcome as he came in pride
And beauty—such as when rapt Delian maid
In voiceless adoration saw him rise—
God of the silver bow and deathless lyre !

VII

But where were they—the tenants of that bow'r,
Those gentle beings whom I there beheld
Pent in each other's arms in balmy rest ?
I look'd—but saw them not ; for shadows vast
Still brooded 'round their flow'ry home and frown'd
On Light and dim'd her brow and joyous mood.
How fearful !—for it look'd—that lovely bow'r—
Like some dark isle upon a sunny sea—
The haunt of Phantoms dire and such as flee
The realms of Day.—Aereal shapes and grim
Now crowded fast in misty—sullen throngs
As if some sunless world had just unbar'd—
—Land of pale spectres and of Night profound—
Had just unbar'd her portals to disgorge
Her darksome brood from cavern'd sleep and lone :—
They came—oh ! how unlike the beings bright,
That, ere that night of starry smile had wan'd—
Disported 'round—oh ! how unlike they throng'd—
Ghastly—and pale—and joyless—horrid crew !
I stood, as one by foul Enchantress' wand,
From sunny scenes, or blithesome revelrie
Of Fays by mossy marge of moon-lit fount,
Wing'd to some Donjon's dark and starless keep—
Where the lone captive weeps in solitude—
And shrieks of agony oft rend the ear
From spirits disenthrall'd, who nightly haunt
Dire scenes—where murder bares her hideoas arms !

* * * *

VIII

I stood, when, hark !—a sudden voice there came—
—Forth from that bow'r now curtain'd as by wall
Of darkness dense for mortal ken too deep—
Awful and deep like thunder and it said,
In accents of proud triumph, *lo ! 'tis done !*
There was a shriek of joy—methought it burst
From that dread throng—and rolling far and near—
It sunk—Earth trembl'd—and from grove and bow'r
There came a sound of mournful wail and sad :
I look'd—the sun had veil'd his dazzling brow—
As when he saw upon thee, Calvarie !

The Pilgrim from His Father's bosom—He—
His God—with blood-stain'd brow and crown of thorn
Die on th' accursed tree—yea—die to save—
And dying pray for those who shed His blood !

*　　　*　　　*　　　*

IX

Slowly and sad, with brow where still the shade
Of sorrow linger'd, on to western realms
The Sun now hied him, and the star of Eve
Came pale and all alone with throbbing breast—
Unwoo'd by melody from twilight bow'rs—
Unwelcom'd by sweet breath of flow'rets fair,
Which ope their dewy eyes to gaze in joy
On her soft brow of loveliness and smile !
I sigh'd—and as I sigh'd methought there came
Loud blasts and shrill of trumpets from afar,
And dazzling, waves of light of cloudless beam,
Above the brightness of the sun—now roll'd
Along the blue expanse of Heav'n—erst dim—
—Such as once burst upon the Pilgrims' path,
When he with fiery wrath and fierce intent
Trod Syria's sunny plains and view'd afar
Damascus—and fast pal'd the noon-tide ray— (*b*)
Night fled—not with her wonted steps so slow
And ling'ring, when—as matron loth to leave
Some lovely maiden gay midst festal scenes
Of joyaunce—from bright morn she hies away,
But in wild hurried flight as routed host—
Night fled before that light which beam'd around
As if ten thousand suns were in the sky—
Earth trembl'd—and methought the pathless sea,
—Like giant waken'd from his deep repose,
Rose in wild tumult—Nature stood in awe,
As the dread blasts of trumpets louder swell'd,
Such as before thee, Sinai ! mount of God—
The Pilgrims of the Desert heard and quak'd ! (*c*)

*　　　*　　　*　　　*

(b) Acts. IX.　　(*c*) Exod. XIX.

X

I look'd—it came that fulgent vision bright
In splendour which no human tongue may name !
Millions and millions of bright beings enshrin'd
On cars of winged radiancy and crown'd
In diadems all lustrous—sheening far,
Came thronging round a throne of purest ray,
Zon'd by the rain-bow brighter far than when
Upon yon blue expanse it once unfurl'd
Its gorgeous wings of purple and of gold,
To tell sad Nature, trembling still in awe,
Of dove-eyed Peace and everlasting rest—(*d*)
Awful it was that throne and round it play'd
Flashes of vivid lightning—and methought
The aery beings which around it throng'd
Submiss and minstrant, veiled with starry wings
Their eyes before its fulgence—dazzling all,—
And on that throne I saw what once the Son
Of Buzi, by thee, Chebar ! lucid stream—
When with thy liquid murmurs there he came
To mingle his sad plaint—a captive lone !
Th' unutterable Majesty Eterne ! (*e*)

* * * *

XI

I look'd—it came that fulgent vision bright—
A fleet of light upon a crystal sea !
And as it came the shadowy beings which throng'd
And hung around that bow'r of loveliness
Like misty curtains, fled speed-wing'd and fast,
—As when, Bengala ! on thy sultry plains
Beneath the pillar'd and high arched shade
Of some proud Banyan—slumberous haunt and cool—
Echo in mimic accents 'mong the flocks,
Couch'd there in noon-tide rest and soft repose,
Repeats the deafening and deap-thunder'd roar
Of him—the royal wanderer of thy woods !
They fled—that dark-some crew and as they fled

(*d*) Gen. IX. (*e*) Ezel. I.

I saw that bow'r of beauty—but how chang'd—
How chang'd, alas ! from primal loveliness !
As if some desolation-breathing blast
Had wing'd in blighting sweeps its dark career
Over its fairy beauty—withering all !
But where were they, the gentle beings and fair
I erst beheld within that blushing bow'r—
Pent in each other's arms in balmy rest ?
Methought I saw them stand with pallid brow
Eclips'd—as when from out the starless realm
Of the dark Grave—by Fancy fondly woo'd—
In mid-night resurrection, the pale shade
Of what was once ador'd and beautiful,
Stands by the mourner's pillow—silently !
But as they saw that aery vision bright,
They fled like Guilt behind a leafy tree.—
I stood as one entranced and sight and sense
Slumber'd in deep oblivion and dark.

XII

I woke—that vision of ethereal ray
Had melted—and 'twas night again and dark,
With stars of sickly smile and pallid brow :—
I look'd tow'rd that fair bow'r and as I look'd
I saw a sword of flame and fiery gleam
Wav'd round it by some viewless hand and fierce !
And on the silent plain that gentle pair—
Its tenants—wander in dim solitude.
They wept—but were those tears which gently flow'd,
Oh ! were they tears which dark despair will wake
T' embalm the memory of our blasted hopes ?
They wept—but not in dark despair—they wept
As Guilt—all penitent—when, Mercy ! thou
Dost plead—nor plead in vain—in gentle strains
To justice stern to win redeeming grace !

FINIS.

1848.

PRIZE ESSAY.*

On the importance of educating Hindu Females, with reference to the improvement which it may be expected to produce on the education of children, in their early years, and the happiness it would generally confer on domestic life.

The subject, of which the present one is but a branch, was, once about a year or two ago, proposed for compitition amongst the natives of Bengal, and is no longer an untrod path. The masterly pen of the Rev'd gentleman (Babu K. M. Banerjee) who carried off the palm, has amply treated it in all its ramifications, in his excellent and very beautiful "Essay." Though it is almost hopeless for a school-boy to follow so great a master with anything like distinction (the very attempt to do so being a kind of literary sacrilege), yet as I am called upon to offer my unpremeditated thoughts on the subject, I cannot but hope that the indulgent reader will (to request him in the language of the poet)—

Be to their faults a little blind
And to their virtues very kind.

It is a fact almost as undisputed as any axiom of Euclid, that nothing can be more difficult for a man than to emancipate his mind from impressions, left upon it in youth,—the season of his life wherein the mind, like wax, receives and retains anything inculcated upon it,—and that the notions and prejudices which he imbibes in his younger days, exert a very great influence over him in his after iife.

In nothing, therefore, we ought to be more careful than in selecting nurses for our children; for there is scarcely anything that exerts a more pernicious influence over the early education of a child than the ignorance of its nurse. Many people have been unable to give up their belief in the existence of Ghosts, notwithstanding the strong remonstrances of Reason, and the evidence of Science, because the impressions left on the mind by the idle tales heard or recited in the nursery could not be effaced! It is needless to dwell upon

---

* This essay was considered best amongst the competitors, and a Gold Medal was awarded to the writer Modhusudun Dutta by the Hon'ble C. H. Cameron, the then Member of the Governor-General's council in India.

the numerous benefits a child may derive from an educated nurse. In a country like India, where the nurseship (if I may so call the office of a nurse) generally devolves on the mother, the importance of educating the females, (the sources from which man gathers the first rudiments of knowledge) is very great; for unless they are enlightened, they spread the infection of their ignorance in the minds of those they bring up. Extensive dissemination of knowledge amongst women is the surest way that leads a nation to civilization and refinement, for it is woman who first gives ideas to the future philosopher and the would-be poet. The happiness of a man who has an enlightened partner is quite complete. The very idea of so sweet a possession awakens even in the most prosaic bosoms feelings truly poetical. Who is there that would not give up.

All Bokhara's vaunted gold,
And all the gems of Samarcund;
for it? This is surely what a Poet calls—
The foretaste of the joys of Heaven!

In India, I may say in all the Oriental countries women are looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of men. This brutal misconception of the design of the Almighty is the source of much misery to the fair sex, because it not only makes them appear as of inferior mental endowments, but no better than a sort of speaking brutes. The people of this country do not know the pleasure of domestic life, and indeed they cannot know, until civilization shows them the way to attain to it.

EXTRACTS FROM A DRAMA WRITTEN IN MADRAS.

RIZIA: EMPRESS OF INDE.

[A DRAMATIC POEM.]

ACT I

SCENE I—*Delhi. A Chamber in the Imperial Palace.*

ALTUNIA, KABIRC.

Altunia. O 'tis a shame past utterence ! tell me not—
I'd rather that yon vile idolator
Trod on my father's grave—aye, built upon it
His idol'd shrine for damned rites obscure !
What—must a loathsome wretch—a cursed slave
Clasp in his foul embrace the Queen, who sits
Upon the mighty throne of boundless Inde,
To revel in harlot riots—

Kabirc. Nay—gently, friend !
For these be words e'en Echo must not hear
To blab with that controlless tongue of hers.
I too have heard it darkly whisper'd round
That our Abassan friend—but such a tale,
So wild, so stange, so passing strange, Altunia
Dost think 'tis true ?

Altunia. 'Tis true, by Heaven, 'tis true !
I tell thee, Kabirc ! Come with me to-night
To the royal banquet, and if there thine eyes
Read not this tale of shame in every page,
Writ as with burning characters of fire,
A chapter'd infamy and commentaried
By every look and word—
Call me a fool,
A faithless, an accursed Nazarene !
Yea—an idolator who blindly kneels
To things of wood and stone—a pagan dog !
O why doth Hell delay to ope her Jaws
And swallow this broad Land—

Kabirc. Nay, gently, friend !
Perchance it hath no such keen appetite.
But tell me first if this thy tale be true,
What medicine hast thou, what remedy
To cure a—

Altunia. O by Alla's holy throne !
Soon as I reach my fair, my beautiful Sind,
I'll raise unnumbered hosts and teach each trumpet
(The thunder-voic'd and clamorous tongue of war)
To breathe the loudest dirges o'er the grave
Of my allegiance, and with flood-like strength
Rush forth to hurl destruction !

Kabirc. Brave resolve !
But know's thou that soon as the faintest echo
Of rebel-trump doth whisper in this palace,
A fearful lioness will wake to crush—

Altunia. A fearful lioness !—The rotten leman of a vile slave—

Kabirc. Hark thee, Altunia !
Thou ravest, by my troth ! Hast thou forgot—
When fierce Lahore with his brave feod'ries
And mighty Cohorts round yon lofty wall.
Rais'd gleaming forests of unnumber'd spears,
And frown'd with horrid splendour, as the sea
Peopling with billowy sqadrons its shoreless plain
To meet the cloud-carr'd storm, what time afar
Wild gales sound martial blasts, and the bright sun
Flies all aghast, and on his fated deck
Stands the lone mariner in silent awe !—
When the appalling silence of the dasert,
The loneliest desert of fair Arabic—
Fell in this sun-bright city, and pale fear
Unnerv'd the bravest hearts, and robbed the hue
Of many a manly, many a lovely cheek,—
How then this rotten leman of a slave,
Like an enchantress, with a smile, a look,
A whisper'd word, drove the fierce hordes away,
And won a bloodless victory !—
Ah ! I remember me. When breathless with haste,
A messenger rush'd to the pale divan.

And cried, "All's lost !—beneath the blood-red wave
"Of Gunga, fatal stream !—the pride of Oude
"Hath found a watery grave !—O mighty queen,
"There comes no succour from the death-cold hand !"
How fearful was the silence ! Proudest chiefs
Stood statue-like, and one, methinks, could hear
The beatings of each heart—so still it was !
She, only she, stood up, as if she came
E'en from high Alla's throne—a Comforter,
And spake in accents sweet, how softly sweet !
Their echo'd melody dwells in my heart !
"Fear not, brave chiefs ! for tho' 'tis ours t' weep
"The triumph of a foul and traitorous foe
"O'er fair and honourable loyalty,
"Yet there is hope. The valiant and the wise
"Will ne'er despair ; for when the sword and spear
"Lose their sharp edge, they shrink not but they ply
"The arms forg'd in the minds' deep armorie
"By Reason, which to conquest overleads."
She paus'd and from that speechless multitude,
Pass'd to the royal chambers.
When at the crystal portals of the East,
Next morn the sun stood like a traveller
Who sees before him a vast solitude
And hesitates to tread his lonely path,
All, all had vanish'd—all that mighty host !
'Twas wonderful, Altunia ! wonderful !

Altunia. I know it, Kabirc ! and I know her wiles.
But then I fear them not : the thousand friends
Who throng'd around her once, where are they now ?

Kabirc. 'Tis true. But yet to rush to the tiger's den,
Tho' solitary, is a fearful thing !
Her friends thou say'st are cold, I grant they are,
But will they help thee in thy bold emprize ?

Altunia. I know not, But, methinks, the Turkish chiefs
Who crowd this court, and like a hideous rout
Of ghouls and afreets, wander round for prey—
Methinks those chiefs will never close their ears
When gold is the sweet burthen of the song !
What seek those mercenary wretches whom
They serve ? E'en yester-night I heard one say

That he was as a merchant, his bright sword
Being his commodity, which he would sell
To him who bade the highest—a useful knave !

Kabirc. Well—but beware, Altunia ! beware,
For, by the prophet ! 'tis a wild emprize.
I love not, my noble friend ! to see thee wrong'd,
For I have trod the tented field with thee,
Fought on the embattled plain beneath thy banner,
I love not to see thee wrong'd. But O beware !
This sword—

Enter *A slave.*

What seek'st thou here ?

Slave. The Peace of God,
And of his prophet be upon ye, nobles !
The glorious empress of the world remembers
The flow'r of chivalry, the chief of chiefs,
The sword of Battle, the Lord Kabirc !—

Kabirc. Ah !—
I follow thee. [*Exit slave.*
Farewell, Altunia !
We meet again to-night. [*Exit.*

Altunia. Cold-hearted wretch !
Yet why ? The unutterable pang that rends
This heart, O God ! The unutterable pang,
And, like a storm on the wave peopl'd sea,
Lashes each thought to madness, doth he feel !
A loathsome slave !—[*Laying his hand on his sword.*
I'll not unsheathe thee now,
But in my beautiful Sind. Thou wilt not prove
False to the hand that wields thee well and promptly !
In my youth's noon-tide hour, when all was bright,
I lov'd her, and I dreamed that I had won
Her maiden heart, nor was it all a dream !
O that the past had never been for me !
Or that thy busy fingers had not writ
This tale upon thy pages, Memory !
Oft have I prayed that stern destroyer, Time,
—How oft—to blot it out as the wild wave
Blots out the characters some idle hand
Traces upon the sand beach it comes

To kiss : oft have I prayed, but all in vain !
The sculptur'd brow of the firm based rock
Aye mocks the jealous frenzy of the sea.
Yet how, O how could she forget the vow,
The fond communings of those rosy hours,
When—O false woman ! Traitress in the guise
Of a bright daughter of ethereal fire,
Love-eyed and music voiced !
Gracious God !—
Dost thou apparel souls so leprous, foul,
In such resplendent glory ! Dost thou shrine
Hearts, so inconstant, and so base and false,
In temples of such sweet, such nameless beauty !
But hush—

* * * *

SCENE II

A banquetting hall in the Imperirl Palace.

Rizia, Jammal, Balin, Kabirc, Sherin, Leela, Nobles, Musicians, Slaves Etc.

Riz. Give me the liquid ruby !
[*A slave offers wine.*
Sweet Sheraz !—
O land of Song, of Beauty and of love,
Bright as the aeriest dreams of lonely maiden,
By mossy marge of diamond-show'ring fount,
In wild, voluptuous mood ! sing me a song
Of sweet Sheraz ; and, Songstress ! let thy lay
Be soft as the melodious-murmur'd vows
Of the fond bulbul to his queenly love,
[*She looks at Jammal.*

Kab. Balin ! a glorious vision—beautiful !
[*Pointing to Sherin as she advances.*
Look there, how like the dewy, cloudless dawn,
Walking with feet of light on eastern skies !
Ah ! hast thou flow'rs like this to star thy bow'r,
Thy Paradise, O Prophet ! and thou hast,
Show but a glimpse to us of thy sweet treasures
And all the world's thine own !— [*She dances.*

O Saqui ! bring the sparking bowl,
  Enwreath'd with freshest flow'rs and fair,
To bathe in liquid joy the soul
  Of those that love and banish care,
And seek on woman's heaving breast
  Their sweetest Paradise of rest !

And, Songster ! let thy living lyre
  Breathe to the lovers' ravish'd ears
The impassion'd voice of young desire,
  Soft as the music of the spheres,
And win each heart to love's gay bliss—
  The fond embrace, the nectar'd Kiss !

Look on yon gul—her cheek of glow
  Is woman's blush, how sweet and true !
Doth not yon snow-rob'd lily show
  Her sweling bosom's hidden hue ?
And then—but seek them in her arms,
  For tongue may name not woman's charm !

His life is as a leafless tree,
  A fountless desert, waste and lone,
Who kneels not in idolatry,
  O Beauty ! to thy sovran throne !
If such there be, away—away,
  Earth has no joy for such as they !

Riz. My Rose of feir Sheraz ! [*Sherin kneels.*
Ha ! art thou sad,
O maiden of the soft and lotus eye !
The silent music of thy pensive look
Is a strange prelude, Leela !

Leela. Gracious lady !
Are there not hearts o'er which the voice of Music
Sweeps as a wail of sorrow, aye awakening
The saddest thoughts, the slumbering memories
Of griefs that cannot die ?

Bal. What say'st thou Kabirc !
How sweet e'en in her sadness, like a flow'r
Dropt stealthily from some high latticed window,

Bedew'd with tears of captive woman's love,
And dropt as a silent messenger of hope
Of constancy that will not—cannot change—
Silent and yet how eloquent—

Riz. My Leela !
Sing me thy song. Thou mak'st my bosom sad.
[*Looks at Jamma*

A slave. [*Whispering to Kabirc.*]
Look there, my Lord ! [*He retires in the room*

Kab. [*Starts and looks behind.*]
It cannot be—O fie,
'Tis phantasy, and yet how like his voice !
His fleetest barb is winging him away
To other scenes—

Leela. [*Singing*]
On his steed of war etc.

Riz. 'Tis a sad lay, my Leela ! alas ! our fathers
Lov'd not this land, the lion loves not his prey.
They came with hearts encased I' the linked steel
Of bigot-hate, and quenchless lust of War !

A Noble. They came—th' avenging ministers of the Prophet
O Empress of fair Inde ! Long had this land
With gorgeous fanes, with shrines of golden glory,
With cursed rites, obscure, unholy, vile,
Serv'd Eblis and his damned and impious crew
Marring the blessed rest o' the sainted spirits
With hellish dissonance and insulting Heav'n—

Riz. Thou speakest as the oracle of God,
My noble lord ! But cease, I pray thee, cease.

* * * *

Scene V.

Delhi.. The Banks of the Jumna, a banyan tree with a small temple.

Leela, Sherin.

Leel. [*After walking three times round the tree and Kneeling*] I kneel me thus before thee,
O reverend tree,
Image on earth of God's benevolence !—
Beneath thy spreading wings the fainting traveller,
Repose him, fann'd by thy gentle breath,
When the sun sheds around a fiery flood,
Fevering the earth's blood thro' her thousand veins,
Nor man alone : but heat-oppressed flocks
And suffering herds fly to thee, as her young ones
To the fond mother-bird, their home of love !
Thou hast a thousand leafy mansions for
Night tenants, weary pilgrims of the air,
And luscious food thou dol'st with liberal hand
Whispering sweet welcome with thy aery tongue,
O, I do worship thee, thou reverend tree,
Image on earth of God's benevolence !
[*Rises and joins Sherin.*

Sher. It is a beautiful scene, my sweetest sister !
List to the liquid warble of yon stream—

Leel. It is her murmur'd vesper-hymn, dear Sherin !
She is a goddess, Sweet ! Thou smil'st,—

Sher. Methinks, she is a royal worshipper.
Look, how the Stars do gem her glorious brow ;
And the Moon clothes her with a silvery garment !

Leel. She is the daugher of yon King of Mountains,
Twin-born with Gunga ; and she comes from where
Eternal solitude sits thron'd on rocks
Clad in the whitest snow : and I have heard
That if a pilgrim's daring feet can scale
The wild, bleak, frowning height and reach the spot,
Where the Sun first doth kiss her aeried waters,
His eyes behold the golden portals of

Bright Swerga—where the blest immortals are,
And his ears drink the harmony of Heaven
In fitful bursts of sweetness.
Dost thou smile ?—

Sher. Our Persian maidens too have wonderous tales
Of mist-encurtain'd Paradise, dear Leela !
But look around thee. [*Rises.*
O, how glorious !—
Look, on each dewy leaf the fire-fly revels
With his pale sappheire lamp.

Enter Bramin

Leel. Holy father !
Thou know'st what do I seek ?

Bram. I do, my daughter !
Approach not yonder temple, seat ye there.
Methinks the hour's propitious—the Moon reposes
In her fifth starry mansion,— [*Enters the temple.*

Sher. Why art thou silent, Leela ?

Leel. 'Tis a dread thing—
O, seat thee by me. The earth trembles, God !
It thundsrs !

Sher. Fie, the heavens are smiling brightly ;
There is a voice of music in the air,
And the firm-seated earth doth gaily wear
Her festive robe, wove of pale moon-light—

Leel. God !
Didst hear that dismal shriek ?

Sher. I hear the Nightingale—
From yon far grove trilling her honi'd throat,
Freighting the breeze with richest melody,
Like to a princely merchant—

Leel. God !
See'st thou no shadowy form upon the air ?

Sher. I see afar the proud, imperial city
Rising in shadowy grandeur—

Leel. Mercy, [*Prostrating herself*]
Mercy, O dread Destroyer ! frown not on me !

Sher. [*aside*]
There is no God but God, Mahomed is
The Prophet of God !— [*Aloud.*
Arise, my sweetest Leela !
'Tis phantasy, thou dream'st—

Leel. Mercy, O mercy,
Blast me not with the lightning of thine eyes !

Sher. Arise, thou foolish maiden !

Leel. Mercy, O terror-clad !—

Bram. [*Rushing out of the temple*] 'Tis horrible,
O fly, Daughter of clay !

Leel. [*Rising*] What say'st thou ?

Bram. Fly, O Fly,
Seek not to know the fearful mistry.
Alas ! my daughter ! [*Descends into the stream.*
O thou holy stream !
Clothe me with liquid robe of purity !
Fly, O ye earth-born ! fly—
Alas for thee, my daughter ! [*Disappears.*

Sher. Come, follow me. Thou trembl'st and art pale,
Poor Leela !

Leel. [*Wildly*] I have seen the terror-clad !

Sher. 'Tis phantasy. But come, [*Leads her out.*

Bram, [*Reappearing*] Go—thou art doom'd !
And she too, whom thou lov'st.
O, thou art merciful, eternal God !
And 'tis thy love doth veil the future from us !
Thy sweetest boon, this life, would be a curse !
A desolation, a calamity,
Didst thou not clasp the gloomy chapter'd volume ! [*Exit.*

ACT II

SCENE VII.

Delhi. A Chamber in the Imperal Palace.

RIZIA, JAMMAL.

Riz. Go—rest thee, sweet Jammal! methinks, I see
Sleep like a porter (when it is late at night)
Eager to close the portals of thy eyes. [*Exit Jammal.*
A fiery-eyed, earth-spurring Buffalow,
When maddend by the spear-wound—let him come.
Our hearts like precious gems are casketed,
And sweet Desire doth we the gold-n key.
[*Sees Sherin and Leela sleeping on a carpet,*
How sweetly do they sleep like twin born flow'rs!
Awake, fair maidens!

Leel. [*Starting up*] Unhand me, villain!
Blast me not with the terror of those eyes!

Riz. Thou ravest, maiden.

Leel. O my gracious Empress!
I had a hideous dream—

Riz. Ah! so had I:
But mine, sweet Leela was a waking dream!
Would that I could like thee awake to smile,
Because it was a dream, an aery nothing,
The idle mimicry of idle Fancy!

Leel. Why look'st thou pale, dear lady!

Riz. I 've not slept—
I could not sleep: the wakeful mariner,
When Night comes storm-carr'd on the boundless deep,
Is happier, Leela! [*Trumpets sound.*
Ha! 'tis morn, awake— [*Sherin rises.*
O when again, proud palace of my fathers!
Will sleep rock me to slumber' neath this roof,
Driving away a while all care-born thought,
Dreams of ambition, that disease the mind!
[*Opens a window,*

Look, Leela !
How many thousands o'er this boundless region,
Do bend their knees to thee, thou glorious Sun !
And 'tis no wonder— [*Paus*
O Imperial Delhi !
My beautiful city—over which the light,
The rosy light of dawn is creeping now
Like a sweet blush of joy which the glad heart
Strives but in vain to hide within its depths—
O thou my beautiful city ! Fare thee well !

[*Trumpets sound.*

O fare thee well, and if it be for ever,
Look at the ornaments that deck thee,
And think of her who as a loving mother
Decks for the bridal altar her fair daughter
Rob'd thee with beauty !
Now my gentle maidens
Prepare ye for the march, the hour is nigh. [*Exit.*

SCENE VIII.

Delhi. Watch-tower of the Southern Gate of the City.

MUST, MEHDEE.

Must. What are we, Sweet Mehdee ?

Meh. What are we ?

Must. Go to—sorrow hath dull'd thy brain, Peri ! Are we not a pair o' vultures perch'd on a skyey tree to—

Meh. O, fie ! There they go—

Must. By the beard o' the Prophet ! 'Tis a glorious sight ! There go the royal elephants like dark and ponderous clouds gathering round the lightening banner of the Storm-demon, what time his trumpeter, thunder, bellows him so madly !

Meh. O, look at those caparison'd steeds, how proudly they tread the earth !

Must. Your elephant is the noblest animal, Peri, that walketh him on four legs !—your horse is beautiful—Symmetry herself chiseleth his limbs, his arched neck, his broad chest ; the speed o' the whirl wind shoeth it : your gazelle is beautiful—it is woman eyed and soft : but give me the noble elephant.

Meh. Wherefore, Must !

Must. O, it loveth—drink ! It knoweth how sweet the milk o' the palm is !— [*Drinks from a bottle.*

Meh. O, Shame ! 'Tis the hellish wickedness of man, that, not content with sowing choking tares in the fair field of humanity, corrupteth even the scanty growth of the frute-soil ! But look, yonder is the Empress on her war-steed : methinks, 'tis the Sultana o' the Yens, the fair Qeen o' Seba, that Soliman lov'd. O, there they go,—yond' is her palanquig ! God's benizon on thee, sweetest maiden ! O, when shall I see thee again ! [*Weeps.*

Must. Weep not, my Mehdee ! 'Tis a sweet woman is the lady Leela ! They go to the wars—O, 'tis a noble pastim ! But come away. [*Leads her out.*

MUNHER *loquitor* :—

How lone, how solitary is to me
This vast, this many-peopl'd city ! I
Do wander like a being of another,
A far, an alien world ; I have no eye
For all the wonders which are spread around me,
No ear for all the music breathing round me,
This is the curse of love ! When torn away
From those we love, life is a cruel burthen !
Yet who would love that life when there is hope
Of meeting once again ? There comes thy voice
Like a sweet angel's, Hope ! To soothe the sufferer !
O, why art thou not ever with me, Leela ?
Would I could temple thee within this bosom,
Could casket thee as they do precious gems !

Re-enter MUST.

Must. Thou hast gladden'd this heart, by Alla !
Blessings on thy shaggy head ! May thy claws
Soon learn to tear thy enemies—

Munh. What mean'st thou ?

Must. Thou art a mere whelp, and thy claws do but scratch now. Look at thy chin, 'tis a treeless. a shrubless, a herbless desert, there is not a single blacken'd palm ! But live. And thou grow not up the shaggiest lion that ever roar'd ; I am a pagan !

Munh. What art thou ?

Must. I am a moslem !
Munh. Doth not thy Prophet forbid—
Must. Hush ! speak with reverence.

Enter MEHDEE.

Mehdee ?
Meh. Come I like a terrible spirit that thou start'st ?
Must. Thou com'st to me like an angel, by Alla !
Meh. The lady Leela, my most valiant Raja !
Munh. O sweet my love !
Leel. Approach me not, dear Munher ! I come to crave thy secret ear awhile—
Munh. I live but to obey— [*They retire.*
Meh. Here is a purse of bright gold, the lady Leela gave it to me,—
Must. To lay it at the feet o' the cudgel-bearing Must, Mehdee !

[*Munher and Leela come forward.*

Munh. I do regret me, Sweet ! I cannot go.
Leel, Farewell ! Do not forget the Priest, dear love !
Munh. Farewell ! and God be with thee, Leela !

[*Exeunt Munher and Leela, as they go out in different directions, Leela looks back.*

Duty doth chain me to yon royal prison.

[*Points to the Palace.*

Must. [*Looking at Leela*] Thou art a Turk, by Alla ! Thou feign'st flight and shoot'st thy keen arrows ! Give me the gold and I shall tell thee a merry tale of a fierce hawk and a gentle dove—
Meh. Give thee the gold, thou prodigal ! Nay—

[*She runs out, he follows.*

ACT III

SCENE III.

Delhi. The Imperial Camp on the Banks of the Jumna. Six days march from the City.

Rizia—*Alone in the Royal Pavilion.*

Riz. It cannot be that such a mighty host,
And multitudinous as ocean's waves,
Fie 'tis an idle fear, a darkening dream
Born o'er the soul by foolish Phantasy :

How oft the night-wind, in its wanton play
Hangs such a cloud i'the path o'lady moon,
Veiling awhile her glorious majesty.
[*Walks up and down.*
How lonely !—and dost thou, O Solitude !
Thus haunt me here ? Thou art a blighting curse,
Some fly to thee, for they do fondly dream
Thou hast the gentlest balm o' sympathy,
To heal the aching heart, to still its storm ;
Some call the fruitful mother, tranquil nurse
Of thoughts or calm, or deep, or eagle-wing'd :
But to the great thou com'st e'en as the wrath,
The silent wrath of some offended God !
Thou seal'st all tongues for them ; and mak'st their glory
—As beacon-fire on danger-circl'd rock
To warn the winged barque—appal away
Life's sweet, sweet social joys ;
Methinks the proud and royal lioness
Oft in her loneliest mood doth sadly sigh
For the calm lot o' the l wlier gazelle !
[*Shouts heard frcm different parts of the Camp.*
What mean these strange, tumultuous shouts ?
[*Shouts.*
Great God—
They bode no good ! O, hush thou fluttering heart !
[*Exit.*

SCENE IV.

A distant part of the same.

Officer, Trumpeter.

Trump. The whole camp is doter, most
Valiant Sirdar !—
Offic. Aye—'tis the appointed hour.
Summon the soldiers [*Trumpet sounds.*
There sounds the most o' the stately, royal stag !

Enter Soldiers.

My valiant men, it is the soldiers creed
To yield obedience unto the Powers that be
Unquestioning ; a solemn sacrament,

Doth bind us to it; and 'twere foul dishonour
(Than which grim Death, in grimmest terrors clad,
Is far more welcome to the warrior soul)
To swerve from it. I bid ye follow me,
To where I'm bade to lead ye ; 'tis no matter
Whether it be to do that which is right,
Or wrong, or both ; I say—it is no matter ;
Let them look to it, that are sit above us.

Sold. We're bound t' obey thee, our most noble Sirdar !
Offic. Follow me, Soldiers ! [*They march out.*

SCENE V.

Another part of the same.

Jammal, Soldiers.

First Sold. Yield thee, thou Abyssinian dog ! [*Attacks him.*

Jam. [*Defending himself*]
Thay all desert me ; Thou art but a novice in the trade
o' War—There— [*Wounds him.*

First Sold. O, I am slain ! [*Falls down and dies.*

Second Sold. By the Prophet thou shalt comrade him to the Land o' Shadows— [*Attacks him.*

Jam. [*Defending himself.*]
Nay—I knew him not, thou didst :
Go thou with him—Here is thy past-port ; [*Wounds him.*

Second Sold. O Alla ! [*Falls down and dies.*

Third Sold. Thou wieldst thy blade right valiantly. By the Prophet, that art no common slave. [*Attacks him.*

Jam. [*Disarming him*] Then art a brave Spahi ; take thy life ; I thirst not for thy blood !

Fourth Sold. We thirst for thine—thou hast slain our comrades, thou slave ! Thou hast slain two soldiers o' the Empire, thou traitor ! [*Several soldiers attack him.*

Jam. Shield me, gracious Alla ! [*Defends himself.*

Third Sold. Fie, comrades ! By my manhood, 'tis a shame— [*Jammal falls down mortally wounded.*
Alas ! brave Jammal !

Jam. Convey my farewell to the Empress, Soldier ! The tears thou see'st—Dost mark me ?

Third Sold. Yea—my lord !

Jam. I know not where thou stand'st. The tears thou see'st. Are the last tribute of thist parting soul,

To her, to Rizia, to my queenly love.
Tell her I wept to leave this world, because
It is my Paradise, it shrineth her !
I know, no other— [*Dies.*

Third Sold. Farewell, noble heart ! Thou wert no slave,
School'd to interpret frowns, smiles, nods, and becks,
To taste the scourge and whine, start like a maiden
At the lightning flash o' the sword unsheath'd in anger !

Enter Kabirc *and* Balin *followed by several* Officers *and* Soldiers.

Kab. And is he gone, poor wretch ?
Third Sold. O good my lord ! He fought him like a lion.
Bal. Silence ;
Speak when thou'rt bade to speak, art thou a soldier,
And know'st no reverence for thy chiefs ? away—
[*Soldier falls back.*
Look at those lips that like two joyous bees
Drank from the golden chalice of the rose
The sweetest honey ! Is the bed thou press'st
This purple-linen'd bed, as downy soft,
As an imperial couch, luxurious slave !
[*Kicks the body.*
Kab. [*Aside*] When the dead elephant lies in a ditch
The very frogs do kick it—
Bal. Noble Kabirc !
Methinks yon minion's head wou'd be a gift
Meet for his shameless paramour—
Kab. My lord !
She is or was our Empress : to insult
Fall'n greatness is the base and cowardice !
I would not for the world be guilty of
So foul a deed ;
Bal. Thou art too tender-hearted,
For an arch-rebel, Kabirc, would'st shed tears
For yon vile dog—
Kab. He was no dog, lord Balin !
It was no dog that pluckt the golden fruit
For which a thousand nobles sigh'd in vain !
[*Trumpets sound.*
Bal. Proceed thou eulogist, we follow thee.
Hark to the call that chides this our delay. [*Exeunt.*

LETTERS OF MICHAEL
M. S. DATTA ESQ.

LETTERS OF EARLY DAYS.

[1841-42 A. D.]

My dear Gour, Well, if you can't bring B. and M., don't come this evening.—I mean to my dinner, but you are welcome to come and see me. *To come.* My medal is with my father.—I am very busy about sending to press *a poem* (not for publication, but merely to have a proof copy for myself.) My respects to Boloy. If you don't come this evening, I will be sadly disappointed. I have many things to tell you. On the other side of this paper there goes a note to B. yours.

My dear Gour, I was too busy when your man called for the walking stick. What have you decided upon ? Yea or nay ? Kindly get the accompanying posted. I believe it double. Ever yours.

My dear Gour, I have been *very* unhappy and unfortunate since I wrote to you last. In the first place my poor mother is ill—in the second one of my best friends in College is lying almost on his *death-bed.* I haven't had a wink of sleep for the last 4 days. What can I do ? Do have patience with me, my dear Gour, all shall be right soon. Yours affectionately.

You ought to know, Baboo, that I have no longer 50 people under me ready to do anything and to go anywhere I like. Your cap has lain with me from time immemorial. I had no one to send it to you through. Now I send it with apologies for this delay,—and the assurance that (though you have forgotten me) I love you with the same zeal and affection that I had for you once. I am, Truly yours.

The Baboo M. S. Dutt's compliments to the Baboo G. D. Bysac, and begs to inform him that he called here at sacrifice of time—and some money too—to have the pleasure of the Baboo G's company. The Baboo G. it should seem is now peculiarly fond of being 'not at home.' The Baboo M. wants Language to express the keenness of his disappointment :— but, as it is, thee Baboo M. has no alternative but to make his 'exit.' He can't sit alone.

My dear Gour, I can't deny that I have given you cause of complaint; but the thing is—I have been most woefully off with regard to health—Head-aches etc. etc.—my old tormentors have been bothering me for the last month; besides my time is *too-much* engaged. I am also preparing for Examination ! ! ! What say you to that, 'O tempus !—O mores' as the Latin Poet says—that is in plain English—'Oh ! the times ! Oh ! the manners !' By the Bye—I called at your place some evenings back, I fear your infernal servants didn't apprize you of it. You were out, Well, I fear *you are giving way to the vices too prevelent amongst our Indian youths of education.* But, hang me, I don't know what I am writing—my head is not at all steady; now don't think I am drunk,—but I have a horrible attack of rheumatism, gout now grinding my poor bones. Yours in pain and Rheumatically.

Kidderpore.

Your thundering letter of Saturday last came over me like a thunderbolt: Oh ! with what a beating heart I read it ! In every line, in every word there were Rage—Fury—Hell—and Death !—Well, I was guilty,—and I offer many apologies for it: your friends, if they are gentlemen—"a set of liberal creatures" as I am sure they are,—since they are your friends,—will, I hope, readily admit of my apology:—To morrow,—Depend upon it,—nothing earthly shall hinder me from retrieving my honour;—the boat shall be kept at Juggennauth's—and I will be with you at 10, 11, 12, 1, 2 or any hour you please, and will embark together, for it will be very inconvenient for me to go (from here) at once with the boat:—By the Bye,—to-day is a glorious day,—How do you like to see the Tamasha,—if you please, I can be with you at 7 in the evening, and then sally together.

Dears Faiend I entreat you do not disappoint me in this. The eat bles I intend to take with me to-morrow shall be (if you like) Biscutts and mutton-patees. (mutton-patees are made of flesh remember,)—

Your Harkaru and Shakespeare are returned with thanks: I hope you will not write an *angry answer* to this letter.

Be gentle, or rather—be Gourdass "an," as I used to call you long ago—"amiable gentleman." My cousin is much better. Yours.

Perhaps you won't see *me* this evening—If I go—as I hope I will—I will be in the upper hall where you cannot go without a pass.—D. L. R. * has given me one. I didn't ask him for it,—because I didn't know any such thing should be required—What pity I didn't ask him for another for yourself If you go—go early. Stand at D. L. R's gate, I will meet you there and it possible procure a pass. Yours.

Hindu College.

True too, true my dearest Gour! The storm has at last burs upon me! I am ordered to depart from own this very ight for our country-house. But Oh! where shall I go? Had I had the power of opening my heart, I could then show you the state of my feelings! Language cannot point them! To leave the friends I love,—particularly ONE,—(imagine, who that "one" could be) my poor heart cann't but break! Well, may I exclaim in the language of the poet,—"Oh! insupport able, Oh! heavy grief!"—I wish I could see you;—but Oh! that cannot be!—I am not allowed! dear, dear, Gour!—dearest friend! do not forget me!

If I do not start to-night, I shall see you to-morrow at the College. As I am to embark at Balliaghata, I shall once step into the College when I go there. Your Byron shall be sent to-morrow with the fatal letter to Mr. Kerr Farewell! I don't know when I shall return from our country-house. When you go to the Mechanic's give my compliments to Harris. "FAREWELL FOREVER"

Khidirpore
Sunday 7th August 1842.

I remain as I have been Dearest Gour your ever obed't and devoted, but unfertunate friend.

P. S. The accompanying copy of "Forget me not" is a present to you. I had no time to get it bound. Pray, get it bound yourself for my sake. This is a token of the unfortunate giver's respect, esteem and love.

My ever-beloved Friend.

Don't condemn me because I wrote to you without any very important cause. Don't say—"your man came to me overpowered by the Sun" and so forth, and never

---

* Captain Devid Lester Richardson.

as that cutting, wounding, piercing, killing and keen style you got in once. So far for a poem,—preface,—preamble,—exordium—or whatever you please :—Dear Gour ! I have not seen you for a long time,—long time, I say, it is,—and perhaps will not have the pleasure [Oh ! it is something more exquisite than the vulgar word 'pleasure'] of seeing you for some days more. I am going away, not to Jessore, man ! but to a noble friend of my Father's. The Rajah of Tumlook.—Wednesday last I did go to the Mechanic's—not to learn Drawing :—"Oh ! no 'twas for something more exquisite still !!" that is to see you :—but the door was shut. By the Bye—I have not yet received the 'Gleaner'. The beggar Carrey hasn't sent it to me tho' I have written to him :•I write to him to-day again : Have you received the "Blossom" (I haven't) Pray, send it to me : Good Heavens—what a thing have I forgotten to inform you of—I have sent my poems to the Editor of the Blackwood's Tuesday last : I haven't dedicated them to you as I intended, but to William Wordsworth, the Poet : My dedication runs thus : "These Poems are most respectfully dedicated to William Wordsworth Esq, the Poet, by a foreign admirer of his genius—the author." Oh ! to what a painful state have I committed myself. Now, I think the Editor will receive them graciously, now I think he will reject them.

Shall I see you at the Mechanic's to-morrow ? O ! come for my sake !—By the Bye !—dull fellow ! stupid creature, thou hast forgotton thy promise of honouring my poor cot with the sacred dust of your feet ! When will you do that ?—If you do not do it, my last calling on at yours or rather Raj Kristo's, would be the last.—What a long letter have I written ! but I cannot help doing so when I seize my pen with the intention of writing to you :—Where is B. B. D ? Is the Beggar gone home :—Where is my Eutropius ? (Roman History in Latin) Gour, if you do not call on me pere, someday or other during this vacation, you will break my heart :—nay, never shall I set my foot on the ground where stands a Bysac's house. With compliments, thanks, respects, tenderings of love, affection I remain, most beloved Bysack truly yours.

Kidderpore, 7th Oct. 42.

P. S. Your Byron Vol *2nd* and Crabbe with thanks are hereby returned.

Kidderpore, 13th October 1842.

I am sorry, really sorry to inform you my dearest Gourdass, that cause, an unheard of—an unthought of, an undreamt of cause has disconcerted all the plans we formed the other day. A cousin of mine is ill,—most dreadfully ill—in short,—on the last stage of illness: Poor fellow! I am really affected by his sufferings: Well;—on the Bhesan-day of the approaching Kartic-Poojah, depend upon it;—nothing earthly shall prevent us. If you take any friend of yours with you that day,—(Monday next) mind, it must be a *liberal* set of friends. Because I intend on that day, most noble Gour, to worship "Bacchus" *with you*, a pleasure, which I have not yet enjoyed. I am sure you won't disappoint me. On that day—on that eventful day—we shall have a dinner from Mars and Stone. :On the Budgerow I will only take with me one friend—a man [I mean a youth] that is dying to be introduced to you. *He is my companion,—my associate.* From this you must judge of his character. Write to me fully on this subject: By the Bye, shall we not meet to-day at our "blest assignation?" "Perspective drawing" I hate; but who the devil can resist the temptation of going to where such glorious "points of vision" as *thy* eyes! are disclosed to his sight!—Not I—upon my word,—not I.—Shakespeare and the Harakaru you cannot have to-day;—To-morrow you will:—They are both out with friends:—Perhaps you will have them at the Mechanic's (our "assignation"—blest place!) But no more of *Jesting* and *Joking*. Let me be *serious* and with an "Owlish gravity" assure you that I am truly yours.

P. S. For Lavendar, I have told the man:—I hope you will read this letter with "pleasure."

Tumlook 3rd Kartic 1249 Tuesday Morning.

My ever-beloved friend.

I write you this letter from a distance of 50 miles;—I left Calcutta with my father on the day—or rather—night of the Saptami Poojah and reached this place on the morning of Navomi. We were welcomed with the greatest cordiality. Here was a fine Jattra...... Believe me my dear Gour,—Tho'treated here with the greatest respect,—cordiality and honour,—I am dying for Calcutta; all my dreams of pleasure,—that is—about your visiting my house,—and my visiting yours, have vanished like Alnaschar's "Castle!"—How truly doth Burns says.

"The best laid scheme o' mice an' men"
—Are often disconcerted—

(I do not remember the second line)—I here do nothing but sleep and eat, and now and then read a little out of Campbell,—and a book called "Letters from Italy."

You need not write to me here ;—I will be with you on Monday next at the College ;—well,—in this vacation you haven't honoured my house with your "Royal presence"—but, others are fast approaching—Kartic Poojah—Shama Poojah—Jagut-Dhatree. I had here a little love affair ;—thus, you see, from an anchorite and monk, I am becoming a decided Rake : If B. B. D. isthere, give him my compliments and remember me to your dear uncle. I hope I will take you by surprise one day at yours before our school commences again.

I am, as I have been, and ever shall be, Truly yours.

My dear Gourdass,

Here's the last letter I shall have to write you from Tumlook ;—Perhaps we will leave this nasty place to-night : well, we will meet very soon, Good bye. Yours. *Tumlook, 20th October 1842.*

My dear Friend, *Tumlook Friday.*

Last Friday I wrote you a letter which, I believe, has reached you by this time. That letter was written in the greatest haste imaginable. I recollect to have written you in that letter I will start to-night but I have not : nor do I think I shall be able to do so in the course of a few days more. I know our school recommences to-morrow ; but I have no power to fly to Calcutta. Now do I curse the moment in which I gave way to the desire of accompanying my father to this nasty place. I am grieved to think that I will not meet ye to-morrow ; but, Gour, there's one consolation for me. I am come nearer that sea which will perhaps see me at a period (which I hope is not far off) ploughing its bosom for "Englands glorious shore." The sea from this place is not very far : what a number of ships have I seen going to England ! But to depart from this subject, it is always a very awkward task to write to persons from home we receive no answer. And why is the task awkward ? Because the writer may not know whether the persons he writes to, is vexed at his writing or pleased. Well I do not—nay, Gour Dass, I cannot give way to such and idle fear that you are vexed with me for this constant scribbling. If you are, for

charity's sake, keep it concealed. Do not write to me for I am uncertain of my stay here. Believe me as happy as I can be at so great a distance from you, and that I am Truly yours.

Tumlook,
Sunday.

P. S. Excuse if I have made any mistakes, I cannot peruse what I have written for want of time.

Tumlook 28th October 1842.

My dear Gour Dass,

Do you receive the letters I write you?—'pon my word,—a most tormenting,—torturing—excruciating uncertainty it is. You have no fault. I myself always prevent you to write to me. If you continue the same sort of thing I left you, that is if some grand revolution of sentiments and feelings has not taken place in you,—I need not trouble myself with the idle fear that you are vexed at my constant scribbling. But to depart from this subject, I am sorry to inform you that the little English I had, is, by this time, gone by half, and my little talent at versifying is also gone. Know, then, that I attempted lately to write some verses on a certain subject, but could not write a single line in about four hours. I have either left my Muse with you or she is *no more.* Don't think my "Day is over" I believe the Muse disdains to "repair" to such a place as I am writing from *i. e.* Tomlook. But when I go to Calcutta I will drown you in Poetry. This, I hope, is the last letter you shall have from Tomlook. We start either to-night or to-morrow. Well, Monday next at the College we will meet. Be sure of that, as well as that I continue truly, eternally, and most affectionately yours.

Khidirpoor, 25*th November.* 1842. *Night.*

My Dear Friend,

I believe you recollect my once hinting to you of a resolution or rather desire of keeping away from College during D. L. R's absence. Now I have made up my mind to it, that is, I will not go to College until D. L. R's return, be it of whatever duration, I don't care. I have no great liking for any of my fellow collegians, except a few souls who love me, and whom I love;—and I hate the d—d fellow K—r! This will do me no harm—none whatever—

A fig for your scholastic fame,
Your Scholarships and Prizes :—

except one—a mighty one—that is it will deprive me of the pleasure of your company, of which I am passionately fond—as I am *of you.* This sounds like flattery *but it is not so.* It is *truth.* There is not in this wide world a soul I prize so much as *thine* : You have in you all that is noble, generous, disinterested, tender, and what not ? God bless you, my lad ! Never did I dream of finding a heart so true, so susceptible of *true friendship* as yours, in this "deceitful" world of ours. As long as I live,—in whatever climate may my Fates lead me, thou shalt be remembered, and that with the tenderest feelings of friendship ? When I go to England,—which period, I hope, is not very far—(next cold season)—I intend taking a picture of yours,—let it cost me whatever it will. I will sell my very clothes for it—a miniature picture of course. This is what I have been thinking of to-day : I must do it. If circumstances allow, I intend taking one, even, before my departure for England. If you are acquainted with any artist,—native—English—let me know of it. I am resolved to possess a picture of thy *sweet* self. I am afraid I have written enough on this subject. Don't think it flattery—don't—don't—don't. Will you come to see thy poet here on Sunday next ? If you do, bring Moti with you : and let me know that I may be prepared (poor as I am), to receive so *beautiful* a guest as yourself. But this is idle,—I know you won't—you have everything but *inclination* to honor my "humble shed" with your handsome presence !! This letter is already too long. However, let me write a few lines more.

My father is going to a noble friend of his to-morrow. We won't have the Jatra (যাত্রা). When you go to College, remember me to Moti and Madhub and Boncu, if the beggars come to College. Don't forget. I am reading Tom Moore's Life of my favourite Byron—a splendid book upon my word ! Oh ! how should I like to see you write my "Life" if I happen to be a great poet—Which I am almost sure I shall be, if I can go to England.

Believe me, your most affectionate friend.

P. S. An answer shall be very, very, very pleasing, my Gour !

2nd. P. S. I know here is nothing that deserves any reply, yet—write—write—write !!!

27th Nov. Night.

There !—I begin this with a critique on the pigmy letter you sent as an answer to the gigantic one I wrote you. You begin—"to stumble at the threshold is no good omen"—mind you begin—I send you *the* "Shakespeare." Had you been my pupil, Gour,—depend upon it—I would whip you to death or do something worse. "The article 'The' (A, too) is never used before a proper noun"—&c. &c. Again, 'The' Moore's Poem" !!! etc. etc. Be careful for the future. "You like my letters"—eh ? – I'm flattered—very much flattered—and gratified—I have done with Tom's "Life of Byron."—The chapter, wherein the death of my noble favourite is detailed, drew forth tears from me rather in an abundunt degree. But who the d— I can read that part of Tom (excellent fellow !) without shedding tears ? I send you the book and it is my particular desire,—(mind you must obey me, as I do you) *that you should read this book thro' at the expense of anything it might cost you.* It belongs to M. Here is a letter for him; give it him when you see him at College. By the Bye—how are you getting on, ye Collegians ! H. C. is an earthly "Pandimonium" with his d—d Satanic majesty K—r at the head of its vile occupants ; (*you* and a few others excepted, of course). But to depart from this, are you coming to the M. I., this evening ? An "ay—or nay" is all that I require for an answer. We will meet there. Pray answer the last question about going to M. I. and believe (as usual) Yours ever.

P. S. Send me Tom's Byron's life. I can assure you—it will well repay the trouble of a perusal. So interesting it is, that nothing can be pleasanter—at least *to me* than its pages ; —full of every thing to make the reader—gay—sad—thoughtful and so forth.

P. S. 2nd. My resolution (of not going to College during D. L. R's absence) now and then gives way to the desire of going and enjoying *your campany* there. But that is foolish—is n't it—eh !—what do you say ?

P. S. 3rd. I intended to write you a short letter, as you are, so I opine, by this time, quite disgusted with my long ones ; but so Fate wills and let her will be done.

My dear Gour, *Kidderpore, 27th Nov. Midnight.*

It is the hour for writing love-letters since all around, now, is love-inspiring. But, alas ! the heart that "Melancholy marks for her own" imparts its own morbid hues to all

around it: and how can I, the most wretched being, on whom yon "refulgent lamp of night" now shines, write love letters or gay letters? You don't know the weight of my afflictions; I wish (Oh! I really wish) that somebody would hang me! At the expiration of three months from hence I am to be married;—dreadful thoughts! It harrows up my blood and makes my hair stand like quills on the fretful porcupine! My betrothed is the daughter of a rich zemindar; —poor girl! What a deal of misery is in store for her in the ever inexplorable womb of Futurity! You know my desire for leaving this country, is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it—in the course of a year or two more, I must either be in England or cease "to be" at all;—*one of these must be done*! You are my friend, Gour! I disclose these secrets to you, without the slightest fear of their ever seeing the light: *You are a gentleman.* Hitherto I kept these secrets even from you. But now I cannot; I want sympathy—and to whom am I to look for it? I won't go to College to-morrow; excuse me for this piece of haughty disobedience. You are loved and honoured and ever shall be so. I will show you my wretched-self, now and then; —but to College—I will not, I cannot go. I hate the d—d fellow K—r. He wounded my feelings. By the Bye—what do you mean by writing to me—"I will act the part of a friend"—? Upon my word, I don't understand it; you really *mistify* me; explain this fully. If you don't go to College to-day, let me know of it. Perhaps I might give a call on you—but if you have nothing of importance to keep you away, pray *do go.* Don't absent for my sake, that would be quite silly—foolish. Remember me to Madhub and Moti. Give my love to both of them. Pray send me my Tom Moore, and that volume of your Shakespeare which contains his Othello and Hamlet. If Othello and Hamlet are not in one volume, send me the two that contain them: and believe me.

Yours affectionately.

LETTERS WRITTEN AFTER CONVERSION.

[1843 A. D.]

My dear Gour Dass,

"He is a friend indeed,—who helps you in need" says the Proverb. Well I'm "in need" and if you are my "Friend indeed" show it now. Do you think I want to borrow money from you ? Do you think I want to tease your interest with friends to procure me anything.—No. No. No. Nothing of the sort—Don't startle. Alas ! I am *Alone* ! and am "in need" that is I want company. Well ! will you come and pass this day with me ? *I am almost sure you won't*, but still as you profess to be my *friend* I think it something like duty in me to inform you that I am dreadfully "in need."

Old Church 1843. Yours very, very affectionately.

Belovedest,

Most dearly-loved and much-valued Friend. What's the matter with you ? Can't you write a few lines to me ? Do not forget me, for by that you break a most solemn and oft repeated promise. There are some copies of my hymn. Give one to Mr. Kerr with my respects. If you like to write to me send your letter to the care of the Revd. K. M. Banerjea, Christ Church. Give my compliments to Bholanath if you see him.

1843

P. S. Excuse haste. Yours as ever the same.

My dear Friend,

I am sorry to say that I did not read your very kind letter (of this morning) till many hours after your man left it here, I was fast asleep when it came to hand. What a pity my dear fellow ! However here are 3 pickets for you, I ought to have had 16 but they've sent me 8. Wait, I will not let it pass with silence. What treachary—What false-hood ! what abomination ! Yours.

P. S. You write on the back of your letter "To Christian M. S. Dutt from G. D. B." *I do not like it.*

My dear Friend,

Thank you for your kind note. Just drop me a line or two in the morning previous to your and friend Madhub and Gour's honouring me with a visit. I would beg of you three to come in *full dress.* Id est quite *Mirza-like*, (Hindustanee dress I mean) as the place we shall have to go is a European's. Don't fear publicity, it is as private as the inmost core of old Nick's heart.

Remember me to M and belive to remain yours eternally.
P. S. Excuse paper, haste and all.

LETTERS WRITTEN FROM THE BISHOP'S COLLEGE
[1844 to 1847 A. D.]

My dear Gour,

It is very lucky that our *Michaelmas vacation* commences from 9 o'clock to-morrow. I shall be most happy to do anything for you. If you want me, just let a carriage wait for me either at Baboo's or the Kidderpore ghaut precisely at 9 o'clock,—the latter place would be more convenient. As it is Sunday, I cannot write to you at any length, so good bye.

Bishop's College.
17th August. } Yours ever the same.

My dear Friend,

Here's the pamphlet which contains (not "Mr. George Thomson") but an article about him. I am very much obliged to all your friends. I would be very glad to see them at any time you would appoint, except Sundays and Thursdays. Yours.

I do not like "My dear Christian Friend M. etc."

My dear Gour,

I am really sorry to say that for various reasons I have suffered our last vacation to pass without giving you a call. I cannot, of course, call on you now, as it is term-time with us. I shall be most happy to see you whenever you come down. We will talk over the subject of your examination as soon as you come down to see me. As for

your Sircar, I do not know Mr. C. C. Dutt at all. I only saw him once about 3 years ago. However, I know others who know him well, and if I can manage to procure him a letter, will try my best to do so. Come over as soon as you can, and you will know the result of my interference on behalf of your Sircar. By the Bye, if you still possess a book called "Sohorab" or some such thing—a translation from the Persian of *Ferdouse Toosee* by a Mr. Robertson of the Bengal Civil Service, send it to me as soon as you *possibly* can. I hope I have given you a correct description of the book. If not, you must try to find it out yourself.

As it is already past Seven, I must go to dress. Come over as soon as you can and don't disappoint.

20th July, 46. Yours as Ever.

P. S. I once sent a man to your house but he could not find it.

My dear Gour,

Since I last heard from you I have been almost half dead with all manner of troubles. I shall be happy—very happy indeed to see you. Come to-morrow at 11 o'clock It's the only day I can promise you for several weeks. to come. If your business is urgent, come by all means. Is it true that *Buncoo* is dead ? poor fellow ! I heard of it only the other day ! If you come to-morrow, send your man with a note by 5 o'clock in the morning that I may be prepared to receive you. How are you, old fellow !

Bp's Coll : 19th May, 47. Yours as Ever.

LETTERS WRITTEN FROM MADRAS.
[1849 A. D.]

Madras Male Orphan Asylum.
Black Town, 14th February, 1849.

My Dearest Friend,

By My truth you wrong me ! It is impossible for me to forget you—and you may rest assured that I have often and often thought of you with feelings of deeper love than many whom I know. When I left Calcutta, I was half mad with vexation and anxiety. Don't for a moment think that *you alone* did not receive a valedictory

visit from me. I never communicated my intentions to more than 2 or 3 persons. Since my arrival here, I have had much to do in the way of procuring a standing place for myself,—no easy matter, I assure you,—especially, for a friendless stranger. However, thank God, my trials are, in a certain measure, at an end, and I now begin to look about me very much like a commander of a barque, just having dropped his anchors in a comparatively safe place, after a fearful gale !—Here's a simile for you, my boy !

Your information with regard to my matrimonial doings is quite correct. Mrs. D. is of English parentage. Her father was an indigo-planter of this Presidency ; I had great trouble in getting her. Her friends, as you may imagine, were very much against the match. However, "all is well, that ends well !" I am sorry to hear of your severe loss, but, I trust, you have sense enough not to murmur against One whose wisdom is infinite and who is—merciful God ! You will, I am sure, be surprised to hear that, though beset by all manner of troubles, I have managed to prepare a volume for the press. This will be my first regular effort as an author. Tho volume will consist of a tale in two cantos, yclept the "Captive Ladie" and a short poem or two. I must give you a description of my "Captive." It contains about twelve hundred lines of good, bad and indifferent octo-syllabic verse and (truth, 'pon my honour !) was written in less than three weeks.

I wrote it for the pages of a local paper, the editor of which, one of the most eminent in India, has been blowing my trumpet like a jolly fellow. It has excited great attention here, and many persons of superior judgment and acquirements have induced me to republish it in a *bookish* form. So, the printer's Devils are already at me. Now, my dear fellow, I have to ask a favour of you, I am publishing my book by subscription. There are very few persons here whom I know ; consequently I cannot expect to cover the expenses of printing (very great in Madras), by what the book will fetch here. Can't you get me a few subscribers ? I am sure, if you try, you will succeed. Two Rs. per copy is the charge. Surely you will get, at least, 40 even from amongst our old school-fellows. Let me know, before the beginning of next month, the number of copies you want. I have a capital opportunity of sending them without incurring any expense whatever. A gentleman (one of the

students of Bp's College), who is now here on a visit to his father, has kindly promised to take as many copies as I wish to send with him. He leaves Madras by the middle of next month. Now old boy ! show me how you love me. I declare to you solemnly that I do not wish to make any profit by it. All that I wish, is just to escape loss. Circumstanced as I am, it will not do for me to get into debt. Where are (I) B. B. Dutta, (II) Hurry, (III) Bhoodeb, (IV) Sham, (V) Soroop, etc. ? My kind remembrances to them. Won't they get me a few subscribers. I trust you will not lose a moment in forwarding my views. I have written to Mr. Montague of the H. College to get me a few subscribers, so much for business.

I say, old Gour Dass Bysack ! can't you send me a copy of the Bengali translation of the Mahabharut by Casidoss as well as a ditto of the Ramayana,—Serampore edition. I am losing my Bengali faster than I can mention. Won't you oblige me, old friend, eh, old Gour Dass Bysack ?

As an equivalent, send the following to Bp's College, you will get all the books, I have left behind me. Cut off the above and send it in a cover. Now, don't disappoint. You can easily ship the books or get them sent to the care of some house of agency here. I am ready to pay the freightage. What more, just now, my dear fellow ! When I have time, I shall give you a full detail of myself. So, let me conclude, now, with the real, heart-felt, true, sincere, assertion that I am Ever yours affectionate.

P. S. I write this from my place of business, (to which address) so that, as soon as I go home, I shall communicate all that you say to Mrs. D. I have no doubt but that she will feel highly flattered. She is a very fine girl. Old boy, if you see Mr. Ghose, please give my respects to him. What are you doing with yourself now ? Are you employed any where or "cutting it fat"—eh ?

Madras, 19th March, 1849.

My Dearest Friend,

I hardly know how to thank you for your letter ;— accept my best thanks for your exertion on my behalf. I have just heard from my old friends—Buncu, Soroop and Bhoodeb. I shall write to them as soon as I have time. Pray, tell them so with my kind love. The "Captive" is nearly ready—I am going to dedicate it to

George Norton Esqr. the Advocate-General of the Presidency and a great encourager of Literature. I wrote to him for his permission to dedicate the Poem to him and sent the whole of the 1st and part of the 2nd Cantos for his perusal. You have no idea what a kind and flattering reply I got from him. He says he will consider it an honour to have a work "exhibiting such great powers and promise" dedicated to him. I have great hopes from his patronage. I wonder how the Calcutta-critics will receive me.

You are right.—I ought to have sent a prospectus to you. However, better luck next time ; it is too late now. I have, (would you belive it ?) commenced and written greater part of the 1st canto of another Tale ! If I can work out my thoughts, it will be a glorious Poem, I promise you. I write this with a severe headache, so you must excuse my blunders. So, old Bhoodeb has got into the Madriassa. He is a nice fellow,—I always thought so. Has Soroop commenced merchant on his own account, or is he still under his brother ?

As for me, I am a poor 'usher'in a poor school—viz. "the Madras Male Asylum for the children of Europeans and their descendants";—all my pupils are Europeans and East Indians. I dress like them, both on account of my good lady, and the situation I hold. Did you ever see me in my European clothes ? I make a passable "Tash Feringee." Talking of my good lady puts me in mind of the introduction of the "Captive" addressed to her. I give you a few specimens. Let me know what you, Buncu, S, and Bh. think of them.

Oh ! beautiful as Inspiration, when
She flls the poet's breast, her faery shrine,—
Woo'd by melodious worship ! welcome then,—
Tho' ours the home of want,—I ne'er repine :
Art thou not there, e'en thou—a priceless gem and mine ?
Life hath its dreams to beautify its scene ;

And sun-light for its desert : but there be
None softer in its store—of brighter sheen—
Than love—than gentle love, and thou to me
Art that sweet dream, mine own, in glad reality !

Are these readable, old fellow ? I shall give you two stanzas more. The introduction contains eleven.

* * * * *

* * * * *

I am too lazy to write more. You must wait till the appearance of the Poem itself. If I meet with a favourable reception from the public for my "Captive," I shall come out again before the pot cools. All that I want to make me a regular man of letters, is a decent situation, with a few hundreds a month. Who will glve it me ? Is there none in India ? Time will show !

Excuse this foolish letter,—I am sure it's very foolish—full of nonsense, egotism and what not ? I trust it won't give you a head-ache to read it. With kindest regards to all,

I remain, my Dearest Friend, Your affectionate.

P. S. Where's Hary ? I say Gour, did you ever see friend Bhoodeb's mother ? Do you know that I have not yet forgotten her Queen like appearance, though it is 8 years since I saw her and that, too, only once ? When I think of an Indian Princess, I think of Bhoodeb's mother and an aunt of mine, now dead. She *was* or *is* (which ?) one of the handsomest Bengalee ledies, I ever saw. I shall embody my recollection of Bhoodeb's mother and my aunt into my next heroine. Pray, tell Bhoodeb that when he gets my Poem, he will be surprized at my knowledge of Hindu Antiquities, for it is a *thorough* Indian work, full of Rishis—Calls—Lutchmees—Camas, Rudras and all the Devils incarnate, whom our orthodox fathers worshipped. The 1st canto contains an episode called the "Raj-shooya Jujnum" with a terrible battle and "a' that." Adieu !

My Bp's College friends have beaten you. To your "18" they have "25." Dost Comprehend ? eh ?

Madras, 27th May, 1849.

My dear Bhoodeb,

Having a few moments to spare, I sit down to devote them to one of the pleasantest tasks I could think upon, namely, writing to you.

When I received your thrice-welcome letter, I was too busy to reply. The conception, birth and growth of a new Poem have hitherto deprived me of that pleasure,—for pleasure it is, I swear to you.

This same new Poem is not entirely finished. I have just got upwards of 12 or 13 hundred good, bad and indifferent verses, yclept the heroic. More of this anon.

Now, my dear fellow, I hope you know that silence is, in some cases, more expressive than the loudest shandy, because I don't mean to trumpet out the joy, I feel, at the resurrection (so to call it) of our friendship.

Have you—Oh ! have you received the d—d "Chptive Ladie" ? By Doorga—I am mad with vexation. If you have any Christian charity, (tho' a Heathen rascal) tell me something about it.

I have just received a letter from Gour in which he is in the clouds. Do tell him, that in order to induce my highness to put pen into paper for him again, he must write to me a long—long letter, all about my poem.

When you get my poem, I hope, you will re-write the Notes and enlarge them. I trust much to your knowledge of Hindu Antiquities. I have some intention of republishing it in London with my new Poem. Can't you quote Sanscrit authority for all I say ? Do write a learned Essay "garnished with Sanscrit and other quotations on the Rajshooya Jujnum." I shall acknowledge it publicly.

The Captive has met with a pretty fair reception here. Make my salams to the two Mahomedan gentlemen—especially my old frinend, Abdul Luteef. He is a clever fellow, isn't he ? Does he drink grog and eat pork, or is he still a—Bismillah sort of a chap—eh ? Has the learning of the Feringees done anything in that way ? Let me know all about yourself. How is your good mother ? Are you married ?

My wife is annoyed with me for calling you a "Heathen rascal." I know you better than she, of course. More anon. Ever your affectionate.

P. S. I send this letter bearing,—Don't fail to return the compliment. My bank is just dry. Tell Master Bysack to send a copy of the "Captive" to Ram Chandra Mittra and another to Mr. Bethune,—if he thinks it proper, and let him write to him and send me his reply, provided he sends any.

Madras, 5th June, 1849.

My dear Gour,

I find that your "Hurkaru" has been somewhat severe with me. Curse that rascal, his article reached me like a shaft which has spent its force in its progress. Know,

O thou noble youth, that I have girt my loins to do battle manfully, even as a gallant knight, who seeks the loftiest guerdon on this earth—the Poet's crown of laurel-leaf! Methinks, that after the praise, I have received from some whose claims to bestow them are indubitable, I can afford to stand a little abuse.

I am anxious to know how my friends like the book. I will not do them the injustice to suppose that the critique of the "Hurkaru" has, in any way, prejudiced them against me. It is an unpleasant thing, Dear Gour, to have any thing to do with the "many-headed," especially, in the way of literature. Remember that no man is willing to allow the palm of superiority to another, unless actually forced to do so. Anything like an acknowledgement of merit *must be wrung out* by patient perseverance. Don't you be cast down to find your friend handled so roughly. I have written to Messrs. Bhoodeb and Soroop who, I doubt not, will communicate to you the contents of my imperial despatches.

I had intended to have written to you a long letter, but, having some business to attend to, I must disappoint myself.

You are welcome to send a copy of the "Captive" to our old tutor, Ram Chandra Mitter, with my respects.

If you have succeeded in collecting any money, have the goodness to forward it through some house of Agency. My printer is almost clamorous. With best regards, Ever yours aff'ly.

P. S. Send me all the opinions of the Press (if there be any) post *not*-paid. I don't want the "Hurkaru." Do look out for the "Review."

Madras, 6th July, 1849.

My dear Gour,

I received your voluminous and thricewelcome despatch, yesterday, containing sundries. All right my boy. You seem to consider the "Captive" a failure, but I don't. For look you, it has opened the most splendid prospects for me, and has procured me the friendship of some whom it is an honour to know. You will, I am sure, be surprised—agreeably surprised to hear that, a short time ago, I was sent for by the advocate General, Mr. Norton. The old man received me as kindly as I could expect, and

after making enquiries about my prospects and so forth, told me that he was going to procure for me Govt. employ of an infinity more respectable and lucrative kind than my present place. It seems, they are going to establish Provincial College, like our Dacca, Benares, Hooghly affairs etc. I have the promise of a Head-mastership or an Inspectorship. Mr. Norton said that he was happy to see me in Madras, because (I give you his own words) had I been in Calcutta, the many accomplished individuals who are to be found there, would have kept me at bay—if not altogether,—at least for sometime, whereas there is not the least fear of that here. We correspond like friends, and he has given me a most valuable number of classical works, as a "token of his regard." He has moreover introduced me to E. B. Powell, Esqr.—the head-master of the University here. I paid a visit to Mr. Powell a short time ago. You have no idea what a good man he is. The University is a sorry building, and has nothing in the shape of a good Library. If you make up your mind to come to Madras, I hope to be able to serve you. Why should I, my friend, consider the poem which has done all this for me a failure? You know that when I came here I had no friends; but now, many a barbarous villain, born and bred here, would be glad to be in my shoes. "Fortune" says the Latin Poet, "favours the brave."

Pray let me have the money as early as you can. Get good old Sham to get an order from Bagshaw & Co. to Bainbridge & Co. of this city, for such a sum to be paid at sight to the high and mighty M. Dutt. Esqr. & Co. or order. So much for business. Printing, my friends, is as dear, here, as possible. What could I do? My printer is impatient, I am sure you can ask some friends to get you a few purchasers. I make you my plenipotentiary to sell the books at any rate you like; only let me have mony to pay my printer. As regards my liabilities to the public Library, I am not aware of owing them anything, beyond some money which I had promised to pay them as *a donation.* Your friend must wait till I am better off. It would be absurd for a poor Devil to be discharging his debts of honour, incurred when he was in prosperous circumstances, at a time, when he has scarcely the necessaries of life to bless himself with. You must tell your friend that I shall make arrangements as soon as I can and have the means to do so. You astonish me by saying that old Banquo has not been written to, by me. What has he done with the letter. I worte to him some

months ago, addressed to your care ? I have never heard from him since.

As regards Bethune, here goes ;

"Sir, I have the honour to send for your kind acceptance the accompanying little volume, as a humble, token of the author's gratitude for your philanthropic endeavours in the service of this country. I cannot omit this opportunity of saying how much my own feelings towards you resemble those of my friend, and how cheerfully and seriously, I subscribe myself, Dear Sir, your most obedient and grateful servant—etc."

This is neat and *pertinent*. Ram Tanu must wait. He. is indeed a good fellow. I am glad you are becoming intimate with Walker. He is a fine fellow. And now, my good Gour, I must tell you that you are wrong, very wrong, in talking of my mother and myself in the tone you have adopted. I tell you that in this world we have all to cut out paths for ourselves. How can you then expect a fellow to be in his mother's apron ? I hope you will make up your mind to come to Madras. I tell you I have every hope of being of some service to you.

Do send me the parcel sent by my mother. There are ships coming to Madras daily. Address it to me, and let me have the bill of lading. I do not think it will cost much.

You told me that some persons find fault with some portions of my poems ; which are they ? I mean passages. I am sure you are disappointed by my poem ! *I feel it.* Remember, my friend, that I published it for the sake of attracting some notice, in order to better my prospects and not exactly for Fame. However what is done, is done. Look out for the Review. As regards my other publications, you shall hear of them by and by I am above being cast down. I tell you the "Captive" has Produced a favourable sensation here.

Do you know that I expect to be a father soon ? Heigh ho ! my stars are brightening, I trust, I have answered every thing in your letter and that you will never cease to believe me.

Ever your affectionate.

P. S. Send my love to Mr. Walker and tell him to write to me. I left a Persian book behind me in Bp's College. Ask Mr. Walker to send that book to you, and do you

enclose it in my mother's parcel. I am glad you have made up your mind not to marry again. Be independent, first, as regards money.

18th August, 1849

My Dearest Friend,

Accept my best thanks for your kindness. You have, in a great measure, saved me from something like a grave. How can I thank you sufficiently. The books are all safe and sound. You will be glad to hear that my wife has just given me a little daughter. So I am a father.

Your anxiety to ascertain this portion of my affairs, is what one would take in favour of one's heart's best brother. I shall enter into particulars regarding them at some other time. I am badly off and have hardly anything to jingle in my pocket. Beg I must not. My wants, at present, are of such a nature as philosophy cannot justify. I have a great deal to say about Mr. Bethune's.

You must look upon me as a most unthinking father if you are under the impression that I do not think ardently, and uninterruptedly on such a subject. Perhaps you do not know that I devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine; 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 School, 12—2 Greek, 2—5 Telegu and Sanskrit, 5—7 Latin, 7—10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers? For the present you must excuse my brevity.

Yours most truly and aff'ly.

P.S. As soon as you get this letter write off to father to say that I have got a daughter. I do not know how to do the thing in Bengali. I am sorry for B—; I heartily give him credit for the possession of a strong mind. I shall do what you desire with reference to your school (for which I congratulate you) by and by.

LETTERS ON PERSONAL BUSINESS WHILE AT POLICE-COURT CALCUTTA.

[1856—1862 A. D.]

Sunday, *17th February*, 56.

My dearest Gour,

A thousand thanks for the Bank note of 50 (Fifty). Thou art a thundering jolly dog. I hope to see you to-morrow.

In haste, ever yours affectionately.

My dear Gour,

I do not know why you have not called to see me. Perhaps you are busy about your memorial, and also making up for your long *fast* in various departments, eh ?

My Pleader writes to me to say that the Principal Sudder Ameen having heard of your return to Town. has expressed a wish to examine you as early as possible and that too without the ceremony of a Subpeena. Can you conveniently go over to Alipore early next week ? If you meet me at the Society's rooms between 12 and 1 o'clock next Tuesday or Wednesday, I shall drive you over and get the thing done. What say you !

Friday. Yours as Ever.

My dear Gour,

I have of late written more than once to you without receiving a reply. I trust this letter will meet with better fate.

The Principal Sudder Ameen has fixed on the 3rd *Proximo* to decide the case and unless you give your evidence either to-morrow or at the latest day after to-morrow, I shall be a *serious* sufferer and I am sure *you* would not cause me any loss.

Do tell me if you will come to the Alipore Court to-morrow and if so at what time. I am saying I cannot go with you to-morrow, but I think I can the day after. However, if you come up to the court say by 2 P. M., to-morrow, I shall be there to receive you. For Heaven's sake, my dear

fellow, do let me know what you intend doing. If you do not go, I sall run every risk of losing my poor mother's jewels.

Sunday. Ever your affectionate.

P. S. I suppose you have heard of poor Issur Chunder's death ! God rest his soul !

Monday.

My dear Gour,

If you could keep away from office to-day, I shall be glad to take you up and go to Alipore *after* 1 o'clock—for *before* that hour, I do not think I shall be able to leave the Police. If not, would you come up to Alipore between 2 and 3 P. M. ? I shall be there to meet you and bring you home in my gharry. I would rather that you kept away from office to-day, reporting yourself (if you have to report) as absent under a subpeena from Alipore. You can then come up to the Police about 1 o'clock and away we go like a pair of merry blades ! Please reply and believe me.

Ever your affectionate.

LETTERS ON LITERARY SUBJECTS.

[1858—1862 A. D.]

Sunday.

My dear Gour,

You must excuse me for not complying with your request. The fact is, I do not like the idea of showing my play to our friends, in so incomplete a state. However, as I have promised, you shall have the first three Acts by the end of this week.

Ram Narayon's "version", as you justly call it, disappoints me. I have at once made up my mind to reject his aid. I shall either stand or fall by myself. I did not wish Ram Narayon to recast my sentences—most assuredly not. I only requested him to correct grammatical blunders, if any. You know that a man's style is the reflection of his mind, and I am afraid there is but little congeniality between our friend and my poor-self. However, I shall adopt some of his corrections.

If you should speak of the drama to your friends, when you mee them to-day, pray, don't say a word about Ram

Narayon. I shan't have him. He has made my poor girls talk d—d cold prose.

I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama ; But if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care you if there be a foreign air about the thing ? Do you dislike Moore's poetry because it is full of Orientalism ? Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism ? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and *modes of thinking* ; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything sanskrit.

Do not let me frighten you by my audacity. I have been showing the second Act, already complete, to several persons totally ignorant of English, and I do assure you, upon my word, that they have spoken of it in terms so high that, at times, I feel disposed to qnestion their sincerity ; and yet I have no reason to believe that those men would flatter me.

In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes. I may borrow a neck-tie, or even a waist coat, but not the whole suit.

Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old rascals in the shape of Pandits. When you see Jotindra and the Rajas, puff away —there's nothing like that to raise the price of an article in the market. I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences—the Devil !! I would sooner burn the thing. Yours, as usual.

My dear Gour,

I owe you an apology for not having replied to your kind letter so many days. But I have had but little time to devote to my friends. The present Magistrate Mr. Wray is such a d—d slow coach that cases which a smart fellow would get through in an hour and half, occupy four or five hours of his time. However, this chap is going away to Small Cause Court, and we are to have Mr. Briefless Fagan.

You will be glad to hear that, in a pecuniary point of view my mind is quite at rest just now ; our *noble* friends—noble

in every sense of the word—I mean the Rajas, having heard of my distress, have helped me to get out of most of my liabilities, by advancing me a considerable sum of money. They became aware of my unfortunate circumstances through my good friend, old Sreeram. The next time you write to the Chota Raja, pray, don't forget to thank him for having saved your poor old friend from much anxiety of mind by his princely munificence—don't tell him that I desire you to do so.

I have nearly finished the translation of Sharmista. If I am to believe all those that have already seen it—and among them are the Rajas and Tagore, it will materially add to the little reputation Ratnavali has given me. Every one says it is superior to that book; as for the Bengali original, the only fault found with it, is that the language is a *little* too high for such audiences as we may expect *now* to patronize it. This I need scarcely tell you, is nothing; for if the book is destined to occupy a permanent place in the literature of the country, it will not be condemned on this head; twenty years hence, for every one is learning Bengali. To tell you the candid truth, I never thought I was capable of doing so much all at once. This Sharmista has very nearly put me at the head of all Bengali writers. People talk of its poetry with rapture. But you must judge for yourself.

Now that I have got the taste of blood, I am at it again. I am now writing another play. Sometimes ago, I sent a synopsis of the plot to the Rajas, and they appear to be quite taken up with it. The first Act is finished. J. M. Tagore has written to me to say that it is "indeed I very good." If can achieve myself a name by writing Bengali I ought to do it. But I have said enough of self, a d—d unpleasant subject.

There is to be no Sndder Examination this year, and I am undecided as to what I should do. My friends think that I should keep quite, till Sharmista is brought out and makes me "Famous."

How do you like Balasore? I would give anything to be posted near the sea and in a country where I could at times catch glimpses of distant mountains, the two noblest objects in creation !!

What is the distance of the sea' the sea, the open sea from where you are located? Do you hear its mighty roar, cease-

lessly sounding? To me it is a familiar voice, but God knows if I shall ever hear it again.

I must now conclude for it is getting late. I want you to tell me where you lodge, who are your new friends, what sort of food you get, whether you have any to amuse yourself with now and then? and all such domestic information.

19th March, 1859. With kind regards, ever yours.

No. 6, Lower Chitpore Road.
24th April, 60.

My Dear Raj Narain,

I have seen your two letters to our friends Rajendra and cannot persuade myself to remain silent. You deserve my warmest thanks for encouraging me, for, you are, decidedly, one of the "Representative men" of the day, and your opinion may be fairly looked upon as an earnest of the future. Forgive my vanity if I believe that the approbation of such scholars as yourself and about half a dozen more in the city, is a sure guarantee of the future fate of the poem.

Tilottama will be published, soon in the shape of a volume. Perhaps you don't know that it is in Four books. Jotindra Mohan Tagore, at whose expense the work is being printed, (for I am as poor as a good poet ought to be!) seems to think that the last Book is the best. You will soon, however, have an opportunity of judging for yourself. The book will come out soon, but the question is how many will read it. It is a pity you are not in Calcutta. If you were, I should have teased you to give lectures on the work. That would no doubt have gained it some readers. I am afraid you think my style hard, but, believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the "barren rescals" that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration! Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the ***toughest*** of poets—I mean old John Milton! And Virgil and Homer are anything but easy. But let that pass. You no doubt excuse many things in a fellow's First poem. I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a

strain very different from that of the man of Krishnagar—the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius.

As a scribbler, I am of course proud to think that you like my Farces, but, to tell you the candid truth, I half regret having published those two things. You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, classical Dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have Farces. I don't know if you have seen "Sarmistha" or if you have what you think of it. There is another Drama of mine which will be soon acted by a company of Amateurs. It is also written on the classical model. As soon as it is out of the Printer's hands, I shall send you a copy and you must let me know what you think of it. If I am spared, I intend to write 3 or 4 more plays of the classical kind, just to give our countrymen a taste for that species of the drama, and then take up historical and other subjects. The subject you propose for a national epic is good—very good indeed. But I don't think I have as yet acquired sufficient mastery over the "Art of poetry" to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime, I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I don't trouble my readers with *vira ras* (বীররস.) Let me write a few Epiclings and thus acquire a *pucca* fist.

Perhaps you do not know how I am situated here. Let me tell you that if I were not truly "smit with the love of sacred song" I should throw poetry to the dogs! I am studying Law for the Sudder. Law and Poetry! Do you remember the lines in Pope?

> "A clerk foredoomed his father's soul to cross,
> Who pens a stanza when he should engross!"

Well—I am that man. though I have no father I am, besides, engaged in litigation with a score of people for my paternal property. But "n'importe" as the French say, I have a brave heart and mean to fight my battles bravely. I would sooner reform the Poetry of my country than wear the imperial diadem of all the Russias.

I do not know what European told you that I had a great contempt for Bengali, but that was a fact. But now—I even go the length of believing that our Blank Verse "thrashes

the Englishers" as an American would say! But joking apart, is not Blank-verse in our language quite as grand as in any other?

I enclose the opening invocation of my "মেঘনাদ"—you must tell me what you think of it. A friend here, a good judge of poetry, has pronounced it magnificent. By the Bye, I have a small volume of odes in the press. They are all about poor old Radha and her বিরহ. You shall have a copy as soon as the book is out of the press.

I suppose I must conclude here. Don't forget to write to me; at any rate, don't hesitate to believe that I am.

Your affectionate old friend.

My dear Raj Narain,

I ought to apologise to you for not having replied to your kind and welcome letter so long; but I must warn you not to expect anything like regularity in me as a correspondent. I am by nature a lazy fellow, besides, I have a great deal to do. I have my office-work to attend to; I generally devote four or five hours to Law; I read Sanskrit, Latin and Greek and scribble. All this is enough to keep a man engaged from morn to dewy eve and so on. However, here you are—as I have just half an hour to devote to the pleasant task of writing to an old friend whom I have at last learnt how to value.

Some days ago I wrote to my publisher to send you a copy of the new drama; I am very anxious to hear what you think of it. I am of opinion that our dramas should be in Blank-verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees If I should live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models. That would be founding a real National Theatre. But let me know what you think of Padmavati. I am sure I need not tell you that in the First Act you have the Greek story of the golden apple Indianised.

Tilottama is printed, though the Printer has not yet sent it out. You shall have a copy as soon as possible. As I believe you are one of the writer of the Tattwabodhini Patrika, will you review the Poem in the columns of that Journal? That would be giving it a golly lift indeed. If you

should review the work, pray, don't spare me because I am your friend. Pitch in into me as much as you think I deserve, I am about the most docile dog that ever wagged a literary tail!

I feel highly flattered by the approbation of your wife. She is the first lady reader of Tillottama and her good opinion makes me not a little proud of my performance. I did not read that part of your letter to Rangalal, who is often with me, for we were boys together at Kidderpore and he used to call my mother (God rest her soul!) mother. He is a touchy fellow, but, I have no doubt, is ready to allow that, as a versifier. I ought to hang my hat a peg or two higher than he. My opinion of him is—that he has poetical feelings—some fancy, perhaps, imagination, but that his style is affected and consequently execrable. He may improve. Tilottama seems to have created some impression on him, as you will find in his very next poem.

I am glad, my dear fellow, that your domestic discomforts. are gradually disappearing. I pray God to bless you and make you happy. You fully deserve to be so, for you are an honest-hearted and guileless fellow, full of enthusiasm and in some points what the world in its wisdom would call—a fool. You may rest assured that I am longing to see you.

I am going on with Meghanad by fits and starts. Perhaps the poem will be finished by the end of the year. I am glad you like the opening lines. I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it. When you get your copy of Tilottama you must send me a regular Aristotelian letter about the fable, the characters, the sentiments and the language. You must also review it in such a way (publicly) as to initiate our countrymen into the mysteries of a just and enlightened criticism. What a vast field does our country now present for literary enterprise! I wish to God, I had time. Poetry, the Drama, Criticism, Romance—a man would leave a name behind him, "above all Greek, above all Roman fame." I wish you would take up the subject of criticism. Aristotle, Longinus, Quintilian, the Sahitya-Darpan, Burke, Kames, Alison, Addison, Dryden and a host of others, not forgetting old Blair's lectures or the German

Schlegel. If you don't read Sanskrit with ease, get a Pandit to work under your direction.

Where is the fat old Deputy Magistrate of B—now? I have not written to him for a long time and that is why he is vexed with me. Pray send him my love. That, I hope, will soothe his irritated feelings as a tub is said to do with reference to a whale or Leviathan.

When do you mean to come to Calcutta? By the Bye, can you induce the Educational Superintendent of your side of the world to take Tilottama by the hand for the higher classes of your school? With you for a teacher, the book is sure to make a tremendous impression.

You must know, my good friend, that I am in mourning for a relative of my wife's—that died in England five months ago. I am sorry I have no news to give you. I lead the life of a recluse, conversing with the mighty dead through the medium of their works and caring as little for the living world as possiable. I hate most of the newspapers of the day—Native and English. They do contain such rubbish! And now adieu, my dear fellow. Write to me always but don't expect me to keep pace with you. Gour has given me up as a hopeless job. Pray, don't follow that fellow's example. With sentiments of the sincerest affection.

15th May, 1860. Ever yours most sincerely.

P. S.—Your good wife, by the bye, is not the first lady-reader of Tilottama. The author's wife claims to have read it before her.

My dear Raj Narain,

The Tilottama is out. I have ordered Messrs I. C. Bose & Co., to send up a copy to you. As soon as you get the book, you must sit down and read it through and then tell me what you think of it. I am not a man to be put out by any amount of adverse criticism, especially, when that criticism is from an honest friend, who wishes me well.

The want of what is called "human interest" will no doubt strike you at once, but you must remember that it is a story of Gods and Titans, I could not by any means shove in men and women.

You want me to explain my system of versification for

the conversion of your sceptical friends. I am sure there is very little in the system to explain ; our language, as regards the doctrine of accent and quantity, is an "apostate", that is to say, it cares as much for them as I do for the blessing of our Family-Priest ! If your friends know English, let them read the Paradise-Lost, and they will find how the verse, in which the Bengali poetaster writes, is constructed. The fact is, my dear fellow, that the prevalence of Blank-Verse in this country, is simply a question of time. Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank-verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the Language. My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune and then you will find out what it is.

Your opinion about Padmavati is very gratifying, indeed. Baboo J. M. Tagore sticks out for Sharmistha. But as you have not seen the latter play acted, you can not be so warm in her favour as J. M. T. When Sharmistha was acted at Belgatchia the impression it created was indescribable. Even the least romantic spectator was charmed by the character of Sharmistha and shed tears with her. As for my own feelings they were "things to dream of not to tell." Poor old Ram Chandra Mitter was mad and grasped my hand, saying "why, my dear Madhu, my dear Madhu, this does you great credit indeed ! O, it is beautiful !"

I sent your message to Rajendra some days ago. He thinks you are angry with him, because he has not yet replied to your last. Now; know, good youth, that the fault is entirely mine, I have got that letter and refused to yield it up to the jolly youth of Sunro, because it cantains your suggestions about the "সিংহলবিজয় কাব্য" and which said suggestions I wish to preserve for future use. I hope you will write to Rajendra—to say that you are not angry with him. I have promised to make peace between you ; pray, don't let me find that I have no influence over you at all.

Rangalal says, he never received your letter. He is very proud of your approbation : of course, I have, not told him what you and I think of his prose. He is a very touchy fellow, more so than a sensible poet should be. He is writing another tale about Rajputana. Byron, Moore and Scott form the highest Heaven of poetry in his estimation. I wish he would travel further. He would then find what "hills peep o'er hills"—what "Alps on" "Alps arise !" As for me, I never

read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil, Kalidas, Dante (in translation). Tasso (Do) and Milton. These কবিকুলগুরুs ought to make a fellow a first rate poet—if Nature has been gracious to him. I must now conclude. Hoping to hear from you, with kind regards yours as ever.

July 1st, 1860.

P. S. Please tell Gour I have sent a copy of Tilottama for him to his cousin, at the Asiatic Society, not knowing where he himself is posted at present.

My Dear Rajnarain,

Many thanks for your kind letter and the volume of sermons, for such, I suppose, I must call them. O! Rev'd. Sir, I have read several of them and like them very much. Rajendra once told me, you were a good Bengali writer; your book confirms his opinion. The style is free from all those vices that disgrace the Bengali of the present day, and what is more, it shows that very *unfashionable* thing *mind*! If I felt more interest in religious matters than, I am sorry to say, I do, this book would be my constant companion. But you know I am "smit with the love of sacred song." There never was a fellow more madly after the Muses than your poor friend! Night and day I am at them. So you must not lay aside Meghanad. If you do, I shall begin to rave. 'The Muses before everything' is my motto! It won't cost you more than a couple of nights to get over it. I am anxious that the work should be finished by the end of the year, and I am anxious to know how far I have succeeded in getting into the true heroic style. Besides, my position, as a tremendous literary rebel, demands the consolation and the eucouraging sympathy of friendship. I have thrown down the gauntlet, and proudly denounced those, whom our countrymen have worshipped for years, as imposters, and unworthy of the honours heaped upon them! I ought to rise higher with each poem. If you think the Meghanad destitute of merit, why! I shall burn it without a sigh of regret.

I am truly rejoiced at the idea of meeting you, and hope nothing will induce you to change your mind, regarding the proposed visit. I do not know your friend Debendra Nath Tagore personall.y. I hear one of his sons is a good poet. He is the author of a very readable translation of my favourite Meghaduta.

I remember Kumar Shwami. Alas! what can I do for him! If you think he would accept a small gratuity I shall be glad to send him some money when I can borrow any. Comparatively speaking, I dare say, I am quite as poor as he is! I cannot afford to buy the books I wish to read.

You are welcome to review Tilottama when you like. By the time you propose to do so, I think, the book will be running through a second edition. But no matter, your opinion, especially, when deliberately given, ought to influence a certain class of our people. Perhaps you will laugh at the idea, but I do assure you that since the publication of the book your name has been frequently in men's mouths. Ask Rajendra. Many have said "O, that Rajnarain Bose of Midnapore is a clever fellow. He seems to appreciate this book warmly. He is right!"

I have nearly done one-half of the Second Book of Meghanad. You shall see it in due time. It is not that I am more industrious than my neighbours; I am at times as lazy a dog as ever walked on two legs; but I have fits of enthusiasm that come on me occasionally, and then I go like the mountain-torrent! Talking about wine and all vicious indulgences, though by no means a saint and teetotal prude, I *never* drink when engaged in writing poetry; for, if I do, I can never manage to put two ideas together! There is not a line in the Tilottama written under the inspiration of even such a mild thing as a glass of rosy sherry or beer.

I suppose the work you are engaged in writing, will turn out to be permanent interest. Nothing like it; we, friend, are the men to turn away those beggars of pretenders, whom they call Pandits but whom I call barren rascals! When we meet I shall have to say a hundred thousands things to you relating to our literature. I have made up my mind to write (Deo volente !) three short poems in Blank-verse, and then do something in rhyme; don't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you. No! I mean to construct a stanza like the Italian Ottava Rima and write a romantic tale in it, but of all that hereafter,

Excuse this rambling letter, and let me hear what favour the glorious son of Ravana finds in your eyes. He was a noble fellow, and, but for that scoundrel Bivishan, would have kicked the monkey-army into the sea. By the Bye, if

the father of our Poetry had given Ram human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghanad. As it is, you must not expect any battle scenes. A great pity ! Adieu, Praying God to bless you and yours,

14-7-60. I am, My dear R., Ever yours affectionately.

My Dear Raj Narain,

I cannot sufficiently thank you for your most welcome letter. Believe me, you endear yourself more to me by the candid manner in which you point out the defects of the Poem than by the praise (and it is splendid by Jove) you bestow on it. The idea of fixed lightning, though hackneyed, is not bad. The whole beauty of the passage (in Book II 19—40) depends upon it—that is to say, if there be any beauty in it at all. You are unjust to Indra. He is a very heroic fellow, but he cannot resist "Fate." Perhaps, your partiality for the two brothers has slightly em-bittered your feelings against the poor king of the gods. I myself like those two fellows, and it was once my intention to have added another Book to place them more conspicuously before the reader, but I did not like to entail a larger expense on my friend, Babu Jotindra Mohan Tagore. Indeed, I wanted to stop at the end of the Third Book—but he in a manner insisted that I should finish the story. You must not, my dear fellow, judge of the work, as a regular "Heroic Poem." I never meant it as such. It is a story, a tale, rather heroically told. You censure the erotic character of some of the allusions. Perhaps that is owing to a partiality for Kalidasa. By the bye—did I ever tell you that I taught myself Sanskrit at Madras ? I am anything but a Pandit like Rajendra who is a thundering grammarian, but I know enough to read Kalidasa,and that, I think, is quite enough for me.

I have finished the First Book of Meghanad. You shall have it as soon as I can get somebody to make a fair copy for you. I intend to send you the poem, as I proceed with it in manuscript, so that I may have the advantage and benifit of your remarks and suggestions before going to press. I am positive you will read with care and attention what I send you. It is my ambition to engraft the exquisite graces of e Greekmythology on our own ; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the

un-Hindu character of the Poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done. Before I began this letter, I wrote the following opening lines for the Second Book of মেঘনাদ! These lines ought to give you some idea of th Episode that is to follow.

কি কারণে ত্যজি লঙ্কা কহ, শুভঙ্করি,
সারদে, প্রবাসে বাস করে শূরমণি
মেঘনাদ? কোন দেব, মোহের শৃঙ্খলে,
(কি না তুমি জান সতি?) বাঁধেন কুমারে,
বন্দীসম, দূরে এবে—এ বিপত্তি কালে?
মদন সর্ব্বদমন। যে বীরকেশরী—
বাহুত্রাসে বৃত্রাসুর-অরি, বজ্রপাণি,
কাতর, কন্দর্প, তার বীরদর্প হরি,
প্রেমডোরে বাঁধি দূরে রাখেন কৌতুকে;
মায়াময় মায়াসুত বিদিত জগতে।

You will at once see whom I imitate;

"Who of the gods impelled them to contend?
Latona's son and Jove's—"Cowper's Homer's Iliad.
Milton has imitated this—
"Who first seduced them to that foul revolt?
The infernal serpent"—Book I.

As for my law-suits I have won one, and another is dragging its slow length along. I am at present master of an estate paying 2500 to 3000 Rs. a year. But the devil! a rupee of it I do not expect to see for months, probably for years yet. There is an appeal pending in the Sudder. How I sometimes wish, my dear Raj, that I were a Rishi in my forest solitude! But thank God, I am not unhappy, If the world does not care for me, I do not care for it. We are quits. Pray, how do you know that the Rev. D. Vyasa did not march into beef and sip his brandypawny.

The new poem is doing very well, considering everything. I have heard that V—has been speaking of it with contempt. This does not surprise me. He cannot know much of the "master-singers" whom the author of Tilottama imitates, and in whose school he has learnt to write poetry. This ebulition of ill nature on the part of V—has lowered him in the estimation of not a few of the serious-minded men of the day in this city. At least, that is what I hear. Jotindra thinks

it is "clan-feeling" or in plainer words downright envy. Others less mild than Jotindra, call the old boy, a dirty, envious fellow. Some other Pundits, literary stars of equal magnitude, say—"হাঁ উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয়নি।" But they regret the author did not write in rhyme, that would have made him popular. These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song! They regret his want of popularity, while, perhaps, his heart swells within him in visions of glory, such as they can form no conception of. But hang the insects of a day! It is getting late, so I must conclude. By the Bye ব্রজাঙ্গনার বিরহ is in the press. Somehow or other, I feel backward to publish it. What have I do with Rhyme.

Ever your affectionate.

My dear Raj Narain,

Here is the First Book of the Meghanada. I hope you will find the writing legible; you need not return the sheets, I have another copy by me. I need scarcely say that I shall look out with feverish anxiety to hear from you, and yet I should be sorry to hasten you. You must weigh every thought, every image, every expression, every line, and all this cannot be done in an hour. I believe I have convinced you that I am not one of those touchy fools who do not like to have their faults pointed out to them. By Jove, I court such candid and friendly criticism. Go to work without any misgiving old boy. Whether you place the brightest laurel-crown on his head (the brightest of all the crowns yet worn in Bengal,) or kick him out from the holy temple of fame as an impudent intruder, you will find your humble friend a very submissive dog! I hope you will not spare anything in the shape of weak or unpoetical thoughts, weak and nerveless expressions, and rough lines.

You will find that your criticism on Tilottama has not fallen on barren ground. In the present work you will see nothing in the shape of "Erotic Similes;" no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha."

Talking of criticism, I am told the Editor of the *Indian Field* (Kissory Chand) is going to ask you through Rajendra

to review Tilottama for his Journal. I am sure he could not have gone to a better shop.

I sent you a few lines, the other day, as the exordium of the Second Book of Meghanad. I have since changed my mind, and the Second Book will be quite a different thing from what you probably expect. I have done nearly two hundred lines. I suppose you read the Bible. Well! the stars in their course are fighting against Sisera. I am afraid there will be no Sudder Examination next year. It seems to be the decree of fate that I should write idle verses, and not make money. If nothing interrupts me, you may expect to see Meghanad finished by the end of the year. It is to be in five Books.

Adieu! Write to me after you have read the verses carefully. You are welcome to show them to your friends, who, I trust, are, by this time, great admirers of Blank-Verse! In Calcutta, the sensation created is by no means inconsiderable. Hear what one critic says:—"I read your book with feelings of admiration and have no hesitation in affirming that its poetry is of such high order that I have never seen anything like it yet attempted in Bengali." The writer is a Banian's assistant in a mercantile firm. It is getting late, so let me conclude.

Believe me, My dear R. yours affectionately.

My Dear Raj Narain,

I received your kind letter just ten minutes ago. Where did you go to? Or what do you mean by alighting on Terra Firma?

I am *so* happy you like my Meghanad. I mean to extend it to 9 সর্গs. I have finished the second, and as soon as I can get a copy made, you shall have it. I hope the Second Book will *enchant* you! The name is "বরুণানী," but I have turned out one syllable, To my ears this word is not half so musical as বারুণী, and I don't know why I should bother myself about Sanskrit rules. I am very busy just now, so you must excuse these few lines. I was looking out with anxiety for this your letter. Have you seen Rajendra's critique on Tilottama in the Vividhartha? I suppose you have. It is kind.

I have no objection to subscribe one half of my pay towards a statue for I. C. Vidyasagar as the Promoter of

Widow-Re-marriage. I must pause here. Believe me, My dear R., Ever your affectionate.

August 3rd, *1860*.

My dear Raj,

It is many weeks since I last wrote to you or heard from you, but I have been dramatizing, writiug a regular tragedy in—prose! The plot is taken from Tod, Vol. I. P. 461. I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumary. There is one more Act to be written—viz. the fifth. Besides, I could not get any one to copy the Second Book of Meghanad before this. The copy I enclose, though neatly written, is so full of bad spelling that I do not know whether you will be able to make anything of it. But you are a first-rate fellow and not many years ago, neither you nor I should have thought it extraordinary to see the name শিব written শীব or any such orthographical eccentricity. Really what rapid advances our language (I feel halftempted to use the words of Alfiery and say "Nostra Divina Lingua") is making towards perfection and how it is shaking off its sleep of ages.

You must try and see what you can do with the enclosed. is a reader of the Homeric Epos, you will, no doubt, be eminded of the Fourteenth Iliad, and I am not ashamed to ay that I have intentionally, imitated it—Juno's visit to upiter on Mount Ida. I only hope I have given the Episode s thorough a Hindu air as possible. I never like to conceal nything from you, so that you must not think me vain if I ay that in my heart I begin to believe that this Meghanad is rowing up to be a splendid Poem! I fancy the versification *nore Melodious* and *Virgilian* and the language easy and soft. You will probably miss in this Poem the rather *roughish* levation of its predecessor. But I must leave you to judge or yourself.

The Tilottama is going on well. The first edition is nearly exhausted. Even the stiff old pundits are beginning to unbend themselves, and the "Someprokash" has spoken out a manner rather encouraging than otherwise. Blank verse the 'go' now. As old Runjit Sing used to say, when ooking at the map of India,—"*Sub lal ho jaga*" I say "Sub Blank verse ho jaga." I had a long talk with Rungo Lal, ast evening on the subject of versification in general and

Blank-verse in particular: he said—"I acknowledge Blank verse to be the noblest measure in the language, but I say that no one but men accustomed to read the Poetry of England would appreciate it for years to come. I grinned and said "N'importe." I did not care a cowry when it became popular, provided I knew that some day or other, it would become popular.

I hope my dear Raj, you won't imitate me in the matter of correspondence, that is to say, never write to a fellow if you can help it. You are a hard-working systematic fellow, and I as lazy a dog as ever wore leather shoes. I shall look out for a long letter from you—biographical, historical and critical.

Gour is in Calcutta, pretending to be hard at his legal studies, but in reality idling, I am afraid. Pray let him know that I say so. He gives me the benefit of his company, almost every day, when returning home from the Society's Rooms. He is a good fellow, and I wish him success.

I say, old fellow, I have often thought of asking you your opinion as to the advisability of introducing Blank verse in our dramas. Upon my soul, my heart aches to think that I am obliged to write in prose; and yet what can I do? I can't get any one to consent to act a piece in verse. Give me some of your solid arguments and convince me that prose is the thing for the drama, so that I may have rest.

How are you getting on with your grand theological work? I know a young friend of yours—some Gangooly, Devendra Nath Tagore's son-in-law, whom I often meet at the Supreme Court and we generally have a talk about you. He tells me that your work is all about the origin of the human race or some such tremendous subject. He is a fine fellow! *serious* and, I believe and hope, not *vicious*.

So many fellows have, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse that I have been obliged to think on the subject and the result is that I find that the যতি instead of being confind to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th, and 12th. Examples :—

"জয় জয় অমরারি যার ভুজবলে,
রাজিত আদিতেয় দিতিসুত রিপু,
রী"—তিলো—৪ ।

"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে
অনঙ্গ।"—মেঘ—২।
"কেহ কহে দুরন্ত কৃতান্তে গদা মারি
খেদাইনু।"—তিলো—৪।
"আইলেন রক্ষেশ্বরী, মুরজা-সুন্দরী
কুঞ্জর-গামিনী।"—তিলো—২।

and so on. If this would satisfy the friends about whom you wrote to me sometime ago, they are welcome to this explanation.

I must now conclude. I hope you have not changed your mind as to your contemplated Durga-puja-visit

Believe Ever your affectionate.

My dear Raj Narain,

Several weeks ago I forwarded to your address the Second Book of Meghanad. How is it that you have not yet said a single word to me about it? I hope the packet reached you safe. I have finished my Tragedy on the death of the Rajput Princess Kissen Kumari. Babu J. M. Tagore and his friends have got hold of it and it will be shortly printed. They speak of it in a very flattering manner. But you must judge for yourself.

I have resumed Meghanad and am working away at the Third Book. If spared, I intend to lengthen this poem to ten Books and make it as complete an epic as I can. The subject is truly heroic; only the Monkeys spoil the joke—but I shall look to them. I also intend to publish the first five Books as soon as I can finish them, without waiting to complete the Poem. Let the public have a taste of it before the whole thing is given up to it. Did I tell you that Babu Digumber Mitter (of whom you have no doubt heard) has promised to coach the work through the press in a pecuniary point of view? In this respect, I most thankfully acknowledge, I am singularly fortunate. All my idle things find Patrons and Customers. I want to introduce the sonnet into our language and, some mornings ago, made the following :—

(Vide Page 274.)

What say you to this my good friend! In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.

You will be pleased to hear that the Pundits are coming round regarding Tilottama. The renowned Vidyasagar has at last condescended to see "Great merit" in it, and the Someprokash has spoken out in a favourable manner. The book is growing popular. I don't know if you read the Education Gazette. If you do, you have no doubt seen the Editor's remarks on blank verse. I do not think R.— either reads or can appreciate Milton; otherwise he would not have made those remarks in the concluding portion of his article. He reads Byron, Scott and Moore, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest School of poetry, except, perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth better.

I am just now reading Tasso in the original,—an Italian gentleman having presented me with a copy. Oh! what luscious poetry. If God spares me for some years yet, I shall write a poem, a Romantic one in the *Ottava Rima* or stanzas of eight lines like his. Perhaps I shall write your "সিংহল বিজয়" in that measure.

I have no news to give you. I read no newspaper and seldom stir out of home; but you may rest assured that I am looking out, with great impatience, for the Durga-Puja Holidays, because then I hope to see you in town. Old father John Long is decidedly taken up with Blank Verse. He told Gour the other day;—"In the course of four or five years Dutt will, if spared, revolutionise the language of your country!"

I must now conclude, Write to me, my boy, and believe me.

Ever your most affectionate.

My dear Raj Narain,

You will have by this time reached the old rest. Pray, write to me about Meghanad. I am looking out with something like suspended breath for your verdict.

A few hours after we parted, I got a severe attack of fever and was laid up for six or seven days. It was a struggle whether Meghanad will finish me or I finish him. Thank Heaven, I have triumphed. He is dead, that is to say, I have finished the VI. Book in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him. However, you will have an opportunity of judging for yourself one of these days.

The poem is rising into splendid popularity. Some say

it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Miltonte ; many say it licks Kalidasa ; I have no objection to that. I don't think it impossible to equal Virgil, Kalidasa and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets : Milton is divine.

Do write to me what you think, old man. Your opinion is better than the loud huzzas of a million of these fellows.

Many Hindu ladies, I understand, are reading the book and crying over it. You ought to put your wife in the way of reading the verse.

Write to me, and never for a moment cease to believe that I am in all sincerity, Your most affectionate.

My dear Raj Narain,

I am sure I have not the remotest idea as to why you are so confoundedly silent. What can be the matter with you, old man ? Has poor Meghanad so disgusted you that you wish to cut the unfortunate author ?

You will be pleased to hear that not very long ago the বিদ্যোৎসাহিনী সভা—and the President Kali Prasanna Singh cf Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probebly you have read both address and reply in the vernacular papers. Fancy ! I was expected to speechify in Bengali !

I have finished the sixth and seventh Books of Meghanad and am working away at the eight Mr. Ram is to be conducted through Hell to his father, Dasaratha, like another Æneas.

On the whole the book is doing well. It has roused curiosity. Your friend Baboo Debendra Nath Tagore, I hear, is quite taken up with it, S—told me the other day that he (Baboo D) is of opinion that few Hindu authors can "stand near this man," meaning your fat friend of No. 6 Lower Chitpore Road, and "that his imagination goes as far as imagination can go."

But all this literary news you don't deserve to have, for neglecting me so shamefully. So I shall conclude in a rage, though with an unaltered love for you. Yours ever.

P. S. I have got acquainted with the Headmaster of the Cuttack School, but I don't recollect his name ! What a nice man ! He has promised to criticise Meghanad not

publicly but for my special benefit. Thanks for that article in the 'Field'.

My dear Raj Narain,

I suppose you base your jolly little theory about my anger on my somewhat long silence. You are mistaken my friend! The fact is I have been very busy; besides, the heat of the weather is enough to cool down a man's ardour, epistolary, as well as poetical. An insatiable thirst for iced beer completely engrosses the whole system. The second and last part of Meghanad is being rapidly printed off, though I have yet a few hundred lines of the last (IX) Book to compose. Kissen Kumari will be ready for publication in a week or two and the Odes are now in the hands of the printer. I think I deserve some credit even for doing so much in this really fearful weather. I believe you will like the second part of Meghanad still better, at least I have been finishing it with more care. I shall not conceal from you that some parts of it fill my heart with adulation. I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue, would place at my disposal such exhaustless materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you. Though, I must confess, I am impatient for your verdict—you know you give very useful hints—yet I shall wait till you read the whole poem. I think I have constructed the Poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with me. Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted since it is scarcely connected with the progress of the Fable. But would you willingly part with it? Many here look upon that Book as the best among the five, though Jotindra and his school call the Book III—Promila's entry into the city—"The most magnificent." My printer Baboo I. C. Bose (a very intelligent man and once a most warm admirer of Bharat) and his friends stick out for the I. Book. Comparatively speaking the work is wonderfully popular and command a very respectable sale. It has silenced the enemies of Blank verse. A great victory that, old boy.

I am going to print a plain edition of Tilottama. I wish to try and improve the text. The versification in many places is rather defective. A demand for that work is also

increasing daily. You must wait for an edition with notes. Let the text be settled first.

I have already heard myself called both "Milton and Kalidas." How far I deserve the compliment, I cannot say, but it is certainly flattering. I think if spared some years, yet, and allowed to go on my own way, I shall do better; for I want practice. See the difference in language and versification, if in nothing else, between Tilottama and Meghanad. But I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghanad. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is the wide field of Romantic and Lyric Poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way.

You allude to the untimely death of poor Issur Chandra. When shall we look upon his like again? Alas! for the drama. But this is not the age for the drama to flourish. We want the public ear to be attuned to the melody of the Blank Verse. When you read Kissen Kumari you will probably think that practice would make the author tolerable in that department also. But encouragement is the food that Practice grows upon. But where is that encouragement? However, I hope you will like the play, imperfect though it be for want of poetical numbers. I, a most hard hearted rascal, have cried over many scenes while correcting the proofs. It beats both Sarmistha and Padmavati. I must now conclude. You will be glad to hear that my law-suits are prospering. I am at present living at Khiderpore, for the house in town is undergoing repairs. However continue to address me as usual and do not forget to send your letters bearing postage, as I intend doing. Then the rascally Post officers will not rob and cheat. With kindest regards. Yours affectionately.

P. S. They say poor Hurrish of the Patriot is dying. This is very painful. Of all men now living he has exercised the greatest amount of influence over the educated classes of our country men. I hope he will recover. His death would be a real loss, not to our literature, for he writes Feringishly, but, to the progress of independence of mind and thought.

My dear Raj Narain,

It is now my turn to complain. Why haven't replied to my

last ? But perhaps it never reached you. Curse that Post office ! How regular it is ! Let me however try again.

You will be glad to hear that Kissen Kumari, the beautiful Rajput Princess, will be out in a day or two. I shall instruct my printer to send you a copy, as early as possible, and then you must tell me what you think of it. As for Brajangana, I really do not know what Boykanto Dutt is doing with her. But Meghanad is progressing steadily and we are now printing the VIII. Book—one but the last. There is an intellectual treat in store for you, my boy. I shall attempt any thing in the heroic line. Meghanad and Tilottama ought to satisfy the most poetical appetite in this age. O! that you were with me, my dear fellow ! Wouldn't we sit together and read ? Wouldn't we ? I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious Rakhasas, for poor Lakshana, for Promila. I never thought, I was such a fellow for the pathetic. The other day Baboo I. C. Bose, my printer, fairly burst out crying, when reading Rama's lamentation for Lakshana. But I won't tantalise you. Read Kissen Kumari as soon as you get it. There is some attempt at pathos in that book also.

Have you heard that I have won my Kidderpur-house case. The whole claim has been decreed except in the matter of my mother's jewels. I could not exactly prove my claim in that matter, so the Judge has only decreed 1300 Rs. But then he has given me *Wasilot* from the date of my father's death, which amounts to upwards of 2000 Rs. I am prospering, thank God ! But I sigh for some independent position, so that I might devote myself, wholly and solely, to my favourite studies. Good bye, my friend. Believe me, Ever your affectionate.

My dear Raj Narain,

Many thanks for your kind letter that came to hand yesterday. Continue to send bearing postage. If the rascals should throw away our letters, we shall have the satisfaction, a poor one no doubt, of knowing that they have not been able to add insult to injury,—to take our money and not give us some equivalent.

You surprise me. Is it possible that Kissen Kumari has not yet reached you ? I must write to my printer again on the subject.

There is no accounting for taste. Jotindra and his men

are for Book III. which they pronounce to be 'splendid'. There are many, however, who hold out for Book IV.

Your 'feeling' is anything but uncomplimentary. He who is "beautiful," "tender' and "pathetic," with a dash of "sublimity," is sure to float down the stream of time in triumph. All readers are sure to unite in loving and adoring him. Look at the Sanskrit Kalidaas, the Latin Virgil, the Italian Tasso. I don't think England has a single poet worthy of being named with these; her Milton is a grander being. Like his own Satan, he is full of the loftiest thoughts, but has little or nothing that may be called amiable. He elevates the mind of the readers to a most astonishing height, but he never touches the heart. And what is the consequence? He has a glorious name but few readers. He is Satan himself. We acknowledge him to belong to a far superior order of beings; but we never feel for him. We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. His is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest.

But you must wait, old boy, before you allow this feeling to become settled and permanent. You must read the whole poem through. The nature of the story does not admit much in the martial line. Homer is nothing but battles. I have, like Milton, only one. That is in Book VII. and I hope I have succeeded, at least, to a respectable extent. I expect the second part to be out in about a month.

Talking about Blank-Verse, you must allow me to give you a jolly little anecdote. Some days ago I had occasion to go to the Chinabazar. I saw a man seated in a shop and deeply pouring over Meghanad. I stepped in and asked him what he was reading. He said in very good English;—"I am reading a new poem, Sir!" "A poem!" I said "I thought there was no poetry in your language." He replied —"Why, sir, here is poetry that would make any nation proud." I said "Well, read and let me know." My literary shop-keeper looked hard at me and said "Sir, I am afraid, you wouldn't understand this author." I replied, "Let me try my chance." He read out of Book II. that part wherein Kam returns to Rati, standing at the ivory gate of the palace of Siva, and Rati says to him,

——বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে হে রতিরঞ্জন।

How beautifully the young fellow read. I thought of

the men who pretend to be scholars and Pandits. I took the Poem from him and read out a few passages to the infinite astonishment of my new friend. How eagerly he asked where I lived ? I gave him an evasive reply, for I hate to be bothered with visitors. I shook hands with him, and on parting asked him if he thought Blank-Verse would do in Bengali. His reply was, "Certainly, Sir, it is the noblest measure in the language."

I must now conclude. I have to write other letters. Besides a visitor has just come in. Good bye, old Raj,

Believe me, Ever your affectionate.

My dear Raj Narain,

I don't know how it is, but I fancy that you have been writing to me a long letter but that I have lost it through the carelessness of the Post Office folks If I am correct, then you must take the trouble of writing to me again, for I am anxious to know what you think of the Tragedy ; but if not, you must allow me to ask you the meaning of this long silence. Has the book disappointed you ? Here people speak well of it ; tho' I must say that men of your stamp are any thing but common here.

The "Odes" are out, and I have requested Baboo Baikanta nath Dutta (a co-religionist of yours) who is the proprietor of the copy-right, to send you a copy. You must also tell me what you think of them. We are now printing the last Book (IX.) of Meghanad. So you may expect him by the beginning of the next month (English).

How you are, old boy, a Tragedy, a volume of Odes, and one half of a real Epic poem ! All in the course of one year ; and that year only half old ! If I deserve credit for nothing else, you must allow that I am, at least, an *industrious dog*. I am thinking of blazing out in prose to reduce to cinders the impudent pretensions of the "mob of gentlemen" who pass for great authors ! Great authors !! great *fiddle-sticks* ! ! But of that by and by. You may take my word for it, friend Raj, that I shall come out like a tremendous comet and no mistake. Pray, what are yon doing ? Where is that grand Theological Book of yours that is to convert all manner of sinners to *Brahmoism* ?

We have just got over the noise of the Mohurrum. I tell you what :—if a great Poet were to rise among the Mussulmans of India, he could write a magnificent Epic on the death of Hossen and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject. Would you believe it ? People here grumble and say that the heart of the Poet in Meghanad is with the Rakhasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble ; but the idea of Ravan, elevates and kindles my imagination ; he was a grand fellow.

I showed your letter in which you say that you prefer the I and IV Books to the rest, to a friend. He said your silence about *Pramila's* entry into *Lanka* in the III Book surprised him. The silly fellow went on to say that the episode roused him like the clang of a martial trumpet ! But *De gustibus non est disputandum.*

I must now conclude. Pray, hereafter address your letter to the "Care of James Frederick Esqr. Kidderpore" or at the Police Office. I have given up "No 6 Lower Chitpore Road." Hoping you are quite well, old boy, with affectionate regards.

Yours affectionately.

P. S. Harish is dead. They are kicking up a row on the subject and propose to establish a "Scholarship." Fie ! why not a Statue ? However, I shall subscribe. I loved and valued the man. *Vale,* as the Latins used to say or *aurevoir* as the French say.

My dear Raj Narain,

Last evening I got a copy of the new Meghanad forwarded to your address. I hope it will reach you safe. After you have got through the thing, you must lay aside all business and write to me ; for there is no man whose opinion I value more than that of a certain Midnapore Pedagogue. I am not at all dissatisfied with your criticism on Kissen Kumari, but I flatter myself you will think more highly of her as you grow more acquainted with the piece. I have certain Dramatic notions of my own, which I follow invaria bly. Some of my friends—and I fancy you are among them as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the master

pieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances. Our social and moral developements are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape. But hang all Philosophy. I shall put down on paper the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will.

Have you received a copy of the Odes (Brajangana) ? Pray, why then are you silent ? Some fellows here pretend to be enchanted with them.

Your verses are good ; if you go on practising, you will succeed. Don't forget that the 8th should be a long foot. We are reprinting Tillotama and to tell you the candid truth, I find the versification very *kancha* in many many places. I shall make quite a different thing of the Nymph. Don't fear I shall spoil her. Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is made long. I believe you like the opening lines of the Second Book of the Meghanad. In that description of evening you have these lines,—

আইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী, বহিল চারি দিকে গন্ধবহ ।

How if you throw out the তারাকুন্তলা and substitute সুচারুতারা you improve the music of the line, because the double syllable ন্ত mars the strength of লা, Read—

আইলা সুচারু তারা শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী—

And then সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে, and the passage assumes quite a different tone of music—

আইলা সুচারু তারা শশী সহ হাসি
শর্ব্বরী ; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোন্ কোন্ ফুলে চুম্বি কি ধন পাইলা ?

By the bye, these lines will no doubt recall to your mind the lines.

And whiper whence they stole
Those balmy spoils—

Of Milton, and the lines

Like the sweet south
That breaths upon a Bank of violets
Stealing and giving odour—

Of Shakespeare. Is not the "চুম্বন" a more romantic way of getting the thing than "stealing"?

I find that there are many metrical blemishes in the earlier Books of Meghanad. They must be removed in a future edition, if the work should live to run through one and I to do the needful. It is getting late; so I must conclude. In my next, I shall give you some idea of my prose doings. I am going on with the rapidity of a mountain torrent.

God bless you and yours, my dear Raj! I have got a little son. Write soon and obliged.

Yours affectionately.

Kidderpore 29th August, 1861.

My dear Raj Narain,

Some days ago, I wrote rather a long letter to your friend, Keddar Nath Dutt, containing a brief biographical notice of the author of Sarmistha I should like to know if he has received it. The letter was written at his own request.

I am looking out anxiously for your critique, and not only I but many others, all friends of ours are equally anxious with me to hear what the great Midnapore-School master has got to say about the first Poem in the Language. You are, therefore, bound to gratify us. The work is becoming very popular and many of our friends are at me to dash out again. But the question is on what subject; Jotindra proposes the battles of the Kaurava and Pandub princes; another friend, the abduction of Usha (ঊষা হরণ). Now I am for your (সিংহলবিজয়); but I have forgotten the story and do not know in what work to find it; kindly enlighten me on the subject. I am afraid, it will not be an easy thing to beat Meghanad, bur there is no harm in trying. what say you? Or must I sink into a writer of occasional Lyrics and Sonnets for the rest of my days? The idea is intolerable! Give me the (সিংহল), old boy. I like

a subject with oceanic and mountain scenery, with sea-voyages, battles and love-adventures. It gives a fellow's invention such a wide scope.

I have not yet heard a single line in Meghanad's disfavour. The great Jotindra has only said that, he is sorry, poor Lakshman is represented as killing Indrajit in cold blood and when unarmed. But I am sure the poem has many faults. What human production has not? You must point them out and that too before I begin another.

I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Besides, Mrs. Radha is not such a bad woman after all. If she had a "Bard" like your humble servant from the beginning, she would have been a very defferent character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours. Adieu! write soon to your Affectionate.

My dear Raj Narain,

I could not help laughing when I first read your letter, and yet it pained me to think that my carelessness should cause such anxiety in a dear valued friend. I am not at all offended, old gentleman, with you. Your critique would make any man proud. But I have suffered a great deal of mental anxiety of late on account of my wife's ill-health. I have been a wanderer on water and land. I took her on the river and then to Burdwan. Thank God, her health appears to be quite re-established now, and I am at your service, my boy.

I have only written 20 or 30 lines of the new Epic. In fact, I have laid it by,—for a time only, I hope. But within the last few weeks, I have been scribbling the thing to be called 'বীরাঙ্গনা' i. e. Heroic Epistles from the most noted Puranic women to their levers or lords. There are to be twenty-one Epistles, and I have finished eleven. These are being printed off, for I have no time to finish the remainder. Jotindra Mohan Tagore, my printer Issur Chandra Bose, and one or two other friends, are half-mad. But you must judge for yourself, The first series contain (1) Sacuntala to Dusmanta (2) Tara to Some (3) Rukmini to Dwarakanath (4) Kakayee to Dasarath (5) Surpanakha to Lakshman (6) Droupadi to Arjuna (7) Bhanumaty to Durjodhana (8) Duhsala to Jayadratha (9) Jana to Niladhwaja (10) Jahnavi to Santanu and

(11) Urbasi fo Pururava ; a goodly list, my friend. Tilottama has been beautifully reprinted, and I hope considerably improved in a literary point of view. I can only undertake to say that the versification is decidedly better. You will have a copy soon.

Your criticism has been rather extensively read among out common friends, and somewhat severely criticised ; some don't like your remaks on the descriptions of Hell, and are quite prepared to prove that it is quite Puranic. However, the poem is a grand success and no mistake. Everybody who can read and understand it, is echoing your words, "the first poem in the language."

But I suppose, my poetial career in drawing to a close I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bid adieu to the Muse ! You will be pleased to hear that the great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical creed and is beginning to treat the 'apostle' who has propagated it with great attention, kindness, and almost affection ! He is not quite habituated to the new music yet—but of the genuine character of the poetry he does not appear to entertain any doubt. He has taken great interest in my proposed visit to England and, in fact, is the most active promoter of my views on the subject. He has undertaken to raise a sufficient sum for me on easy terms on the mortgage of my property. The thing will cost me about 20,000 Rs. and I can spare that. No more Modhu the 'কবি,' old fellow, but Michæl M. S. Dutt Esquire of the Inner Temple Barrister-at-law !! Ha !! Ha !! Isn't that grand ? But I hope I shan't be disappointed.

By the bye—from the beginning of this month Jotindra and Vidyasagar have burdened me with the Patriot. I would recommend your reading next Monday's issue. I am pretty certain you will recognise my fist. And now God bless you, dearest friend ! Perhaps I shall go to England next month. If I live to come back, we shall meet ; if not, what will my countrymen say a hundred years hence !

Far away—Far away,
From the land he lov'd so well
Sleeps beneath the colder ray.

And be hanged for it. I have no time to rhyme and just space enough to subscribe myself. Ever yours affectionately.

My dear Raj,

The New poem is just out, and I have ordered a copy to be forwarded to you. You must oblige me by letting me know what you think of it, at your earliest convenience, for I prefer your opinion to that of many others on the subject of poetry. You have a higher appreciation of the art than is at all common in this land of the sun. As for the old school, nothing is poetry to them which is not an echo of Sanskrit—they have no notion of originality ; as for the new school, the poor devils don't know Bengali enough to understand what they read !

The poem, you will find, has not been concluded yet—one half of it remains to be written. I don't know when I shal finish it. Perhaps, it will take me months ; perhaps a few weeks. But give me your candid opinion of what has already been achieved, old fellow ! I have dedicated the work to our good friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow ! I assure you. I look upon him in many respects as the first man among us. You will be pleased to hear that his views regarding the new Poetry are very flattering, tho' he cannot manage to read the verse, yet, with eloquence. His admiration is honest, for he is above flattering any man.

I don't think I shall be able to go to England quite so soon as I had expected. I do not like to leave the country before extinguishing the flames of litigation with my relatives and they, I am sorry to say, are either the greatest rogues or fools under the sun ! Though well-nigh ruined, they are yet backward to listen to terms.

I must conclude here. Interrupted. Write at your earliest convenience and believe me.

Ever yours affectionately.

Wednesday, 4th June, 1862.

My dear Raj Narain,

You will be pleased to hear that I have completed my arrangements, and, God willing, purpose starting, on the morning of 9th instant, per the steamer "Candia." You must not fancy, old boy, that I am a traitor to the cause of our native Muse. If it hadn't been for the extraordinary success, the new verse has met with, I should have certainly delayed my departure. Or not gone at all. I should have stood at my post manfully. But an early triumph is ours,

and I may well leave the rest to younger hands. not ceasing to direct their movements from my distant retreat. Meghanad is going through a second edition with notes, and a *real* B. A., has written a long critical preface, echoing your verdict—namely, that it is the first poem in the language. A thousand copies of the work have been sold in twelve months.

Well—I am off, my dear Rajnarain! Heaven alone knows if we are to see each other again! But you must not forget your friend. It's a long separation ;—four years! But what is to be done? Remember your friend and take care of his fame.

Being a poetaster, I would not think of bolting away without rhyming, and I enclose the result—and I hope the thing is,—if not good—at least *respectable*.

(See page 246 for the poem.)

Here you are, old Raj—all that I can say is—

"মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।"

Praying God to bless you and yours and wishing you all success in life, I remain, Ever your affectionate friend.

Letters written

[To Baboo Keshab Chunder Gangooly]

My dear Keshab Baboo,

Some weeks ago, I sent you the First Act of সুভদ্রা through our friend Jodu. Here goes the Second Act,

I must tell you, my good friend, that I do not intend this drama for the stage. It is simply a "Dramatic Poem."

Allow me to say a word or two about the plan on which I am proceeding. I need scarcely tell *you* that the Blank form of verse is the *best* suited for Poetry in every language. A *true* poet will always succeed best in Blank verse as a bad one in Rhyme. The grace and beauty of the former's thoughts will claim attention, as the melody of the latter will conceal the poverty of his mind. Besides, a truly noble mind will always wither away under restraint, of whatever description that restraint may be. In China, they confine the feet of their women in iron-shoes. What is the result? Lameness!

In reading over my poem, you must look—1st to the imagery ; 2nd to the language in which those images and thoughts are expressed ; 3rd to the *individual* flow of each verse. Do not care for the *general effect*. Time will look to that. If I have succeeded in the above-mentioned particulars,—that is to say, if there is good poetry in the book, expressed in elegant and choice language, and if each verse is musical, then my friends need not be troubled on my account. The Book will float up—if not to-day or to-morrow, at least, thirty years hence. In submitting this thing to you and to our learned friends, I am anxious that you should tell me whether you find any poetry in it, and whether that poetry is expressed in poetical language.

The verse is what in English we would call "Alexandrine" i. e. containing 6 feet. The *longest* verse in our language is the 7 footed পয়ার—but that is, like the Greek and Roman Hexameter, *too* long and pompous for dramatic purposes. The Greek and Latin Dramas are not written in Hexameter. *Our* 7 footed verse is *our* "heroic" measure. I hope, one of these days, to send you specimens of it. When I first began to write, my ear used to rebel, but now I have grown completely reconciled to Bengali. Blank verse, and its melody and power *astonish* me. The form of verse in which this drama is written, if well recited, sounds as much like prose as English Blank verse sounds like English Prose—retaining at the same time a sweet musical impression. I have used more "অনুপ্রাস" and "যমক" than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with Blank verse. Take my word for it, that Blank verse will do splendidly in Bengali and that in course of time, like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass, *our* classic writers. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views to give our language a jolly lift. If we have no "genius" among ourselves, let us prepare the way for future ones. Have you ever heard of Sackville—Lord Buckhurst, born in 1527 ? This nobleman's play, called "Gordobuc" first introduced to Englishmen the form of verse in which William Shakespeare wrote. My motto is, "Fire away, my boys !" The Namby-Pamdy-Wallahs—the imitators of Bharat Chunder—*our* Pope, who has—

"Made Poetry a mere mechanical art,
And every warbler has his tune by heart !"

may frown or laugh at us, but I say—"Be hanged" to them !

How are you getting on with "Sharmistha"—my Garrick? Have you seen "Padmavati"? Will it do as Sharmistha's successor?

After you have read over this Act, please hand it over to Baboo J. M. Tagore and our noble manager. What about the Farce, the "ভগ্ন শিবমন্দির?" With kind wishes, I am my dear Keshab Baboo, Ever yours Sincerely.

My dear Gangooly,

Last Sunday, I submitted another "Synopsis" of a Drama on an entirely Hindu subject. I dare say you have already seen it. If so, is it not beautiful? For two nights, I sat up for hours pouring over the tremendous pages of Tod and about I. A. M. last Saturday, the *Muses smiled*! As a true realizer of the Dramatist's conceptions, you ought to be quite in love with কৃষ্ণকুমারী, as I am. Lord! What a romantic Tragedy it will make! I have made the List of Dramatis Personæ as short as I could, for I wish to leave no loop-hole for our Manager to escape through. Fancy, only 5 or 6 males, and but 4 Females in a Historic Tragedy! If the Chota Raja should grumble about the Females, please tell him I undertake to find 3 out of the 4!

I wish you would stir them up, সখে মাধব্য! It is a downright shame that such a theatre, as that at Belgatchia, should be the abode of Bats, or what is tantamount to it, the gaze of Bat-like men! as the boatswain says in the "Tempest."

"Heigh, My hearts; cheerly, cheerly, my hearts; yare, yare Take in, the top-sail; tend to the Master's whistle. Blow, till thou burst thy wind, if room enough!"

If you all like the plot, I promise you the play in six weeks, if not earlier. But I must be met half-way. ধীমা তেতালা is not the তাল for me.

If you have *not* seen the "Synopsis," run to Jotinder Baboo and he will show it to you.

With sentiments of very kind regards to self and friend *Deenoo meah*. Yours very sincerely.

P. S. We must have a farce with the Tragedy. I tell you what friend Garrick, even if we prolong the play to 2 A. M. no one will grumble. The farce will make the old fellows

laugh away all sorts of ill humours, but I shall make the tragedy as short as I can.

My dear Gangooly,

I should have written to you earlier but the holidays intervened and there was an end of the matter for two days.

Your commendation makes me proud of myself. Indeed, it worked me up to such a pitch of enthusiasm that I felt half disposed to sit down and begin operation at once ! But calmer thoughts arose to dissuade me.

You must know, my brilliant friend that just now I have no time to write a Drama *"on spec"* as they call it. I am engaged in writing a poem on the death of Meghanad, the celebrated son of Ravan, generally known as "Indrajit"—besides, it is high time that I should resume my legal studies, seeing that the year is nearly at an end, and I may be called up for an examination next January. But if the Chota Rajah really makes up his mind to reopen his theatre, I am his man ! This, I wish, you would ascertain next Sunday, when I suppose you will have an opportunlty of seeing both him and Jotinder. Ask the Chota Rajah candidly what his real intentions are. There is no use writing a play and then leaving it to rot in my desk. All this you must ascertain next Sunday, and communicate to me the result of the mission, next Monday. If the Chota Rajah is for a play, and I *sincerely hope* he is, you shall have Krishna Koomary before you are many weeks older.

You suggest an under-plot, the suggestion is good *what* can be bad that comes from you, O thou *avatar* of the Roman Roscius and the English Garrick !—But it will involve the necessity of two more females. The story of Krishna, though tragic, is barren of incidents. Instead of lengthening it, I would rather write a Farce to be acted with it. But *Master's Hookum* is my motto. Write to me next Monday and believe me. Ever yours affly.

My dear Gangooly,

Many thanks to you and to Jotinder Baboo, though I am not particularly interested in the question of getting the work printed. This I look upon as a secondary matter. What I want is to have it acted and acted by snch an actor as your noble-self. The play would be an experiment, and, unless well supported by great histrionic talent, could not be expected to create any very great sensation.

To complicate the Plot, by the introduction of one or two more characters (male), would be to complicate it in every sense of the word ; for you must remember that the play is a historical one, and to introduce battles and political discussions would be to astonish the weak senses of the audience and the reader. I am for two more females. This জগৎসিংহ of জয়পুর had a favourite mistress. Tod gives her name as the "Essence of Camphor ;" I think we may bring her in and allow her jealousy full play. Her arts would offer a fine contrast to the innocence of our Heroine—though they are never to be brought together, and I also intend to make her contribute an air of comicality to some of the scenes—and she should have her "Familiar" or সখী।

A "synopsis" can hardly be supposed to give a reader a full idea of the Plot as it rises in the Dramatist's mind. But if you examine the one, forwarded by me, carefully, you will find the Queen a very necessary character ;—so also the তপস্বিনী। And here, I must make a few remarks on the disadvantages we, "Indian Bards," labour under, with reference to Female charactors :—

The position of European females, both dramatically as well as socially, are very different. It would shock the audience if I were to introduce a female (a virtuous one) discoursing with a man, unless that man be her husband, brother or father. This describes a circle around me, beyond the boundary line of which I cannot step. The consequence is, I am obliged to have a larger number of females to give my Plot an air of fulness, and I must here tell you, my dear G, what, I dare say, you will allow at least to some extent, *viz*, that we Asiatics are of a more romantic turn of mind than our European nieghbours. Look at the splendid Shakespearean Drama. If you leave out the Mid Summer Night's Dream, Romeo and Juliet and perhaps one or two more, what play would deserve the name of *Romantic ?* Romantic in the sense in which Sacoontala is Romantic ? In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of Fairylands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of developement in this country. Ours are dramatic poems ; and even Wilson, the great foreign admirer of our ancient language, has been compelled to admit this. In the Sarmista, I often stepped out of the path of the

Darmatist, for that of the mere Poet. I often forgot the real in search of the poetical. In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry ; if I find her before me I shall not drive her away ; and I fancy, I may safely reckon upon coming accross her now and then. I shall endeavour to *create* characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry. The proof of the Pudding, however, is in the eating, and I hope to send you the First Act in time to enable you to read with Jotinder Baboo, next Sunday. As for the language, the Drama to be written in, I shall follow Dr. Johnson's advice :—"If there be" says he, "What I believe there is, in every nation a style which never becomes obsolete, a certain mode of phraseology so consonant and congenial to the analogy and principles of its respective language, as to remain settled and unaltered, this style is to be probably sought in the common intercourse of life, among those who speak only to be understood, without the ambition of elegance." And he commends Shakespeare for having adopted this language ; and this advice I mean to adopt except where the thoughts rise high of their own accord and clothe themselves with loftier diction, and that will be in the more Tragic parts of the play.

You must remember these remarks, my dear fellow, when you sit down to peruse the Play, and I must at the same time beg of you to treat me with the *utmost* candour. No human being is infallible, and I the last man to feel hurt when my faults are pointed out to me, either by friend or foe. If this Tragedy be a success, it must ever remain as the foundation stone of our National Theatre. Excuse this long letter, and believe me.

Ever yours most sincerely.

P. S. Blank verse only in soliloquies ? What say you ? As this play will be full of acting and dialogue, there won't be many openings for Blank verse ; but a little of it won't hurt anybodey, I think.

My dear Gangooly,

Tho' I have nearly finished the First three Acts, I have not had time to make a fair copy of them. The pleasure of composition is outweighed by the trouble of copying ! Here is the First Act. That মদনিকা will play the Deuce with ধনদাস। I hope the portion of the play I am sending, would

not disappoint you and other friends. You will find the Second Act more solemn. The most beautiful plays in the world are combination of Tragedy and Comedy. I have not given any verse—of that, by and by. Let me know by Monday, what you think of this Act. You are welcome to strike off, add, alter and all that. In great haste.

Ever yours sincerely.

My dear Gangooly,

Here you are. This is act No. 3. The Fourth act has also been completed, but I must make a fair copy of it before I send it to you.

Jotinder Baboo writes to me to say that he is not well enough to read the play just now, and that he has made it over to the Chota Rajah. Now, from what I know of the Chota Rajah, I am afraid he will not look into it at all, unless there is some one *at* him. This task you must undertake, you and Deenoo Baboo. You must *force* him to read the scenes with you. If not, I have laboured in vain.

If the Chota Rajah *really* wishes to reopen his Theatre, he ought to send the Mss. at once to the Printers and then read over the proofs with you. Yours as ever.

P. S. I do not know how it is, but I fancy that everything will end in smoke.

My dear Gangooly,

Here is the Fourth Act. As a humble member of the noble Belgatchia Amateur Company, I am doing what I can to promote its glory. If the other members wont stir themselves, it is no fault of mine. By Jove! Here is a play—if meritorious in no other respect, at least *brimful* of acting, acting, acting! I shall soon finish the Last Act; it will be highly Tragic. Poor Kissen Kumari will die. Yours in haste.

My dear Gangooly,

I wish you had not thought of Shakespeare so much, as you appear to have done, when you sat down to peruse poor Kissen Kumari. Some of the defects you point out, are defects indeed, but it does not fall to the lot of every one to rise superior to them, and even Shakespeare himself does not do so often. As a first rate actor, you are, as a matter of course, a first rate dramatic critic: but do not believe

for a moment that there are *three* men in all Bengal who would discover these *secret* failings of the Play.

As for "variety of action" there is not much of it, to be sure, but that result I could not very well avoid, owing to the original barrenness of the Plot. I do not pretend to understand much about acting, that is your province; but I am disposed to believe that you are mistaken in thinking that the play would not succeed on the stage. With the actors we have, we cannot expect very great amount of success; but I fancy it would create a deeper sensation than any play yet produced. If all our actors were like yourself, it would be a different thing. Most of the Shakespearean Dramas were no better acted, at first, I suspect, than ours are. As for the male characters, that is another inconvenience of the Plot. I have tried to represent Juggut Sing as I find him in History, a somewhat silly and voluptuous fellow; Bheem Sing as a sad, serious man. The other characters invented, but I had to *conform* them to the principal characters. As for Dhanadass, I never dreamt of making him the counterpart of Yago. The plot does not admit of such a character, even I could invent it—which I gravely doubt! I wish *Bullender* to be serious and light, like the "Bastard" in King John. Dhanadass is an ordinary rogue, indeed, but he will do admirably, if you take him by the hand!

As for the females, there I am on my own element, and I hope you will like them all. The Queen of such an unfortunate Prince, as the Rana Bheem Sing, cannot but be sad and grave; the princess, I hope, is dignified, yet gentle. But that Madanika is my favourite. Kissen Kumari falling in love with a man she has never seen before, is by no means uncommon in our own ancient History or Fable; the name of Rukmini will occur to you at once; I believe there are allusions to her in the play. I am aware that it will be hard to get good female actors; but we must make the most of what we have. This is a misfortune I cannot remedy. I have great faith in you as a Teacher.

I am happy you like the language. Ease can be only obtained by practice; and I am as yet a mere novice. But I hope I am a *progressive animal.* As the play is a tragedy, I have not thought it proper to begin any scene with the determination of being *comic*; in my humble opinion such a thing would not be in keeping with the nature of the Play. But whenever in the course of the dialogue a pleasant remark

has suggested itself I have not neglected it. The only piece of criticism I shall venture upon, is this ;—never *strive* to be comic in a tragedy ; but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have an agreeable variety. This I believe to be Shakespeare's plan. Perhaps, you will not find many scenes in his higher tragedies in which he is *studiously* comic. However, both yourself and our friend Tagore are welcome to brush up into a comic glow any scene, that would admit of such a thing. I am not such an ungrateful fellow as to find fault with my friends for trying to make me look handsomer !

As for beginning the play with a soliloquy, that is of little consequence ; a little mannerism does no harm, and, I promise you, I shan't do it again.

Perfection, my dear fellow, can only be attained by long practice. So you must not be very severe upon poor me. If spared, perhaps, I shall yet do better !

I am truly happy that you like the play upon the whole. I hope Jotinder Baboo and our Manager will sail in the same boat with you. The style of criticism you bring to bear upon the play, is the very highest possible ; such an *aesthetic storm* would sink the ship of every dramatist in the world, save and except Shakespeare ; and even he would suffer considerable damage ! A word about the Scenes :—I am very fond of busy and varied scenes ; and as for the French idea of not allowing one set of actors to retire and introduce another, I have no great respect for it, and yet I like to preserve "unity of place" and, as far as I can, that of time also. Examine each act and you will find unity of place if not of time.

Your letter fills my heart with hope. I fancy you can move the Chota Rajah, if you really wish it. As for Jotinder Baboo, his enthusiasm requires little pushing from behind. If these two gentlemen like it, they can make this an age of glory in the literary annals of their country ! Let them but seriously encourage the drama, and they will see wonders ! If not, we must strike our heads and say,—"alas ! born an age too soon" !

I am quite ready to undertake another drama, but this must be acted first. We ought to take up Indo-mussulman subjects. The Mahomedans are a *fiercer* race then ourselves, and would afford splendid opportunity for the display of

passion. Their women are more cut out for intrigue than ours.

Excuse this scrawl. Hoping you are quite well personally and domesticalliy.

1st September, 1860. Yours most Sincerely.

P. S. I. I shall alter the opening soliloquy and remove it to some other place.

P. S. II. I am sorry Jotinder Baboo is still ailing. I hope to go and see him to-morrow. I wish you would begin the work of revision at once ;—I am *so* impatient ! After this, we must look to "Rizia."—I hope that will be a drama after your own heart ! The prejudice against Moslem names must be given up. If you like, I can pick up other subjects from Tod. But I must first finish my *Meghanada*. That will take me some months.

My dear Gangooly,

You must not fancy that I have been idle. Kissen Cumari was finished two days ago. Begun 6th August finished 7th September—rather quick work, old fellow ! But in these days of steam and other stimulating powers, a man must keep pace with the times ! But though I have finished the Drama you can't have it for some days yet. I have to make a fresh or fair copy and that is really bother-some. In the mean time let me know how you are getting on. Have you seen our Manager ? What saith the man of Millions ? Verily, brother Keshub, my heart is set upon seeing Kissen Cumari acted at *Belgatchia*, and the Chota Rajah ought to do it. I wish you would make it a point to see him to-morrow on the subject. Take Deenoo Meah with you and go like a good fellow. If Jotinder Baboo is better, as I hope he is, take him with you also. Mind you, you all broke my wings once about the farces ; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese ! If you see the Chota Rajah to-morrow and he shows symptoms of a yielding spirit, we can have a meeting Sunday after next (to-morrow week) at Belgatchia, and I shall go over. If the Chota Rajah begins to talk of his brother's absence, silence him by saying—"Pooh, my lord, we know your brother never says "nay" to anything you wish to do. This sort of *bosh* won't go down with boys like ourselves ! Ha ! Ha !"—

I flatter myself you will like the Fifth act. I shed tears

when poor Kissen Cumari stabbed herself and fell on her bed! And then the poor queen also dies—but behind the scenes. There are three scenes in this act. I am afraid the play has grown longer than I intended, but never mind. No one would grumble at a good play for being a little too long. What more?—as we say in Sanscrit—কিমধিকং?

With most Sincere regards, yours affectionately.

My dear Gangooly,

Here is Kissen Cumari—Your Kissen Cumari, I dedicate her to the first actor of the age, to a gentleman of whose friendship I am proud, and whose modesty, cheerfulness and talents endear him to all who know him. Should we ever have a national Drama, and that Drama a future historian to commemorate its rise and progress, may he associate my humble name with yours! God bless you, old boy!

And now work away like a jolly fellow, and set Jotinder Baboo to write the songs. He is sure to do every justice to the play.—Don't depend upon me, for I am going to plunge deep into Heroic Poetry again.

Yours ever affectionately.

My dear Gangooly,

Many thanks for your letter with enclosure. By Jove, this act is really brilliant! I have written to our friend Baboo J. M. Tagore about the songs. The first and second acts are already in type.

It strikes me, that if the Drama is to be acted, you had better at once organise your company and begin operations with the two acts already printed. Go on rehearsing at Jotinder's and then you can settle whether we are to do the thing in the Town Theatre or blaze out at dear old Belgatchia. I vote for Belgatchia

Now master Dhanadas, allow me to give you a bit of advice. Put down Issur Chunder Sing as "Joggut Sing," and then you will very soon find yourself at Belgatchia! Do you see him now? I hope Preonath will take up ভীমসিংহ! Deenoo সত্যদাস; Jodoo বলেন্দ্র; Sreenath the other মন্ত্রী। By the Bye—do you think Kissendhon will do for Kissen

Kumari ? Make Kali মদনিকা ; Under your guidance, he is sure to do very well.

The first five books of Meghanada are ready ; you shall have your copy as soon as I can get hold of one to send you.

Hoping you are quite well, and with kind regards to self and other brethren of the Buskin.

16th January, 1861. Yours as ever.

My dear Gangooly,

We have not seen each other since the poetical meeting of ours on the bank of the—Laldighi. However, I trust you enjoyed your holidays.

And now old boy, *what* adout Kissen Kumari ? What has our elegant friend Baboo J. M. Tagore done ? What does he intend doing ? What says our "Manager" ? I am afraid, brother Keshub, we are all losing that fine enthusiasm we once had in matters dramatic ! As for me, excuse my vanity ; I think I have some little excuse—another branch of the art is seducing my soul at present from the "Old Love" ; how will *you* answer at the Bar of Posterity !

If Kissen Kumari does not satisfy our friend, I am just now comparatively free, and don't mind plunging in again ! However give me all the news you can. I should be sorry to see the play acted in the rainy weather, and the cold weather has fairly commenced.

If the Rajahs of Paikparah are bent upon shutting their doors against সরস্বতী, I hope the poor Goddess will still find a warm friend In Baboo Jotindra Mohan Tagore !

With kind regards, Believe me, ever yours truly.

Tuesday.

LETTERS FROM EUROPE

[TO PANDIT ISWAR CHANDRA VIDYASAGARA]

France, Versailles. 12, Rue-des-Chantiers, 2nd June, 1864.

My Dear Sir,

If you had been an ordinary man, I should begin this letter with a well-worded apology for not having written to you so long. But you know well that we never fly to a man

in the hour of distress unless we regard that man as the truest and sincerest of our well-wishers and friends.

You will be startled, I am sure, grieved to learn that I am at this moment the wreck of the strong and hearty man who bade you adieu two years ago with a bounding heart and that this calamity has been brought upon me by the cruel and inexplicable conduct of men, one of whom at least, I felt strongly persuaded, was my friend and well-wisher namely Baboo D—The whole thing is a tale of cruel shame, but I must tell it to you in confidence, of course.—

When I left Calcutta, my wife and two children—remained behind, and it was arranged between Mohadeb Chatterjee, my Patneedar and myself that the former should give my family 150 Rs. a month. Baboo D—consented to see the things arranged were properly carried on and so I started. A part of the money was paid in advance and deposited in the Oriental Bank. This was in June 1862. How poor Mrs. Dutt was treated I have not the patience to describe. They troubled her to such an extent that she absolutely fled from Calcutta with our two infants. She reached England on the 2nd of May, 1863. From that day to the present, we have not received a pice from India, although there has been money due, some for the year 1862, and some since December last from the Talooks, and the only letter which Baboo D—wrote to us, was written just ten months ago. We have since written to him no less than 8 letters, but not a line have we received from him.

I am going to a French Jail and my poor wife and children must seek shelter in a charitable institution, tho' I have fairly 4000 Rs. due to me in India. The Benchers of Gray's Inn, from whom I was compelled to draw 450 Rs, have suspended me and this is the third term I am losing this year. I also owe 250 Rs. to Monou, who poor fellow, is no doubt quite inconvenienced by my failure to pay him.

You are the only friend who can rescue me from the painful position to which my confidence in D—has placed me, and in this, you must go to work with that grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart. Not a day is to be lost.

I have got landed property which gives me at present 1500 Rs. a year. All law-suits have been extinguished and my rights are undisputed. The Land-Mortgage-Society in

Calcutta lend money at 10 percent. You will thus able to raise 15,000 (Fifteen thousand) Rupees for me. Baboo Digumber Mitter and Buddy nath Mitter are my legally constituted agents and they will no doubt sign all the deeds necessary for the completion of the loan, and furnish you with all the necessary papers.

There is due to me Rs. 4000 in Calcutta. As soon as You get this letter, I hope you will send me a part of this money unless Baboo D—has already done so, to save me from starvation. Out of the 15000, you will be pleased to pay the following debts.

Mothoor Mohun Coondoo	...	1700
Saugar Dutt (about)	...	800
Yourself	...	1000
Modhusudana Mozumdar	...	500
		4,000

As all these gentlemen are more or less my friends, they will probably wait for the interest till my return, but should any of them insist upon being paid, pray exercise your own judgment. You will then have to send me about 11,000 Rs. making 3000 Rs. payable at sight and the balance six months after sight, for then I shall get more for exchange. If you do this before October next, as I am fully persuaded that you will rescue me from the gulf into which—Baboo has cruelly left me to sink, I shall go pack to Gray's Inn and return to India in time. If not, I must perish and I do not think you will suffer me to do so.

With the money already due to me, you will, after paying my debts, have to send me about 15,000 Rs. unless a part has already been sent.

Shall I apologise for the trouble I am giving you. I do not think so, for I know well enough to believe with all my heart that you would not allow a friend and countryman to perish miserably.

Kindly address in France, as above, for there is no earthly chance of my leaving this country before God, and you under God help me to do so.

I am, my dear Sir, Ever yours faithfully,

P. S. I am and have been too unwell to write, so I have got my poor wife, who is worse than myself, to write, from dictation. I wish to God, you were near enough to

see us ! It would break your tender heart. I hope God will spare D—the *cruel* remorse of having ruined those who *loved* and *trusted* him.

Versailles, France 12, Rue-des Chantiers, 9th June 1864.

My Dear Sir,

I hope you will have by this time received my letter of the 2nd instant, forwarded via Bombay and commenced operations on my poor behalf. When I wrote that letter to you, I had hoped that I should hear from Baboo D—by the First Mail of the month *via* Bombay, but I have been, as usual, again disappointed. As that gentleman did not notice about *five* of our letters, we thought that they had not reached him, so, on the 3rd of March last we wrote to him for the *Sixth* time and I enclosed the letter in another written to Pran Kissen Ghose of the Police Office. Poor Pran Kissen, a public servant in a busy public office has found time to reply *via* Bombay and Marseilles, tho' I never asked him to do so ; But Babu D—an independent gentleman, lord of his time, has not thought fit to do so, tho' we have written to him over and over again to address us via Marseilles and Bombay in order that we might receive his letter a few days earlier. I always thought D—Baboo a generous, warm-hearted and sincere man. God alone knows what we have done to change his feelings towards us. I assure you, he has sufficiently punished us for the great confidence we reposed in him. Of course, the resentment of a poor man like myself can do him no harm, but I do not know how he will justify himself to his own conscience. As for M—B C—E, he is, as you will soon find out, a base, faint, and meanhearted man, (tho' I thought differently of him once) who hates to part with money, tho' that money be not his own. B—h M—r is an opium-eater and you may imagine what one may expect from him !

You will be pleased to hear that I have been saved the disgrace of a French Jail by a young, beautiful and gracious French lady, whose acquaintance I made in a Railway-carriage and who has ever since taken great interest in us, consoled us in our misfortunes and assisted us with her purse. She went with me to our Land-Lord's and spoke to the man as only a French woman can speak, and got him to consent to take the security of a friend of mine in London and to let us remain here till the end of the current month. Most of our

Trades-people have stopped and I am odliged to raise money by appealing to the charity of a few friends here to prevent ourselves from starving! We have no property whatever; everything is gone to the "Mont-de-piete" or Government Pawn-broking offices! and what adds to the horror of my situation is that my poor wife is expecting to be *confined* about the beginning of next month. What shall we do without money? It you will look in the Kaboolut-nameh given by Mahadeb Chatterjee, you will find that his payments as Patneedar ought to begin in December and end in March. How will he justify the delay? Why has not he paid the 500 Rs. due for the year 1861? Will he pay interest for that money at 12 per cent? I hope you will ask Babu D— these questions. I tell you again that Chatterjea is far from being an honourable and straight-forward man.

God alone knows how we shall contrive to live if they have not sent us some money, at least by the Mail of the 9th or 23rd of May. Alas, what reasons have I to hope that they have done so?......

Now, my dear sir, I hope you will feel interested in me. I have lost three terms, of course, I shall have to remain in Europe a year longer than I had calculated upon, if I can yet save Gray's Inn. Perhaps, people will try to throw impediments in your way, but I hope you will overcome everything. Unless you make me independent of those Calcutta people by the end of October next, I am lost for ever. All documents connected with my property ought to be given up to you by Buddynauth Mitter and he and D— can sign all the necessary documents.

If these people have not sent any money for me, I hope it will be your first care to realize—from the money due to me at least a couple of thousand rupees and to forward the same to me thro' the French Bank in Calcutta. My heart sinks within me when I remember that I cannot expect a reply from you, even if you lose no time—before the *third* Mail of August. My God, what will become of us! I must explain to you what makes me name the *third* mail of August. This will reach you about the 12th or 13th of next month [July.]. If you write by the Bombay Express which leaves on the 18th, I shall get your letter about the 20th or 21st of the following month! I hope, my dear friend, we shall not perish of starvation before that!

You must know that there are four Mails that leave

Calcutta for Europe every month. Two via Bombay, namely, on the 5th and 18th days of the month; and two by the ordinary route, namely, on the 9th and 23rd days of the month. I am sure you will make a good use of this bit of intelligence, if it be new to you.

Just two years ago, I left Calcutta. How little did I think that I should be subjected to so much degradation and suffering. If D—Baboo had only written to us, his letters would have gone a great way in quieting men's mind here. People in Calcutta will, no doubt, tell you *lies* about us; do not believe them and have faith in me, I pray you!

When you conclude the loan transaction with the "Land mortgage Society" I hope you will bind down that man Chatterjea to pay the interest regularly or, to be answerable to me in damages, if I should suffer any loss owing to his default.

This is my second letter to you; I hope to write to you twice more on the subject this month and then I shall stop with the pleasing hope of being in the hands of a real friend and righteous man.

Though I have been very unhappy and full of anxiety here, I have very nearly mastered French. I speak it well and write it better. I have also commenced Italian and mean to add German to my stock of languages,—if not Spanish and Portuguese before I leave Europe.

The French do not generally love foreign languages; yet our Sanskrit is not a stranger here, and you see half a dozen young fellows even in this Provincial town eager to know something about it. I have seen a Capital Grammar by a French *Savant* and met one man who talks of मनु

I am not in a mood of mind to think of anything but of my own distressing situation. Otherwise, I could write a volume to amuse you.

With best regards, Ever yours affectionately.

Versailles, France. 12 Rue-des-Chantiers 18th June, 1864.

My dear Friend,

This is my third letter this month to you. When I wrote my last, I had hopes of hearing from those people in Calcutta by the first regular Mail that left Calcutta on the 9th of May last; but, alas! I have been *again* disappointed. I have been obliged to appeal to the generosity of the English

Clergyman here to save us from starvation, and he has just lent me from his "Poor-fund" 25 Francs, that is about 9 Rs. ! God alone knows what will become of us if there is no money by the two remaining mails of this month ! I am afraid we shall perish. Buddynauth wrote to me on the 7th of February last to say that M—had brought 500 Rs. to D—for me, but that the latter wanted a thousand. February, March, April and the first part of May are gone and yet not a penny ! My God, have those men conspired among themselves to make me perish in Europe ?····· Just see how my money ought to have been paid to me :—

	Rs.—As.
Pous	374—11
Magh	749— 6
Falgoon	1124— 1
Cheyt	749— 6
	2,997— 8

Are not these months past and gone, and yet where is the money ? Have I some Zemindary here, some situation that gives me an income ? But a truce to all complaints : you must step forward and save me from the grave which these people have nearly finished digging for me.

I send this letter to you through Pran kissen Ghose of the Police Office, for misfortune and suffering have made me suspicious, and who knows if my last two letters have found you ? Alas, my dear friend, I cannot possibly expect to hear from you before the middle or end of August next, even if you do not let grass grow under your feet after receiving my letters, and go to work with all the energy you possess. How shall I manage to bridge over the gulf that yawns between us and the joyful day when I shall hear from you ? If we perish, I hope our blood will cry out to God for vengeance against our murderers. If I hadn't little *helpless children and my wife with me, I should kill myself,* for there is nothing in the instrument of misery and humiliation, however base and low, which I have not sounded ! God has given me a brave and proud heart, or it would have broken long ago.

In my two last letters, I have at considerable length explained to you how I wish you to go to work on my behalf—how to raise Rs. 15,000 from the "Land mortgage Society" or rather Company : how to obtain all the documents connected with my property from Buddynauth Mitter and D—and how to get these two to sign all papers for me, as they are my legally constituted agents in India ; and

how to pay certain debts of mine in India and then to remit the balance to me in France through some of the Banks in Calcutta, especially a French one ; how to recover for me Rs. 4000 due to me from Mohadeb Chatterjea and others ; and how to send me at least 1,500 Rs. *directly you get my letters.* I do sincerely hope that my letters have salfely reached you and that long before this one arrives at Calcutta, a powerful steamer will be marching majestically towards Europe with a letter for me from you with glad tidings of great joy for my poor, afflcted heart.

Last night, Trinity term ended and the Inns of Court will remain closed till the 2nd of November next ! You must help me to rejoin Gray's Inn, my learned, good, and great friend ! Alas, I have already lost three terms ! if those people in Calcutta had been faithful to their trust, I should have been a Barrister long before this day next year ; as it is, I shall have to prolong my stay in Europe a year longer. I hope I shall not have to cry out with Ram in my Poem of Meghanada, "বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে।"

My heart is full of bitterness, rage and despair ; so you must excuse mistakes and the d—d dull tone of this letter. With my best regards I remain, my dear Vidyasagara, your affectionate but unfortunate.

P. S. I hope you will write to me in France, and that I shall live to go back to India and tell my countrymen that you are not only Vidyasagara but Karunasagara also !

Versailles, France, 12, Rue-des-Chantiers, 4th July, 1864.

My dear Sir,

Since writing my last to you, I have received a letter from Digumber with Rs. 800, a sum scarcely sufficient to pay our debts here. I hope you will not "bait a jot" but go on and do all that I have told you to do to save me from ruin and disgrace. If you ask Digumber, he will tell you how much money is due to us and I hope you will see that we get that money as also what you can raise for me from the Land mortgage Society, who, I see charges only 8 or 9 per cent. interest.

I have lost all the terms of this year, and unless you send me money. I shall not be able to return to England by November to keep my Michaelmas term.

I hope my dear friend, you will not listen to anything the

people there may have to say to you. I know my own affairs better than anybody else and I assure you I must have money raised on my property without delay.

My past letters (three in number) have no doubt explained the whole affair to you fully and satisfactorily. So I shall not inflict a long letter on you this time. Pray, write to me at once. Indeed, I *do* trust tnat long before this reaches you, you will have written to me.

You know the English Proverb—"A burnt child dreads fire,"—or our own, "He whose mother has been eaten up by an allegator, dreads even a ঢেঁকি!" My friends in Calcutta have frightened me out of all courage! I really cannot leave myself, my prospects in life, perhaps, my very existence under their power! I am my dear Sir Yours as Ever.

P. S. This will be forwarded to you by my friend I. C. Bose.

Versailles, France. 12, Rue-des-Chantiers, 11th July, 1864.

My dear Sir,

I hope you have by this time received *all* my letters and commenced operations on my behalf. I have, I think, completely exhausted the subject in my past letters, so I shall not say much in this. Pray, remember that I *must* have a great deal of money in October to return to England and resume my legal studies, for I cannot afford to lose any more terms. Many men will say many things to you, but you must *not* listen to them. I have written to Digumber and he will, no doubt, assist you. Please ask him to get *all* the money due to me from that man Mohadeb Ceatterjee and see that I am not thrown again into difficulties; God alone knows what troubles I have had to pass through.

You will be pleased to hear that Satyendra has passed and will go out in the course of a few months. Poor Monu is trying again. I have no idea as to what will be result this year. At one time, I thought that Monu was the cleverer youth of the two, but I find I was mistaken.

I hope to be a capital sort of European Scholar before I leave Europe, I am getting on well with French and Italian, I must commence German soon. Spanish and Portuguese will not be difficult after Latin, French and Italian. You cannot imagine what beautiful Poetry there is in Latin. Tasso is really the Kalidasa of Europe. I wrote a long letter in Italian to Satyendra the other day, but he has replied in

in English. I wonder why. I know he did a little Italian last year.

Hoping you are quite well, living for the good of your race and country, I remain my dear Vidyasagara, Ever yours Sincerely.

Versailles, France, 12, Rue-des-Chantiers, 2nd August, 1864.

My dear Friend,

I know that it is not yet time for me to expect to hear from you even a reply to the earliest of the many letters with which I have troubled you of late, but you must excuse the anxiety which induces me to inflict another letter on you. You cannot imagine how unhappy I am ! Alas, the men I have left behind are in the emphatic language of the Bible, "a generation of Vipers." Of course I do not include D— among these, for he is of a far different type ; but that M. Chatterjea and that B. N. M—! God alone knows what trouble they will give you ! But you must *save* me, my dear Vidyasagara, for if you do not send me *all* the money I want by October next, I shall lose another Term and remain buried in France as I am at this moment. Just fancy,—what a fellow that M. C—is. He owes me upwards of 3000 Rs. yet and would have *cheated* me out of it but for my wife's careful management of my affairs ; for I was under the impression that the man had paid me everything he owed ; but her books showed his *r—y*. These are not *unmerited* terms, I assure you, but for our accounts, he would *nevver* have admitted that he owed this sum.

In his letter of the 20th June, Digumber promised to send us a thousand Rupees in a month's time. All the mails of July have reached Europe without a line from him and we are drifting back again to the dangerous shore we had left behind ! Surely, Digumber is not waiting to hear from me before sending the money. Does he not know that it is quite as safe to send money to Europe as it is to send money from one room to another in his own house ? This is the way we are treated. I am indebted to the amount of nearly 17 or 1800 Rs. He sends me 800 and then shuts shop perhaps for months to come ! This is intolerable—by God !

I have a 1000 Rs. in the Alipore Court. B. N. Mitter wrote to me in February *last* to say that he would send me that money "অতি ত্বরায়" This is August—not a penny !

One Hurry Bannerjea of Kidderpore owes me 500 Rs. Not a word about that money from any one ! What am I to do ?* For the love of God, my dear Friend, save me from these··· and place me beyond their reach for the future !

My poor wife expects to be confined every day and I haven't got more than 20 Rs. in the house ! If I were inclined to joke, I would quote ভারত and sing—

'কারে কব লো যে জ্বালা আমার !

কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার'

but I am not in a mood of mind to be gay. God help me ! My great hope now is in you, and I am sure you will not disappoint me. If you do, I must work my way back to India to commit one or two murders—*wilful*, premeditated murders and then be hanged ! With kind regards ever yours faithfully.

Versailles, France 12 Rue-des-Chantiers, 18th August, 1864.

My dear Sir,

I am afraid my letters have commenced to annoy you somewhat,—for I have of late *showered* them on you with a prodigal hand : but alas, what can I do ? To whom am I to go ? On the 20th of May last, Baboo D—sent me 800 Rs. though, I had written to him repeatedly that my debts were near 2,000 and though he could not but have known that we hadn't received a pice from India for upwards of twelve months. In his letter he said, I will send you a thousand rupees "*in the eourse of a month.*" Like a great fool as I am, I relied on his promise and just kept money enough to last us a month. D—r has again grown silent and careless ! and we are again in distress,—in worse distress than before, for my poor wife gave birth to a dead child on the morning of the third instant and I am absolutely without a penny. The money with which I have bought postage stamps for this letter has been raised from a Pawn-brokers office ! Was there ever man treated so shamefully as I have been ? Do you know, good friend, that that S—I M——C——still owes me upwards of 3,000 Rupees and that I have a 1,000 Rs. in the Alipore Court and about 500 Rs. with one Hurry Bannerjea of Kidderpore ? Surely, you will not think me a troublesome fellow, if, after all this I throw myself on your influential and generous friendship. You must save me. It is impossible for

me to get on in Europe, if I am to be treated after this fashion by my "friends" in Calcutta and I do sincerely trust that by this time you have done what I have been writing to you about, and that the Mail—via Bombay of the 18th of July, which is hourly approaching France, is bringing me good news, consolation and money.

Poor Monu has failed again; I am afraid he will not succeed, for the examination has been made more difficult and his ignorance of Greek and Latin will always tell against him. I hope his failure will not discourage our countrymen. The fact is, we ought to send to Europe, not grown up youth, but young lads of 12, or 14. A preliminary English education is *absolutely* necessary. I suppose poor Menou will have to take to the Bar, but, then the question is—has he abilities enough to succeed in that ? Does he know English enough to address an English Jury for hours in the teeth of English opposition without breaking down ? I question very much even if master Ganender Tagore can do it, though a better educated, more experienced and older man. I hope he will never return to India, for, if he does, he will be laughed at.······I am trulysorry for Monomohan and have written to him to come to us in France and try and pick up some French and Italian.

You must not forget, my dear friend, that unless you send me several thousand rupees on the mortgage of my prorperty, I shall continue to be a prisoner in France and cannot possibly join Gray's Inn next November. Pray do not forget this important fact.

Both Mrs. D. and myself think that you have written and sent us some money by the Mail that is coming.—I hope our. expectations will be happily realized. If you have done so, pray, do not wait till you hear again from me, but go on. I cannot write to you again before the 26th Instant. I am sure. I need scarcely tell you that money is always safe if sent in a registered letter, and that there are fewer thieves and rogues in France than in any other country under the Sun. The Police is so wonderfully clever and strict. Adieu !

Ever yours Sincerely.

Versailles, France. 12 Rne-des-Chantiers, 2nd September, 1864.

My dear Friend,

On the morning of last Sunday, the 28th ultimo, as I was seated in my little study, my poor wife came to me with tears

in her eyes and said "the children want to go to the Fare, and I have only 3 Francs. Why do those people in India treat us this way ?" I said—"The mail will be in to-day and I am sure to receive news, for the man to whom I have appealed, has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother ! I was right ; an hour afterwards, I received your letter and the 1500 Rs. you have sent me. How shall I thank you, my noble, my illustrious, my great friend ? You have *saved* me. My late letters, have no doubt, given you some idea of our position ; so, I shall not dwell upon it, and I think I may now safely say that my troubles are at an end for the future since I am in your hands.

I must tell you again that unless you raise money for me by mortgaging my property, it is impossible for me to get on here or go out to India as a Barrister, for I was without a pice from Calcutta for nearly a year and my debts are many, and I must have money to pay them off. If that *s—l* C—— had kept faith with me, if D——hadn't forgotten me, all this would not have happened for we are not extravagant and my wife is a capital manager ; but what could we do without money. Chatterjee still owes me above 3000 Rs. but that money won't suffice, I must have more.

I must enter into details !—I have already told you that we were without money for many many months and had to live in the best way we could. Our debts were about Rs. 2600,—for it costs us about 250 Rs. a month when we live together, including everything. I have since the end of June received Rs. 2300, adding Digumber's 800 to your 1500. Out of this sum I have paid Rs. 1200 towards the discharge of my debts ; so that there's a balance still against me of about 1400. I had with me scarcely anything, so that the 500 Rs. or so that it cost me to live and pay the expenses of my wife's confinement, I paid out of the money sent by you : I have now about 600 Rs. with me. When I go to London it will cost us about 350 a month and I must live apart from my family till July next, after which I can live on in France, for, as you know, I have no occasion to live among English people to improve my knowledge of their language. I have not money enough to do all this, unless you get me a great deal from the mortgage of my property.—Besides, I wish to leave my children behind, they being too young to go backwards and forwards, and I want them to be thoroughly Europeanized.

I cannot conceive what difficulty you could find in carrying out my views, unless that s—l C—, for *purposes of of his own*, obstructs you.……

I suppose the Rs. 1000 sent by you is the money I had in the Ailpore Court. I cannot sufficiently thank you for the draft on the French Bank. Am I not for right in thinking that you have the heart of a Bengali mother? I must reserve whatever else I have got to say for my next.

Till then, yours most Sincerely.

P. S. I hope you have got all my papers back and have done what I have so often written to you about; for, if not, I must give up all hopes of going to London next November. Alas! I have been amply punished for my great confidience in Baboo D—. Adieu!

Versailles, France, 12 Rue-des-Chantiers, 18th September, 1864.

My dear Friend,

I have the pleasure to acknowledge the receipt of your kind letter of the 8th ultimo enclosing a duplicate of the order on the French Bank. As the original reached me safe, I have no occasion to use the duplicate.

I scarcely know how to thank you for your kindness in undertaking to look after my affairs and to see that I am not *again* left to the mercy of winds and waves in this distant part of the globe. I hope I shall live to show the world how I appreciate such noble friendship.

In my last, I have given you an exact account of my debts and liabilities here. By referring to that letter you will at once see what sums of money I *must* have to enable me to resume my studies in England and all that sort of thing. I have at this moment £ 50 in my Banker's hands! but my debts still amount to about Rs 1400, inclusive of *every* possible liability. I cannot go back to Gray's Inn before I get this sum from India. You know whether I shall get it or not before the commencement of the November Term. From the month of November next till July 1865, I shall have to live in England and I cannot take my family there, for England is a much *dearer* country than France and I am more known there than here: I am a stranger among the French, but there are many persons whom I know in England and who would be a source of great expense to me—that is to say, I shall have to exchange all sorts of social courtesies

with them. From November to July, it would cost us about 350 Rs. a month—after that I shall be able to live on 250 a month till I am ready to go out to India about the middle of 1866—if not before. This you must undertake to manage for me.

I am quite content to give up the idea of mortgaging my property in the way I once thought of and to leave everything in your hands for I look upon you as a tower of strength, and I am quite sure that your arrangements will provide remedies for every possible contingency. The friend who has undertaken to advance money, is, very kind indeed, but why should a man be surprized to find friends when *you* are his friend ? I should be glad to receive money from you once in *three months* addressed as I shall tell you hereafter.

I am anxious that you should not misunderstand my object in wishing to leave my family behind me in France. There are many reasons for the step I wish to adopt. House rent is *very* high in London or its vicinity. Then we shall have to incur the expense of removing a pretty large houe-hold all the way to the other side of the Channel and the thing would interfere with the education of my children ; and in England, I shall have to lay out a large sum in furnishing a house. The saving of a little money does not strike me as being an advantage sufficiently great to counterbalance the attendant disavantages. I really do not see how that would enable me to save any money at all.

I am afraid that of late the state of my feelings has imparted great bitterness to my language with reference to M—— C——; —but I must candidly confess to you that I am still far from thinking myself deserving of the reproof, which you so gently and elegantly administer. The account you have taken the trouble to send, does not satisfy me and I see plainly that Master M—C has suppressed facts and taken advantage of your ignorance of our affairs to make out a nice little case for himself.—He is clever, certainly but —"nonesty is the best policy" all over the world. Hear me, my good friend and judge for yourself.

The Moonkeah case was dismissed by the P. S. A. of Jessore in February 1860. Within a few months of that we got possession of both the estates. Early in 1861. M—b sent to me an old man, who had resided for some months in the estates and we entered into the engagement you have seen. This old man made me believe (for, you know, I am not a

sharp fellow in business matters) that only Rs. 600 was collected for the year 1860, and I was fool enough to abandon my claims. Then I was to have Rs. 3,000 per annum, including the Government-rent etc. or excluding them, Rs. 2500.— Now let us see—

* * *

* * *

The fact is, I had such confidence in the man; was so full of gratitude that I allowed him to do whatever he wished and suggested. I have given you a list of the monies I have *personally* received from him, either myself or through my agents. Let him *satisfy* you that he has paid me all the monies due from the beginning and show you receipts. I hope you will take this trouble on my account. Till you explain this matter to me, I shall not change my opinion. ······Hoping that I have explained myself with sufficient clearness. I remain Ever your obliged and affectionate.

P. S. You will see Satyendra a day or two after the receipt of this. Monomohan is spending a few days with us and goes back to London next month to resume his studies. I hope he will succeed next year. The probabilities are in his favour for he is going to add Italian to his stock of subjects and three years' *hard* reading ought to give him suffieient strength for the great battle before him. Adieu!

12 Rue-des-Chantiers, Versailles France. 18th Debember, 1864.

My dear Friend,

Your kind letter with a draft for 2490 Francs, reached me due course and in very good time too, for we were without money and eagerly looking out to hear from you. I need scarcely tell you how sincerely I thank you. But your letter has pained me no little, as one would say in our mother-tongue,

আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে, এ হতভাগার বিষয়ে হস্তনিক্ষেপ করিয়া আপনি এক বিষম বিপদজালে পড়িয়াছেন! কিন্তু কি করি? আমার এমন আর একটি বন্ধু নাই, যে তাহার শরণ লইয়া আপনাকে মুক্ত করি। আপনি এখন অভিমন্যুর মতন মহাব্যূহ ভেদ করিয়া কৌরব-দলে প্রবেশ করিয়াছেন; আমার এমন শক্তি নাই যে আপনাকে সাহায্য প্রদান করি; অতএব আপনাকে স্ববলে শত্রুদলকে সংহার করিয়া বহির্গত

হইতে হইবেক; এবং বাহিরে আসিয়া এ শরণাগত জনকে রক্ষা করিতে হইবেক! এ কথাটি যেন সর্ব্বদা স্মরণ-পথে থাকে!

If I could write Bengali like you, I should continue in that language, but want of practice prevents my doing so. but let me repeat it to you, that I am indeed and truly sorry for the trouble I am giving you? but what can I do? to whom can I go?

You will see that I have availed myself of your friendly suggestion with reference to a "Power of Attorney"; and I assure you, it affords me the greatest pleasure to have it in my power to show you how ready I am to place my fortune, my prospects in life, the interests of those most dear to me in this world, nay, my life itself in your hands, and I repeat, that I shall *never* show my face in India if I cannot accomplish my object.

Though I did not think it necessary to attempt a justification of the language I had used with reference to M—b, I felt certain that you would soon find out the real nature of the man; he is mean, avaricious and faint-hearted; a Bengali of the class now happily passing away. As for D—, he is, as you say rich and great. I have too high a notion of myself to envy him as a man; though I am too poor to despise his wealth! But away with him, not to the hangman, but to silent contempt!

I hope Buddynauth has shaken off his usual apathy and got you the papers you allude to in your letter for the satisfaction of your friend and that, that gentleman is already satisfied. The document I send, ought to invest you with sufficient power to do anything necessary on my behalf.

You will have seen from my late letters that I have lost the "Michaelmas Term," and I fear that I shall have to lose a couple of terms yet, that is to say, I shall probably, return to Gray's Inn when I should have left it for Calcutta as a Barrister, if M—b and D—r had kept faith with me!

Allow me to pause for a moment and tell you what these "terms" are. There are four of them in the year (1) Hilary Term begins on the 11th and ends on the 31st of January. (2) Easter Term, from 15th April to 13th of May. (3) Trinity Term 27th May to 17th June. (4) Michaelmas Term from the 2nd to the 25th of November. To keep a Term you must eat six dinners in hall. To be made a Barrister, you must keep twelve Terms or eat 72 dinners in hall. You must

also attend a course of lectures from November to July with intermediate vacations. I have eaten 30 dinners and have 42 to do yet. There are examinations ; but you are not bound to go up for them. You may read yourself blind in your "chambers" or go to the Devil—no one will ask you how you pass your time.

I must now come to my poor-self. The balance of my debts amounted to Rs. 1400. Out of the money sent by you. I have paid Rs. 400 to my creditors and laid out Rs. 100 for warm clothing for my children, for the winter is this year dreadful, I have Rs 500 to keep us till the end of January at the rate of 250, a month. If you have sent more money by the mail of thc 23rd of November, I shall not fail to account to you for it, faithfully, in due course ; but to London I cannot return before you have enabled me to free myself from all my liabilities and placed a sufficient sum in my hands to go on for 3 months, whether here or in London. I am quite ready to go back to London with my family, but you must help me to do so. I shall want Rs. 1250 [including the month of February, for I cannot expect to hear from you before the middle of March] ; it will cost me abont Rs. 800 to furnish a cheap little cottage for ourselves ; about Rs. 100 to transport ourselves and money at the rate of 250 for three months ;—altogether 2900 Rs.

I hope your friend will put this sum in your hands for my use *at once* and in *one lump* ; for otherwise I could do nothing. Pray remember this, my dear friend. Alas, this sending of money by dribs and drabs does more harm than good. এ কথাটিও যেন স্মরণ-পথে থাকে।

I write this via Bombay and expect it will reach you about the 20th of January next. If you reply by the 9th of February, or the 5th of that month via Bomby, I shall hear from you about the beginning or Middle of March : as I do not know how much money you have sent by the mail of the 23rd, if you have sent any money at all, I must beg of you to address as follows ;

Care of Grindlay & Co. East-India-Agents.

55 Parliament Street, London.

You can get a draft from the Oriental Bank Corporation. The value of the property, I am sure, will secure your friend, from any loss and I shall make it a point to pay him his money as early as I can, on my return. I don't think

we shall draw more thau 9 or 10,000 Rs. from him and shall look upon him always as a true friend and benefactor. If he wants a policy on my life, I can get that done; but the loan of the sum I have mentioned above must not be delayed on that account. I must go to England to insure my life. I do not believe French Companies have agents in India. Apologizing for this long letter, I remain, my dear Friend,

Ever Yours faithfully.

Versailles, France, 12 Rue-des-Chantiers. 9th January 1865.

My dear Friend,

You will have, I trust, by this time received my two last letters, one via Bombay and the other by the ordinary Callcutta Mail.

You will perceive that on receipt of your first letter, I lost no time in "availing myself of your kind suggestion with reference to a Power of Attorney," and that when your second letter reached me, it was too late to introduce the special clause forwarded by you. Nevertheless. I flatter myself that that Power will satisfy your friend and his legal advisers and that he will not sacrifice me to empty tachnicalities and the vague verbosity of legal pedants! There is enough in that Power to justify and legalize any steps you might choose to take on my behalf. In my last, I threw out a hint about insuring my life for Rs. 20,000 to protect your friend from any annoyance in case of my death. If he will enable me to return to London, I shall get the thing done at once.

And to London I cannot return unless by the last Mail of March next, I receive from you about 3000 Rs. I have in my former letters explained to you my reasons for asking for this sun *in a lump*. The worst thing that one can do, is to send money to a man at a distance in petty sums; for, before the arrival of the second instalment, the first is sure to be consumed. Remember, my dear friend, that by the time I receive a reply from you, it costs me about 750 Rs. to live—if not more! I pray you, make one great effort to free me and then go on at your ease.

Two days hence, the First Term [Hilary] of this year will commence, I see no earthly chance of my being able to return to London. God alone knows how many more terms I shall yet have to lose. If I had gone on uninterruptedly,

I should have been called to the Bar next June and returned home by the end of the year. But I am not a man to give way to despondency. I am making the very best use of my unfortunate exile and I think I may, without vanity, say, that I know more languages than any Bengali now living. But learning is not money! and money is all-in-all among a degraded people like ours. Only help me to get out of this scrape, my dear Vidyasagar and I shall know how to treat fellows "labas" as the French say.

I shall not load this letter with dry details; but you must allow me to tell you that the 400 Rs. last sent by you, will scarcely carry me on to the end of March next and that I shall probably be in debt to the amount of 100 or 150 Rs. in addition to the old burden.

The winter this year is very severe and yet at times you have days that might be called "hot." A few days ago, it snowed the whole night and the site was splendid in the morning. Streets, house-tops, trees, gardens—were all covered over with snow. One might say, if poetically disposed, that our "দুগ্ধ-সাগর" had over-flowed its shores and inundated the country; Adieu—with kind regards and earnestly hoping to hear from you soon, I am ever yours sincerely.

P. S. If you cannot send a large sum of money, large enough to clear me altogether, before the last Mail of February, please address *here* as usul.

Versailles, France, 12 Rue-des-Chantiers, 26th April, 1865.

My dear Friend,

It is no poetical exaggeration to say that your letter of thet 22nd March came upon me like a clap of thunder! I had expected a very different reply, for I was romantic enough to believe that no Bengali could possibly have any doubts as to the fairness of a transaction in which you happened to be concerned. But the truth of your adage-like saying is indisputable: "যাহাদের টাকা আছে, তাহারা টাকার মর্ম্ম জানে"। I assure you, I deeply regret my folly, for such I must call it, in not availing myself of your friendly hints immediately after the receipt of your letter in December last.

When your last reached me. I ran to Paris in spite of ill-health, for I have been for several weeks suffering from some sort of ophthalmia, which, I once feared, would have terminated in blindness, but which, thank God, has been so

far subdued by the Doctors here, that, at this moment, I can sit down and write to you. This bit of news will, no doubt surprize you, for I had hitherto concealed it from you: you will, I flatter myself, see my motive at once; I did not wish to add to the heavy load of cares which already oppresses that noble and friendly heart! Perhaps, I have been reading a little too hard: perhaps, mental anxiety has had something to do with it.

I ran to Paris and spoke to the gentleman who drew up the document for me. What he said, I need not repeat here. He has drawn up a fresh Power including the very words of the draft fowarded by you and I have caused him to insert the names of the two gentlemen mentioned by you. I sincerely trust that this time we have succeeded; if not, then woe is me! we must perish here. I am at this moment without a pice and must raise little sums from the "Mont de-Piete" here to keep body and soul together.

If you had succeeded in raising the sum (Rs. 3000) that I wanted, I should have at once gone away to London and lived there till the end of June without troubling you, but that is not to be; and I see no earthly chance of escaping from France before the end of August next, for this ought to reach you about the latter end of May, and if you expedite matters and write to me by the first or last Mail of June or the first of July, I shall receive your reply either about the latter end of July or the beginning of August. Alas, a long, a very long time to wait; but there is no help for it.

Now, you must remember, my dear friend, that the Rs. 3,000 will only enable me (after paying *all* debts) to push on till the end of June. There must be money for the months of July and August at the rate of 250 Rs. per month, that is to say Rs. 500. Then to this sum you must add money for the remaining four months of the year, namely Rs. 1000 (One thousand) that is 1500. (Fifteen hundred) I must trouble you to add Rs. 500 to this sum for medical expenses, and some clothes which we *must* make, for spring and summer have set in and they are too warm for winter things in France,—altogether, Rs. 5000 (Five thousand); you are a thoughtful man, and I am sure you will see that we have not been at all *extravagant*; if D—r had not neglected us, we could have lived cheaper; but why indulge in unavailing regrets? I do not care if I lose everything I have and begin life like what I once was,

a poor, penniless beggar, provided I can get myself called to the Bar. Out of this Five thousand, I shall save enough, I hope, for the insurance of Rs. 20,000 for the benefit of my creditors. As for my old debts, you must make the best arrangements you can think of, for I give you all power over the little I have. Only save me from the horrid gulf before me.

I hope, my dear friend, that there will be nothing found wanting this time and that you will not forget me.

* * * * *

I do not understand what M—b C—e intends to do? Since March 1863 up to present date April 1865 [two years] he has only paid 1800 Rs, whereas, he ought to pay Rs. 3000 (three thousand.) Pray, call upon the man for a *strict* account. You will find him very largely in my debt. He owes me enough to enable me to live in Europe for a whole year without borrowing money. He is a n—y w—h.

With sentiments of grateful regard, I am my dear Vidyasagar Your unhappy.

P. S. Kindly address as usual, Monu is in London. I am afraid he will fail this year also.

14. Wood Lane, Shepherd's Bush,
London W. 3rd March 1866.

My dear friend,

I do not know if you have received my letter, acknowledging the receipt of your favour with a draft for £101. Though that letter was written to be forwarded by the Marseilles Mail yet my people forget to post it. So it is gone via Southapmton and I fancy this will reach you sooner.

In my letter via Southampton, I have said all that I have to say and I am sure you will not delay in replying. As the time draws to a close, I feel my anxiety increase.

Excuse bad writing, for my fingers are quite stiff. I have just come out of a *cold bath*, which I take every day in spite of the weather. It is a fearful trial to one's nerves!

We are all quite well, thank God. Hoping to hear from you soon and with kind wishes yours as ever.

14, Wood Lane, Shepherd's Bush,
London W. 18th April, 1866.

My dear friend,

I have received your kind letter and the draft for £151, etc. I assure you, the money came in good time, for as I have repeatedly written to you, living in London is something frightfully dear this year. The "oldest inhabitant"—as people jocularly remark—"has no recollection of such dear times." It costs us a great deal of money—indeed, much more than I had expected.

I am *anxiously* waiting to hear your opinion about the Bombay business, because if you think that your friend at Calcutta will be able to help me out of all this ; I shall take no step in the matter ; but if not, there is not much time to lose. I am afried that before this year ends, I shall have to trouble you for at least £450 more, *inclusive* of my call-expsnses next Nobember. And then, there must be money enough to take us out by the first Mail of December.

I am too busy to write at greater length to-day, but hope to do so, by the next Mail. In the mean time,

I am as ever yours very Sincerely.

14, Wood Lane, Shepherd's Bush,
London W. 10th May, 1866.

My dear friend,

I have been anxiously looking out for a letter from you to know what you think of the scheme proposed by me about borrowing money from Bombay. I suppose you have been too busy to write to me. I am sure you will excuse my anxiety on this subject, because, as I am not aware of the extent to which your friend has undertaken to go, I do not know how we are to go on.

I shall want £200 in July next and the same sum in the month of August for about that time, my house if this house will have move out and I must make arrangements to change and then will come the expense of the "homeword" voyage and other matters. Do you think we shall be able to get through all this ?

Poor Monomohan has heard of his father's death. The blow, tho' expected, does not seen to have fallen upon him with mitigated severity. He is going to apply to the Benchers of his Inn (Lincoln's) to call him to the Bar next Term so that he might leave for India in July next. He has sent a

Telegram to Dijender Tagore for £300 to enable him to leave Europe. The Telegram cost him 75 Rs. I am sorry for the poor fellow.

I have every hope of being called to the Bar next November and I hope you will manage matters so, that the remaining few months of my exile might pass off as well as the last year and more since you have taken me under your protection.

I have not been very well of late owing to a change in the weather, you must therefore excuse this short letter.

Mrs. Dutt and the children are all doing well. Hoping the same of you and yours. Yours as Ever.

14, Wood Lane, Shepherd's Bush,
London W. 10th June, 1866.

My dear friend,

I have not had the pleasure of hearing for sometime from you, but I suppose, you are as usual, too busy to write.

You will be pleased hear that I have finished keeping 9 (nine) Terms and that there is every prospect humanly speaking, of my being called to the Bar in November next, provided I am ready with the necessary funds. The Steward of our Inn tells me that as my name was on the list, I shall have to pay for the Terms I have not kept, just as if I had done so. I must be prepared to satisfy *all* demands by the beginning of October next in order to have a right to petition the Benchers for a call in the ensuing term. I need scarcely say every thing will now depend upon yourself and the friend who has been helping me so kindly up to this time.

From your silence about the Bombay scheme, I am led to believe that our friend is ready to advance sufficient money to enable me to set myself up. I shall, therefore, give up that idea. In addition to the money already lent, I shall want about £1200.—of this you must send me £500 at once before my call and then £400 to enable me to leave Europe and you must keep in your hands about £300 or 200 for me when I get back, for it is not likely that I should get into practice all at once. I know that this is a very large sum but there is no help for it. If you have already sent any part of this money, pray, send the balance at once, so as to reach me in time for next November.

The failure of the Agra Bank has spread ruin and dismay

in London. If the Bank had gone down a few weeks *earlier*, I should have been a sufferer, for vour last Draft would have been (for a time, at least) so much waste paper. We could have ever believed that a Bank like this should burst in this way. But you have no idea of the "Stock Exchange" here and the rascality that goes on there. Men are said to have made lacs at the expense of the poor Agra !, How they managed to do all this, is more than I can explain to you. Many retired Indian families have been almost ruined. The consequences of all this are, no doubt, highly disastrous out there also, but I earnestly hope that they will not affect us.—If I am obliged to remain in Europe longer than December next, I shall be ruined. London is so dreadfully dear this year !

Monomohan was called to the Bar a few days ago. the death of his father gave him good plea, wherein to base his petition for the indulgence and Sir E. Ryan, helped him. I am sorry for poor Monomohan. He has had no opportunity of learning Law ; but he is an intelligent fellow and will no doubt, try to make up. He leaves in August next. Of course he will be my Senior but that's no lost to me. If I had been his Senior, I might have helped him to some extent. That fellow G. M. Tagore is too selfish to assist anybody. He has written to some one in London to say that he makes £20 every day ; this I can scarcely believe, for I don't think there is much in that fellow. But he knows how to *boast*. No doubt, he is making something, for there is a good opening for a *good* native Barrister.

I regret that he should be the first man of our race to go out to be followed by so কাচা a hand as Manomohan. But patience, my dear Friend, if I can only get out, we shall then see what is to be done.

I do not know that I can give you any London news to interest you. We have heard of your labours in connection with the petition against poligamy, and there was very handsome mention made of you in the Saturday Review not long ago in the course of a Critique on some new Sanscrit work. But the article, I suppose, will be reproduced by some of your Indian papers.

I have no news to give you of Khetter. (Dr. Khetter Mohan Dutt.) He is living somehere in London and has apparently cut us, his friends. I understand that he is *speculating in the matrimonial market* ! At least, I was told

something to this effect by an old Indian Colonel whom I see often and who has heard all this from the father of Khetter's "*intended*". Pray, regard this as a bit of ***private news***. Perhaps, Khetter wouldn't like your knowing anything of his affair at this stage of progress. He is a queer fellew !

We are all quite well, thank God ! and I am reading Law with more than ordinary attention, so that, I shan't be quite an "*Ignoramus*" when I go out.

Hoping to hear from yon soon and to find everything favourable, and with our kindest wishes and regards,

I remain, my dear Friend, yours as Ever.

14, Wood Lane, Shepeerd's Bush,
London W. 18th Juue 1866.

My dear Friend,

Ever since the receipt of your last letter, which came to hand a few hours after I had posted mine, I have been in a state of mind which it is not easy to describe !

You will perceive from my last letter, which, I trust, has reached you safe, that I want some six or seven thousand Rupees more than you can raise, and that unless I have that sum, I cannot go out to India but must ***perish*** in Europe ? What is to be done ? I see nothing but ruin before me !

I am aware that I have already had a very large sum of money ;—but it is ***impossible*** for a man—a gentleman, to live in England at the present moment on a little money with a wife and two children.

When I left India, you know that I left Mrs. D and the children behind, because I knew very well that I was not rich enough to maintain a family in this dear quarter of the globe. It was Chatterjea and other rascals who fairly drove my wife out of India and believe me, this they did with a view to ruin me. My instructions to my wife were ***never*** to compromise with my cousins unless they gave up my mother's jewels—but Chatterjea and Buddyanauth—that ungrateful r—l—wanted things to be otherwise arranged, and so they managed to get rid of her. Do you see the object of the foul conspiracy ; they did not care what became of me, provide things were compromised to their satisfaction ! But you already know something about all this. The question now is—what is to become of me, of us ?

Immediately after the receipt of your letter, I called on Mr. Dadabhye Naoroji,—a Parsee marchant here and the President of the London-Indian Society, to consult him about the great Parsee of Bombay. Mr. Naoroji threw cold water on the project and told me that at the present monetary condition of the mercantile world all over the world, such a request as mine would not be attended to.—So that, that hope is gone ! Unless you can save me, I must go !

You cannot imagine what sleepless nights my poor wife and myself have of late passed, talking over our affairs and prospects, and we have come to the conclusion that it would be better that I should go out alone and that she should follow me some months after, when I have acquired a sort of professional footing.

I do not know if you have already forwarded (as I hope you have) the £200. If you have, then you must induce our kind friend to give you £300 more, and that money you must send me so that it might reach me by the *first* or at *the latest* by the *socond* incoming Mail of September, for then I shall be in a position to give up this house and seek obscurer and cheaper lodgings somewhere else. The £300 will pay my call-expenses and keep us here till I leave,—so that, we shan't trouble you for more money for our living. Then, it will cost me about £200 to go out and I must leave for my wife at least £200 in the Bank.—Alas, who will give me this money ? If *you* were rich, I should not be so miserable, for I know the nobility of your heart. Do you think a letter from me to Jotinder Tagore would have any favourable effect ? And then, when I get back to Calcutta, I must look to my own exertions. Why should I fear to fail ?

I hope you will send me £300 io September, for I must get out of this house and the last quatter of the year ends with that month. The propritors are hard-hearted people and if I am unable to pay and move out, they no doubt, will apply the hard enacments of the English Law of Landlords and Tenants to my case, for I am a yearly tenant and if I remain one day after the expiraiion of the Term, they might compel me to keep the house *anɔther* year at a higher rate of rent !

The £200 which I expect now every-day, will pay off last quarter's debts and leave something over to carry us on to next Setember, and then immediately after the receipt

of your letter and the money, I shall apply to the Benchers of Gray's Inn for my Call.

Remember, my dear and *only* friend, you rescued me from ruin once. Do not abandon me now.

Praying God to bless you in your efforts to help a poor fellow and with our united respects.

Yours faithfully.

P. S. I tell my wife that when I get back to Calcutta, you will give me a little room in your house and a lot of rice to keep body and soul together !

মধুসূদনের কলিকাতা পুলিশ কোর্টে কাজ করিবার সময়ে কুচ্‌বিহার রাজ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে একজন উপযুক্ত লোকের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। মধুসূদন এই পদপ্রার্থী হইয়া কুচবিহারাধিপতি নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ :—

Calcutta Police.
27th January 1860.

My dear Raja Sahib,—

I see an advertizement in the 'Englishman' in which your Highness wants a magistrate. Allow me to offer my services to you. Your Highness knows that I have been for several years connected with the Calcutta Police and understand criminal matters qretty well···Your Highness must know that I shall have to sacrifice my prospects here if I go up to your country, and offer must be tempting enough to induce me to do so. I shall undertake to give you such a Police-Estrblishment throughout your Principality in one year, that your Highness will win the praise of the British Government···

('উৎসাহ', ৪র্থ বর্ষ, ১৩০৭-৮)

পরিশিষ্ট সম্পূর্ণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬